প্রাচ্যবাণী-গবেষণা-গ্রন্থমালা

একাদশ পুষ্প

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ

পঞ্চম খণ্ড
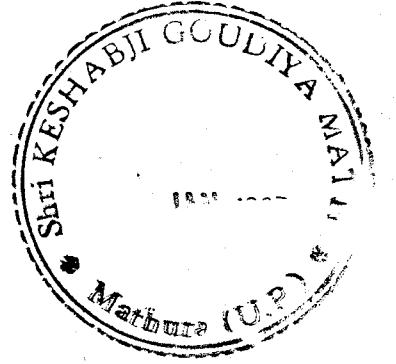
শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারিপ্রীতয়ে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু

আশ্বিন, ১৮৮২ শকাব্দ, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

৪৭৪ শ্রীচৈতন্যাব্দ

সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ

এই গ্রন্থে সাধারণতঃ বহরমপুর-সংস্করণের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
এবং উজ্জ্বলনীলমণিরই অনুসরণ করা হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন

সপ্তম পর্ব্ব—রসতত্ত্ব

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় স্ফুরিত

এবং

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের, পরে (নোয়াখালী) চৌমুহনী

কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

এম্-এ, ডি-লিট্-পরবিদ্যাচার্য্য, বিদ্যাবাচস্পতি, ভাগবতভূষণ,

ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন, ভক্তিভূষণ, ভক্তিসিদ্ধান্ত-ভাস্কর

কর্ত্তৃক লিখিত

প্রাচ্যবাণী মন্দির

কলিকাতা

প্রকাশক :
প্রাচ্যবাণী-মন্দির পক্ষে
যুগ্মসম্পাদক
ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী এম. এ., পি, এইচ, ডি.
৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯

Bound by—**Orient Binding Works**
(Winners of State award for excellence in book-binding)
100, Baitakkbana Road, Cal—9

প্রাপ্তিস্থান :

১। মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

২। শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬

৩। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—১২

৪। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা—৬

৫। চক্রবর্ত্তী-চাটার্জি এণ্ড কোং
১৫, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—১২

৬। কাৰ্ত্তিক লাইব্রেরী
গান্ধী কলোনী, কলিকাতা—৪০

দ্রষ্টব্য। পুস্তকবিক্রেতারা অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্ন ঠিকানা হইতে গ্রন্থ নিবেন :—
৪৬, রসারোড্ ইষ্ট্ ফার্ষ্ট লেন, টালিগঞ্জ,
কলিকাতা—৩৩

পঞ্চম খণ্ডের মূল্য—২৫৲ পঁচিশ টাকা

শ্রীপ্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৬৭, বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪
হইতে শ্রীঅরবিন্দ সরদার কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন

পরমপূজ্যপাদ পরমভাগবত ডক্‌টর শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের চার হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী সমুদ্রপ্রমাণ দর্শনগ্রন্থের পরিপূর্ত্তি সুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও দর্শনের পরমানুরাগিবৃন্দের নহে, নিখিল ভারতের সকল ধর্ম ও দর্শনতত্ত্বজিজ্ঞাসু পণ্ডিতেরই অন্য শ্রেষ্ঠ আনন্দের কারণ হবে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দিক্ থেকে, শ্রীল শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্মের প্রপূর্ত্তির দিক্ থেকে, এই গ্রন্থ একটী স্থায়ী পথনির্দেশক প্রামাণিক গ্রন্থরূপে চির বিরাজ করবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের কোনও সুলিখিত ধারাবাহিক প্রামাণিক ইতিহাস এতদিন ছিলনা। ডাঃ রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয় এই নিদারুণ অভাব পরমসুন্দর ভাবে দূর করলেন, এইজন্য তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার তুলনা নেই। তুলনামূলক চিন্তনের সময় আমার বারংবার একথাই মনে হয়েছে যে, শ্রীল সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনক্ষেত্রে বসে মধুরতম পরিবেশে হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ লিখে যেমন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের ধর্মকৃত্য, আচারনিষ্ঠার একটি একান্ত নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থাগ্রন্থ রচনা করে গিয়েছিলেন, আজ মহাপ্রভুর জন্মের পাঁচশত বৎসরের পরিপূর্ত্তির প্রাক্‌কালে ভাগীরথী-তোয়োধারা-বিধৌত কলিকাতা নগরীতে বসেও আমাদের প্রাণপ্রভু ডাঃ নাথমহাশয়ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের দিক্ থেকে সেই কাজই করে রাখলেন আমাদের জন্য। মহাপ্রভুর ইচ্ছা পূজ্যপাদ ডক্‌টর রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের মাধ্যমে পূর্ণ হলো এবং আমরা তাঁর এই অপূর্ব কৃতিত্বের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম, এইটীই আমাদের বর্ত্তমান জীবনের একটী চরম সান্ত্বনা ও আনন্দের হেতু।

বর্ত্তমান সপ্তম পর্বস্থ "রস-তত্ত্ব" অংশে আমাদের ভাগবতশ্রেষ্ঠ ডক্‌টর নাথ কত অপূর্ব বিষয় অনুপম সুললিত ভাষায় বর্ণন ও বিশ্লেষণ করেছেন, তার ইয়ত্তা নাই। এই উপলক্ষ্যে আমরা ডা: নাথ মহাশয়ের গ্রন্থের ৭।১৫৭-১৫৮ অনুচ্ছেদ (পৃষ্ঠা ২৯৯৮-৩০০৮), ৭।১৬০-৭০ অনুচ্ছেদ (পৃষ্ঠা ৩০০৯-৩০৫৩), ৭।১৭১-৭৪ অনুচ্ছেদ (পৃষ্ঠা ৩০৫৪-৩১১০), ৭।৩৯৫ অনুচ্ছেদ (পৃষ্ঠা ৩৪৭৪-৩৫৮২) এবং ৭।৪২৪ ঘ অনুচ্ছেদে (পৃষ্ঠা ৩৬৩৯-৩৬৬৪) বর্ণিত বিষয়সমূহের প্রতি পাঠকবৃন্দের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করি। লৌকিক বা প্রাকৃত রসের থেকে অপ্রাকৃত রসের পার্থক্য ডাঃ নাথ অপূর্ব ভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ; স্বকীয়া ও পরকীয়া তত্ত্বের শাস্ত্রসম্মত অপূর্ব ব্যাখ্যানও করেছেন ডাঃ নাথ।

এই সমস্ত বিষয় যেমনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তেমনি পরম-ভাবাবর্ত্ত। ভাগবতশ্রেষ্ঠ মহাপণ্ডিত লেখকের প্রত্যেক অক্ষর থেকেই অবিরল ধারে ভক্তির বারি নি:সৃত হচ্ছে—প্রত্যেক বাক্যেই স্রোতস্বতীর বেগধারা।

কোনও এক মহেন্দ্রক্ষণে ডাঃ নাথমহাশয় বৃন্দাবনস্থ মহাসন্ন্যাসীর প্রদত্ত আশীর্বাদ ও লেখনী নিয়ে এই মহাভাগবতরস-নির্যাস গ্রন্থ লিখতে আরম্ভ করেছিলেন। মহাপ্রভু তাঁর পূর্ণ আশীর্বাদ অজস্র-

ধারে ডাঃ নাথ মহাশয়ের শিরোদেশে বর্ষণ করেছেন। তার ফল দেখে আমরাও কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। মহাপ্রভু যে আমাদের কত ভালবাসেন, তার চূড়ান্ত প্রমাণ এখানেই।

ডাঃ নাথ মহাশয়ের পদচ্ছায়ায় বসে আমরা নিরন্তর কেবল এই প্রার্থনাই করি, যেন তিনি মানবজীবনের যে পূর্ণ আয়ুষ্কাল, ১২০ বৎসর ৫দিন—সে সম্পূর্ণ আয়ুষ্কাল পরিগ্রহণ করে, মহাপ্রভুর ভক্তিধর্ম সমস্ত বিশ্বে আরো সংপ্রসারিত করে দিয়ে যান। এখন মাত্র তাঁর বিরাশী বৎসর বয়স, বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষ তাঁর কৃপায় ধন্য হয়েছে। আরও ৩৮ বৎসর জীবদ্দশায় থেকে তিনি যদি মহাপ্রভুর প্রেমধর্মরশ্মি জগতে বিকিরণ করেন, সমস্ত বিশ্ব মহাপ্রভুর জ্যোতির্ধারায় স্নাত হবে, এ আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

ডাঃ নাথমহাশয়কে আমরা অধম অজ্ঞ জন আমাদের কোটি কোটি ভক্তিপ্রণতি নিবেদন করে এই প্রার্থনা জানাই, যেন তিনি বঙ্গজননীর মুখে যে অপূর্ব দিব্য হাসি ফুটিয়ে তুলেছেন, সেই হাসি-রেখাকে আরো সুন্দরতর করে তোলেন—তাঁর জ্ঞানবিভূতিপূর্ণ চিত্তোন্মাদন নব নব গ্রন্থরচনার মাধ্যমে।

মহাপ্রভুর কাছেও আমাদের এই একমাত্র প্রার্থনা—যেন ডাঃ নাথ মানবের পূর্ণতম আয়ুষ্কাল লাভ করে আরো ভক্তিসুষমা নিখিল বিশ্বসমক্ষে বিকিরণ করে আমাদের ধন্য করেন।

প্রাচ্যবাণী ৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯ ২৪।৮।৬০ ইং	}	ভক্তদাসানুদাস **যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী**

লেখকের নিবেদন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় এবং ভক্তবৃন্দের আশীর্ব্বাদে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের সর্ব্বশেষ খণ্ড—পঞ্চমখণ্ড (রসতত্ত্ব)—প্রকাশিত হইল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের পর্য্যবসান রসতত্ত্বে।

সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছেন পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিয়া গিয়াছেন—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ ॥১৫।১৫॥" সমগ্র বেদের প্রতিপাদ্য একমাত্র পরব্রহ্ম হইলেও জীব-জগদাদি ব্রহ্মনিরপেক্ষ নহে বলিয়া বেদানুগত দর্শনশাস্ত্রে ব্রহ্মতত্ত্ব-কথনের প্রসঙ্গে জীব-জগদাদির তত্ত্বও—জীবতত্ত্ব এবং সৃষ্টিতত্ত্বও—কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মের সহিত জীবের অনাদি অবিচ্ছেদ্য নিত্যসম্বন্ধ। জীবস্বরূপ হইতেছে স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের চিদ্রূপা জীবশক্তি—জীবশক্তির অংশ (গীতা ৭।৫) এবং শক্তি-শক্তিমানের অভেদবশতঃ তাঁহার শক্তিও তাঁহার অংশ বলিয়া স্বরূপতঃ জীব হইতেছে পরব্রহ্মের সনাতন অংশ (গীতা ।১৫।৭)। শক্তির স্বরূপানুবন্ধি-কর্ত্তব্য হইতেছে শক্তিমানের আনুকূল্যময়ী সেবা, অংশেরও স্বরূপানুবন্ধি-কর্ত্তব্য হইতেছে অংশীর আনুকূল্যময়ী সেবা। আনুকূল্যময়ী সেবা হইতেছে প্রীতিময়ী সেবা। জীব যখন স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং শক্তিরূপ অংশ, তখন জীবেরও স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য হইতেছে পরব্রহ্মের আনুকূল্যময়ী বা প্রীতিময়ী সেবা। বৃহদারণ্যক-শ্রুতিও বলিয়াছেন—"আত্মানমেব প্রিয়-মুপাসীত ইতি।—প্রিয়রূপে পরমাত্মা পরব্রহ্মের উপাসনা বা সেবা করিবে।" প্রিয়রূপে সেবাই হইতেছে প্রীতিময়ী সেবা। শতপথ-শ্রুতিও বলিয়াছেন—"প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ।" প্রিয়রূপে এবং প্রেমের সহিত (কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনার সহিত) শ্রীকৃষ্ণের সেবা জীবের স্বরূপানুবন্ধি-কর্ত্তব্য হইলেও সংসারী জীব অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া তাঁহা হইতে বহির্ম্মুখ হইয়া অশেষ সংসার-দুঃখ ভোগ করিতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনাদিবহির্ম্মুখ হইলেও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের যখন নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান, তখন সেই সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে তাহার স্বরূপগত অধিকার অবশ্যই আছে। কিন্তু তজ্জন্য সাধনের আবশ্যক। বেদানুগত দর্শনশাস্ত্রে তাই সাধন-তত্ত্বের কথাও দৃষ্ট হয়। এই সাধনের সাধ্যবস্তু কি, তাহাও বেদানুগত দর্শন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। এইরূপে দেখা যায়—বেদানুগত দর্শনশাস্ত্রে মুখ্য প্রতিপাদ্যব্রহ্মতত্ত্বের আনুষঙ্গিক ভাবে জীবতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব এবং সাধ্যতত্ত্বও নির্ণীত হইয়াছে।

শ্রুতি পরব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ।" তিনি রসঘন। শ্রুতিতে তাঁহাকে আনন্দস্বরূপ এবং আনন্দঘনও বলা হইয়াছে। অপূর্ব্ব আস্বাদনচমৎকারিত্বময় আনন্দই হইতেছে রস। তিনি রসস্বরূপ—অপূর্ব্ব আস্বাদনচমৎকারিত্বময় আনন্দস্বরূপ।

পূর্ব্বাচার্য্যগণের সকলেই ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন বটে ; কিন্তু তাঁহাদের আলোচনা ব্রহ্মের রসস্বরূপত্ব পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় নাই। তাঁহাদের প্রায় সকলেই ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপত্বের কথা বলিয়াছেন বটে ; কিন্তু সেই আনন্দস্বরূপত্বের তাৎপর্য্য কি, তাহা তাঁহারা বলেন নাই। শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্য পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে রসস্বরূপ বলিয়াছেন ; কিন্তু তিনিও রসস্বরূপত্বের রহস্য উদ্‌ঘাটিত করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আনুগত্যে একমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণই পরব্রহ্মের রসস্বরূপত্বের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

রস-শব্দের দুইটী অর্থ—"রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ—আস্বাদ্য বস্তু" এবং "রসয়তি আস্বাদয়তি ইতি রসঃ—রস-আস্বাদক, রসিক।" রসস্বরূপ বলিয়া পরব্রহ্ম হইতেছেন—আস্বাদ্য এবং আস্বাদক (রসিক)। তিনি ব্রহ্ম—সর্ব্ববৃহত্তম বস্তু ; তাঁহার সমানও কেহ নাই, অধিকও কেহ নাই। "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ কশ্চিদ্দৃশ্যতে॥ শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি॥" তাঁহার এই সর্ব্বাতিশায়িতা সর্ব্ববিষয়ে, তাঁহার রসস্বরূপত্বেও। সুতরাং তাঁহার ন্যায় আস্বাদ্যও অপর কোনও বস্তু নাই, তাঁহার ন্যায় আস্বাদক বা রসিকও অপর কেহ নাই ; অধিক থাকা তো দূরে। আস্বাদ্যরূপেও তিনি অসমোর্দ্ধ, আস্বাদক বা রসিকরূপেও তিনি অসমোর্দ্ধ।

মধুর বস্তুই হয় আস্বাদ্য। শ্রুতিতে দুইটী মাধুর্য্যব্যঞ্জক শব্দদ্বারাই পরব্রহ্মের স্বরূপের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তিনি আনন্দস্বরূপ, তিনি রসস্বরূপ। অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় আনন্দই হইতেছে রস। আনন্দ এবং রস এই দুইটীই মাধুর্য্যব্যঞ্জক শব্দ। পরব্রহ্ম হইতেছেন আনন্দস্বরূপ—অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় আনন্দস্বরূপ। ইহাদ্বারা তাঁহার মাধুর্য্যই সূচিত হইয়াছে। এই মাধুর্য্যেও তিনি অসমোর্দ্ধ। তাঁহার মাধুর্য্য "কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তাসভার মন। পতিব্রতাশিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥ শ্রী চৈ, চ, ২।২১।৮৮॥ শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি॥" এমন কি, তাঁহার "আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আস্বাদন॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৮।১১৪॥" তাঁহার নিজের রূপ নিজেরও বিস্ময়োৎপাদক। তাঁহার নরলীলার উপযোগী রূপ "বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥ শ্রীভা, ৩।২।১২॥" লীলাশুক বিল্বমঙ্গলও বলিয়াছেন—"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্। মধুগন্ধি মধুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥" এতাদৃশ অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যময় হইতেছেন আস্বাদ্যরসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ।

এক্ষণে তাঁহার আস্বাদক-রসরূপত্বের বা রসিকত্বের কথা বলা হইতেছে। রসিক বা রসাস্বাদক রূপেও তিনি ব্রহ্ম—সর্ব্বাতিশায়ী, অসমোর্দ্ধ। তিনি হইতেছেন রসিকশেখর, রসিকেন্দ্র-শিরোমণি।

তিনি আস্বাদন করেন—স্বরূপানন্দ এবং শক্ত্যানন্দ। স্বরূপানন্দের আস্বাদন হইতেছে তাঁহার আস্বাদ্য-রসস্বরূপের আস্বাদন ; মুণ্ডকশ্রুতিকথিত রুক্মবর্ণস্বরূপে তিনি স্বীয় রূপ-গুণ-লীলাদির মাধুর্য্যও আস্বাদন করিয়া থাকেন। আর, শক্ত্যানন্দের আস্বাদনের মধ্যে তাঁহার হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপ-

শক্তির বৃত্তিবিশেষ যে প্রেম বা ভক্তি, সেই প্রেমরস-নির্য্যাসের, বা ভক্তিরস-নির্য্যাসের আস্বাদন করিয়া থাকেন। তাহাতেই তাঁহার রসিকত্ব। ভক্তিরসের আস্বাদনে তিনি—অর্থাৎ পূর্ব্বোল্লিখিত অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ—হইতেছেন বিষয়ালম্বন এবং তাঁহার পরিকরবর্গ হইতেছেন আশ্রয়ালম্বন।

প্রাকৃত রসকোবিদ্‌গণ ভক্তির রসতাপত্তি স্বীকার করেন না (৭।১৭২-অনু)। তাঁহারা বলেন—দেবতাবিষয়া রতি হইতেছে ভাবমাত্র, চিত্তের প্রথম-বিক্রিয়ামাত্র; সামগ্রীর অভাবে তাহা রসরূপে পরিণত হইতে পারে না। তাঁহাদের এইরূপ অভিমতের হেতু এইরূপ বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের মতে সামাজিকের লক্ষণ হইতেছে রজস্তমোহীন-প্রাকৃত-সত্ত্বপ্রধান-চিত্ততা; কিন্তু রজস্তমোহীন প্রাকৃত-সত্ত্বপ্রধান চিত্তও ভক্তির অনুভব লাভ করিতে পারে না; ভক্তির বা ভক্তিরসের অনুভবের জন্য মায়িক-গুণাতীত চিত্তের প্রয়োজন। প্রাকৃত রসকোবিদ্‌গণের কথিত সামাজিকের চিত্ত গুণাতীত নহে বলিয়া ভক্তিরসের আস্বাদন তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রাকৃত রসকোবিদ্‌গণের সামাজিক ভক্তিরসের আস্বাদন পায়েন না বলিয়াই তাঁহারা মনে করেন—ভক্তির রসতাপত্তি সম্ভবপর নহে। ভক্তিরস-সম্বন্ধে তাঁহারা আলোচনা করেন নাই। অবশ্য অভিনবগুপ্তাদি রামায়ণ-মহাভারতাদি ভক্তিরসময় গ্রন্থকে রসগ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু এ-স্থলেও তাঁহাদের কথিত সাধারণীকরণের দ্বারা শ্রীরামাদি পর্য্যবসিত হইয়া পড়েন সাধারণ মানুষে, তাঁহাদের রতিও পর্য্যবসিত হয় নৈর্ব্যষ্টিক নায়ক-নায়িকার রতিতে। সুতরাং রামায়ণ-মহাভারতাদির রসও তাঁহাদের পক্ষে আস্বাদনীয় হয় প্রাকৃত রসরূপে, ভক্তিরসরূপে নহে।

পক্ষান্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রাকৃত-রতির রসতাপত্তি স্বীকার করেন না (৭।১৭১-অনু)। তাঁহারা বলেন—রস হইতেছে সুখপ্রাচুর্য্যময় বস্তু। প্রাকৃত বস্তুতে সুখ থাকিতে পারে না; কেননা, প্রাকৃত বস্তুমাত্রই হইতেছে "অল্প"—সীমাবদ্ধ, দেশকালাদিতে সীমাবদ্ধ; অল্পবস্তুতে সুখ থাকিতে পারে না। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"নাল্পে সুখমস্তি"; কেননা, "ভূমৈব সুখম্।" সুখ হইতেছে ভূমা বস্তু, অনল্প বা অসীম বস্তু। প্রাকৃত বস্তুতে যে সুখ, তাহা হইতেছে বস্তুতঃ সত্ত্ব-গুণজাত চিত্তপ্রসাদ, স্বরূপতঃ সুখ নহে। সত্ত্বগুণপ্রধান-চিত্ত সামাজিকের চিত্তস্থিত সত্ত্ব-গুণজাত চিত্তপ্রসাদকেই প্রাকৃত রসকোবিদ্‌গণ রসাস্বাদজনিত সুখ বলিয়া মনে করেন এবং এজন্যই তাঁহারা প্রাকৃতরতির রসতাপত্তি স্বীকার করেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বাস্তব-সুখহীনা প্রাকৃত-রতির রসতাপত্তি স্বীকার করেন না।

ভক্তিরস-কোবিদ্ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন—প্রাকৃতরসকোবিদ্‌গণ যে দেবতাবিষয়া রতির রসতাপত্তি স্বীকার করেন না, সেই দেবতা হইতেছেন জীবতত্ত্ব প্রাকৃত দেবতা। প্রাকৃত-দেবতা-বিষয়া রতিতে স্থায়িভাবের লক্ষণ নাই; এই রতি বিভাবাদি সামগ্রীর সহিতও মিলিত হইতে পারেনা; সুতরাং ইহা রসরূপে পরিণত হইতে পারে না।

ভক্তি কিন্তু প্রাকৃত-দেবতাবিষয়া রতি নহে। ইহা হইতেছে ভগবদ্‌বিষয়া রতি—হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তির বৃত্তি। স্বরূপশক্তি বিভু—ভূমা—বলিয়া ভক্তি বা ভগবদ্‌বিষয়া রতিও বিভু বা

ভূমা—সুতরাং সুখস্বরূপা। "রতিরানন্দরূপৈব।" ভক্তি নিজে সুখস্বরূপা বলিয়া সুখপ্রাচুর্য্যময় রসে পরিণত হওয়ার যোগ্যা। তাঁহারা বলেন, প্রাকৃত-রসকোবিদ্গণ স্থায়িভাবের যে সকল লক্ষণ স্বীকার করেন, ভক্তিরও সে-সকল লক্ষণ আছে; সুতরাং ভক্তির স্থায়িভাব-যোগ্যতা আছে। ভক্তিরসের বিভাবাদি সামগ্রীও ভক্তিরই ন্যায় অপ্রাকৃত; তাহাদের সহিত মিলনের যোগ্যতা স্থায়িভাবরূপা ভক্তির আছে এবং ভক্তির সহিত মিলনের যোগ্যতাও বিভাবাদি সামগ্রীর আছে। সুতরাং ভক্তির রসতাপত্তিসম্বন্ধে আপত্তির কোনও হেতু থাকিতে পারে না (৭।১৭৩-অনু)।

প্রাচীন আচার্য্যদের মধ্যে শ্রীধরস্বামিপাদ, বোপদেব, হেমাদ্রি, সুদেব, ভগবন্নাম-কৌমুদীকার শ্রীলক্ষ্মীধর প্রভৃতি ভক্তির রসতাপত্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের কেহই ভক্তিরস-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার অনুসরণে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীই তাঁহার ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে এবং উজ্জ্বলনীলমণিতে এবং তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র এবং শিষ্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণির টীকায় এবং স্বকীয় প্রীতিসন্দর্ভে ভক্তিরসসম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ইঁহাদিগকেই ভক্তিপ্রস্থানের আদি আচার্য্য বলা যায়।

যাহা হউক, রতির রসতাপত্তির প্রকার সম্বন্ধে ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে কথিত "বিভাবানুভাব-ব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ"-বাক্যকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন রসাচার্য্য বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। যথা, ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ, শ্রীশঙ্কুকের অনুমিতিবাদ, ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ এবং অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ (৭।১৬০-১৬৪ অনু)। কিন্তু এই সকল মতবাদের কোনও মতবাদেই ভরতমুনির উক্তির মর্ম্ম অনুসৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়না (৭।১৬৬ অনু)। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই চতুর্বিধ মতবাদের মধ্যে কোনও মতবাদেরই অনুসরণ করেন নাই। তাঁহারাও ভরতমুনিরই অনুসরণ করিয়াছেন; তাঁহাদের মতবাদের সহিত ভরতমুনির উল্লিখিত উক্তির সম্যক্ সঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হয়। (৩০২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

ভট্টনায়কাদির ন্যায় গৌড়ীয় আচার্য্যগণও সাধারণীকরণ স্বীকার করেন। কিন্তু উভয়ের সাধারণীকরণ একরূপ নহে। ভট্টনায়কাদির সাধারণী-করণে দৃশ্যকাব্যে রামসীতাদি তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া পুরুষমাত্রে বা নারীমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া পড়েন। কিন্তু গৌড়ীয় মতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া পুরুষমাত্রে পর্য্যবসিত হয়েন না; পরিকরগণও বৈশিষ্ট্য হারায়েন না; হারাইলে কৃষ্ণবিষয়া রতিরই অস্তিত্ব থাকেনা; কৃষ্ণবিষয়া রতি বা ভক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেলে ভক্তির রসতাপত্তিই সম্ভব হয় না। গৌড়ীয় মতে, কৃষ্ণরতির অচিন্ত্য শক্তিতে বিভাব-অনুভাবাদির যে বৈশিষ্ট্য জন্মে এবং এতাদৃশ বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত বিভাবানুভাবাদির প্রভাবে রতিরও যে বৈশিষ্ট্য জন্মে, রতির ও বিভাবাদির এই বৈশিষ্ট্যের মূল হইতেছে একই কৃষ্ণরতির প্রভাব। মূল এক এবং অভিন্ন বলিয়া রতির ও বিভাবাদির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ভেদ নাই। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যেরই একীভাব বা সাধারণীকরণ হইয়া থাকে (৩০২২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

রসের অলৌকিকত্ব প্রাকৃত-রসকোবিদ্গণও স্বীকার করেন, অপ্রাকৃত-রসকোবিদ্ গৌড়ীয়

বৈষ্ণবাচার্য্যগণও স্বীকার করেন; কিন্তু উভয়ের স্বীকৃত অলৌকিকত্বের স্বরূপ একরূপ নহে। ভট্টলোল্লটাদি আচার্য্যচতুষ্টয়ের মতের আলোচনায় কেবল রসনিষ্পত্তির এবং রসাস্বাদনের প্রক্রিয়ার অলৌকিকত্বের কথাই জানা যায় (৭।১৭৪ক-অনু)। তাঁহাদের এই অলৌকিকত্ব হইতেছে লৌকিক জগতে সাধারণতঃ অদৃষ্টত্ব। ভট্টনায়কের রসনিষ্পত্তি-প্রক্রিয়ার অলৌকিকত্ব হইতেছে লোকবিশেষগতত্ব-হীনতা, impersonal বা universal (৩০৯৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

ভট্টলোল্লটাদি তাঁহাদের কথিত রসের অলৌকিকত্বসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেন নাই; তবে তাঁহারা তাঁহাদের কথিত রসকে "ব্রহ্মাস্বাদসহোদর—ব্রহ্মাস্বাদের তুল্য" বলিয়াছেন। তন্ময়ত্বাংশেই তুল্যতা ; স্বরূপে তুল্যতা নাই ; কেননা, ব্রহ্মাস্বাদ হইতেছে অপ্রাকৃত চিদ্‌বস্তুর আস্বাদন ; লৌকিকী রতি এবং লৌকিক বিভাবাদিও অপ্রাকৃত চিদ্‌বস্তু নহে ; সমস্তই প্রাকৃতবস্তু। এ-সমস্ত প্রাকৃত বস্তুর সংযোগজাত রসও হইবে প্রাকৃত বস্তু ; তাহা অপ্রাকৃত হইতে পারে না। প্রাকৃত বস্তু-মাত্রই লৌকিক ; তথাপি যে তাঁহারা এই রসকে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর বলিয়া অলৌকিক বলিয়াছেন, তাহার হেতু এইরূপ বলিয়া মনে হয় :—কাব্যরসের আস্বাদনে যে আনন্দ পাওয়া যায়, লৌকিক জগতে সেইরূপ আনন্দ অন্যত্র দুর্ল্লভ। কিন্তু রতি ও বিভাবাদি সমস্তই প্রাকৃত বা লৌকিক বলিয়া তৎসমস্ত হইতে উদ্ভূত রসও হইবে বস্তুবিচারে লৌকিকই (৩১০১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। লৌকিক জগতে বিরল-দৃষ্ট বস্তুকে অলৌকিক বলার রীতি প্রচলিত আছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের কথিত ভক্তিরসের অলৌকিকত্বের স্বরূপ কিন্তু অন্যরূপ। তাঁহাদের অলৌকিকত্ব হইতেছে অপ্রাকৃতত্ব, মায়াতীতত্ব। কৃষ্ণরতি বা ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া মায়াতীত—চিৎস্বরূপা। বিষয়ালম্বন-বিভাব শ্রীকৃষ্ণ, আশ্রয়ালম্বন-বিভাব শ্রীকৃষ্ণপরিকরগণও অপ্রাকৃত, মায়াতীত চিদ্‌বস্তু ; অনুভাব-ব্যভিচারিভাবাদিও চিৎস্বরূপ বা চিদ্রূপতা-প্রাপ্ত। এই সমস্তের সংযোগে উদ্ভূত ভক্তিরসও হইবে অপ্রাকৃত, মায়াতীত, চিদ্‌বস্তু—সুতরাং অলৌকিক। ইহা বস্তুবিচারেই অলৌকিক ; কেননা, ইহা অপ্রাকৃত। (৭।১৭৪-খ-অনু)।

রসশাস্ত্রে মধুররসে পরোঢ়া নায়িকা এবং উপপতি নিন্দিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণও তাহা স্বীকার করেন ; কিন্তু তাঁহারা বলেন, জীবতত্ত্ব প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা সম্বন্ধেই উল্লিখিত বিধি। অপ্রাকৃত নায়ক পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এবং অপ্রাকৃত নায়িকা ব্রজসুন্দরীগণের সম্বন্ধে সেই বিধি প্রযোজ্য নহে ; কেননা, রসবৈচিত্রীবিশেষের আস্বাদনের জন্য স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ব্রজ-সুন্দরীগণকেও অবতারিত করিয়াছেন। এই উক্তির সমর্থনে তাঁহারা প্রাচীনদের উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন—ব্রজগোপীগণ বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তাই ; অপ্রকট গোলোকে তাঁহাদের এই স্বকীয়াত্ব ; কেবল প্রকটলীলাতে এই স্বকীয়া কান্তাগণই যোগমায়ার প্রভাবে পরকীয়ারূপে প্রতীয়মানা। প্রকটের এই পরকীয়াত্ব—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্যও—হইতেছে মায়াময়, প্রাতীতিক, অবাস্তব। (বিস্তৃত আলোচনা ৭।৩৯৫-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)। ব্রজদেবীগণ বাস্তবিক পরোঢ়া নহেন বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের বাস্তবিক উপপতি নহেন বলিয়া, তাঁহাদের

স্বাভাবিক সম্বন্ধ দাম্পত্যময় বলিয়া, রসশাস্ত্রকথিত পরোঢ়া-উপপতি-বিষয়ক বিধান তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না। প্রাকৃত নায়িকার পরোঢ়াত্ব এবং প্রাকৃত নায়কের ঔপপত্য বাস্তব বলিয়াই নিন্দনীয়। শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজদেবীগণের মধ্যে স্বরূপতঃ দাম্পত্য-সম্বন্ধ বলিয়া এবং তাঁহাদের ঔপপত্য-পরকীয়াত্ব অবাস্তব, প্রাতীতিক, বলিয়া নিন্দনীয় হইতে পারে না।

(২)

চতুর্থ খণ্ডের নিবেদনে বলা হইয়াছে, প্রেমতত্ত্বকে পারমার্থিক মনস্তত্ত্বও বলা যায়। রসতত্ত্ব-সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। প্রেমই রসরূপে পরিণত হয়। প্রেমের বা ভক্তির রসতাপ্রাপ্তিকালে এবং ভক্তিরসের আস্বাদন-কালে আলম্বন-বিভাবের মনোবৃত্তি যে বৈচিত্রীপরম্পরা ধারণ করে—গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ রসতত্ত্বের বিচারে প্রতিরসের বহু বৈচিত্রীর যেরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, বিশেষ সুক্ষ্মদৃষ্টির সহিত বিজ্ঞানসম্মতভাবে, মনোবৃত্তির সে-সমস্ত বৈচিত্রীপরম্পরারও তদ্রূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা পর্য্যবসিত হইয়াছে রসতত্ত্বে। দর্শন-শাস্ত্রভাণ্ডারে ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের এক অপূর্ব্ব অবদান; ইহা বাঙ্গালারও বিশেষ গৌরবের বস্তু।

(৩)

প্রথম খণ্ডের নিবেদনেই বলা হইয়াছে, আমার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞানহীন এবং ভজন-সাধনহীন লোকের পক্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের প্রকটিত পারমার্থিক দর্শন-সম্বন্ধে কোনও গ্রন্থ রচনার প্রয়াস ধৃষ্টতা মাত্র। বৃন্দারণ্যবাসী পূজ্যপাদ মহাত্মা শ্রীল হরিবাবা মহারাজের কৃপাদেশেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।" তাঁহার কৃপায় যাহা স্ফুরিত হইয়াছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তথাপি আমার বিষয়মলিন চিত্তের কালিমা তাহাকে যে কোনও স্থলেই আচ্ছন্ন করে নাই, তাহা বলা যায় না। অদোষদর্শী সুধীবৃন্দ অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা ক্ষমা করিবেন, ইহাই এই দীন অধমের প্রার্থনা। শাস্ত্রপ্রমাণ-প্রদর্শনপূর্ব্বক ত্রুটিবিচ্যুতি দেখাইয়া দিলে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।

সর্ব্বত্রই আমি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিপাদদের অভিমতই ব্যক্ত করার চেষ্টা করিয়াছি। আমার নিজের মত বলিয়া কিছু নাই, থাকিতেও পারে না। গোস্বামিপাদদের অভিমতের, কিম্বা শাস্ত্রোক্তির, মর্ম্ম পরিস্ফুট করার জন্য যে আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে নিজের অভিমত অবশ্য কিছু আছে; তাহাও আলোচ্য অভিমতের এবং শাস্ত্রোক্তির প্রতিকূল নহে। তথাপি সে-সকল স্থলে "মনে হয়", "বোধ হয়"-ইত্যাদি কথায় জানাইয়া দিয়াছি যে, তাহা লেখকেরই অভিমত। তাহা গ্রহণ করা না করা সহৃদয় পাঠকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব এবং পরমারাধ্য শ্রীপরমগুরুদেব আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন—"শাস্ত্রবহির্ভূত কোনও কথাই লিখিবেনা। অত্যন্ত অপ্রিয় হইলেও পরমার্থবিষয়ে হিত বাক্যই বলিবে।

শ্রেয়স্তত্র হিতং বাক্যং যদ্যপ্যত্যন্তমপ্রিয়ম্ ॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥ ৩।১২।৪৪ ॥” তাঁহাদের এই কৃপোপদেশকেই আমি শিরোধার্য্য করিয়া রাখিয়াছি। তাই স্থলবিশেষে শাস্ত্রবহির্ভূত আচরণের, অভিমতের এবং সংস্কারের সমালোচনা করিতে হইয়াছে। ইহাতে যদি কাহারও মনঃকষ্ট জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক তিনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, ইহাই তাঁহার চরণে প্রার্থনা। যথার্থ বস্তু কি, তাহা জানাইতে হইলে, কি যথার্থবস্তু নয়, তাহাও জানানো দরকার।

(৪)

এই গ্রন্থের লিপিকরণ-সম্বন্ধে দুয়েকটী কথা বলিয়াই আমার নিবেদন শেষ করিব। ৫।২।১৯৫৪ ইং তারিখে শ্রীল হরিবাবা মহারাজের কৃপাদেশ পাইয়াছি। ১৯।৩।১৯৫৪ইং তারিখে (৫ই চৈত্র, ১৩৬০, শুক্রবারে) শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমাদিনে লিখন আরম্ভ হয়। ৩।৬।১৯৫৬ইং তারিখে পঞ্চমপর্ব্বের লেখা শেষ হয়। ১৬।৬।১৯৫৬ইং তারিখে মুদ্রণের কার্য্য আরম্ভ হয়। মুদ্রণারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই প্রুফ্ দেখার কাজ আসিয়া পড়ে। প্রুফ্ দেখাতে অনেক সময় দিতে হয়। চিঠিপত্র লেখা, গ্রন্থলেখা, প্রুফ্ দেখা, দর্শনদানার্থীদের সহিত কথাবার্ত্তা বলা ইত্যাদি কাজের জন্য দিনের মধ্যে আমার সময় অনধিক চারিঘণ্টা। তাই প্রুফ্ দেখার কাজ আরম্ভ হওয়ার পরে লেখার সময় বিশেষ পাওয়া যাইতনা। অবকাশমত লিখিতে হইত। মুদ্রণারম্ভের পরেই ষষ্ঠপর্ব্ব এবং সপ্তম পর্ব্ব লিখিত হয়। ২২।৮।১৮৫৯ ইং (২৩শে শ্রাবণ, ১৩৬৬) তারিখে শনিবারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় সপ্তম পর্ব্বের লেখা শেষ হয়। পরিশিষ্ট ইহার পরে লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থশেষে একটা নির্ঘণ্ট দেওয়ার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু নির্ঘণ্টব্যতীতই গ্রন্থকলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে; তদুপরি নির্ঘণ্ট সংযোজিত করিলে কলেবর আরও বর্দ্ধিত হইবে আশঙ্কা করিয়া নির্ঘণ্ট দেওয়া হইল না। প্রত্যেক খণ্ডেরই সূচীপত্র যেরূপ বিস্তৃত ভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে, আমাদের মনে হয়, একটু কষ্ট স্বীকার করিলে তাহা হইতেই পাঠক তাঁহার অভীষ্ট বিষয় বাহির করিতে পারিবেন।

সর্ব্বশেষে সুধী-ভক্তবৃন্দের চরণে এবং যাঁহাদের অযাচিত অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভবপর হইয়াছে, তাঁহাদের চরণে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণিপাত জ্ঞাপন করিতেছি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

৪৬, রসারোড্ ইষ্ট্ ফার্ষ্ট লেন, কলিকাতা-৩৩
২৯শে শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৬৭ বাং, ১৪ই আগষ্ট, ১৯৬০ ইং
শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী

প্রণত কৃপাপ্রার্থী
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ। বিষয়। পৃষ্ঠাঙ্ক

চতুর্থ অধ্যায়: সাত্ত্বিকভাব

ষষ্ঠ অধ্যায় : স্থায়ী ভাব

অষ্টম অধ্যায়ঃ রসনিষ্পত্তি

সপ্তদশ অধ্যায় ঃ করুণভক্তিরস – গৌণ (৪)

অষ্টাদশ অধ্যায় ঃ রৌদ্রভক্তিরস—গৌণ (৫)

ঊনবিংশ অধ্যায় ঃ ভয়ানকভক্তিরস—গৌণ (৬)

বিংশ অধ্যায়ঃ বীভৎসভক্তিরস—গৌণ (৭)

একবিংশ অধ্যায়ঃ শান্তভক্তিরস—মুখ্য (১)

দ্বাবিংশ অধ্যায়ঃ দাস্যরস—মুখ্য (২)

চতুর্বিংশ অধ্যায়ঃ বৎসলভক্তিরস—মুখ্য (৪)

পঞ্চবিংশ অধ্যায়—মধুরভক্তিরস—মুখ্য (৫)

পঞ্চবিংশ অধ্যায় (১)ঃ নায়কভেদ

পঞ্চবিংশ অধ্যায় (৬) : যূথেশ্বরীভেদ

পঞ্চবিংশ অধ্যায় (৭) : দূতীভেদ

পঞ্চবিংশ অধ্যায় (৮) : হরিবল্লভা

পঞ্চবিংশ অধ্যায় (১০)

উদ্দীপন, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব, ব্যভিচারিভাব ও স্থায়িভাব

পঞ্চবিংশ অধ্যায় (১১)ঃ শৃঙ্গারভেদ বা উজ্জ্বলরসভেদ

পঞ্চবিংশ অধ্যায় (১২) ঃ রাসলীলাতত্ত্ব

পঞ্চবিংশ অধ্যায় (১৩) ঃ প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত

সূচীপত্র সমাপ্ত

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা। পংক্তি	অশুদ্ধ—শুদ্ধ
২৭২৪।৮	সেবাদরি—সেবাদির
২৭৩৩।৭, ৮	বয়ঃসান্ধ—বয়ঃসন্ধি
২৭৪০।৯	পরবর্ত্তা—পরবর্ত্তী
২৭৪৪।১৯	স্ফর্ত্তি—স্ফূর্ত্তি
২৭৬৩।২৫	কস্তরী—কস্তূরী
২৭৬৭।১৭	যূগল—যুগল, অধিরাদি—অধরাদি
২৭৬৮।২	কর্ত্তুং—কর্ত্তুং
২৭৭১।৯	কপোলশেভিনা—কপোলশোভিনা
২৭৭৮।৩০	পক্মা—পদ্মা
২৭৯২।৬	গোপার—গোপীর
২৭৯৪।১২	শ্রাহরিকে—শ্রীহরিকে
২৭৯৪।২০	সবেপথ—সবেপথু
২৭৯৯।৭	শ্রীষ্ণের—শ্রীকৃষ্ণের
২৮০২।৪	কৃষ্ণসম্বন্ধা—কৃষ্ণসম্বন্ধী
২৮০২।২২	বৃন্ধির—বৃদ্ধির
২৮০৪।৬	কৃচ্ছেণ—কৃচ্ছ্রেণ
২৮০৫।১২	মুর্ত্তি—মূর্ত্তি
২৮০৯।২,৫	সাত্ত্বকাভাস—সাত্ত্বিকাভাস
২৮১৪।১৮	সাত্ত্বক—সাত্ত্বিক
২৮১৯।৩০	বহিদৃষ্টিতে—বহির্দৃষ্টিতে
২৮২১।৩০	উদ্ধত—উদ্ধৃত
২৮২৪।১১	**ত্রাসজনিভ—ত্রাসজনিত**
২৮৩১।১০	**গবব—গর্ব্ব**
২৮৩১।১৩	অথবা—অথবা
২৮৩৯।১৬	দর্শনে—দশনে
২৮৪২।১৩	সাপ্তঃ—সপ্তিঃ
২৮৫০।২৮	লঘূ—লঘু
২৮৫১।৩	অলঘূ—অলঘু
২৮৫২।১২	সুচিত—সূচিত
২৮৫৫।৮	ভুরিজ্ম্ভাম্—ভূরিজৃম্ভাম্
২৮৫৭।১৫	দুঃখভারাক্রান্ত—দুঃখভারাক্রান্ত
২৮৫৮।৫	পরিাচতম্—পরিচিতম্
২৮৫৯।৭	বন্ধে—বন্ধো
২৮৬২।১৮	যমুনাহুলিনে—যমুনাপুলিনে
২৮৬৪।১	মিকটে—নিকটে
২৮৭২।৬	ইত্যূচিরে—ইত্যুচিরে
২৮৭৬।২	শ্রেয়স্কর—শ্রেয়ষ্কর
২৮৭৬।২০	**বস্তুর—বস্তুর**
২৮৭৮।১৫	অভীষ্টদর্শনজনিত—অভীষ্টলাভজনিত
২৮৭৯।২৪	স্পহাজনিত—স্পৃহাজনিত
২৮৮১।১৯,২৭	নপ্তী—নপ্ত্রী
২৮৮১।২২	৬৩—৮৩
২৮৮৩।১৩	স্থরচ্যুত—স্থ্যরচ্যুত
২৮৮৪।১২	স্তনটী—স্তনতটী
২৮৮৫।১১	ষোষিৎ—যোষিৎ
২৮৮৭।৯	অনুরাগবতা—অনুরাগবতী
২৮৮৯।১৭	বংশা—বংশী
২৮৯২।১১	স্থাপ্তঃ—সুপ্তিঃ
২৮৯৪।১৪	নিস্প্রত্যূহস্তৎ—নিস্প্রত্যূহস্তং
২৮৯৫।৭	বনভুমিতে—বনভূমিতে
২৮৯৬।১৫	গ্যোপ—গোঁপ
২৯১৬।৭	।তন—তিন
২৯১৬।২২	লঘূত্বং—লঘুত্বং
২৯২০।১৮	সাত্ত্বক—সাত্ত্বিক
২৯৩০।৩	সঙ্কুল—সঙ্কুলা
২৯৩১।১৪	স্বস্মাদ্—স্বস্মাদ্
২৯৩৭।২৭	জুপ্তসা—জুগুপ্সা
২৯৪০।৩০	উদ্ধত—উদ্ধৃত
২৯৪৩।১০	পাতবসনো—পীতবসনো
২৯৪৩।১০	লসচ্ছী—লসচ্ছ্রী
২৯৪৪।১	ধৈর্য্যচ্যুাত—ধৈর্য্যচ্যুতি
২৯৪৫।৯	ক্রাধরতি—ক্রোধরতি
২৯৪৭।১৬	ভাবাস্থা—ভাবাবস্থা
২৯৬০।৭	সাঙ্কেত—সঙ্কেত
২৯৬১।২	ব্যঙ্গ—ব্যঙ্গ্য
২৯৬৫।১৩	উল্লিখিত—উল্লিখিত
২৯৬৫।১৮	অথ—অর্থ
২৯৭৪।১৫	সখাগণ—সখীগণ
২৯৮৫।১৩	বন্ধক—বন্ধূক
২৯৮৭।২২	লাবণব্যাপীরূপা—লাবণ্যবাপীরূপা
২৯৯৪।১	"—" এর পূর্ব্বে "ভুবনৈকবন্ধো" বসিবে
৩০০২।১৬	বৈচিত্রীহান—বৈচিত্রীহীন

পৃষ্ঠা। পংক্তি	অশুদ্ধ—শুদ্ধ
৩০০৪।৭	সাহিতদর্পণ—সাহিত্যদর্পণ
৩০০৫।১৪	ভাক্তর সম্বন্ধে—ভক্তিরস-সম্বন্ধে
৩০১১।২৬	রজ্জ—রজ্জু
৩০১৭।১৬	িভাবিতা—বিভাবতা
৩০১৯।২০	সাধারণা—সাধারণী
৩০২০।২৯	(বংশীস্বরাদি—(বংশীস্বরাদি)
৩০২৩।২৫	বাভিচারিণ—ব্যভিচারিণ
৩০২৪।১২	রসশাস্ত্রেও—রসশাস্ত্রেও
৩০৩২।১৭	প্রকৃত—প্রাকৃত
৩০৪০।১৪	যোগ কাব্য—যোগ্য কাব্য
৩০৪৯।২৯	জন্য—এজন্য
৩০৫১।১২	অ—আ
৩০৫৩।২৫	ভগবানুরূপে—ভগবান্‌রূপে
৩০৬৬।৫	বাদ্ধত—বৰ্দ্ধিত
৩০৬৬।১৫	অভাবশতঃ—অভাববশতঃ
৩০৬৭।২	পরস্পরা—পরম্পরা
৩০৬৭।১৩	বলিয়,—বলিয়া
৩০৬৯।৩	লোকিক—লৌকিক
৩০৭১।৩	আনস্বরূপ—আনন্দস্বরূপ
৩০৭৫।১৩	গোড়ীয়—গৌড়ীয়
৩০৭৬।১৭	স্বরূপান্দের—স্বরূপানন্দের
৩০৭৮।৭	চ্ছোত্র—চ্ছোত্র
৩০৮৯।২৭	ভূজমেধ—ভুজমেধি
৩০৮৯।২৮	৪।৫।৫৩—৪।৮।৫৩
৩১০৫।২৭	প্লুবন্তি—প্লু বন্তি
৩১১২।৪	অদ্ভূতস্য—অদ্ভুতস্য
৩১১৬।১৩	গেণোপ্য—গৌণোপ্য
৩১১৯।৩০	পিশিতোপনন্দ—পিশিতোপনদ্ধ
৩১২৪।২৮	চটুলভে—চটুলতে
৩১২৫।১০	বীররসকে—বীররস
৩১২৭।১২	বার—বীর
৩১৩৬।২২	না—ন
৩১৪৬।৫	প্রগভাব—প্রাগভাব
৩১৬১।২০	জনে—জানে
৩১৭২।১৭	ইন্দ্রা দরও—ইন্দ্রাদিরও
৩১৮০।২৩	সমান শালত্বেন—সমানশীলত্বেন
৩১৮৫।১৭	গো. পু. চ. ৭১॥—গো. পূ. চ-২২।৭১॥
৩১৮৬।৯	গো পু. চ. ৭৩-৭৪॥—গো. পু. চ. ২২।৭৩-৭৪
৩১৯৬।১২	কারতে—করিতে
৩২০১।২২	গেণীরতিরও—গৌণীরতিরও
৩২০৫।২২	পৌণ্ডক—পৌণ্ড্রক
৩২১১।২১	উদ্ভুত অদ্ভুতরস—উদ্ভূত অদ্ভুতরস
৩২১৬।১৭	(২২৩-৩৫ অনু)—(২৩৩-৩৫-অনু)
৩২১৬।১৯	যুদ্ধবীর—যুদ্ধবীর
৩২১৮।২	উদ্দাপন বিভাব—ক।উদ্দীপন বিভাব
৩২২৪।১৫	কুঙ্কুমারুণিতো—কুঙ্কুমারুণিতো
৩২২৭।২০	কুট্যালিতাঞ্জা—কুট্মলিতাঞ্জলি
৩২৩২।২৮	ব্রজগোপাগণ—ব্রজগোপীগণ
৩২৩৮।৪	পুষ্টি—পুষ্টি
৩২৩৯।২০	যখনা—যখন
৩২৪১।১২	শু নয়া—শুনিয়া
৩২৪৫।২৫	শত্রণাং—শত্রূণাং
৩২৪ ।২	।বভাবাদ্যৈঃ—বিভাবাদ্যৈঃ
৩২ ৬।৪	ভাক্তরস—ভক্তিরস
৩২৫৩।২০	সামগ্রা—সামগ্রী
৩২৫৩।২৫	।কস্তাত্ম—কিন্ত্বাত্ম
৩২৫৩।২৬	তন্ত্রাপাশ—তন্ত্রাপীশ
৩২৫৪।১৮	নির্ব্বিশেষ—নির্ব্বিশেষ
৩২৫৮।৫	শাত—শীত
৩২৬০।২৮	কর্ষময়া—কর্ষময়ী
৩২৬২।৮	প্রাপ্তর—প্রাপ্তির
৩২৬৪।১	সাহত্য—সাহিত্য
৩২৬৭।১৯	পাতবসন—পীতবসন
৩২৬৭।২৭	মগুল—মণ্ডল
৩২৬৮।১৫	আলম্নন—আলম্বন
৩২৭২।৫	ইক্ষাকু—ইক্ষ্বাকু
৩২৭৩।২৬	।বক্রীড়িত্য—বিক্রীড়িত্য
৩২৭৭।১৫	আশ্রতাদি—আশ্রিতাদি
৩২৮০।৭	স্বায়—স্বীয়
৩২৮৫।২১	সাক্ষাদ্‌কারেণ—সাক্ষাৎকারেণ
৩২৮৭।১৮	দৈন্যনির্বেদ—দৈন্যনির্বেদ
৩২৮৭।২৫	হস্ত—হন্ত
৩২৯৮।২৭	জ্ঞানই মধ্যে—জ্ঞানই
৩৩০১।১৬	স্বয়মুচ্ছিতা—স্বয়মূর্চ্ছিতা
৩৩০৫।১২	প্রাতভক্তি—প্রীতভক্তি
৩৩০৬।১৭	সম্ভ্রমপ্রাত—সম্ভ্রমপ্রীত
৩৩০৭।২৫	প্রাতিকে—প্রীতিকে
৩৩২৭।১৬	পুর্ব্ববর্তা—পুর্ব্ববর্ত্তী
৩৩২৭।৩৭	মূচ্ছিত—মূর্চ্ছিত
৩৩৩০।২৭	ইতাদি—ইত্যাদি

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা। পংক্তি অশুদ্ধ—শুদ্ধ

৩৩৩৯।১৪ স্তয়মানমপি—স্তূয়মানমপি
৩৩৪৫।১ জননা—জননী
৩৩৪৬।২৩ (৩৩৮-৪২)—(৩৪৫-৫০)
৩৩৪৭।১৫ বংশা—বংশী
৩৩৪৯।২৯ প্রাগলভ্যয়া—প্রাগল্‌ভ্যয়া
৩৩৫৮।১ শ্রীকৃষ্ণর—শ্রীকৃষ্ণের
৩৩৬৮।১২ স্বয়ংদুতি--স্বয়ংদূতী
৩৩৮১।১৫,২৭ গোপাগর্ভ—গোপীগর্ভ
৩৩৮৬।১৪ প্রিয়—প্রিয়াদের
৩৩৮৮।২৩ কান্তগণ—কান্তাগণ
৩৩৮৮।২৫ কায়ব্যহ—কায়ব্যূহ
৩৩৯৮।৭ শ্যমলা—শ্যামলা
৩৩৯৮।১৫ বক্তং—বক্ত্রং
৩৪০৬।২৪ পুথু—পৃথু
৩৪০৯।৩ ছ--চ
৩৪১৭।১৪ স্ববাসকঃ—স্ববাসকঃ
৩৪১৭।১৯ রতিক্রাড়া—রতিক্রীড়া
৩৪২১।২৭ অনন্তভুক্তির--অনন্তর্ভুক্তির
৩৪২৫।১০ বৈচিত্র--বৈচিত্র্য
৩৪২৯।২৩ বক্তী—বক্ত্রী
৩৪৩১।৯ সখা—সখী
৩৪৪১।২৩ বক্তী—বক্ত্রী
৩৪৪২।৩ বক্ত—বক্ত্র
৩৪৪২।২৬ বক্তী—বক্ত্রী
৩৪৪৬।১২ কর্ণবিষয়ে—কর্ণবিবরে
৩৪৫৮।২৮ বক্তী—বক্ত্রী
৩৪৬০।১৮ শ্রীরাধাকে—শ্রীরাধাকে
৩৪৬২।২৯ তড়িচ্ছিয়ং—তড়িচ্ছ্রিয়ং
৩৪৬৩।১০ তড়িচ্ছিয়ং—তড়িচ্ছ্রিয়ং
৩৪৬৪।২৮ সখাদিগকে—সখীদিগকে
৩৪৬৫।১৯ পুটুতা—পটুতা
৩৪৬৫।৩০ [৩৩৬৫]—[৩৪৬৫]
৩৪৭১।১৩ চন্দ্রবলীর—চন্দ্রাবলীর
৩৪৭১।২৭ (২)—(৪)
৩৪৭২।৩ (৩)—(৫)
৩৪৭৮।২২ পুর্ব্বচার্য্যদের—পুর্ব্বাচার্য্যদের
৩৪৮০।১৯ শালনেন—শীলনেন
৩৪৯৫।১ পুনরয়—পুনরায়
৩৫১৩।১ গোবর্দ্ধনাদিনামাভিঃ—গোবর্দ্ধনাদিনামভিঃ
৩৫২৭।৩০ চিদ্রেষুপ—চিদ্রপেষু

পৃষ্ঠা। পংক্তি অশুদ্ধ—শুদ্ধ

৩৫৩০।২১ অবিনাশা—অবিনাশী
৩৫৪০।২১ নিষ্পমাণকই—নিষ্প্রমাণকই
৩৫৪৭।১৮ ।ক্রয়ার—ক্রিয়ার
৩৫৫৩।২১ কিস্তুনা, ধীবৃন্দ—কিনা, সুধীবৃন্দ
৩৫৫৪।৪ মুখ—মুখ্য
৩৫৫৪।৯ চক্রবত্তি—চক্রবর্ত্তি
৩৫৫৫।৩ শ্লোকেয়—শ্লোকের
৩৫৫৯।৫ উদ্ধত—উদ্ধৃত
৩৫৬৭।২৯ উদ্ধত—উদ্ধৃত
৩৫৯৬।২৯ যোগা—যোগী
৩৫৯৭।১২ অপ্রাপ্ততে—অপ্রাপ্তিতে
৩৬০০।২৮ চিন্তা—চিন্তা
৩৬০৩।৯ তারতাম্যে—তারতম্যে
৩৬০৭।২ হইলে। যে—হইলে যে
৩৬১৫।২৫ সম্পুর্ণরূপে—সম্পূর্ণরূপে
৩৬৩২।১২ উম্পাদ—উন্মাদ
৩৬৩৬।১০ কিঞ্চিদ্দর—কিঞ্চিদ্দূর
৩৬৩৮।১২ কিঞ্চিদ্দর—কিঞ্চিদ্দূর
৩৬৪৮।১,৪ কিঞ্চিদ্দুর—কিঞ্চিদ্দূর
৩৬৫৩।১৫ তুল্লভালোকত্বের—তুর্ল্লভালোকত্বের
৩৬৬৩।১১ শ্রীকৃষ্ণমুত্তিকে—শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিকে
৩৬৬৯।১০ পুর্ব্বোল্লিখত—পুর্ব্বোল্লিখিত
৩৬৬৯।১৯ বক্তাম্বুজম্—বক্ত্রাম্বুজম্
৩৬৭৮।৩ বরাঙ্গনো—বরাঙ্গনে
৩৬৭৯।১০ গান্ধর্ব্বর্বিকায়া—গান্ধর্ব্বিকায়া
৩৬৮১।১২ গূঢ়ার্চ্চ—গূঢ়ার্চ্চি
৩৬৯০।৫ থাকিবেন—থাকিতেন
৩৬৯৩।২১ পুর্ব্বোদ্ধত—পুর্ব্বোদ্ধৃত
৩৬৯৮।৩০ সামগ্রা—সামগ্রী
৩৭০৭।৩ শ্রীশ্রীচৈতন্যচারিতামৃতের—শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের
৩৭০৯।১৮ বর্ণাশ্রামাচারবতা—বর্ণাশ্রমাচারবতা
৩৭৪০।১৮ রাধাপ্রেমর—রাধাপ্রেমের
৩৭৭৬।১৫ কি—কিং
৩৭৯১।৬ শ্রীনিন্দাদ্বৈত—শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত
৩৮০১।১২ গ্রে—গ্রন্থে
৩৮০২।৫ মাধ্বচার্য্যের—মধ্বাচার্য্যের

কোনও কোনও স্থলে " ি " এবং " ী " হইয়া পড়িয়াছে "। বা ।" এবং "উদ্ধৃত" হইয়া পড়িয়াছে "উদ্ধত"।

শুদ্ধিপত্র সমাপ্ত

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন

সপ্তম পর্ব্ব

রসতত্ত্ব

বন্দনা

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েৎ শ্রুতিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥

দুর্গমে পথি মেঽন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ।
স্বকৃপাযষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্ ॥

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ ॥

সূত্র

অধিকারিভেদে রতি পঞ্চ পরকার।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রতি আর ॥
এই পঞ্চ স্থায়িভাব হয় পঞ্চ রস।
যে রসে ভক্ত সুখী-- কৃষ্ণ হয় বশ ॥
প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রীমিলনে।
কৃষ্ণভক্তিরস-স্বরূপ পায় পরিণামে ॥
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী।
স্থায়িভাব "রস" হয় এই চারি মিলি ॥
দধি যেন খণ্ড-মরিচ-কর্পূর-মিলনে।
"রসালা"খ্য রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে ॥

—শ্রীচৈ. চ. ২।২৩।২৫-২৯॥

প্রথম অধ্যায়

সাধারণ আলোচনা

১। ভক্তিরস

রস-শব্দের মুখ্য এবং পারিভাষিক অর্থ পূর্ব্বেই (১।১।১২১-অনুচ্ছেদে) বিবৃত হইয়াছে। রস-শব্দের দুইটী অর্থ—আস্বাদ্য বস্তু এবং রস-আস্বাদক বা রসিক। রস-শব্দের একরকম সাধারণ অর্থে (রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ—এই অর্থে) আস্বাদ্য বস্তুমাত্রকে রস বলিলেও, যে আস্বাদ্যবস্তুর আস্বাদনে চমৎকারিত্ব জন্মে, তাহাকেই রস-শাস্ত্রে "রস" বলা হয়। অননুভূতপূর্ব্ব বস্তুর অনুভবে, অনাস্বাদিতপূর্ব্ব বস্তুর আস্বাদনে, চিত্তের যে স্ফারতা জন্মে, তাহাকেই বলা হয় চমৎকৃতি। এই চমৎকৃতিই হইতেছে রসের সার বা প্রাণবস্তু ; এই চমৎকৃতি না থাকিলে কোনও আস্বাদ্যবস্তুকেই রস বলা হয়না। "রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসো রসঃ॥ অলঙ্কারকৌস্তুভ ॥৬।৫।৭॥"

আনন্দের বা সুখের জন্যই সকলের স্বাভাবিকী লালসা ; সুতরাং আনন্দ বা সুখই হইতেছে বস্তুতঃ আস্বাদ্য বস্তু। এই আনন্দ বা সুখ যখন চমৎকারিত্ব ধারণ করে, তখন তাহা হয় রস। "চমৎকারি সুখং রসঃ॥ অলঙ্কারকৌস্তুভ ॥৬।৫।৫॥"

হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি বলিয়া ভক্তি (বা কৃষ্ণরতি, বা ভাগবতী প্রীতি) হইতেছে স্বরূপতঃই আনন্দরূপা। "রতিরানন্দরূপৈব॥ ভ, র, সি, ২।১।৪॥" এই আনন্দ হইতেছে চিন্ময় আনন্দ, লৌকিক জড় আনন্দ নহে। রতির এই আনন্দ এতই প্রাচুর্য্যময় যে, ব্রহ্মানন্দও তাহার নিকটে তুচ্ছীকৃত হয়। তথাপি কিন্তু এই আনন্দরূপা রতি বা ভক্তি আপনা-আপনি তাহার আস্বাদ্যত্বের অনুরূপ চমৎকারিত্বময়ী নহে ; অপর কতকগুলি সামগ্রীর সহিত যুক্ত হইলেই তাহা এক অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিত্ব ধারণ করে এবং তখনই তাহাকে বলা হয়—**ভক্তিরস**।

একটী উদাহরণের সহায়তায় ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। দধির নিজস্ব একটা স্বাদ আছে। তাহার সহিত যদি সিতা (মিষ্টদ্রব্য-বিশেষ), ঘৃত, মরীচ, কর্পূরাদি মিশ্রিত করা হয়, তাহা হইলে, এই সমস্ত দ্রব্যের মিলনে তাহাতে এক আস্বাদন-চমৎকারিত্বের উদ্ভব হয় এবং তখন তাহা রসে (অবশ্য লৌকিক রসে) পরিণত হয় ; তখন তাহাকে "রসালা" বলা হয়। তদ্রূপ, কৃষ্ণরতি বা ভক্তির সহিত অপর কয়েকটী বস্তুর মিলন হইলে তাহাও অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিত্ব ধারণ করিয়া ভক্তিরসে পরিণত হয়।

অথাস্যাঃ কেশবরতে র্লক্ষিতায়া নিগদ্যতে।
সামগ্রীপরিপোষেণ পরমা রসরূপতা॥ ভ, র, সি, ২।১।১॥

২। ভক্তিরসের সামগ্রী

যে সমস্ত বস্তুর মিলনে কোনও একটী আস্বাদ্য বস্তু রসে পরিণত হয়, সে-সমস্ত বস্তুকে বলে সেই রসের সামগ্রী। সিতা, ঘৃত, মরীচ ও কর্পূরের মিলনে দধি রসালানামক রসে পরিণত হয় ;

এ-স্থলে সিতা, ঘৃত, মরীচ ও কর্পূর হইতেছে রসালার সামগ্রী। তদ্রূপ, যে-সমস্ত বস্তুর সহিত মিলিত হইলে কৃষ্ণরতি রসে পরিণত হয়, সে-সমস্ত বস্তুকে বলে ভক্তিরসের সামগ্রী। আর রতিকে বলে স্থায়িভাব।

কৃষ্ণরতির অনেক স্তর আছে—প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব। আবার এ-সমস্ত স্তরেরই যথাযথ সম্মিলনে শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি এবং মধুর-রতির উদ্ভব। এই পঞ্চবিধা রতিই এবং তাহাদের অন্তর্ভুক্ত প্রেম-স্নেহাদিই সামগ্রীমিলনে রসে পরিণত হইয়া থাকে। এ-স্থলে শান্তাদি পঞ্চবিধা রতিকে বলে শান্তাদি পঞ্চবিধ রসের স্থায়ী ভাব।

অধিকারিভেদে রতি পঞ্চ পরকার। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর-রতি আর॥

এই পঞ্চ স্থায়িভাব হয় পঞ্চরস॥ যে রসে ভক্ত সুখী—কৃষ্ণ হয় বশ॥ শ্রীচৈ,চ, ২।২৩।২৫-২৬॥

প্রেম-স্নেহাদির সম্মিলনেই শান্তাদি রতির উদ্ভব। সুতরাং প্রেম-স্নেহাদিও হইতেছে কৃষ্ণভক্তি-রসের স্থায়ী ভাব।

প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়। রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥

যৈছে, বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ডসার। শর্করা, সিতা, মিশ্রি, উত্তম মিশ্রি আর॥

এই সব কৃষ্ণভক্তি-রসের স্থায়ি-ভাব। শ্রীচৈ, চ, ২।১৯।১৫২-৫৪॥

যে ভাবটীর সহিত অন্য কতকগুলি বস্তু (রসের সামগ্রী) মিলিত হইলে রসের উৎপত্তি হয়, সেই ভাবটীই হইতেছে সেই রসের স্থায়ী ভাব; এই স্থায়িভাবটী রসে নিত্যই বিরাজিত; ইহা বিরুদ্ধ এবং অবিরুদ্ধ সমস্ত ভাবকে বশীভূত করিয়া মহারাজের ন্যায় বিরাজ করে। স্থায়িভাব-সম্বন্ধে পরে বিশেষরূপে আলোচনা করা হইবে।

যাহা হউক, এই স্থায়িভাবের সঙ্গে কতকগুলি সামগ্রী মিলিত হইলেই রসের উদ্ভব হয়। কিন্তু সেই সামগ্রীগুলি কি?

প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রী মিলনে। কৃষ্ণভক্তি-রস-স্বরূপ পায় পরিণামে॥

বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী। স্থায়িভাব "রস" হয় এই চারি মিলি॥

—শ্রীচৈ, চ, ২।২৩।২৭-২৮॥

স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব, অনুভাব॥

সাত্ত্বিক-ব্যভিচারী-ভাবের মিলনে।

কৃষ্ণভক্তি "রস" হয় অমৃত-আস্বাদনে॥ শ্রীচৈ,চ, ২।১৯।১৫৪-৫৫॥

এইরূপে জানা গেল, ভক্তিরসের সামগ্রী হইতেছে চারিটী—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব এবং ব্যভিচারিভাব।

বিভাব, অনুভাবাদির তাৎপর্য্য কি এবং বিভাব, অনুভাবাদির মিলনে কৃষ্ণরতি বা কৃষ্ণভক্তি কিরূপে অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিত্ব ধারণ করিয়া রসে পরিণত হয়, পরবর্ত্তী কতিপয় অধ্যায়ে তাহা আলোচিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিভাব

৩। বিভাব

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন

"তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্তু রত্যাস্বাদনহেতবঃ।

তে দ্বিধালম্বনা একে তথৈবোদ্দীপনাঃ পরে ॥২।১।৫॥

—রতির আস্বাদনের হেতুকে বিভাব বলে। সেই বিভাব হইতেছে দ্বিবিধ—আলম্বনবিভাব এবং উদ্দীপনবিভাব।"

আলম্বনও আবার দুই রকম—বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন (পরবর্ত্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য)। উক্তশ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—উল্লিখিত শ্লোকে যে রতির আস্বাদনের হেতুর কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে বিষয়ত্বরূপে, আশ্রয়ত্বরূপে এবং উদ্বোধকত্বরূপেও বিভাবের রত্যাস্বাদন-হেতুত্ব বুঝিতে হইবে। "হেতুত্বমত্র বিষয়াশ্রয়ত্বেনোদ্বোধকত্বেন চ।" অর্থাৎ বিভাব বিষয়ালম্বনরূপে, আশ্রয়ালম্বনরূপে এবং উদ্দীপনরূপেও রত্যাস্বাদনের হেতু হইয়া থাকে।

কিন্তু বিভাবের স্বরূপ কি ? অগ্নিপুরাণের প্রমাণ (৩৩৮।৩৫-শ্লোক) উদ্ধৃত করিয়া ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু বলিয়াছিলেন,

"বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে।

বিভাবো নাম স দ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ ॥২।১।৫॥"

—যাহাদ্বারা এবং যাহাতে রত্যাদি বিভাবনীয় হয়, তাহার নাম বিভাব। এই বিভাব দুই রকমের—আলম্বন-বিভাব এবং উদ্দীপন-বিভাব।"

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"বিভাব্যতে হীতি—যত্র ভক্তাদৌ রতি-র্বিভাব্যতে আস্বাদ্যতে, স আলম্বনবিভাবঃ। যেন হেতুনা রতির্বিভাব্যতে, স উদ্দীপনাত্মকোবিভাবো জ্ঞেয়ঃ।—যে ভক্তাদিতে রতি বিভাবিত বা আস্বাদিত হয়, সেই ভক্তাদিকে বলে আলম্বন বিভাব ; আর যে হেতুদ্বারা রতি বিভাবিত বা আস্বাদিত হয়, তাহাকে উদ্দীপন-বিভাব বলিয়া জানিবে।"

সাহিত্যদর্পণ বলেন—"রত্যাদ্যুদ্‌বোধকা লোকে বিভাবাঃ কাব্যনাট্যয়োঃ ॥২।৩৩॥

—যাহা রত্যাদির উদ্‌বোধক, তাহাকে বিভাব বলে।" সাহিত্যদর্পণে আরও বলা হইয়াছে—"বিভাব্যন্তে আস্বাদাঙ্কুরপ্রাদুর্ভাবযোগ্যাঃ ক্রিয়ন্তে সামাজিকরত্যাদিভাবা এভিঃ-ইতি বিভাবা উচ্যন্তে।—যাহাদ্বারা

সামাজিকের (দর্শকের বা শ্রোতার—রসাস্বাদকের) রত্যাদিভাব আস্বাদাঙ্কুরের প্রাদুর্ভাবের যোগ্যতা লাভ করে, তাহাই বিভাব।”

সাহিত্যদর্পণের উক্তি অনুসারে উল্লিখিত অগ্নিপুরাণ-শ্লোকের তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপ ঃ—যাহাদ্বারা (অর্থাৎ যাহার দর্শনাদিতে) রতি উদ্বুদ্ধ বা তরঙ্গায়িত হয় এবং যাহাতে (অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধে বা যাহার বিষয়ে এবং যাহাতে—যে আশ্রয়ে বা যে আধারে) রতি উদ্বুদ্ধ বা তরঙ্গায়িত হয়, তাহাই হইতেছে বিভাব। স্নেহময়ী জননীর হৃদয়ে বাৎসল্যরতি নিত্যই বিরাজিত ; কিন্তু সন্তানের অনুপস্থিতিতে সাধারণতঃ তাহা থাকে নিস্তরঙ্গ জলরাশির মতন। সন্তানের ব্যবহৃত কোনও বস্তুর দর্শনে, বা দূর হইতে সন্তানের কণ্ঠস্বরাদির শ্রবণাদিতে, সেই বাৎসল্য উদ্বুদ্ধ বা স্পন্দিত, তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। এ-স্থলে, সন্তানের ব্যবহৃত দ্রব্য বা তাহার কণ্ঠস্বরাদি হইতেছে বিভাব; কেননা, তৎসমূহদ্বারা জননীর বাৎসল্য উদ্বুদ্ধ বা তরঙ্গায়িত হয়। আবার, যখন সন্তান নিকটে আসে, তখন তাহার দর্শনেও জননীর বাৎসল্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে ; কেননা, জননীর বাৎসল্যের বিষয়ই হইতেছে সন্তান, সন্তানের প্রতিই তাঁহার বাৎসল্য। এ-স্থলে সন্তানও হইতেছে বিভাব ; যে-হেতু সন্তানের উপস্থিতিতে জননীর বাৎসল্য উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। আবার, জননী হইতেছেন বাৎসল্যের আধার বা আশ্রয়। তিনিও এক রকমের বিভাব ; কেননা, তাঁহার চিত্তে বাৎসল্য, নিস্তরঙ্গ ভাবেও, বিরাজিত ছিল বলিয়াই সন্তানের ব্যবহৃত দ্রব্যাদির দর্শনে, সন্তানের কণ্ঠস্বরাদির শ্রবণাদিতে, বা সন্তানের দর্শনে তাঁহার বাৎসল্য উদ্বুদ্ধ হইতে পারে। তাঁহার মধ্যে বাৎসল্য না থাকিলে উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

রতি উদ্বুদ্ধ বা তরঙ্গায়িত হইলেই তাহা আস্বাদন-যোগ্যতা লাভ করে। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র অপেক্ষা উচ্ছ্বসিত বা তরঙ্গায়িত সমুদ্রের দর্শনেই অধিক আনন্দ জন্মে। এজন্য বিভাবের দ্বারা রতি যখন উদ্বুদ্ধ বা তরঙ্গায়িত হয়, তখনই তাহা আস্বাদন-যোগ্যতা ধারণ করে। তাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বিভাবকে রতির আস্বাদনের হেতু বলা হইয়াছে।

এক্ষণে বিভাবের দুইরকম ভেদের কথা বিবেচিত হইতেছে। এই ভেদদ্বয় হইতেছে—আলম্বন বিভাব এবং উদ্দীপন-বিভাব।

৪। আলম্বন-বিভাব, বিষয়ালম্বন এবং আশ্রয়ালম্বন

যাহাকে অবলম্বন করিয়া রতির অস্তিত্ব, তাহাই হইতেছে রতির আলম্বন। সন্তানকে অবলম্বন করিয়াই, অর্থাৎ সন্তানকে উদ্দেশ্য করিয়াই, জননীর বাৎসল্যের অস্তিত্ব ; সন্তান হইল জননীর বাৎসল্যরতির এক আলম্বন—সন্তান হইল বাৎসল্যরতির বিষয়, বিষয়রূপ আলম্বন। আবার জননীকে অবলম্বন করিয়াই, জননীকে আশ্রয় করিয়াই, বাৎসল্য স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করে ; সুতরাং জননীও হইতেছেন বাৎসল্যের এক রকম আলম্বন—আশ্রয়রূপ আলম্বন।

এইরূপে দেখা গেল, আলম্বন-বিভাব হইতেছে দুইরকমের—বিষয়ালম্বন এবং আশ্রয়ালম্বন। কৃষ্ণরতির বিষয় হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ; কেননা, শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করিয়াই রতির অস্তিত্ব। আর, কৃষ্ণরতির আশ্রয় বা আধার হইতেছেন কৃষ্ণভক্তগণ; কেননা, ভক্তগণের চিত্তেই কৃষ্ণরতি বিরাজিত। সুতরাং কৃষ্ণরতি-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন বিষয়ালম্বন এবং কৃষ্ণভক্তগণ হইতেছেন আশ্রয়ালম্বন।

"কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণভক্তাশ্চ বুধৈরালম্বনা মতাঃ।
রত্যাদে র্বিষয়ত্বেন তথাধারতয়াপি চ॥ ভ, র, সি, ২।১।৭॥

—পণ্ডিতগণ শ্রীকৃষ্ণকে এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তগণকে আলম্বন বলেন। রত্যাদির বিষয়রূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং আধাররূপে ভক্তগণ হইতেছেন আলম্বন।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন :—যাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া রতি প্রবর্ত্তিত হয়, তিনি হইতেছেন বিষয়; এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন বিষয়; কেননা, শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করিয়াই কৃষ্ণরতি প্রবর্ত্তিত হয়। আর, রতির আধার হইতেছে রতির আশ্রয়। এ-স্থলে "আশ্রয়"-শব্দে রতির মূল পাত্রই বুঝিতে হইবে; কৃষ্ণরতির মূল পাত্র বা আশ্রয় হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের লীলাপরিকরগণ। এই মূল পাত্র হইতে নিঃস্যন্দিত রতি দ্বারাই আধুনিক (অর্থাৎ সাধক) ভক্তগণও স্নিগ্ধ হয়েন। মূলশ্লোকে যে "রত্যাদেঃ"-শব্দ আছে, তাহার অন্তর্গত "রতি"-শব্দে শান্তদাস্যাদি পঞ্চ প্রধান রতিকেই বুঝায় এবং "আদি"-শব্দে "হাস"-প্রভৃতি সপ্ত গৌণ-রতিকে বুঝাইতেছে (সপ্ত-গৌণ-রতি সম্বন্ধে পরে যথাস্থানে আলোচনা করা হইবে)। এ-স্থলে "রতি"-শব্দে সজাতীয়া রতিকেই বুঝায়, বিজাতীয়া রতিকে বুঝায় না; কেননা, বিজাতীয়া রতিতে অনুভবকারীর কোনওরূপ সংস্কার থাকিতে পারে না। বিজাতীয়া রতি যদি অবিরোধিনী হয়, তাহা হইলে উদ্দীপনেই তাহার আধার হয়, আলম্বনে হয় না।

৫। বিষয়ালম্বন—শ্রীকৃষ্ণ; দুইরূপে তাঁহার বিষয়ালম্বনত্ব

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় জানা গেল, শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করিয়া রতি প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া তিনি হইতেছেন রতির বিষয়ালম্বন। দুইরূপে তিনি বিষয়ালম্বন হইয়া থাকেন।

"নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
যত্র নিত্যতয়া সর্ব্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ।
সোঽন্যরূপ-স্বরূপাভ্যামস্মিন্নালম্বনো মতঃ॥ ভ, র, সি, ২।১।৭॥

—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন নায়কগণের শিরোরত্নস্বরূপ (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নায়ক); মহামহা গুণ-সমূহ তাঁহাতে নিত্য বিরাজমান। অন্যরূপ এবং স্বরূপ—এই দুই রূপে তিনি রতিবিষয়ে আলম্বন হইয়া থাকেন।"

ক। **অন্যরূপে আলম্বনত্ব**

"হন্ত মে কথমুদেতি সবৎসে বৎসপটলে রতিরত্র।

ইত্যনিশ্চিতমতি র্বলদেবো বিস্ময়স্তিমিতমূর্ত্তি রিবাসীৎ॥ ভ, র, সি ২।১।৮॥

—(ব্রহ্ম-মোহন-লীলায় ব্রহ্মা বৎসপাল-গোপবালকগণকে এবং বৎসগণকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণই বৎস এবং বৎসপাল রূপ ধারণ করিয়া নরমানে এক বৎসর লীলা করিয়াছিলেন। বর্ষপূর্ত্তির অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে এক বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্যে শ্রীবলদেব লক্ষ্য করিলেন—শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে তাঁহার যে রূপ রতি, এই বৎসগণের এবং বৎসপালগণের প্রতিও তাঁহার সেইরূপ রতির উদয় হইয়াছে। তখন তিনি বিস্ময় প্রকাশ-পূর্ব্বক বলিলেন) 'কি আশ্চর্য্য! শ্রীকৃষ্ণে আমার যে প্রকার রতি, এই সকল বৎসে এবং বৎসপালগণে কিরূপে আমার সেই প্রকার রতির উদয় হইল?'—বলদেব ইহা নিশ্চয় করিতে না পারিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া মূর্ত্তির (নিশ্চল প্রতিমার) ন্যায় হইলেন।"

এ-স্থলে দেখা গেল, শ্রীকৃষ্ণ—নিজের স্বভাবিক রূপে নহে, পরন্ত—গো-বৎসরূপে এবং বৎসপালক গোপবালকরূপে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও শ্রীবলদেবের শ্রীকৃষ্ণরতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলদেবের যে রতি, সে-মমস্ত বৎস এবং বৎসপালগণের প্রতিও তাঁহার সেই রতিই উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, রতির পার্থক্য কিছু নাই। ইহাতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ যখন অন্যরূপ ধারণ করিয়া থাকেন, তখনও তাঁহার দর্শনে তদ্‌বিষয়িণী রতি উদ্বুদ্ধ হয়, তখনও তিনি রতির বিষয়ালম্বন হইয়া থাকেন।

খ। **স্বরূপে আলম্বনত্ব**

শ্রীকৃষ্ণের স্ব-রূপ দুই রকমের—আবৃত এবং প্রকট। এই উভয়রূপেও তিনি রতির বিষয়ালম্বন হইয়া থাকেন। "আবৃতং প্রকটঞ্চেতি স্বরূপং কথিতং দ্বিধা॥ ভ, র, সি, ২।১।৮॥" এই দুইটী স্বরূপ পৃথক্ ভাবে আলোচিত হইতেছে।

(১) **আবৃত স্বরূপ**

পূর্ব্ববর্ত্তী ক-অনুচ্ছেদে যে "অন্যরূপের" কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে অন্য কোনও বস্তুদ্বারা নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়াই যে শ্রীকৃষ্ণ বৎস এবং বৎসপালের রূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহার লীলাশক্তির অচিন্ত্য-প্রভাবে তিনি স্বীয় স্বাভাবিক রূপ হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন অন্যরূপে, বৎস এবং বৎসপাল রূপে, নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু "আবৃত" রূপ সে-রকম নহে। "আবৃত রূপে" তাঁহার নিজস্ব স্বাভাবিক রূপ অপরিবর্ত্তিত ভাবেই বর্ত্তমান থাকে; তবে তাহাতে তাঁহার স্বাভাবিক বেশাদি থাকেনা, অন্য বেশাদি দ্বারা তাঁহার স্বভাবিক রূপ আবৃত বা আচ্ছাদিত থাকে। "অন্যবেশাদিনাচ্ছন্নং স্বরূপং প্রোক্তমাবৃতম্॥ ভ, র, সি, ২।১।৮॥—অন্য বেশাদিদ্বারা আচ্ছাদিত স্বরূপকে আবৃত স্বরূপ বলা হয়।"

এতাদৃশ আবৃত স্বরূপেও যে শ্রীকৃষ্ণ রতির বিষয়ালম্বন হইয়া থাকেন, তাহার একটী উদাহরণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

"মাং স্নেহয়তি কিমুচ্চৈ র্মহিলেয়ং দ্বারকাবরোধেঽত্র।
আং বিদিতং কুতকার্থী বনিতাবেশো হরিশ্চরতি॥ ভ. র, সি, ২।১।৯॥

—(এক দিন দ্বারকাপুরীতে পুরবাসিনীদিগের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করিয়া—অর্থাৎ নিজের স্বাভাবিক বেশের পরিবর্ত্তে স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করিয়া, স্ত্রীলোকের পোষাক-পরিচ্ছদাদিতে নিজেকে আবৃত করিয়া, কৌতুক প্রদর্শন করিতেছিলেন। উদ্ধব তাহা দেখিয়া বলিয়াছিলেন) অহো! এই দ্বারকার অবরোধমধ্যে এই মহিলা আমাকে সর্ব্বতোভাবে পরম শ্রীহরি-যোগ্য স্নেহের দ্বারা অন্বিত করিতেছে (অর্থাৎ শ্রীহরির দর্শনে চিত্তে যেরূপ স্নেহ উদিত হয়, এই মহিলার দর্শনেও সেইরূপ স্নেহই আমার হৃদয়ে উদিত হইতেছে)। আমি সম্যক্‌রূপেই অবগত হইয়াছি—কৌতুক প্রদর্শনার্থ শ্রীহরি নিজেই বনিতার বেশ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছেন।"

এ-স্থলে দেখা গেল—যদিও শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রীলোকের বেশ-ভূষাদিদ্বারা নিজের স্বাভাবিক রূপকে আবৃত করিয়াছেন, তথাপি স্বীয় স্বাভাবিক বেশভূষায় সজ্জিত শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে উদ্ধবের যেরূপ রতি উদিত হয়, স্ত্রীবেশে সজ্জিত শ্রীকৃষ্ণের দর্শনেও তাঁহার সেইরূপ রতিই উদিত হইয়াছিল। স্বাভাবিক বেশভূষায় তিনি যেরূপ বিষয়ালম্বন, স্ত্রীলোকের বেশে আবৃত রূপেও তিনি ঠিক সেইরূপ বিষয়ালম্বন।

(২) প্রকট স্বরূপ

বৎস-বৎসপালাদির ন্যায় অন্যরূপও নহে, অন্যবেশাদিদ্বারা আচ্ছাদিত রূপও নহে, শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় স্বাভাবিক রূপকে বলা হয় "প্রকটরূপ।" অন্যরূপে, বা আবৃতরূপেও যিনি ভক্তের রতিকে উদ্বুদ্ধ করেন, স্বাভাবিক প্রকটরূপে যে তিনি তাহা করিবেন, ইহা সহজেই বুঝা যায়।

অয়ং কম্বুগ্রীবঃ কমলকমনীয়াক্ষিপটিমা তমালশ্যামাঙ্গদ্যুতিরতিতরাং ছত্রিতশিরাঃ।
দরশ্রীবৎসাঙ্কঃ স্ফুরদরিদরাদ্যঙ্কিতকরঃ করোত্যুচ্চৈর্মোদং মম মধুরমূর্ত্তির্মধুরিপুঃ॥

ভ, র, সি, ২।১।১০॥

—(শ্রীকৃষ্ণের প্রকটরূপ দেখিয়া উদ্ধব বলিয়াছেন) যাঁহার গ্রীবা কম্বুর তুল্য, যাঁহার নেত্রদ্বয়ের অত্যধিক সৌন্দর্য্য কমলসমূহেরও কাম্য, যাঁহার অঙ্গকান্তি তমালের ন্যায় অতিশয় শ্যামবর্ণ, যাঁহার মস্তকে ছত্র শোভা পাইতেছে, যাঁহার বক্ষঃস্থলে ঈষৎ (যত্নের সহিত নিরীক্ষণ করিলেই যাহা লক্ষীভূত হইতে পারে, এতাদৃশ) শ্রীবৎস-লক্ষণ বিরাজিত, যাঁহার করতলে শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্ন বিরাজিত, সেই মধুরমূর্ত্তি মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ আমাকে অত্যধিক আনন্দ প্রদান করিতেছেন।"

৬। শ্রীকৃষ্ণের আলম্বনত্বের হেতু

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—যেরূপে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদের নয়নের গোচরীভূত হয়েন, সেই স্বাভাবিক প্রকটরূপের কথা তো দূরে, তিনি যদি তাঁহার লীলাশক্তির অচিন্ত্য প্রভাবে প্রকটরূপ

অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে অন্যরূপও ধারণ করেন, কিম্বা যদি অন্যবেশাদিদ্বারা স্বীয় প্রকটরূপকে আচ্ছাদিতও রাখেন, তথাপি তিনি বিষয়রূপে ভক্তদিগের রতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন। ইহাতে বুঝা গেল—শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ালম্বনত্ব হইতেছে তাঁহার স্বরূপগত, ইহা তাঁহার বেশাদির বা রূপাদির অপেক্ষা রাখে না ; ইহা স্বয়ংসিদ্ধ। চিনি স্বরূপতঃই মিষ্ট বলিয়া যে-আকারে বা যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন—চিনির আকারেই থাকুক, বা তরল সরবতের আকারেই থাকুক, কিম্বা আম্রবৃক্ষাদির বা বিবিধ ফলের আকারেই থাকুক, অথবা বস্ত্রাদিদ্বারা আবৃত অবস্থাতেই থাকুক—সর্ব্বাবস্থাতেই তাহার মিষ্টত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এই মিষ্টত্ব সর্ব্বাবস্থাতেই মিষ্টত্বলোলুপ পিপীলিকাদিগকে আকর্ষণ করিবে। শ্রীকৃষ্ণের আলম্বনত্বও তদ্রূপ।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্। আবার মাধুর্য্যই হইতেছে ভগবত্তার সার (১।১।১৩৯-৪০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তিনি স্বয়ংভগবান্ বলিয়া ভগবত্তার সার মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ তাঁহারই মধ্যে। তিনি মাধুর্য্যঘন-বিগ্রহ, রসঘন-বিগ্রহ। এই মাধুর্য্য হইতেছে তাঁহার স্বরূপগত। তবে কি তাঁহার এই স্বরূপগত মাধুর্য্যই তাঁহার আলম্বনত্বের হেতু? পূর্ব্বোক্ত চিনির মিষ্টত্বের দৃষ্টান্তে তাহাই যেন মনে হয়।

উত্তরে বলা যায়, মাধুর্য্য তাঁহার স্বরূপগত গুণ হইলেও এবং তিনি মাধুর্য্যঘন-বিগ্রহ হইলেও এবং সকলের চিত্তে মাধুর্য্যের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকিলেও কেবল মাধুর্য্যকেই তাঁহার আলম্বনত্বের হেতু বলা যায় না। কেননা, পূর্ব্ববর্ত্তী উদাহরণ-সমূহে দেখা গিয়াছে, তাঁহার মাধুর্য্য যখন অনভিব্যক্ত থাকে (যেমন, বৎস-বৎসপালাদিরূপ অন্য রূপে, কি স্ত্রীবেশাদিদ্বারা আবৃত রূপে), তখনও তিনি আলম্বন হইতে পারেন।

তবে তাঁহার আলম্বনত্বের হেতু কি? কিসের প্রভাবে ভক্তদের চিত্তে তদ্বিষয়িণী রতি উদিত হয়? তাঁহার প্রিয়স্বরূপত্ব, প্রিয়তমত্বই, হইতেছে সেই বস্তুটী। পূর্ব্বে (১।১।১৩৩-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে, পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ই হইতেছেন সকলের একমাত্র প্রিয় ; তাঁহার সম্পর্কে অন্য যে সমস্ত বস্তুও প্রিয় হইয়া থাকে, তৎসমস্ত হইতেও তিনি প্রিয়—তিনিই প্রিয়তম। তাঁহার সহিত অপর সকলের সম্বন্ধই হইতেছে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ। এই প্রিয়ত্বের সম্বন্ধই তাঁহার প্রতি সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করে ; তিনিই একমাত্র প্রিয় বলিয়া, বা তিনিই প্রিয়তম বলিয়া, তাঁহার প্রতি ভক্তদের প্রীতি বা রতি হইতেছে স্বাভাবিকী। চুম্বক অদৃশ্য থাকিলেও যেমন লৌহ-কণিকাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি অন্যরূপে থাকিলেও তাঁহার প্রিয়ত্ব ভক্তদের চিত্তে কৃষ্ণবিষয়িণী রতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে। একথাই শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"তস্য তত্তন্মাধুর্য্যানভিব্যক্তাবপি স্বভাবত এব প্রিয়তমত্বং দর্শয়তি—'প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ। যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কো নু পরঃ প্রিয়ঃ॥ (শ্রীভা,১০।২৩।২৭)॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥১১১॥—শ্রীকৃষ্ণের সেই সেই মাধুর্য্য অনভিব্যক্ত হইলেও তাঁহার প্রিয়তমত্ব (শ্রীকৃষ্ণবাক্যেই) প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা, (শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞপত্নীগণকে

বলিয়াছেন) প্রাণ, বুদ্ধি, মন, স্বাত্মা, দারা, পুত্র ও ধনাদি যাঁহার সম্পর্কে প্রিয় হয়, তাঁহা অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কে হইতে পারে ?

এইরূপে দেখা গেল—অন্যরূপে বা আবৃতরূপে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য অনভিব্যক্ত থাকা সত্ত্বেও যখন তিনি ভক্তের কৃষ্ণরতির বিষয়ালম্বন হইয়া থাকেন, তখন তাঁহার মাধুর্য্য এই আলম্বনত্বের হেতু হইতে পারে না ; তাঁহার প্রিয়ত্ব বা প্রিয়তমত্বই হইতেছে আলম্বনত্বের হেতু।

প্রশ্ন হইতে পারে—প্রিয়তমত্বই যদি শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ালম্বনত্বের হেতু হয়, তাহা হইলে আলম্বনত্ব-বিষয়ে তাঁহার মাধুর্য্যের কি কোনও স্থানই নাই ?

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে যজ্ঞপত্নীদিগের প্রসঙ্গে আর একটী উক্তি উদ্ধৃত করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন,

"শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হধাতুপ্রবালনটবেষমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং কর্ণোৎপলালক-কপোলমুখাব্জহাসম্ ॥শ্রীভা, ১০।২৩।২২॥
ইত্যেতল্লক্ষণেষু মমাবির্ভাবেষু যুষ্মাকং প্রীত্যুৎকর্ষোদয়ো নাপূর্ব্ব ইতিভাবঃ ॥ ১১১॥

—(যজ্ঞপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা ছিল) 'শ্যামবর্ণ, পীতবসন-পরিহিত, বনমালা-ময়ূরপুচ্ছ-স্বর্ণাদিধাতু-প্রবালাদিদ্বারা সজ্জিত নটবরবেশ ; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সখার স্কন্ধে একটী হস্ত বিন্যস্ত করিয়া অপর হস্তে লীলাকমল ঘুরাইতেছিলেন ; কর্ণদ্বয়ে উৎপল, কপোলে অলকা এবং বদন-কমলে মনোহর হাস্য।' (এতাদৃশ পরমচিত্তাকর্ষক রূপ দর্শন করিয়া যজ্ঞপত্নীগণের চিত্তে কৃষ্ণরতি অতিশয়রূপে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল ; তাঁহারা পরমানন্দে নিমগ্না হইলেন)। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন (এমন রূপ সকলেরই চিত্তাকর্ষক ; তাহাতে আবার সর্ব্বপ্রিয়তম আমারই এইরূপ) এই প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট আমার রূপে তোমাদের প্রীত্যুৎকর্ষের উদয় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে (অর্থাৎ আমার এমন রূপ দেখিলে স্বভাবতঃই প্রীতির উদয় হয়)। (ইহা হইতেছে পূর্ব্বোল্লিখিত 'প্রাণবুদ্ধি-'-ইত্যাদি শ্লোকের ভাব বা তাৎপর্য্য)।"*

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উল্লিখিত উক্তি হইতে বুঝা গেল—শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রিয়তমত্বই হইতেছে তাঁহার বিষয়ালম্বনত্বের মুখ্য হেতু, তিনি সকলের প্রিয়তম বলিয়াই তদ্বিষয়ে ভক্তদের রতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন। মাধুর্য্যাদি উদ্বুদ্ধ রতির উৎকর্ষ সাধন করে মাত্র। এইরূপ সমাধানেই অন্যরূপ এবং আবৃত রূপেও তাঁহার বিষয়ালম্বনত্ব সুসঙ্গত হইতে পারে।

৭। রতিভেদে বিষয়ালম্বনত্বের ভেদ

শ্রীকৃষ্ণ এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি সকলেরই একমাত্র প্রিয় এবং তাঁহার সম্পর্কে অন্য

* শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, উদ্ধৃত "শ্যামং হিরণ্যপরিধিম্"-ইত্যাদি শ্লোকটী হইতেছে মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেবের উক্তি। যজ্ঞপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের যে রূপটী দেখিয়াছিলেন, শ্রীশুকদেব তাহারই বর্ণনা দিয়াছেন। তবে পরে শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞপত্নীগণকে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম শ্রীজীবপাদের উক্তির সমর্থক।

যাঁহারা প্রিয় হয়েন, তাঁহাদের তুলনায় তিনি প্রিয়তম। কিন্তু যাঁহারা অনাদিকাল হইতেই তাঁহাকে ভুলিয়া আছেন, তাঁহার প্রিয়ত্বের বা প্রিয়তমত্বের কথাও তাঁহারা অনাদিকাল হইতেই ভুলিয়া আছেন। "ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, একমাত্র ভক্তিই তাঁহাকে দেখাইতে —সুতরাং জানাইতে—পারে। ভক্তি যখন তাঁহাকে জানায়, তখন প্রিয়রূপেই তাঁহাকে জানাইয়া থাকে। সুতরাং চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হইলেই জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন একমাত্র প্রিয় এবং তৎসম্পর্কিত বস্তুর অপেক্ষায় প্রিয়তম। তখনই তিনি হয়েন ভক্তির (বা রতির) বিষয়ালম্বন ; কেননা, তখনই তাঁহার প্রিয়তমত্ব চিত্তস্থিত ভক্তি বা রতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে। যাহাদের মধ্যে ভক্তির বা কৃষ্ণরতির আবির্ভাব হয় নাই, তাহারা তাঁহাকে জানিতে পারে না—সুতরাং তিনিই যে একমাত্র প্রিয় এবং তৎসম্পর্কিত বস্তুর অপেক্ষায় প্রিয়তম, তাহাও তাঁহারা জানিতে পারে না। এইরূপে দেখা গেল, শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ালম্বনত্ব হইতেছে একমাত্র ভক্তসম্বন্ধে, অপরের সম্বন্ধে নহে।

শান্ত-দাস্যাদি-ভেদে ভক্তের কৃষ্ণরতিরও অনেক বৈচিত্রী আছে ; রতি বা ভক্তিই যখন তাঁহাকে দেখায়, বা প্রকাশ করে, তখন সহজেই বুঝা যায়, বিভিন্ন রতি-বৈচিত্রীও তাঁহাকে অর্থাৎ তাঁহার প্রিয়স্বরূপত্বকে বিভিন্ন রূপেই প্রকাশ করিয়া থাকে। আলোকের প্রকাশিকা শক্তি থাকিলেও আলোকের তীব্রতার বা উজ্জ্বলতার ভেদ অনুসারে দৃশ্যমান বস্তুর স্বরূপের বিকাশেরও ভেদ হইয়া থাকে। কোনও বস্তুর স্বরূপ সূর্য্যালোকে যে রূপ প্রকাশ পায়, চন্দ্রালোকে সেইরূপ প্রকাশ পায় না, নক্ষত্রের আলোকে আরও কম প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শান্ত-দাস্যাদি রতিতে উত্তরোত্তর গাঢ়তার বৃদ্ধি, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ-প্রকাশিকা শক্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। এজন্য শান্তভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ প্রিয় মনে করেন, দাস্যভাবের ভক্ত তাঁহাকে ততোঽধিক প্রিয় মনে করেন ; সখ্যভাবের ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে দাস্যভাবের ভক্ত অপেক্ষাও অধিক প্রিয় মনে করেন। এইরূপে, রতির উৎকর্ষ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে প্রিয়ত্ববুদ্ধিরও উৎকর্ষ হইয়া থাকে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ এক এবং অদ্বিতীয় হইলেও এবং তাঁহার প্রিয়স্বরূপত্বও এক হইলেও রতির উৎকর্ষভেদে তাঁহার সম্বন্ধে প্রিয়ত্ববুদ্ধিরও উৎকর্ষভেদ হইয়া থাকে—সুতরাং তাঁহার বিষয়ালম্বনত্বেরও ভেদ হইয়া থাকে। সুবলাদি সখাগণের নিকটে তিনি সখারূপে প্রিয় এবং সখারূপে বিষয়ালম্বন ; তাঁহাদের চিত্তে তিনি সখ্যরতিকেই উদ্বুদ্ধ করেন। নন্দযশোদার নিকটে তিনি পুত্ররূপে প্রিয় এবং পুত্ররূপে বিষয়ালম্বন। তাঁহাদের চিত্তে তিনি বাৎসল্যরতিকেই উদ্বুদ্ধ করেন। শ্রীরাধিকাদি গোপসুন্দরীদিগের নিকটে তিনি প্রাণবল্লভরূপে প্রিয় এবং প্রাণবল্লভরূপে বিষয়ালম্বন ; তাঁহাদের চিত্তে তিনি কান্তারতিকেই উদ্বুদ্ধ করেন।

৮। আশ্রয়ালম্বন—ভক্ত

কৃষ্ণরতির বিষয়ালম্বনের কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে আশ্রয়ালম্বনের কথা বলা হইতেছে।

ভক্তের চিত্তেই রতি থাকে বলিয়া ভক্ত হইলেন রতির আধার, বা আশ্রয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, ভক্তচিত্তে যে রতি থাকে, তাহার প্রমাণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, রতির বা প্রীতির বিষয় ভগবান্ যখন স্মরণাদি-পথ-গত হয়েন, তখন ভক্তহৃদয়ে তাহা অনুভূত হয়, অন্যত্র হয় না; ইহাতেই বুঝা যায়, ভক্তই হইতেছেন প্রীতির বা রতির আধার। "স্মরণাদিপথং গতে হ্যস্মিংস্তদাধারা সা প্রীতিরনুভূয়তে॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ১১২॥"

প্রীতির বিষয় এবং আশ্রয়—উভয় স্থলেরই আলম্বনত্ব বিদ্যমান। "আলম্বনশব্দশ্চ বিষয়াধারয়োর্বর্ত্তত ইতি॥ প্রাতিসন্দর্ভঃ॥ ১১২॥" কৃষ্ণরতি বা ভাগবতী প্রীতি ভগবানের ভক্তরূপ প্রিয়বর্গে অবস্থান করিলেও ভগবান্ও তাহার আলম্বন; যেহেতু, ভগবান্ই সেই প্রীতির উদ্দেশ্য বস্তু, সেই প্রীতির লক্ষ্য হইতেছেন ভগবান্। ভক্তচিত্তস্থিতা প্রীতি শ্রীকৃষ্ণের দিকেই ধাবিত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াই অবস্থান করে। ভূমিতেই লতার জন্ম, ভূমিই লতার আশ্রয়, তথাপি বৃক্ষই তাহার অবলম্বন। কৃষ্ণরতি সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। কৃষ্ণরতির আশ্রয় বা আধার ভক্ত হইলেও শ্রীকৃষ্ণই তাহার আলম্বন বা অবলম্বন, উদ্দেশ্য বস্তু। এইরূপে দেখা গেল—ভক্ত ও ভগবান্, এই উভয়ই কৃষ্ণরতির আলম্বন। শৌনকাদি ঋষির উক্তি হইতেও তাহা জানা যায়। শৌনকাদি ঋষি শ্রীসূতগোস্বামীকে বলিয়াছিলেন,

"তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি কৃষ্ণকথাশ্রয়ম্।
অথবাস্য পদাম্ভোজমকরন্দলিহাং সতাম্॥ শ্রীভা, ১।১৬।৬॥

—(মহারাজ পরীক্ষিতের প্রসঙ্গে সূতগোস্বামী বলিয়াছিলেন—পরীক্ষিৎ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া একস্থানে দেখিলেন, শূদ্ররূপী কলি রাজচিহ্ন ধারণ করিয়া গো-মিথুনকে পদাঘাত করিতেছে; তখন পরীক্ষিৎ কলির নিগ্রহ করিয়াছিলেন, হত্যা করেন নাই। একথা শুনিয়া শৌনকঋষি সূতগোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—মহারাজ পরীক্ষিৎ কলিকে কেবল নিগ্রহ করিয়াই ছাড়িয়া দিলেন কেন, তাহাকে হত্যা করিলেন না কেন? তাহা বলুন। কিন্তু) হে মহাভাগ! যদি তাহা বিষ্ণুকথাশ্রয় (অর্থাৎ ভগবৎ-কথাই যদি সেই বিবরণের আশ্রয়) হয়, অথবা তাহা যদি ভগবচ্চরণারবিন্দ-মধুলেহনকারী ভক্তদের কথার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়, তাহা হইলেই তাহা বলিবেন, অন্যথা নহে (কেননা, 'কিমন্যৈরসদালাপৈরায়ুষো যদসদ্ব্যয়ঃ॥ ১।১৬।৭॥—অন্য অসৎ আলাপের কি প্রয়োজন? তাহাতে কেবল পরমায়ুর অসদ্ব্যয়ই হইয়া থাকে)।"

ভাগবতী প্রীতি, ভক্ত ও ভগবান্, এই উভয়কে অবলম্বন করিয়া থাকে বলিয়াই ভগবদ্‌বিষয়িণী বা ভক্তবিষয়িণী কথার শ্রবণেই কৃষ্ণরতির আবির্ভাব হইতে পারে, তাহাতে পরমায়ুও সার্থকতা লাভ করিতে পারে। ইহাই হইতেছে শৌনক ঋষির উল্লিখিত উক্তির তাৎপর্য্য। এইরূপে এই উক্তি হইতে জানা গেল—ভক্ত ও ভগবান্-উভয়ই হইতেছেন প্রীতির বা রতির আলম্বন।

ভক্ত প্রীতির আশ্রয়ালম্বন হইলেও সকল ভক্তই কিন্তু সকল রকম প্রীতির আশ্রয়ালম্বন নহেন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই কয় রকমের প্রীতিভেদ আছে। ইহাদের মধ্যে যে প্রীতিভেদ যে ভক্তকে আশ্রয় করিয়া ভগবানে প্রবর্ত্তিত হয়, সেই ভক্ত হইবেন সেই প্রীতিভেদের আশ্রয়রূপ আলম্বন, অন্যান্য প্রীতিভেদ হইবে উদ্দীপন। "তদেবমপি যমাশ্রিত্য শ্রীভগবতি সঃ প্রীতিবিশেষঃ প্রবর্ত্ততে স এব আলম্বনো জ্ঞেয়ঃ। অন্যে তূদ্দীপনাঃ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ১১২॥" যেমন, বাৎসল্য-প্রীতি শ্রীনন্দ-যশোদাকে আশ্রয় করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়; শ্রীনন্দযশোদা হইতেছেন বাৎসল্য-প্রীতির আশ্রয়, তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই বাৎসল্য-প্রীতি বিরাজিত। দাস্য-সখ্যাদি প্রীতিভেদের আশ্রয়রূপ ভক্তগণ হইবেন বাৎসল্য-প্রীতির উদ্দীপনমাত্র, তাঁহাদের দর্শনাদিতে শ্রীনন্দ-যশোদার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি এবং শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী বাৎসল্য-প্রীতি উদ্দীপিত হইয়া থাকে; সন্তানের কোনও অন্তরঙ্গ বন্ধুর দর্শনে যেমন স্নেহময়ী জননীর চিত্তে তাঁহার সন্তানের কথাদি উদ্দীপিত হয়, তদ্রূপ।

৯। কৃষ্ণভক্তদের পরস্পরেরপ্রতি পরস্পরের প্রীতি ও তাহার হেতু

যাঁহারা একই প্রীতিভেদের আশ্রয়, তাঁহারা সকলেই সমবাসন—এক রকম প্রীতিকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের বাসনা পোষণ করেন। যেমন, সুবল-মধুমঙ্গলাদি সখ্যভাবের সকল ভক্তই সখারূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের বাসনা পোষণ করিয়া থাকেন, অন্য কোনও ভাব বা বাসনা তাঁহাদের চিত্তে থাকে না।

এতাদৃশ সমবাসন ভক্তগণ যে-প্রীতিভেদের আশ্রয়, সেই প্রীতিভেদ হইতে ভিন্ন রকমের প্রীতিভেদের আশ্রয় যাঁহারা, তাঁহারা হইবেন উল্লিখিত সমবাসন ভক্তদের পক্ষে ভিন্নবাসন। কেননা, তাঁহারা যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের বাসনা পোষণ করেন, অন্য-প্রীতি-ভেদাশ্রয় ভক্তগণ তদপেক্ষা ভিন্নভাবে কৃষ্ণপ্রীতি-বিধানের বাসনা পোষণ করিয়া থাকেন। এইরূপে, দাস্যভাবের ভক্তদের পক্ষে সখ্য-বাৎসল্য-মধুর ভাবের ভক্তগণ হইবেন ভিন্নবাসন; মধুর ভাবের ভক্তদের পক্ষে দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-ভাবের ভক্তগণ হইবেন ভিন্নবাসন।

এইরূপে দখা গেল—সাধারণ ভাবে সকলেই কৃষ্ণপ্রীতির বাসনা পোষণ করিলেও—সুতরাং সাধারণভাবে সকলে সমবাসন হইলেও—প্রীতিভেদে যে বাসনা-ভেদ জন্মে, সেই বাসনার দিক্ হইতে বিচার করিলে ভক্তগণ হইতেছেন দ্বিবিধ—সমবাসন এবং ভিন্নবাসন।

যাঁহারা সমবাসন, তাঁহাদের মধ্যেও পরস্পর পরস্পরের প্রিয়, পরস্পর পরস্পরের প্রীতির বিষয়; আবার সমবাসন এবং ভিন্নবাসন ভক্তগণও পরস্পর পরস্পরের প্রিয়, পরস্পর পরস্পরের প্রীতির বিষয়। যেমন, শ্রীরাধা-ললিতা-বিশাখাদি কান্তাভাবের পরিকর ভক্তগণ পরস্পর পরস্পরের প্রিয়, আবার বাৎসল্যভাবের ভক্ত নন্দ-যশোদাদিও—যাঁহারা শ্রীরাধিকাদির

পক্ষে ভিন্নবাসন, তাঁহারাও--শ্রীরাধিকাদির প্রিয়। সুবল-মধুমঙ্গলাদি সখ্যভাবের ভক্তগণও নন্দ-যশোদাদির বা শ্রীরাধিকাদির প্রিয়।

কিন্তু এইরূপে সমবাসন এবং ভিন্নবাসন ভক্তগণ যে পরস্পর পরস্পরের প্রীতির বিষয় হইয়া থাকেন, তাহাও কেবল শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী প্রীতির আশ্রয় বলিয়া, কোনওরূপ সম্বন্ধাদিবশতঃ নহে। "অথৈবং সবাসন-ভিন্নবাসনক-দ্বিবিধ-তৎপ্রিয়বর্গবিষয়া চ যা প্রীতিঃ, সাপি তৎপ্রীত্যাধারত্বেনৈব ন তু স্বসম্বন্ধাদিনা। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১১২॥" যেমন, শ্রীরাধার প্রতি ললিতার যে প্রীতি, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি পোষণ করেন বলিয়াই সেই প্রীতি, শ্রীরাধা ললিতার সখী বলিয়া নহে। নন্দ-যশোদার প্রতি শ্রীরাধিকাদির যে প্রীতি বা শ্রদ্ধা, কিম্বা সুবল-মধুমঙ্গলাদিরও যে প্রীতি বা শ্রদ্ধা, তাহাও কেবল নন্দ-যশোদার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি আছে বলিয়া, অন্য কোনও হেতু-বশতঃ নহে। এইরূপে দেখা গেল—সর্ব্বত্র কেবল কৃষ্ণবিষয়িণী প্রীতিরই সমাদর।

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় কৃষ্ণভক্তগণের আলম্বনত্ব-বিষয়ে তিনটী বিষয় পাওয়া গেল—নিজের সহিত সম্বন্ধাদিজনিত প্রীতির নিষেধ, কৃষ্ণবিষয়িণী প্রীতির সমাদর এবং যিনি ভগবৎ-প্রীতির আশ্রয়, তাঁহার প্রতি প্রীতি। "অতএব তৎপ্রিয়বর্গেঽপি সম্বন্ধহেতুকাং প্রীতিং নিষিধ্য শ্রীভগবত্যেব তামভ্যর্থ্য পুনস্তৎপ্রিয়বর্গে তদাধারত্বেনৈব প্রীতিমঙ্গীকরোতি ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥ ১১২॥ শ্রীকুন্তীদেবীর এবং শ্রীউদ্ধবের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে উল্লিখিত উক্তির যাথার্থ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে শ্রীকুন্তীদেবী বলিয়াছিলেন,

"অথ বিশ্বেশ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বমূর্ত্তে স্বকেষু মে।
স্নেহপাশমিমং ছিন্ধি দৃঢ়ং পাণ্ডুষু বৃষ্ণিষু॥ শ্রীভা, ১।৮।৪১॥

—হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বাত্মন্! হে বিশ্বমূর্ত্তে! আমার নিজজন পাণ্ডব ও যাদবগণে আমার যে দৃঢ় স্নেহবন্ধন আছে, তাহা ছিন্ন করিয়া দাও।"

পাণ্ডবগণ হইতেছেন কুন্তীদেবীর পুত্র; আর যাদবগণ হইতেছেন তাঁহার পিতৃবংশোদ্ভব। সুতরাং উভয়ের সহিতই তাঁহার লৌকিক সম্বন্ধের ন্যায় সম্বন্ধ আছে; অথচ উভয়েই ভগবৎ-পরিকর। তাঁহাদের প্রতিও কুন্তীদেবীর সম্বন্ধানুরূপ প্রীতি আছে। তথাপি তিনি সেই সম্বন্ধহেতুকা প্রীতির ছেদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রার্থনা করিলেন। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিমান্, শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরদের প্রতিও সম্বন্ধহেতুকা প্রীতি যে তাঁহাদের নিকটে আদরণীয় নহে, এ-স্থলে তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তরূপ আশ্রয়ালম্বনে সম্বন্ধহেতুকা প্রীতির নিষেধ।

ইহার পরেই কুন্তীদেবী আবার বলিয়াছেন,

"ত্বয়ি মেঽনন্যবিষয়া মতির্ম্মধুপতেঽসকৃৎ।
রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘমুদন্বতি ॥ শ্রীভা, ১।৮।৪২॥

—হে মধুপতে! আমার মতি অন্যবিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরন্তর তোমাতেই অবিচ্ছিন্না প্রীতি করুক ; সমুদ্রে পতিত হওয়ার সময়ে গঙ্গা যেমম তীরকে বিঘ্ন বলিয়া গণনা করে না, তদ্রূপ আমার মতিও যেন তোমাতে প্রীতি করিতে কোনও কিছুকে বিঘ্ন বলিয়া গণনা না করে।”

আশ্রয়ালম্বন ভক্তের নিকটে কৃষ্ণবিষয়িণী প্রীতিরই যে সর্ব্বাধিক সমাদর, তাহাই এ-স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইহার অব্যবহিত পরেই কুন্তীদেবী আবার বলিয়াছেন,

“শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনিধ্রুগ্ রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য।
গোবিন্দ গোদ্বিজসুরার্ত্তিহরাবতার যোগেশ্বরাখিলগুরো ভগবন্নমস্তে॥ শ্রীভা, ১।৮।৪৩॥

—হে শ্রীকৃষ্ণ! হে অর্জ্জুনসখ! হে বৃষ্ণিকুলশ্রেষ্ঠ! তুমি অবনীমণ্ডলে উপদ্রবকারী রাজন্যবংশের নিহন্তা। হে গোবিন্দ! গো, ব্রাহ্মণ এবং দেবতাগণের দুঃখ হরণের জন্য তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ। হে যোগেশ্বর! হে অখিল-গুরো! হে ভগবন্! তোমাকে নমস্কার।”

এ-স্থলে কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে “অর্জ্জুনের সখা” এবং “বৃষ্ণিগণের অর্থাৎ যাদবদিগের শ্রেষ্ঠ” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ইহাতে অর্জ্জুনের প্রতি এবং যাদবদিগের প্রতিও তাঁহার প্রীতি ধ্বনিত হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বে তিনি অর্জ্জুনাদি পাণ্ডবদের প্রতি এবং যাদবদের প্রতি তাঁহার প্রীতিবন্ধনের ছেদনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রার্থনা জানাইয়াছেন। তথাপি এক্ষণে যে তাঁহার উক্তিতে তাঁহাদের প্রতি প্রীতি ধ্বনিত হইতেছে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে—পাণ্ডবদের প্রতি এবং যাদবদের প্রতি তাঁহার যে সম্বন্ধজনিত প্রীতি, তাহার ছেদনের জন্যই তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন ; সম্বন্ধজনিত প্রীতির আদর তাঁহার নিকটে নাই। কিন্তু অর্জ্জুন এবং যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিমান্ বলিয়াই তাঁহাদের প্রতি কুন্তীদেবীও প্রীতিমতী।

উল্লিখিত তিনটী বাক্যে কুন্তীদেবীর তিনটী ভাব দৃষ্ট হইতেছে। প্রথমে তিনি বলিলেন—পাণ্ডবদের এবং যাদবদের প্রতি যে দৃঢ় স্নেহ, তাহা যেন দূরীভূত হয় ; তাহার পরে বলিলেন—তাঁহার মতি যেন অন্যসমস্তবিষয় (সুতরাং পাণ্ডবদের এবং যাদবদের প্রতি স্নেহও) পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই প্রীতি বহন করে। এই দুইটী প্রার্থনার সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু সর্ব্বশেষে তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে পাণ্ডবদের এবং যাদবদের প্রতি তাঁহার প্রীতি ধ্বনিত হইতেছে ; যদিও তাঁহাদের প্রতি ধ্বনিত কুন্তীদেবীর এই প্রীতি স্বতন্ত্রা নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণে তাঁহারা প্রীতিমান্ বলিয়াই তাঁহাদের প্রতি তাঁহার এই প্রীতি, তথাপি ইহাও তো প্রীতিরই বন্ধন। পূর্ব্ববাক্যদ্বয়ের সহিত ইহার সামঞ্জস্য কোথায় ?

সামঞ্জস্য এই। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে প্রীতিই আদরণীয় ; যাদবদের এবং পাণ্ডবদের প্রতি যে সম্বন্ধানুগামিনী প্রীতি, তাহা একেবারেই আদরণীয় নহে ; তবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিমান্ বলিয়া তাঁহাদের বিষয়ে তাঁহার প্রীতিও আদরণীয়। তাঁহাদের বিষয়ে কুন্তীদেবীর এতাদৃশী প্রীতির মূলও

হইতেছে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি। তাঁহারা যদি শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি পোষণ না করিতেন, তাহা হইলে কুন্তীদেবীর সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁহাদের প্রতি প্রীতি পোষণ করিতেন না।

প্রশ্ন হইতে পারে, তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে কুন্তীদেবী প্রথমে কেন বলিলেন—যাদবদের এবং পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁহার যে দৃঢ় স্নেহবন্ধন, তাহা যেন ছিন্ন হয়। তিনি যখন একথা বলিয়াছিলেন, তখনও তো তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিমান্‌ই ছিলেন? তাহাতে কি ইহাই বুঝায় না যে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিমান্ বলিয়া তাঁহাদের প্রতি কুন্তীদেবীর যে প্রীতি, সেই প্রীতিবন্ধনের ছেদনও তাঁহার প্রার্থনীয় ছিল?

উত্তরে বলা যায়—শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিমান্ বলিয়া যাদবদের এবং পাণ্ডবদের প্রতি কুন্তীদেবীর যে প্রীতি, সেই প্রীতির দূরীকরণ তাঁহার অভিপ্রেত ছিলনা। সেই প্রীতিই যে কুন্তীদেবীর প্রথম প্রার্থনার হেতু, শ্রীধরস্বামীর টীকা হইতেই তাহা জানা যায়। কুন্তীদেবীর প্রথম প্রার্থনাসূচক "অথ বিশ্বেশ" ইত্যাদি শ্রীভা, ১।৮।৪১-শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"গমনে পাণ্ডবানাম-কুশলম্। অগমনে চ যাদবানাম্। ইত্যুভয়তো ব্যাকুলচিত্তা সতী তেষু স্নেহনিবৃত্তিঃ প্রার্থয়তে অথেতি॥" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী স্বামিপাদের এই টীকা উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—"তেষু স্নেহচ্ছেদব্যাজেন উভয়েষামপি ত্বদবিচ্ছেদ এব ক্রিয়তামিতি চ ব্যজ্যতে॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥১১৫॥"

তাৎপর্য্য হইতেছে এই। হস্তিনাপুর হইতে শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় যাইতেছিলেন, তখনই কুন্তীদেবী উল্লিখিতরূপ প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদি হস্তিনা হইতে দ্বারকায় গমন করেন, তাহা হইলে পাণ্ডবদের অকুশল (শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদজনিত দুঃখাদি); আর তাঁহার অগমনে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যদি হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকায় গমন না করেন, তাহা হইলে, যাদবগণের অকুশল (শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদজনিত দুঃখাদি)। এইরূপে, উভয়পক্ষের কথা চিন্তা করিয়া কুন্তীদেবী ব্যাকুলচিত্তা হইয়া বলিলেন,—"পাণ্ডব ও যাদবদের প্রতি আমার স্নেহপাশ ছেদন কর।" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—স্নেহপাশ-চ্ছেদনের নিমিত্ত প্রার্থনার ছলে কুন্তীদেবী জানাইলেন—"উভয় পক্ষের সহিত যাহাতে তোমার (শ্রীকৃষ্ণের) বিচ্ছেদ না ঘটে, তদনুরূপ ব্যবস্থা কর।" লৌকিক জগতেও দেখা যায়, অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তির অসহ্য দুঃখ দর্শন করিয়া লোকে আক্ষেপ করিয়া বলিয়া থাকে—"এই দুঃখ দেখার চেয়ে আমার মরণই ভাল।" এ-স্থলে মরণ যেমন বাস্তবিক কাম্য নহে, বাস্তব কাম্য হইতেছে প্রিয়ব্যক্তির দুঃখের অবসান এবং সুখ, তদ্রূপ, কুন্তীদেবীর প্রার্থনার বাস্তবিক অভিপ্রায় স্নেহপাশ-ছেদন নহে, পরন্তু পাণ্ডবদের পক্ষে এবং যাদবদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণবিরহ-জনিত দুঃখের অবসান এবং তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদজনিত সুখই তাঁহার বাস্তব কাম্য। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে যাদব এবং পাণ্ডব-উভয়েরই দুঃখাদি অকুশল হইবে—কুন্তী-দেবীর এইরূপ ভাব হইতেই বুঝা যায়, তিনি জানেন—উভয়েই শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত প্রীতিমান্; তাই শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ তাঁহাদের পক্ষে অসহ্য। তাঁহাদের সম্ভাব্য দুঃখের কথা ভাবিয়াই তিনি ব্যাকুলচিত্তা হইয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়—তাঁহাদের প্রতিও কুন্তীদেবীর প্রীতি আছে। কিন্তু এই প্রীতির হেতু কি? তাঁহারা

শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত প্রীতিমান্ বলিয়াই তাঁহাদের প্রতি তাঁহার প্রীতি। তাঁহাদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ এই প্রীতির হেতু নহে; তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণবিরহে তাঁহাদের অকুশলের আশঙ্কা করিয়া তিনি ব্যাকুল হইতেন না, অবিচ্ছেদের প্রার্থনাও জানাইতেন না।

এইরূপে শ্রীকুন্তীদেবীর বিবরণ হইতে জানা গেল—যিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির আশ্রয়ালম্বন, একমাত্র কৃষ্ণবিষয়িণীপ্রীতিই তাঁহার নিকটে আদরণীয় এবং কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র আদরণীয় বলিয়া যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিমান্, তাঁহারাও তাঁহার নিকটে আদরণীয়। স্ব-সম্বন্ধাদিহেতুকা প্রীতি তাঁহার নিকটে আদরণীয় নহে।

আশ্রয়ালম্বন ভক্তের শ্রীকৃষ্ণে এবং শ্রীকৃষ্ণেপ্রীতিমান্ ভক্তদের প্রতি প্রীতি থাকিলেও কৃষ্ণপ্রীতিরই মুখ্যত্ব, ভক্তপ্রীতির গৌণত্ব; কেননা, ভক্তের প্রতি যে প্রীতি, তাহা কৃষ্ণপ্রীতির অপেক্ষা রাখে; ভক্ত শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিমান্ বলিয়াই তাঁহার প্রতি প্রীতি।

উদ্ধবের দৃষ্টান্তেও শ্রীপাদ জীবগোস্বামী উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্তই প্রকটিত করিয়াছেন। এ-স্থলে উদ্ধবের বিবরণ প্রদত্ত হইল না।

১০। ভক্তস্বসিদ্ধির উপায়ভেদে ভক্তভেদ

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে ভক্তের আশ্রয়ালম্বনত্বের কথার পরে দ্বিবিধ ভক্তের কথাও বলা হইয়াছে—সাধক ভক্ত এবং সিদ্ধ ভক্ত।

সাধকভক্ত। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে যাঁহাদের রতি উৎপন্ন হইয়াছে (অর্থাৎ যাঁহারা জাতরতি), কিন্তু যাঁহারা সম্যক্‌রূপে নৈর্বিঘ্ন্য প্রাপ্ত হয়েন নাই, যাঁহারা কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারবিষয়ে যোগ্য, তাঁহারাই সাধক ভক্ত। "উৎপন্নরতয়ঃ সম্যক্ নৈর্ব্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ। কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। ভ; র, সি, ২।১।১৪৪॥" বিল্বমঙ্গলতুল্য ভক্তগণই হইতেছেন সাধক ভক্ত। "বিল্বমঙ্গলতুল্যা যে সাধকাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ঐ ১৪৫॥"

সিদ্ধ ভক্ত। অখিল-ক্লেশ যাঁহাদের পক্ষে অবিজ্ঞাত (অর্থাৎ যাঁহাদের কিছুমাত্র ক্লেশানুভব নাই), যাঁহারা সর্ব্বদা কৃষ্ণসম্বন্ধীয় কার্য্য করেন, এবং যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে প্রেম-সৌখ্যাদির আস্বাদ-পরায়ণ, তাঁহাদিগকে সিদ্ধ ভক্ত বলে।

"অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ সদা কৃষ্ণাশ্রিতক্রিয়াঃ।
সিদ্ধাঃ স্যুঃ সন্ততপ্রেম-সৌখ্যাস্বাদপরায়ণাঃ॥ ভ, র, সি, ২।১।১৪৬॥"

সিদ্ধভক্ত দুই রকমের—সংপ্রাপ্তসিদ্ধিরূপ সিদ্ধ এবং নিত্যসিদ্ধ। সংপ্রাপ্তসিদ্ধিরূপ সিদ্ধভক্ত আবার দুই রকমের—সাধনসিদ্ধ এবং ভগবৎ-কৃপাসিদ্ধ। শাস্ত্রবিহিত সাধনের অনুশীলনে যাঁহারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সাধনসিদ্ধ। আর কোনওরূপ সাধনের অনুষ্ঠান ব্যতীত কেবলমাত্র ভগবৎ-কৃপায় যাঁহারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কৃপাসিদ্ধ ভক্ত বলে। যজ্ঞপত্নী, বলি,

শুকদেবাদি হইতেছেন কৃপাসিদ্ধ ভক্ত। ভগবানের অনাদিসিদ্ধ নিত্যপরিকরগণই হইতেছেন নিত্যসিদ্ধ। যেমন, নন্দ-যশোদা, দেবকী-বসুদেব, শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ, শ্রীরুক্মিণ্যাদি মহিষীগণ প্রভৃতি।

১১। ভাবভেদে ভক্তভেদ ; পরিকরবর্গেরই সম্যক্ আলম্বনত্ব

উল্লিখিত বিবরণে ভক্তত্বসিদ্ধির উপায়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ভক্তদের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। সাধক ভক্ত এবং সাধনসিদ্ধ ভক্ত—সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানের ফলেই ইঁহাদের ভক্তত্ব-প্রাপ্তি। কৃপাসিদ্ধ ভক্তগণ, সাধনভক্তির অনুষ্ঠানব্যতীতই, কেবল ভগবৎ-কৃপায় ভক্তত্ব লাভ করেন। আর, নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণ, সাধনের ফলেও নয়, ভগবৎ-কৃপার ফলেও নয়, পরন্তু অনাদিকাল হইতেই ভক্তত্ব-প্রাপ্ত; তাঁহাদের ভক্তত্ব হইতেছে স্বয়ংসিদ্ধ। তাঁহারা স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ ; প্রেম বা ভক্তিও স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি। স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহরূপ নিত্যপরিকরবর্গে, স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিরূপা ভক্তি আপনা-আপনিই বিরাজিত।—শৈত্যযোগে গাঢ়ত্ব-প্রাপ্ত ঘৃতের মধ্যে তরল ঘৃতের ন্যায়।

উল্লিখিত শ্রেণীভেদে ভক্তদের হৃদয়স্থিত ভাবের—অর্থাৎ প্রীতি-বৈশিষ্ট্যের—কথা জানা যায় না। ভাবভেদেও ভক্তদের শ্রেণীভেদ হইতে পারে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তাহাও বলিয়াছেন।

"ভক্তাস্তু কীর্ত্তিতাঃ শান্তাস্তথাদাসসুতাদয়ঃ।
সখায়ো গুরুবর্গাশ্চ প্রেয়স্যশ্চেতি পঞ্চধা ॥২।১।১৫৪॥

—পাঁচ রকমের কৃষ্ণভক্ত আছেন ; যথা, শান্ত, দাস-সুতাদি, সখা, গুরুবর্গ ও প্রেয়সীগণ।"

বৈকুণ্ঠ-পরিকরগণ হইতেছেন শান্তভক্ত। ব্রজের রক্তক-পত্রকাদি এবং দ্বারকার দারুকাদি দাসভক্ত বা দাস্য-ভাবের ভক্ত। দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ-তনয়গণেরও দাস্যভাব। সুবল-মধুমঙ্গলাদি হইতেছেন সখা, সখ্যভাবের ভক্ত। নন্দ-যশোদাদি এবং দেবকী-বসুদেবাদি শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গ হইতেছেন বাৎসল্য-ভাবের ভক্ত। আর, ব্রজের শ্রীরাধিকা-ললিতাদি এবং পুরের মহিষীগণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী, কান্তাভাবের বা মধুর ভাবের ভক্ত। এ-সমস্ত নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের আনুগত্যে যাঁহারা ভজন করিয়া জাতরতি হইয়াছেন, বা সাধনসিদ্ধ ভক্ত (সাধনসিদ্ধ পরিকর) হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও উল্লিখিতরূপ দাস্য-সখ্যাদি ভাবভেদ বিরাজিত ; সাধন-কালে যে-ভক্ত যে-নিত্যসিদ্ধ পরিকরের আনুগত্য করেন, তাঁহার ভাবও সেই নিত্যসিদ্ধ পরিকরের ভাবের অনুরূপ। এইরূপে দেখা গেল—সাধক ভক্ত, এবং সিদ্ধভক্ত, উভয়ের মধ্যেই শান্ত-দাস্যাদি পাঁচ রকম ভাবের ভক্ত আছেন।

উল্লিখিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুশ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন- "অথ ভাবভেদেন তেষামেব ভেদান্তরাণ্যাহ ভক্তাস্ত্বিতি। অত্র দাসাদয়ো ভাবময়াঃ সাক্ষাৎ প্রাপ্তদাস্যাদয়শ্চ। তত্রোত্তরেষামেব সম্যগালম্বনত্বমভিপ্রেতম্ ॥—এই শ্লোকে ভাবভেদে পূর্ব্বোক্ত ভক্তদের (সাধক ভক্ত

ও সিদ্ধ ভক্তদের) ভেদান্তরের কথা বলা হইয়াছে। এ-স্থলে দাসাদি হইতেছেন দুই রকমের—ভাবময় এবং সাক্ষাৎ-দাস্যাদি প্রাপ্ত। শেষোক্তদিগেরই (অর্থাৎ যাঁহারা সাক্ষাদ্ ভাবে দাস্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই) সম্যক্‌রূপে আলম্বনত্ব অভিপ্রেত।"

এই টীকার তাৎপর্য্য হইতেছে এই। শান্ত-দাস্যাদি ভাবের যে পাঁচরকম ভক্তের কথা বলা হইল, তাঁহাদের মধ্যেও দুইটী শ্রেণী আছে—ভাবময় এবং সাক্ষাৎ দাস্যাদি প্রাপ্ত। যাঁহারা সাধনে সিদ্ধি লাভ করিয়া, কিম্বা ভগবৎ-কৃপার প্রভাবে, দাস্যাদিভাবময়ী প্রীতির সহিত সাক্ষাদ্‌ভাবেই ভগবানের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহারা পরিকররূপে ভগবানের সেবা করিতেছেন, তাঁহারা হইতেছেন এক শ্রেণীর ভক্ত। আর, যাঁহারা তদ্রূপ পরিকরত্ব এখনও লাভ করেন নাই, স্ব-স্ব অভীষ্ট দাস্যাদি ভাবে সেবা লাভ করার বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া শাস্ত্রবিহিত উপায়ে সাধন করিতেছেন, তাঁহারা আর এক শ্রেণীর ভক্ত; ইঁহাদিগকেই "ভাবময়" বলা হইয়াছে; কেননা, দাস্যাদি প্রীতির কোনও একরকমের প্রীতির সহিত সেবাপ্রাপ্তির ভাবমাত্রই ইঁহারা হৃদয়ে পোষণ করেন, কিন্তু এখনও সাক্ষাদ্‌ভাবে সেবার সৌভাগ্য (অর্থাৎ পরিকরত্ব) লাভ করেন নাই। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বলিতেছেন, উল্লিখিত দুই শ্রেণীর ভক্তদের মধ্যে, যাঁহারা ভগবৎ-পরিকরত্ব লাভ করিয়া সাক্ষাদ্‌ভাবে ভগবানের সেবা করিতেছেন, তাঁহাদের আশ্রয়ালম্বনত্বই সম্যক্‌রূপে অভিপ্রেত; অর্থাৎ আলম্বনত্বের সম্যক্ যোগ্যতা তাঁহাদেরই আছে। এই উক্তির ধ্বনি হইতেছে এই যে, যাঁহারা "ভাবময়", তাঁহাদেরও আলম্বনত্ব আছে বটে, কিন্তু সম্যক্ আলম্বনত্ব নাই; প্রীতির রসত্বসিদ্ধি-বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে আলম্বনত্বের অসম্যক্ বিকাশ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিভাব দুই রকমের—আলম্বন-বিভাব এবং উদ্দীপন-বিভাব। পূর্ব্ববর্ত্তী কতিপয় অনুচ্ছেদে আলম্বন-বিভাবের কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে উদ্দীপন-বিভাবের কথা বলা হইতেছে।

১২। উদ্দীপন বিভাব

যে-সমস্ত বস্তু চিত্তস্থিত ভাবকে উদ্দীপিত (উৎকৃষ্টরূপে দীপিত বা উজ্জ্বল) করে, তাহাদিগকে উদ্দীপন-বিভাব বলে। শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, প্রসাধন (বা সাজ-সজ্জাদি), স্মিত (মন্দ হাসি), অঙ্গসৌরভ, বংশী, শৃঙ্গ, নূপুর, কম্বু (দক্ষিণাবর্ত্ত পাঞ্চজন্য শঙ্খ), পদচিহ্ন, ক্ষেত্র (শ্রীকৃষ্ণের বিহারস্থান), তুলসী, ভক্ত, হরিবাসরাদি হইতেছে উদ্দীপন।

উদ্দীপনাস্তু তে প্রোক্তা ভাবমুদ্দীপয়ন্তি যে। তে তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য গুণাশ্চেষ্টা প্রসাধনম্॥
স্মিতাঙ্গসৌরভে বংশ-শৃঙ্গ-নূপুর-কম্ববঃ। পদাঙ্ক-ক্ষেত্র-তুলসী-ভক্ত-তদ্বাসরাদয়ঃ॥

—ভ, র, সি, ২।১।১৫৪॥

এই সমস্ত বস্তুর দর্শন-শ্রবণাদিতে ভক্তচিত্তের শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী প্রীতি উদ্দীপিত হইয়া উঠে বলিয়া এ-সমস্তকে উদ্দীপন বলা হয়।

এ-স্থলে কয়েকটী বিশিষ্ট উদ্দীপন-বিভাবের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

১৩। শ্রীকৃষ্ণের গুণ

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত গুণ ; তন্মধ্যে চৌষট্টিটী বিশেষ গুণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমে উল্লিখিত পঞ্চাশটী গুণ এই :—

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ। রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ। বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ। দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্ব্বশী॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ। বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ। সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ। নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্॥
বরীয়ান্ ঈশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ। সমুদ্রা ইব পঞ্চাশৎ দুর্ব্বিগাহা হরেরমী॥

—ভ, র, সি, ২।১।১১॥

অনুবাদ। এই নায়ক শ্রীকৃষ্ণ—(১) সুরম্যাঙ্গ, অর্থাৎ তাঁহার অঙ্গ-সন্নিবেশ অত্যন্ত রমণীয় ; (২) সমস্ত সল্লক্ষণযুক্ত। [শ্রীকৃষ্ণের শারীরিক সল্লক্ষণ দ্বিবিধ—গুণোত্থ ও অঙ্কোত্থ। রক্ততা ও তুঙ্গতাদি গুণযোগে গুণোত্থ সল্লক্ষণ হয়। তন্মধ্যে নেত্রান্ত, পাদতল, করতল, তালু, অধরোষ্ঠ, জিহ্বা ও নখ—এই সাত স্থানে রক্তিমা। বক্ষঃ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি এবং বদন—এই ছয় স্থানে তুঙ্গতা (উচ্চতা)। কটি, ললাট এবং বক্ষঃস্থল—এই তিন স্থানে বিশালতা। গ্রীবা, জঙ্ঘা এবং মেহন—এই তিন স্থানে গভীরতা। নাসা, ভুজ, নেত্র, হনু এবং জানু—এই পাঁচ স্থানে দীর্ঘতা। ত্বক্, কেশ, লোম, দন্ত এবং অঙ্গুলিপর্ব্ব—এই পাঁচ স্থানে সূক্ষ্মতা। নাভি, স্বর ও বুদ্ধি-এই তিন স্থলে গম্ভীরতা। এই বত্রিশটী সল্লক্ষণ গুণোত্থ ; এই সকল মহাপুরুষের লক্ষণ। আর করতলাদিতে রেখাময়-চক্রাদি চিহ্নকে অঙ্কোত্থ সল্লক্ষণ বলে। তন্মধ্যে করতলে চক্র-কমলাদি এবং পদতলে অর্দ্ধচন্দ্রাদি চিহ্ন। শ্রীকৃষ্ণের **বামপদে** অঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খ, মধ্যমা-মূলে অম্বর, এই উভয়ের নীচে জ্যা-হীন ধনু, ধনুর নীচে গোষ্পদ, গোষ্পদের নীচে ত্রিকোণ, তাহার চতুর্দ্দিকে চারিটী (বা তিনটি) কলস, ত্রিকোণ-তলে অর্দ্ধচন্দ্র (অর্দ্ধচন্দ্রের অগ্রভাগ দুইটী ত্রিকোণের কোণদ্বয়কে স্পর্শ করিয়াছে) ; অর্দ্ধচন্দ্রের নীচে মৎস্য। এই আটটী চিহ্ন বামপদে। আর **দক্ষিণপদে** এগারটী চিহ্ন :—অঙ্গুষ্ঠমূলে চক্র, মধ্যমামূলে পদ্ম, পদ্মের নীচে ধ্বজা, কনিষ্ঠামূলে অঙ্কুশ, অঙ্কুশের নীচে বজ্র, অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বে যব, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সন্ধিভাগ হইতে চরণার্দ্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত কুঞ্চিত ঊর্দ্ধরেখা, চক্রতলে ছত্র, অর্দ্ধচরণতলে চারিদিকে অবস্থিত চারিটী স্বস্তিকচিহ্ন ; স্বস্তিকের চতুঃসন্ধিতে চারিটী জম্বুফল ; স্বস্তিকমধ্যে অষ্টকোণ।] (৩) রুচির—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যে নয়নের আনন্দ জন্মে ; (৪)

তেজসান্বিত—তেজোরাশিযুক্ত এবং প্রভাবাতিশয়যুক্ত; (৫) বলীয়ান্—অতিশয় বলশালী; (৬) বয়সান্বিত—নানাবিধ বিলাসময় নবকিশোর; (৭) বিবিধ অদ্ভুত-ভাষাবিৎ—নানাদেশীয় ভাষায় সুপণ্ডিত; (৮) সত্যবাক্য—যাঁহার বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না; (৯) প্রিয়ংবদ—অপরাধীকেও যিনি প্রিয় বাক্য বলেন; (১০) বাবদূক—যাঁহার বাক্য শ্রুতিপ্রিয় এবং রস-ভাবাদিযুক্ত; (১১) সুপণ্ডিত—বিদ্বান্ এবং নীতিজ্ঞ; (১২) বুদ্ধিমান্—মেধাবী ও সূক্ষ্মধী; (১৩) প্রতিভান্বিত —সদ্য নব-নবোল্লেখি-জ্ঞানযুক্ত, নূতন নূতন বিষয়ের উদ্ভাবনে সমর্থ। (১৪) বিদগ্ধ··চৌষট্টি বিদ্যায় ও বিলাসাদিতে নিপুণ; (১৫) চতুর—এক সময়ে বহু কার্য্য-সাধনে সমর্থ; (১৬) দক্ষ—দুষ্কর কার্য্যও অতি শীঘ্র সম্পাদন করিতে সমর্থ, (১৭) কৃতজ্ঞ—অন্যকৃত সেবাদরি বিষয় যিনি জানিতে পারেন, (১৮) সুদৃঢ়-ব্রত—যাঁহার প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম সত্য, (১৯) দেশ-কাল-পাত্রানুসারে কাজ করিতে নিপুণ, (২০) শাস্ত্রচক্ষু—যিনি শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম করেন, (২১) শুচি—পাপনাশক ও দোষ-বর্জ্জিত, (২২) বশী—জিতেন্দ্রিয়, (২৩) স্থির—যিনি ফলোদয় না দেখিয়া কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন না, (২৪) দান্ত—দুঃসহ হইলেও যিনি উপযুক্ত ক্লেশ সহ্য করেন, (২৫) ক্ষমাশীল—যিনি অন্যের অপরাধ ক্ষমা করেন (২৬) গম্ভীর—যাঁহার অভিপ্রায় অন্যের পক্ষে দুর্ব্বোধ, (২৭) ধৃতিমান্—পূর্ণস্পৃহ এবং ক্ষোভের কারণ থাকা সত্ত্বেও ক্ষোভ-শূন্য, (২৮) সম—রাগদ্বেষ-শূন্য, (২৯) বদান্য—দানবীর, (৩০) ধার্ম্মিক—যিনি স্বয়ং ধর্ম্ম আচরণ করিয়া অন্যকে ধর্ম্মাচরণে ব্রতী করেন, (৩১) শূর—যুদ্ধে উৎসাহী এবং অস্ত্র-প্রয়োগে নিপুণ, (৩২) করুণ—যিনি পরের দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না, (৩৩) মান্যমানকৃৎ—গুরু, ব্রাহ্মণ এবং বৃদ্ধাদির পূজক, (৩৪) দক্ষিণ—সুস্বভাব-বশতঃ কোমল-চরিত, (৩৫) বিনয়ী—ঔদ্ধত্যশূন্য, (৩৬) হ্রীমান্—অন্যকৃত স্তবে, কিম্বা কন্দর্প-কেলির অভাবেও অন্যকর্তৃক নিজের হৃদয়গত স্মর-বিষয়ক ভাব অবগত হইয়াছে-আশঙ্কা করিয়া যিনি নিজের ধৃষ্টতার অভাব-বশতঃ সঙ্কুচিত হন। (৩৭) শরণাগত-পালক, (৩৮) সুখী—যিনি সুখ ভোগ করেন এবং দুঃখের গন্ধও যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেনা, (৩৯) ভক্ত-সুহৃদ্—সুসেব্য ও দাসদিগের বন্ধুভেদে ভক্তসুহৃদ্ দুই রকমের। এক গণ্ডুষ জল বা একপত্র তুলসী যে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেন, তাঁহার নিকটে যে শ্রীকৃষ্ণ আত্মপর্যান্ত বিক্রয় করেন, ইহাই তাঁহার সুসেব্যত্বের একটী দৃষ্টান্ত। আর নিজের প্রতিজ্ঞা নষ্ট করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ যে ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন, ইহা তাঁহার দাসবন্ধুত্বের পরিচায়ক। (৪০) প্রেমবশ্য, (৪১) সর্ব্বশুভঙ্কর—সকলের হিতকারী, (৪২) প্রতাপী—যিনি স্বীয় প্রভাবে শত্রুর তাপদায়ক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন, (৪৩) কীর্ত্তিমান্—নির্ম্মল যশোরাশি দ্বারা বিখ্যাত, (৪৪) রক্তলোক—সকল লোকের অনুরাগের পাত্র, (৪৫) সাধুসমাশ্রয়—সৎলোকদিগের প্রতি বিশেষ কৃপাবশতঃ তাঁহাদের প্রতি পক্ষপাত-বিশিষ্ট, (৪৬) নারীগণ-মনোহারী—সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যাদিদ্বারা রমণীবৃন্দের চিত্তহরণ করেন যিনি। (৪৭) সর্ব্বারাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিমান্—অত্যন্ত সম্পৎশালী, (৪৯) বরীয়ান্—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মাশিবাদি হইতেও শ্রেষ্ঠ, (৫০) ঈশ্বর—যিনি স্বতন্ত্র বা অন্য-নিরপেক্ষ এবং যাঁহার আজ্ঞা দুর্ল্লঙ্ঘ্যা। শ্রীকৃষ্ণের এই পঞ্চাশটী

গুণের প্রত্যেকটীই শ্রীকৃষ্ণে অসীমরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, শ্রীকৃষ্ণেই এই সমস্ত গুণ পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত।

ইহার পরে নিম্নলিখিত পাঁচটী গুণের কথা বলা হইয়াছে।

"অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু। সদা স্বরূপসম্প্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ॥

সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ॥ ভ, র, সি, ২।১।১৪-১৫॥

—সদাস্বরূপ-সম্প্রাপ্ত (অর্থাৎ যিনি মায়াকার্য্যের বশীভূত নহেন), সর্ব্বজ্ঞ (অর্থাৎ পরচিত্তস্থিত এবং দেশ-কালাদি দ্বারা ব্যবহিত সমস্ত বিষয়ই যিনি জানেন), নিত্য-নূতন (অর্থাৎ সর্ব্বদা অনুভূয়মান হইয়াও যিনি অননুভূতের মত স্বীয় মাধুর্য্যাদি দ্বারা চমৎকারিতা সম্পাদন করেন); সচ্চিদানন্দ-সান্দ্রাঙ্গ (অর্থাৎ যাঁহার আকৃতি চিদানন্দ-ঘন; সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুর স্পর্শ পর্য্যন্ত যাঁহাতে নাই) এবং সর্ব্বসিদ্ধি-নিষেবিত (অর্থাৎ সমস্ত সিদ্ধি যাঁহার সেবা করে)। এই পাঁচটী গুণও শ্রীকৃষ্ণেই পূর্ণতমরূপে বিদ্যমান; শ্রীশিবাদিতে আংশিক ভাবে এই পাঁচটী গুণ বিরাজিত আছে।"

তাহার পরে নিম্নলিখিত পাঁচটী গুণ উল্লিখিত হইয়াছে।

অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ। অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ॥

অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ। আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ॥

—ভ, র, সি, ২।১।১৬।

—অবিচিন্ত্য-মহাশক্তি (অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্য্যামি-পর্য্যন্ত সমস্ত দিব্যসৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব, ব্রহ্মরুদ্রাদির মোহন, ভক্তজনের প্রারব্ধ খণ্ডনাদির শক্তি), কোটিব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ (অর্থাৎ যাঁহার শরীর অগণ্য কোটিব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করে, সুতরাং যিনি বিভু), অবতারাবলী-বীজ (অর্থাৎ যাঁহা হইতে অবতার সমূহ প্রকাশ পায়), হতারি-গতি-দায়ক (অর্থাৎ যিনি শত্রুদিগকে নিহত করিয়া মুক্তি দান করেন) এবং আত্মারামগণাকর্ষী (অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মরসে নিমগ্ন আত্মারামগণকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করেন)—এই পাঁচটী গুণ শ্রীনারায়ণাদিতে থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণেই অতি অদ্ভুতরূপে বর্ত্তমান।"

শ্রীজীবগোস্বামীর টীকানুযায়ী শ্লোকের শব্দসমূহের তাৎপর্য্য এস্থলে লিখিত হইতেছে।

লক্ষ্মীশাদি—লক্ষ্মীশ + আদি। এস্থলে লক্ষ্মীশ-শব্দে লক্ষ্মী-পতি পরবোম্যাধিপতি শ্রীনারায়ণকে বুঝাইতেছে। আর, আদি-শব্দে মহাপুরুষাদিকেও বুঝাইতেছে। (মহাপুরুষ—মহাবিষ্ণু, কারণার্ণবশায়ী পুরুষ)। **অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ**—যে মহতী শক্তি বা শক্তির ক্রিয়া বিচার-বুদ্ধিদ্বারা নির্ণয় করা যায় না। পরব্যোমাধিপতিতে এইরূপ অচিন্ত্য-মহাশক্তি আছে; যেহেতু, তিনি মহাপুরুষাদি অবতারের কর্ত্তা। **কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ**—কোটিব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিগ্রহ যাঁহার, তিনি কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ (মধ্যপদলোপী সমাস)। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বিগ্রহদ্বারা কোটিব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপিয়া আছেন এবং বৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্ধাম-সমূহকেও ব্যাপিয়া আছেন। মহাপুরুষ কিন্তু কেবল ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপিয়াই অবস্থিত। মহাপুরুষ মায়ার দ্রষ্টা বলিয়া তদুপাধিযুক্ত; তাই তাঁহার পক্ষে মায়াতীত বৈকুণ্ঠাদির ব্যাপকত্ব সম্ভব নয়। **অবতারাবলীবীজম্**—

অবতার-সমূহের বীজ বা মূল। শ্রীনারায়ণ মহাপুরুষাদি অবতারের মূল ; আবার মহাপুরুষ—দ্বিতীয়-তৃতীয় পুরুষাদির মূল। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ বলিয়া সমস্তের বীজ ; শ্রীনারায়ণের এবং মহাপুরুষের যথাসম্ভব অবতার-বীজত্ব। **হতারি-গতিদায়কঃ**—স্বহস্তে নিহত শত্রুদিগের গতিদায়ক। এ স্থলে গতি অর্থ স্বর্গাদিরূপ গতি ; যাহারা ভগবদ্‌বিদ্বেষী, তাহারাই ভগবানের শত্রু ; ভগবানের হস্তে নিহত হইলে তাহাদের পক্ষে স্বর্গাদি প্রাপ্তি—স্বর্গ, সাযুজ্য-মুক্তি-আদি—হইতে পারে, যাহা তাহাদের পক্ষে অন্য কোনও কর্ম্মদ্বারাই সম্ভব হইতে পারে না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন—ক্রূর-স্বভাব দ্বেষ-পরায়ণ নরাধমদের আমি আসুরী-যোনিতে নিক্ষেপ করি, জন্মে জন্মে আসুরী যোনি লাভ করিয়া আমাকে না পাইয়া তাহারা অধমা গতি প্রাপ্ত হয়। "তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভান্ আসুরীষ্বেব যোনিষু॥ আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিমিতি॥" স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্বহস্তে নিহত শত্রুদিগকে মোক্ষ-ভক্তি-পর্য্যন্ত গতি দিয়া থাকেন (ইহার প্রমাণ—পূতনা, যাহাকে তিনি ধাত্রীগতি দিয়াছিলেন); ইহাই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অদ্ভুতত্ব। **আত্মারামগণাকর্ষী**—আত্মারাম মুনিগণের চিত্তপর্য্যন্ত আকর্ষণকারী ; শ্রীমদ্‌ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধাদিতে শ্রীবিকুণ্ঠাসুতাদিরও আত্মারামগণাকর্ষিত্বের কথা জানা যায়। নরলীল স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে এই গুণের সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ ; তিনি "কোটিব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, তাসভার বলে হরে মন। পতিব্রতা-শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ।" উল্লিখিত সমস্ত গুণই পরব্যোমনাথাদি অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে অত্যধিকরূপে বিকশিত।

ইহার পরে নিম্নলিখিত চারিটী অসাধারণ গুণ উল্লিখিত হইয়াছে।

"সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারিলীলাকল্লোলবারিধিঃ। অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ॥
ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকূজিতঃ। অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ॥
লীলা প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ। ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্॥
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ॥ ভ, র, সি, ২।১।১৭-১৯॥

—যিনি সর্ব্ববিধ অদ্ভুত চমৎকার লীলাতরঙ্গের সমুদ্রতুল্য (লীলামাধুর্য্য), যিনি অনুপম-মধুর প্রেমদ্বারা প্রিয়জনকে ভূষিত করেন (প্রেম-মাধুর্য্য), যাঁহার মুরলীর মধুর কল-কূজন-দ্বারা ত্রিজগতের মন আকৃষ্ট হয় (বেণু-মাধুর্য্য), এবং যাঁহার অসমোর্দ্ধ রূপ-মাধুর্য্যদ্বারা চরাচর সকলেই বিস্মিত হয়—সেই শ্রীকৃষ্ণের লীলামাধুর্য্য, প্রেমমাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্য-এই চারিটী (শ্রীকৃষ্ণের) অসাধারণ গুণ ; এই গুণ-চতুষ্টয় অপর কোনও স্বরূপেই নাই। এইরূপে চারি রকম ভেদে শ্রীকৃষ্ণের চৌষট্টিগুণের উল্লেখ করা হইল।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীধরাদেবী (পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রীদেবী)-কথিত কতকগুলি ভগবদ্‌গুণের কথা দৃষ্ট হয়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এবং প্রীতিসন্দর্ভেও সেই গুণগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীধরাদেবী ধর্ম্মের নিকটে ভগবানের নিম্নলিখিত গুণগুলির কথা ব৷লয়াছেন।

"সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জ্জবম্।
শমো দমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্॥
জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ।
স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তির্ধৈর্য্যং মার্দ্দবমেব চ॥
প্রাগল্‌ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ।
গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তির্মানোঽনহঙ্কৃতিঃ॥
এতে চান্যে চ ভগবান্ নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ।
প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ॥ শ্রীভা, ১।১৬।২৭-৩০॥

—সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষান্তি, ত্যাগ, সন্তোষ, আর্জ্জব, শম, দম, তপঃ, সাম্য, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রুত, জ্ঞান, বিরক্তি, ঐশ্বর্য্য, তেজঃ, বল, স্মৃতি, স্বাতন্ত্র্য, কৌশল, কান্তি, ধৈর্য্য, মার্দ্দব, প্রাগল্‌ভ্য, প্রশ্রয়, শীল, সহ, ওজঃ, বল, ভগ, গাম্ভীর্য্য, স্থৈর্য্য, আস্তিক্য, কীর্ত্তি, মান, অনহঙ্কৃতি—হে ভগবন্! এই সকল এবং অন্য যে সকল গুণ মহত্ত্বাভিলাষিগণ প্রার্থনা করিয়া থাকেন, সেই নিত্য মহাগুণসমূহ শ্রীকৃষ্ণকে কখনও ত্যাগ করে না।"

প্রীতিসন্দর্ভের ১১৬-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত গুণসমূহের বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে, ; তাহা এইরূপঃ—

(১) সত্য—যথার্থ-কথন, (২) শৌচ—শুদ্ধত্ব, (৩) দয়া—পরদুঃখের অসহন ; এই দয়াগুণ হইতে (৪) শরণাগত-পালকত্ব এবং (৫) ভক্তসুহৃত্ত্বও জানা যাইতেছে, (৬) ক্ষান্তি—ক্রোধের উৎপত্তি হইলেও চিত্তসংযম, (৭) ত্যাগ—বদান্যতা, (৮) সন্তোষ—স্বতঃতৃপ্তি, আপনা হইতে তৃপ্তি (৯) আর্জ্জব—অবক্রতা, সরলতা, এবং ইহাদ্বারা (১০) সর্ব্বশুভকারিত্বও বুঝা যাইতেছে, (১১) শম—মনের নিশ্চলতা, এবং ইহাদ্বারা (১২) সুদৃঢ়ব্রতত্বও সূচিত হইতেছে, (১৩) দম—বাহ্যেন্দ্রিয়-নিশ্চলতা, (১৪) তপঃ—ক্ষত্রিয়ত্বাদি-লীলাবতারানুরূপ স্বধর্ম্ম, (১৫) সাম্য—শত্রু-মিত্রাদিরূপ ভেদবুদ্ধির অভাব, (১৬) তিতিক্ষা—নিজের নিকটে পরকর্ত্তৃক কৃত অপরাধের সহন, (১৭) উপরতি—লাভ-প্রাপ্তিতে ঔদাসীন্য, (১৮) শ্রুত—শাস্ত্রবিচার। জ্ঞান—পাঁচরকম, যথা (১৯) বুদ্ধিমত্তা, (২০) কৃতজ্ঞতা (২১) দেশ-কাল-পাত্রজ্ঞতা, (২২) সর্ব্বজ্ঞত্ব, এবং (২৩) আত্মজ্ঞত্ব, (২৪) বিরক্তি—অসদ্বিষয়ে বিতৃষ্ণা, (২৫) ঐশ্বর্য্য নিয়ন্তৃত্ব, (২৬) শৌর্য্য—যুদ্ধে উৎসাহ, (২৭) তেজঃ—প্রভাব, প্রভাবের দ্বারা (২৮) প্রতাপও কথিত হইয়াছে, প্রভাবের খ্যাতিই হইতেছে প্রতাপ, (২৯) বল—দক্ষতা, দুষ্করকার্য্যে ক্ষিপ্রকারিতা, (৩০) স্মৃতি—কর্ত্তব্যার্থের অনুসন্ধান (পাঠান্তরে ধৃতি—ক্ষোভের কারণসত্ত্বেও অব্যাকুলতা), (৩১) স্বাতন্ত্র্য—অ-পরাধীনতা, স্বাধীনতা, (৩২) কৌশল হইতেছে ত্রিবিধ—ক্রিয়া-নিপুণতা, (৩৩) এক সঙ্গে বহুকার্য্য-সমাধানকারিতারূপ চাতুরী এবং (৩৪) কলা-বিলাস-বিজ্ঞতারূপ বৈদগ্ধী, (৩৫) কান্তি—কমনীয়তা ; ইহা চারি প্রকার, যথা হস্তাদি অঙ্গসমূহের কমনীয়তা (৩৬) বর্ণ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের কমনীয়তা, (৩৭) পূর্ব্বোক্ত রস-শব্দে অধর-চরণ-স্পৃষ্টবস্তুগত রসকেও বুঝিতে,

হইবে, (৩৮) বয়সের কমনীয়তা, এবং বয়সের কমনীয়তাদ্বারা (৩৯) নারীগণমনোহারিত্ব, (৪০) ধৈর্য্য—অব্যাকুলতা, (৪১) মার্দ্দব (মৃদুতা)—প্রেমার্দ্রচিত্তত্ব, ইহাদ্বারা (৪২) প্রেমবশ্যত্বও জানা যাইতেছে, (৪৩) প্রাগল্ভ্য—প্রতিভাতিশয়, এবং ইহাদ্বারা (৪৪) বাবদূকত্বও (বাক্পটুতা) জানা যায়, (৪৫) প্রশ্রয়—বিনয়, ইহাদ্বারা (৪৬) লজ্জাশীলত্ব, (৪৭) যথাযুক্ত ভাবে সকলের প্রতি মানদাতৃত্ব এবং (৪৮) প্রিয়ংবদত্বও বুঝায়, (৪৯) শীল—সুস্বভাব—ইহাদ্বারা (৫০) সাধুসমাশ্রয়ত্ব, (৫১) সহ—মনের পটুতা, (৫২) ওজঃ—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পটুতা, (৫৩) বল—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পটুতা, (৫৪) ভগ—ত্রিবিধ, যথা ভোগাস্পদত্ব, (৫৫) সুখিত্ব এবং (৫৬) সর্ব্বসমৃদ্ধিমত্ত্ব, (৫৭) গাম্ভীর্য্য—অভিপ্রায়ের দুর্জ্ঞেয়তা, (৫৮) স্থৈর্য্য—অচঞ্চলতা (৫৯) আস্তিক্য—শাস্ত্রচক্ষুষ্ট্ব (সমস্ত বিষয় শাস্ত্রানুসারে বুঝা), (৬০) কীর্ত্তি—সদ্‌গুণ-সমূহের খ্যাতি, ইহা দ্বারা (৬১) রক্তলোকত্ব বা জনপ্রিয়ত্ব, (৬২) মান—পূজ্যত্ব, (৬৩) অনহঙ্কৃতি—পূজ্য হইয়াও গর্ব্বরাহিত্য. শ্লোকস্থ চ-কার (এবং)-শব্দদ্বারা (৬৪) ব্রহ্মণ্যত্ব, (৬৫) সর্ব্বসিদ্ধি-নিষেবিতত্ব এবং (৬৬) সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহত্বাদিও বুঝিতে হইবে। মহত্ত্বাভিলাষিগণের প্রার্থনীয়' মহাগুণ'-শব্দ হইতে বুঝা যায়, (৬৭) বরণীয়ত্ব বা শ্রেষ্ঠত্বও একটী গুণ। ইহা দ্বারা উল্লিখিত গুণসমূহের অন্যত্র অল্পত্ব ও চঞ্চলত্ব এবং ভগবানে পূর্ণত্ব এবং অবিনশ্বরত্ব কথিত হইয়াছে। এজন্যই শ্রীসূতগোস্বামী বলিয়াছেন—"নিত্যং নিরীক্ষ্যমাণানাং যদ্যপি দ্বারকৌকসাম্। ন বিতৃপ্যন্তে হি দৃশঃ শ্রিয়ো ধামাঙ্গমচ্যুতম্॥ শ্রী ভা, ১৷১১৷২৬॥—যাঁহার অঙ্গ শোভার আশ্রয়, সেই অচ্যুতকে নিত্য দর্শন করিয়াও দ্বারকা-বাসীদের নয়ন বিশেষরূপে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই।"

শ্রীধরাদেবীর উক্তিতে "নিত্যা ইতি ন বিয়ন্তে ইতি—গুণসমূহ নিত্য এবং কখনও শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করে না"-এইরূপ কথা থাকায় বুঝা যাইতেছে, গুণসমূহের মধ্যে (৬৮) সদা-স্বরূপ-সংপ্রাপ্তত্বও একটী গুণ। শ্লোককথিত অন্যগুণসমূহ জীবের অলভ্য; তৎসমূহ যথা, (৬৯) আবির্ভাবমাত্রত্বেও সত্যসঙ্কল্পত্ব (পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেও তাঁহার সত্যসঙ্কল্পত্বের অন্যথা হয় না)।

(৭০) বশীকৃতাচিন্ত্যমায়ত্ব (অচিন্ত্য-শক্তিরূপা মায়াকে বশীভূত করিয়া রাখা), (৭১) আবির্ভাব-বিশেষত্বেও অখণ্ড-সত্ত্বগুণের একমাত্র অবলম্বনত্ব, (৭২) জগৎ-পালকত্ব, (৭৩) যেখানে-সেখানে হতশত্রুর স্বর্গদাতৃত্ব, (৭৪) আত্মারামগণাকর্ষিত্ব, (৭৫) ব্রহ্মারুদ্রাদিকর্ত্তৃক সেবিতত্ব, (৭৬) পরমাচিন্ত্য-শক্তিত্ব, (৭৭) অনন্ত প্রকারে নিত্য নূতন সৌন্দর্য্যাদির আবির্ভাবকত্ব, (৭৮) পুরুষাবতার-রূপেও মায়ার নিয়ন্তৃত্ব, (৭৯) জগৎ-সৃষ্ট্যাদি-কর্ত্তৃত্ব, (৮০) গুণাবতারাদি-বীজত্ব, (৮১) অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডাশ্রয়-রোমবিবরত্ব (রোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ধারণ-সামর্থ্য), (৮২) বাসুদেবত্ব-নারায়ণা-দিত্বাদিরূপে ভগবত্তার আবির্ভাবেও স্বরূপভূত-পরমাচিন্ত্যাখিল-মহাশক্তিত্ব (অর্থাৎ বাসুদেব-নারায়ণাদি ভগবদ্রূপের আবির্ভাব করাইয়াও এবং সে-সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপে ভগবত্তা সঞ্চারিত করাইয়াও স্বীয় স্বরূপভূত পরম-অচিন্ত্য-অখিল-মহাশক্তিসমূহের সংরক্ষণ-সামর্থ্য), (৮৩) স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণরূপে স্বহস্তে নিহত অরিভাবাপন্ন লোকদিগের মুক্তি-ভক্তি-দায়কত্ব, (৮৪) নিজেরও বিস্ময়োৎপাদক

রূপাদি-মাধুর্য্যবত্ত্ব, (৮৫) ইন্দ্রিয়রহিত অচেতন বস্তু পর্য্যন্ত সকলের অশেষ সুখপ্রদ স্বসান্নিধ্যত্ব, ইত্যাদি।

উল্লিখিত গুণসমূহের কথা বলিয়া প্রীতিসন্দর্ভ বলিয়াছেন—"তদেতদ্দিঙ্‌মাত্রদর্শনম্। যত আহ—'গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য। কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ॥ শ্রীভা, ১০।১৪।৭॥—এ-স্থলে গুণসমূহের দিগ্‌দর্শনমাত্র করা হইল। সমস্ত গুণের উল্লেখ অসম্ভব; কেননা, ভগবানের গুণ অনন্ত, অসংখ্য; এজন্যই ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—গুণাত্মা (গুণসমূহ যাঁহার স্বরূপভূত, তাদৃশ) তুমি জগতের হিতের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছ। তোমার গুণসমূহের পরিমাণ নির্ণয় করিতে ক সমর্থ হইবে? যে সকল সুনিপুণ ব্যক্তি (শ্রীসঙ্কর্ষণাদি) কালক্রমে পৃথিবীর ধূলিকণা, আকাশের হিমকণা এবং সূর্য্যাদির রশ্মি-পরমাণুও গণনা করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারাও তোমার গুণ গণনা করিতে অসমর্থ।"

১৪। শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ গুণ

উদ্দীপন-প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণের গুণসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—কায়িক, বাচিক ও মানসিক।

ক। কায়িক গুণ

"বয়ঃসৌন্দর্য্যরূপাণি কায়িকা মৃদুতাদয়ঃ॥ ভ, র, সি, ২।১।১৫৫॥—বয়স, সৌন্দর্য্য, রূপ এবং মৃদুতা প্রভৃতিকে কায়িক গুণ বলে।"

কায়িক গুণসমূহ সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"বয়ঃসৌন্দর্য্যরূপাণি কায়িকা মৃদুতাদয়ঃ। গুণাঃ স্বরূপমেবাস্য কায়িকাদ্যা যদপ্যমী।
ভেদং স্বীকৃত্য বর্ণ্যন্তে তথাপ্যুদ্দীপনা ইতি॥ অতস্তস্য স্বরূপস্য স্যাদালম্বনতৈব হি।
উদ্দীপনত্বমেব স্যাদ্ভূষণাদেস্তু কেবলম্॥ এষামালম্বনত্বঞ্চ তথোদ্দীপনতাপি চ॥
ভ, র, সি, ২।১।১৫৫-৫৭॥

—বয়স, সৌন্দর্য্য, রূপাদি কায়িক গুণসকল যদিও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপই (স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত, স্বরূপভূতই) বটে, তথাপি তাহাদের ভেদ স্বীকার করিয়াই তাহাদিগকে উদ্দীপন বলা হইয়াছে। অতএব, তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) স্বরূপের আলম্বনতাই সিদ্ধ হয়; কিন্তু ভূষণাদির কেবল উদ্দীপনত্বই হইয়া থাকে। এই সমস্ত গুণের আলম্বনত্ব এবং উদ্দীপনত্বও কথিত হয়।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের গুণসমূহ তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম্ম, স্বরূপের মধ্যে প্রবিষ্ট; সুতরাং স্বরূপ হইতে পৃথক্ নহে। গুণসমূহের পৃথক্ত্বের স্বীকৃতি হইতেছে ঔপচারিক। অথবা, "শ্রীকৃষ্ণ সুরম্যাঙ্গ" ইত্যাদিরূপে যখন চিন্তা করা হয়, তখন তিনি আলম্বন; যখন শ্রীকৃষ্ণের সুরম্যাঙ্গত্বের চিন্তা করা হয়, তখন সুরম্যাঙ্গত্ব হয় উদ্দীপন। অর্থাৎ যখন গুণবিশিষ্টরূপে

শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করা হয়, তখন আলম্বনরূপেই তিনি চিন্তিত হয়েন ; আর যখন কেবল তাঁহার গুণের চিন্তা করা হয়, তখন সেই গুণ হয় উদ্দীপন। গুণবিশিষ্টরূপে যখন তাঁহার চিন্তা করা হয়, তখন তাঁহার স্বরূপের বা শ্রীবিগ্রহের সঙ্গে তাঁহার গুণের চিন্তাও করা হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের যেমন আলম্বনত্ব, তদ্রূপ তাঁহার গুণেরও আংশিক আলম্বনত্ব সিদ্ধ হয় ; গুণের পৃথক্‌ভাবে চিন্তাকালে গুণের উদ্দীপনত্ব তো আছেই। এজন্যই বলা হইয়াছে—গুণসমূহের আলম্বনত্ব (অবশ্য আংশিক আলম্বনত্ব) এবং উদ্দীপনত্ব, উভয়ই সিদ্ধ হয়।

(১) **বয়স**

বয়স তিন প্রকার—কৌমার, পৌগণ্ড এবং কৈশোর। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার (বা বাল্য), দশ বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, এবং পঞ্চদশ পর্য্যন্ত কৈশোর। তাহার পরে যৌবন। ভ, র, সি, ২।১।১৫৭-৫৮॥

বৎসলরসে (বাৎসল্যে) কৌমারই অনুকূল, সখ্যরসে পৌগণ্ড অনুকূল এবং মধুররসে কৈশোরই শ্রেষ্ঠ। ভ, র, সি, ২।১।১৫৯॥

কৈশোর আবার তিন রকম—আদ্য কৈশোর, মধ্যকৈশোর এবং শেষ কৈশোর।

আদ্য কৈশোরে বর্ণের অনির্ব্বচনীয় উজ্জ্বলতা, নেত্রান্তে অরুণবর্ণ কান্তি এবং রোমাবলী প্রকটিত হয় (ভ, র, সি, ২।১।১৬০)।

মধ্য কৈশোরে উরুদ্বয়, বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থলের অনির্ব্বচনীয় শোভা এবং শ্রীমূর্ত্তির মধুরিমাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে। মন্দহাস্যযুক্ত মুখ, বিলাসান্বিত চঞ্চল নয়ন এবং ত্রিজগন্মোহনকারী গীতাদি হইতেছে মধ্যকৈশোরের মাধুরী। রসিকতার সার বিস্তার, কুঞ্জক্রীড়া-মহোৎসব এবং রাসাদিলীলার আরম্ভ হইতেছে মধ্য কৈশোরের চেষ্টা। ভ, র, সি, ২।১।১৬৩॥

শেষ কৈশোরে অঙ্গসকল পূর্ব্বাপেক্ষাও অতিশয় চমৎকারিতা ধারণ করে এবং ত্রিবলি-রেখা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় (ভ, র, সি, ২।১।১৬৪)। শেষ কৈশোরে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গশোভা কন্দর্পের মাধুরীকেও খর্ব্ব করে, তাঁহার অঙ্গ শিল্পনৈপুণ্যের বিলাসাস্পদ হয়, নয়নাঞ্চলের চমৎকৃতি খঞ্জনের নৃত্যগর্ব্বকেও খর্ব্ব করে।

এই শেষ কৈশোরকেই পণ্ডিতগণ শ্রীকৃষ্ণের **নবযৌবন** বলিয়া থাকেন। "ইদমেব হরেঃ প্রাজ্ঞৈ-র্নবযৌবনমুচ্যতে ॥ ভ, র, সি, ২।১।১৬৫॥"

পূর্ব্বে, কৌমার, পৌগণ্ড এবং কৈশোর—এই তিন রকম বয়সের কথা বলিয়াও কৈশোরের পরে আবার যৌবনের উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণে বুঝা গেল—শেষ কৈশোরকেই সে-স্থলে যৌবন বলা হইয়াছে।

বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন নিত্য কিশোর ; কৌমার বা বাল্য এবং পৌগণ্ড হইতেছে কৈশোরের ধর্ম্ম। বাৎসল্য ও সখ্যরসের বৈচিত্রীবিশেষ শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করাইবার জন্যই কৈশোর বাল্য

ও পৌগণ্ডকে অঙ্গীকার করিয়া থাকে। বাল্য ও পৌগণ্ড গত হইয়া গেলে কৈশোরেই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-স্থিতি (১।১।১১৩ অনু)।

শ্রীকৃষ্ণের বয়স-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে বলা হইয়াছে,

বয়শ্চ তচ্ছৈশবশোভয়াশ্রিতং সদা তথা যৌবনলীলয়াদৃতম্।
মনোজ্ঞকৈশোরদশাবলম্বিতং প্রতিক্ষণং নূতন-নূতনং গুণৈঃ ॥২।৫।১১২॥

টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—"বয়শ্চেতি। তৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি-পরমাশ্চর্য্য-মিতি বা, সদা শৈশবশোভয়া পরমসৌকুমার্য্যচাপল্যশ্মশ্রুনুদ্গমাদি-রূপয়া বাল্যলক্ষ্ম্যা আশ্রিতম্, তথা সদা যৌবনলীলয়া বিবিধবৈদগ্ধ্যাদিরূপয়া তত্তদ্ভেদকভঙ্গ্যা বা আদৃতঞ্চ; অতএব মনোজ্ঞয়া জগচ্চিত্তহারিণ্যা কৈশোরদশয়া পঞ্চদশবর্ত্ত্যবস্থয়া অবলম্বিতম্। অতএব গুণৈঃ কান্ত্যাদিভিঃ প্রতিক্ষণং নূতনাদপি নূতনম্, কদাচিদপি পরিণামাপ্রাপ্তেঃ, তদ্দ্রষ্টৄণামতৃপ্তিকরত্বাচ্চ, তথাবিধাশ্চর্য্যকরত্বাদপি ইতি দিক্।"

এই টীকা অনুসারে উল্লিখিত শ্লোকের তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপঃ—শ্রীকৃষ্ণের বয়স সর্ব্বদাই পরমশ্চার্য্য-শৈশব-শোভাবিশিষ্ট, অর্থাৎ পরম সৌকুমার্য্য, চাপল্য, শ্মশ্রুর অনুদ্গমাদিরূপ বাল্যশ্রীদ্বারা আশ্রিত। তদ্রূপ বিবিধ-বৈদগ্ধ্যাদিরূপ যৌবনলীলাদ্বারা আদৃত। এজন্য মনোজ্ঞা বা জগচ্চিত্তহারিণী পঞ্চদশবর্ষবর্ত্তিনী কৈশোরদশা দ্বারা অবলম্বিত। অতএব কান্ত্যাদি গুণে প্রতিক্ষণেই নূতন হইতেও নূতনরূপে প্রতিভাত, কোনও গুণই কখনই পরিণাম প্রাপ্ত হয় না; এজন্য যাঁহারা তাঁহার দর্শন করেন, কখনও তাঁহাদের দর্শনাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি লাভ করেনা। ("তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর।") এতাদৃশ আশ্চর্য্যজনকই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের বয়স।

শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের সর্ব্বপ্রথম শ্লোকের অন্তর্গত "কৈশোরগন্ধিঃ"-শব্দের টীকাতেও শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—"তত্র রূপমধুরিমাণমাহ—কৈশোরেতি, কৈশোরস্য গন্ধঃ সততসম্পর্ক-বিশেষো যস্মিন্ সঃ,—বাল্যেঽপি তারুণ্যেঽপি পরমমহাসুন্দরকৈশোরশোভানপগমাৎ সর্ব্বদৈব কৈশোর-বিভূষিত ইত্যর্থঃ। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২৮।১৭) শ্রীকপিলদেবেনাপি স্বমাতরং প্রত্যুপদিষ্টম্-'সন্তং বয়সি কৈশোরে ভৃত্যানুগ্রহকাতরম্' ইতি।—এস্থলে 'কৈশোরগন্ধিঃ'-শব্দে শ্রীকৃষ্ণরূপের মধুরিমার কথা বলা হইয়াছে। তাঁহাতে কৈশোরের গন্ধ—সম্পর্কবিশেষ—সতত বিদ্যমান; বাল্যে বা তারুণ্যেও পরম-মহাসুন্দর কৈশোরশোভা তাঁহাকে ত্যাগ করে না; তিনি সর্ব্বদাই কৈশোর-শোভাদ্বারা বিভূষিত। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়, শ্রীকপিলদেব জননী দেবহূতির নিকটে বলিয়াছেন, 'ভৃত্যানুগ্রহকাতর ভগবান্ সর্ব্বদা কৈশোরে অবস্থিত।"

পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন "পুরাণ পুরুষ।" তাঁহার বয়সের আদি, অন্ত—কিছুই নাই। কিন্তু সংসারী মানুষের দেহে বয়সের যে সকল ধর্ম্ম প্রকাশ পায়, তাঁহাতে সে সকল ধর্ম্ম প্রকাশ পায়না। অপ্রকট ধামে তিনি নিত্য কিশোর, কিশোরে বা পঞ্চদশবর্ষ বয়সে যেরূপ সৌকুমার্য্যাদি

থাকে, শ্রীকৃষ্ণে সে সমস্ত অনাদিকাল হইতেই অবিকৃতভাবে বিরাজমান। শ্রুতি পরব্রহ্মকে "অজর—জরাবর্জিত" বলিয়াছেন, তাঁহাতে জরা বা বার্দ্ধক্য নাই। তবে কি প্রৌঢ়ত্বাদি আছে ? তাহাও নাই; গোপাল-পূর্ব্বতাপনীশ্রুতি বলিয়াছেন—পরব্রহ্ম নিত্য তরুণ। "গোপবেষমভ্রাবং তরুণং কল্পদ্রুমাশ্রিতম্ ॥১॥"

লীলারস-বৈচিত্রীবিশেষের আস্বাদনের জন্য প্রকটলীলাতে তিনি বাল্য ও পৌগণ্ডকে ধর্ম্মরূপে অঙ্গীকার করেন। বাল্য ও পৌগণ্ডের অবসানে প্রকটলীলাতেও তিনি তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী কৈশোরেই নিত্য অবস্থিত থাকেন। গত দ্বাপরে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া তিনি সোয়াশত বৎসর প্রকট ছিলেন। বাল্য ও পৌগণ্ডের পরে, এই সময়ের মধ্যে সর্ব্বদাই কৈশোরের অর্থাৎ পঞ্চদশ বর্ষ বয়সের শোভাই বিরাজিত ছিল। পঞ্চদশবর্ষে লোকের গুম্ফ-শ্মশ্রুর উদ্‌গম হয় না; সোয়াশত বৎসরেও শ্রীকৃষ্ণের গুম্ফ-শ্মশ্রুর উদ্‌গম হয় নাই; পূর্ব্বোল্লিখিত টীকায় শ্রীপাদ সনাতন তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। যৌবনের বৈদগ্ধ্যাদি তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়াছিল বটে; কিন্তু যৌবনোচিত গুম্ফ-শ্মশ্রু-আদি কখনও প্রকাশ পায় নাই; সর্ব্বদাই তিনি কৈশোরের (পঞ্চদশ বর্ষের) শোভায় শোভিত ছিলেন। পঞ্চদশ বর্ষেই তিনি শেষ কৈশোরে উপনীত হয়েন। এই শেষ কৈশোরকেই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।১৬৫) শ্রীকৃষ্ণের "নব যৌবন" বলিয়াছেন। প্রকটকালেও শ্রীকৃষ্ণ এই শেষ কৈশোরে বা নব যৌবনেই ছিলেন অর্থাৎ সর্ব্বদা তদনুরূপ শোভায় বিরাজিত ছিলেন; পরিণত যৌবনে দেহে যে-সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, সে-সমস্ত লক্ষণ কখনও শ্রীকৃষ্ণে প্রকাশ পায় নাই। প্রৌঢ়ত্ব-বার্দ্ধক্যের কথা তো দূরে।

কায়িক গুণ সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণি বলেন, "অথ কায়িকাঃ ॥

তে বয়োরূপলাবণ্যে সৌন্দর্য্যমভিরূপতা।
মাধুর্য্যং মার্দ্দবাদ্যাশ্চ কায়িকাঃ কথিতা গুণাঃ ॥
বয়শ্চতুর্ব্বিধং তত্র কথিতং মধুরে রসে।
বয়ঃসন্ধিস্তথা নব্যং ব্যক্তং পূর্ণমিতি ক্রমাৎ ॥ উদ্দীপন ॥৫॥

—বয়স, রূপ, লাবণ্য, সৌন্দর্য্য, অভিরূপতা, মাধুর্য্য ও মার্দ্দবাদিকে কায়িক গুণ বলা হয়। মধুররসে বয়স চারি প্রকার—বয়ঃসন্ধি, নব্যবয়স, ব্যক্তবয়স এবং পূর্ণবয়স।"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন, কৈশোরই হইতেছে মধুর রসের উপযোগী। এ-স্থলে উজ্জ্বল-নীলমণিতে যে চারিপ্রকার বয়সের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে কৈশোরেরই চারিপ্রকার বৈচিত্রী। কিন্তু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে কৈশোরের তিন প্রকার বৈচিত্রীর কথা বলা হইয়াছে—আদ্য কৈশোর, মধ্য কৈশোর এবং শেষ কৈশোর। অথচ উজ্জ্বলনীলমণিতে চারি প্রকার বৈচিত্রীর কথা বলা হইয়াছে—বয়ঃসন্ধি, নব্যবয়স, ব্যক্তবয়স এবং পূর্ণ বয়স। ইহার সমাধান কি ? উজ্জ্বলনীলমণির শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীর আনন্দচন্দ্রিকাটীকায় ইহার সমাধান পাওয়া যায়।

চক্রবর্ত্তিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যাহাকে প্রথম কৈশোর (আদ্য কৈশোর) বলা হইয়াছে, উজ্জ্বলনীলমণিতে তাহার পূর্ব্বভাগকেই 'বয়ংসন্ধি' এবং পরভাগকে 'নব্য

বয়স' বলা হইয়াছে। তদ্রূপ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকথিত 'মধ্যকৈশোর' এবং 'শেষ কৈশোর'কে উজ্জ্বল-নীলমণিতে যথাক্রমে 'ব্যক্ত বয়স' এবং 'পূর্ণ বয়স' বলা হইয়াছে। "তত্র যৎ প্রথমকৈশোরশব্দেনাভিহিতং তস্যৈব পূর্ব্বাপরভাগৌ বয়ঃসন্ধি-নব্য-শব্দাভ্যামত্রোচ্যতে। তথা মধ্যকৈশোর-শেষকৈশোরে ব্যক্ত-পূর্ণাভ্যামিতি।"

উজ্জ্বলনীলমণিতে বয়ঃসন্ধি প্রভৃতির যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতেই চক্রবর্ত্তিপাদের উক্তির সার্থকতা বুঝা যায়।

বয়ঃসন্ধি-সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণিতে বলা হইয়াছে—"বাল্যযৌবনয়োঃ সন্ধির্বয়ঃসন্ধিরিতীর্য্যতে। উদ্দীপন ॥৬।—বাল্য (পৌগণ্ড) ও যৌবনের সন্ধিকে বয়ঃসান্ধ বলা হয়।" লোচনরোচনী টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"বাল্য-যৌবনয়োঃ সন্ধিরিতি কৈশোরস্য প্রথমভাগতাৎপর্য্যকং সর্ব্বস্যাপি কৈশোরস্য তৎসম্বন্ধিরূপত্বাৎ। বাল্যমত্র পৌগণ্ডম্ ॥—এ-স্থলে 'বাল্য"-শব্দে 'পৌগণ্ড" বুঝিতে হইবে। বাল্যযৌবনের সন্ধি বলিতে কৈশোরের প্রথম ভাগকেই বুঝায়, সর্ব্ব কৈশোরেরই তৎসন্ধিরূপত্ব আছে বলিয়া।" ইহা হইতে জানা গেল—বয়ঃসন্ধি সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তিপাদ যাহা বলিয়াছেন, শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাহাই বলিয়াছেন।

উজ্জ্বলনীলমণিতে নব্য, ব্যক্ত ও পূর্ণ বয়সের যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকথিত আদ্য, মধ্য ও শেষ কৈশোরের লক্ষণের সহিত তাহার বেশ সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়।

(২) সৌন্দর্য্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—অঙ্গ-সকলের যথাযোগ্য সন্নিবেশকে সৌন্দর্য্যবলে। "ভবেৎ সৌন্দর্য্যমঙ্গানাং সন্নিবেশো যথোচিতম্ ॥২।১।১৭১।"

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির যথোচিত সন্নিবেশ এবং সন্ধিসমূহের যথাযথ মাংসলত্বকে সৌন্দর্য্য বলা হয়।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গকানাং যঃ সন্নিবেশো যথোচিতম্।
সুশ্লিষ্টসন্ধিবন্ধঃ স্যাত্তৎ সৌন্দর্য্যমিতীর্য্যতে ॥ উদ্দীপন ॥ ১৯ ॥

এই শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—বাহু-আদি হইতেছে অঙ্গ; আর প্রগণ্ড, প্রকোষ্ঠ, মণিবন্ধ প্রভৃতি হইতেছে প্রত্যঙ্গ। এই-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহের যথোচিত স্থূলত্ব, কৃশত্ব, বর্ত্তুলত্বাদি যেখানে যেখানে যেরূপ হওয়া উচিত, সেইরূপ হইলেই এবং তদতিরিক্ত না হইলেই তাহাদের যথোচিত সন্নিবেশ হইয়াছে বলা যায়। "সুশ্লিষ্টসন্ধিবন্ধ" শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, সন্ধিসমূহের অর্থাৎ কফোনি-আদির যথোচিত মাংসলত্ব থাকা দরকার।

দীর্ঘ-নয়নযুক্ত বদনমণ্ডল, মরকতমণি-কবাটাপেক্ষাও স্থূল বক্ষঃস্থল, স্তম্ভসদৃশ ভুজদ্বয়, সুন্দর পার্শ্বদ্বয়, ক্ষীণ কটি, আয়ত এবং স্থূল জঘন—এ সমস্ত হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যের লক্ষণ।

(৩) **রূপ**

রূপসম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—দেহে কোনও ভূষণাদি না থাকিলেও যদ্দ্বারা অঙ্গসকল ভূষিতের ন্যায় দৃষ্ট হয়, তাহাকে বলে রূপ।

অঙ্গান্যভূষিতান্যেব কেনচিদ্‌ভূষণাদিনা।
যেন ভূষিতবদ্‌ভবতি তদ্রূপমিতিকথ্যতে ॥ উদ্দীপন ॥ ১৫ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে রূপসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে রূপের এক অদ্ভুত মহিমার কথা জানা যায়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—যাহাদ্বারা অলঙ্কারসমূহের শোভাও সমধিকরূপে প্রকাশ পায়, তাহাই রূপ। "বিভূষণং বিভূষ্যং স্যাদ্‌যেন তদ্রূপমুচ্যতে ॥২।১।১৭৩॥" শ্রীমদ্‌ভাগবতও শ্রীকৃষ্ণের রূপকে "ভূষণভূষণাঙ্গম্‌" বলিয়াছেন।

(৪) **লাবণ্য**

লাবণ্য হইতেছে কান্তির তরঙ্গায়মাণত্ব। মুক্তার ভিতর হইতে যেমন কান্তি (ছটা) নির্গত হয়, তদ্রূপ অঙ্গসমূহের অত্যধিক স্বচ্ছতাদিশতঃ প্রতিক্ষণে যে কান্তির উদ্‌গম, তাহাকে বলে লাবণ্য।

মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু ল্যাবণ্যং তদিহোচ্যতে ॥ উ, নী, ম, ॥উদ্দীপন ॥ ১৭ ॥

(৫) **অভিরূপতা**

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন,

"যদাত্মীয়গুণোৎকর্ষৈর্বস্তু ন্যন্নিকটস্থিতম্।
সারূপ্যং নয়তি প্রাজ্ঞৈরাভিরূপ্যং তদুচ্যতে ॥ উদ্দীপন ॥২০॥

—যে বস্তু স্বীয় গুণের উৎকর্ষদ্বারা সমীপস্থ অন্যবস্তুকে নিজের সারূপ্য (স্বতুল্যরূপত্ব) প্রাপ্ত করায়, পণ্ডিতগণ তাহাকে অভিরূপতা বলেন।"

উজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীকৃষ্ণের অভিরূপতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উদাহরণটী দৃষ্ট হয়।

"মগ্না শুভ্রে দশনকিরণে স্ফটিকীব স্ফুরন্তী লগ্না শোণে করসরসিজে পদ্মরাগীব গৌরী।
গণ্ডোপান্তে কুবলয়রুচা বৈন্দ্রনীলীব জাতা সূতে রত্নত্রয়ধিয়মসৌ পশ্য কৃষ্ণস্য বংশী ॥

—(শ্রীকৃষ্ণ বংশী বাদন করিতেছিলেন। দূর হইতে শ্রীরাধিকাকে বাদ্যমানা বংশী দেখাইয়া বিশাখা বলিয়াছিলেন) হে গৌরি! ঐ দেখ, শ্রীকৃষ্ণের দশনের কিরণ-স্পর্শে বংশীটী স্ফটিকের ন্যায় স্ফূর্ত্তি পাইতেছে; শ্রীকৃষ্ণের রক্তবর্ণ করকমলে সংলগ্ন হইয়া বংশীটী পদ্মরাগমণির তুল্য শোভা ধারণ করিয়াছে, —গৌরী হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডোপান্তে সংলগ্ন হইয়া বংশীটী ইন্দ্রনীলমণির প্রভা বিস্তার করিতেছে। দেখ, দেখ, শ্রীকৃষ্ণের বংশীটী তিনটী রত্নের বুদ্ধি (বিভ্রম) জন্মাইতেছে।"

এই উদাহরণে দেখা গেল, শ্রীকৃষ্ণের দন্তের শোভা, করতলের শোভা এবং গণ্ডের শোভা বংশীটীকেও তত্তৎ-শোভাযুক্ত করিয়াছে। ইহাই অভিরূপতা।

(৬) **মাধুর্য্য**

দেহের কোনও অনির্ব্বচনীয় রূপকে মাধুর্য্য বলে। "রূপং কিমপ্যনির্ব্বাচ্যং তনোর্মাধুর্য্যমুচ্যতে ॥ উ, নী, ম, ॥ উদ্দীপন ॥২১॥"

(৭) **মার্দ্দব**

কোমল বস্তুর সংস্পর্শেও যে অসহিষ্ণুতা, তাহাকে মার্দ্দব বা মৃদুতা বলে।

"মার্দ্দবং কোমলস্যাপি সংস্পর্শাসহতোচ্যতে ॥ উ, নী, ম, ॥ উদ্দীপন ॥২২॥ মৃদুতা কোমলস্যাপি সংস্পর্শাসহতোচ্যতে ॥ ভ, র, সি, ২।১।১৭৪॥"

"অহহ নবাম্বুদকান্তেরমুষ্য সুকুমারতা কুমারস্য।
অপি নবপল্লবসঙ্গাদঙ্গান্যপরজ্য শীর্য্যন্তি ॥ ভ, র, সি, ॥ ২।১।১৭৫ ॥

—অহো! নবঘনশ্যাম এই সুকুমার শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসকল এমনই কোমল যে, নবপল্লবের সংস্পর্শ-মাত্রেও বিবর্ণ হইয়া উঠিল।"

শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ নবপল্লব এবং নির্বৃন্তকুসুম অপেক্ষাও কোমল; তাঁহার অঙ্গের কোমলত্বের তুলনায় নবপল্লবের বা নির্বৃন্তকুসুমের কোমলতাও যেন কাঠিন্য বলিয়া মনে হয়।

খ। বাচিক গুণ

কর্ণের আনন্দজনকত্বাদি হইতেছে বাচিকগুণ। "বাচিকাস্তু গুণাঃ প্রোক্তাঃ কর্ণানন্দকতাদয়ঃ ॥ উ, নী, ম, ॥উদ্দীপন ॥৩॥

গ। মানসিক গুণ

কৃতজ্ঞতা, ক্ষান্তি (ক্ষমা), করুণাদি হইতেছে মানস গুণ। "গুণাঃ কৃতজ্ঞতাক্ষান্তিকরুণাদ্যাস্তু মানসাঃ ॥উ, নী, ম,॥উদ্দীপন॥২॥"

১৫। অন্যান্য উদ্দীপন-বিভাব (মধুর রসের বিশেষ উদ্দীপন)

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন,

"উদ্দীপনা বিভাবা হরেস্তদীয়প্রিয়াণাঞ্চ।
কথিতা গুণ-নাম-চরিত্র-মণ্ডন-সম্বন্ধিনস্তটস্থাশ্চ ॥ উদ্দীপন ॥১॥

—শ্রীহরি এবং তদীয় প্রিয়াবর্গের গুণ, নাম, চরিত্র, ভূষণ, সম্বন্ধী এবং তটস্থ সকলকে উদ্দীপন-বিভাব বলা হয়।"

এই শ্লোকের লোচনরোচনী টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—

দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-রসে যেমন শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতিরই রসত্ব প্রতিপাদ্য, দাস্য-সখ্যাদিভাবের পরিকর-বিষয়িণী রতির রসত্ব যেমন প্রতিপাদ্য নহে, তদ্রূপ উজ্জ্বল বা মধুর রসেও শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতিরই রসত্ব প্রতিপাদ্য, শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণ-বিষয়িণী রতির রসত্ব প্রতিপাদ্য নহে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের

গুণাদির উদ্দীপকত্বই বাচ্য, কৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের গুণাদির উদ্দীপকত্ব বর্ণনীয় নহে। তথাপি, তাঁহাদের (কৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের) নিজেদের মধ্যে নিজেদের রূপ-যৌবনাদিও উদ্দীপন হইয়া থাকে ; তাঁহাদের ভাবে ভাবিত আধুনিক ভক্তদের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের রূপ-যৌবনাদি তদ্রূপেই (উদ্দপনরূপেই) স্ফুরিত হইয়া থাকে। এই অভিপ্রায়েই মূলশ্লোকে হরিপ্রিয়াদের গুণ-নামাদির কথা বলা হইয়াছে।

এই টীকার তাৎপর্য্য এই। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপসুন্দরীগণ নিজেদের দেহকেও, তাঁহাদের রূপযৌবনাদিকেও, শ্রীকৃষ্ণেরই প্রীতিসাধনের উপকরণ বলিয়া মনে করেন। সুতরাং তাঁহাদের রূপ-যৌবনাদিও তাঁহাদের চিত্তস্থিত শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতির উদ্দীপন হইয়া থাকে। এজন্য মূলশ্লোকে কৃষ্ণ-প্রিয়াদের গুণাদিকে শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতির উদ্দীপন বলা হইয়াছে। আর, তাঁহাদের আনুগত্যে যেসকল আধুনিক ভক্ত অন্তশ্চিন্তিত দেহে গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সেবার চিন্তা করেন, অন্তশ্চিন্তিত দেহে দৃষ্ট কৃষ্ণকান্তা গোপসুন্দরীদিগের রূপ-যৌবনাদি--তৎসমস্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-সাধন বলিয়া—তাঁহাদেরও শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতির উদ্দীপন হইয়া থাকে। এজন্যই মূল শ্লোকে হরিপ্রিয়াদের গুণাদির উদ্দীপনত্বের কথা বলা হইয়াছে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর মতে হরিপ্রিয়াদের গুণাদিও শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতির উদ্দীপন।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় লিখিয়াছেন—

মধুর-রসে নায়ক ও নায়িকা হইতেছেন পরস্পরের রতির পরস্পর বিষয় ও আশ্রয়। অর্থাৎ নায়িকা ব্রজগোপীদিগের রতির বিষয় হইতেছেন নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, আর আশ্রয় হইতেছেন ব্রজসুন্দরীগণ। আবার প্রীতিবস্তুটী স্বভাবতঃই পারস্পরিক বলিয়া নায়িকা ব্রজসুন্দরীদিগের প্রতিও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বা রতি আছে ; এই রতির আশ্রয় হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং বিষয় হইতেছেন কৃষ্ণপ্রেয়সী গোপসুন্দরীগণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি যেমন কৃষ্ণপ্রেয়বী গোপীদিগের কৃষ্ণবিষয়িণী রতির উদ্দীপন হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের গুণাদিও শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবিষয়িণী রতির উদ্দীপন হইয়া থাকে। আর, ব্রজদেবীদিগের আনুগত্যে যেসকল ভক্ত মধুর-ভাবের ভজন করিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বরূপ-লক্ষণে ব্রজদেবীদিগের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভাবের আস্বাদন করিয়া থাকেন এবং তটস্থ লক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজদেবী-বিষয়ক ভাবের আস্বাদন করিয়া থাকেন।

উল্লিখিত মতদ্বয়ের পার্থক্য হইতেছে এই :—শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন, শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি এবং ব্রজসুন্দরীদিগের গুণাদি, উভয়ই হইতেছে ব্রজসুন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতির উদ্দীপন। আর, শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী বলেন—শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি হইতেছে ব্রজদেবীদিগের শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতির উদ্দীপন এবং ব্রজদেবীদিগের গুণাদি হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজদেবীবিষয়িণী রতির উদ্দীপন। শ্রীপাদ জীব তাঁহার উক্তির সমর্থনে বলিয়াছেন—কৃষ্ণবিষয়িণী রতির রসত্বই প্রতিপাদ্য ; সুতরাং কৃষ্ণবিষয়িণীরতির উদ্দীপনই বর্ণনীয়। চক্রবর্ত্তিপাদের উক্তিতে মনে হয়, তাঁহার মতে যেন শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্রজদেবীবিষয়িণী—এই উভয়বিধ রতির রসত্বই প্রতিপাদ্য। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের প্রতিপাদ্য

হইতেছে—ভক্তিরস। ভক্তি বলিতে শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতিকেই বুঝায়; এই রতির রসত্বই প্রতিপাদ্য।

যাহাহউক, শ্রীকৃষ্ণের বয়সের কথা পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে। ব্রজসুন্দরীদের বয়স এবং বয়সের ভেদ শ্রীকৃষ্ণের বয়সের অনুরূপই; তাঁহাদেরও কৈশোরেই নিত্যস্থিতি।

এক্ষণে উজ্জ্বলনীলমণিকথিত অন্যান্য উদ্দীপনগুলির কথা বলা হইতেছে। বলা বাহুল্য, উজ্জ্বলনীলমণিতে কেবল কান্তারতির উদ্দীপনাদির কথাই বলা হইয়াছে।

(১) **নাম**

কোনও উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণের নামের অক্ষর-দুইটী শুনিলেই ব্রজদেবীদিগের শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতি উদ্দীপিত হইয়া থাকে। একটী উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

"তটভুবি রবিপুত্র্যাঃ পশ্য গৌরাঙ্গি রঙ্গী স্ফুরতি সখি কুরঙ্গীমণ্ডলে কৃষ্ণসারঃ।
ইতি ভবদভিধানং শৃণ্বতী সা মদুক্তৌ সুতনুরতনুঘূর্ণাপূরপূর্ণা বভূব॥

—উ, নী, ম, ॥ উদ্দীপন ।২৫॥

—(বৃন্দাদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন) শ্রীরাধার নিকটে আমি বলিয়াছিলাম—হে গৌরাঙ্গি! ঐ দেখ, রবিপুত্রীর (যমুনার) তটভূমিতে রঙ্গী কৃষ্ণসার (মৃগ) কুরঙ্গী (মৃগী)-মণ্ডলে পরিবৃত হইয়া স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। আমার মুখে তোমার নাম (কৃষ্ণসার-শব্দের অন্তর্গত কৃষ্ণশব্দটী) শুনিয়াই শ্রীরাধা অতনুর (মনোভবের) ঘূর্ণাসমূহে পরিপূর্ণা হইয়া উঠিলেন।"

(২) **চরিত**

চরিত দুই রকমের—অনুভাব এবং লীলা (ক্রীড়া, চেষ্টা)। অনুভাবের কথা পরে বলা হইবে; এ-স্থলে লীলার কথা বলা হইতেছে।

লীলা। শ্রীকৃষ্ণের লীলা বা চেষ্টা। শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি মনোহর-লীলা, তাণ্ডব (নৃত্য), বেণুবাদন, গোদোহন, পর্ব্বতোদ্ধার (গোবর্দ্ধন-ধারণ), গোহূতি (গো-সমূহের আহ্বান) এবং গমনাদি হইতেছে ব্রজদেবীদিগের কৃষ্ণরতির উদ্দীপক।

(৩) **মণ্ডন**

শ্রীকৃষ্ণের বসন, ভূষণ, মাল্য, অনুলেপাদিকে মণ্ডন বলা হয়। এই মণ্ডনও ব্রজদেবীদিগের কৃষ্ণরতির উদ্দীপন হইয়া থাকে।

(৪) **সম্বন্ধী**

সম্বন্ধী হইতেছে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী বস্তু। যে সকল বস্তুর সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোনওরূপ সম্বন্ধ আছে, বা ছিল, সে-সমস্ত বস্তুকেই সম্বন্ধী বলা হয়। এ-সমস্ত বস্তুও ব্রজসুন্দরীদিগের (এবং অন্য ভাবের পরিকরদেরও) শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতির উদ্দীপন হইয়া থাকে।

সম্বন্ধী দুই রকমের—লগ্ন এবং সন্নিহিত।

লগ্ন সম্বন্ধী। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি, গীত, সৌরভ্য, ভূষণধ্বনি, চরণচিহ্ন, বীণারব, শিল্প-কৌশলাদি হইতেছে লগ্ন-সম্বন্ধী।

সন্নিহিত সম্বন্ধী। শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মাল্যাদি, ময়ূরপুচ্ছ, গিরিধাতু, (গৈরিকাদি), নৈচিকী (উত্তমা গাভী), লগুড়ী (পাঁচনী), বেণু, শৃঙ্গী, তৎপ্রেষ্ঠ-দৃষ্টি (শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমের দর্শন), গোধূলি, বৃন্দাবন, বৃন্দাবনাশ্রিত (পক্ষী, ভৃঙ্গ, মৃগ, কুঞ্জ, লতা, তুলসী, কর্ণিকার, কদম্বাদি), গোবর্দ্ধন, যমুনা, রাসস্থলাদিকে সন্নিহিত সম্বন্ধী বলে।

(ক) **আলোচনা**

এ-স্থলে সম্বন্ধী বস্তুসমূহের যে নাম দেখা গেল, পূর্ব্বকথিত লীলানামক চরিতেও প্রায়শঃ সে-সকল বস্তুর নাম দৃষ্ট হয়। তথাপি তাহাদিগকে "চরিত" এবং 'সম্বন্ধী"-এই দুই ভাগে কেন বিভক্ত করা হইল ?

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর আনন্দচন্দ্রিকাটীকায় এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদ্‌বর্ত্তিত্ব এবং অসাক্ষাদ্‌বর্ত্তিত্বই হইতেছে এই ভেদের হেতু। যেমন, বেণুনাদ ; ইহা শ্রীকৃষ্ণের লীলা-নামক চরিতেও আছে, সম্বন্ধী বস্তুতেও আছে। যখন বেণুনাদ শ্রুত হয়, তখন বেণুবাদনরত শ্রীকৃষ্ণও যদি দৃষ্টির গোচরীভূত থাকেন, তাহা হইলে সেই বেণুনাদ হইবে লীলা-নামক উদ্দীপন ; এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণ বেণুনাদ-শ্রবণকারিণী ব্রজদেবীর সাক্ষাতে বর্ত্তমান আছেন। কিন্তু যখন শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টির গোচরে থাকেন না, বেণুনাদ-শ্রবণকারিণীর সাক্ষাতে থাকেন না, অথচ তাঁহার বেণুনাদ শ্রুত হয়, তখন সেই বেণুনাদ হইবে সম্বন্ধী বস্তুরূপ উদ্দীপন। অন্যান্য সম্বন্ধীবস্তু সম্বন্ধেও এইরূপই। লীলা-নামক উদ্দীপনবিষয়ে এবং সম্বন্ধী-নামক উদ্দীপনবিষয়ে উজ্জ্বলনীলমণিতে যে সকল উদাহরণ উল্লিখিত হইয়াছে, সে-সকল উদাহরণ হইতেই উল্লিখিত ভেদের হেতু জানা যায়।

সম্বন্ধী বস্তুরও যে আবার লগ্ন ও সন্নিহিত, এই দুই রকম ভেদের কথা বলা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—"সম্বন্ধিষ্বপি তদবিনাভাববন্তো বংশীরবাদ্যা লগ্না ইতি, তৌ বিনাপি পৃথগ্‌বিধা নির্ম্মাল্যাদয়ঃ সন্নিহিতা ইত্যাখ্যায়ন্তে।" তাৎপর্য্য এই যে, বংশীরবাদি যে সমস্ত বস্তু হইতেছে তদবিনাভাব-বস্তু (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণব্যতীত যে সমস্ত বস্তু হইতে পারে না, সে-সমস্ত বস্তু), সে-সমস্তকে লগ্ন সম্বন্ধী বলা হইয়াছে। আর, নির্ম্মাল্যাদি যে সকল বস্তু শ্রীকৃষ্ণব্যতীতও, পৃথক্‌ভাবেও থাকিতে পারে, সে-সমস্তকে সন্নিহিত সম্বন্ধী বলা হইয়াছে। যেমন, বংশীরব ; শ্রীকৃষ্ণব্যতীত শ্রীকৃষ্ণবাদিত বংশীর রব হইতে পারে না। অথবা যেমন শিল্পকৌশল ; শ্রীকৃষ্ণরচিত পুষ্পমালাতেই শ্রীকৃষ্ণের শিল্পকৌশল দৃষ্ট হইতে পারে, অন্যত্র তাহা অসম্ভব। এ-সমস্ত হইতেছে লগ্ন সম্বন্ধী উদ্দীপনবিভাব। আর সন্নিহিত সম্বন্ধী যথা—নির্ম্মাল্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্থিত চন্দনাদি অনুলেপ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হইতে স্খলিত হইয়া যদি কোনও স্থানে পড়িয়া থাকে, তাহার দর্শনেও ব্রজদেবীদিগের কৃষ্ণরতি উদ্দীপিত হইতে পারে। এই চন্দনাদিরূপ নির্ম্মাল্য, দর্শনকালে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসংলগ্ন থাকে না বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ

হইতে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত থাকে বলিয়া, ইহাকে লগ্ন সম্বন্ধী বলা হয় নাই, সন্নিহিত সম্বন্ধী বলা হইয়াছে। ইহাও অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের অবিনাভূত বস্তু, তথাপি শ্রীকৃষ্ণাঙ্গস্থিত অনুলেপ হইতে পৃথগ্‌ভাবে থাকে বলিয়া ইহাকে লগ্নসম্বন্ধী বলা হয় নাই। লগ্নসম্বন্ধী বস্তু শিল্পকৌশল হইতে ইহার পার্থক্য আছে। যে মালাতে শ্রীকৃষ্ণ শিল্পকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, শিল্পকৌশল সেই মালার সহিত সংলগ্ন থাকে, মালা হইতে পৃথগ্‌ভাবে থাকে না। এজন্য ইহাকে লগ্ন সম্বন্ধী বলা হইয়াছে।

সন্নিহিত-সম্বন্ধী বস্তু সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—সন্নিহিত বস্তুর উপলক্ষণে সন্নিহিত-জাতীয় বস্তুরও উদ্দীপনত্ব আছে। ময়ূরপুচ্ছ, গুঞ্জা, গৈরিক প্রভৃতি হইতেছে সন্নিহিতজাতীয়; কেননা, নির্ম্মাল্যাদির ন্যায় এ-সমস্ত বস্তু শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্যবহৃত না হইলেও যেখানে-সেখানে এ-সমস্ত বস্তুর দর্শনেও কৃষ্ণরতি উদ্দীপিত হইতে পারে। "অথ সন্নিহিতা ইত্যত্র সন্নিহিতজাতীয়া অপি উপলক্ষ্যাঃ। বর্হাদিমাত্রদর্শনেনাবেশসম্ভবাৎ। উ, নী, ম ॥ উদ্দীপন ॥৪৪-শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকাটীকা॥"

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে বস্তুর কোনওরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান, তাহাই হইতেছে সম্বন্ধী উদ্দীপন। এতাদৃশ বস্তুসমূহের মধ্যে যে-সকল বস্তু শ্রীকৃষ্ণের অবিনাভূত এবং শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী বস্তুর সহিত সংলগ্ন, তাহা হইতে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত নহে, সে সমস্ত বস্তু হইতেছে লগ্ন সম্বন্ধী এবং অবিনাভূত হইলেও শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী বস্তু, বা শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত (যেমন নির্ম্মাল্যাদি) যে সমস্ত বস্তু, তাহাদিগকে বলা হয় সন্নিহিতসম্বন্ধী। সম্ভবতঃ লগ্নসম্বন্ধীর সন্নিহিত বা নিকটবর্ত্তী, লগ্নাবস্থার পরবর্ত্তী অবস্থায় অবস্থিত, বলিয়াই ইহাদিগকে "সন্নিহিত সম্বন্ধী" বলা হয়। যাহারা সন্নিহিত নয়, অথচ সন্নিহিতজাতীয়, তাহাদিগকেও সন্নিহিতের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে—সন্নিহিত-জাতীয় বলিয়া। যেমন, ময়ূরপুচ্ছ; শ্রীকৃষ্ণের চূড়াস্থিত ময়ূরপুচ্ছ যদি চূড়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোনও স্থলে পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা হইবে "সন্নিহিত সম্বন্ধী।" কিন্তু যাহা শ্রীকৃষ্ণের চূড়ায় ছিল না, এইরূপ কোনও ময়ূরপুচ্ছের দর্শনেও (শ্রীকৃষ্ণের চূড়াস্থিত ময়ূরপুচ্ছের সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের চূড়াস্থিত ময়ূরপুচ্ছের স্মৃতিকে উদ্দীপিত করে বলিয়া) কৃষ্ণবিষয়িণী রতির উদ্দীপন হইতে পারে। এজন্য এতাদৃশ ময়ূরপুচ্ছকে "সন্নিহিতজাতীয়" উদ্দীপন বলা হইয়াছে; কেননা, উদ্দীপনবিষয়ে ইহার প্রভাবও "সন্নিহিত সম্বন্ধীর" প্রভাবের সমজাতীয়।

(৫) তটস্থ

চন্দ্রিকা (জ্যোৎস্না), মেঘ, বিদ্যুৎ, বসন্ত, শরৎ, পূর্ণচন্দ্র, গন্ধবাহ (বায়ু), এবং খগ প্রভৃতিকে তটস্থ উদ্দীপন বলা হয়।

তটস্থাশ্চন্দ্রিকামেঘবিদ্যুতো মাধবস্তথা।
শরৎপূর্ণসুধাংশুশ্চ গন্ধবাহ-খগাদয়ঃ ॥উ, নী, ম,॥উদ্দীপন ॥৫২॥

এ-সমস্তকে তটস্থ বলার হেতু বোধহয় এই যে—এ-সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের অবিনাভূত বস্তু নহে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধব্যতীতও এ-সমস্ত বস্তু থাকিতে পারে), শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইহাদের কোনও সম্বন্ধও

নাই। তথাপি ইহারা কৃষ্ণরতির উদ্দীপন হইতে পারে। মেঘের বর্ণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের, বিদ্যুতের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পীতবসনের, সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহারা শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিকে—সুতরাং কৃষ্ণ-বিষয়িণী রতিকেও—উদ্দীপিত করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণভাবে বিভোরা কোনও ব্রজদেবী অকস্মাৎ মেঘের দর্শন পাইলে মেঘকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া এবং মেঘক্রোড়স্থিত বিদ্যুৎকেও শ্রীকৃষ্ণাঙ্গস্থিত পীতবসন বলিয়া মনে করিতে পারেন। জ্যোৎস্না, বসন্তঋতু, শরৎঋতু, পূর্ণচন্দ্র, মৃদুমন্দ পবনাদিও চিত্তের হর্ষবিধায়ক—সুতরাং প্রিয়জনের স্মৃতির উদ্দীপক। ব্রজসুন্দরীদিগের একমাত্র প্রিয় হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং এ-সমস্ত তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণরতির উদ্দীপন হইতে পারে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে এ-সমস্তকে "আগন্তুক উদ্দীপন" বলিয়াছেন; কৃষ্ণশক্তিদ্বারা যখন ইহাদের সৌন্দর্য্য পরিপুষ্ট হয়, তখনই ইহারা উদ্দীপন হইতে পারে। [পরবর্ত্তী ১৭৪-খ (১)-অনুচ্ছেদে "আগন্তুক উদ্দীপনবিভাবের উদ্দীপনত্ব," দ্রষ্টব্য]।

তৃতীয় অধ্যায়

অনুভাব

১৬। অনুভাবের সাধারণ লক্ষণ

অনু+ভাব=অনুভাব। অনু অর্থ পশ্চাৎ। পশ্চাতে বা পরে যাহা জন্মে, তাহা অনুভাব, প্রভাব। কোনও বস্তুর প্রভাবকে তাহার অনুভাব বলা হয়। প্রভাবের দ্বারা বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়; সুতরাং বস্তুর পরিচায়ক লক্ষণকেও অনুভাব বলা যায়। যেমন. দেহে যদি ব্রণ হয়, তাহা হইলে যন্ত্রণাদি জন্মে; এই যন্ত্রণাদি হইতেছে ব্রণের অনুভাব।

যে-সমস্ত বস্তুর প্রভাব অনুভূত বা দৃষ্ট হয়, সে-সমস্তের সকল বস্তু দৃষ্টির গোচরীভূত হয় না; যেমন, জ্বর। জ্বর দেখা যায় না; কিন্তু জ্বর দেহে যে উত্তাপাদি জন্মায়, সেই উত্তাপাদিদ্বারা জ্বরের অস্তিত্ব জানা যায়। ক্রোধও দেখা যায় না; কিন্তু ক্রোধের প্রভাবে চক্ষুর বা মুখের যে রক্তিমা জন্মে, কিম্বা ক্রুদ্ধ লোকের যে-সমস্ত আচরণ প্রকাশ পায়. সেই রক্তিমা বা আচরণাদিদ্বারা ক্রোধের অস্তিত্ব জানা যায়। এ-সকল স্থলে দেহের উত্তাপাদি হইতেছে জ্বরের অনুভাব এবং মুখ-নয়নের রক্তিমাদি হইতেছে ক্রোধের অনুভাব বা পরিচায়ক লক্ষণ।

এইরূপে জানা গেল. কোনও বস্তুর অনুভাব হইতেছে সেই বস্তুর পরিচায়ক বহির্বিকার—বাহিরে প্রকাশিত সেই বস্তুর পরিচায়ক বিকার বা লক্ষণ।

১৭। কৃষ্ণরতির অনুভাব

আমাদের প্রস্তাবিত বিষয় হইতেছে ভক্তিরসের সামগ্রীরূপ অনুভাব; অর্থাৎ বিভাবাদি যে চারিটী সামগ্রীর যোগে কৃষ্ণবিষয়িণী রতি রসে পরিণত হয়, তাহাদের অন্তর্গত 'অনুভাব' হইতেছে আলোচ্য বিষয়।

ভক্তের চিত্তস্থিত কৃষ্ণরতি হইতেছে দৃষ্টির অগোচর বস্তু; কিন্তু চিত্তে কৃষ্ণরতি আবির্ভূত হইলে সময় সময় ভক্তের দেহাদিতে এবং আচরণে কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই লক্ষণগুলি চিত্তস্থিত কৃষ্ণরতির পরিচায়ক বলিয়া তাহাদিগকে রতির অনুভাব বলা হয়। রতির অনুভাবসম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—

"অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ ॥২।২।১॥

—অনুভাব হইতেছে চিত্তস্থভাবের (কৃষ্ণরতির) অববোধক (অর্থাৎ পরিচায়ক, চিত্তে রতির অস্তিত্বের পরিচায়ক লক্ষণ)।"

ভক্তের চিত্তস্থিত কৃষ্ণরতি বাহিরে অনেক রকম বিক্রিয়া প্রকাশ করে ; যথা—নৃত্য, বিলুণ্ঠন, গীত, চীৎকার, গাত্রমোটন, হুঙ্কার, জৃম্ভণ, দীর্ঘশ্বাস, অট্টহাস্য প্রভৃতি এবং অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পুলক, স্তম্ভ প্রভৃতি। এই সমস্তই কৃষ্ণরতির অনুভাব।

১৮। অনুভাবের দ্বিবিধ ভেদ--উদ্ভাস্বর এবং সাত্ত্বিক

পূর্ব্বোল্লিখিত নৃত্য-গীতাদি এবং অশ্রু-কম্প-স্তম্ভাদি সমস্তই কৃষ্ণরতির পরিচায়ক বহির্বিকার বলিয়া সাধারণভাবে তৎসমস্তই হইতেছে কৃষ্ণরতির অনুভাব। এই অনুভাব-সমূহকে দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—উদ্ভাস্বর এবং সাত্ত্বিক। নৃত-গীত-বিলুণ্ঠন-হাস্য প্রভৃতিকে বলা হয় "উদ্ভাস্বর অনুভাব" এবং অশ্রু-কম্প-পুলক-স্তম্ভাদিকে বলা হয় "সাত্ত্বিক অনুভাব।"

অনুভাব—স্মিত-নৃত্য-গীতাদি উদ্ভাস্বর।
স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক—অনুভাবের ভিতর॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২৩।৩১॥

এই উক্তি হইতে জানা যায়, স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক ভাবগুলিও অনুভাবেরই অন্তর্গত।

১৯। উদ্ভাস্বর ও সাত্ত্বিক-এই দ্বিবিধ ভেদের হেতু

উল্লিখিত স্মিত-নৃত্য-গীতাদি এবং অশ্রু-কম্প-স্তম্ভাদি সমস্ত বহির্ব্বিকারই কৃষ্ণরতির পরিচায়ক বলিয়া অনুভাব হইলেও তাহাদের মধ্যে দুইটি ভেদ কেন করা হইল ?

সাধারণ লক্ষণে সমস্তই অনুভাব হইলেও, স্মিত-নৃত্যাদি যে সমস্ত অনুভাবকে "উদ্ভাস্বর" বলা হইয়াছে, সে-সমস্তেরও কোনও একটা বিশেষ লক্ষণ থাকিবে এবং তদ্রূপ অশ্রু-কম্প-স্তম্ভাদি যে-সমস্ত অনুভাবকে "সাত্ত্বিক" বলা হইয়াছে, তাহাদেরও একটা বিশেষ লক্ষণ অবশ্যই থাকিবে। এই বিশেষ লক্ষণই হইবে তাহাদের ভেদের হেতু। কিন্তু সেই বিশেষ লক্ষণ কি ?

এক শ্রেণীর অনুভাবের বিশেষ লক্ষণ যদি জানা যায়, তাহা হইলেও ভেদের হেতু জানা যাইতে পারে। কেননা. এক শ্রেণীর অনুভাবের বিশেষ লক্ষণের ব্যাপ্তি যদি অন্যশ্রেণীর অনুভাবে না থাকে, তাহা হইলেই দুইটী পৃথক্ শ্রেণীর কথা জানা যাইতে পারে।

সাত্ত্বিকভাবের লক্ষণ-প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ। ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবাস্তে তু সাত্ত্বিকাঃ। ২।৩।১-২॥

—সাক্ষাদ্ভাবে, বা কিঞ্চিৎ ব্যবহিত ভাবেও, কৃষ্ণসম্বন্ধি-ভাবসমূহদ্বারা চিত্ত যখন আক্রান্ত হয়, তখন সেই চিত্তকে 'সত্ত্ব' বলা হয়। এই 'সত্ত্ব' হইতে উদ্ভূত ভাব (অনুভাব)-সমূহকে 'সাত্ত্বিক ভাব' বলে।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ ভাবৈঃ দাস্য-

সখ্যাদিমুখ্যপঞ্চরতিভিঃ হাসকরুণাদি গৌণসপ্তরতিভিশ্চ সাক্ষাদ্ ব্যবধানতশ্চ আক্রান্তং চিত্তম্ সত্ত্বমুচ্যতে। অত্র মুখ্যরত্যা আক্রান্তত্বং সাক্ষাত্ত্বং, গৌণরত্যাক্রান্তত্বং ব্যবধানত্বমিতি জ্ঞেয়ম্।”

তাৎপর্য্য এই। মোট দ্বাদশ রকমের রতি আছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-এই পাঁচটী হইতেছে মুখ্যরতি এবং হাস্য, করুণ, বীর, অদ্ভুত প্রভৃতি সাতটী হইতেছে গৌণীরতি (দ্বাদশবিধা রতিসম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে)। পাঁচটী মুখ্যা রতি দ্বারা যখন চিত্ত আক্রান্ত হয়, তখন বলা হয়, চিত্ত সাক্ষাদ্ ভাবে কৃষ্ণরতিদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। আর, হাস-করুণাদি সাতটী গৌণ-রতিদ্বারা আক্রান্ত হইলে তখন বলা হয়, চিত্ত ব্যবহিতভাবে কৃষ্ণরতিদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। এইরূপে, সাক্ষাদ্‌ভাবেই হউক, কি ব্যবহিত ভাবেই হউক, যে কোনও প্রকারে কৃষ্ণরতিদ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলেই সেই চিত্তকে “সত্ত্ব” বলা হয়। এ-স্থলে “সত্ত্ব” হইতেছে একটী পারিভাষিক শব্দ। ইহা মায়িক “সত্ত্বগুণ” নহে; ইহা হইতেছে একটী বিশেষ অবস্থাপন্ন (কৃষ্ণরতিদ্বারা আক্রান্ত) চিত্ত।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উল্লিখিত শ্লোক হইতে জানা যায়—কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের দ্বারা আক্রান্ত চিত্তকে বলে “সত্ত্ব” এবং সেই “সত্ত্ব” হইতে উৎপন্ন ভাব (অনুভাব)-সমূহকে বলা হয় “সাত্ত্বিক ভাব”। কিন্তু কৃষ্ণরতিমাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ আছে; কেননা, কৃষ্ণরতির বিষয়ই হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং স্মিত-নৃত্য-গীতাদিও “সত্ত্ব” হইতেই (অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের দ্বারা আক্রান্ত চিত্ত হইতেই) উদ্ভূত। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে স্মিত-নৃত্য-গীতাদিকে কেন সাত্ত্বিক ভাব বলা হইবেনা?

উক্ত শ্লোকের লোচনরোচনী টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—“সত্ত্বাদিতি কেবলাদেবেতি ভাবঃ। ততশ্চ নৃত্যাদীনাং সত্যপি সত্ত্বোৎপন্নত্বে বুদ্ধিপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তিঃ, স্তম্ভাদীনান্তু স্বতএব প্রবৃত্তিরিত্যস্য লক্ষণস্য নৃত্যাদিষু ন ব্যাপ্তিঃ॥”

অর্থাৎ, (অন্য কিছুর সংযোগ বা সহায়তাব্যতীত) কেবল ‘সত্ত্ব’ হইতেই যে সমস্ত ভাবের (বা অনুভাবের) উদ্ভব, সে-সমস্তকে বলা হয় ‘সাত্ত্বিক ভাব।’ নৃত্যাদি ‘সত্ত্ব’ হইতে উৎপন্ন হইলেও তাহাদের প্রবৃত্তি হইতেছে বুদ্ধিপূর্ব্বিকা (অর্থাৎ তাহাদের প্রবৃত্তিতে বুদ্ধির যোগ আছে); কিন্তু স্তম্ভাদির প্রবৃত্তি স্বতঃ (অর্থাৎ স্তম্ভাদি স্বতঃস্ফূর্ত্ত; স্তম্ভাদির প্রবৃত্তিতে বুদ্ধির যোগ নাই)। এজন্য নৃত্যাদিতে স্তম্ভাদির লক্ষণের ব্যাপ্তি নাই।

তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—চিত্ত কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের দ্বারা আক্রান্ত হইলে নৃত্যাদির জন্য ইচ্ছা জন্মিতে পারে। কিন্তু নৃত্যাদির ইচ্ছা এবং নৃত্যাদি এক জিনিস নহে। নৃত্যাদির ইচ্ছা কার্য্যে রূপায়িত হইলেই নৃত্যাদি হইয়া থাকে। ইচ্ছাকে কার্য্যে রূপায়িত করার জন্য চেষ্টার প্রয়োজন, বুদ্ধির প্রয়োজন। এই চেষ্টা কিন্তু সাক্ষাদ্‌ভাবে ‘সত্ত্ব’ হইতে উদ্ভূত নয়; ভক্তের বুদ্ধি হইতেই ইহার উদ্ভব। ‘সত্ত্ব’ হইতে উদ্ভূত নৃত্যাদির ইচ্ছাকে কার্য্যে রূপায়িত করা নির্ভর করে ভক্তের বা তাঁহার বুদ্ধির উপরে। এজন্য নৃত্যাদির প্রবৃত্তিকে ‘বুদ্ধিপূর্ব্বিকা’ বলা হইয়াছে। গাছে একটা সুপক্ক ফল

দেখিলে পাড়িয়া আনিয়া তাহা খাওয়ার জন্য লোকের ইচ্ছা জন্মিতে পারে ; কিন্তু ইচ্ছা মাত্র জন্মিলেই ফল পাড়াও হয়না, খাওয়াও হয়না। পাড়িয়া আনার এবং খাওয়ার জন্য সেই লোকের চেষ্টার প্রয়োজন এবং চেষ্টার জন্য তাঁহার বুদ্ধির বা ইচ্ছারও প্রয়োজন। তিনি ইচ্ছা করিলে ফলটী পাড়িয়া আনিতে পারেন এবং খাইতে পারেন ; তদ্রূপ ইচ্ছা না জন্মিলে পাড়িয়া আনিয়া খাওয়ার জন্য তাঁহার চেষ্টাও জন্মিবেনা। তদ্রূপ, কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের দ্বারা আক্রান্ত চিত্তে (অর্থাৎ 'সত্ত্বে') নৃত্যাদির ইচ্ছা হইলেও ভক্ত ইচ্ছা করিলে নৃত্যাদি না-করিতেও পারেন। যদি নৃত্যাদি করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—নৃত্যাদির ইচ্ছাকে কার্য্যে রূপায়িত করার জন্য তাঁহার ইচ্ছা বা বুদ্ধি জন্মিয়াছিল। এজন্য নৃত্যাদির প্রবৃত্তিকে বুদ্ধিপূর্ব্বিকা বলা হইয়াছে। এ-স্থলে, নৃত্যাদির হেতু কেবলমাত্র 'সত্ত্ব' নহে, 'সত্ত্বের' সঙ্গে বুদ্ধির যোগ আছে।

কিন্তু স্তম্ভাদি হইতেছে স্বতঃস্ফূর্ত্ত, স্তম্ভাদির উৎপত্তিতে ভক্তের বুদ্ধির বা ইচ্ছার বা চেষ্টার কোন ও সংশ্রব নাই। কেবল মাত্র 'সত্ত্ব' হইতেই স্তম্ভাদির উদ্ভব। অশ্রু-কম্প-পুলক-স্তম্ভাদি প্রকাশ করার জন্য ভক্তের চিত্তে কোনওরূপ ইচ্ছাও জাগে না। ভক্তের চিত্ত কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের দ্বারা আক্রান্ত হইলে আপনা-আপনিই অশ্রু-কম্প-পুলক-স্তম্ভাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে। এজন্যই বলা হইয়াছে—কেবল সত্ত্ব হইতেই (অর্থাৎ বুদ্ধি-আদির সহায়তা ব্যতীতই) অশ্রুকম্প-স্তম্ভাদির উদয় হয়। এই স্বতঃস্ফূর্ত্তিরূপ লক্ষণটী নৃত্য-গীতিাদির ব্যাপারে নাই।

এইরূপে দেখা গেল—স্বতঃস্ফূর্ত্তি হইতেছে স্তম্ভাদির বিশেষ লক্ষণ ; আর স্বতঃস্ফূর্ত্তির অভাব এবং বুদ্ধিপূর্ব্বকতা হইতেছে নৃত্য-গীতাদির বিশেষ লক্ষণ। এইরূপ বিশেষ লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই স্বতঃস্ফূর্ত্ত অশ্রু-কম্প-পুলক-স্তম্ভাদিকে বলা হইয়াছে 'সাত্ত্বিক ভাব' এবং নৃত্য-গীতাদিকে—যাহারা স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে, পরন্তু যাহাদের স্ফূর্ত্তি হইতেছে বুদ্ধিপূর্ব্বিকা, তাহাদিগকে—বলা হইয়াছে 'উদ্ভাস্বর অনুভাব।'

বুদ্ধি-আদি অন্য কিছুর সংযোগ বা সহায়তা ব্যতীত কেবলমাত্র 'সত্ত্ব' হইতে উদ্ভূত' বলিয়া অশ্রু-কম্প-পুলক-স্তম্ভাদিকে 'সাত্ত্বিক—কেবল সত্ত্ব হইতে উদ্ভূত'—বলা হইয়াছে। আর, নৃত্য-গীতাদিও 'সত্ত্ব' হইতে উদ্ভূত হইলেও 'সত্ত্ব' তাহাদের অভিব্যক্তির প্রধান বা একমাত্র কারণ নহে, ভক্তের বুদ্ধি বা ইচ্ছাই প্রধান কারণ বলিয়া নৃত্য-গীতাদিকে 'সাত্ত্বিক' বলা হয় নাই। নৃত্য-গীতাদিকে 'উদ্ভাস্বর—উৎকৃষ্টরূপে ভাস্বর বা প্রকাশমান' বলার হেতু বোধ হয় এই যে, নৃত্য-গীতাদির ন্যায় অশ্রু-কম্প-পুলক-স্তম্ভাদিও ভক্তচিত্তস্থিত কৃষ্ণরতির পরিচায়ক বহির্লক্ষণ হইলেও—সুতরাং অপর লোকের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইলেও—অশ্রু-কম্প-পুলক-স্তম্ভাদি অপেক্ষা নৃত্য-গীত-উচ্চ-হাস্যাদিই বিশেষ রূপে প্রকাশমান হয়—সুতরাং অধিক সংখ্যক লোকের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইয়া থাকে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উক্তি হইতেও এইরূপই মনে হয়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ।
তে বহির্বিক্রিয়াপ্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া ॥২।২।১॥

—অনুভাব হইতেছে চিত্তস্থ ভাবের (কৃষ্ণরতির) অববোধক (পরিচায়ক)। তাহারা

যখন বহির্বিকারপ্রায় হয় (বহির্বিকারের প্রাচুর্য্য যখন তাহাদের মধ্যে থাকে), তখন তাহাদিগকে উদ্ভাস্বর বলা হয়।"

এ-স্থলে বাহুল্যার্থে 'প্রায়ঃ'-শব্দের প্রয়োগ। "বহির্বিকারপ্রায়—বহির্বিকারের বাহুল্য বা প্রাচুর্য্য।" অনুভাবমাত্রই বহির্বিকার, অশ্রুকম্প-পুলক-স্তম্ভাদিও বহির্বিকার, অপরের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত। বহির্বিকার যখন এতাদৃশ রূপ ধারণ করে যে, সহজেই অধিকাংশ লোকের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইতে পারে, তখন সেই বহির্বিকারকে "বহির্বিকারপ্রায়—বাহুল্যময় বা প্রাচুর্য্যময় বহির্বিকার" বলা অসঙ্গত হয় না। নৃত্য-গীতাদিতেই এইরূপ হওয়া সম্ভব; এজন্য নৃত্য-গীতাদিকে উদ্ভাস্বর বলা হইয়াছে।

২০। উদ্ভাস্বর অনুভাব বা অনুভাব

উদ্ভাস্বর অনুভাব এবং সাত্ত্বিক ভাব—এই উভয়ই বস্তুতঃ অনুভাব হইলেও সাধারণতঃ উদ্ভাস্বর অনুভাবকেই অনুভাব বলা হয়। যে চারিটী সামগ্রীর যোগে কৃষ্ণরতি রসে পরিণত হয়, তাহাদের নাম হইতেছে - বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব এবং ব্যভিচারী ভাব। এ-স্থলেও উদ্ভাস্বর অনুভাবকেই 'অনুভাব' বলা হইয়াছে।

অনুভাব বা উদ্ভাস্বর অনুভাব কি-কি কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত হয়, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তাহা বলিয়াছেন।

"নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনম্।
হুঙ্কারো জৃম্ভণং শ্বাসভূমা লোকানপেক্ষিতা।
লালাস্রাবোঽট্টহাসশ্চ ঘূর্ণা হিক্কাদয়োঽপি চ ॥২।২।২॥

—নৃত্য, বিলুঠন (ভূমিতে গড়াগড়ি দেওয়া), গান, ক্রোশন (উচ্চরব), গাত্রমোটন, হুঙ্কার, জৃম্ভণ (হাঁই তোলা). দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষাহীনতা, লালাস্রাব, অট্টহাস্য, ঘূর্ণা এবং হিক্কা প্রভৃতি হইতেছে অনুভাবের (উদ্ভাস্বর অনুভাবের) কার্য্য।"

অনুভাবের এই কার্য্যগুলিকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—শীত এবং ক্ষেপণ। গীত, জৃম্ভা, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষাহীনতা, লালাস্রাব, স্মিত প্রভৃতি হইতেছে "শীত"। আর, নৃত্যাদি হইতেছে "ক্ষেপণ।" (ভ, র, সি, ২।২।৩)।

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে "হিক্কাদয়ঃ"-শব্দের অন্তর্গত "আদি"-শব্দে দেহের উৎফুল্লতা, রক্তোদ্গমাদি সূচিত হইয়াছে। কিন্তু এ-সমস্ত অতীব বিরল বলিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে তাহাদের বিবরণ দেওয়া হয় নাই। নৃত্য-বিলুঠন-গানাদির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে—উদাহরণের সহায়তায়।

বপুরুৎফুল্লতা রক্তোদ্গমাদ্যাঃ স্যুঃ পরেঽপি যে।
অতীববিরলত্বাত্তে নৈবাত্র পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ভ, র, সি ২।২।১৭॥

২১। কান্তারতির বিশেষ অনুভাব

উজ্জ্বলনীলমণিতে কান্তারতির কয়েকটী বিশেষ অনুভাবের কথা বলা হইয়াছে। এই বিশেষ অনুভাবগুলি তিন রকমের—অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর এবং বাচিক।

অনুভাবাস্ত্বলঙ্কারাস্তথৈবোদ্ভাস্বরাভিধাঃ।
বাচিকাশ্চেতি বিদ্বদ্ভিস্ত্রিধামী পরিকীর্ত্তিতাঃ॥উ, নী, ম॥ অনুভাব॥৫৭॥

এ-স্থলে যে অলঙ্কারের কথা বলা হইল, তাহা বাস্তবিক মণিরত্নাদিখচিত অলঙ্কার নহে। কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীদিগের চিত্তস্থিত কৃষ্ণবিষয়িণী রতির প্রভাবে তাঁহাদের দেহে এরূপ কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায়, যাহাতে তাঁহাদের দেহের শোভা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। এতাদৃশ লক্ষণগুলিকেই এ-স্থলে অলঙ্কার বলা হইয়াছে।

এ-স্থলে যে উদ্ভাস্বরের কথা বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত নৃত্যগীতাদি নহে ; এই উদ্ভাস্বর হইতেছে নীবীস্খলন, উত্তরীয়-ভ্রংশনাদি। আর, এ-স্থলে বাচিক অনুভাব হইতেছে আলাপ-বিলাপ-সংলাপাদি।

এক্ষণে কান্তারতির এই বিশেষ অনুভাবগুলি-সম্বন্ধে, উজ্জ্বলনীলমণির আনুগত্যে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

২২। অলঙ্কার-বিংশতি প্রকার

উজ্জ্বলনীলমণির অনুভাব-প্রকরণে বলা হইয়াছে,

"যৌবনে সত্ত্বজাস্তাসামলঙ্কারাস্তু বিংশতিঃ। উদয়ন্ত্যদ্ভুতাঃ কান্তে সর্ব্বথাভিনিবেশতঃ॥
ভাবো হাবশ্চ হেলা চ প্রোক্তাস্তত্র ত্রয়োঽঙ্গজাঃ। শোভা কান্তিশ্চ দীপ্তিশ্চ মাধুর্য্যঞ্চ প্রগল্‌ভতা।
ঔদার্য্যং ধৈর্য্যমিত্যেতে সপ্তৈব স্যুরযত্নজাঃ। লীলা বিলাসো বিচ্ছিত্তি র্বিভ্রমঃ কিলকিঞ্চিতম্।
মোট্টায়িতং কুট্টমিতং বিব্বোকো ললিতং তথা। বিকৃতং চেতি বিজ্ঞেয়া দশ তাসাং স্বভাবজাঃ।৫৭॥
—যৌবনে ব্রজকামিনীদিগের সত্ত্বজাত (কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবসমূহদ্বারা আক্রান্ত চিত্ত হইতে জাত) অলঙ্কার বিংশতি প্রকার। কান্ত শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বপ্রকার অভিনিবেশবশতঃ এ-সকল অদ্ভুত অলঙ্কার প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই বিংশতি প্রকার অলঙ্কারের মধ্যে ভাব, হাব ও হেলা—এই তিনটী হইতেছে অঙ্গজ (বস্তুতঃ সত্ত্বজ হইলেও নেত্রান্ত, ভ্রূ, গ্রীবা প্রভৃতি অঙ্গে প্রকাশ পায় বলিয়া ইহাদিগকে অঙ্গজ বলা হইয়াছে)। আর, শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য-এই সাতটী হইতেছে অযত্নজ (অর্থাৎ বেশ-ভূষাদির অভাবেও ইহারা স্বতঃ প্রকাশ পায়)। অপর, লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত এবং বিকৃত-এই দশটী হইতেছে স্বভাবজ (স্বাভাবিক প্রযত্ন হইতেই উৎপন্ন)।"

বলা বাহুল্য, এই বিংশতি প্রকার অলঙ্কারের প্রতেকটীই বস্তুতঃ সত্ত্বজ, অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধি-

ভাবের দ্বারা আক্রান্তচিত্ত হইতে উদ্ভূত। তথাপি, যেগুলি অঙ্গভঙ্গীদ্বারা প্রকাশ পায়, সেগুলিকে অযত্নজ এবং যে-গুলি স্বাভাবিক প্রযত্ন হইতেই উদ্ভূত, সে-গুলিকে স্বভাবজ বলা হইয়াছে।

সাহিত্যদর্পণ-কার শ্রীলীল বিশ্বনাথ কবিরাজ মহোদয় নায়িকাদের অষ্টাবিংশতি অলঙ্কারের কথা বলিয়াছেন (৩।৯৯)। তন্মধ্যে উজ্জ্বলনীলমণি-কথিত বিশটীও আছে, তদতিরিক্ত আছে—মদ, তপন, মৌগ্ধ্য, বিক্ষেপ, কুতূহল, হসিত, চকিত এবং কেলি—এই আটটী।

অলঙ্কারকৌস্তভকার কবিকর্ণপূরও সাহিত্যদর্পণে স্বীকৃত অষ্টাবিংশতি অলঙ্কারের কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণিতে বলিয়াছেন,

কৈশ্চিদন্যেঽপ্যলঙ্কারাঃ প্রোক্তা নাত্র ময়োদিতাঃ। মুনেরসম্মতত্বেন কিন্তু দ্বিতয়মুচ্যতে ॥
মৌগ্ধ্যঞ্চ চকিতঞ্চেতি কিঞ্চিন্মাধুর্য্যপোষণাৎ ॥ অনুভাবপ্রকরণ॥৭৯॥

—অন্যান্য আলঙ্কারিকেরা বিংশতির অধিক অলঙ্কারের কথা বলিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু ভরতমুনির সম্মত নহে বলিয়া সে-সমস্ত আমাকর্ত্তৃক কথিত হইল না। তাহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ মাধুর্য্যপোষক বলিয়া মৌগ্ধ্য ও চকিত—এই দুইটী গৃহীত হইল।”

শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর এই উক্তি হইতে বুঝা যায়—ভরতমুনিও বিংশতি অলঙ্কারই স্বীকার করিয়াছেন এবং শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার গ্রন্থে সেই বিংশতি অলঙ্কারেরই বিবৃতি দিয়াছেন।

যাহা হউক, এক্ষণে পৃথক্ পৃথক্ অনুচ্ছেদে উজ্জ্বলনীলমণি-কথিত বিংশতি অলঙ্কারের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

২৩। ভাব

“প্রাদুর্ভাবং ব্রজত্যেব রত্যাখ্যে ভাব উজ্জ্বলে।
নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া ॥ ৫৮ ॥

—উজ্জ্বলরস-সিদ্ধির নিমিত্ত রতিনামক (মধুরারতি বা কান্তারতিনামক) ভাব প্রাদুর্ভাব প্রাপ্ত হইলে নির্ব্বিকারাত্মক চিত্তে যে প্রথম বিক্রিয়া জন্মে, তাহাকে ‘ভাব’ বলা হয়।”

এই শ্লোকে দুইটী “ভাব”-শব্দ আছে। শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে যে “ভাব” শব্দটী আছে (ভাব উজ্জ্বলে), তাহা হইতেছে সাধারণভাবে “রতি”-বাচক, বা “প্রেম”-বাচক, অথবা ব্রজসুন্দরীদিগের চিত্তস্থিত পারিভাষিক “ভাব বা মহাভাব”-বাচক। আর, শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে যে “ভাব”-শব্দটী আছে, তাহা হইতেছে “ভাব”-নামক অলঙ্কার-বাচক। প্রথমোক্ত “ভাব” হইতেছে স্থায়ী ভাব এবং শেষোক্ত “ভাব” হইতেছে “অনুভাব।”

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা ব্রজসুন্দরীদের মধ্যে মাধুরারতি নিত্যই বর্ত্তমান; কেননা, ইহা অনাদিসিদ্ধ। প্রকটলীলায় জন্মলীলার ব্যপদেশে তাঁহাদের দেহে বাল্য-পৌগণ্ডাদি দৃষ্ট হইলেও

বাল্য-পৌগণ্ডাদি-সময়েও তাঁহাদের মধ্যে এই কৃষ্ণরতি বিদ্যমান থাকিলেও বয়োধর্ম্মবশতঃ তাহা থাকে যেন নিদ্রিত অবস্থায়। পৌগণ্ডের শেষ ভাগে তাহা কিঞ্চিৎ জাগ্রত হইলেও গাম্ভীর্য্য-লজ্জাদি দ্বারা তাহা প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং তখন তাঁহাদের চিত্তও থাকে নির্ব্বিকার—ব্যঞ্জনাশূন্য। এতাদৃশ নির্ব্বিকার চিত্তে প্রথম যে বিক্রিয়া বা বিকার জন্মে, যাহাকে কিছুতেই সম্বরণ করা যায় না—সুতরাং নেত্রাদিভঙ্গিদ্বারা যাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে, ব্যঞ্জনা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অর্থাৎ সেই ব্যঞ্জনাকে বলা হয় "ভাব"-নামক অনুভাব। "অত্র পরিভাষিতে ভাবে সত্যপি গাম্ভীর্য্য-লজ্জাদিনা যন্নির্ব্বিকারং ব্যঞ্জনাশূন্যং চিত্তং তত্র যা প্রথমা বিক্রিয়া সম্বরীতুমশক্যতয়া নেত্রাদিভঙ্গ্যা তস্য ভাবস্য কিঞ্চিদ্ব্যঞ্জনা প্রাদুর্ভাবং ব্রজতি, সা ব্যঞ্জনা ভাবাখ্যোঽনুভাব ইত্যর্থঃ॥ লোচনরোচনীটীকা॥"

লোচনরোচনীটীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—এই ভাব-নামক অলঙ্কারটী স্থায়ী ভাবও নহে, ব্যভিচারী ভাবও নহে; ইহা হইতেছে অনুভাব। ভাব ও অনুভাবের পার্থক্যসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"বিকারো মানসো ভাবোঽনুভাবো ভাববোধক ইতি বিভাগলব্ধেঃ।—ভাব হইতেছে মানসিক বিকার; আর অনুভাব হইতেছে ভাবের (মানস-বিকারের) বোধক বা পরিচায়ক।' অলঙ্কাররূপ "ভাব" মানসিক বিকারের (নির্ব্বিকার চিত্তের প্রথম বিকারের) বোধক বা পরিচায়ক বলিয়া "অনুভাব"-নামে কথিত হয়। এ-স্থলে "ভাব"-শব্দটী করণবাচ্যে ঘঞ্-প্রত্যয়সিদ্ধ। "ভাব্যতে ব্যজ্যতেঽনেনেতি করণে ঘঞ্॥ লোচনরোচনীটীকা॥—ইহাদ্বারা ভাবিত বা ব্যঞ্জিত হয় বলিয়া ইহাকে 'ভাব' বলা হয়।"

উল্লিখিত শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা-টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—পৌগণ্ডবয়সে কন্দর্প-প্রবেশ থাকে না বলিয়া চিত্ত থাকে নির্ব্বিকার। কিন্তু বয়ঃসন্ধিদশায় চিত্তে কন্দর্পের প্রবেশ হয় বলিয়া তখন চিত্তের যে প্রথম বিক্রিয়া—কন্দর্পজনিত অভূতপূর্ব্ব ক্ষোভের যে অনুভব—তাহাই হইতেছে 'ভাব' (ভাবনামক অলঙ্কার বা অনুভাব)।

এ-স্থলে একটী বিষয় স্মরণ করিতে হইবে। প্রাকৃত জগতের মধুররসে প্রাকৃত রমণী হইতেছে মধুরারতির আশ্রয়-আলম্বন। বয়ঃসন্ধিদশায় তাহার মধ্যে কন্দর্প-প্রবেশবশতঃ যে ক্ষোভ জন্মে, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে স্বসুখ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধা প্রেয়সীগণ হইতেছেন স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ, প্রাকৃত রমণীর ন্যায় জীবতত্ত্ব নহেন। আর, তাঁহাদের চিত্তস্থিত কৃষ্ণরতিও হইতেছে স্বরূপ-শক্তিরই বিলাস-বিশেষ। বয়ঃ-সন্ধিদশায় তাঁহাদের চিত্তের কন্দর্পজনিত ক্ষোভের তাৎপর্য্য হইতেছে শ্রীকৃষ্ণসুখ; কেননা, স্বরূপ-শক্তির গতিই হইতেছে একমাত্র তাহার শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের দিকে, রতির বিষয়ের দিকে। তাঁহাদের কন্দর্প বা কামও বস্তুতঃ প্রেমই। এজন্যই বলা হইয়াছে—"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্। ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥ ভ,র, সি,। ১।২।১৪৩॥' এতাদৃশই ব্রজসুন্দরীদের স্বরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কাহারও দর্শনেই তাঁহাদের চিত্তস্থিত রতি কখনও ক্ষোভ উৎপাদন করিতে পারে না; শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-শ্রবণাদিতে প্রথমে চিত্ত ক্ষোভ প্রাপ্ত

হইলেও গাম্ভীর্য্য-লজ্জাদির সহায়তায় সেই ক্ষোভকে তাঁহারা দমন করেন ; অবশেষে বয়ঃসন্ধিদশায় সেই ক্ষোভ যখন দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়ে, তখন তাঁহাদের চিত্তে যে বিকার উদিত হয়, তাহাই তাঁহাদের নেত্রাদিতে বহির্বিকাররূপে নিজেকে প্রকটিত করে। ইহাই তাঁহাদের "ভাব"-নামে অভিহিত হয়।

যাহা হউক, এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন, অনুভাব হইতেছে চিত্তস্থ ভাবের অববোধক ; সুতরাং চিত্তস্থ ভাবজনিত বহির্বিকারকেই অনুভাব বলা যায়। কিন্তু তিনি আবার উজ্জ্বলনীলমণিতে বলিতেছেন—ভাব-নামক অনুভাব হইতেছে "নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া।—নির্ব্বিকার চিত্তের প্রথম বিক্রিয়া।" চিত্তের বিকার হইতেছে অন্তর্বিকার, ইহা বহির্ব্বিকার নহে ; সুতরাং "ভাব" যদি চিত্তের বিক্রিয়াই হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে অন্তবিকার, বহির্বিকার নহে ; বহির্বিকারই যদি না হয়, তাহা হইলে তাহাকে কিরূপে "অনুভাব" বলা যাইতে পারে ?

শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী তাঁহার আনন্দচন্দ্রিকাটীকায় এই প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন—

"যদুক্তম্—'অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ'-ইতি সত্যম্। সাত্ত্বিকানাং স্তম্ভস্বেদাদীনামনুভাবত্বমিবৈষাং ভাবহাবাদীনামপি যুগপদন্তর্বহির্বিকাররূপত্বমনুভাবত্বং চ বয়ঃসন্ধ্যারম্ভে যদেব শ্রীকৃষ্ণদর্শনশ্রবণাদিভিরভূতচরঃ কন্দর্প-ক্ষোভানুভবো ভবেত্তদৈবান্তশ্চিত্তং বিকৃতং স্যাৎ বহিরপি তদ্ব্যঞ্জিকা নেত্রাদিভঙ্গী স্যাদিতি। অতএবৈতল্লক্ষণমেবং ব্যাখ্যেয়ম্। চিত্তে নির্ব্বিকারাত্মকে সতি রত্যাখ্যভাবোদয়াদ্ যা প্রথমবিক্রিয়া অর্থাচ্চিত্তস্য যথাসম্ভবং তনোশ্চ স্বভাব ইতি সর্ব্বথা চিত্তবিকারস্যৈব বিবক্ষিতত্বে চিত্তস্য নির্ব্বিকারস্য ইতি ষষ্ঠ্যন্তমেব প্রযুজ্যেত।

—'অনুভাব হইতেছে চিত্তস্থ ভাবসমূহের অববোধক'-ইহা সত্য। স্তম্ভস্বেদাদি সাত্ত্বিক ভাবগুলির ন্যায় ভাবহাবাদি অলঙ্কারগুলিও যুগপৎ অন্তর্বিকার ও বহির্বিকার ঘটায় বলিয়া তাহাদের অনুভাবত্ব সিদ্ধ হয়। বয়ঃসন্ধির আরম্ভে যখনই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-শ্রবণাদির ফলে অভূতপূর্ব্ব কন্দর্প-ক্ষোভের (শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিসাধনের বাসনাজনিত ক্ষোভের) অনুভব হয়, তখনই অন্তশ্চিত্ত বিকার প্রাপ্ত হয় এবং বাহিরেও সেই অন্তর্বিকারের ব্যঞ্জক নেত্রাদিভঙ্গী জন্মিয়া থাকে। অতএব ইহার (ভাব-নামক অলঙ্কারের) লক্ষণ এই ভাবে ব্যাখ্যাত হওয়া সঙ্গত। 'রতি-নামক ভাবের উদয়ে নির্বিকারাত্মক চিত্তের যে প্রথম বিক্রিয়া, অর্থাৎ চিত্তের এবং যথাসম্ভব দেহেরও স্বভাব, তাহাই 'ভাব' (তাৎপর্য্য এই যে, চিত্তে রতির উদয় হইলে চিত্তের স্বভাববশতঃ চিত্তের যে বিকার জন্মে এবং দেহের স্বভাববশতঃ সেই চিত্তবিকারের প্রতিফলনে দেহেরও যে যথাসম্ভব বিকার জন্মে, তাহাই হইতেছে ভাব)। চিত্তবিকারই সর্ব্বতোভাবে বিবক্ষিত ; সুতরাং 'নির্বিকারাত্মক চিত্তে'-এ-স্থলে সপ্তমী বিভক্তি থাকিলেও ষষ্ঠীবিভক্তিই প্রযুজ্য (অর্থাৎ 'নির্বিকারাত্মক চিত্তে'-অর্থ—নির্বিকার চিত্তের।')"

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর এই উক্তি শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উক্তির বিবৃতি বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীজীবপাদ তাঁহার লোচনরোচনীতে লিখিয়াছেন—"অত্র পরিভাষিতে ভাবে সত্যপি গাম্ভীর্য্য-লজ্জাদিনা যন্নির্বিকারং ব্যঞ্জনাশূন্যং চিত্তং তত্র যা প্রথমা বিক্রিয়া সম্বরীতুমশক্যতয়া নেত্রাদিভঙ্গ্যা তস্য ভাবস্য কিঞ্চিদ্ব্যঞ্জনা প্রাদুর্ভাবং ব্রজতি, সা ব্যঞ্জনা ভাবাখ্যোঽনুভাব ইত্যর্থঃ।" অর্থাৎ নির্বিকার চিত্তে প্রথমে সম্বরণের অযোগ্য যে বিকার জন্মে, তাহাই নেত্রভঙ্গ্যাদিদ্বারা চিত্তস্থ ভাবের (রতির) ব্যঞ্জনা করে ; এই ব্যঞ্জনা—অর্থাৎ নেত্রভঙ্গ্যাদি বহির্বিকার—হইতেছে ভাব-নামক অনুভাব। চক্রবর্ত্তিপাদের উক্তির মর্ম্মও এই রূপই।

শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর তাঁহার অলঙ্কারকৌস্তুভে কিন্তু ভাবাদিকে অনুভাব হইতে পৃথক্ বলিয়াছেন। সাহিত্যদর্পণের ন্যায় অলঙ্কারকৌস্তুভেও অষ্টাবিংশতি অলঙ্কার স্বীকৃত হইয়াছে (৫।৮৪-৭॥ শ্রীমৎপুরীদাস-সংস্করণ)। অষ্টাবিংশতি অলঙ্কারের নাম করিয়া কর্ণপূর বলিয়াছেন—"যদ্যপ্যেষু কেচিদনুভাবসদৃশাঃ সন্তি, তথাপি পৃথক্। তে তু রসাভিব্যঞ্জকাঃ ; এতে তু রসাভিব্যঞ্জকত্বেঽপি স্বতঃ সমর্থাঃ, তেনালঙ্কারো এব॥ (৫।৮৭)॥--যদিও ভাব-হাবাদি এই অষ্টাবিংশতি অলঙ্কারের মধ্যে কোনও কোনওটী অনুভাবসদৃশ, তথাপি পৃথক্ (অনুভাব হইতে পৃথক্)। অনুভাবগুলি হইতেছে রসের অভিব্যঞ্জক ; কিন্তু ভাব-হাবাদির রসাভিব্যঞ্জকত্ব থাকিলেও তাহারা স্বতঃই সমর্থ ; এজন্য তাহারা অলঙ্কারের তুল্য।" ইহার সুবোধিনী টীকায়—শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—"ইমে ভাবাদয়োঽনুভাবাদ্ভিন্না ভবন্তি, তেঽনুভাবা রসাভিব্যঞ্জকা গৌণা এব। অলঙ্কারাস্তু রসাভিব্যঞ্জকত্বেঽপি স্বতঃ সমর্থাঃ, রসোৎপত্তৌ তেষাং প্রাধান্যেন ভানমস্তীত্যর্থঃ॥—এই ভাবাদি অনুভাব হইতে ভিন্ন। অনুভাব হইতেছে গৌণ ভাবে রসের অভিব্যঞ্জক ; কিন্তু ভাবাদি অলঙ্কার রসাভিব্যঞ্জকত্বেও স্বতঃ সমর্থ, অর্থাৎ রসোৎপত্তি-বিষয়ে ভাবাদির প্রধানরূপে ভান (শোভা, প্রকাশ) আছে।"

কবিকর্ণপূরের উক্তি হইতে বুঝা গেল—অনুভাবও রসাভিব্যঞ্জক এবং ভাবহাবাদিও রসাভিব্যঞ্জক। রসাভিব্যঞ্জকত্বেই অনুভাবত্ব। সুতরাং ভাবহাবাদিরও অনুভাবত্ব স্বীকার্য্য। তথাপি কর্ণপূর ভাব-হাবাদিকে অনুভাব হইতে পৃথক্ বলিয়াছেন। এই পৃথক্ত্বের হেতু হইতেছে, তাহাদের অভিব্যঞ্জকত্বের প্রকারভেদ। ভাবহাবাদি রসের অভিব্যঞ্জনে স্বতঃই, অন্যনিরপেক্ষভাবেই, সমর্থ ; কিন্তু নৃত্য-গীতাদি অনুভাব স্বতঃ অভিব্যঞ্জক নহে ; অনুভাবসমূহ স্বতঃস্ফূর্ত্তও নহে, তাহারা বুদ্ধির অপেক্ষা রাখে ; কিন্তু ভাব-হাবাদি বুদ্ধি-আদির অপেক্ষা রাখেনা। ইহাই হইতেছে ভাব-হাবাদিকে অনুভাব হইতে পৃথক্ বলার হেতু। কিন্তু কর্ণপূর ভাব-হাবাদির অনুভাবত্ব অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ভাব-হাবাদিকেও তিনি রসের অভিব্যঞ্জক বলিয়াছেন।

সাহিত্যদর্পণেও সাত্ত্বিক ভাবের ন্যায় ভাব-হাবাদি অলঙ্কারেরও অনুভাবত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। "উদ্বুদ্ধং কারণৈঃ স্বৈঃ স্বৈর্বহির্ভাবং প্রকাশয়ন্। লোকে যঃ কার্য্যরূপঃ যোঽনুভাবঃ কাব্যনাট্যয়োঃ॥ ১৩।১৩৬॥ কঃ পুনরসৌ ইত্যাহ॥ উক্তাঃ স্ত্রীণামলঙ্কারা অঙ্গজাশ্চ স্বভাবজাঃ। তদ্রূপাঃ সাত্ত্বিকা ভাবাস্তথা চেষ্টাঃ পরা অপি ॥৩।১৩৭॥" এ-স্থলে সাত্ত্বিক-ভাবকে অনুভাবের অন্তর্ভুক্ত করিয়াও

সাহিত্যদর্পণ সাধারণ অনুভাব হইতে সাত্ত্বিকভাবকে গোবলীবর্দ্দন্যায়ে ভিন্ন বলিয়াছেন। গাভী এবং বলদ-উভয়েই গো-জাতীয় বলিয়া অভিন্ন; কিন্তু তথাপি গাভী এবং বলদের ভেদ আছে, গাভী বলদ নহে, বলদও গাভী নহে। তদ্রূপ, অনুভাব এবং সাত্ত্বিক-ভাব-উভয়েই চিত্তস্থিত ভাবের অববোধক বলিয়া অববোধকত্ব-হিসাবে অভিন্ন; কিন্তু সত্ত্বোদ্‌ভবত্বহেতু সাত্ত্বিক ভাব হইতেছে সাধারণ অনুভাব হইতে ভিন্ন। "সত্ত্বমাত্রোদ্‌ভবত্বাৎ তে ভিন্না অপ্যনুভাবতঃ॥ গোবলীবর্দ্দন্যায়েনেতিশেষঃ॥৩।১৩৮॥" ভক্তিরসামৃতসিন্ধু নৃত্যগীতাদি অনুভাব এবং স্তম্ভস্বেদাদি সাত্ত্বিক-এই উভয়ের অনুভাবত্ব স্বীকার করিয়াও তাহাদের ভেদের কথা বলিয়াছেন এবং এই ভেদের হেতু কি, তাহা অতি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন (পূর্ব্ববর্ত্তী১৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এইরূপ গোবলীবর্দ্দন্যায়েই অলঙ্কারকৌস্তুভও ভাব-হাবাদি অলঙ্কারের অনুভাবত্ব স্বীকার করিয়াও সাধারণ অনুভাব হইতে ভাব-হাবাদির পৃথক্‌ত্বের কথা বলিয়াছেন। নৃত্যগীতাদি সাধারণ অনুভাব, স্তম্ভাদি সাত্ত্বিকভাব এবং ভাব-হাবাদি অলঙ্কার—সকলেরই অনুভাবত্ব আছে; কেননা, এই সমস্তই হইতেছে চিত্তস্থভাবের অববোধক। এইরূপ অনুভাবত্ব হইতেছে তাহাদের সাধারণ লক্ষণ; কিন্তু বিশেষ লক্ষণে তাহাদের ভেদ আছে বলিয়াই পৃথক্ পৃথক্ নামে তাহাদের উল্লেখ করা হয়।

এইরূপে দেখা গেল, ভাবরূপ অলঙ্কার-সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণির সহিত সাহিত্যদর্পণের এবং অলঙ্কারকৌস্তুভের কোনও বিরোধ নাই। ভাবের লক্ষণ সকল-গ্রন্থেই একরূপ। 'নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া॥ উ, নী, ম,॥ অনুভাব ॥৫৮॥ সাহিত্যদর্পণ ॥৩।১০০॥ অলঙ্কারকৌস্তুভ ॥ ৫।৮৮॥"

উজ্জ্বলনীলমণির উল্লিখিত শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ ভাবরূপ অলঙ্কারের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"প্রশ্ন হইতে পারে, ভাবের উল্লিখিতরূপ লক্ষণ হইলে (নির্ব্বি-কার চিত্তের প্রথম-বিক্রিয়ারূপ লক্ষণ হইলে) ভাব ও ভাবের পরিণাম-বিশেষ হাব ও হেলা-এই তিনটী বয়ঃসন্ধির পরবর্ত্তী কালে তরুণীগণের সম্ভব হয় না। সত্যই সম্ভব হয়না। সাহিত্যদর্পণকারও বলিয়াছেন—'জন্মতঃ প্রভৃতি নির্ব্বিকারে মনসি উদ্‌বুদ্ধমাত্রো বিকারো ভাবঃ ॥৩।১০০॥—জন্মকাল হইতে আরম্ভ করিয়া যে মন নির্ব্বিকার থাকে, সেই নির্ব্বিকার মনে উদ্‌বুদ্ধমাত্র বিকারকে ভাব বলে।' এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। অন্য কেহ কেহ বলেন—ব্রজসুন্দরীদের সকল অবস্থাই নিত্য বলিয়া তারুণ্য প্রকটিত হইলেও বয়ঃসন্ধি গূঢ় ভাবে সর্ব্বদাই থাকে। আবার কেহ কেহ বলেন—ভাবের লক্ষণে যে 'প্রথম বিক্রিয়া' বলা হইয়াছে, তাহা কেবল আত্যন্তিক প্রথম বিক্রিয়া, এইরূপ ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নহে; কিন্তু অন্য বার্ত্তায় আসক্তিবশতঃ সাময়িক ভাবে কৃষ্ণরতি-বিষয়ে চিত্তের নির্ব্বিকারত্ব জন্মিতে পারে। এইরূপ সাময়িক ভাবে নির্ব্বিকার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদিদ্বারা স্থায়ী ভাব রতি প্রাকট্য প্রাপ্ত হইলে চিত্তের প্রথম যে ঈষন্মাত্র বিক্রিয়া জন্মে, তাহাই হইতেছে অলঙ্কার-নামক ভাব। অন্য কেহ কেহ বলেন—অভাব হইতে কখনও ভাব জন্মিতে পারে না। অতএব গাম্ভীর্য্য-লজ্জাদিদ্বারা রতির ব্যঞ্জনাশূন্য যে নির্ব্বিকার চিত্ত, সেই চিত্তে যে প্রথম বিক্রিয়া—যাহাকে

সম্বরণ করা যায় না বলিয়া ভাবব্যঞ্জক নেত্রাদিভঙ্গীদ্বারা যাহা বাহিরে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহাই হইতেছে অলঙ্কাররূপ ভাব। ইহার পরে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—বস্তুতঃ শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর অভিপ্রায় হইতেছে এইরূপঃ—প্রাকৃতগুণরহিত বলিয়া নির্গুণ শ্রীভগবানের গুণের ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত অন্যপুরুষের দর্শনাদিতে অবিকৃত থাকে বলিয়া যে চিত্ত নির্বিকার, সেই নির্বিকার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে মনের এবং দেহের যে ঈষৎ বিকার জন্মে, তাহাই হইতেছে অলঙ্কাররূপ ভাব।"

প্রাচীন আলঙ্কারিকগণও ভাবের উল্লিখিতরূপ লক্ষণের কথা বলিয়া গিয়াছেন; উজ্জ্বলনীল-মণিতে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন—

"চিত্তস্যাবিকৃতিঃ সত্ত্বং বিকৃতেঃ কারণে সতি।
তত্রাদ্যা বিক্রিয়া ভাবো বীজস্যাদিবিকারবৎ ॥৫৭॥

—বিকারের কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও চিত্তের যে অবিকৃতি, তাহাকে সত্ত্ব বলে। এই সত্ত্বে যে প্রথম বিকার, তাহার নাম ভাব; ইহা হইতেছে বীজের আদি বিকারের অনুরূপ।"

এই শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা-টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী যাহা লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই ঃ—

"সাধারণতঃ সুন্দর পুরুষের দর্শনে নায়িকাদের চিত্তের বিকার জন্মে। কিন্তু যে-স্থলে চিত্তবিকারের কারণ সুন্দর পুরুষের দর্শন হইলেও চিত্ত যদি অবিকৃত থাকে, তাহা হইলে সেই অবিকৃতিকে বলা হয় সত্ত্ব—রজস্তমঃ-স্পর্শশূন্য শুদ্ধ সত্ত্ব; কেননা, তাদৃশ সত্ত্বই হইতেছে অবিক্রিয়মাণস্বভাব, রজস্তমঃস্পর্শহীন সত্ত্বেও ঔদাসীন্য-ধর্ম্ম আছে বলিয়া তাহা চিত্তের বিকার জন্মায় না। এতাদৃশ সত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত অপ্রাকৃত চিদানন্দময়ী যে প্রথম বিক্রিয়া, তাহাকেই ভাব (অলঙ্কারনামক ভাব) বলা হয়। ইহা হইতেছে বীজের অর্থাৎ বীজবিশেষের আদি বিকারের মতন। সাধারণতঃ বর্ষাবৃষ্টি প্রভৃতি হইতেছে বীজের বিকারের কারণ; কিন্তু বাস্তুক-শাকের বীজ (বীজবিশেষ) বর্ষাবৃষ্টি-প্রভৃতি কারণ বিদ্যমান থাকিলেও বিকার প্রাপ্ত হয় না; (অঙ্কুরোদ্গমের সূচনা প্রাপ্ত হয় না); শীতকালে হিমের স্পর্শেই উহা প্রথম বিকার প্রাপ্ত হয়। সত্ত্বের এতাদৃশ প্রথম বিকারও তদ্রূপ। প্রাকৃত বস্তুর সহিত অপ্রাকৃত বস্তুর উপমা হইতে পারে না। তথাপি লৌকিক জগতে অপ্রাকৃত বস্তুর সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয় না বলিয়া অপ্রাকৃত বস্তু শ্রীকৃষ্ণের রূপসম্বন্ধে একটু ধারণা জন্মাইবার জন্য যেমন মেঘাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপমা দেওয়া হয়, এ-স্থলেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। যাহাহউক, প্রশ্ন হইতে পারে, রজস্তমঃ-স্পর্শশূন্য শুদ্ধ সত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণদর্শন-জনিত অপ্রাকৃত চিদানন্দময়ী যে প্রথম বিক্রিয়া, তাহাই যদি ভাব হয়, তাহা হইলে তো প্রাকৃত নায়িকা দময়ন্তী, মালতী প্রভৃতিতে ইহার ব্যাপ্তি হইতে পারে না (অর্থাৎ তাঁহাদের চিত্তে ভাব জন্মিতে পারে না)? কেননা, এতাদৃশী প্রাকৃত নায়িকার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণদর্শন সম্ভবপর নহে। এই প্রশ্নের উত্তরে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—"তাহাতে তো ইষ্ট লাভই হইল। কেননা,

অপ্রাকৃত ভগবৎপ্রেয়সীগণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ভরতমুনিপ্রভৃতি রসশাস্ত্রকারগণ 'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি' প্রভৃতি শ্রুতিপ্রতিপাদিত সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দঘন রসের বিবৃতি দিয়াছেন (অর্থাৎ কোনও প্রাকৃত নায়িকাকে আদর্শ করিয়া প্রাকৃত-রসের বিবৃতি তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিলনা)। সেই ভগবৎ-প্রেয়সীগণের স্বরূপবিষয়ে এবং ভরতাদিমুনিগণের অভিপ্রেত রসস্বম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ মোহগ্রস্ত কোনও কবি যদি মলমূত্র-জরামরণধর্ম্মবিশিষ্ট প্রাকৃত স্ত্রীলোকে সেই রসকে পর্য্যবসিত করেন, তাহা হইলে আমরা কি করিব ?"

চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা হইতে ভাব-সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় এইরূপ জানা যাইতেছে। চিত্ত-বিকারের কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও যে চিত্তের বিকার জন্মেনা, সেই চিত্তে যে অপ্রাকৃত চিদানন্দময়ী প্রথম বিক্রিয়া, তাহাই হইতেছে ভাব। অপ্রাকৃত চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ব্যতীত এতাদৃশী বিক্রিয়া জন্মিতে পারে না। এজন্য দময়ন্তী-মালতী-প্রভৃতি প্রাকৃত নায়িকার চিত্তে উল্লিখিত লক্ষণ-বিশিষ্টা বিক্রিয়া জন্মিতে পারে না ; কেননা, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন অসম্ভব। ইহাও জানা গেল যে, প্রাকৃত নায়িকার চিত্তে যে প্রথম বিক্রিয়া জন্মে, তাহা ভাব-শব্দবাচ্য নহে ; কেননা, প্রাকৃত নায়কের দর্শনেই প্রাকৃত নায়িকার চিত্তে প্রথম বিক্রিয়া জন্মিতে পারে ; কিন্তু সেই বিক্রিয়াও হইবে প্রাকৃত, ইহা চিদানন্দময়ী হইতে পারে না। চক্রবর্ত্তিপাদের উক্তি হইতে ইহাও সূচিত হইতেছে যে, প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার সম্পর্কে যে রস উদ্ভূত হয়, তাহা ভরতমুনিপ্রভৃতির অভিপ্রেত রস নহে। অপ্রাকৃত চিদানন্দঘন রসই তাঁহাদের অভিপ্রেত।

যাহা হউক, উজ্জ্বলনীলমণিতে উল্লিখিত-লক্ষণবিশিষ্ট ভাবের একটী উদাহরণও দেওয়া হইয়াছে।

পিতুর্গোষ্ঠে স্ফীতে কুসুমিনি পুরা খাণ্ডববনে ন তে দৃষ্ট্বা সংক্রন্দনমপি মনঃ স্পন্দনমগাৎ।
পুরো বৃন্দারণ্যে বিহরতি মুকুন্দে সখি মুদা কিমান্দোলাদক্ষ্ণঃ শ্রুতিকুমুদমিন্দীবরমভূৎ ॥৬০॥

—(তত্ত্ব অবগত হইয়াও হৃদয়োদ্‌ঘাটনে পটীয়সী কোনও সখী যেন কিছুই জানেন না, এইরূপ ভাব প্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় যূথেশ্বরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন) সখি! খাণ্ডববনে ফুল্লকুসুমশোভিত তোমার পিতার গোষ্ঠে পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্রকে দর্শন করিয়াও তোমার মন বিচলিত হয় নাই—ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে (শ্বশুরালয়ে আসিয়া) সম্মুখবর্ত্তী বৃন্দাবনে আনন্দভরে বিহারশীল মুকুন্দের প্রতি কেন তোমার চক্ষুকে আন্দোলিত করিতেছ এবং তোমার কর্ণভূষণ শ্বেতোৎপলই বা কেন ইন্দীবর (নীলোৎপল) সদৃশ হইয়া গেল ?

এ-স্থলে, ইন্দ্রের দর্শনেও যে চিত্ত বিচলিত হয় নাই—ইহা দ্বারা বিক্রিয়ার কারণ থাকা সত্ত্বেও বিক্রিয়ার অভাব সূচিত হইয়াছে। আবার শ্রীকৃষ্ণদর্শনে প্রথম বিক্রিয়ার উদ্ভবের কথা বলা হইয়াছে এবং তাহার ফলেই নয়নচাঞ্চল্য জন্মিয়াছে। ইহাই ভাব।

২৪। হাব

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন,

"গ্রীবারেচকসংযুক্তো ভ্রূনেত্রাদিবিকাশকৃৎ।
ভাবাদীষৎ প্রকাশো যঃ স হাব ইতি কথ্যতে ॥৬১॥

—যাহা গ্রীবার তির্য্যক্‌করণ ও ভ্রূ-নেত্রাদির বিকাশকারী এবং যাহা ভাব অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক প্রকাশক, তাহাকে হাব বলে।"

আনন্দচন্দ্রিকাটীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—ভাবে কেবল নয়নচাঞ্চল্যমাত্র প্রকাশ পায়; হাবে কিন্তু ভাব অপেক্ষাও অধিক বহির্বিকার প্রকাশ পাইয়া থাকে; যথা, গ্রীবার তির্য্যক্‌করণ, ভ্রূ-নেত্রাদিতে অধিকরূপে বিকার, ইত্যাদি।

সাহিত্যদর্পণকার বলেন,

ভ্রূ-নেত্রাদিবিকারৈস্তু সম্ভোগেচ্ছাপ্রকাশকঃ।
ভাব এবাল্পসংলক্ষ্যবিকারো হাব উচ্যতে ॥৩।১০১॥

তাৎপর্য্য—ভাবে সম্ভোগেচ্ছা উদ্বুদ্ধমাত্র হয় (উদ্বুদ্ধমাত্রো বিকারো ভাবঃ), স্ফুটরূপে প্রতীয়মান হয়না। এই ভাবই পরিণতি লাভ করিয়া যখন ভ্রূনেত্রাদির বিকারের দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্র লক্ষ্যীভূত সম্ভোগেচ্ছা প্রকাশ করে, তখন তাহাকে হাব বলে।

অলঙ্কারকৌস্তুভ বলেন, "হৃন্নেত্রাদিবিকারৈস্তু ব্যক্তোঽসৌ যাতি হাবতাম্ ॥৫।৮৯॥—এই ভাবই যখন হৃদয়ের এবং নেত্রাদির বিকারের দ্বারা (অধিকরূপে) অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহাকে হাব বলে।"

উজ্জ্বলনীলমণিতে একটী দৃষ্টান্তের সহায়তায় হাবের লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

"সাচিস্তম্ভিতকণ্ঠিকুট্মলবতীং নেত্রালিরভ্যেতি তে
ঘূর্ণন্ কর্ণলতাং মনাগ্ বিকসিতা ভ্রূবল্লরী নৃত্যতি।
অত্র প্রাদুরভূত্তটে সুমনসামুল্লাসকস্তৎপুরো
গৌরাঙ্গি প্রথমং বনপ্রিয়বধূবন্ধুঃ স্ফুটং মাধবঃ ॥৬২॥

—(শ্যামা শ্রীরাধাকে বলিয়াছেন) হে গৌরাঙ্গি! তুমি যে বামদিকে তোমার কণ্ঠকে স্তম্ভিত (বক্রীকৃত) করিয়াছ, তাহাতেই তোমার নয়নরূপ ভ্রমর ঘুরিতে ঘুরিতে কর্ণলতার দিকে যাইতেছে; ভ্রূবল্লী ঈষৎ বিকশিত হইয়া নৃত্য করিতেছে। অতএব হে সখি! মনে হইতেছে, এই যমুনাতটে সুচিত্তদিগের উল্লাসকারী বৃন্দাবনবিহারিণীদিগের বন্ধু মাধব (শ্রীকৃষ্ণ) তোমার সাক্ষাতে এই প্রথম আবির্ভূত হইলেন (পক্ষে পুষ্পসমূহের উল্লাসকারী কোকিলাগণের প্রিয় বসন্ত তোমার সাক্ষাতে এই প্রথম আবির্ভূত হইলেন)।"

২৫। হেলা

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন,

"হাব এব ভবেদ্ধেলা ব্যক্তঃ শৃঙ্গারসূচকঃ ॥৬২॥

—ঐ হাবই যখন স্পষ্টরূপে শৃঙ্গার (সম্ভোগেচ্ছা)-সূচক হয়, তখন তাহাকে হেলা বলে।"

সাহিত্যদর্পণ বলেন,

"হেলাত্যন্তং সমালক্ষ্যবিকারঃ স্যাৎ স এব চ ॥৩।১০২॥

—সেই হাবই যখন সম্যক্‌রূপে লক্ষ্যীভূত হইতে পারে, এতাদৃশ অত্যন্ত বিকার প্রকাশ করে, তখন তাহাকে হেলা বলে।"

অলঙ্কারকৌস্তুভ বলেন,

"হেলা স এবাভিলক্ষ্যবিকারঃ পরিকীর্ত্ত্যতে ॥৫।৯০॥

—সেই হাব যখন অত্যধিকরূপে লক্ষণীয় বিকার প্রকাশ করে, তখন তাহাকে হেলা বলে।"

উজ্জ্বলনীলমণিতে কথিত হেলার উদাহরণটী এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

"শ্রুতে বেণৌ বক্ষঃ স্ফুরিতকুচমাধ্মাতমপি তে তিরোবিক্ষিপ্তাক্ষং পুলকিতকপোলঞ্চ বদনম্।
স্খলৎকাঞ্চিস্বেদার্গলিতসিচয়ঞ্চাপি জঘনং প্রমাদং মা কার্ষীঃ সখি চরতি সব্যে গুরুজনঃ ॥৬৩॥

—(বিশাখা শ্রীরাধাকে বলিলেন) হে সখি! বেণুরব শ্রবণ করাতে তোমার স্ফুরিতকুচশোভিত বক্ষঃ (ভস্ত্রার ন্যায়) নতোন্নত হইতেছে, তির্য্যক্‌ বিক্ষিপ্ত নেত্রে এবং পুলকিত গণ্ডে তোমার বদন শোভান্বিত হইয়াছে, তোমার জঘনদেশে নীবি স্খলিত হইলেও স্বেদজলে বসন আর্দ্র হইয়া অঙ্গে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অতএব হে সখি! তুমি আর অসাবধান হইবেনা, বামদিকে গুরুজন বিচরণ করিতেছেন।"

এই উদাহরণে দেখা গেল—শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি-শ্রবণমাত্রে শ্রীরাধার কৃষ্ণরতি উদ্বুদ্ধ হইয়া এত অধিকরূপে তাঁহার চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিয়াছে যে, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভস্ত্রার ন্যায় আন্দোলিত হইতেছে, নয়ন তির্য্যগ্‌ভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, গণ্ডদ্বয় পুলকিত হইয়াছে, জঘনদেশে নীবি খসিয়া পড়িয়াছে, প্রচুর পরিমাণে স্বেদ নির্গত হইতেছে। এই সমস্ত হইতেছে হেলার লক্ষণ।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—ভাবের উৎকর্ষময়ী অবস্থা হইতেছে হাব এবং হাবেরই উৎকর্ষময়ী অবস্থা হইতেছে হেলা। ভাবে যে চিত্তবিক্ষোভ জন্মে, তাহারই তীব্রতর অবস্থা হইতেছে হাব এবং হাবে যে চিত্তবিক্ষোভ জন্মে, তাহারই তীব্রতর অবস্থা হইতেছে হেলা। সুতরাং হাব এবং হেলা হইতেছে ভাবেরই পরিণাম-বিশেষ। ভাব, হাব ও হেলা অঙ্গে পরিস্ফুট হয়, বলিয়া অঙ্গজ নামে খ্যাত।

২৬। শোভা

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—"সা শোভা রূপভোগাদ্যৈর্যৎ স্যাদঙ্গবিভূষণম্ ॥৬৪॥
—রূপ ও সম্ভোগাদিদ্বারা অঙ্গের যে বিভূষণ, তাহাকে বলে শোভা।"

লোচনরোচনীটীকা বলেন—"ভোগঃ সম্ভোগঃ।"

সাহিত্যদর্পণ বলেন,—"রূপযৌবনলালিত্যভোগাদ্যৈরঙ্গভূষণম্। শোভা প্রোক্তা ॥৩।১০৩॥—রূপ, যৌবন, লালিত্য এবং ভোগাদি দ্বারা অঙ্গের ভূষণকে শোভা বলে।"

টীকায় শ্রীল রামচরণ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যমহাশয় বলিয়াছেন—লালিত্য হইতেছে অঙ্গের সুকুমারত্ব; আর ভোগ হইতেছে স্রক্‌চন্দনাদিজনিত সুখানুভব; আদি-শব্দে অলঙ্কারাদির গ্রহণ।

উজ্জ্বলনীলমণি-ধৃত শোভার উদাহরণটী নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

ধৃত্বা রক্তাঙ্গুলিকিশলয়ৈর্নীপশাখাং বিশাখা নিষ্ক্রামন্তী ব্রততিভবনাৎ প্রাতরুদ্‌ঘূর্ণিতাক্ষী।
বেণীমংসোপরি বিলুঠতীমর্দ্ধমুক্তাং বহন্তী লগ্না স্বান্তে মম নহি বহিঃ সেয়মদ্যাপ্যয়াসীৎ ॥৬৪॥
—(কোনও রজনীতে লতামণ্ডপে বিশাখা শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সম্ভুক্তা হইয়াছিলেন; প্রাতঃকালে তিনি যখন লতামণ্ডপ হইতে বাহিরে আসিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার যে শোভা দর্শন করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কোনও সময়ে তাহার বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন) বিশাখা প্রাতঃকালে ঘূর্ণিতলোচনা হইয়া কিশলয়তুল্য স্বীয় অরুণ অঙ্গুলিসমূহদ্বারা নীপশাখাকে ধারণ করিয়া লতামণ্ডপ হইতে বাহির হইতেছেন; তাঁহার স্কন্ধোপরি বিলুণ্ঠিতা অর্দ্ধমুক্তা বেণী। এতাদৃশ রূপে বিশাখা আমার মনে তদবধি লগ্না হইয়া রহিয়াছেন, অদ্যাপিও বাহিরে নির্গত হইতেছেন না।"

এ-স্থলে "রক্তাঙ্গুলি"—ইত্যাদি বাক্যে বিশাখার রূপ, "প্রাতঃকালে উদ্‌ঘূর্ণিতাক্ষী", "স্কন্ধোপরি অবলুণ্ঠিতা অর্দ্ধমুক্তা বেণী"-ইত্যাদিবাক্যে সম্ভোগ সূচিত হইয়াছে; তাঁহার যৌবন-লালিত্যাদিও আছে; এ-সমস্ত দ্বারা বিশাখার অঙ্গ ভূষিত হওয়ায় তাঁহার শোভা এতই বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ তাহা ভুলিতে পারেন নাই।

২৭। কান্তি

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন, "শোভৈব কান্তিরাখ্যাতা মন্মথাপ্যায়নোজ্জ্বলা ॥৬৫॥—শোভাই যদি মন্মথের আপ্যায়ন (তৃপ্তি)-বশতঃ উজ্জ্বলা হয়, তবে তাহাকে কান্তি বলে।"

সাহিত্যদর্পণ এবং অলঙ্কারকৌস্তুভের উক্তির মর্ম্মও এইরূপই।

উজ্জ্বলনীলমণিতে কান্তির নিম্নলিখিত উদাহরণটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

"প্রকৃতিমধুরমূর্ত্তি র্বাঢ়মত্রাপ্যুদঞ্চত্তরুণিমনবলক্ষ্মীলেখয়ালিঙ্গিতাঙ্গী।
বরমদনবিহারৈরদ্য তত্রাপ্যুদারা মদয়তি হৃদয়ং মে রুন্ধতী রাধিকেয়ম্ ॥৬৫॥
—(শ্রীরাধার সহজরূপ-মাধুর্য্য-বয়ঃশোভাদিদ্বারা এবং লীলাকৌশলের দ্বারা আক্রান্তচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ সুবলের নিকটে স্বীয় বৈবশ্যের কথা জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছেন) এই শ্রীরাধা স্বভাবতঃই মধুরমূর্ত্তি;

তাহাতে আবার অত্যন্তরূপে সমুদিত তারুণ্যলক্ষ্মীর রেখাদ্বারা সর্ব্বাঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়াছেন ; অধিকন্তু সম্প্রতি তিনি শ্রেষ্ঠ মদনবিহারে উদারা (সর্ব্বসুখসম্পত্তিদ্বারা পরমবদান্যা) হইয়াছেন। এতাদৃশী শ্রীরাধা আমার হৃদয়কে অবরুদ্ধ করিয়া আনন্দ দান করিতেছেন।"

এ-স্থলে "প্রকৃতিমধুরমূর্ত্তি"-শব্দে শ্রীরাধার রূপ, "উদঞ্চত্তরুণিমনবলক্ষ্মী"—ইত্যাদি শব্দে তাঁহার যৌবন-লালিত্য সূচিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা শ্রীরাধার শোভাই সূচিত হইয়াছে। "বরমদন-বিহারের দ্বারা উদারা"-বাক্যে উপভোগ বা মন্মথাপ্যায়ন সূচিত হইয়াছে ; সমগ্র বাক্যে, এই মন্মথাপ্যায়নের দ্বারা সমুজ্জ্বলা শোভার কথাই বলা হইয়াছে। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের উল্লিখিত উক্তিটী হইতেছে শ্রীরাধার "কান্তির" উদাহরণ।

২৮। দীপ্তি

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন,

কান্তিরেব বয়োভোগদেশকালগুণাদিভিঃ।
উদ্দীপিতাতিবিস্তারং প্রাপ্তা চেদ্দীপ্তিরুচ্যতে ॥৬৫॥

—বয়স, উপভোগ, দেশ, কাল ও গুণাদিদ্বারা কান্তি যখন উদ্দীপিতা হয় এবং অতিবিস্তার প্রাপ্ত হয়, তখন সেই কান্তিকে বলে দীপ্তি।"

সাহিত্যদর্পণ এবং অলঙ্কারকৌস্তুভের উক্তির মর্ম্মও এইরূপই।

উজ্জ্বলনীলমণিতে দীপ্তির নিম্নলিখিত উদাহরণটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

নিমীলন্নেত্রশ্রীরচটুলপটীরাচলমরুন্নিপীতস্বেদাম্বুস্ত্রুটদমলহারোজ্জ্বলকুচা।
নিকুঞ্জে ক্ষিপ্তাঙ্গী শশিকিরণকির্ম্মীরিততটে কিশোরী সা তেনে হরিমনসি রাধা মনসিজম্ ॥ ৬৫

—(শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাসাতিরেকজনিত শ্রান্তিতে আলস্যযুক্তা শ্রীরাধার তদানীন্তন শোভাবিশেষে শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে। তাহা দর্শন করিয়া শ্রীরূপমঞ্জরী স্বীয় সখীকে বলিয়াছিলেন—দেখ সখি ! গত রজনীতে নিদ্রা না হওয়ায়) শ্রীরাধার নেত্রদ্বয় নিমীলিত হইয়াছে ; তথাপি নয়নদ্বয় শোভা-বিশিষ্ট ; অচঞ্চল মলয়াচলসম্বন্ধী পবন ইঁহার গাত্রের স্বেদজল সম্যক্‌রূপে পান করিয়া ফেলিয়াছে, এবং ত্রুটিত বিমলহারে ইঁহার কুচযুগল উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। এই অবস্থায় চন্দ্রকিরণে চিত্রিত-তট নিকুঞ্জে কিশোরী শ্রীরাধা স্বীয় দেহকে বিন্যস্ত করিয়া বিরাজিত ; তাহাতে তিনি শ্রীহরির মনে মনসিজকেই (কন্দর্পকেই) বিস্তার করিতেছেন।"

এ-স্থলে, "নিমীলিতনেত্র"-দ্বারা বৈদগ্ধ্যনামক গুণবিশেষ, "অচঞ্চল মলয়ানিল"-ইত্যাদি বাক্যে যে শ্রমজনিত স্বেদের কথা বলা হইয়াছে, সেই শ্রমে সম্ভোগাধিক্য, ত্রুটিত-হারশোভিত কুচযুগের উল্লেখে বেশরূপাদি, "নিকুঞ্জ"—শব্দে দেশ, "শশিকিরণ"-ইত্যাদি শব্দে কাল, কিশোরী"—শব্দে বয়স, সূচিত হইয়াছে। এইরূপে এই উদাহরণে শ্রীরাধার উদ্দীপিত কান্তির বিস্তারই প্রদর্শিত হইয়াছে। এজন্য ইহা দীপ্তির উদাহরণ হইল।

২৯। মাধুর্য্য

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—"মাধুর্য্যং নাম চেষ্টানাং সর্ব্বাবস্থাসু চারুতা ॥৬৫॥—সর্ব্বাবস্থায় চেষ্টা-সমূহের যে মনোহারিত্ব, তাহার নাম মাধুর্য্য।"

সাহিত্যদর্পণ এবং অলঙ্কারকৌস্তুভের উক্তির মর্ম্মও এইরূপই।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"অসব্যং কংসারের্ভুজশিরসি ধৃত্বা পুলকিনং নিজশ্রোণ্যাং সব্যং করমনৃজুবিষ্কম্ভিতপদা।
দধানা মূর্দ্ধানং লঘুতরতিরঃস্রংসিনমিয়ং বভৌ রাসোত্তীর্ণা মুহুরলসমূর্ত্তিঃ শশিমুখী ॥৬৫॥

—(রাসলীলার অবসানে দূর হইতে শ্রীরাধার অবস্থান-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া রতিমঞ্জরী স্বীয় সখীর নিকটে বলিয়াছেন, ঐ দেখ) চন্দ্রবদনা শ্রীরাধা রাসবিহার হইতে নিবৃত্ত হইলে মুহুর্ম্মুহু বিলাসশ্রমে অলসাঙ্গী হইলেও কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন! তিনি কংসারি শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে স্বীয় পুলকান্বিত দক্ষিণ কর স্থাপন করিয়াছেন এবং স্বীয় শ্রোণীদেশে বামকর স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার চরণদ্বয় বক্রভাবে পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত এবং তাঁহার শিরোদেশও ঈষদ্‌বক্রভাবে অবনমিত।"

এ-স্থলে, রাসলীলাশ্রমজনিত আলস্যাদি সত্ত্বেও হস্তদ্বয়ের স্থাপনে, চরণদ্বয়ের অবস্থানে, মস্তকের ঈষদ্‌বক্রিমাভঙ্গীতে—সর্ব্বাবস্থাতেই শ্রীরাধার চেষ্টার চারুতা প্রকাশ পাইতেছে। ইহাই মাধুর্য্য।

৩০। প্রগল্‌ভতা

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—"নিঃশঙ্কত্বং প্রয়োগেষু বুধৈরুক্তা প্রগল্‌ভতা ॥৬৫॥
—সম্ভোগবিষয়ে যে নিঃশঙ্কত্ব, পণ্ডিতগণ তাহাকে প্রগল্‌ভতা বলেন।"

সাহিত্যদর্পণ এবং অলঙ্কারকৌস্তুভের উক্তির মর্ম্মও এইরূপই।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"প্রাতিকূল্যমিব যদ্বিবৃণ্বতী রাধিকা রদনখার্পণোদ্ধুরা।
কেলিকর্ম্মণি গতাং প্রবীণতাং তেন তুষ্টিমতুলাং হরির্যযৌ ॥ বিদগ্ধমাধব ॥৭।৪০॥

—(সৌভাগ্য-পূর্ণিমায় গৌরীতীর্থে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিতা শ্রীরাধার ক্রীড়াকৌশলাদি কুঞ্জান্তর হইতে দর্শন করিয়া ললিতা বৃন্দাকে তাহা দেখাইয়া বলিতেছেন) কেলিকর্ম্মে নৈপুণ্য লাভ করিয়া শ্রীরাধিকা উদ্ধত ভাবে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে দশন ও নখের দ্বারা আঘাত করিয়া যে প্রতিকূলবৎ আচরণ করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীহরি অতুলনীয় তুষ্টিই লাভ করিয়াছেন।"

নখ-দশনদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে আঘাত শ্রীরাধার পক্ষে প্রতিকূল আচরণ বলিয়াই মনে হইতে পারে; কিন্তু তাহা বাস্তবিক প্রাতিকূল্য নহে; কেননা, শ্রীরাধা হইতেছেন কৃষ্ণৈকগতপ্রাণা; তাঁহার

এতাদৃশ আচরণে শ্রীকৃষ্ণও অতুলনীয় আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। এ-স্থলে শঙ্কাশূন্য ভাবে শ্রীরাধা যে নখদন্তাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে আঘাত করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার প্রাগল্‌ভ্য প্রকটিত হইয়াছে।

৩১। ঔদার্য্য

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—"ঔদার্য্যং বিনয়ং প্রাহুঃ সর্ব্বাবস্থাগতং বুধাঃ ॥৬৫॥
—সকল অবস্থাতেই যে বিনয়-প্রদর্শন, পণ্ডিতগণ তাহাকেই ঔদার্য্য বলেন।"

সাহিত্যদর্পণ ও অলঙ্কারকৌস্তুভের অভিমতও এইরূপই।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ;

"কৃতজ্ঞোঽপি প্রেমোজ্জ্বলমতিরপি স্ফারবিনয়ো-
ঽপ্যভিজ্ঞানাং চূড়ামণিরপি কৃপানীরধিরপি।
যদন্তঃস্বচ্ছোঽপি স্মরতি ন হরির্গোকুলভুবং
মমৈবেদং জন্মান্তরদুরিতদুষ্টদ্রুমফলম্ ॥ ৬৬ ॥

—প্রোষিতভর্ত্তৃকা শ্রীরাধা বলিয়াছেন, সখি! শ্রীকৃষ্ণ কৃতজ্ঞও বটেন, তাঁহার বুদ্ধিও প্রেমোজ্জ্বলা ; তিনি বিনয়ীও এবং অভিজ্ঞজনগণের চূড়ামণিও ; তিনি কৃপার সমুদ্রও এবং নির্ম্মলচিত্তও। তথাপি যে তিনি এই গোকুলভূমিকে স্মরণ করিতেছেন না, ইহা আমারই জন্মান্তরের দুষ্ট-পাপবৃক্ষের ফল, অন্য কিছু নহে।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পরিত্যাগজনিত বিরহদুঃখাবস্থাতেও শ্রীকৃষ্ণের দোষদর্শনের অভাব এবং শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তনে শ্রীরাধার বিনয় প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া ঔদার্য্য খ্যাপিত হইয়াছে।

৩২। ধৈর্য্য

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন, 'স্থিরা চিত্তোন্নতির্যা তু তদ্ধৈর্য্যমিতি কীর্ত্ত্যতে ॥৬৬॥—চিত্তবৃত্তি সমূহের বৃদ্ধির পরিণামাবস্থাতেও যে স্থিরতা, তাহাকে ধৈর্য্য বলে।"

অলঙ্কারকৌস্তুভ বলেন, "সুখে দুঃখেঽপি মহতি ধৈর্য্যং স্যান্নির্বিকারতা ॥৫।৯॥—অতিশয় সুখে বা দুঃখেও চিত্তের নির্বিকারতাকে বলে ধৈর্য্য।"

সাহিত্যদর্পণ বলেন, "মুক্তাত্মশ্লাঘনা ধৈর্য্যং মনোবৃত্তিরচঞ্চলা ॥৩।১০৯॥—আত্মপ্রশংসাবিবর্জ্জিত মনোবৃত্তির যে স্থিরতা, তাহাকে ধৈর্য্য বলে।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ঃ

"ঔদাসীন্যমধুরাপরীতহৃদয়ঃ কাঠিন্যমালম্বতাং
কামং শ্যামলসুন্দরো ময়ি সখি স্বৈরী সহস্রং সমাঃ।
কিন্তু ভ্রান্তিভরাদপি ক্ষণমিদং তত্র প্রিয়েভ্যঃ প্রিয়ে
চেতো জন্মনি জন্মনি প্রণয়িতা দাস্যং ন মে হাস্যতি ॥ ললিতমাধব ॥৭।৭॥

—(নববৃন্দার সাক্ষাতে শ্রীরাধার মনঃপরীক্ষার্থ বকুলা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বত্র ঔদাসীন্য দেখাইয়া তাঁহার নিষ্ঠুরত্বের কথা বলিলে শ্রীরাধা বকুলাকে বলিয়াছিলেন) হে সখি ! শ্যামসুন্দর ঔদাসীন্যভরে পরিপ্লুত-হৃদয় হইয়া সহস্র বৎসর পর্য্যন্তও যদি আমার সম্বন্ধে যথেচ্ছভাবে কঠোরতা অবলম্বন করেন, তাহা করুন। কিন্তু আমার সকল প্রিয় অপেক্ষাও প্রিয় সেই শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে আমার চিত্ত জন্মে জন্মে এক ক্ষণের জন্যও প্রণয়িনী দাসীর সমুচিত দাস্য (সেবা) ত্যাগ করিবেনা।”

এ-স্থলে, সহস্রবৎসরব্যাপী ঔদাসীন্য স্বীকারপূর্ব্বকও শ্রীকৃষ্ণের দাস্য-বাঞ্ছাদ্বারা শ্রীরাধার চিত্তোন্নতির স্থিরতা—সুতরাং ধৈর্য্য—খ্যাপিত হইয়াছে।

শোভা হইতে আরম্ভ করিয়া ধৈর্য্য পর্য্যন্ত যে সাতটী অনুভাবের কথা বলা হইল, তাহারা হইতেছে অযত্নজ (বিনা যত্নে উদ্ভূত) অনুভাব।

এক্ষণে স্বভাবজ অনুভাবসমূহের কথা বলা হইতেছে।

৩৩। লীলা

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—“প্রিয়ানুকরণং লীলা রম্যৈর্বেশক্রিয়াদিভিঃ ॥৬৬॥—রমণীয় বেশ ও ক্রিয়াদিদ্বারা প্রিয়ব্যক্তির অনুকরণকে লীলা বলে।”

সাহিত্যদর্পণ এবং অলঙ্কারকৌস্তুভের উক্তির তাৎপর্য্যও এইরূপই।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত দুইটী উদাহরণ এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

“দুষ্ট কালিয় তিষ্ঠাদ্য কৃষ্ণোঽহমিতি চাপরা।
বাহুমাস্ফোট্য কৃষ্ণস্য লীলাসর্ব্বস্বমাদদে ॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥

—(ব্রজসুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শারদীয় রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলে বনে বনে তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে এবং শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বাচরণের কথা ভাবিতে ভাবিতে যখন কোনও গোপীর কালিয়দমন-লীলার কথা মনে পড়িল, তখন তিনি সেই ভাবে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া মনে করিলেন—তিনিই যেন শ্রীকৃষ্ণ, আর কালিয়-নাগ যেন তাঁহার সাক্ষাতে। তখন কালিয়কে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন) ‘রে দুষ্ট কালিয় ! থাক্, এই আমি কৃষ্ণ’-এইরূপ বলিয়া তিনি দক্ষিণ করে বাম বাহুমূলে আস্ফোটন করিয়া, কালিয়দমন-কালে শ্রীকৃষ্ণ যাহা যাহা করিয়াছিলেন, সর্ব্বতো-ভাবে তৎসমস্তের অনুকরণ করিতে লাগিলেন।”

এই অনুকরণে ইচ্ছাকৃত কোনওরূপ প্রয়াস ছিল না।

“মৃগমদকৃতচর্চ্চা পীতকৌষেয়বাসা রুচিরশিখিশিখণ্ডা বদ্ধধম্মিল্লপাশা।
অনৃজুনিহিতমংসে বংশমুৎক্বাণয়ন্তী কৃতমধুরিপুবেশা মালিনী পাতু রাধা ॥ ছন্দোমঞ্জরী ॥

—শ্রীরাধা মৃগমদের দ্বারা নিজের সর্ব্বাঙ্গ চর্চ্চিত করিয়াছেন, পীতবর্ণ কৌষেয়-বস্ত্রও পরিধান করিয়াছেন,

কেশদামে মনোজ্ঞ ময়ুরপুচ্ছ ধারণ করিয়াছেন এবং স্কন্ধকে বক্র করিয়া তদুপরি বংশী স্থাপনপূর্ব্বক উচ্চস্বরে বাজাইতেছেন। অহো! এতাদৃশী শ্রীরাধা বিশ্বকে পালন করুন।”

এ-স্থলেও শ্রীরাধাকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের লীলার অনুকরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। এ-স্থলেও শ্রীকৃষ্ণভাবে তন্ময়তাবশতঃ অনুকরণ।

৩৪। বিলাস

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন,

“গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্।
তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজম্ ॥৬৭॥

—গতি, স্থান ও আসনাদির এবং মুখ ও নেত্রের ক্রিয়াদির প্রিয়সঙ্গজনিত তাৎকালিক (প্রিয়সঙ্গকালের) যে বৈশিষ্ট্য, তাহাকে বলে বিলাস।”

সাহিত্যদর্পণ এবং অলঙ্কারকৌস্তভের অভিপ্রায়ও এইরূপই।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ঃ—

“রুণৎসি পুরতঃ স্ফুরত্যঘহরে কথং নাসিকাশিখাগ্রথিতমৌক্তিকোন্নমনকৈতবেন স্মিতম্।
নিরাস্থদচিরং সুধাকিরণকৌমুদীমাধুরীং মনাগপি তবোদ্গতা মধুরদন্তি দন্তদ্যুতিঃ ॥ ৬৮ ॥

—(অভিসার করাইয়া শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে আনয়ন করায় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধা বাম্য প্রকাশ করিতে থাকিলে বীরাদেবী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন) হে মধুরদন্তি। অগ্রে স্ফূর্ত্তিশীল অঘহর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তোমার যে হাস্য উদ্গত হইতেছে, নাসাগ্রগ্রথিত মৌক্তিকের উন্নমনচ্ছলে তুমি তাহাকে গোপন করিতেছ কেন? ঈষদুদ্গত দন্তদ্যুতিদ্বারা কেনই বা তুমি চন্দ্রের কৌমুদী-মাধুরীকে বিনাশ করিতেছ?”

এ-স্থলে হাস্যদ্বারা শ্রীরাধার মুখ-ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

“অধ্যাসীনমমুং কদম্বনিকটে ক্রীড়াকুটীরস্থলীমাভীরেন্দ্রকুমারমত্র রভসাদালোকয়ন্ত্যাঃ পুরঃ।
দিগ্ধা দুগ্ধসমুদ্রমুগ্ধলহরীলাবণ্যনিঃস্যন্দিভিঃ কালিন্দী তব দৃক্তরঙ্গিতভরৈস্তন্বঙ্গি গঙ্গায়তে ॥

—(যমুনাতীরবর্ত্তী কদম্ববৃক্ষতলস্থিত নিকুঞ্জপ্রান্তে স্বচ্ছন্দে শ্রীকৃষ্ণ উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার দর্শনে শ্রীরাধার বিলাস উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া পরিহাসস্মিত বাক্যে বৃন্দাদেবী শ্রীরাধাকে বলিলেন) হে তন্বঙ্গি! কদম্ববৃক্ষ-সমীপবর্ত্তী এই ক্রীড়াকুটিরস্থলীতে গোপেন্দ্রনন্দন উপবিষ্ট আছেন। কৌতুকভরে তুমি তাঁহাকে সম্মুখভাগে দর্শন করিয়া —তোমার নয়নের যে দৃষ্টিতরঙ্গভর হইতে ক্ষীরোদ-সমুদ্রের মনোহর লাবণ্যতরঙ্গ ক্ষরিত হইতেছে, সেই নয়নতরঙ্গভরের প্রভাবে কালিন্দীও গঙ্গার ন্যায় শুভ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে।”

এ-স্থলে নেত্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

৩৫। বিচ্ছিত্তি

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—"আকল্পকল্পনাল্পাপি বিচ্ছিত্তিঃ কান্তিপোষকৃৎ ॥৬৯॥—যে বেশরচনা অল্প হইয়াও দেহকান্তির পুষ্টিসাধন করে, তাহাকে বিচ্ছিত্তি বলে।"

সাহিত্যদর্পণ এবং অলঙ্কারকৌস্তুভের অভিপ্রায়ও এইরূপই।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ঃ—

"মাকন্দপত্রেণ মুকুন্দচেতঃপ্রমোদিনা মারুতকম্পিতেন।
রক্তেন কর্ণাভরণীকৃতেন রাধামুখাম্ভোরুহমুল্ললাস ॥৬৯॥

—(বৃন্দা নান্দীমুখীকে বলিলেন, দেবি!) শ্রীরাধা মুকুন্দের চিত্তপ্রমোদকারী একটী অভিনব আম্রপল্লবে কর্ণভূষণ করিয়াছেন; তাহা বায়ুদ্বারা ঈষৎ কম্পিত হইয়া তাঁহার বদনকমলেরই মনোহারিত্ব বিস্তার করিতেছে।"

"একেনামলপত্রেণ কণ্ঠসূত্রাবলম্বিনা।
ররাজ বর্হিপত্রেণ মন্দমারুতকম্পিনা ॥৬৯॥ হরিবংশ ॥

—(ঋষি বৈশম্পায়ন ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন) কি আশ্চর্য্য! লতাসূত্রে গ্রথিত এবং শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে অবস্থিত আমলকী-পত্রসমূহের সহিত শোভমান একটীমাত্র ময়ূরপুচ্ছই সুমন্দ সমীরণে কম্পিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের শোভা কতই না স্ফুরিত করিতেছে।"

পূর্ব্ব উদাহরণে শ্রীরাধার এবং পরবর্ত্তী উদাহরণে শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছিত্তি কথিত হইয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণিকার শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বিচ্ছিত্তি-সম্বন্ধে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যে মতান্তরের কথাও বলিয়াছেন।

"সখীযত্নাদিব ধৃতির্মণ্ডনানাং প্রিয়াগসি।
সের্ষ্যাবজ্ঞা বরস্ত্রীভির্বিচ্ছিত্তিরিতি কেচন।

—কেহ কেহ বলেন—প্রিয়ব্যক্তির কোনও অপরাধ ঘটিলে, সখীদিগের প্রযত্নের ফলে, ঈর্ষ্যান্বিতা ও অবজ্ঞান্বিতা বরাঙ্গনাগণের যে মণ্ডন ধারণ (অলঙ্কার ধারণ), তাহাকে বিচ্ছিত্তি বলে।"

উদাহরণ, যথা ঃ—

"মুদ্রাং গাঢ়তরাং বিধায় নিহিতে দূরীকুরুষ্বাঙ্গদে
গ্রন্থিং স্বস্থ কঠোরমর্পিতমিতঃ কণ্ঠান্মণিং ভ্রংশয়।
মুগ্ধে কৃষ্ণভুজঙ্গদৃষ্টিকলয়া দুর্ব্বারয়া দূষিতে
রত্নালঙ্করণে মনাগপি মনস্তৃষ্ণাং ন পুষ্ণাতি মে ॥

—(শ্রীকৃষ্ণের কোনও আচরণে মানবতী হইয়া শ্রীরাধা প্রিয়সখী বিশাখাকে বলিতেছেন, সখি!) এই দুইটী অঙ্গদ গাঢ়রূপে নিবদ্ধ হইয়াছে (আমি দূর করিতে পারিতেছিনা; তুমি) এই দুইটীকে দূর করিয়া দাও; মণিময় হার দৃঢ়তর ভাবে কণ্ঠে সংলগ্ন হইয়া আছে; ইহার গ্রন্থি খুলিয়া কণ্ঠ হইতে

অপসারিত কর। (যদি বল, দোষ করিয়াছেন কৃষ্ণ ; অলঙ্কার তো কোনও দোষ করে নাই ; তুমি কেন অলঙ্কারগুলিকে দূর করিতে চাহিতেছ ? তাহা হইলে বলি শুন সখি !) হে মুগ্ধে ! (তুমি অতি মুগ্ধা, তোমার কিঞ্চিন্মাত্রও জ্ঞান নাই) কৃষ্ণভুজঙ্গের দুর্ব্বার বিষদৃষ্টিতে এই সকল আভরণ দূষিত হইয়াছে ; এজন্য এই সমস্ত রত্নালঙ্কার আমার মনের তৃষ্ণা কিঞ্চিন্মাত্রও পূর্ণ করিতেছেনা। (শীঘ্র খুলিয়া ফেল)।”

এ-স্থলে শ্রীরাধার আভরণ অল্প নহে ; তিনি সমস্ত আভরণ দূর করার জন্য উৎসুকা ; কিন্তু সখীরা খুলিতেছেন না। এই অবস্থাতে তাঁহার চিত্তের ঈর্ষ্যা ও অবজ্ঞার ফলে অনভীষ্ট আভরণ ধারণ করিয়াও তাঁহার যে শোভা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র আভরণজনিত শোভা নহে ; পরন্তু ইহা তদপেক্ষা সমধিক। এই সমধিক শোভাই এ-স্থলে বিচ্ছিত্তি।

৩৬। বিভ্রম

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—

“বল্লভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসম্ভ্রমাৎ।
বিভ্রমো হারমাল্যাদিভূষাস্থানবিপর্য্যয়ঃ ॥৭০॥

—দয়িতের সহিত মিলন-সময়ে মদনাবেশজনিত আবেগবশতঃ হারমাল্যাদির অযথা স্থানে ধারণকে বিভ্রম বলে।”

উদাহরণ যথা,

“ধম্মিল্লোপরি নীলরত্নরচিতো হারস্ত্বয়ারোপিতো
বিন্যস্তঃ কুচকুম্ভয়োঃ কুবলয়শ্রেণীকৃতো গর্ভকঃ।
অঙ্গে চার্চ্চিতমঞ্জনং বিনিহিতা কস্তুরিকা নেত্রয়োঃ
কংসারেরভিসারসম্ভ্রমভরান্মন্যে জগদ্‌বিস্মৃতম্ ॥ বিদগ্ধমাধব ॥৪।২১॥

—(শ্রীকৃষ্ণপ্রেরিত সুবলের মুখে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেতকুঞ্জে অবস্থিতির কথা জানিয়া কুঞ্জাভিসারিণী শ্রীরাধার উল্লাসভরে ভূষণবিপর্য্যয় দেখিয়া হাস্যসহকারে ললিতা তাঁহাকে বলিলেন—প্রিয়সখি !) আজ যে ধম্মিল্লে (চুলের খোঁপায়) তুমি নীলরত্নরচিত হার (যাহা বক্ষঃস্থলে ধারণ করিতে হয়, তাহা) অর্পণ করিয়াছ ; কুচকলসযুগলে কুবলয়শ্রেণীরচিত গর্ভক (কেশমাল্য) স্থাপন করিয়াছ ; আবার, অঙ্গে দেখিতেছি অঞ্জনের অনুলেপ ; নেত্রযুগলে দেখিতেছি কস্তুরী ! মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণসান্নিধ্যে অভিসারের আবেশের আধিক্যবশতঃ জগৎই তুমি বিস্মৃত হইয়াছ !!”

শ্রীরাধার ন্যায় অন্য গোপীদেরও যে বিভ্রম জন্মে. শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্যে উজ্জ্বলনীলমণিতে তাহারও দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

"লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকে যযুঃ॥ শ্রীভা. ১০।২৯।৭॥

—কোনও গোপী অঙ্গে অঙ্গরাগ লেপন করিতে করিতে, কেহ কেহ বা গাত্রমার্জ্জন করিতে করিতে, কেহ কেহ বা নয়নে অঞ্জন দিতে দিতে এবং অপর কোনও কোনও গোপী বসন-ভূষণের বিন্যাসে বিপর্য্যয় ঘটাইয়াই শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলেন।"

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বিভ্রম-সম্বন্ধে মতান্তরেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

"অধীনস্যাপি সেবায়াং কান্তস্যানভিনন্দনম্।
বিভ্রমো বামতোদ্রেকাৎ স্যাদিত্যাখ্যাতি কশ্চন॥

—কেহ কেহ বলেন—বামতার উদ্রেকে স্বীয় অধীন সেবাতৎপর কান্তের প্রতি যে অনভিনন্দন (অনাদর—সেবাগ্রহণে আপত্তি), তাহাকে বিভ্রম বলে।"

উদাহরণ যথা,　"ত্বং গোবিন্দ ময়াঽসি কিং নু কবরীবন্ধার্থমভ্যর্থিতঃ
ক্লেশেনালমবদ্ধ এব চিকুরস্তোমো মুদং দোগ্ধি মে।
বক্ত্রস্যাপি ন মার্জ্জনং কুরু ঘনং ঘর্ম্মাম্বু মে রোচতে
নৈবোত্তংসয় মালতীর্ম্ম শিরঃ খেদং ভরেণাপ্স্যতি॥ ৭১॥

—(বিলাসান্তে শ্রীরাধা স্বাধীনভর্ত্তৃকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিলাসে তাঁহার কেশদাম বিস্রস্ত হইয়াছে, বদনে ঘর্ম্মের উদয় হইয়াছে। এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সময়োচিত সেবা করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু প্রণয়োত্থ বাম্যভাবের উদয়ে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে নিষেধ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কবরী বন্ধন করিতে উদ্যত হইলে শ্রীরাধা বলিলেন) হে গোবিন্দ! আমি কি আমার কবরী বন্ধনের জন্য তোমাকে বলিয়াছি? কেন বৃথা কষ্ট করিতেছ? অবদ্ধ (আলুলায়িত) কেশদামই আমাকে আনন্দ দিতেছে। (শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার বদনের ঘর্ম্ম অপসারিত করার চেষ্টা করিলে শ্রীরাধা বলিলেন) আমার মুখেরও আর মার্জ্জন করিওনা, নিবিড় স্বেদজলই আমার রুচিকর। (শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মস্তকে মালতীমালা অর্পণ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীরাধা বলিলেন) আমার মস্তকেও আর মালতী মালা দিওনা, উহার গুরুতর ভার আমার পক্ষে ক্লেশজনক।"

৩৭। কিলকিঞ্চিত

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন,

"গর্ব্বাভিলাষরুদিত-স্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্॥৭১॥

—হর্ষহেতুক গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ-এই সমস্তের (এই সাতটীর) একই সময়ে সংমিশ্রণকে কিলকিঞ্চিত বলে।"

সাহিত্যদর্পণ বলেন,

"স্মিতশুষ্করুদিতহসিতত্রাসক্রোধশ্রমাদীনাম্ ।
সাঙ্কর্য্যং কিলকিঞ্চিতমভীষ্টতমসঙ্গমাদিজাদ্ধর্ষাৎ ॥৩।১১৪॥

—প্রিয়তম জনের সহিত অভীষ্টতম সঙ্গমাদি হইতে জাত হর্ষবশতঃ স্মিত, শুষ্করোদন, হাস্য, ত্রাস, ক্রোধ ও শ্রমাদির সংমিশ্রণকে কিলকিঞ্চিত বলে।"

অলঙ্কারকৌস্তুভ বলেন,

"অমর্ষহাসবিত্রাসশুষ্করোদনভর্ৎসনৈঃ ।
নিষেধৈশ্চ রতারম্ভে কিলকিঞ্চিতমিষ্যতে ॥৫।১০১॥

—রতারম্ভে (রমণার্থ শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ প্রকটিত হইলে) অমর্ষ, হাস্য, বিত্রাস, শুষ্করোদন, ভর্ৎসনা ও নিষেধের একই সময়ে সম্মিলনকে কিলকিঞ্চিত বলে।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ঃ—

"ময়া জাতোল্লাসং প্রিয়সহচরী লোচনপথে বলান্ন্যস্তে রাধাকুচকমলয়োঃ পাণিকমলে।
উদঞ্চদ্ভ্রূভেদং সপুলকমবষ্টম্ভি বলিতং স্মরাম্যস্তস্তস্যাঃ স্মিতরুদিতকান্তদ্যুতিমুখম ॥৭২॥

—(এক সময়ে বিশাখার সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্ব্বক শ্রীরাধার বক্ষোজদ্বয় স্পর্শ করিলে শ্রীরাধার যে বিলাস-মাধুর্য্য স্ফুরিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সুবলের নিকটে বলিয়াছেন, অহো !) উল্লাসভরে আমি প্রিয়সখী বিশাখার দৃষ্টিপথে শ্রীরাধার কুচমুকুলদ্বয়ে বলপূর্ব্বক আমার করকমলদ্বয় স্থাপন করিলে শ্রীরাধার মুখে যে ভাব উদিত হইয়াছিল, তাহাই আমি স্মরণ করিতেছি। তখন তাঁহার অদ্ভুত ভ্রূভঙ্গীর প্রকাশে, পুলকসহ স্তব্ধতার আবির্ভাবে, ঈষদ্ বক্রভাবে অবস্থিতিতে এবং হাস্য ও রোদনের মিশ্রণে তাঁহার মুখের এক অপূর্ব্ব মনোজ্ঞ শোভাই বিস্তৃত হইয়াছিল।"

এ-স্থলে ভ্রূভঙ্গীদ্বারা অসূয়া ও ক্রোধ, স্তব্ধতাদ্বারা গর্ব্ব, বক্রভাবে অবস্থিতিদ্বারা ভয়, পুলকের দ্বারা অভিলাষ প্রকাশ পাইয়াছে ; আর হাস্য ও রোদন তো আছেই। এইরূপে যুগপৎ সাতটী ভাবের প্রকটনে কিলকিঞ্চিত-ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

"অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা
কিঞ্চিৎ পাটলিতাঞ্চলা রসিকোৎসিক্তা পুরঃ কুঞ্চতী।
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ ॥ দানকেলিকৌমুদী ॥১॥

—(কেবল শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অঙ্গস্পর্শেই যে কিলকিঞ্চিতের উদয় হয় তাহা নহে, বর্ত্মরোধাদিতেও কিল-কিঞ্চিত সম্ভব হইতে পারে ; এই শ্লোকে তাহা দেখাইতেছেন। এক সময়ে রসিকশেখর ব্রজেন্দ্রনন্দন গোবর্দ্ধনের উপরে নীলমণ্ডপে উপবিষ্ট আছেন। শ্রীরাধা হৈয়ঙ্গবীনাদি বিক্রয়ের জন্য সেই পথে যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই রসিকশেখরের রসাস্বাদন-পিপাসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি

তাঁহার উপবেশন-স্থানকেই দানঘাটী বলিয়া ঘোষণা করিলেন ; এই স্থান অতিক্রম করিয়া যাইতে হইলে বিক্রেয় হৈয়ঙ্গবীনের জন্য দান (শুল্ক) দিতে হইবে। শুল্ক না দিলে তিনি হৈয়ঙ্গবীন লইয়া শ্রীরাধাকে যাইতে দিবেন না ; তিনি শ্রীরাধার পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। তখন শ্রীরাধার নয়ন কিলকিঞ্চিতভাবরূপ পুষ্পগুচ্ছে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। দানকেলিকৌমুদীর কবি মঙ্গলাচরণ-প্রসঙ্গে সকলের প্রতি মঙ্গলাশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতেছেন) শ্রীরাধার তৎকালীন দৃষ্টি (নয়ন) সকলের পরমার্থসম্পত্তির বিধান করুক। (শ্রীরাধার সেই দৃষ্টি কি রকম, তাহাই বলিতেছেন) যাহা মনের হাসিতে উজ্জ্বলা, যাহার পক্ষ্ম (নেত্ররোম-) গুলি জলকণাসমূহে সিক্ত ও ব্যাপ্ত, যাহার প্রান্তভাগ ঈষৎ পাটলবর্ণ (শ্বেতরক্ত), যাহা রসিকতায় উৎসিক্ত, অথচ যাহার অগ্রভাগ কুঞ্চিত, এবং যাহার তারাদ্বয় এরূপ বক্রিমা ধারণ করিয়াছে, যাহাতে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য প্রকাশ পায়, পথিমধ্যে মাধবকর্ত্তৃক অবরুদ্ধা শ্রীরাধার সেই দৃষ্টি (নয়ন) তোমাদের সকলের মঙ্গল বিধান করুক।”

এ-স্থলে অন্তঃস্মের-পদে হাস্য, জলকণায় রোদন, চক্ষুর পাটলতায় ক্রোধ, রসিকতায় উৎসিক্ত-পদে অভিলাষ, অগ্রভাগ-কুটীলতায় ভয় এবং তারার মাধুর্য্যে ও বক্রিমায় গর্ব্ব ও অসূয়া—এই সাতটী ভাব প্রকাশ পাওয়ায় কিলকিঞ্চিত হইয়াছে।

৩৮। মোট্টায়িত

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন,

“কান্তস্মরণবার্ত্তাদৌ হৃদি তদ্ভাবভাবতঃ।
প্রাকট্যমভিলাষস্য মোট্টায়িতমুদীর্য্যতে ॥ ৭৩ ॥

—কান্তের স্মরণে ও তদীয় বার্ত্তাদির শ্রবণে নিজহৃদয়ে অবস্থিত কান্তবিষয়ক স্থায়িভাবের ভাবনায় চিত্তমধ্যে যে অভিলাষের উদয় হয়, তাহাকে বলে মোট্টায়িত।”

অলঙ্কারকৌস্তুভ বলেন,

“তদ্ভাবভুগ্নমনসো বল্লভস্য কথাদিষু।
মোট্টায়িতং সমাখ্যাতং কর্ণকণ্ডূয়নাদিকম্ ॥ ৫।১০২ ॥

—বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-শ্রবণাদি জন্মিলে মনে যে ভাবের উদয় হয়, সেই ভাবের প্রভাবে কন্দর্পাবেশ-বশতঃ শ্রীরাধার মনে যে ব্যাকুলতা জন্মে, সেই ব্যাকুলতাবিশিষ্টা শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণসঙ্গার্থে অভিলাষ-দ্যোতক যে কর্ণকণ্ডূয়নাদি, তাহাকে মোট্টায়িত বলে। শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীর টীকানুযায়ী অনুবাদ।”

সাহিত্যদর্পণের অভিপ্রায়ও এইরূপই।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ,

“ন ব্রূতে ক্রমবীজমালিভিরলং পৃষ্টাপি পালী যদা
চাতুর্য্যেণ তদগ্রতস্তব কথা তাভিস্তদা প্রস্তুতা।

তাং পীতাম্বর জৃম্ভমাণবদনাম্ভোজা ক্ষণং শৃণ্বতী
বিম্বোষ্ঠী পুলকৈর্বিড়ম্বিতবতী ফুল্লাং কদম্বশ্রিয়ম্ ॥ ৭৩॥

—(যূথেশ্বরী পালীর শ্রীকৃষ্ণে পূর্ব্বরাগ জন্মিয়াছে ; অথচ শ্রীকৃষ্ণকে পাইতেছেন না। এজন্য তাঁহার মনে অত্যন্ত দুঃখ ; কিন্তু স্বীয় সখীদের নিকটে তিনি তাহা প্রকাশ করেন না। তাঁহার হৃদয়াভিজ্ঞা সখীগণ অদ্ভুত চাতুর্য্যদ্বারা পালীর সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণকথার উত্থাপন করিলে পালীর যে অবস্থা হইয়াছিল, বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তাহা বর্ণন করিতে করিতে বলিলেন) হে পীতাম্বর ! সখীগণকর্তৃক পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসিতা হইয়াও পালী যখন তাঁহার মনোদুঃখের কারণ প্রকাশ করিলেন না, তখন তাঁহারা চাতুর্য্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাতে তোমার কথাই প্রশংসার সহিত বলিতে লাগিলেন। ঈষৎ ফুল্লিতবদনে সেই কথা ক্ষণকাল শ্রবণ করিতে করিতে বিম্বোষ্ঠী পালী এরূপ পুলকাঞ্চিত হইলেন যে, তাহাতে ফুল্লকদম্বও যেন বিড়ম্বিত হইতেছিল।”

এ-স্থলে কৃষ্ণকথাশ্রবণে পালীর প্রফুল্লবদন এবং পুলকের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য পালীর অভিলাষ সূচিত হইয়াছে। এইরূপে এই উদাহরণে মোট্টায়িত প্রকাশ পাইয়াছে।

৩৯। কুট্টমিত

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন,

“স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।
বহিঃক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ ॥ ৭৩॥

—নায়ককর্তৃক স্তনযুগল ও অধিরাদির গ্রহণে নায়িকার হৃদয়ে প্রীতির উদয় হইলেও সম্ভ্রমবশতঃ ব্যথিতার ন্যায় বাহিরে যে ক্রোধ প্রকাশ করা হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে কুট্টমিত বলেন।”

সাহিত্যদর্পণ বলেন,

“কেশস্তনাধরাদীনাং গ্রহে হর্ষেঽপি সম্ভ্রমাৎ।
প্রাহুঃ কুট্টমিতং নাম শিরঃকরবিধূননম্ ॥ ৩।১১৬ ॥

—নায়ক নায়িকার কেশ, স্তন ও অধরাদির গ্রহণ (ধারণ) করিলে হর্ষ হওয়া সত্ত্বেও সম্ভ্রমবশতঃ নায়িকাকর্তৃক যে মস্তক ও করের বিধূনন, তাহাকে কুট্টমিত বলে।”

অলঙ্কারকৌস্তুভ বলেন,

“স্তনগ্রহাস্যপানাদৌ ক্রিয়মাণে প্রিয়েণ চেৎ।
বহিঃ ক্রোধোঽন্তরপ্রীতৌ তদা কুট্টমিতং বিদুঃ ॥৫।১০৩ ॥

—প্রিয়কর্তৃক যদি স্তনগ্রহণ এবং আস্যপানাদি (চুম্বনাদি) করা হয়, তাহা হইলে অন্তরে প্রীতি জন্মিলেও বাহিরে যদি ক্রোধ প্রকাশ করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে কুট্টমিত বলে।”

সমস্ত গ্রন্থের তাৎপর্য্য একরূপই।

উজ্জ্বলনীলমণি-ধৃত দৃষ্টান্তদ্বয় এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

"করৌদ্ধত্যং হন্ত স্থগয় কবরী মে বিঘটতে দুকূলঞ্চ ন্যঞ্চত্যঘহর তবাস্তাং বিহসিতম্।
কিমারব্ধঃ কর্ত্তুং ত্বমনবসরে নির্দ্দয় মদাৎ পতাম্যেষা পাদে বিতর শয়িতুং মে ক্ষণমপি ॥৭৩॥

—(কুঞ্জালয়ে সঙ্গতা শ্রীরাধার নীবী প্রভৃতি মোচন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ উদ্যত হইলে শ্রীরাধা তাঁহাকে বলিতেছেন) হে অঘহর! তুমি তোমার করের ঔদ্ধত্য স্থগিত কর; ইহার চাঞ্চল্যে আমার কবরী বিপর্য্যস্ত হইতেছে, দুকূলও (পট্টবস্ত্রও) স্খলিত হইয়া পড়িতেছে। (তাহাতেও বিরত না হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বরং হাস্য করিতে লাগিলেন ; তখন শ্রীরাধা আবার বলিলেন) তোমার হাস্য (পরিহাস) এখন বিশ্রাম করুক। (ইহাতেও শ্রীকৃষ্ণ নিবৃত্ত না হইলে শ্রীরাধা বলিলেন) অহে নির্দ্দয়! মত্ততাবশতঃ অসময়ে তুমি এ কি করিতে আরম্ভ করিয়াছ? তোমার চরণে পতিত হই, আমাকে ক্ষণকাল নিদ্রা যাইবার অবকাশ দাও।"

"ন ভ্রূলতাং কুটিলয় ক্ষিপ নৈব হস্তং বক্ত্রঞ্চ কণ্টকিতগণ্ডমিদং ন রুন্ধি।
প্রীণাতু সুন্দরি তবাধরবন্ধুজীবে পীত্বা মধূনি মধুরে মধুসূদনোঽসৌ ॥৭৪॥

—(বিশাখার সহিত গৃহ হইতে অভিসার করিয়া ক্রীড়ানিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেও প্রেমের স্বাভাবিক কৌটিল্যবশতঃ শ্রীরাধা স্বীয় অধরসুধাপানেচ্ছুক শ্রীকৃষ্ণকে বারণ করিতে থাকিলে বিশাখা শ্রীরাধাকে বলিতেছেন) ভ্রূলতা কুটিল করিওনা, ইঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) হস্তও দূরে নিক্ষেপ করিওনা। পুলকিত-গণ্ডবিশিষ্ট এই বদনকে কেন রোধ করিতেছ? হে সুন্দরি! এই মধুসূদন (ভ্রমর, পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ) তোমার অধররূপ মধুর বন্ধুজীবের (বান্ধুলী ফুলের) মধু পান করিয়া প্রীতি লাভ করুক।"

প্রথম উদাহরণে হৃদয়ের প্রীতি ও বাহ্যিক ক্রোধ বিশেষ পরিস্ফুট হয় নাই। দ্বিতীয় উদাহরণে তাহা বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। পুলকান্বিত গণ্ডে হৃদয়ের প্রীতি এবং ভ্রূলতার কুটিলতা ও শ্রীকৃষ্ণের হস্তকে দূরে নিক্ষেপ-এই দুইটী ক্রিয়ায় ক্রোধ প্রকাশ পাইয়াছে।

৪০। বিব্বোক

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—"ইষ্টেঽপি গর্ব্বমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্যাদনাদরঃ ॥৭৫॥
—গর্ব্ব ও মান বশতঃ স্বীয় অভীষ্ট বস্তুর প্রতিও যে অনাদর, তাহাকে বলে বিব্বোক।"

সাহিত্যদর্পণ এবং অলঙ্কারকৌস্তুভের অভিপ্রায়ও এইরূপই।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

গর্ব্বহেতুক বিব্বোক

"প্রিয়োক্তিলক্ষেণ বিপক্ষসন্নিধৌ স্বীকারিতাং পশ্য শিখণ্ডমৌলিনা।
শ্যামাতিবামা হৃদয়ঙ্গমামপি স্রজং দরাঘ্রায় নিরাস হেলয়া ॥ ৭৫॥

—(শ্রীকৃষ্ণ শ্যামার প্রতিপক্ষা সখীদের সাক্ষাতেও অত্যন্ত আগ্রহসহকারে শ্যামাকে মালা দিলেন ;

শ্যামা কিন্তু সেই মালা ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন দেখিয়া বৃন্দাদেবী কৌতুকভরে নান্দীমুখীকে বলিতেছেন—ঐ দেখ) বিপক্ষা রমণীর সান্নিধ্যেও শিখণ্ডমৌলী শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ লক্ষ প্রিয়বাক্য বলিয়া যে মালাটী শ্যামাকে স্বীকার করাইয়াছিলেন, শ্যামার নিকটে তাহা অত্যন্ত হৃদয়ঙ্গমা (মর্ম্মস্পর্শিনী) হইলেও অতিবামা শ্যামা কিন্তু ঈষন্মাত্র আঘ্রাণ করিয়াই তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিলেন।”

এ-স্থলে বিপক্ষা রমণীর সাক্ষাতেও শ্রীকৃষ্ণ আগ্রহসহকারে এবং বহু প্রিয় বাক্য সহকারে মাল্য দান করিয়াছেন বলিয়া শ্যামা মনে করিলেন—বিপক্ষা রমণী হইতে তাঁহার উৎকর্ষ আছে; ইহাই তাঁহার গর্ব্বের হেতু। কিন্তু প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রদত্ত সেই মালা শ্যামার অত্যন্ত অভীষ্ট হইলেও সেই গর্ব্ববশতঃ তিনি তাহার প্রতি অনাদর প্রকাশ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতেই গর্ব্বহেতুক বিব্বোক প্রকাশ পাইয়াছে।

গর্ব্বহেতুক বিব্বোকের অপর দৃষ্টান্ত। যথা,

“স্ফুরতাগ্রে তিষ্ঠন্ সখি তব মুখক্ষিপ্তনয়নঃ প্রতীক্ষাং কুর্ব্বায়ং ভবদবসরস্যাঘদমনঃ।
দৃশোশ্চৈর্গাম্ভীর্য্যগ্রথিত-গুরুহেলাগহনয়া হসন্তীব ক্ষীবে ত্বমিহ বনমালাং রচয়সি ॥ ৭৫॥

—(সূর্য্যপূজার ছলে সূর্য্যমন্দির-প্রাঙ্গনে গিয়া শ্রীরাধা বনমালা রচনা করিতেছেন। শ্রীরাধার দৃষ্টিপ্রসাদের প্রতীক্ষায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দৃষ্টিগোচরে অবস্থান করিলেও শ্রীরাধা স্বীয় স্বাভাবিক সৌভাগ্য-গর্ব্ববশতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মনোযোগ দিতেছেন না। তাহা দেখিয়া আক্ষেপের সহিত ললিতা শ্রীরাধাকে বলিলেন) হে সখি! তোমার দৃষ্টিপাতের অবসরের প্রতীক্ষায় তোমার মুখের দিকেই সতৃষ্ণ নয়ন নিক্ষেপ করিয়া তোমার সম্মুখভাগেই অঘারি শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু হে মত্তে! তুমি মহাগাম্ভীর্য্যময় অতিশয় অবজ্ঞাব্যঞ্জক নয়নে যেন হাস্য প্রকাশ করিয়াই বনমালা রচনা করিতেছ।”

এ-স্থলে অতি অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, অথবা তাঁহার সতৃষ্ণ-দৃষ্টির প্রতি অনাদর প্রকাশ পাওয়াতে গর্ব্বহেতুক বিব্বোক অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মুখের প্রতি সতৃষ্ণ নয়ন নিক্ষেপ করিয়াছেন—ইহাই গর্ব্বের হেতু।

মানহেতুক বিব্বোক

“হরিণা সখি চাটুমণ্ডলীং ক্রিয়মাণামবমন্য মন্যুতঃ।
ন বৃথাদ্য সুশিক্ষিতামপি স্বয়মধ্যাপয় গৌরি শারিকাম্ ॥ ৭৫ ॥

—(গৌরী মানবতী হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ চাটুবাক্যে তাঁহার প্রসন্নতা বিধানের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু গৌরী তৎসমস্তের প্রতি অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক সুশিক্ষিতা শারিকার শিক্ষার নিমিত্ত তাহাকে পাঠ দিতেছেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার কোনও সখী বলিতেছেন) হে সখি! হে গৌরি! ক্রোধবশতঃ হরিকৃত চাটুবাক্যসমূহের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া সুশিক্ষিতা শারিকাকেও আজ বৃথা পড়াইওনা।”

এ-স্থলে গৌরী মানবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকৃত সানুনয় চাটুবাক্যাদির প্রতি অনাদর প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া মানহেতুক বিব্বোক প্রকাশ পাইয়াছে।

৪১। ললিত

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন,

"বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা।
সুকুমারা ভবেদ্ যত্র ললিতং তদুদীরিতম্ ॥৭৫॥

—যে চেষ্টাবিশেষে অঙ্গসমূহের বিন্যাসভঙ্গি, ভ্রূবিলাসের মনোহারিত্ব এবং সৌকুমার্য্য প্রকাশ পায়, তাহাকে 'ললিত' বলা হয়।"

অপর গ্রন্থদ্বয়ের অভিপ্রায়ও এইরূপই।

"সুকুমারতয়াঙ্গানাং বিন্যাসো ললিতং ভবেৎ
—সাহিত্যদর্পণ ॥৩।১১৮॥ ; অলঙ্কারকৌস্তুভ ॥৫।১০৫॥

—সৌকুমার্য্যের সহিত অঙ্গসমূহের বিন্যাসকে 'ললিত' বলে।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ, যথা—

"সভ্রূভঙ্গমনঙ্গবাণজননীরালোকয়ন্তী লতাঃ সোল্লাসং পদপঙ্কজে দিশি দিশি প্রেঙ্খোলয়ন্ত্যুজ্জ্বলা।
গন্ধাকৃষ্টধিয়ঃ করেণ মৃদুনা ব্যাধুন্বতী ষট্পদান্ রাধা নন্দতি কুঞ্জকন্দরতটে বৃন্দাবনশ্রীরিব ॥৭৬॥

—(শ্রীরাধার প্রসাধনের নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করিতে করিতে দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, শ্রীরাধা নিকুঞ্জ-প্রাঙ্গনে পুষ্পিত-লতাশ্রেণীর শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন ; শ্রীরাধার তৎকালীন শোভা বর্ণন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) বৃন্দাবনলক্ষ্মীর ন্যায়ই শ্রীরাধা কুঞ্জগুহার তটদেশে উল্লাসভরে বিচরণ করিতেছেন, মৃদুমধুর হাস্যে তাঁহার বদনমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়াছে, তিনি কামবাণরূপ পুষ্পসমূহের উৎপাদিকা লতামণ্ডলীকে ভ্রূভঙ্গসহকারে দর্শন করিতেছেন, উল্লাসের আতিশয্যে প্রতিদিকে ধীরে ধীরে চরণ-পঙ্কজকে সঞ্চালিত করিতেছেন, আবার তাঁহার অঙ্গসৌরভে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া যে সকল ভ্রমর তাঁহার অঙ্গে পতিত হইতেছে, কোমল করে তাহাদিগকেও দূর করিতেছেন।"

৪২। বিকৃত

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন,

"হ্রীমানের্ষ্যাদিভি র্যত্র নোচ্যতে স্ববিবক্ষিতম্।
ব্যজ্যতে চেষ্টয়ৈবেদং বিকৃতং তদ্বিদুর্বুধাঃ ॥৭৭॥

—যে স্থলে লজ্জা, মান ও ঈর্ষ্যাদিবশতঃ স্ববিবক্ষিত বিষয় প্রকাশ করা হয়না, পরন্তু চেষ্টাদ্বারাই তাহা ব্যক্ত করা হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে 'বিকৃত' বলেন।"

সাহিত্যদর্পণ বলেন—“বক্তব্যকালেঽপ্যবচো ব্রীড়য়া বিকৃতং মতম্ ॥৩।১২০॥—বক্তব্য-কালেও যে লজ্জাবশতঃ বাক্যহীনতা, তাহাকে ‘বিকৃত’ বলে।”

অলঙ্কারকৌস্তুভের অভিপ্রায়ও এই রূপই। “বক্তুং যোগ্যেঽপি সময়ে ন বক্তি ব্রীড়য়া তু যৎ। তদেব বিকৃতং বাচ্যম্ ॥৫।১০৭॥”

উজ্জ্বলনীলমণি হইতে জানা গেল—লজ্জাবশতঃ, মানবশতঃ এবং ঈর্ষ্যাদিবশতঃ ‘বিকৃত’ জন্মে। এ-স্থলে উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণগুলি উদ্ধৃত হইতেছে।

লজ্জাহেতুক বিকৃত

“নিশময্য মুকুন্দ মন্মুখাদ্ভবদভ্যর্থিতমত্র সুন্দরী।
ন গিরাভিননন্দ কিন্তু সা পুলকেনৈব কপোলশোভিনা ॥৭৭॥

—(শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে জাতানুরাগা শ্রীরাধা লজ্জাবশতঃ কাহারও নিকটে স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন না। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার প্রতি জাতানুরাগ হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নিকটে এক জন দূতীকে পাঠাইলেন। দূতীর নিকটেও শ্রীরাধা কিছু বলিলেন না ; কিন্তু দূতীর নিকটে শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় জানিয়া মুখে কিছু না বলিলেও শ্রীরাধার দেহে যে চেষ্টা প্রকাশ পাইল, তাহা দেখিয়াই দূতী তাঁহার সম্মতি বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন) হে মুকুন্দ! আমার মুখে তোমার অভ্যর্থিত (প্রার্থনা) শুনিয়া সেই সুন্দরী যদিও বাক্যদ্বারা কোনওরূপ অভিনন্দন জানাইলেন না, তথাপি তাঁহার গণ্ডদ্বয়ের শোভাবিস্তারক পুলকের দ্বারা অভিনন্দন জানাইয়াছেন।”

এ-স্থলে পুলকরূপ চেষ্টা দ্বারা স্বীয় বিবক্ষিতবিষয় প্রকাশ পাইয়াছে।

“ন পরপুরুষে দৃষ্টিক্ষেপো বরাক্ষি তবোচিত স্ত্বমসি কুলজা সাধ্বী বক্ত্রং প্রসীদ বিবর্ত্তয়।
ইতি পথি ময়া নর্ম্মণ্যুক্তে হরের্নববীক্ষণে সদয়মুদয়ৎ কার্পণ্যং মামবৈক্ষত রাধিকা ॥ ৭৮ ॥

—(সখীদের সহিত পথে চলিতে চলিতে পূর্ব্বরাগবতী শ্রীরাধা কিঞ্চিদ্দূরে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বিশাখা তাঁহার হৃদয় জানিতে পারিয়া নর্ম্ম-পরিহাস সহকারে শ্রীরাধাকে যাহা বলিয়াছিলেন এবং বিশাখার কথা শুনিয়া শ্রীরাধা যাহা করিয়াছিলেন, ললিতার নিকটে তাহা বর্ণন করিতে যাইয়া বিশাখা ললিতাকে বলিলেন—সখি ললিতে! আজি আমি শ্রীরাধাকে বলিয়াছিলাম) ‘হে বরাক্ষি! তুমি সংকুলজাতা, পরমা সাধ্বী ; পরপুরুষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা তোমার উচিত হয়না। আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া তুমি তোমার বদনকে প্রত্যাবর্ত্তন কর।’ শ্রীহরির প্রথম দর্শন-কালে পথিমধ্যে নর্ম্মবশতঃ আমি এই কথা বলিলে, যাহাতে আমার দয়ার উদ্রেক হইতে পারে—এইরূপ কাতর নয়নে শ্রীরাধা আমার প্রতিই দৃষ্টিপাত করিলেন (কাতর নয়নে দৃষ্টিপাতের ব্যঞ্জনা এই যে—একবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণদর্শনের আদেশ দাও, নচেৎ আমার পক্ষে জীবিত থাকাই সম্ভব হইবেনা)।”

এস্থলে মুখে কিছু না বলিলেও দৃষ্টিরূপ চেষ্টা দ্বারা শ্রীরাধা তাঁহার বক্তব্য বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন।

মানহেতুক বিকৃত

"ময়্যাসক্তবতি প্রসাধনবিধৌ বিস্মৃত্য চন্দ্রগ্রহং
তদ্বিজ্ঞপ্তিসমুৎসুকাপি বিজহৌ মৌনং ন সা মানিনী।
কিন্তু শ্যামলরত্নসম্পুটদলেনাবৃত্য কিঞ্চিন্মুখং
সত্যা স্মারয়তি স্ম বিস্মৃতমসৌ মামৌপরাগীং শ্রিয়ম্ ॥৭৮॥

—(এক সময়ে দ্বারকায় সত্যভামা মানবতী হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মানের উপশম ঘটাইবার জন্য এমনই ব্যস্ত হইয়াছিলেন যে, সেই দিন যে চন্দ্রগ্রহণ হওয়ার কথা, তাহাও তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। যখন চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হইল, তখনও তিনি গ্রহণ-বিষয়ে অনুসন্ধানহীন; কিন্তু সত্যভামা স্বীয় মান পরিত্যাগ না করিয়াই মুখে কিছু না বলিয়া চেষ্টাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে চন্দ্রগ্রহণের ব্যাপার জানাইয়াছিলেন। সত্যভামার এই অপূর্ব্ব চেষ্টার কথা শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে প্রকাশ করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন) সখে! চন্দ্রগ্রহণের কথা বিস্মৃত হইয়া আমি মানবতী সত্যভামার মান-প্রসাধনের ব্যাপারে আসক্ত (আবিষ্ট) হইয়া পড়িয়াছিলাম। চন্দ্রগ্রহণের কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্য সমুৎসুকা হইলেও সত্যভামা কিন্তু মৌন ত্যাগ করিলেন না (মুখে কিছু বলিলেন না); অথচ শ্যামবর্ণ রত্নসম্পুট-দলে স্বীয় মুখখানাকে কিঞ্চিৎ আবৃত করিয়া চন্দ্রগ্রহণের কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।"

এ-স্থলে সত্যভামার মুখই যেন চন্দ্র; আর শ্যামবর্ণ রত্ন-সম্পুট যেন রাহু। শ্যামল-রত্নসম্পুট-দলে স্বীয় মুখ কিঞ্চিৎ আবৃত করিয়া সত্যভামা জানাইলেন যে, রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিতেছে। ব্যঞ্জনা এই যে—এখানে আর তোমার থাকার প্রয়োজন নাই; শীঘ্র বাহির হইয়া যাইয়া গ্রহণ-সময়োচিত স্নান-দানাদি কর। মুখাচ্ছাদনরূপ চেষ্টা দ্বারা মানবতী সত্যভামা এই সমস্ত কথা জানাইলেন; অথচ মানবশতঃ মুখে কোনও কথা বলিলেন না।

ঈর্ষ্যাহেতুক বিকৃত

"বিতর তস্করি মে মুরলীং হৃতামিতি মদুদ্ধরজল্পবিবৃত্তয়া।
ভ্রূকুটিভঙ্গুরমর্কসুতাতটে সপদি রাধিকয়াহমুদীক্ষিতঃ॥ ৭৯॥

—(শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলকে বলিলেন—সখে! শ্রীরাধা যমুনার তটে পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমি বলিলাম) 'হে তস্করি! তুমি আমার মুরলী চুরি করিয়াছ, এক্ষণে তাহা ফিরাইয়া দাও।' আমার এই প্রগল্ভ বাক্য শুনিয়া শ্রীরাধা তৎক্ষণাৎ পরাবৃত্ত হইয়া (মুখ ফিরাইয়া) যমুনাতটে ভ্রূকুটিজনিত কুটিল নেত্রে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।"

এ-স্থলে ভ্রূকুটিদ্বারা যাহা প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—"তুমি আমাকে চোর বলিয়াছ। আচ্ছা, থাক। আর্য্যাকে বলিয়া তোমাকে আমি ইহার সমুচিত ফল দিব।" কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না; কেননা, তাঁহাকে চোর বলাতে শ্রীরাধার ঈর্ষ্যার বা ক্রোধের উদয় হইয়াছিল; ঈর্ষ্যাবশতঃ বা ক্রোধবশতঃ তিনি মুখে কিছু বলিলেন না।

দ্রষ্টব্য। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩৮-অনুচ্ছেদে যে মোট্টায়িতের লক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহার সহিত বিকৃত-নামক অলঙ্কারের ভেদ এই যে—মোট্টায়িতে প্রিয়সম্বন্ধি-কথাদির শ্রবণে চিত্তে অভিলাষের অভিব্যক্তি হয় এবং তাহা কোনওরূপ চেষ্টাদ্বারা হয়না, আপনা-আপনিই হইয়া থাকে। কিন্তু বিকৃতে কোনও অভিলাষ ব্যক্ত হয়না, ব্যক্ত হয় বিবক্ষিত (বক্তব্য) বিষয় ; তাহাও কথাদ্বারা নয়, চেষ্টা দ্বারা (লোচনরোচনী ও আনন্দচান্দ্রিকা টীকার তাৎপর্য্য)।

৪৩। অন্যান্য অলঙ্কার

পূর্ব্ববর্ত্তী ২২—৪২ অনুচ্ছেদ পর্য্যন্ত 'ভাব' হইতে আরম্ভ করিয়া 'বিকৃত' পর্য্যন্ত বিংশতি অলঙ্কারের কথা বলা হইয়াছে। ইহার পরে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী তাঁহার উজ্জ্বলনীলমণিতে বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের দেহেও যথোচিত ভাবে উল্লিখিত গাত্রজ অলঙ্কারগুলির উদ্ভব হইতে পারে।

তিনি আরও বলিয়াছেন—"অপর কোনও কোনও পণ্ডিত উল্লিখিত বিংশতি অলঙ্কারের অতিরিক্ত অন্যান্য অলঙ্কারের কথাও বলেন ; কিন্তু ভরতমুনির অসম্মত বলিয়া আমি সেই সমস্তের বিবরণ দিলামনা। কিন্তু কিঞ্চিৎ মাধুর্য্য-পোষক বলিয়া তন্মধ্যে 'মৌগ্ধ্য' ও 'চকিত'-এই দুইটী অলঙ্কার গৃহীত হইল।"*

ক। মৌগ্ধ্য

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—"জ্ঞাতস্যাপ্যজ্ঞবৎ পৃচ্ছা প্রিয়াগ্রে মৌগ্ধ্যমীরিতম্ ॥৭৯॥—প্রিয়ব্যক্তির নিকটে জ্ঞাতবস্তু-সম্বন্ধেও অজ্ঞের ন্যায় যে জিজ্ঞাসা, তাহাকে বলে মৌগ্ধ্য।"

সাহিত্যদর্পণ এবং অলঙ্কারকৌস্তুভের অভিপ্রায়ও এইরূপই।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত দৃষ্টান্ত. যথা,

"কাস্তা লতাঃ ক্ব বা সন্তি কেন বা কিল রোপিতাঃ।
কৃষ্ণ মৎকঙ্কণন্যস্তং যাসাং মুক্তাফলং ফলম্ ॥ মুক্তাচরিত ॥

—(সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন) হে কৃষ্ণ! আমার কঙ্কণস্থ মুক্তাফলের ন্যায় যাহাদের ফল দেখিতেছি, সে-সকল লতার নাম কি? উহারা কোন্ স্থানে আছে? কেই বা উহাদিগকে রোপণ করিয়াছেন?"

লতাগুলির নাম-আদি সত্যভামা জানেন ; তথাপি যেন জানেন না—এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রশ্ন করিতেছেন।

খ। চকিত

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—"প্রিয়াগ্রে চকিতং ভীতেরস্থানেঽপি ভয়ং মহৎ ॥৭৯॥
—প্রিয়তমের সম্মুখে ভয়ের অস্থানেও যে মহাভয়, তাহার নাম চকিত।"

---

* পূর্ব্ববর্ত্তী ২২-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, সাহিত্যদর্পণকার অষ্টাবিংশতি অলঙ্কারের কথা বলিয়াছেন।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত দৃষ্টান্ত, যথা,

"রক্ষ রক্ষ মুহুরেষ ভীষণো ধাবতি শ্রবণচম্পকং মম।
ইত্যুদীর্য্য মধুপাদ্বিশঙ্কিতা সস্বজে হরিণলোচনা হরিম্॥

—(কোনও প্রেমবতী নায়িকা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার মুখসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া একটী ভ্রমর পুনঃ পুনঃ তাঁহার মুখে পতিত হইতেছে। তখন সেই নায়িকা যেন অত্যন্ত ভীতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) 'রক্ষা কর, রক্ষা কর। এই ভয়ঙ্কর মধুকর আমার কর্ণস্থিত চম্পকের প্রতি বেগভরে মুহুর্মুহু ধাবিত হইতেছে।' একথা বলিয়াই মধুকর-ভয়ে ভীতা সেই হরিণনয়না শ্রীহরিকে আলিঙ্গন করিলেন।"

ভ্রমরের নিকটে চম্পক লোভনীয় নয়। কেননা, কথিত আছে, চম্পকপুষ্পের মধু ভ্রমরের উপর বিষক্রিয়া করে। সুতরাং ভ্রমরের পক্ষে চম্পকের প্রতি ধাবিত হওয়া অসম্ভব। এজন্য ইহা ভয়ের স্থান নহে। তথাপি ভীত হওয়াতেই এ-স্থলে 'চকিত' অলঙ্কার হইয়াছে।

এ-পর্য্যন্ত কান্তারতির বিশেষ অনুভাবের বিবরণ দেওয়া হইল।

৪৪। কান্তারতির বিশেষ উদ্ভাস্বর অনুভাব

পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।২০-অনুচ্ছেদে সাধারণ উদ্ভাস্বর অনুভাবের কথা বলা হইয়াছে। কান্তারতিতে কয়েকটী বিশেষ উদ্ভাস্বর অনুভাবের কথাও উজ্জ্বলনীলমণিতে বলা হইয়াছে।

"উদ্ভাসন্তে স্বধাম্নীতি প্রোক্তা উদ্ভাস্বরা বুধৈঃ॥
নীব্যুত্তরীয়ধম্মিল্লস্রংসনং গাত্রমোটনম্।
জৃম্ভা ঘ্রাণস্য ফুল্লত্বং নিশ্বাসাদ্যাশ্চ তে মতাঃ॥ উদ্ভাস্বর।৮০॥

—ভাববিশিষ্ট বা রতিবিশিষ্ট জনের দেহে যাহা বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায়, পণ্ডিতগণ তাহাকে 'উদ্ভাস্বর' বলেন। নীবি-স্খলন, উত্তরীয়-স্খলন, ধম্মিল্ল (চুলের খোঁপা)-স্খলন, গাত্রমোটন, জৃম্ভা (হাই তোলা), নাসিকার প্রফুল্লতা, নিশ্বাসত্যাগাদি (আদি শব্দে—বিলুণ্ঠিত, গীত, আক্রোশন, লোকানপেক্ষিতা, ঘূর্ণা ও হিক্কাদি। টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী) হইতেছে উদ্ভাস্বর অনুভাব।"

এ-স্থলে যে কয়টী উদ্ভাস্বর অনুভাবের কথা বলা হইল, তাহাদের মধ্যে নীবিস্খলন, উত্তরীয় স্খলন এবং ধম্মিল্ল-স্খলন—এই তিনটী ব্যতীত অন্যান্য উদ্ভাস্বর গুলি পূর্ব্বকথিত সাধারণ উদ্ভাস্বরের মধ্যেও কথিত হইয়াছে (৭।২০-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং নীবিস্খলনাদি তিনটীকেই কান্তারতিবিশিষ্টা নায়িকাদের বিশেষ উদ্ভাস্বর বলা যায়।

যাহা হউক, মূল শ্লোকে যে-সকল উদ্ভাস্বরের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে-সকল হইতেছে বাস্তবিক প্রিয়সঙ্গজনিত গতি-স্থান-আসনাদির এবং মুখ-নেত্রাদির তাৎকালিক বৈশিষ্ট্যমাত্র এবং এ-সমস্ত দ্বারা রতিমতী নায়িকার অন্তরস্থিত অভিলাষই প্রকটিত হইয়া থাকে। এজন্য এই সমস্ত

হইতেছে বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত 'বিলাস-নামক অলঙ্কার (৩৪-অনু)' এবং 'মোট্টায়িত-নামক অলঙ্কার (৩৮-অনু)"-এই দুইয়েরই প্রকাশ-বিশেষ ; বস্তুতঃ পৃথক্ নহে। তথাপি শোভাবিশেষের পোষক বলিয়া এ-স্থলে পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণি তাহাই বলেন।

যদ্যপ্যেতে বিশেষাঃ স্যুর্মোট্টায়িত-বিলাসয়োঃ।
শোভাবিশেষপোষিত্বাত্তথাপি পৃথগীরিতাঃ॥ উদ্ভাস্বর ।৮৫॥

ইহাতে বুঝা গেল, উল্লিখিত উদ্ভাস্বরগুলি 'অলঙ্কারের'ই বৈচিত্রীবিশেষ। বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায় বলিয়া উহাদিগকে 'উদ্ভাস্বর' বলা হইয়াছে।

৪৫। কান্তারতির বাচিক উদ্ভাস্বর

উজ্জ্বলনীলমণিতে কৃষ্ণরতিমতী নায়িকাদিগের দ্বাদশটী বাচিক উদ্ভাস্বরের কথাও বলা হইয়াছে।
"আলাপশ্চ বিলাপশ্চ সংলাপশ্চ প্রলাপকঃ। অনুলাপোঽপলাপশ্চ সন্দেশশ্চাতিদেশকঃ।
অপদেশোপদেশৌ চ নির্দ্দেশো ব্যপদেশকঃ। কীর্ত্তিতা বচনারম্ভাদ্ দ্বাদশামী মনীষিভিঃ॥ উদ্ভাস্বর ।৮৫॥
—আলাপ, বিলাপ, সংলাপ, প্রলাপ, অনুলাপ, উপলাপ, সন্দেশ, অতিদেশ, অপদেশ, উপদেশ, নির্দ্দেশ এবং ব্যপদেশ-এই বারটীকে মনীষিগণ বাচিক উদ্ভাস্বর বলিয়া থাকেন ; কেননা, বচন বা বাক্য হইতেই ইহাদের আরম্ভ হইয়া থাকে।"

উজ্জ্বলনীলমণি হইতে ক্রমশঃ উল্লিখিত আলাপাদির বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

ক। আলাপ

"চাটুপ্রিয়োক্তিরালাপঃ ।৮৫॥—চাটুসূচক প্রিয়োক্তির নাম আলাপ।"

উদাহরণ :—

'কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীতসম্মোহিতার্য্যচরিতান্নচলেত্ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥ শ্রীভা, ১০।২৯।৪০॥

—(ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন) হে অঙ্গ (আমাদের অতিপ্রিয় গোবিন্দ)! ত্রিভুবনে এমন কোন্ স্ত্রীলোক আছেন, তোমার বেণুর অমৃততুল্য মধুর ও অস্ফুট ধ্বনির শ্রবণে সম্মোহিত হইয়া আর্য্যপথ হইতে যিনি বিচলিত না হইবেন ? (বিশেষ আর কি বলিব ?) তোমার এই ত্রৈলোক্য-সৌভগ স্বরূপ (ত্রিভুবনবাসীর সৌন্দর্য্যসারস্বরূপ সর্ব্ববিলক্ষণ) রূপের দর্শনে গো, পক্ষী, বৃক্ষ এবং মৃগসকলও পুলকান্বিত হইয়াছে।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীদিগের চাটুসূচক প্রিয়বাক্য অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া 'আলাপ' হইল।

উল্লিখিত উদাহরণে নায়কের প্রতি নায়িকার চাটুপ্রিয়োক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। নায়িকার প্রতি নায়কের চাটুপ্রিয়োক্তিও যে রসাবহ হয়, নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

"কঠোরা ভব মৃদ্বী বা প্রাণাস্ত্বমসি রাধিকে।
অস্তি নান্যা চকোরস্য চন্দ্রলেখাং বিনা গতিঃ॥　বিদগ্ধমাধব ॥৫।৩১॥

—(শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিয়াছেন) হে রাধিকে! আমার প্রতি তুমি কঠোরাই হও, অথবা মৃদ্বীই হও, তুমিই কিন্তু আমার প্রাণ ; কেননা, চন্দ্রব্যতীত চকোরের আর অন্য গতি নাই।"

খ। বিলাপ

"বিলাপো দুঃখজং বচঃ ॥৮৫॥—দুঃখজনিত বাক্যের নাম বিলাপ।"

উদাহরণ :—

"পরং সৌখ্যং হি নৈরাশ্যং স্বৈরিণ্যপ্যাহ পিঙ্গলা।
তজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণে তথাপ্যাশা দুরত্যয়া॥　শ্রীভা, ১০।৪৭।৪॥

—(শ্রীকৃষ্ণের দূতরূপে উদ্ধব ব্রজে আসিলে তাঁহার সাক্ষাতে ব্রজদেবীগণের সনির্বেদ বাক্য ; যথা, শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমাদের মিলনের কোনও সম্ভাবনাই নাই ; অথচ মিলনের আশাই আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে ; অতএব সেই আশা পরিত্যাগ করিয়া নৈরাশ্য অবলম্বন করাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ) স্বৈরিণী (কামচারিণী) হইয়াও পিঙ্গলাও বলিয়াছে—নৈরাশ্যই পরম সুখ। যদিও আমরা তাহা জানি, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য আমাদের আশা অপরিহার্য্যা (তাৎপর্য্য এই যে, পিঙ্গলার শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী আশা ছিলনা ; তাহার আশা ছিল অন্যপুরুষের জন্য। তাহা ত্যাগ করা যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী আশা কিছুতেই পরিত্যাগ করা যায়না)।"

গ। সংলাপ

"উক্তিপ্রত্যুক্তিমদ্‌বাক্যং সংলাপ ইতি কীর্ত্ত্যতে ॥৮৬॥—উক্তি-প্রত্যুক্তিময় বাক্যকে সংলাপ বলে।"

উদাহরণ :—

'উত্তিষ্ঠারাত্তরৌ মে তরুণি মম তরোঃ শক্তিরারোহণে কা
সাক্ষাদাখ্যামি মুগ্ধে তরণিমিহ রবেরাখ্যয়া কা রতির্মে।
বার্ত্তেয়ং নৌপ্রসঙ্গে কথমপি ভবিতা নাবয়োঃ সঙ্গমার্থা
বার্ত্তাপীতি স্মিতাস্যং জিতগিরমজিতং রাধয়ারাধয়ামি॥

—পদ্যাবলী ॥২৬৯॥

—(নৌকা-বিহারের জন্য গোবর্দ্ধনের মানস-গঙ্গায় একখানা নৌকায় শ্রীকৃষ্ণ নাবিক সাজিয়া বসিয়াছেন। তিনি শ্রীরাধাকে নৌকায় আরোহণ করার জন্য আহ্বান করিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহাদের কয়েকটী উক্তি এবং প্রত্যুক্তি এই শ্লোকে ব্যক্ত করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিলেন) 'হে তরুণি! তুমি আমার এই নিকটস্থ তরিতে (নৌকায়—তরৌ) আরোহণ কর। ('তরি'-শব্দের অর্থ নৌকা ; আর, 'তরু'-শব্দের অর্থ বৃক্ষ। সপ্তমী বিভক্তির এক বচনে উভয় শব্দেরই রূপ হয় 'তরৌ'। শ্রীকৃষ্ণ

তরৌ—তরিতে'-শব্দে নৌকার কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু কৌতুকিনী শ্রীরাধা 'তরৌ'-শব্দটীকে 'তরু'-শব্দের সপ্তমীবিভক্তির রূপ ধরিয়া উত্তর দিলেন) 'তরুতে (তরৌ—বৃক্ষে) আরোহণ করার শক্তি আমার কোথায়?' (তখন শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিলেন) 'অয়ি মুগ্ধে! তরু নহে; স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছি—এই তরণিতে আরোহণ কর।' (তরণি-শব্দেরও দুইটী অর্থ হয়—নৌকা এবং সূর্য্য। নৌকা-অর্থেই শ্রীকৃষ্ণ 'তরণি' বলিয়াছেন। কিন্তু কৌতুকিনী শ্রীরাধা 'তরণি'-শব্দের' সূর্য্য—রবি'-অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিলেন) 'সূর্য্যে—রবিতে' আমার কি প্রীতি? (তখন শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিলেন) 'আমার এই কথা হইতেছে নৌ-প্রসঙ্গে।' ('নৌ-শব্দেরও দুইটী অর্থ হইতে পারে—নৌকা এবং আমাদের দুইজনের। নৌকা-অর্থেই শ্রীকৃষ্ণ 'নৌপ্রসঙ্গ'—নৌকার প্রসঙ্গ বলিয়াছেন; কিন্তু কৌতুকিনী শ্রীরাধা নৌ-শব্দের 'আবয়োঃ-আমাদের দুইজনের' অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিলেন) 'আমাদের দুইজনের সঙ্গমার্থ কোনও বার্ত্তা (কথা) তো ছিল না।' (কবি বলিতেছেন) শ্রীরাধার বাক্যভঙ্গীতে পরাজিত হইয়া অজিত শ্রীকৃষ্ণের বদনে হাস্য স্ফুরিত হইল। আমি এতাদৃশ হাসিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করি।"

ঘ। প্রলাপ

"ব্যর্থালাপঃ প্রলাপঃ স্যাৎ ॥৮৭॥—ব্যর্থ আলাপের নাম প্রলাপ।"

উদাহরণ :—

"করোতি নাদং মুরলী রলী রলী ব্রজাঙ্গনাহৃন্মথনং থনং থনম্।
ততো বিদূনা ভজতে জতে জতে হরে ভবন্তং ললিতা লিতা লিতা ॥৮৭॥

—(ললিতার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় প্রিয় ব্যবহার করিতেছেন দেখিয়া কোনও ব্রজদেবী অসহিষ্ণু এবং বিকারগ্রস্তা হইয়াই যেন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন) হে শ্রীকৃষ্ণ! বুঝিয়াছি; তোমার মুরলী 'রলী রলী' ব্রজাঙ্গনাগণের হৃদয়-মথন 'থন থন' শব্দ প্রকাশ করিতেছে। তাহাতেই ললিতা 'লিতা লিতা' ব্যথিতচিত্তে তোমারই ভজন "জন জন" করিতেছে।"

এ-স্থলে, "মুরলী" বলিতে যাইয়া যে "রলী রলী", "হৃন্মথন" বলিতে যাইয়া "থন থন", "ললিতা" বলিতে যাইয়া "লিতা লিতা" এবং "ভজতে" বলিতে যাইয়া "জতে জতে" বলা হইয়াছে, সেই "রলী রলী", "থন থন", "লিতা লিতা" এবং "জতে জতে" শব্দগুলি হইতেছে ব্যর্থ বা নিরর্থক শব্দ।

ঙ। অনুলাপ

"অনুলাপো মুহুর্ব্বচঃ ॥৮৭॥—একই বাক্যের পুনঃ পুনঃ কথনের নাম অনুলাপ।"

উদাহরণ :—

"নেত্রে নেত্রে নহি নহি পদ্মদ্বন্দং গুঞ্জা গুঞ্জা নহি নহি বন্ধূকালী।
বেণুর্বেণু র্নহি নহি ভৃঙ্গোদ্‌ঘোষঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণো নহি নহি তাপিঞ্ছোহয়ম্ ॥৮৮॥

—(বন্ধূক—বাঁধুলিও স্থলকমল-এই দুইয়ের সহিত মিলিত কোনও তমালবৃক্ষকে দেখিয়া হর্ষ ও ঔৎসুক্যভরে শ্রীরাধা ললিতাকে তাহা দেখাইয়া বলিতেছেন – ললিতে!) ঐ দুইটী কি নেত্র, নেত্র? না, না, ঐ দুইটী পদ্ম, পদ্ম। সখি! ও কি গুঞ্জা, গুঞ্জা? না, না; উহা বন্ধূকশ্রেণী। ও কি বেণু, বেণু? না, না; উহা ভ্রমরের গুঞ্জন। উনি কি কৃষ্ণ, কৃষ্ণ? না, না; উহা তো তমাল।"

এ-স্থলে "নেত্র, নেত্র", "গুঞ্জা গুঞ্জা", বেণু, বেণু", "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" এবং "নহি নহি" প্রভৃতিতে একই কথার বারম্বার উল্লেখ হওয়াতে অনুলাপ হইয়াছে।

চ। অপলাপ

"অপলাপস্তু পূর্ব্বোক্তস্যান্যথা যোজনং ভবেৎ ॥৮৮॥—নিজের কথিত পূর্ব্ববাক্যের অন্যথা যোজনার (অন্য রকম অর্থকরণের) নাম অপলাপ।"

উদাহরণ :—

"ফুল্লোজ্জ্বল-বনমালং কাময়তে কা ন মাধবং প্রমদা।
হরয়ে স্পৃহয়সি রাধে নহি নহি বৈরিণি বসন্তায় ॥৮৮॥

—(কলহান্তরিতা শ্রীরাধা বিশাখার সহিত নির্জনে আছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য অত্যুৎকণ্ঠাশতঃ বলিয়া ফেলিলেন—সখি!) ফুল্ল-উজ্জ্বল-বনমালা-শোভিত মাধবকে কোন্ প্রমদা না বাঞ্ছা করেন? (অকস্মাৎ ললিতা সে-স্থলে উপনীত হইলেন এবং শ্রীরাধার কথা শুনিয়া বলিলেন) রাধে! তুমি কি তবে হরিকে (কৃষ্ণকে) বাঞ্ছা করিতেছ? (তখন শ্রীরাধা নিজের উক্ত 'মাধব'-শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়া বলিলেন) অহে বৈরিণি! না, না; কৃষ্ণকে নয়, কৃষ্ণকে নয়। আমি বসন্তের কথাই বলিয়াছি।"

মাধব-শব্দের-অর্থ—কৃষ্ণও হয়, মধুঋতু বসন্তও হয়। প্রথমে শ্রীরাধা যখন "মাধব" বলিয়াছিলেন, তখন বাস্তবিক "কৃষ্ণ"ই ছিল তাঁহার অভিপ্রেত। ললিতার কথায় স্বীয় মনোভাব গোপন করার নিমিত্ত তিনি পূর্ব্বকথিত "মাধব"-শব্দের "বসন্ত" অর্থ করিয়া বলিলেন।

ফুল্লোজ্জ্বল-বনমাল-শব্দের অর্থ-কৃষ্ণপক্ষে "ফুল্ল এবং উজ্জ্বল বনমালা-শোভিত". আর বসন্ত-পক্ষে "ফুল্ল এবং উজ্জ্বল বনশ্রেণী-শোভিত।"

ছ। সন্দেশ

"সন্দেশস্তু প্রোষিতস্য স্ববার্ত্তাপ্রেষণং ভবেৎ ॥৮৮॥—প্রবাসগত কান্তের নিকটে স্বীয় বার্ত্তাপ্রেরণকে 'সন্দেশ' বলে।

উদাহরণ :—

"ব্যাহর মথুরানাথে মম সন্দেশ-প্রহেলিকাং পান্থ।
বিকলা কৃতা কুহূভির্ভতে চন্দ্রাবলী ক লয়ম্ ॥ ৮৯॥

—(শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায়, তখন মথুরায় গন্তুকাম কোনও পথিককে চন্দ্রাবলীনাম্নী গোপীর সখী পদ্মা

বলিলেন) ওহে পথিক ! তুমি মথুরানাথের নিকটে আমার এই সন্দেশ-প্রহেলিকাটী বলিও— 'কুহূসমূহদ্বারা (অমাবস্যাদ্বারা, পক্ষে কোকিলের কুহূধ্বনিসমূহদ্বারা) চন্দ্রাবলী (চন্দ্রসমূহ, পক্ষে চন্দ্রাবলীনাম্নী-গোপী) বিকলা হইতে হইতে (কলাহীন হইতে হইতে, পক্ষে বিহ্বলা হইতে হইতে) কোথায় লয় প্রাপ্ত হয় ?"

পদ্মাকর্তৃক প্রেরিত সংবাদকে প্রহেলিকা বলা হইয়াছে। যাহার একাধিক অর্থ হয় এবং যাহাতে যথাশ্রুত অর্থের আবরণে অভিপ্রেত অর্থটী প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, এতাদৃশ বাক্যকে প্রহেলিকা (বা হেয়ালী) বলে। এ-স্থলে পদ্মাকথিত সংবাদটীর মধ্যে কয়েকটী শব্দের প্রত্যেকটীর দুইটী করিয়া অর্থ হয় ; যথা—'কুহূ'-শব্দে 'অমাবস্যাও' হয় এবং 'কোকিলের কুহূরবও' হয়। 'চন্দ্রাবলী'-শব্দের অর্থ 'চন্দ্রসমূহও' হয় এবং 'চন্দ্রাবলীনাম্নী গোপীও' হয়। 'বিকলা'-শব্দের অর্থ 'কলাহীন, চন্দ্রের কলাহীনও' হয় এবং 'বিহ্বলাও' হয়। আর 'লয় প্রাপ্তি'-বলিতে 'লীন হওয়াও' বুঝায়, 'মৃত্যুও' বুঝায়।

যথাশ্রুত অর্থে, 'কুহূ'-শব্দে অমাবস্যা বা অমাপক্ষ বা কৃষ্ণপক্ষকে বুঝায়। কৃষ্ণপক্ষে প্রতিদিন চন্দ্রের কলা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে, অর্থাৎ 'বিকল—বিগতকল' হইতে, থাকে। এইরূপে সংবাদটীর যথাশ্রুত বাহিরের অর্থ হইবে—"কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রের কলাসমূহ যখন প্রতিদিন ক্ষয় হইতে থাকে, তখন শেষকালে চন্দ্র কোথায় লীন হইবে ?" ইহা হইতেছে একটী প্রশ্ন।

এই যথাশ্রুত অর্থের আবরণে প্রচ্ছন্ন অভিপ্রেত অর্থটী হইবে—"কোকিলের কুহূরবে চন্দ্রাবলী নাম্নী গোপী দিনের পর দিন বিহ্বলা হইতেছেন ; তিনি কোথায় মরিবেন ?" ইহাও প্রশ্ন।

ভঙ্গিক্রমে পদ্মা শ্রীকৃষ্ণকে জানাইলেন—"হে কৃষ্ণ ! তোমার বিরহে চন্দ্রাবলী অধীরা হইয়াছেন। যখনই কোকিলের কুহূধ্বনি শুনেন, তখনই তিনি বিহ্বল হইয়া পড়েন। তুমিও ব্রজে আসিতেছ না। এই অবস্থায় শেষকালে চন্দ্রাবলীর কি গতি হইবে ?

জ। **অতিদেশ**

"সোঽতিদেশস্তদুক্তানি মদুক্তানীতি যদ্বচঃ ॥৮৯॥-তাঁহার উক্তিই আমার উক্তি, এইরূপ বাক্যকে 'অতিদেশ' বলে।"

উদাহরণঃ—

"বৃথা কৃথাস্ত্বং বিচিকিৎসিতানি মা গোকুলাধীশ্বরনন্দনাত্র।
গান্ধর্ব্বিকায়া গিরমন্তরস্থাং বীণেব গীতিং ললিতা ব্যনক্তি ॥৯০॥

—(শ্রীরাধা মানবতী হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রসন্নতা বিধানের জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু শ্রীরাধা মান ত্যাগ করিলেন না। ইহা দেখিয়া ললিতা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—'কৃষ্ণ ! কেন এ-স্থলে শ্রীরাধার নিকটে অনুনয়-বিনয় প্রকাশ করিতেছ ? এখান হইতে চলিয়া যাও।' কিন্তু ললিতার এইরূপ পরুষ-বচন সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার মুখোদ্‌গীর্ণ বাক্যের অপেক্ষায় সে-স্থলে দণ্ডায়মান রহিলেন।

এইসময়ে বৃন্দা বলিলেন)-"অহে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ! এই ললিতার বাক্যে তুমি বৃথাই সংশয় করিতেছ। কেননা, শ্রীরাধার অন্তরের বাক্যই ললিতা বীণার ন্যায় বাহিরে প্রকাশ করিয়াছেন।"

এ-স্থলে ললিতা যাহা বলিয়াছেন, তাহাই শ্রীরাধার অন্তরের কথা হওয়াতে 'অতিদেশ' হইয়াছে।

ঋ। অপদেশ

"অন্যার্থকথনং যত্তু সোঽপদেশ ইতীরিতঃ ॥৯১॥—বক্তব্যবিষয়ের অন্যপ্রকার অর্থকল্পনাকে 'অপদেশ' বলে।" উদাহরণঃ—

"ধত্তে বিক্ষতমুজ্জ্বলং পৃথুফলদ্বন্দ্বং নবা দাড়িমী
ভৃঙ্গেণ ব্রণিতং মধূনি পিবতা তাম্রঞ্চ পুষ্পদ্বয়ম্।
ইত্যাকর্ণ্য সখীগিরং গুরুজনালোকে কিল শ্যামলা
চৈলেন স্তনয়োর্যুগং ব্যবদধে দন্তচ্ছদৌ পাণিনা ॥৯২॥

—(শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার-কালে শ্যামলার অধরে দন্তক্ষত এবং বক্ষোজদ্বয়ে নখক্ষত জন্মিয়াছে। কিন্তু বিলাসের আবেশে এ-বিষয়ে অনবহিত হইয়া শ্যামলা গুরুজন-সম্মুখে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতেছেন। ইহা দেখিয়া, অধর ও স্তনের অবস্থার কথা কৌশলে তাঁহাকে জানাইবার জন্য তাঁহার কোনও সখী শ্যামলাকে যাহা বলিয়াছিলেন এবং সখীর কথা শুনিয়া সাবধান হইয়া শ্যামলা যাহা করিষাছিলেন, তাহাই নান্দীমুখী পৌর্ণমাসীর নিকটে বলিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন—শ্যামলার সখী শ্যামলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন) 'এই নবীনা দাড়িমী শুকচঞ্চুদ্বারা বিক্ষত উজ্জ্বল এবং স্থূল দুইটী ফল ধারণ করিতেছে ; আবার মধুপানরত ভ্রমরের দ্বারা ব্রণিত (ক্ষতচিহ্নে চিহ্নিত) রক্তবর্ণ দুইটী পুষ্পও ধারণ করিতেছে।' সখীর এই কথা শুনিয়া গুরুজনসমক্ষে শ্যামলা বস্ত্রাঞ্চলের দ্বারা স্তনযুগলকে এবং হস্তদ্বারা ওষ্ঠদ্বয়কে আবৃত করিলেন।"

এ-স্থলে 'নখক্ষতবিশিষ্ট স্তনদ্বয়কে' শুকদষ্ট দাড়িম্ব-ফলরূপে এবং 'দন্তক্ষতযুক্ত ওষ্ঠদ্বয়কে' ভ্রমর-কৃতক্ষতচিহ্নে চিহ্নিত পুষ্পদ্বয়রূপে কথিত হওয়ায়—অর্থাৎ অন্যথারূপে অর্থ কল্পিত হওয়ায়,—অপদেশ হইয়াছে।

ঞ। উপদেশ

"যত্তু শিক্ষার্থবচনমুপদেশঃ স উচ্যতে ॥৯৩॥-যে বাক্য শিক্ষার নিমিত্ত কথিত হয়, তাহাকে 'উপদেশ' বলে।" উদাহরণঃ—

"মুগ্ধে যৌবনলক্ষ্মী র্বিদ্যুদ্বিভ্রমলোলা ত্রৈলোক্যাদ্ভুতরূপো গোবিন্দোঽতিদুরাপঃ।
তদ্বৃন্দাবনকুঞ্জে গুঞ্জদ্ভৃঙ্গসনাথে শ্রীনাথেন সমেতা স্বচ্ছন্দং কুরু কেলিম্॥

—(শ্রীরাধা মানিনী হইয়াছেন। তাঁহার মান পরিত্যাগ করাইয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত

করাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহার কোনও সখী শ্রীরাধাকে উপদেশ করিয়া বলিলেন) হে মুগ্ধে ! যৌবন-সম্পদ্ বিদ্যুদ্‌বিভ্রমের ন্যায় অতি চঞ্চল। ত্রিলোকীমধ্যে অদ্ভুতরূপশালী গোবিন্দও অতি দুর্ল্লভ। অতএব মধুকর-গুঞ্জিত বৃন্দাবন-কুঞ্জে শ্রীনাথের সহিত মিলিত হইয়া স্বচ্ছন্দে কেলি কর।”

ট। নির্দ্দেশ

“নির্দ্দেশস্তু ভবেৎ সোঽয়মহমিত্যাদিভাষণম্ ॥৯৩॥—সেই এই আমি-ইত্যাদিরূপ ভাষণকে ‘নির্দ্দেশ’ বলে।” উদাহরণ :—

“সেয়ং মে ভগিনী রাধা ললিতেয়ঞ্চ মে সখী।
বিশাখেয়মহং কৃষ্ণ তিস্রঃ পুষ্পার্থমাগতাঃ ॥৯৩॥

—(কুসুমচয়নের জন্য সখীদের সহিত শ্রীরাধা বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলে তাঁহাদিগকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তোমরা কে ? কিজন্য এখানে আসিয়াছ ?’ তখন বিশাখা বলিলেন) হে কৃষ্ণ ! ইনি আমার ভগিনী সেই শ্রীরাধা। ইনি আমার সখী ললিতা। আর এই আমি বিশাখা। আমরা এই তিনজন পুষ্পচয়নের জন্য এখানে আসিয়াছি।”

ঠ। ব্যপদেশ

“ব্যাজেনাত্মাভিলাষোক্তি র্ব্যপদেশ ইতীর্য্যতে ॥৯৩॥—ছলক্রমে নিজের অভিলাষ প্রকাশ করাকে ‘ব্যপদেশ’ বলে।” উদাহরণ :—

“বিলসন্নবকস্তবকা কাম্যবনে পশ্য মালতী মিলতি।
কথমিব চুম্বসি তুম্বীমথবা ভ্রমরোঽসি কিং ক্রমঃ ॥৯৩॥

—(মালতীনাম্নী কোনও গোপীর সখী বিপক্ষ-গোপী-রতিলালস শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের অগ্রভাগে একটী ভ্রমরকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন) অহে মধুপ ! ঐ দেখ, কাম্যবনে নবস্তবক-ভূষিতা মালতী কেমন শোভা পাইতেছে। তুমি কিপ্রকারে তুম্বীকে চুম্বন করিতেছ ? অথবা, তুমি তো ভ্রমর, তোমাকে আর কি-ই বা বলিব ? তোমার স্বভাবই তো এইরূপ।”

এ-স্থলে মালতীলতার ছলে মালতীনাম্নী গোপীর অভিলাষ ব্যক্ত করা হইয়াছে।

“আলাপ” হইতে আরম্ভ করিয়া “ব্যপদেশ” পর্য্যন্ত দ্বাদশটী বাচিক অনুভাবের (উদ্ভাস্বর অনুভাবের) কথা বলিয়া উজ্জ্বলনীলমণি সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন,

‘অনুভাবা ভবন্ত্যেতে রসে সর্ব্বত্র বাচিকাঃ।
মাধুর্য্যাধিক্যপোষিত্বাদিহৈব পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥

—উল্লিখিত বাচিক অনুভাবসকল (শান্ত-প্রীত-প্রভৃতি) সকল রসেই সম্ভবপর হইয়া থাকে ; কিন্তু মধুর-রসে অধিক মাধুর্য্য-পোষক বলিয়া এ-স্থলেই (মধুর-রসের প্রসঙ্গেই) কীর্ত্তিত হইল।”

চতুর্থ অধ্যায়

সাত্ত্বিক ভাব

৪৬। সত্ত্ব ও সাত্ত্বিক ভাব

সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন ভাবকেই সাত্ত্বক ভাব বলে। কিন্তু এই সত্ত্ব মায়িক সত্ত্ব নহে। এ-স্থলে সত্ত্ব হইতেছে একটী পারিভাষিক শব্দ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ।
ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবাস্তে তু সাত্ত্বিকাঃ॥২৩।১-২॥

—সাক্ষাদ্ভাবে, বা কিঞ্চিৎ ব্যবহিত ভাবেও, কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবসমূহদ্বারা চিত্ত যখন আক্রান্ত হয়, তখন সেই চিত্তকে 'সত্ত্ব' বলা হয়। এই 'সত্ত্ব' হইতে উদ্ভূত ভাবসমূহকে 'সাত্ত্বিক ভাব' বলে।"

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-এই পাঁচটী হইতেছে মুখ্যা রতি। এই পাঁচটী মুখ্যা রতির কোনও একটী দ্বারা যখন চিত্ত আক্রান্ত হয়, তখন বলা হয়—চিত্ত সাক্ষাদ্ভাবে কৃষ্ণরতিদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে।

আর, হাস্য, বিস্ময় (অদ্ভুত), উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় এবং জুগুপ্সা (নিন্দা)-এই সাতটীকে বলা হয় গৌণী রতি। এই সাতটী গৌণী রতির কোনও একটী দ্বারা যখন চিত্ত আক্রান্ত হয়, তখন বলা হয়—চিত্ত ব্যবহিত ভাবে কৃষ্ণরতিদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে।

এইরূপে, সাক্ষাদ্ভাবেই হউক, কি ব্যবহিত ভাবেই হউক, যে কোনও প্রকারে কৃষ্ণরতিদ্বারা (অর্থাৎ পাঁচটী মুখ্যা রতি এবং সাতটী গৌণী রতি—এই দ্বাদশ রতির মধ্যে যে কোনও রকমের কৃষ্ণরতি দ্বারা) চিত্ত আক্রান্ত হইলেই চিত্তকে 'সত্ত্ব' বলা হয় (পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।১৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

এতাদৃশ সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন ভাব (অনুভাব)-সমূহকে বলে সাত্ত্বিক ভাব।

সাত্ত্বিক ভাব আটটী। যথা, স্তম্ভ, স্বেদ (ঘর্ম্ম), রোমাঞ্চ (পুলক), স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়।

৪৭। সাত্ত্বিক ভাবের ভেদ

সাত্ত্বিক ভাব তিন রকমের—স্নিগ্ধ, দিগ্ধ ও রুক্ষ। "স্নিগ্ধা দিগ্ধাস্তথা রুক্ষা ইত্যমী ত্রিবিধা মতাঃ॥ ভ, র. সি, ২।৩।২॥"

ক্রমশঃ ইহাদের পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

ক। স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক

স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক আবার দুই রকমের—মুখ্য এবং গৌণ।

মুখ্য স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক

মুখ্যারতি (অর্থাৎ শান্ত-দাস্যাদি পঞ্চবিধা রতির কোনও এক রতির) দ্বারা আক্রান্ত চিত্ত হইতে উদ্ভূত সাত্ত্বিক ভাবসমূহকে 'মুখ্য স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক' বলে।

এতাদৃশ স্থলেই (অর্থাৎ মুখ্যা রতির দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলেই) সাক্ষাদ্‌ভাবে কৃষ্ণসম্বন্ধ হইয়াছে বলা হয়।

আক্রমান্মুখ্যয়া রত্যা মুখ্যাঃ স্যুঃ সাত্ত্বিকা অমী।
বিজ্ঞেয়ঃ কৃষ্ণসম্বন্ধঃ সাক্ষাদেবাত্র সূরিভিঃ॥　ভ, র, সি, ২।৩।৩॥

উদাহরণ :—

কুন্দৈর্মুকুন্দায় মুদা সৃজন্তী স্রজং বরাং কুন্দবিড়ম্বিদন্তী।
বভূব গান্ধর্ব্বরসেন বেণোর্গান্ধর্ব্বিকা স্পন্দনশূন্যগাত্রী॥

—কুন্দবিনিন্দিত-দন্তী শ্রীরাধা, মুকুন্দের নিমিত্ত কুন্দকুসুমের মালা রচনা করিতেছিলেন ; এমন সময়ে বেণুর মধুরধ্বনি শ্রবণ করিয়া তিনি নিস্পন্দাঙ্গী হইয়া রহিলেন।"

এ-স্থলে মধুরা রতি (ইহা একটী মুখ্যারতি) দ্বারা শ্রীরাধিকার চিত্ত আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার চিত্ত সত্ত্বতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেই সত্ত্ব হইতে উদ্ভূত 'স্তম্ভ'-নামক সাত্ত্বিক ভাবের উদয়ে তিনি নিস্পন্দাঙ্গী হইয়া রহিলেন। ইহা হইতেছে মুখ্য স্নিগ্ধ সাত্ত্বিকের উদাহরণ। স্বেদাদি অন্য সাত্ত্বিক ভাবেও এইরূপই জানিতে হইবে। "মুখ্যঃ স্তম্ভোঽয়মিত্থং তে জ্ঞেয়াঃ স্বেদাদয়োঽপি চ॥ ভ, র, সি, । ২।৩।৩॥"

গৌণ স্নিগ্ধসাত্ত্বিক

গৌণী রতিদ্বারা (অর্থাৎ হাস্য-বিস্ময়াদি সপ্তবিধা রতির কোনও রতির দ্বারা) চিত্ত আক্রান্ত হইলে যে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়, তাহাকে বলে 'গৌণ স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক।' এ-রূপ স্থলেই শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধকে কিঞ্চিদ্‌ব্যবহিত সম্বন্ধ বলা হয়।

রত্যাক্রমণতঃ প্রোক্তা গৌণাস্তে গৌণভূতয়া।
অত্র কৃষ্ণস্য সম্বন্ধঃ স্যাৎ কিঞ্চিদ্‌ব্যবধানতঃ॥　ভ, র, সি, ২।৩।৩॥

উদাহরণ :—

"স্ববিলোচনচাতকাম্বুদে পুরি নীতে পুরুষোত্তমে পুরা।
অতিতাম্রমুখী সগদ্‌গদং নৃপমাক্রোশতি গোকুলেশ্বরী॥　ভ, র, সি, ২।৩।৩॥

—স্বীয় লোচন-চাতকের পক্ষে মেঘস্বরূপ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে মথুরাপুরীতে নীত হইলে, পশ্চাৎ গোকুলেশ্বরী যশোদা ক্রোধে তাম্রমুখী হইয়া গদ্‌গদ্‌বচনে ব্রজনৃপতিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।"

এ-স্থলে 'অতিতাম্রমুখী'-শব্দে বৈবর্ণ্য এবং 'সগদ্গদং'-শব্দে স্বরভঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছে। বৈবর্ণ্য ও স্বরভঙ্গ হইতেছে দুইটী সাত্ত্বিক ভাব। গৌণী রতি ক্রোধের উদয়ে এই দুইটী সাত্ত্বিক ভাব উদ্ভূত হওয়ায় এ-স্থলে 'গৌণ স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক' হইল।

খ। দিগ্ধ সাত্ত্বিক

"রতিদ্বয়বিনাভূতৈর্ভাবৈর্মনস আক্রমাৎ।
জনে জাতরতৌ দিগ্ধাস্তে চেদ্রত্যনুগামিনঃ॥ ভ, র, সি, ২।৩।৪॥

—মুখ্যা ও গৌণী রতি ব্যতিরেকে জাতরতি জনে ভাবের দ্বারা মন আক্রান্ত হইলে যদি ঐ ভাব রতির অনুগামী হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'দিগ্ধ' বলে।"

উদাহরণ :—

"পূতনামিহ নিশম্য নিশায়াং সা নিশান্তলুঠদুদ্ভটগাত্রীম্।
কম্পিতাঙ্গলতিকা ব্রজরাজ্ঞী পুত্রমাকুলমতির্বিচিনোতি॥ ঐ।৫।

—একদা রজনীশেষে স্বপ্নাবেশে ভূমিতে লুণ্ঠায়মানা উদ্ভটগাত্রী পূতনাকে দেখিয়া ব্রজেশ্বরী যশোদা কম্পিতাঙ্গী ও ব্যাকুলচিত্তা হইয়া স্বীয় পুত্রের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।"

এ-স্থলে ব্রজেশ্বরী যশোদা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে জাতরতি, অনাদিসিদ্ধ-বাৎসল্য-রতি-বিশিষ্টা। কিন্তু তিনি নিদ্রিতা ছিলেন বলিয়া প্রথমে তাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বের স্ফূর্ত্তি ছিলনা—সুতরাং স্বীয় পুত্র-শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহার বাৎসল্যরতিও তখন উদ্বুদ্ধ ছিলনা। স্বপ্নে পূতনার দর্শনে যে ভয়ের উদয় হইয়াছিল, তাহাও প্রথমে ছিল তাঁহার স্ববিষয়ক ভয়, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক নহে; কেননা, প্রথমে নিদ্রাবেশে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি তাঁহার ছিলনা। এইরূপে দেখা গেল—মুখ্যা রতি বাৎসল্য এবং গৌণী রতি ভয়-এই রতিদ্বয় ব্যতিরেকেই তিনি 'কম্পিতাঙ্গী' হইয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার দেহে 'কম্প'-নামক সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়াছে। "পূতনামিতি স্বাপ্নিকং চরিতং লক্ষ্যতে নিশান্তে তস্যা লোঠনা শ্রুতেঃ। অতএব নিদ্রামোহেন পুত্রস্য প্রথমং তত্রাস্তিত্বাস্ফূর্ত্তেঃ স্ববিষয়মেব ভয়ং জাতম্॥ লোচনরোচনী টীকা॥" ব্রজেশ্বরীর দেহে যে কম্পের উদয় হইয়াছিল, তাহাও পূর্ব্বে ভয়ানক-দর্শন হইতে জাত, তাঁহার কৃষ্ণরতি হইতে জাত নহে। "কম্প ইতি পূর্ব্বন্তু কেবল-ভয়ানক-দর্শনাজ্জাতোঽয়ং ন তু 'স্ববিলোচনে'-ত্যাদৌ বৈবর্ণ্যাদিরিব রতিমূল ইতি ভাবঃ॥ লোচনরোচনী টীকা॥" কিন্তু প্রথমে নিদ্রাবেশ-বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি না থাকিলেও—সুতরাং স্ববিষয়ক ভয় এবং কম্প উদিত হইলেও, পূতনার দর্শনে বাৎসল্যরতিমতী যশোদার স্বীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণবিষয়েও পূতনা হইতে ভয় হইল এবং সেই ভয়ে তখন তাঁহার দেহে যে কম্পের উদয় হইয়াছিল, সেই কম্প হইতেছে তাঁহার বাৎসল্যরতির অনুগামী, বাৎসল্যরতি উদ্বুদ্ধ হওয়াতেই পূতনা হইতে শ্রীকৃষ্ণের ভয় আশঙ্কা করিয়া কম্পিতগাত্রে তিনি শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। রতির অনুগামী বলিয়া এ-স্থলে কম্প হইতেছে 'দিগ্ধ সাত্ত্বিক

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—"কম্পো রত্যনুগামিত্বাদসৌ দিগ্ধ ইতীর্য্যতে ॥২।৩।৬॥" টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—"পুত্রং বিচিনোতীতি রত্যনুগামিত্বম্ ॥"

গ। **রুক্ষ সাত্ত্বিক**

"মধুরাশ্চর্য্য-তদ্বার্ত্তোৎপন্নৈর্মুদ্বিস্ময়াদিভিঃ।
জাতা ভক্তোপমে রুক্ষা রতিশূন্যে জনে কচিৎ॥ ভ, র, সি, ২।৩।৭॥

—মধুর ও আশ্চর্য্য ভগবৎ-কথা-শ্রবণের ফলে কখনও যদি ভক্তসদৃশ অথচ রতিশূন্য জনে ভাবের উদয় হয়, তাহা হইলে ঐ ভাবকে 'রুক্ষ সাত্ত্বিক' বলা হয়।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"জাতা ইতি ভক্তোঽত্র জাতরতিঃ, প্রকরণাৎ।—প্রকরণ হইতে জানা যায়, এ-স্থলে (ভক্তোপম-শব্দের অন্তর্গত) 'ভক্ত'-শব্দে 'জাতরতি ভক্ত'ই বুঝাইতেছে।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"সিদ্ধভক্তোপমে জনে—সিদ্ধভক্ততুল্য জনে।" ইহাতে বুঝা যায়, যাঁহার দেহে "রুক্ষ সাত্ত্বিক" উদিত হয়, তিনি নিজে "সিদ্ধভক্তও" নহেন. "জাতরতি" ভক্তও নহেন; তাঁহার মধ্যে "কৃষ্ণরতি" নাই; শ্লোকস্থ "রতিশূন্যে"-শব্দ হইতেই তাহা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। তিনি জাতরতি বা সিদ্ধ ভক্তের সদৃশমাত্র। কিন্তু তিনি যদি কৃষ্ণরতি-শূন্যই হয়েন, তাঁহার চিত্ত সত্ত্বতা প্রাপ্ত হইতে পারেনা; সুতরাং তাঁহার দেহে বাস্তব সাত্ত্বিক ভাবেরও উদয় হইতে পারে না। তথাপি এ-স্থলে সাত্ত্বিক ভাবের উদয়ের কথা বলা হইল কেন? শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকায় ইহার উত্তর পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। তিনি লিখিয়াছেন—"সিদ্ধভক্তোপমে জনে বিস্ময়াদিভির্জাতাঃ সাত্ত্বিকা রুক্ষাঃ সাত্ত্বিকাস্তু তদ্ভূতা রুক্ষাঃ স্যুঃ কর্বুরাভিধাঃ॥" তাৎপর্য্য এই যে—এতাদৃশ ভক্তোপম অথচ রতিশূন্য জনে যে সাত্ত্বিকভাব (পুলকাদি) কখনও কখনও দৃষ্ট হয়, তাহা সত্ত্ব (কৃষ্ণরতিদ্বারা আক্রান্ত চিত্ত) হইতে উদ্ভূত নহে, কৃষ্ণকথাশ্রবণের ফলে যে আনন্দ-বিস্ময়াদি জন্মে, সেই আনন্দ-বিস্ময়াদি হইতেই তাহার উদ্ভব। এজন্য এই সাত্ত্বিক ভাবকে "রুক্ষ-সাত্ত্বিক" বলে—কর্বুরের ন্যায় রুক্ষ বলিয়া 'কর্বুরাভিধ সাত্ত্বিক' বলা হয়। "কর্বুর"-শব্দের অর্থ—ধুস্তুর ফল (শব্দকল্পদ্রুম)।

উদাহরণ ঃ—

"ভোগৈকসাধনজুষা রতিগন্ধশূন্যং স্বং চেষ্টয়া হৃদয়মত্র বিবৃণ্বতোঽপি।
উল্লাসিনঃ সপদি মাধবকেলিগীতৈ স্তস্যাঙ্গমুৎপুলকিতং মধুরৈস্তদাসীৎ॥ ঐ ২।৩।৭॥

—যে ব্যক্তি কেবল-ভোগসাধন-তৎপরা চেষ্টাদ্বারা স্বীয় রতিশূন্য হৃদয়কে আবৃত করিয়া রাখেন, তিনিও যদি মধুর-মাধবলীলাগীত শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি উল্লাস প্রাপ্ত হয়েন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার দেহ উৎপুলকিত হইয়া পড়ে।"

এ-স্থলে "উৎপুলকিতম্ অঙ্গম্"-বাক্যে যে রোমাঞ্চ (রোমাঞ্চ একটী সাত্ত্বিকভাব) কথিত

হইল, ইহা হইতেছে 'রুক্ষ সাত্ত্বিক।' কেননা, ইহার মূলে কৃষ্ণরতি নাই ; "রতিগন্ধশূন্যং"-শব্দেই তাহা বলা হইয়াছে।

রুক্ষ সাত্ত্বিককে বস্তুতঃ "সাত্ত্বিক" বলাও যায়না ; কেননা, রতিগন্ধশূন্য চিত্ত বলিয়া "সত্ত্ব" হইতে ইহার উদ্ভব নহে। বাহ্যিক আকারে সাত্ত্বিকের সদৃশ বলিয়া ইহাকে "সাত্ত্বিকাভাস"ই বলা যায়।

৪৮। সাত্ত্বিকভাবসমূহের উদ্ভবের প্রকার

সাত্ত্বিক ভাবসমূহের মূল হেতু হইতেছে, কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবসমূহের দ্বারা চিত্তের আক্রমণ ; সেই আক্রমণে চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু এই চিত্তবিক্ষোভ কি প্রকারে বাহিরে ভক্তের দেহে দৃশ্যমান্ স্তম্ভাদিরূপে আত্মপ্রকট করে, তৎসম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"চিত্তং সত্ত্বীভবৎ প্রাণে ন্যস্যত্যাত্মানমুদ্ভটম্। প্রাণস্তু বিক্রিয়াং গচ্ছন্ দেহং বিক্ষোভয়ত্যলম্॥
তদা স্তম্ভাদয়ো ভাবা ভক্তদেহে ভবন্ত্যমী। তে স্তম্ভ-স্বেদ-রোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ॥
বৈবর্ণমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ। চত্বারি ক্ষ্মাদিভূতানি প্রাণো জাত্ববলম্বতে॥
কদাচিৎ স্বপ্রধানঃ সন্ দেহে চরতি সর্ব্বতঃ। স্তম্ভং ভূমিস্থিতঃ প্রাণস্তনোত্যশ্রুজলাশ্রয়ঃ॥
তেজস্থঃ স্বেদবৈবর্ণ্যে প্রলয়ং বিয়দাশ্রিতঃ। স্বস্থ এব ক্রমান্মন্দমধ্যতীব্রত্বভেদভাক্॥
রোমাঞ্চ-কম্প-বৈস্বর্য্যান্যত্র ত্রীণি তনোত্যসৌ। বহিরন্তশ্চ বিক্ষোভবিধায়িত্বাদতঃ স্ফুটম্।
প্রোক্তানুভাবতামীষাং ভাবতা চ মনীষিভিঃ॥ ২।৩।৭—৯॥

—চিত্ত সত্ত্বীভাবাপন্ন হইলে (কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবসমূহদ্বারা আক্রান্ত হইলে) উদ্ভটত্ব (অত্যন্ত চঞ্চলত্ব) প্রাপ্ত হয়। এই চঞ্চলতাপ্রাপ্ত চিত্ত তখন আপনাকে প্রাণে সমর্পণ করে। তখন প্রাণও বিকারাপন্ন হইয়া দেহকে অত্যধিক রূপে ক্ষুভিত করে। তখনই ভক্তদেহে স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। এই স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক ভাব আট প্রকার—স্তম্ভ, স্বেদ (ঘর্ম্ম), রোমাঞ্চ (পুলক), স্বরভেদ, বেপথু (কম্প), বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়। প্রাণ (প্রাণবায়ু) কখনও কখনও ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ-এই চারিটীকে অবলম্বন করে, কখনও বা স্বপ্রধান হইয়া (অর্থাৎ বায়ুকে আশ্রয় করিয়া) দেহের সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকে। সেই প্রাণ যখন ভূমিস্থিত (ক্ষিতিতে স্থিত) হয়, তখন স্তম্ভ প্রকাশ পায় ; যখন জলকে (অপ্‌কে) আশ্রয় করে, তখন অশ্রু প্রকাশ পায়, যখন তেজে স্থিত হয়, তখন স্বেদ এবং বৈবর্ণ্য প্রকাশ পায় এবং যখন আকাশে (ব্যোমে) অবস্থিত হয়, তখন প্রলয় প্রকাশ পায়। আর, সেই প্রাণ যখন নিজেতেই (বায়ুতেই) অবস্থিত হয়, তখন মন্দ, মধ্য ও তীব্রতাদি ভেদপ্রাপ্ত হইয়া যথাক্রমে রোমাঞ্চ, কম্প ও স্বরভেদ-এই তিনটী প্রকাশ পায়। এই সকল সাত্ত্বিক ভাব স্পষ্টরূপেই বাহ্য (দেহের) এবং অন্তরের ক্ষোভ বিধান করে বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহাদের অনুভাবত্ব ও ভাবত্ব কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।"

এ-সমস্ত উক্তি হইতে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় সম্বন্ধে যাহা জানা গেল, তাহার সারমর্ম্ম হইতেছে এই ঃ—কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবসমূহদ্বারা চিত্ত যখন বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়, তখন তাহা অত্যন্ত ক্ষোভিত বা চঞ্চল হইয়া পড়ে ; এতই চঞ্চল হয় যে, নিজেকে নিজে সম্বরণ করিতে পারে না ; তখন সেই অতি চঞ্চল চিত্ত নিজেকে প্রাণে (প্রাণবায়ুতে) সমর্পণ করে। অতি চঞ্চল কোনও বস্তু অপর কোনও বস্তুতে পতিত হইলে যেমন সেই চঞ্চল বস্তুর চাঞ্চল্য অপর বস্তুতেও সঞ্চারিত হয়, তদ্রূপ অতি চঞ্চল চিত্ত যখন নিজেকে প্রাণে সমর্পণ করে, তখন প্রাণও (প্রাণবায়ুও) অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ বা চঞ্চল হইয়া পড়ে ; প্রাণের এই বিক্ষোভের ফলে ভক্তের দেহ এবং দেহস্থিত ক্ষিত্যপ্‌তেজ-আদি ভূতসমূহও বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে। তাহারই ফলে দেহে স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। এই রূপে দেখা গেল—সাত্ত্বিক ভাবের উদয়বিষয়ে ভক্তের বুদ্ধির, বা ইচ্ছার, বা প্রয়াসের কোনও অবকাশ নাই। সত্ত্ব হইতে, অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধী-ভাবসমূহদ্বারা আক্রান্ত চিত্ত হইতে, আপনা-আপনিই, সত্ত্বের প্রভাবেই, স্তম্ভাদির উদ্ভব হইয়া থাকে। কিন্তু হাস্য-গীত-নৃত্যাদি উদ্ভাস্বর অনুভাবে চিত্তের এতাদৃশী অবস্থা হয়না। ইহাই উদ্ভাস্বর অনুভাব হইতে সাত্ত্বিক ভাবের বৈলক্ষণ্য।

এক্ষণে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে স্তম্ভাদি সাত্ত্বিকভাব সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর আনুগত্যে কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

৪৯। স্তম্ভ

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"স্তম্ভো হর্ষভয়াশ্চর্য্যবিষাদামর্ষসম্ভব:।
তত্র বাগাদিরাহিত্যং নৈশ্চল্যং শূন্যতাদয়ঃ ॥২।৩।১০॥

—হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য্য, বিষাদ এবং অমর্ষ (ক্রোধ) হইতে স্তম্ভ উৎপন্ন হয়। এই স্তম্ভে বাগাদিরাহিত্য, নিশ্চলতা এবং শূন্যতাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।"

স্তম্ভ হইতেছে মনের অবস্থাবিশেষ। মনের এই অবস্থা দেহের এবং ইন্দ্রিয়াদিরও স্তব্ধতা জন্মায়। স্তম্ভের উদয় হইলে বাগাদিরাহিত্য জন্মে, অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া লোপ পায়। নৈশ্চল্য-শব্দে হস্ত-পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপারশূন্যতা বুঝায়, অর্থাৎ স্তম্ভের উদয়ে হস্ত-পদাদির সঞ্চালন সম্ভব হয়না। শূন্যতা-শব্দে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপারশূন্যতা বুঝায়, অর্থাৎ চক্ষুঃকর্ণাদির ক্রিয়া স্তব্ধীভূত হইয়া যায়। কিন্তু মনের ব্যাপার থাকে। "শূন্যত্বন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারান্তরাণাং, মনসস্তু ব্যাপারোঽস্তি॥ টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী।" এইরূপে জানা গেল—যাঁহার দেহে স্তম্ভনামক সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়, তিনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির নাড়াচাড়া করিতে পারেন না, চক্ষুর পলকাদিও ফেলিতে পারেন না ; কিন্তু অন্তরে আনন্দ অনুভব করেন।

ক। হর্ষজনিত স্তম্ভ

"যস্যানুরাগপ্লুতহাসরাসলীলাবলোকপ্রতিলব্ধমানাঃ।
ব্রজস্ত্রিয়ো দৃগ্‌ভিরনুপ্রবৃত্তধিয়োঽবতস্থুঃ কিল কৃত্যশেষাঃ॥ শ্রীভা, ৩।২।১৪॥

—উদ্ধব বিদুরকে বলিলেন—'হে বিদুর! (ব্রজস্ত্রীগণ একদিন যখন তাঁহাদের মার্জ্জন-লেপন-দধিমথনাদি গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নয়নপথের গোচরীভূত হইলেন; তিনি অনুরাগের সহিত তাঁহাদের প্রতি লীলাবলোকন করিলেন এবং সমধুর হাসি প্রকাশ করিলেন। তাহাতে যে রসসমূহ অভিব্যক্ত হইল) শ্রীকৃষ্ণের সেই অনুরাগ-রসপ্লুত হাসি ও লীলাবলোকনের দ্বারা ব্রজসুন্দরীগণ অত্যন্ত মান (আদর—চক্রবর্ত্তিপাদ) প্রাপ্ত হইলেন (অর্থাৎ তাঁহারা অত্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল হইলেন। ইহার পরে তিনি যখন সেস্থান হইতে চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন তাঁহাদের দৃষ্টির সহিত বুদ্ধিও তাঁহার অনুগমন করিল। তাহার ফলে, তাঁহাদের প্রারব্ধ গৃহকর্ম্ম সমাপ্ত না হইলেও (সেই কার্য্যে তাঁহারা আর প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন না) তাঁহারা নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

এ-স্থলে দেখা গেল—শ্রীকৃষ্ণের হাসাবলোকনাদিতে ব্রজসুন্দরীদের চিত্তে যে হর্ষের উদয় হইয়াছিল, তাহার ফলেই তাঁহাদের নিশ্চেষ্টতারূপ স্তম্ভ প্রকাশ পাইয়াছিল।

খ। ভয়জনিত স্তম্ভ

"গিরিসন্নিভমল্লচক্ররুদ্ধং পুরতঃ প্রাণপরার্দ্ধতঃ পরার্দ্ধ্যম্।
তনয়ং জননী সমীক্ষ্য শুষ্যন্নয়না হন্ত বভূব নিশ্চলাঙ্গী॥২।৩।১১॥

—গিরিসদৃশ মল্লসমূহে অবরুদ্ধ (বেষ্টিত) প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া জননী দেবকীদেবী শুষ্কনয়না হইয়া নিশ্চলাঙ্গী হইয়া রহিলেন।"

এ-স্থলে, দুর্দ্ধর্ষ মল্লগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া দেবকীমাতা মল্লগণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের বিপদ আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত ভীতা হইয়াছেন। এই ভয়বশতঃই তিনি নিশ্চলাঙ্গী হইয়াছেন, তাঁহার দেহে স্তম্ভনামক সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে দেবকীমাতার বাৎসল্যরতি আছে বলিয়াই ভয়জনিত এই স্তম্ভকে সাত্ত্বিকভাব বলা হইয়াছে।

গ। আশ্চর্য্যবশতঃ স্তম্ভ

"ততোঽতিকুতুকোদ্‌বৃত্তস্তিমিতৈকাদশেন্দ্রিয়ঃ।
তদ্ধাম্নাভূদজস্তূষ্ণীং পূর্দ্দেব্যন্তীব পুত্রিকা॥ শ্রীভা, ১০।১৩।৫৬।।

—(শ্রীকৃষ্ণের মঞ্জু মহিমা দর্শনের অভিপ্রায়ে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী বৎসপালগণকে এবং তাঁহাদের বৎসগণকেও অপহরণ করিয়া স্বনির্ম্মিত মায়াশয্যায় রাখিয়া সত্যলোকে চলিয়া গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যশক্তি তাঁহার দেহ হইতেই সেই-সেই বৎস ও বৎসপালগণের অনুরূপ বৎস ও বৎসপালগণকে প্রকটিত করিলেন। নরমানে একবৎসর পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ এই সকল বৎস ও বৎসপালদের সহিত বৎস-

চারণে যাতায়াত করিয়াছেন। বৎসরান্তে ব্রহ্মা পুনরায় আসিয়া দেখিলেন—তাঁহার রচিত মায়াশয্যায় তাঁহার অপহৃত বৎসাদিও আছে, আবার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেও তাহারা আছে। ব্রহ্মা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তৎক্ষণাৎই আবার দেখিলেন—প্রত্যেক বৎস এবং বৎসপাল, তাঁহাদের বেত্র-শৃঙ্গাদিও দিব্যালঙ্কারে ভূষিত শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মাদিধারী চতুর্ভুজরূপে বিরাজিত, আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সকলেই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহাদের স্তবস্তুতি করিতেছে, তাঁহাদের অনির্ব্বচনীয় তেজে চরাচর জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়া) তাঁহাদের অত্যাশ্চর্য্য তেজের প্রভাবে ব্রহ্মার একাদশ ইন্দ্রিয় আনন্দজনিত স্তব্ধতা প্রাপ্ত হইল, তিনি তূষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন, একটী কথাও বলিতে পারিলেন না, নিশ্চল হইয়া রহিলেন। ব্রজাধিষ্ঠাত্রী কোনও দেবতার নিকটে স্থাপিত নিশ্চল প্রতিমার ন্যায়, তখন ব্রহ্মাও চতুর্ম্মুখ কনক-প্রতিমার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।”

এ-স্থলে আশ্চর্য্যব্যাপার দর্শনের ফলে ভক্তপ্রবর ব্রহ্মার স্তম্ভনামক সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়াছে। ব্রহ্মা পরমভক্ত ছিলেন।

উজ্জ্বলনীলমণির সাত্ত্বিক-প্রকরণ হইতেও নিম্নলিখিত উদাহরণটী উদ্ধৃত হইতেছে।

“তব মধুরিমসম্পদং বিলক্ষ্য ত্রিজগদলক্ষ্যতুলাং মুকুন্দ রাধা।
কলয় হৃদি বলবচ্চমৎক্রিয়াসৌ সমজনি নির্নিমিষা চ নিশ্চলা চ ॥৪॥

—(শ্রীরাধাকে দেখাইয়া মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) ঐ দেখ মুকুন্দ! ত্রিলোকে তুলনারহিত তোমার মাধুর্য্যসম্পদ্ দর্শন করিয়া এই শ্রীরাধার হৃদয়ে বলবতী চমৎক্রিয়া উৎপন্ন হইযাছে। এজন্য ইঁহার চক্ষুর পলক পড়িতেছেনা, অঙ্গসকলও নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে।”

ঘ। **বিষাদজাত স্তম্ভ**

“বকসোদরদানবোদরে পুরতঃ প্রেক্ষ্য বিশন্তমচ্যুতম্।
দিবিষন্নিকরো বিষণ্ণধীঃ প্রকটং চিত্রপটায়তে দিবি ॥ভ, র, সি, ২।৩।১৪॥

—সম্মুখস্থ বকসহোদর অঘাসুরের উদরমধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া স্বর্গে দেবতাসকল বিষাদযুক্ত হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় হইয়াছিলেন।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ, যথা—

“বিলম্বমম্ভোরুহলোচনস্য বিলোক্য সম্ভাবিতবিপ্রলম্ভা।
সঙ্কেতগেহস্য নিতান্তমঙ্কে চিত্রায়িতা তত্র বভূব চিত্রা ॥ সাত্ত্বিক ॥৪॥

—(শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের আশায় চিত্রা সঙ্কেতকুঞ্জে গিয়াছেন। কিন্তু কোনও কারণে শ্রীকৃষ্ণের আসিতে বিলম্ব হওয়ায় বিপ্রলম্ভের আশঙ্কা করিয়া চিত্রা স্তম্ভভাব প্রাপ্ত হইয়া[illegible]লেন। একথাই চিত্রার কোনও সখী স্বীয় সখীর নিকটে বলিতেছেন) অদ্য কমল-[illegible]র বিলম্ব দেখিয়া বিপ্রলম্ভের আশঙ্কাবশতঃ সঙ্কেতকুঞ্জের নিতান্ত ক্রোড়দেশে [illegible] ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছেন।”

ঙ। **অমর্ষজাত স্তম্ভ**

"কর্ত্তুমিচ্ছতি মুরদ্বিষে পুরঃ পত্রীমোক্ষমকৃপে কৃপীসুতে।

সত্বরোঽপি রিপুনিক্রিয়ে রুষা নিষ্ক্রিয়ঃ ক্ষণমভূৎকপিধ্বজঃ॥ ভ, র, সি, ২।৩।১৪॥

—কৃপাশূন্য কৃপীনন্দন অশ্বত্থামা সম্মুখভাগে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে, কপিধ্বজ অর্জ্জুন শত্রুদমনে ত্বরান্বিত হইয়াও রোষ (অমর্ষ)-বশতঃ ক্ষণকাল চেষ্টাশূন্য হইয়া রহিলেন।"

এ-স্থলে অমর্ষবশতঃ অর্জ্জুনের স্তম্ভভাবোদয়ের কথা বলা হইয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণিতে উল্লিখিত উদাহরণটীও এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

"মাধবস্য পরিবর্ত্তিতগোত্রাং শ্যামলা নিশি গিরং নিশময্য।

দেবযোষিদিব নির্নিমিষাক্ষী ছায়য়া চ রহিতা ক্ষণমাসীৎ॥ সাত্ত্বিক ॥৫॥

—(শ্যামলার সখী শ্রীরাধাকে বলিলেন) প্রিয়সখি! রজনীযোগে শ্রীকৃষ্ণ শ্যামলার সহিত বিহার করিতেছিলেন; হঠাৎ তাঁহার বদন হইতে অন্য গোপীর (পালির) নাম—'হে প্রিয়ে পালি!' এই কথাটী বাহির হইল। তাহা শুনামাত্র শ্যামলা (রোষভরে) নির্নিমেষলোচনা ও ছায়াশূন্যা দেবনারীর ন্যায় নিমিষরহিতা হইয়া রহিলেন।"

এ-স্থলে শ্যামলানাম্নী গোপীর অমর্ষজাত স্তম্ভের কথা বলা হইয়াছে।

৫০। **স্বেদ বা ঘর্ম্ম**

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—"স্বেদো হর্ষভয়ক্রোধাদিজঃ ক্লেদকরস্তনোঃ ॥২।৩।১৪॥

—(কৃষ্ণসম্বন্ধী-ভাবসমূহদ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে) হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদি হইতে জাত দেহের ক্লেদকে (আর্দ্রতাকে) স্বেদ বলে।"

শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী কোনও ব্যাপারে ভক্তের যদি হর্ষ, বা ভয়, বা ক্রোধাদি জন্মে, তাহা হইলে তখন তাঁহার দেহে যে ঘর্ম্মের উদয় হয়, তাহাকে বলে স্বেদ-নামক সাত্ত্বিক ভাব।

ক। **হর্ষজনিত স্বেদ**

"কিমত্র সূর্য্যাতপমাক্ষিপন্তী মুগ্ধাক্ষি চাতুর্য্যমুরীকরোষি।

জ্ঞাতং পুরঃ প্রেক্ষ্য সরোরুহাক্ষং স্বিন্নাসি ভিন্না কুসুমায়ুধেন ॥২।৩।১৫॥

—(শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত আনন্দে শ্রীরাধা ঘর্ম্মাক্তা হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহার কারণ গোপন করার জন্য সূর্য্যের তাপকেই তিরস্কার করিতেছেন—অর্থাৎ সূর্য্যোত্তাপেই তাঁহার দেহে ঘর্ম্মের উদয় হইয়াছে, ইহাই [illegible]ন প্রকাশ করিতেছেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার কোনও সখী তাঁহাকে বলিতেছেন) অহে মুগ্ধাক্ষি রাধে [illegible] চাতুর্য্য অঙ্গীকার করিয়া সূর্য্যের আতপকে তিরস্কার করিতেছ কেন? আমি জানিতে পা[illegible]লোচন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াই কন্দর্পের কুসুমশরে পীড়িতা হইয়া তুমি ঘর্ম্মাক্তা হ[illegible]।

খ। ভয়জনিত স্বেদ

"কুতুকাদভিমন্যুবেশিনং হরিমাক্রুশ্য গিরা প্রগল্‌ভয়া।
বিদিতাকৃতিরাকুলঃ ক্ষণাদজনি স্বিন্নতনুঃ স রক্তকঃ॥ ২।৩।১৬॥

—এক দিন শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকবশতঃ অভিমন্যুর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। তদবস্থ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া কৃষ্ণভৃত্য রক্তক তাঁহাকে কর্কশবাক্যে তিরস্কার করিয়াছিলেন। পরে যখন জানিতে পারিলেন যে— 'ইনি কৃষ্ণ, অভিমন্যু নহেন, তখন ব্যাকুলচিত্তে রক্তক ক্ষণকাল ঘর্ম্মাক্তদেহ হইয়া রহিলেন।"

অভিমন্যু হইতেছেন শ্রীরাধার পতিম্মন্য কোনও গোপ। উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্ত 'নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়'-ইত্যাদি (১০।৩৩।৩৭) শ্লোকানুসারে জানা যায়, অভিমন্যুর নিকটে যোগমায়া-নির্ম্মিতা যে রাধামূর্ত্তি থাকেন, তাঁহারই পতি হইতেছেন অভিমন্যু। আর রক্তক হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের সমবয়স্ক ভৃত্যবিশেষ। অভিমন্যুবেশী শ্রীকৃষ্ণকে রক্তক তিরস্কার করিয়াছেন; কিন্তু পরে যখন জানিতে পারিলেন—ইনি শ্রীকৃষ্ণ, অভিমন্যু নহেন, তখন বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণকেই—স্বীয় প্রভুকেই তিনি তিরস্কার করিয়াছেন মনে করিয়া রক্তকের ভয় হইল; সেই ভয়েই তাঁহার দেহে স্বেদনামক সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইয়াছিল।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"মাভূর্বিশাখে তরলা বিদূরতঃ পতিস্তবাসৌ নিবিড়লতাকুটী।
ময়া প্রযত্নেন কৃতাঃ কপোলয়োঃ স্বেদোদবিন্দুর্মকরীর্বিলুম্পতি ॥সাত্ত্বিক প্রকরণ॥৭॥

—(একদা বিশাখা নিভৃত নিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন; দৈবাৎ শুনিলেন, তাঁহার পতিম্মন্য এই দিকে আসিতেছে; তখন ভয়ে বিশাখা ঘর্ম্মাক্তা হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন) বিশাখে! তরলা (চঞ্চলা) হইও না; তোমার পতি (পতিম্মন্য) অতি দূরে। এই কুঞ্জকুটীরও অতি নিবিড় (তোমার পতি এই কুঞ্জের নিকটে আসিলেও তোমাকে দেখিতে পাইবে না; সুতরাং ভয়ের কোনও কারণ নাই)। আমি অতি প্রযত্নে তোমার কপোলদ্বয়ে যে মকরীপত্র রচনা করিয়াছি, তাহা তোমার স্বেদজলে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।"

গ। ক্রোধজাত স্বেদ

"সমীক্ষ্য শক্রং সরুষো গরুত্মতঃ যজ্ঞস্য ভঙ্গাদতিবৃষ্টিকারিণম্।
ঘনোপরিষ্টাদপি তিষ্ঠতস্তদা নিপেতুরঙ্গাদ্ ঘননীরবিন্দবঃ॥ ভ, র, সি, ২।৩।১৭॥

—(শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় অনুসারে ব্রজবাসিগণ ইন্দ্রযজ্ঞের পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধন-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; ইন্দ্র তাহাতে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া ব্রজমণ্ডলের উপরে অত্যন্ত বৃষ্টিপাত করিতেছিলেন সেই অবস্থায়) যজ্ঞভঙ্গ-নিবন্ধন অতিবৃষ্টিকারী ইন্দ্রকে দর্শন করিয়া, মেঘের উপরিভাগে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও, রোষান্বিত গরুড়ের দেহ হইতে ঘন ঘন ঘর্ম্মবিন্দু পতিত হইতে লাগিল।"

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিমান্ গরুড় ইন্দ্রের আচরণে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন এবং তাহাতেই তাঁহার দেহে স্বেদনামক সাত্ত্বিকের উদয় হইয়াছিল।

উজ্জ্বলনীলমণিতে উল্লিখিত উদাহরণ ঃ—

"খিন্নাপি গোত্রস্খলনেন পালী শালীনভাবং ছলতো ব্যতানীৎ।
তথাপি তস্যাঃ পটমার্দ্রয়ন্তী স্বেদাম্বুবৃষ্টিঃ ক্রুধমাচচক্ষে ॥সাত্ত্বিক ॥৮॥

—(শ্রীকৃষ্ণ পালীনাম্নী গোপার সহিত মিলিত হইয়াছেন ; কিন্তু দৈবাৎ পালীর সাক্ষাতেই তিনি পালীর নামোল্লেখ না করিয়া 'হে শ্যামলে !' বলিয়া শ্যামলানাম্নী গোপীর নাম উল্লেখ করিয়া ফেলিলেন। তখন পালীর যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহাই নান্দীমুখী পৌর্ণমাসীদেবীর নিকটে বলিতেছেন) দেবি ! গোত্রস্খলন-নিমিত্ত (অর্থাৎ পালীর নামের পরিবর্ত্তে শ্যামলার নাম উল্লেখ করায়) যদিও পালী ছলপূর্ব্বক স্বীয় শালীনতার ভাব বিস্তার করিতেছিলেন, তথাপি কিন্তু তাঁহার স্বেদাম্বু তাঁহার বসনের আর্দ্রতা বিধান করিয়া তাঁহার ক্রোধভাবই প্রকাশ করিতে লাগিল। (গোত্র—নাম)।"

ইহা হইতেছে পালীর ক্রোধজনিত স্বেদনামক সাত্ত্বিকের উদাহরণ।

৫১। রোমাঞ্চ

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"রোমাঞ্চোঽয়ং কিলাশ্চর্য্যহর্ষোৎসাহভয়াদিজঃ।
রোম্নামভ্যুদ্গমস্তত্র গাত্রসংস্পর্শনাদয়ঃ ॥২।৩।১৭॥"

—(শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় কোনও ব্যাপারে) আশ্চর্য্যদর্শন, হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়াদি হইতে রোমাঞ্চ হয় ; রোমাঞ্চে গাত্রস্থ রোমসকলের উদ্গম এবং গাত্র-সংস্পর্শনাদি হইয়া থাকে।"

ক। আশ্চর্য্যদর্শনজনিত রোমাঞ্চ

"ডিম্বস্য জৃম্ভাং ভজতস্ত্রিলোকীং বিলোক্য বৈলক্ষ্যবতী মুখান্তঃ।
বভূব গোষ্ঠেন্দ্রকুটুম্বিনীয়ং তনূরুহৈঃ কুট্মলিতাঙ্গযষ্টিঃ ॥২।৩।১৮ ॥

—বালকের (শ্রীকৃষ্ণের) জৃম্ভণ-সময়ে মুখমধ্যে ত্রিলোকী (স্বর্গ, মর্ত্ত, ও পাতাল) দর্শন করিয়া বিস্মিতা নন্দপত্নী যশোদা রোমাঞ্চদ্বারা কুঞ্চিতাঙ্গী হইয়াছিলেন।"

যশোদামাতা শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিয়া স্তন্যপান করাইতেছিলেন। স্তন্যপানান্তে শ্রীকৃষ্ণ হাই তুলিলে যশোদা তাঁহার স্তন্যপায়ী শিশুর মুখমধ্যে ত্রিলোকী দর্শন করিলেন। এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের দর্শনে তাঁহার দেহে রোমাঞ্চ উদিত হইয়াছিল।

খ। হর্ষজনিত রোমাঞ্চ

"কিং তে কৃতং ক্ষিতি তপো বত কেশবাঙ্ঘ্রি স্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈর্বিভাসি।
অপ্যঙ্ঘ্রিসম্ভব উরুক্রমবিক্রমাদ্ বা আহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন ॥শ্রীভা, ১০।৩০।১০॥

—(শারদীয় রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলে গোপীগণ বনে বনে তাঁহার অন্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। পৃথিবীর গাত্রে—ভূমিতে—স্নিগ্ধ দুর্ব্বাঙ্কুরাদি দেখিয়া তাহাকেই পৃথিবীর পুলক মনে করিয়া তাঁহারা পৃথিবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন) হে ক্ষিতে! তুমি কোন্ অনির্ব্বচনীয় তপস্যাই করিয়াছিলে, যাহার ফলে কেশবের (শ্রীকৃষ্ণের) চরণ-স্পর্শে তোমার হর্ষাতিশয়রূপ উৎসব জন্মিয়াছে; কেননা, রোমাবলীদ্বারা উৎপুলকিত হইয়া তুমি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছ (ইহাই তোমার শ্রীকৃষ্ণচরণ-স্পর্শজনিত হর্ষাধিক্যের পরিচায়ক। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি) তোমার এই হর্ষোৎসব কি সাম্প্রতিক চরণস্পর্শ হইতে জাত? না কি পূর্ব্বাবধি; লোকত্রয়ের আক্রমণার্থ ত্রিবিক্রম যখন স্বীয় ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিয়া পাদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই তাঁহার চরণস্পর্শে তোমার এই হর্ষোৎসব? অহো! না কি তাহারও পূর্ব্বে তাঁহার বরাহরূপের দৃঢ় আলিঙ্গনেই তোমার এই হর্ষোৎসব?"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত দৃষ্টান্ত, যথা.

"তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদি কৃত্য নিমীল্য চ।
পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতা ॥শ্রীভা, ১০।৩২।৮॥

—(শারদীয় রাসরজনীতে অন্তর্হিত শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় হঠাৎ গোপীদের সাক্ষাতে আবির্ভূত হইলে তাঁহাকে পাইয়া) কোনও গোপী স্বীয় নয়ন-রন্ধ্রের দ্বারা তাঁহাকে হৃদয়মধ্যে লইয়া গিয়া নয়নদ্বয় নিমীলনপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া যোগীর ন্যায় পুলকিতাঙ্গী হইয়া আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিতা হইয়া রহিলেন।"

গ। উৎসাহজনিত রোমাঞ্চ

'শৃঙ্গং কেলিরণারম্ভে রণয়ত্যঘমর্দ্দনে।
শ্রীদাম্নো যোদ্ধুকামস্য রেমে রোমাঞ্চিতং বপুঃ ॥ভ, র, সি, ২।৩।১৯॥

—ক্রীড়াযুদ্ধের আরম্ভে অঘমর্দ্দন শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গধ্বনি শুনিয়া যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী শ্রীদামের দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।"

এ-স্থলে ক্রীড়াযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষায় উৎসাহজনিত রোমাঞ্চ বিবৃত হইয়াছে।

ঘ। ভয়জনিত রোমাঞ্চ

"বিশ্বরূপধরমদ্ভুতাকৃতিং প্রেক্ষ্য তত্র পুরুষোত্তমং পুরঃ।
অর্জ্জুনঃ সপদি শুষ্যদাননঃ শিশ্রিয়ে বিকটকণ্টকাং তনুম্ ॥ভ, র, সি, ২।৩।১৯॥

—সম্মুখভাগে বিশ্বরূপধারী অদ্ভুতাকার পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শুষ্কবদন অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ স্বীয় দেহমধ্যে বিকট-রোমাঞ্চ ধারণ করিয়াছিলেন।"

৫২। **স্বরভেদ**

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"বিষাদবিস্ময়ামর্ষহর্ষভীত্যাদিসম্ভবম্।
বৈস্বর্য্যং স্বরভেদঃ স্যাদেষ গদ্গদিকাদিকৃৎ ॥২।৩।২০॥"

—(শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী কোনও ব্যাপারে) বিষাদ, বিস্ময়, অমর্ষ (ক্রোধ), আনন্দ ও ভয়াদি হইতে স্বরভেদ জন্মে। স্বরভেদে গদ্গদ্বাক্যাদি প্রকাশ পায়।"

ক। **বিষাদজাত স্বরভেদ**

"ব্রজরাজ্ঞি রথাৎ পুরো হরিং স্বয়মিত্যর্দ্ধবিশীর্ণজল্পয়া।
হ্রিয়মেণদৃশা গুরাবপি শ্লথয়ন্ত্যা কিল রোদিতা সখী॥ ভ, র, সি, ২।৩।২১॥

(শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের রথে উঠিতেছেন; সে-স্থানে যশোদাও আছেন, সখীগণের সহিত শ্রীরাধাও আছেন। যশোদা শ্রীরাধার গুরুজন; কিন্তু বিষাদখিন্না শ্রীরাধা তাঁহার সাক্ষাতেও লজ্জাকে বিসর্জ্জন দিয়া যশোদামাতাকে বলিলেন) হে ব্রজরাজ্ঞি! সম্মুখস্থ রথ হইতে শ্রীহরিকে আপনি 'স্বয়ংই'-এই অর্দ্ধবাক্য শেষ হইতে না হইতেই গুরুজন-সমক্ষে স্বীয় সখী ললিতাকে রোদন করাইয়াছিলেন।"

এ-স্থলে শ্রীরাধা বলিতে চাহিয়াছিলেন—"রথারোহণ হইতে শ্রীহরিকে আপনি স্বয়ংই নিবৃত্ত করুন।" কিন্তু বিষাদজনিত স্বরভেদবশতঃ সম্পূর্ণ বাক্য বলিতে পারিলেননা—'রথারোহণ হইতে হরিকে স্বয়ং' পর্য্যন্তই বলিতে পারিলেন। শ্রীরাধার এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রিয়সখী ললিতা রোদন করিতে লাগিলেন।

খ। **বিস্ময়জাত স্বরভেদ**

"শনৈরথোত্থায় বিমৃজ্য লোচনে মুকুন্দমুদ্বীক্ষ্য বিনম্রকন্ধরঃ।
কৃতাঞ্জলিঃ প্রশ্রয়বান্ সমাহিতঃ সবেপথুর্গদ্গদয়ৈলতেলয়া॥ শ্রীভা, ১০।১৩।৬৪॥

—(ব্রহ্মমোহন-লীলায়) ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রণামান্তর ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া লোচনদ্বয় মার্জ্জন করিয়া নতকন্ধর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া সমাহিত চিত্তে কাঁপিতে কাঁপিতে গদ্গদ বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন।"

ব্রহ্মমোহন-লীলায় ব্রহ্মা যে অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার বিস্ময় জন্মিয়াছিল; সেই বিস্ময় হইতেই তাঁহার গদ্গদবাক্যরূপ স্বরভেদের উদয় হইয়াছে।

গ। **অমর্ষজাত স্বরভেদ**

"প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং কৃষ্ণং তদর্থবিনিবর্ত্তিতসর্ব্বকামাঃ।
নেত্রে বিমৃজ্য রুদিতোপহতে স্ম কিঞ্চিৎ সংরম্ভগদ্গদগিরোঽব্রুবতানুরক্তাঃ॥ শ্রীভা, ১০।২৯।৩০॥

—(শারদীয় রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া স্বজন-আর্য্যপথাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপনীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাওয়ার নিমিত্ত উপদেশ দিয়াছিলেন।

তাঁহারা ভাবিলেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রিয় হইয়াও অপ্রিয়ের ন্যায় কথা বলিতেছেন। তাহাতে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রোষান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই অবস্থা বর্ণন করিয়া শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছিলেন) মহারাজ! গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণেরপ্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত; তাঁহার নিমিত্ত তাঁহারা অন্য সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের প্রেষ্ঠ; কিন্তু তাঁহার মুখে প্রিয়েতর (অপ্রিয়) কথা শুনিয়া রোদনজনিত উপহত (অন্ধপ্রায়) নয়ন মার্জিত করিয়া তাঁহারা কিঞ্চিৎ রোষভরে গদ্‌গদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন (কি বলিলেন, তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবতের পরবর্তী শ্লোকসমূহে বর্ণিত হইয়াছে)।"

ঘ। হর্ষজাত স্বরভেদ

"হৃষ্যত্তনুরুহো ভাবপরিক্লিন্নাত্মলোচন।
গিরা গদ্‌গদয়াস্তৌষীৎ সত্ত্বমালম্ব্য সাত্বতঃ।
প্রণম্য মূর্দ্ধাবহিতঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ শনৈঃ॥ শ্রীভা, ১০।৩৯।৫৬-৫৭॥

—(কৃষ্ণ-বলরামকে সঙ্গে লইয়া অক্রূর মথুরায় যমুনাতটে উপনীত হইলে তাঁহাদিগকে রথে বসাইয়া যখন স্নানার্থ যমুনার জলে নিমগ্ন হইলেন, তখন তিনি জলমধ্যেও কৃষ্ণ-বলরামকে দেখিলেন; আরও দেখিলেন,—তাঁহাদের অনন্ত বিভূতি, সকলে তাঁহাদের স্তব-স্তুতি ও সেবাদি করিতেছেন। ইহা দেখিয়া অক্রূর অত্যন্ত প্রীত হইলেন) তাঁহার গাত্র পুলকে পরিপূর্ণ হইল, ভাবোদয়ে তাঁহার সমস্ত দেহ ও লোচন আর্দ্র হইতে লাগিল। 'আমাদের এই শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর'—ইহা জানিয়া পরমভক্তি-সহকারে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিলেন এবং সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ধীরে ধীরে গদ্‌গদ্ বচনে স্তব করিতে লাগিলেন।"

ঙ। ভয়জাত স্বরভেদ

"ত্বয্যর্পিতং বিতর বেণুমিতি প্রমাদী শ্রুত্বা মদীরিতমুগীর্ণবিবর্ণভাবঃ।
তূর্ণং বভূব গুরুগদ্‌গদরুদ্ধকণ্ঠঃ পত্রী মুকুন্দ তদনেন স হারিতোঽস্তি॥ ভ, র, সি, ২।৩।২৪॥

—(শ্রীকৃষ্ণের কোনও সখা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, সখে) পত্রী-নামক তোমার ভৃত্যকে আমি বলিলাম —'অহে! তোমাকে যে বেণু অর্পণ করিয়াছিলাম, তাহা প্রত্যর্পণ কর।' আমার এই কথা শুনিয়া তোমার সেই ভৃত্য প্রমাদান্বিত হইয়া বিবর্ণ ভাব প্রাপ্ত হইল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার কণ্ঠরোধ হওয়াতে গদ্‌গদবাক্য নির্গত হইতে লাগিল। অতএব হে মুকুন্দ! পত্রীর অনবধানতাবশতঃ তোমার বেণু হারিত (নাশিত) হইয়াছে।"

এ-স্থলে বেণু হারাইয়াছে বলিয়া ভীতিবশতঃ পত্রীর স্বরভেদ (গদ্‌গদ বাক্য)।

৫৩। বেপথু বা কম্প

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—"বিত্রাসামর্ষহর্ষাদ্যৈর্বেপথুর্গাত্রলৌল্যকৃৎ॥ ২।৩।২৪॥—বিত্রাস (বিশেষ ভয়), অমর্ষ (ক্রোধ) ও হর্ষাদি দ্বারা গাত্রের যে চাঞ্চল্য জন্মে, তাহাকে 'বেপথু বা কম্প' বলে।

ক। বিত্রাসহেতু কম্প

"শঙ্খচূড়মধিরূঢ়বিক্রমং প্রেক্ষ্য বিস্তৃতভুজং জিঘৃক্ষয়া।
হা ব্রজেন্দ্রতনয়েতি বাদিনী কম্পসম্পদমধত্ত রাধিকা॥ ভ, র, সি, ২।৩।২৫॥

—(শ্রীরাধিকাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত; এমন সময় শঙ্খচূড় আসিয়া হস্ত প্রসারিত করিয়া শ্রীরাধাকে ধারণের চেষ্টা করিল। তখন) উৎকট পরাক্রমশালী এবং ধারণেচ্ছায় প্রসারিত-হস্ত শঙ্খচূড়কে দেখিয়া 'হা ব্রজেন্দ্রতনয়!'—এই মাত্র বলিয়া শ্রীরাধা অত্যধিকরূপে কম্পিতাঙ্গী হইলেন।"

শঙ্খচূড় শ্রীকৃষ্ণেরও অনিষ্ট করিতে পারে এবং শ্রীকৃষ্ণসেবা হইতে নিজেকেও বঞ্চিত করিতে পারে—এ-সমস্ত ভাবিয়াই শ্রীরাধা অত্যন্ত ভীতা হইয়া কম্পিতাঙ্গী হইয়াছেন।

খ। অমর্ষজাত কম্প

"কৃষ্ণাধিক্ষেপজাতেন ব্যাকুলো নকুলানুজঃ।
চকম্পে দ্রাগমর্ষেণ ভূকম্পে গিরিরাড়িব॥ ভ, র, সি, ২।৩।২৬॥

—(শিশুপাল-কৃত) কৃষ্ণনিন্দা-শ্রবণে ব্যাকুলচিত্ত নকুলানুজ সহদেব ক্রোধে অধীর হইয়া, ভূমিকম্পে গিরিরাজ যেমন কম্পিত হয়, তদ্রূপ কম্পিত হইতে লাগিলেন।"

গ। হর্ষজাত কম্প

"বিহসসি কথং হতাশে পশ্য ভয়েনাদ্য কম্পমানাস্মি।
চঞ্চলমুপসীদন্তং নিবারয় ব্রজপতেস্তনয়ম্॥ ভ, র, সি, ২।৩।২৬॥

—(শ্রীকৃষ্ণদর্শনজাত হর্ষবশতঃ কোনও গোপী কম্পিতা হইয়াছেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার সখী তাঁহাকে পরিহাস করিতেছিলেন। তখন সেই গোপী তাঁহার সখীকে বলিলেন) হে হতাশে! কেন পরিহাস করিতেছ? দেখ, অদ্য আমি ভয়ে (অবহিত্থাবশতঃ, অর্থাৎ নিজের ভাব গোপন করিবার উদ্দেশ্যে হর্ষ না বলিয়া ভয় বলিতেছেন; আমি ভয়ে) কম্পমানা হইতেছি। তুমি সমীপস্থ এই চঞ্চল ব্রজেন্দ্র-তনয়কে নিবারণ কর।"

৫৪। বৈবর্ণ্য

"বিষাদরোষভীত্যাদের্বৈবর্ণ্যং বর্ণবিক্রিয়া।
ভাবজ্ঞৈরত্র মালিন্যকার্শ্যাদ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ভ, র, সি, ২।৩।২৬॥

—বিষাদ, ক্রোধ ও ভয়াদি হইতে বর্ণবিকারের নাম 'বৈবর্ণ্য।' ভাবজ্ঞগণ বলেন, এই বৈবর্ণ্যে মলিনতা ও কৃশতাদি জন্মিয়া থাকে।"

ক। বিষাদজাত বৈবর্ণ্য

"শ্বেতীকৃতাখিলজনং বিরহেণ তবাধুনা।
গোকুলং কৃষ্ণ দেবর্ষেঃ শ্বেতদ্বীপভ্রমং দধে॥ ভ, র, সি, ২।৩।২৭।

—হে কৃষ্ণ! তোমার বিরহে গোকুলবাসী জনসকল শ্বেতবর্ণ হওয়াতে দেবর্ষি নারদের পক্ষে গোকুলকে শ্বেতদ্বীপ বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল।"

এ-স্থলে কৃষ্ণবিরহজনিত বিষাদবশতঃ বৈবর্ণ্য উদাহৃত হইয়াছে।

খ। রোষজাত বৈবর্ণ্য

"কংসশক্রনভিযুঞ্জতঃ পুরো বীক্ষ্য কংসসহজানুদায়ুধান্।
শ্রীবলস্থ সখি পশ্য রুষ্যতঃ প্রোত্থদিন্দুনির্ভমাননং বভৌ॥ ভ, র, সি, ২।৩।২৮॥

—(কংস নিহত হইলে কংসের অনুজ কঙ্কন্যগ্রোধাদি শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধের জন্য তাঁহার সম্মুখীন হইলে তত্রত্য পুরনারীগণ পরস্পরকে বলিয়াছিলেন) সখি! দেখ দেখ। কংস-শত্রু শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধার্থ সমাগত অস্ত্রধারী কংস-সহোদরদিগকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে শ্রীবলদেবের বদন উদীয়মান চন্দ্রের ন্যায় অরুণবর্ণ হইয়া শোভা পাইতে লাগিল।"

শ্রীবলদেবের স্বাভাবিক বর্ণ হইতেছে রজত-ধবল; ক্রোধে তাহা অরুণ বর্ণ হইয়াছে।

গ। ভয়জনিত বৈবর্ণ্য

"ক্রীড়ন্ত্যাস্তটভুবি মাধবেন সার্দ্ধং তত্রারাৎ পতিমবলোক্য বিক্লবায়াঃ।

রাধায়াস্তনুমনুকালিমা তথাসীত্তেনেয়ং কিমপি যথা ন পর্য্যচায়ি॥ উ, নী, ম, সাত্ত্বিক ॥১৯॥

—(শ্রীরাধা যমুনাপুলিনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়াপরায়ণা, এমন সময় তিনি দেখিলেন, তাঁহার পতিম্মন্য অভিমন্যু একটু দূরে উপস্থিত। তখন ভয়বশতঃ তাঁহার যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিয়া বৃন্দাদেবী পৌর্ণমাসীর নিকটে বলিয়াছিলেন) মাধবের সহিত যমুনাতটে বিহার করিতে করিতে দূর হইতে পতিকে দেখিয়া শ্রীরাধা অত্যন্ত ভীতা হইলেন; তাঁহার দেহ তখন এইরূপ কালিমাময় হইয়াছিল যে, অভিমন্যু কিছুমাত্র তাঁহার পরিচয় করিতে পারিলেন না।"

ঘ। বৈবর্ণ্যের বৈশিষ্ট্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—বিষাদজাত বৈবর্ণ্যে শ্বেত, ধূসর এবং কখনও কখনও কালিমা প্রকাশ পায়।

রোষজনিত বৈবর্ণ্যে রক্তিমা প্রকাশ পায় এবং ভয়জনিত বৈবর্ণ্যে কালিমা এবং কোনও কোনও স্থলে শুক্লিমাও প্রকাশ পায়।

অতিশয় হর্ষবশতঃও বৈবর্ণ্য জন্মে; তখন কোনও স্থলে স্পষ্টরূপে রক্তিমা প্রকাশ পাইয়া থাকে; কিন্তু ইহা সর্ব্বত্র হয়না বলিয়া ইহার উদাহরণ দেওয়া হইল না।

বিষাদে শ্বেতিমা প্রোক্তা ধৌসর্য্যং কালিমা ক্বচিৎ। রোষে তু রক্তিমা ভীত্যাং কালিমা ক্বাপি শুক্লিমা॥
রক্তিমা লক্ষ্যতে ব্যক্তো হর্ষোদ্রেকেঽপি কুত্রচিৎ। অত্রাসার্ব্বত্রিকত্বেন নৈবাস্যোদাহৃতিঃ কৃতা॥
২।৩।২৯—৩০॥

৫৫। অশ্রু

"হর্ষরোষবিষাদাদ্যৈরশ্রু নেত্রে জলোদ্‌গমঃ।
হর্ষজেঽশ্রুণি শীতত্বমৌষ্ণ্যং রোষাদিসম্ভবে।
সর্ব্বত্র নয়নক্ষোভ-রাগসংমার্জ্জনাদয়ঃ॥ ভ, র, সি, ২।৩।৩১॥

—হর্ষ, ক্রোধ ও বিষাদাদিবশতঃ বিনাপ্রযত্নে নেত্রে যে জলোদ্‌গম হয়, তাহাকে অশ্রু বলে। হর্ষজনিত অশ্রুতে শীতলত্ব এবং রোষজনিত অশ্রুতে উষ্ণত্ব থাকে। সর্ব্বপ্রকার অশ্রুতেই নয়নের ক্ষোভ (চাঞ্চল্য), রক্তিমা এবং সম্মার্জ্জনাদি ঘটিয়া থাকে।

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—নাসিকাস্রাবও অশ্রুর অঙ্গবিশেষ।

ক। হর্ষজাত অশ্রু

"গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপি বাষ্পপূরাভিবর্ষিণম্।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দবিলোচনা॥ ভ, র, সি, ২।৩।৩২॥

—পদ্মলোচনা রুক্মিণী গোবিন্দদর্শন-বিঘ্নকর অশ্রুসমূহবর্ষণকারী আনন্দকে অতিশয়রূপে নিন্দা করিয়াছিলেন।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"আনন্দস্য বাষ্পপূরাভিবর্ষিত্বমেব নিন্দ্যত্বেন বিবক্ষিতম্, ন তু স্বরূপম্। সবিশেষণবিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামত ইতি ন্যায়াৎ॥" তাৎপর্য্য—এ-স্থলে স্বরূপতঃ আনন্দ নিন্দনীয় নহে, আনন্দের বাষ্পপূরাভিমর্ষিত্বই নিন্দনীয়; শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত আনন্দে এত অধিক অশ্রু বর্ষিত হইতেছে যে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণদর্শনের বিঘ্ন জন্মিতেছে; কৃষ্ণদর্শনের বিঘ্নজনক অত্যধিক আনন্দাশ্রুকেই রুক্মিণী দেবী নিন্দা করিয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে—মূল শ্লোকে আছে "আনন্দ"কেই নিন্দা করিয়াছিলেন; বাষ্পপূরাভিবর্ষিত্বের নিন্দার কথা তো নাই; সুতরাং উল্লিখিতরূপ অর্থ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? এই আশঙ্কিত প্রশ্নের উত্তরেই শ্রীজীবপাদ তৎকৃত অর্থের সমর্থক একটী ন্যায়ের উল্লেখ করিয়াছেন—"সবিশেষণ-বিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামত ইতি ন্যায়াৎ।" শ্রীপাদ এ-স্থলে সম্পূর্ণ ন্যায়বচনটী উদ্ধৃত করেন নাই; সম্পূর্ণ বাক্যটী এই :—"সবিশেষণে হি বিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামতঃ সতি বিশেষ্যবাধে (শ্রীভা, ১১।৩০।১ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিধৃত বচন)।—বিশেষণযুক্ত বিশেষ্যের সহিত বিধি বা নিষেধের যোগ থাকিলে যদি বিশেষ্যের সহিত সেই বিধি বা নিষেধের সম্বন্ধ বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে বিশেষণের উপরে সেই বিধি বা নিষেধের প্রভুত্ব সংক্রামিত হইবে।" (১।১।১৪৪-অনুচ্ছেদ, ৪৩২-৩৩ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য)। আলোচ্য স্থলে বিশেষ্য "আনন্দম্"-পদের সহিত "অনিন্দৎ"-ক্রিয়া-পদরূপ বিধির সম্বন্ধ বাধা প্রাপ্ত হইতেছে; কেননা, "আনন্দ" স্বরূপতঃ "নিন্দনীয়" নহে; এজন্য, আনন্দের বিশেষণ "বাষ্পপূরাভিবর্ষিণম্"-পদের সহিতই "অনিন্দৎ"-পদের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর একটী উক্তিও বিবেচ্য। তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

নিরুপাধি প্রেম যাঁহা—তাঁহা এই রীতি। প্রীতিবিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥
নিজপ্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে। সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥

১।৪।১৭০-৭১ ॥

অর্থাৎ যেখানে-যেখানে নিরুপাধি বা স্বসুখ-বাসনা-গন্ধহীন প্রেম, সেখানে-সেখানেই প্রীতির বিষয় যিনি, তাঁহার (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের) আনন্দেই প্রীতির আশ্রয় ভক্তের আনন্দ, ইহাই হইতেছে প্রীতির ধর্ম্ম। আবার প্রীতির আশ্রয় ভক্তের আনন্দ দেখিলেও ভক্তচিত্ত-বিনোদনব্রত শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ হয়, সুতরাং ভক্তের সুখও হয় কৃষ্ণসুখের পোষক। শ্রীকৃষ্ণের সেবার ফলে, ভক্তের চিত্তে তাঁহার কৃষ্ণপ্রীতির স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ আপনা-আপনিই যে আনন্দের উদয় হয়, সেই আনন্দের জন্যও বাস্তবিক ভক্তের কোনওরূপ বাসনা নাই, থাকিলে তাঁহার কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমকে নিরুপাধিক বলা যায় না ; কিন্তু তাহার জন্য ভক্তের বাসনা না থাকিলেও ভক্ত সেই আনন্দকে অভিনন্দন করেন ; কেননা, তাহা কৃষ্ণসুখের পোষক। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—সেই আনন্দ (নিজ প্রেমানন্দ—নিজের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের প্রভাবে কৃষ্ণসেবার ফলে আপনা-আপনিই ভক্তচিত্তে যে আনন্দের উদয় হয়, সেই আনন্দ) যদি এত প্রচুর হয় যে, তাহাতে কৃষ্ণসেবার বিঘ্ন জন্মে, তাহা হইলে সেই আনন্দের প্রতিও ভক্তের ক্রোধ জন্মে ; কেননা, সেই আনন্দ তাঁহার একান্ত হার্দ্দ কৃষ্ণসেবার বাধা জন্মায়। কিন্তু শ্রীজীবপাদ বলেন—সেই আনন্দের প্রতি ক্রোধ জন্মে না, সেই আনন্দের আতিশয্যে যে অশ্রু-স্তম্ভাদি জন্মে, সেই অশ্রু-স্তম্ভাদির প্রতিই ক্রোধ জন্মে ; কেননা, অশ্রু-স্তম্ভাদিই সেবার বিঘ্ন জন্মায়।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর এবং শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামীর উক্তিতে বিরোধ আছে বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক বিরোধ নাই। একথা বলার হেতু এই। যাহা কৃষ্ণসেবার বিঘ্ন জন্মায়, তাহাই নিন্দনীয় ; যাহা সেবার বিঘ্ন জন্মায় না, বরং আনুকূল্য বিধান করে, তাহা নিন্দনীয় নহে। শ্রীকৃষ্ণসেবা-জনিত আনন্দ কৃষ্ণপ্রীতি-সাধনের বিঘ্ন জন্মায় না, তাহা কৃষ্ণসুখের পোষক বলিয়া তাহা বরং কৃষ্ণসুখের আনুকূল্যই করে, তাহা প্রচুর হইলেও কৃষ্ণসুখের প্রাচুর্য্যই বিধান করে ; সুতরাং তাহা নিন্দনীয় হইতে পারে না, ক্রোধের বিষয়ও হইতে পারে না। কিন্তু সেই আনন্দজনিত অশ্রু-প্রভৃতি কৃষ্ণসেবার বিঘ্ন জন্মায় বলিয়া অশ্রুপ্রভৃতিই হইতেছে বাস্তবিক নিন্দনীয়, ক্রোধের বিষয়। সুতরাং কবিরাজ গোস্বামিকথিত "নিজপ্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে" স্থলে "প্রেমানন্দে"-শব্দের তাৎপর্য্য হইবে "প্রেমানন্দজনিত অশ্রুপ্রভৃতিতে" ; কেননা, অশ্রুপ্রভৃতিই হইতেছে কৃষ্ণসেবার বাধক। আর তাঁহার "সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে"-বাক্যস্থ আনন্দ-শব্দের তাৎপর্য্য হইবে—আনন্দ-জনিত অশ্রুপ্রভৃতি। অশ্রুপ্রভৃতি হইতেছে প্রেমানন্দের কার্য্য এবং প্রেমানন্দ হইতেছে অশ্রু-প্রভৃতির কারণ। কার্য্য-কারণের অভেদ-বিবক্ষাতেই তিনি কার্য্য-স্থলে কারণের উল্লেখ করিয়াছেন।

খ। **রোষজনিত অশ্রু**

"তস্যাঃ সুস্রাব নেত্রাভ্যাং বারি প্রণয়কোপজম্।
কুশেশয়পলাশাভ্যামবশ্যায়জলং যথা॥ ভ, র, সি, ২।৩।৩৩॥ হরিবংশ-বচন॥

—সত্যভামার পদ্মপলাশসদৃশ লোচনদ্বয় হইতে প্রণয়-কোপজনিত অশ্রুবারি নীহার-বিন্দুর ন্যায়, পতিত হইতে লাগিল।"

গ। **বিষাদজনিত অশ্রু**

"পদা সুজাতেন নখারুণশ্রিয়া ভুবং লিখন্ত্যশ্রুভিরঞ্জনাসিতৈঃ।
আসিঞ্চতী কুঙ্কুমরুষিতৌ স্তনৌ তস্থাবধোমুখ্যতিদুঃখরুদ্ধবাক্॥

—ভ, র, সি, ২।৩।৩৫॥ শ্রীভা, ১০।৬০।২৬॥

—শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রুক্মিণী অরুণবর্ণ নখদ্বারা সুশোভিত সুকোমল পদদ্বারা ভূমি খনন করিতে লাগিলেন এবং নয়নের অঞ্জনযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ অশ্রুদ্বারা কুঙ্কুমাক্ত স্তনদ্বয়কে অভিষিক্ত করিয়া রুদ্ধ-কণ্ঠে অধোমুখী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।"

শ্রীকৃষ্ণের বাক্য-শ্রবণজনিত রোষে রুক্মিণী অশ্রু বর্ষণ করিতেছিলেন।

৫৬। প্রলয়

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"প্রলয়ঃ সুখদুঃখাভ্যাং চেষ্টাজ্ঞাননিরাকৃতিঃ।
তত্রানুভাবাঃ কথিতা মহীনিপাতনাদয়ঃ॥ ২।৩।৩৬॥

—সুখনিবন্ধন এবং দুঃখনিবন্ধন চেষ্টাশূন্যতা এবং জ্ঞানশূন্যতার নাম প্রলয়। এই প্রলয়ে ভূমিতে নিপতনাদি লক্ষণসকল প্রকাশ পায়।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"জ্ঞাননিরাকৃতিরত্রালম্বনৈকলীন-মনস্ত্বম্।—একমাত্র আলম্বনেই মনের লয়প্রাপ্তি হইতেছে এ-স্থলে জ্ঞাননিরাকৃতি বা জ্ঞানশূন্যতা।" প্রলয়ে আলম্বন-বিভাব শ্রীকৃষ্ণে ভক্তের মন সম্যক্‌রূপে লীন হইয়া যায়--সুতরাং সমস্ত মনোবৃত্তিও ক্রিয়াহীনা হইয়া পড়ে—বলিয়া তখন ভক্তের কোনওরূপ জ্ঞান থাকে না। চেষ্টাহীনতাও জ্ঞানশূন্যতারই ফল।

স্তম্ভের সহিত প্রলয়ের কতকগুলি লক্ষণের সামঞ্জস্য আছে (পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। পার্থক্য হইতেছে এই যে—স্তম্ভে মনের ব্যাপার লোপ পায়না, কিন্তু প্রলয়ে মনের ব্যাপারও থাকেনা ; কেননা, প্রলয়ে মন একমাত্র আলম্বনেই লীন হইয়া যায়। স্তম্ভ-প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ২।৩।১০-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—স্তম্ভে "শূন্যত্বন্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপান্তরাণাং, মনসস্তু ব্যাপারোঽস্তি। প্রলয়ে পুনস্তদেকলীনত্বান্মনসোঽপি নাস্তীতি ভেদঃ।"

ক। সুখজাত প্রলয়

"মিলন্তং হরিমালোক্য লতাপুঞ্জাদতর্কিতম্।
জ্ঞপ্তিশূন্যমনা রেজে নিশ্চলাঙ্গী ব্রজাঙ্গনা॥ ভ, র, সি, ২।৩।৩৬॥

—লতাপুঞ্জ হইতে হঠাৎ বহির্গত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হওয়ার জন্য শ্রীহরি অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া কোনও ব্রজাঙ্গনা (সুখাধিক্যে) জ্ঞানশূন্যমনা ও নিশ্চলাঙ্গী হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।"

এ-স্থলে "জ্ঞানশূন্যমনা"-শব্দে জ্ঞাননিরাকৃতি এবং "নিশ্চলাঙ্গী"-শব্দে চেষ্টা-নিরাকৃতি সূচিত হইতেছে।

খ। দুঃখজাত প্রলয়

"অন্যাশ্চ তদনুধ্যাননিবৃত্তাশেষবৃত্তয়ঃ।
নাভ্যজানন্নিমং লোকমাত্মলোকং গতা ইব॥ শ্রীভা, ১০।৩৯।১৫॥

—(শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় নেওয়ার জন্য অক্রূর ব্রজে আসিয়াছেন শুনিয়া দুঃখাতিশয়বশতঃ কোনও কোনও গোপীর উষ্ণশ্বাস, বৈবর্ণ্যাদি প্রকাশ পাইল ; কাহারও কাহারও বা দুকূল-বলয়-কেশগ্রন্থি স্খলিত হইয়া গেল। আর) শ্রীকৃষ্ণের অনুধ্যানবশতঃ অন্যান্য গোপীদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের সমস্ত বৃত্তি নিবৃত্ত হইয়া গেল ; সুতরাং এই জগতের কোনও বস্তুকে, এমন কি তাঁহাদের দেহাদিকেও, তাঁহারা জানিতে পারিলেন না ; তাঁহাদের অবস্থা যেন জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদিগের সমাধির অবস্থার মত হইয়া গেল।"

৫৭। যে-কোনও অশ্রুকম্পাদিই সাত্ত্বিকভাব নহে

পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় দেখা গিয়াছে, অশ্রু-কম্প-পুলকাদি হইতেছে সাত্ত্বিক ভাব। কিন্তু যে কোনও অশ্রু-কম্প-পুলকাদিকে সাত্ত্বিক ভাব বলা হয় না।

লৌকিক জগতে দেখা যায়—ব্যবহারিক বিষয়সম্বন্ধীয় অতি দুঃখে বা অতি ক্রোধে, বা অত্যন্ত ভয়াদিতে, বা শৈত্যাদিতেও লোকের অশ্রু, কম্প, পুলকাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে। এ-সমস্ত কিন্তু সাত্ত্বিক ভাব নহে ; কেননা, সত্ত্ব (অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাব-সমূহদ্বারা আক্রান্ত চিত্ত) হইতে উদ্ভূত হইলেই অশ্রু-কম্পাদিকে সাত্ত্বিক (সত্ত্ব হইতে উদ্ভূত) ভাব বলা হয়। ব্যবহারিক বিষয়সম্বন্ধীয় দুঃখ-সুখ-ভয়-শৈত্যাদি হইতে জাত অশ্রু-কম্পাদি কিন্তু কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবসমূহদ্বারা আক্রান্ত চিত্ত (অর্থাৎ সত্ত্ব) হইতে জাত নহে ; এজন্য এতাদৃশ অশ্রু-কম্পাদিকে সাত্ত্বিক ভাব বলা হয় না।

৫৮। সত্ত্বের তারতম্যানুসারে সাত্ত্বিকভাবসমূহের বৈচিত্রী

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"সত্ত্বস্য তারতম্যাৎ প্রাণতনুক্ষোভতারতম্যং স্যাৎ।
তত এব তারতম্যং সর্ব্বেষাং সাত্ত্বিকানাং স্যাৎ॥২।৩।৩৮॥

—সত্ত্বের তারতম্যবশতঃ প্রাণের ও দেহের ক্ষোভের তারতম্য হইয়া থাকে। এজন্য সকল সাত্ত্বিক ভাবেরই তারতম্য হইয়া থাকে।"

"সত্ত্বের তারতম্য" বলিতে "কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের দ্বারা আক্রান্ত চিত্তের তারতম্য" বুঝায়; অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের দ্বারা আক্রমণের তারতম্যকেই, আক্রমণের তীব্রতার তারতম্যকেই, সত্ত্বের তারতম্য বলা হইয়াছে। আবার, পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৮-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, চিত্ত সত্ত্বীভাবাপন্ন হইলে প্রাণের ও দেহের ক্ষোভ উপস্থিত হয়। সুতরাং প্রাণ ও দেহের ক্ষোভের হেতু যখন চিত্তের সত্ত্বীভাবাপন্নতা, তখন প্রাণ-দেহের ক্ষোভও হইবে চিত্তের সত্ত্বীভাবাপন্নতার অনুরূপ। কৃষ্ণসম্বন্ধী-ভাবের দ্বারা চিত্ত যখন অতি তীব্র ভাবে আক্রান্ত হয়, তখন চিত্ত-তনুর ক্ষোভও হইবে অত্যন্ত তীব্র; আক্রমণ মৃদু হইলে চিত্ত-তনুর ক্ষোভও হইবে মৃদু। বাতাসের বেগের তীব্রতা অনুসারেই বৃক্ষ দোলায়িত হয়।

সমস্ত সাত্ত্বিকভাবই হইতেছে সত্ত্বোদ্ভূত চিত্ত-তনুর যথাযথ ক্ষোভের বিকাশ। সুতরাং চিত্ত-তনুর, বা প্রাণ-দেহের ক্ষোভের তারতম্য অনুসারে অশ্রুকম্পাদি যে কোনও সাত্ত্বিক ভাবেরই অভিব্যক্তির তারতম্য বা বৈচিত্র্য হইতে পারে।

ক। চতুর্ব্বিধ সাত্ত্বিক-বৈচিত্রী

কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের দ্বারা চিত্তের আক্রমণের তীব্রতা যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, সাত্ত্বিক ভাবসমূহের অভিব্যক্তির উজ্জ্বলতাও ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অভিব্যক্তির উজ্জ্বলতার তারতম্য অনুসারে প্রত্যেক সাত্ত্বিক ভাবেরই চারিটী বৈচিত্রীর কথা বলা হইয়াছে—ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত এবং উদ্দীপ্ত।

ধূমায়িতাস্তে জ্বলিতা দীপ্তা উদ্দীপ্তসংজ্ঞিতাঃ।
বৃদ্ধিং যথোত্তরং যান্তঃ সাত্ত্বিকাঃ স্যুশ্চতুর্ব্বিধাঃ ॥২।৩।৩৮॥

কাষ্ঠের সহিত অগ্নির সংযোগ হইলে ধূমায়িত অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া কাষ্ঠের ঔজ্জ্বল্য যে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সাত্ত্বিকভাবের বিকাশের ঔজ্জ্বল্যও তদনুরূপ।

খ। সাত্ত্বিকভাবের অভিব্যক্তিবৃদ্ধির বৈচিত্রী

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন, সাত্ত্বিক ভাবের বৃদ্ধি আবার তিন রকমের—বহুকালব্যাপিত্ব, বহু-অঙ্গ-ব্যাপিত্ব এবং স্বরূপের উৎকর্ষ।

সা ভূরিকালব্যাপিত্বং বহ্বঙ্গব্যাপিতাপি চ।
স্বরূপেণ তথোৎকর্ষ ইতি বৃদ্ধি স্ত্রিধা ভবেৎ ॥২।৩।৩৮॥

অশ্রু ও স্বরভেদ ব্যতীত স্তম্ভাদি সাত্ত্বিকভাব-সমূহের সর্ব্বাঙ্গব্যাপিত্ব আছে।

অশ্রু ও স্বরভেদের কোনও এক বিশিষ্টতা আছে। সেই বিশিষ্টতা হইতেছে এইরূপ। অশ্রুতে নেত্র স্ফীত হয়, শুক্লবর্ণ হয়, চক্ষুর তারাও এক বিচিত্রতা ধারণ করে। আর, স্বরভেদের

ভিন্নত্ববশতঃ কৌণ্ঠ্য এবং ব্যাকুলতাদি জন্মে। স্বরভেদের ভিন্নত্ব বলিতে 'স্থান-বিভ্রংশ' বুঝায়, অর্থাৎ কণ্ঠ হইতে ঘর্ঘরাদি-শব্দ নির্গত হয়। 'কৌণ্ঠ্য'-বলিতে 'সন্নকণ্ঠতা' বুঝায়, অর্থাৎ কণ্ঠ হইতে কোনও শব্দই নির্গত হয় না। 'ব্যাকুলতা' বলিতে নানারকমের উচ্চ, নীচ, গুপ্ত ও বিলুপ্ততা (কণ্ঠস্বরের নানাপ্রকারতা) বুঝায় (ভ, র, সি, ২।৩।৪১॥)

রুক্ষ সাত্ত্বিকভাব-সকল (৭।৪৭-গ-অনু) প্রায়শঃ ধূমায়িতই থাকে। স্নিগ্ধ সাত্ত্বিকভাব সকল প্রায়শঃ (ধূমায়িত, জ্বলিত ইত্যাদি) চারি প্রকারই হইয়া থাকে। মহোৎসবাদিতে এবং সাধুসঙ্গে নৃত্যাদিতে কাহারও কাহারও রুক্ষ ভাবও কখনও কখনও জ্বলিত হইয়া থাকে। "মহোৎসবাদিবৃত্তেষু সদ্‌গোষ্ঠীতাণ্ডবাদিষু। জ্বলন্ত্যুল্লাসিনঃ ক্বাপি তে রুক্ষা অপি কস্যচিৎ ॥২।৩।৪১॥"

রতিই হইতেছে সর্ব্বানন্দচমৎকারের হেতু ; সেজন্য রতিই হইতেছে শ্রেষ্ঠ ভাব। রতিহীন বলিয়া রুক্ষাদি সাত্ত্বিক ভাবসকল চমৎকারিত্বের আশ্রয় হইতে পারে না।

পূর্ব্ববর্ত্তী ক-অনুচ্ছেদে ধূমায়িত, জ্বলিত প্রভৃতি যে চারিটী সাত্ত্বিক-বৈচিত্রীর কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে পৃথক্ পৃথক্ অনুচ্ছেদে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

৫৯। ধূমায়িত

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"অদ্বিতীয়া অমী ভাবা অথবা সদ্বিতীয়কাঃ।
ঈষদ্‌ব্যক্তা অপহ্নোতুং শক্যা ধূমায়িতা মতাঃ ॥২।৩।৪৩॥

—যে সাত্ত্বিক ভাব স্বয়ং বা দ্বিতীয় (অন্য) কোনও সাত্ত্বিকভাবের সহিত মিলিত হইয়া অত্যল্প পরিমাণে প্রকাশ পায় এবং যাহাকে গোপন করা যায়, তাহাকে 'ধূমায়িত' ভাব বলা হয়।"

যেমন, একমাত্র স্তম্ভ যখন অত্যল্পপরিমাণে অভিব্যক্ত হয়, কিম্বা স্তম্ভ এবং অশ্রু-কম্পাদি অন্য কোনও ভাব যখন একই সঙ্গে অত্যল্প পরিমাণে প্রকাশিত হয় এবং এই প্রকাশকে যদি গোপন করা যায়, তাহা হইলে এই প্রকাশকে বলা হয় ধূমায়িত প্রকাশ।

উদাহরণ :—

"আকর্ণয়ন্নঘহরামঘবৈরিকীর্ত্তিং পক্ষ্মাগ্রমিশ্রবিরলাশ্রুরভূৎ পুরোধাঃ।
যষ্টা দরোচ্ছ্বসিতলোমকপোলমীষৎ প্রস্বিন্ননাসিকমুবাহ মুখারবিন্দম্ ॥ভ, র, সি, ২।৩।৪৩॥

—যজ্ঞকর্ত্তা পুরোহিত অঘশত্রু-শ্রীকৃষ্ণের অঘ (পাপ) নাশিনী কীর্ত্তির কথা শুনিতেছিলেন ; তাহাতে তাঁহার চক্ষুর পক্ষ্মাগ্রে বিরলাশ্রুর (অল্পমাত্র অশ্রুর) উদয় হইল, কপোলস্থিত লোমসকল ঈষৎ উচ্ছ্বসিত হইল এবং নাসিকায়ও ঘর্ম্ম প্রকাশ পাইল। তিনি তখন উল্লিখিতরূপ ঈষদুন্মীলিত সাত্ত্বিক ভাব-সম্বলিত মুখারবিন্দ ধারণ করিয়াছিলেন।"

এ-স্থলে তিনটী সাত্ত্বিক ভাবেরই উদয় হইয়াছে—অশ্রু, রোমাঞ্চ এবং স্বেদ ; কিন্তু প্রত্যেকটীই অল্পপরিমাণে অভিব্যক্ত—অশ্রু, কেবলমাত্র পক্ষ্মের অগ্রভাগে ; রোমাঞ্চ কেবল গণ্ডে ; স্বেদ কেবল নাসিকায়। এজন্য ইহা হইতেছে ধূমায়িত সাত্ত্বিকের উদাহরণ।

৬০। জ্বলিত

"তে দ্বৌ ত্রয়ো বা যুগপদ্‌যান্তঃ স্বপ্রকটতাং দশাম্।
শক্যাঃ কৃচ্ছে্রণ নিহ্নোতুং জ্বলিতা ইতি কীর্ত্তিতাঃ ॥ভ, র, সি, ২।৩।৪৪॥

—যদি দুইটী বা তিনটী সাত্ত্বিকভাব একই সময়ে উত্তমরূপে প্রকটিত হয় এবং তাহা যদি সহজে গোপন করা না যায়, কষ্টেসৃষ্টে মাত্র গোপন করা যায়, তাহা হইলে তাহাকে 'জ্বলিত' বলে।"

ধূমায়িত ও জ্বলিতের পার্থক্য হইতেছে এইরূপ ঃ—প্রথমতঃ, ধূমায়িতে কেবল একটী সাত্ত্বিক ভাবেরও উদয় হইতে পারে, অবশ্য একাধিকও হইতে পারে; কিন্তু জ্বলিতে দুইটী বা তিনটী একই সঙ্গে উদিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ধূমায়িতের অভিব্যক্তি অল্পপরিমাণ ; কিন্তু জ্বলিতে অভিব্যক্তি সুস্পষ্ট। তৃতীয়তঃ, ধূমায়িতকে সহজে গোপন করা যায় ; কিন্তু জ্বলিতকে সহজে গোপন করা যায় না।

উদাহরণ ঃ—

"ন গুঞ্জামাদাতুং প্রভবতি করঃ কম্পতরলো
দৃশৌ সাস্রে পিঞ্ছং ন পরিচিনুতঃ সত্বরকৃতি।
ক্ষমাবূরূ স্তব্ধৌ পদমপি ন গন্তুং তব সখে
বনাদ্‌বংশীধ্বানে পরিসরমবাপ্তে শ্রবণয়োঃ॥ ভ, র, সি, ২।৩।৪৫॥

—কোনও বয়স্য গোপ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—সখে ! বন হইতে উদ্ভূত তোমার বংশীধ্বনি আমার শ্রবণ-পরিসরে প্রবেশ করিলে পর আমার হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল, তজ্জন্য সত্বর গুঞ্জাগ্রহণ করিতে পারে নাই ; আমার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল, তাই ময়ূরপুচ্ছ চিনিতে পারিলনা ; আমার উরুদ্বয় স্তব্ধ (স্তম্ভ প্রাপ্ত) হইয়া এক পদও গমন করিতে সমর্থ হইলনা।"

এ-স্থলে "সত্বরকৃতি"-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, সত্বর বা তাড়াতাড়ি গুঞ্জাদি গ্রহণ করিতে পারে নাই, তৎক্ষণাৎ ময়ূরপুচ্ছ চিনিতে পারে নাই এবং গমন করিতে পারে নাই। কিঞ্চিৎ বিলম্বে এ-সমস্ত করিতে পারিয়াছিল। ইহাদ্বারা সূচিত হইতেছে যে—উদিত সাত্ত্বিক ভাবকে সহজে গোপন বা দমন করা যায় নাই, অতি কষ্টে দমন করা গিয়াছে। এজন্য ইহা হইল জ্বলিতের উদাহরণ।

অন্য উদাহরণ।

"নিরুদ্ধং বাষ্পাম্ভঃ কথমপি ময়া গদ্‌গদগিরো
হ্রিয়া সদ্যো গূঢ়াঃ সখি বিঘটিতো বেপথুরপি।
গিরিদ্রোণ্যাং বেণৌ ধ্বনতি নিপুণৈরিঙ্গিতময়ে
তথাপ্যূহাঞ্চক্রে মম মনসি রাগঃ পরিজনৈঃ॥ ভ, র, সি, ২।৩।৪৫॥

—হে সখি! পর্ব্বতসন্ধিস্থলে বেণুর ইঙ্গিতময় শব্দ উত্থিত হইলে যদিও আমি কোনও প্রকারে (কষ্টে সৃষ্টে) বাষ্পবারিকে রুদ্ধ করিলাম এবং লজ্জাবশতঃ গদ্‌গদবাক্য-সকলকেও গোপন করিলাম, তথাপি গাত্রকম্প নিবারণ করিতে পারি নাই। এজন্য নিপুণ পরিজনসকল আমার মনঃস্থিত কৃষ্ণানুরাগ বিতর্ক করিয়াছিলেন।"

৬১। দীপ্ত

"প্রৌঢ়াং ত্রিচতুরা ব্যক্তিং পঞ্চ বা যুগপদ্‌গতাঃ।
সম্বরীতুমশক্যাস্তে দীপ্তা ধীরৈরুদাহৃতাঃ॥ ভ, র, সি, ২।৩।৪৫॥

—তিনটী, চারিটী, অথবা পাঁচটী সাত্ত্বিকভাব যদি একই সময়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উদিত হয় এবং তাহাদের অভিব্যক্তিকে যদি সম্বরণ করিতে পারা না যায়, তাহা হইলে তাহাকে 'দীপ্ত' সাত্ত্বিক বলে।"

উদাহরণ :—

"ন শক্তিমুপবীণনে চিরমধত্ত কম্পাকুলোন গদ্‌গদনিরুদ্ধবাক্ প্রভুরভূত্তুপশ্লোকনে।
ক্ষমোঽজনি ন বীক্ষণে বিগলদশ্রুপূরঃ পুরো মধুদ্বিষি পরিস্ফুরত্যবশমূর্ত্তিরাসীন্মুনিঃ॥ ভ, র, সি, ২।৩।৪৫॥

—সম্মুখস্থ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া নারদমুনি এমনই বিবশাঙ্গ হইলেন যে, কম্পনিবন্ধন বীণাবাদনে অশক্ত হইয়া পড়িলেন, স্বরভঙ্গে বাক্য নিরুদ্ধ হওয়াতে স্তুতি পাঠ করিতে পারিলেন না, বিগলিত অশ্রুধারায় চক্ষু পূর্ণ হওয়াতে দর্শনেও অক্ষম হইয়া পড়িলেন।"

এ-স্থলে একই সঙ্গে অশ্রু, কম্প, স্বরভঙ্গ-এই তিনটী সাত্ত্বিক ভাব এমনি উজ্জ্বল ভাবে প্রকটিত হইয়াছে যে, নারদমুনি তাহাদিগকে সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন। এজন্য ইহা হইতেছে দীপ্ত সাত্ত্বিকের উদাহরণ।

অপর একটী উদাহরণ :—

"কিমুন্মীলত্যস্রে কুসুমজরজো গঞ্জসি মুধা
সরোমাঞ্চে কম্পে হিমমনিলমাক্রোশসি কুতঃ।
কিমূরুস্তম্ভে বা বনবিহরণং দ্বেক্ষি সখি তে
নিরাবাধা রাধে বদতি মদনাধিং স্বরভিদা॥ ভ, র, সি, ২।৩।৪৬॥

—(শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি শুনিয়া শ্রীরাধার যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া তাঁহার কোনও সখী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন) হে সখি! চক্ষুতে অশ্রু বিগলিত হইতেছে বলিয়া বৃথা কেন পুষ্পরজকে গঞ্জনা করিতেছ? রোমাঞ্চিত গাত্রে কম্পের উদয় হইয়াছে বলিয়া শীতল বায়ুর প্রতি কেন বৃথা আক্রোশ প্রকাশ করিতেছ? উরুস্তম্ভ হইয়াছে বলিয়া বনবিহারের প্রতি কেন বৃথা দ্বেষ করিতেছ? তুমি ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেও, হে রাধে! তোমার স্বরভেদেই মদন-বেদনা প্রকাশ করিয়া দিতেছে।"

এ-স্থলে অশ্রু, কম্প, রোমাঞ্চ, স্তম্ভ ও স্বরভেদ-এই পাঁচটী সাত্ত্বিক ভাবই অসম্বরণীয়রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। কোনও প্রকারেই এ-সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবের কোনওটীকেই সখীদের নিকট হইতে গোপন করিতে পারিতেছেন না বলিয়াই শ্রীরাধা ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সত্ত্বজাত অশ্রু হইলেও তিনি ফুলের রেণুকে গঞ্জনা করিতেছেন— অর্থাৎ সখীদের জানাইতে চাহিতেছেন যে, ফুলের রেণু তাঁহার চক্ষুতে পতিত হইয়াছে বলিয়াই তাঁহার অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। শীতল বায়ুর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া জানাইতে চাহিতেছেন যে, শীতল বায়ুর স্পর্শেই তাঁহার দেহে রোমাঞ্চ এবং কম্প জন্মিয়াছে। আর, বনবিহারের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিয়া জানাইতে চাহিতেছেন যে, অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছেন বলিয়াই এখন তাঁহার চলচ্ছক্তি স্তম্ভিত হইয়াছে। তিনি কিন্তু স্বাভাবিক স্বরে উল্লিখিতরূপ ছলনাবাক্য বলিতে পারিতেছেন না, গদ্‌গদবাক্যেই এ-সকল কথা বলিয়াছেন। তাঁহার এতাদৃশ স্বরভেদের কোনও ছলনাময় হেতুর কথা তিনি বলিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার অন্তরঙ্গা সখী বলিয়াছেন—"রাধে! কেন তুমি ভাব গোপনের চেষ্টা করিতেছ? তোমার এই চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। কেননা, তোমার স্বরভেদই তোমার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া দিতেছে।"

এ-স্থলে একই সময়ে পাঁচটী সাত্ত্বিকভাবের অসম্বরণীয় প্রকাশবশতঃ ইহা হইতেছে "দীপ্ত" সাত্ত্বিকের উদাহরণ।

৬২। উদ্দীপ্ত

"একদা ব্যক্তিমাপন্নাঃ পঞ্চষাঃ সর্ব্ব এব বা।
আরূঢ়া পরমোৎকর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি কীর্ত্তিতাঃ॥ ভ, র, সি, ২।৩।৪৬॥

—একই সময়ে যদি পাঁচ, ছয়, অথবা সমস্ত সাত্ত্বিক ভাব অভিব্যক্ত হইয়া পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'উদ্দীপ্ত' সাত্ত্বিক বলা হয়।

উদাহরণ :—

"অদ্য স্বিদ্যতি বেপতে পুলকিভির্নিস্পন্দতামঙ্গকৈ-
র্ধত্তে কাকুভিরাকুলং বিলপতি ম্লায়ত্যনল্পোষ্মভিঃ।
স্তিম্যত্যম্বুভিরম্বকস্তবকিতৈঃ পীতাম্বরোড্ডামরং
সদ্যস্ত্বদ্‌বিরহেণ মুহ্যতি মুহু র্গোষ্ঠাধিবাসী জনঃ॥ ভ, র, সি, ২।৩।৪৭॥

—হে পীতাম্বর! অদ্য তোমার বিরহে গোষ্ঠ-(গোকুল-)বাসী জনসকল ঘর্ম্মাক্ত ও কম্পিত হইতেছেন, পুলকিত অঙ্গ সমূহদ্বারা নিস্পন্দতা (স্তম্ভ) ধারণ করিতেছেন। তাঁহারা আকুল হইয়া কাকুবাক্যে বিলাপ করিতেছেন, অনল্প (অত্যধিক) উষ্মাদ্বারা ম্লান হইয়াছেন। নেত্র হইতে বিগলিত স্তবকতুল্য স্থূল ও শীঘ্রনিপতিত অশ্রুধারায় তাঁহারা আর্দ্রীভূত হইতেছেন। সম্প্রতি তাঁহারা উদ্ভটরকমে মোহ প্রাপ্ত হইতেছেন।"

এ-স্থলে অশ্রু, কম্প, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, বৈবর্ণ্য (ম্লানতা), স্বরভেদ (কাকুবাক্য) এবং মোহ (প্রলয়)-এই আটটী সাত্ত্বিক ভাবেরই উদ্ভটরূপে প্রকাশ দেখা যায়। এজন্য ইহা হইতেছে "উদ্দীপ্ত" সাত্ত্বিকের উদাহরণ।

৬৩। সুদ্দীপ্ত

ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত এবং উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবের কথা বলিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু সাত্ত্বিকভাবসমূহের একটী চরমবিকাশময় বৈচিত্র্যের কথাও বলিয়াছেন। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে—সুদ্দীপ্ত = সু + উদ্দীপ্ত—সুষ্ঠুরূপে উদ্দীপ্ত।

"উদ্দীপ্তা এব সুদ্দীপ্তা মহাভাবে ভবন্ত্যমী।
সর্ব্ব এব পরাং কোটিং সাত্ত্বিকা যত্র বিভ্রতি ॥২।৩।৪৭॥

—মহাভাবে (ব্রজসুন্দরীদিগের কৃষ্ণরতিতে) সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবই সুষ্ঠুরূপে উদ্দীপ্ত হইয়া উদ্দীপ্ততার পরাকাষ্ঠা লাভ করিলে তাহাদিগকে 'সুদ্দীপ্ত' সাত্ত্বিক বলা হয়।

শ্লোকস্থ "মহাভাবে"-শব্দ হইতে জানা যাইতেছে—একমাত্র মহাভাবেই সাত্ত্বিক ভাবসকল "সুদ্দীপ্ত" হইয়া থাকে, অন্যত্র নহে।

কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীগণ ব্যতীত অন্য কাহারও মধ্যেই মহাভাব নাই, তাহা হইলে বুঝা গেল—একমাত্র ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যেই সাত্ত্বিক ভাবসকল সুদ্দীপ্ত হইতে পারে, অন্য কোনও শ্রীকৃষ্ণপরিকরে নহে।

ক। সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই সম্ভব

একমাত্র মহাভাববতী ব্রজদেবীগণের মধ্যেই সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক সম্ভব হইলেও শ্রীরাধা ব্যতীত অপর কোনও গোপীতে যে ইহা সম্ভব নয়, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

উজ্জ্বলনীলমণিতে অধিরূঢ় মহাভাবের লক্ষণে বলা হইয়াছে, "রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাম্। যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে॥ স্থা, ১২৩॥ পূর্ব্ববর্ত্তী ৬।৬৪-অনুচ্ছেদে এই শ্লোকের অর্থাদি দ্রষ্টব্য।" এই শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"অনুভাবাঃ সাত্ত্বিকাঃ কামপ্যনির্বচনীয়াং বিশিষ্টতাং প্রাপ্তাঃ, ন তু সুদ্দীপ্তা ইত্যর্থঃ। তেষাং মোহন এব বক্ষ্যমাণত্বাৎ॥" ইহা হইতে জানা গেল—অধিরূঢ় মহাভাবে সাত্ত্বিকভাবসকল এক অনির্ব্বচনীয় বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু সুদ্দীপ্ত হয় না, মোহনেই তাহারা সুদ্দীপ্ত হয়।

মোহনের লক্ষণে উজ্জ্বলনীলমণি বলিয়াছেন—"মোদনোঽয়ং প্রবিশ্লেষদশায়াং মোহনো ভবেৎ। যস্মিন্ বিরহবৈবশ্যাৎ সুদ্দীপ্তা এব সাত্ত্বিকাঃ॥স্থা, ১৩০॥ পূর্ব্ববর্ত্তী ৬।৬৯-অনুচ্ছেদে এই শ্লোকের অর্থাদি দ্রষ্টব্য।" বিরহদশায় মোদনই (৫।৬৬-অনুচ্ছেদে মোদনের লক্ষণ দ্রষ্টব্য) মোহন-নামে খ্যাত হয়। এই মোহনেই সাত্ত্বিক ভাবসকল সুদ্দীপ্ত হয়। উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—"প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং

মোহনোঽয়মুদঞ্চতি ॥ স্থা, ১৩২॥”—একমাত্র বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকাতেই মোহনের আবির্ভাব হইয়া থাকে [৬।৬৯-ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। কেবলমাত্র মোহনেই যখন সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক সম্ভব এবং মোহনও যখন শ্রীরাধাব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়, তখন পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীরাধাব্যতীত অপর কাহারও মধ্যেই সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক সম্ভব নহে। সুদ্দীপ্ত হইলে সাত্ত্বিক ভাবগুলির কি রকম অবস্থা হয়, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ৬।৬৯-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে।

৬৪। সাত্ত্বিকাভাস

সাত্ত্বিক ভাবের কথা বলিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু সাত্ত্বিকাভাসের কথাও বলিয়াছেন। যাহা সাত্ত্বিক বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ কিন্তু সাত্ত্বিক নহে, তাহাকেই সাত্ত্বিকাভাস বলা হয়। “সাত্ত্বিকাভাসা ইতি সাত্ত্বিকবদাভাসন্তে প্রতীয়ন্তে, ন তু বস্তুতস্তথা ॥ ভ, র, সি, ২।৩।৪৮-শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব।’

ক। সাত্ত্বিকাভাস চতুর্ব্বিধ

সাত্ত্বিকাভাস চারি রকমের—রত্যাভাসভব (অর্থাৎ যাহা রত্যাভাস হইতে জাত), সত্ত্বাভাসভব (অর্থাৎ যাহা সত্ত্বাভাস হইতে উদ্ভূত), নিঃসত্ত্ব এবং প্রতীপ। এই চারি প্রকারের সাত্ত্বিকাভাসের মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্বটী পর-পরটী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অথাত্র সাত্ত্বিকাভাসা বিলিখ্যন্তে চতুর্বিধাঃ।
রত্যাভাসভবা স্তে তু সত্ত্বাভাসভবা স্তথা।
নিঃসত্ত্বাশ্চ প্রতীপাশ্চ যথাপূর্ব্বমমী বরাঃ ॥ ভ, র, সি, ২।৩ ৪৮॥

এক্ষণে নিম্নলিখিত কতিপয় অনুচ্ছেদে উল্লিখিত চতুর্বিধ সাত্ত্বিকাভাসের আলোচনা করা হইতেছে।

৬৫। রত্যাভাসভব সাত্ত্বিকাভাস

পূর্ব্বোদ্ধৃত “অথাত্র সাত্ত্বিকাভাসা”-ইত্যাদি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ২।৩।৪৮-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন-“রতেঃ প্রতিবিম্বত্বে ছায়াত্বে চ সতি রত্যাভাসভবত্বম্—রতির প্রতিবিম্ব এবং ছায়া হইতেই রত্যাভাসভব সাত্ত্বিকাভাস হইয়া থাকে।”

পূর্ব্ববর্ত্তী ৬।৬-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, জ্ঞানী ও যোগী প্রভৃতি মুক্তিকামী সাধকগণ তাঁহাদের অভীষ্ট মোক্ষ লাভের জন্য জ্ঞান-যোগমার্গের সাধনের আনুষঙ্গিক ভাবে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেও ভক্তি (কৃষ্ণরতি বা কৃষ্ণপ্রীতি) তাঁহাদের কাম্য নহে, মোক্ষই তাঁহাদের কাম্য। এজন্য তাঁহাদের চিত্তে রতির উদয় হয় না, রত্যাভাসের (রতির প্রতি-বিম্বের এবং রতির ছায়ার) উদয় হয়। এই রত্যাভাসের উদয়েও তাঁহাদের মধ্যে অশ্রু-কম্পাদির উদয় হইতে পারে ; কিন্তু তাঁহাদের চিত্ত সত্ত্বত্ব লাভ করে না বলিয়া (অর্থাৎ তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণসম্বন্ধী

ভাবসমূহের দ্বারা আক্রান্ত হয় না বলিয়া) এই অশ্রু-কম্পাদিকে সাত্ত্বিক ভাব বলা যায় না ; এ-সমস্ত হইতেছে রত্যাভাসজনিত সাত্ত্বিকাভাস। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তাহাই বলিয়াছেন।

মুমুক্ষুপ্রমুখেষ্বাদ্যা রত্যাভাসাৎ পুরোদিতাৎ ॥২।৩।৪৮॥

—পূর্ব্বে (ভ, র, সি, ১।৩।২০-শ্লোকে) যে রত্যাভাসের কথা বলা হইয়াছে (পূর্ব্ববর্ত্তী ৬।১৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), সেই রত্যাভাস হইতে মুমুক্ষু প্রভৃতিতে রত্যাভাসভব সাত্ত্বিকাভাস জন্মে।”

উদাহরণ,

“বারাণসীনিবাসী কশ্চিদয়ং ব্যাহরন্ হরেশ্চরিতম্।
যতিগোষ্ঠ্যামুৎপুলকঃ সিঞ্চতি গণ্ডদ্বয়ীমস্রৈঃ ॥ ভ, র, সি, ২।৩।৪৯॥

—বারাণসীবাসী কোনও ব্যক্তি সন্ন্যাসীদিগের সভায় হরিচরিত গান করিতে করিতে পুলকান্বিত-কলেবর হইয়া অশ্রুজলদ্বারা গণ্ডদ্বয়কে সিঞ্চিত করিতে লাগিলেন।”

সাধারণতঃ মুমুক্ষুগণই বারাণসীতে বাস করিয়া সাধন করেন। তত্রত্য সন্ন্যাসিগণও সাধারণতঃ মুমুক্ষু। এই উদাহরণে বারাণসীবাসী যে কীর্ত্তনীয়ার কথা বলা হইয়াছে, তিনিও মুমুক্ষু ; এজন্যই মুমুক্ষু সন্ন্যাসীদের সভায় তিনি হরিচরিত কীর্ত্তন করিয়াছেন। হরিচরিত-কীর্ত্তনও ভক্তি-অঙ্গ ; কিন্তু তিনি মুমুক্ষু বলিয়া এই ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে তাঁহার চিত্তে রতির উদয় হয় নাই, রত্যাভাসেরই উদয় হইয়াছে (৬।৬-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই রত্যাভাসের উদয়েই তাঁহার দেহে পুলক ও নয়নে অশ্রুর উদয় হইয়াছে। এই অশ্রু-পুলক হইতেছে রত্যাভাসজনিত সাত্ত্বিকাভাস।

কৃষ্ণচরিতাদির শ্রবণে মুমুক্ষু শ্রোতারও রত্যাভাসজনিত সাত্ত্বিকাভাস জন্মিতে পারে।

উল্লিখিত উদাহরণ হইতে বুঝা যায়—সাত্ত্বিকাভাসের পক্ষে কৃষ্ণসম্বন্ধিভাবের দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত না হইলেও কৃষ্ণচরিত-কীর্ত্তনেই সাত্ত্বিকাভাসের উদয় হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, কৃষ্ণসম্বন্ধী কোনও বস্তুর প্রভাবে যদি অশ্রুকম্পাদির উদয় হয়, তাহা হইলেই তৎসমস্তকে সাত্ত্বিকাভাস বলা যায় ; নচেৎ, শৈত্য-ভয়াদি হইতে জাত কম্প-পুলকাদিকে সাত্ত্বিকাভাসও বলা সঙ্গত হইবে না।

৬৭। সত্ত্বাভাসভব সাত্ত্বিকাভাস

“মুদ্‌বিস্ময়াদেরাভাসঃ প্রোদ্যন্ জাত্যা শ্লথে হৃদি।
সত্ত্বাভাস ইতি প্রোক্তঃ সত্ত্বাভাসভবাস্ততঃ ॥ভ, র, সি, ২।৩।৫০॥

—যাহা জাতিতেই শ্লথ, এতাদৃশ হৃদয়ে উত্থিত হর্ষ ও বিস্ময়াদির যে আভাস, তাহাকে বলে সত্ত্বাভাস ; সেই সত্ত্বাভাস হইতে জাত পুলকাশ্রু-আদিকে বলে সত্ত্বাভাসভব সাত্ত্বিকাভাস।”

“হর্ষ-বিস্ময়াদির আভাস” বলার তাৎপর্য্য বোধ হয় এইরূপ :—কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের দ্বারা আক্রান্ত চিত্তে যে হর্ষ-বিস্ময়াদি জন্মে, তাহাই বাস্তব হর্ষ-বিস্ময় ; অন্যরূপ চিত্তের হর্ষ-বিস্ময়াদি হইতেছে হর্ষবিস্ময়াদির আভাসমাত্র, বাস্তব হর্ষ-বিস্ময়াদি নহে।

যাঁহাদের চিত্ত জাতিতেই শ্লথ (কোমল) অর্থাৎ জন্মাবধিই যাঁহাদের চিত্ত শ্লথ, তাঁহাদের চিত্তে কৃষ্ণসম্বন্ধী বস্তুর শ্রবণাদিতে যে হর্ষবিস্ময়াদির আভাস জন্মে, শ্লোকে তাহাকেই সত্ত্বাভাস বলা হইয়াছে। কিন্তু "সত্ত্ব"-শব্দে চিত্তের অবস্থাবিশেষকেই, স্থলবিশেষে চিত্তকেও, বুঝায়। এ-স্থলে হর্ষবিস্ময়াদির আভাসকে সত্ত্বাভাস বলা হইল কেন? ভ, র, সি, ২।৩।৪৮-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"মুদ্‌বিস্ময়াদ্যাভাসমাত্রাক্রান্তচিত্তত্বে সত্ত্বাভাসভবত্বম্।" উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের টীকায়ও তিনি লিখিয়াছেন—"ভাবাক্রান্ত-চিত্তস্যৈব সত্ত্বতয়া সঙ্কেতিতত্বাৎ মুদ্‌বিস্ময়াদেরাভাসো যস্মিন্ তচ্চিত্তমিতি বক্তব্যে মুদাদ্যাভাস এব সত্ত্বাভাস ইত্যুক্তিস্তৎ কারণতাতিশয়বিবক্ষয়া আয়ুর্ঘৃতমিতিবৎ ॥"

তাৎপর্য্য হইতেছে এই। কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের দ্বারা আক্রান্ত চিত্তকেই সত্ত্ব বলা হয়। কৃষ্ণ-সম্বন্ধী ভাব হইতে জাতরতি ভক্তের চিত্তে যে হর্ষ-বিস্ময়াদি জন্মে, তাহাদ্বারা আক্রান্ত চিত্তকেও সত্ত্ব বলা হয়; কেননা, তাদৃশ হর্ষ-বিস্ময়াদির দ্বারা আক্রমণও কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের দ্বারা আক্রমণই। যে-স্থলে তাদৃশ হর্ষবিস্ময়াদি নাই, হর্ষবিস্ময়াদির আভাসমাত্র আছে, সে-স্থলে সেই হর্ষ-বিস্ময়াদির আভাসদ্বারা আক্রান্ত চিত্তকে সত্ত্ব না বলিয়া সত্ত্বাভাস বলা যায়। সুতরাং হর্ষবিস্ময়াদির আভাস হইল সত্ত্বাভাসত্বের কারণ। "আয়ুই ঘৃত"-এই ন্যায়ে আয়ুবৃদ্ধির কারণ বলিয়া ঘৃতকে যেমন আয়ু বলা হয়, তদ্রূপ এ-স্থলে সত্ত্বাভাসের কারণ বলিয়া হর্ষবিস্ময়াদির আভাসকে সত্ত্বাভাস বলা হইয়াছে। এই সত্ত্বাভাস হইতে জাত অশ্রু-পুলকাদিকে সত্ত্বাভাসভব সাত্ত্বিকাভাস বলা হয়।

উদাহরণ,

"জরন্মীমাংসকস্যাপি শৃণ্বতঃ কৃষ্ণবিভ্রমম্।
হৃষ্টায়মানমনসো বভূবোৎপুলকং বপুঃ ॥ভ, র, সি ২।৩।৫০॥

—কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিতে করিতে প্রাচীন মীমাংসকেরও চিত্ত আনন্দিত হইয়াছিল এবং এজন্য তাঁহার দেহও পুলকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।"

মীমাংসকগণ ভক্তিহীন। এজন্য তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণরতিশূন্য, সত্ত্বতা প্রাপ্তির অযোগ্য। কৃষ্ণলীলা-শ্রবণের ফলে তাঁহাদের যে আনন্দ বা হর্ষ জন্মে, তাহাও হর্ষাভাসমাত্র। এই হর্ষাভাসের দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে তাহা সত্ত্বাভাসে পরিণত হয়; এই সত্ত্বাভাস হইতে জাত পুলক হইতেছে সত্ত্বাভাসভব সাত্ত্বিকাভাস।

এ-স্থলেও দেখা গেল--সাত্ত্বিকাভাসেও কৃষ্ণসম্বন্ধী বস্তুর (কৃষ্ণলীলা-শ্রবণের) অপেক্ষা আছে।

অন্য উদাহরণ,

"মুকুন্দচরিতামৃতপ্রসরবর্ষিণস্তে ময়া কথং কথনচাতুরীমধুরিমা গুরুর্বর্ণ্যতাম্।
মুহূর্ত্তমতদর্থিনো বিষয়িণোঽপি যস্যাননান্নিশম্য বিজয়ং প্রভোর্দধতি বাষ্পধারাময়ী॥ ভ, র, সি, ২।৩।৫১

—মুকুন্দচরিতামৃত-বর্ষণকারী তোমার কথনচাতুরীর মহান্ মধুরিমার কথা আমি কিরূপে বর্ণন

করিব? যাহারা এই প্রসিদ্ধ বিষয়ী, মুকুন্দের কথা শ্রবণ করিতেও যাহারা চায় না, তাহারাও তোমার মুখ হইতে নিঃসৃত প্রভু শ্রীকৃষ্ণের বিজয়ের (মহিমার) কথা মুহূর্ত্তমাত্র শ্রবণ করিয়া নয়নে বাষ্পধারা বহন করিয়া থাকে।”

কৃষ্ণকথা-শ্রবণে হরিকথা-শ্রবণবিমুখ মহাবিষয়ীদেরও অশ্রুর উদয় হয়, তাহাই এ-স্থলে প্রদর্শিত হইল। ইহা সাত্ত্বিকাভাস, সাত্ত্বিকভাব নহে; কেননা, বিষয়াসক্তচিত্ত লোকগণ ভক্তিহীন।

এই উদাহরণেও সাত্ত্বিকাভাসের জন্য কৃষ্ণসম্বন্ধী বস্তুর (কৃষ্ণকথা-শ্রবণের) অপেক্ষা দেখা যায়।

পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে যে মুমুক্ষুদের রত্যাভাসজনিত সাত্ত্বিকাভাসের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাদের সহিত ভক্তির সংশ্রব আছে; কেননা, মোক্ষসাধনের সহিত তাঁহারা ভক্তির সাধনও করিয়া থাকেন; কিন্তু এ-স্থলে যে মীমাংসক বা বিষয়ীদের সত্ত্বাভাসজনিত সাত্ত্বিকাভাসের কথা বলা হইল, তাঁহাদের সহিত ভক্তির কোনও সংশ্রবই নাই। এজন্য সত্ত্বাভাসজনিত সাত্ত্বিকভাস হইতে রত্যাভাসজনিত সাত্ত্বিকাভাসের উৎকর্ষ। মুমুক্ষুদের রতি না থাকিলেও রত্যাভাস আছে; কিন্তু মীমাংসক এবং বিষয়ীদের তাহাও নাই।

৬৭। নিঃসত্ত্ব সাত্ত্বিকাভাস

“নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে তদভ্যাসপরেঽপি চ।
সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ॥ভ, র, সি ২।৩।৫২॥

—যাহাদের চিত্ত স্বভাবতঃই পিচ্ছিল এবং যাহারা অশ্রু-কম্পাদির অভ্যাসপরায়ণ, সত্ত্বাভাসব্যতীতও তাহাদের মধ্যে কোনও কোনও স্থলে অশ্রু-পুলকাদি দৃষ্ট হয়। এতাদৃশ অশ্রু-পুলকাদি হইতেছে নিঃসত্ত্ব সাত্ত্বিকাভাস।”

সত্ত্বাভাসভব সাত্ত্বিকাভাসে “শ্লথ” চিত্তের কথা বলা হইয়াছে। নিঃসত্ত্ব সাত্ত্বিকাভাসে “পিচ্ছিল” চিত্তের কথা বলা হইয়াছে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় “শ্লথ” এবং “পিচ্ছিল”-এই দুইটীর পার্থক্য-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—“যাহা বাহিরে কোমল, কিন্তু ভিতরে কঠিন, তাহাকে বলে ‘পিচ্ছিল’। সেজন্য ইহা কোনও স্থলে স্থির নহে। আর, যাহা ভিতরেও কোমল, বাহিরেও কোমল, তাহা হইতেছে ‘শ্লথ’; সেজন্য যে-খানে সে-খানে ইহা সংসজ্জমান হইতে পারে।” তাৎপর্য্য এই যে—পিচ্ছিল স্থানের উপর দিয়া চলিয়া যাওয়ার সময়ে সর্ব্বত্রই যেমন লোকের পতন হয় না, স্থলবিশেষেই পতন হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণকথাদির শ্রবণে সকল সময়েই পিচ্ছিলচিত্ত লোকের অশ্রু-পুলকাদির উদয় হয় না, কোনও কোনও সময়ে হয়। আর, যাহা ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই কোমল, যখনই তাহার সহিত কোনও বস্তুর সংযোগ হয়, তখনই যেমন তাহা তাহাতে সংলগ্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ যাহার চিত্ত স্বভাবতঃই শ্লথ, ভগবৎ-কথাদি শ্রবণ মাত্রেই তাহার অশ্রু-পুলকাদি জন্মিতে পারে।

যাহাদের চিত্ত স্বভাবতঃই পিচ্ছিল, সত্ত্ব তো দূরের কথা, সত্ত্বাভাসব্যতীতও কখনও কখনও তাহাদের অশ্রু-পুলকাদি উদিত হইতে পারে। সত্ত্বও নাই এবং সত্ত্বাভাসও নাই বলিয়া তাহাদের এই অশ্রুপুলকাদিকে "নিঃসত্ত্ব" সাত্ত্বিকাভাস বলা হয়। ভ, র, সি, ২।৩।৪৮-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীব লিখিয়াছেন—হর্ষ-বিস্ময়াদির আভাসেরও অন্তর-স্পর্শ বা বহিঃস্পর্শ হয় না বলিয়াই নিঃসত্ত্ব বলা হয়।

আবার, কেহ কেহ লোকমনোরঞ্জনাদির উদ্দেশ্যে অশ্রু-কম্পাদির আবির্ভাবের জন্য রোদনাদির অভ্যাস করিয়া থাকে। তাহারাও নিঃসত্ত্ব; অভ্যাসের ফলে তাহাদের মধ্যেও যে অশ্রু-কম্পাদি জন্মে, তাহাও নিঃসত্ত্ব সাত্ত্বিকাভাস। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী টীকায় লিখিয়াছেন—যাহাদের ভিতরও কঠিন, বাহিরও কঠিন, অভ্যাসবশতঃও তাহাদের মধ্যে অশ্রু-কম্পাদির উদয় হয় না।

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—অজ্ঞ লোকগণ নিঃসত্ত্ব সাত্ত্বিকাভাসকেও সাত্ত্বিক-তুল্য মনে করিতে পারে বলিয়াই সাত্ত্বিকাভাসের প্রসঙ্গে নিঃসত্ত্ব সাত্ত্বিকাভাসের কথা বলা হইল।

এ-স্থলে সত্ত্বাভাসও নাই বলিয়া নিঃসত্ত্ব সাত্ত্বিকাভাসের সত্ত্বাভাসভব সাত্ত্বিকাভাস হইতেও অপকর্ষ।

উদাহরণ,

"নিশময়তো হরিচরিতং ন হি সুখদুঃখাদয়োঽস্য হৃদি ভাবাঃ।
অনভিনিবেশাজ্জাতাঃ কথমস্রবদস্রমশ্রান্তম্ ॥২।৩।৫৩॥

—অনভিনিবেশবশতঃ হরিচরিত্র-শ্রবণকারী এই ব্যক্তির হৃদয়ে সুখদুঃখাদি ভাবের উদয় হয় নাই। তথাপি কিরূপে ইহার নয়নে অবিরল জলধারা পতিত হইতেছে?"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—অনভিনিবেশবশতঃ (পিচ্ছিলত্বশবতঃ) চিত্তে ভাব জন্মে নাই। "আমাকর্তৃক পুনঃ পুনঃ অনুভূত হইতেছে"-এইরূপ ভাবই হইতেছে অনভিনিবেশ। তথাপি যে অজস্র অশ্রুপাত হইতেছে, ইহার কারণ হইতেছে—অভ্যাসপরত্ব, ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে।

সুখ-দুঃখাদিভাবের অভাবে সত্ত্বাভাসেরও অভাব সূচিত হইতেছে। এজন্য ইহা হইতেছে নিঃসত্ত্ব সাত্ত্বিকাভাসের উদাহরণ।

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"প্রকৃত্যা শিথিলং যেষাং মনঃ পিচ্ছিলমেব বা।
তেষ্বেব সাত্ত্বিকাভাসঃ প্রায়ঃ সংসদি জায়তে ॥২।৩।৫৪॥

—যাহাদের মন স্বভাবতঃ শিথিল বা পিচ্ছিল, মহোৎসব-কীর্ত্তন-সভায় প্রায় সে-সকল লোকেই সাত্ত্বিকাভাস প্রকাশ পায়।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—শিথিল চিত্তের সাত্ত্বিকাভাস মহোৎসব-সভাব্যতীত অন্যত্রও সম্ভব; এজন্য শ্লোকে '-প্রায়ঃ"-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

৬৮। প্রতীপ সাত্ত্বিকাভাস

"হিতাদন্যস্য কৃষ্ণস্য প্রতীপাঃ ক্রুদ্‌ভয়াদিভিঃ ॥ভ, র, সি, ২।৩।৫৫॥

—শ্রীকৃষ্ণের শত্রুপ্রভৃতির মধ্যে ক্রোধ-ভয়াদি হইতে যে বৈবর্ণ্যাদি জন্মে, তাহাকে প্রতীপ সাত্ত্বিকাভাস বলে।"

পূর্ব্বোল্লিখিত ভ, র, সি, ২।৩।৪৮-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"প্রতীপাস্তু বিরোধিভাবভবত্বাৎ দ্বেষ্যা এব ইতি ভাবঃ—বিরোধিভাব হইতে জাত বলিয়া প্রতীপ হয় দ্বেষ্য।" কৃষ্ণরতির বিরোধী ভাব হইতেছে কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ, শত্রুভাব। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী, শ্রীকৃষ্ণশত্রু, তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণবিরোধী ভাবের দ্বারা আক্রান্ত হইলেই প্রতীপ সাত্ত্বিকাভাস উদিত হইতে পারে।

উদাহরণ।

ক্রোধজাত প্রতীপঃ—

"তস্য স্ফুরিতোষ্ঠস্য রক্তাধরতটস্য চ।
বক্ত্রং কংসস্য রোষেণ রক্তসূর্য্যায়তে তদা॥ ভ, র, সি, ২।৩।৫৫-ধৃত হরিবংশ-বচন॥

—রক্তাধর এবং স্ফুরিতোষ্ঠ কংসের মুখ সেই সময়ে ক্রোধে রক্তবর্ণ সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল।"

কংস হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ দ্বারা (কৃষ্ণবিরোধী ভাবের দ্বারা) চিত্ত আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। এই বৈবর্ণ্য হইতেছে প্রতীপ সাত্ত্বিকাভাস।

ভয়জাত প্রতীপঃ—

"ম্লানাননঃ কৃষ্ণমবেক্ষ্য রঙ্গে সিস্বেদ মল্লস্ত্বধিভালশুক্তি।
মুক্তশ্রিয়াং সুষ্ঠু পুরো মিলন্ত্যামত্যাদরাৎ পাদ্যমিবাজহার॥ ভ, র, সি, ২।৩।৫৫॥

—রঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া ম্লানবদন মল্লের ললাটরূপ শুক্তি (ঝিনুক) স্বেদজল ধারণ করিয়া অগ্রবর্ত্তিনী মুক্তিসম্পত্তিকেই যেন আদরপূর্ব্বক পাদ্য দান করিল।"

কংসপক্ষীয় মল্লদের কথাই এ-স্থলে বলা হইয়াছে। তাহারাও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন। রঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া প্রাণভয়ে তাহারা ভীত হইল। এই ভয়ের দ্বারা তাহাদের চিত্ত আক্রান্ত হওয়ায় তাহাদের মুখ ম্লান হইয়া গেল এবং ললাটে ঘর্ম্ম দেখা দিল। এই বৈবর্ণ্য এবং ঘর্ম্ম হইতেছে ভয়জাত সাত্ত্বিকাভাস।

উদাহরণ হইতে এ-স্থলেও দেখা গেল—কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাববিশেষ-জাত ক্রোধ বা ভয় হইতেই প্রতীপ সাত্ত্বিকাভাসেরও উদ্ভব।

নিঃসত্ত্ব সাত্ত্বিকাভাস হইতেও প্রতীপ সাত্ত্বিকাভাসের অপকর্ষ; কেননা, নিঃসত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণ-বিরোধী ভাব নাই; কিন্তু প্রতীপে শ্রীকৃষ্ণবিরোধী ভাব বিদ্যমান।

৬৯। সাত্ত্বিকভাব-প্রসঙ্গে সাত্ত্বিকাভাস-কথনের হেতু

পূর্ব্ববর্ত্তী কতিপয় অনুচ্ছেদে সাত্ত্বিকাভাসের কথা বলা হইয়াছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর বর্ণনীয় বিষয় হইতেছে সাত্ত্বিক ভাব; কিন্তু সাত্ত্বিকভাব-বর্ণন-প্রসঙ্গে তিনি সাত্ত্বিকাভাসেরও বর্ণনা করিলেন কেন? সাত্ত্বিকাভাস তো বাস্তবিক সাত্ত্বিক নহে। গ্রন্থকার নিজেই তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া গিয়াছেন।

"নাস্ত্যর্থঃ সাত্ত্বিকাভাসকথনে কোঽপি যদ্যপি।
সাত্ত্বিকানাং বিবেকায় দিক্ তথাপি প্রদর্শিতা ॥২।৩।৫৫॥

—যদিও সাত্ত্বিকাভাস-কথনের কোনও প্রয়োজন নাই, তথাপি সাত্ত্বিকভাব-সকলের বিশেষ জ্ঞান লাভার্থ সাত্ত্বিকাভাস প্রদর্শিত হইল।"

এই উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই। কোনও বস্তুর পরিচয় দিতে হইলে, "তাহা কি"-ইহা যেমন বলিতে হয়, "তাহা কি নয়"-তাহাও তেমনি বলিতে হয়। নচেৎ বস্তুর বাস্তব পরিচয় জানা যায় না। বৃক্ষ হইতে গৃহীত পক্ক আম্র এবং পক্ক আম্রের বর্ণে রঞ্জিত মৃৎপিণ্ড—দেখিতে একই রকম; কিন্তু তাহারা বস্তুতঃ এক নহে। এইরূপ স্থলে পক্ক আম্রের পরিচয় দিতে হইলে, পক্ক আম্রের বর্ণে রঞ্জিত মৃৎপিণ্ড যে বাস্তব আম্র নহে, তাহাও বুঝাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন আছে। তদ্রূপ, সাত্ত্বিকাভাসেও অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিক-লক্ষণ বাহিরে দৃষ্ট হইলেও সাত্ত্বিকাভাস যে বাস্তব-সাত্ত্বিক নহে, সাত্ত্বিকাভাস-স্থলে অশ্রু-পুলকাদি যে "সত্ত্ব" হইতে উৎপন্ন নহে, তাহাও বিশেষরূপে জানাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন আছে; নচেৎ সাত্ত্বিকাভাসের অশ্রু-পুলকাদি বহির্লক্ষণ দেখিয়া সাধারণ লোক সাত্ত্বিকাভাসকেও সাত্ত্বিক মনে করিয়া বিভ্রান্ত হইতে পারে। এজন্য, সাত্ত্বিক-ভাবের পরিচয় দেওয়ার জন্যই গ্রন্থকার সাত্ত্বিকাভাসের কথাও বলিয়াছেন—উদ্দেশ্য কেবল বাহিরের লক্ষণ দেখিয়া কেহ যেন সাত্ত্বিকাভাসকে সাত্ত্বিক বলিয়া ভ্রমে পতিত না হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যভিচারী ভাব

৭০। ব্যভিচারী ভাবের লক্ষণ

ব্যভিচারী ভাবের লক্ষণ-সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"অথোচ্যন্তে ত্রয়স্ত্রিংশদ্ ভাবা যে ব্যভিচারিণঃ। বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি ॥
বাগঙ্গ-সত্ত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ। সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে ॥
উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িন্যমৃতবারিধৌ। ঊর্ম্মিবদ্ বর্দ্ধয়ন্ত্যেনং যান্তি তদ্রূপতাঞ্চ তে ॥২।৪।১—৩॥
—অতঃপর (সাত্ত্বিকভাব বর্ণনের পরে) ব্যভিচারী ভাবের কথা বলা হইতেছে। ব্যভিচারী ভাব তেত্রিশটী। বিশেষ আভিমুখ্যের সহিত স্থায়ী ভাবের প্রতি বিচরণ করে বলিয়া ইহাদিগকে ব্যভিচারী ভাব বলা হয়। বাক্য, ভ্রূনেত্রাদি অঙ্গ এবং সত্ত্বের (সত্ত্বোৎপন্ন অনুভাবের) দ্বারা ইহারা সূচিত হয় (ইহাদের অস্তিত্ব বা আবির্ভাব জানা যায়)। এই সকল ব্যভিচারী ভাব ভাবের গতিকে সঞ্চারিত করে বলিয়া ইহাদিগকে সঞ্চারী ভাবও বলা হয়। স্থায়িভাবরূপ অমৃত-সমুদ্রে ইহারা উন্মজ্জিত ও নিমজ্জিত হয়—ইহারা তরঙ্গের ন্যায় স্থায়ী ভাবকে বর্দ্ধিত করে এবং স্থায়িভাবরূপতাও প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তরঙ্গ যেমন সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া সমুদ্রকেই বর্দ্ধিত করে, তদ্রূপ ব্যভিচারী ভাবসকলও স্থায়ী ভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া স্থায়ী ভাবকে বর্দ্ধিত করে (ইহাই শ্লোকস্থ 'উন্মজ্জন্তি'-শব্দের তাৎপর্য্য)। আবার সমুদ্র হইতে উত্থিত তরঙ্গ যেমন পরে সমুদ্রেই লীন হয়—সমুদ্ররূপতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ স্থায়ী ভাব হইতে উত্থিত ব্যভিচারী ভাবও পরে স্থায়ী ভাবেই লীন হইয়া যায়—স্থায়িভাব-রূপতা প্রাপ্ত হয় (ইহাই শ্লোকস্থ 'নিমজ্জন্তি'-শব্দের তাৎপর্য্য)।"

ব্যভিচার-শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ হইতেছে—কদাচার, ভ্রষ্টাচার। তদনুসারে, কদাচার-পরায়ণ বা ভ্রষ্টাচারী লোককেই সাধারণতঃ ব্যভিচারী বলা হয়। কিন্তু উল্লিখিত শ্লোকে যে "ব্যভিচারী ভাব" কথিত হইয়াছে, তাহাতে "ব্যভিচারী"-শব্দটী সাধারণ আভিধানিক অর্থে (অর্থাৎ ভ্রষ্টাচারীর ভাব-এই অর্থে) ব্যবহৃত হয় নাই। এ-স্থলে "ব্যভিচারী"-শব্দের একটী বিশেষ বা পারিভাষিক অর্থ আছে ; উল্লিখিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর শ্লোকে এই পারিভাষিক অর্থ ব্যক্ত করা হইয়াছে—"বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি।—বিশেষ আভিমুখ্যের সহিত স্থায়িভাবের প্রতি চরণ বা বিচরণ করে—গমন করে (বলিয়া এই ভাবকে ব্যভিচারী ভাব বলা হয়)।" বি (বিশেষরূপে) + অভি (অভিমুখে, স্থায়িভাবের অভিমুখে) + চারী (চরণকারী —গমনকারী) = ব্যভিচারী। স্থায়ী ভাব হইতেই ইহার উদ্ভব, ইহা বর্দ্ধিতও করে স্থায়ী ভাবকে (উন্মজ্জন্তি) এবং শেষকালে লীনও হয়

স্থায়ী ভাবে (নিমজ্জন্তি)। স্থায়ীভাব ব্যতীত অন্য কিছুর সহিতই ইহার সম্বন্ধ নাই। উচ্ছ্বসিত অবস্থায়ও ইহার গতি স্থায়ী ভাবের (স্থায়ী ভাবের বৃদ্ধির বা পুষ্টির) দিকে; আবার যখন লয় প্রাপ্ত হয়, তখনও ইহার গতি স্থায়ী ভাবের দিকে, স্থায়ী ভাবেই ইহা লীন হয়।

এই ব্যভিচারী ভাবের অপর একটী নাম হইতেছে **সঞ্চারী ভাব।** "সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে॥—ব্যভিচারী ভাব আবার ভাবের (স্থায়ী ভাবের, বা কৃষ্ণরতির) গতিকে সঞ্চারিত করে বলিয়া ইহাকে সঞ্চারী ভাবও বলা হয়।" এ-স্থলেও দেখা যায়—সঞ্চারণ-ব্যাপারেও ব্যভিচারী ভাবের গতি স্থায়ী ভাবের প্রতিই, ইহা স্থায়ী ভাবকেই সঞ্চারিত করে।

৭১। তেত্রিশটী ব্যভিচারী ভাবের নাম

পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে—ব্যভিচারী ভাব হইতেছে তেত্রিশটী। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে তাহাদের নাম এইরূপ কথিত হইয়াছেঃ—

(১) নির্ব্বেদ, (২) বিষাদ, (৩) দৈন্য, (৪) গ্লানি, (৫) শ্রম, (৬) মদ, (৭) গর্ব্ব, (৮) শঙ্কা, (৯) ত্রাস, (১০) আবেগ, (১১) উন্মাদ. (১২) অপস্মৃতি, (১৩) ব্যাধি, (১৪) মোহ, (১৫) মৃতি (মৃত্যু), (১৬) আলস্য, (১৭) জাড্য, (১৮) ব্রীড়া, (১৯) অবহিত্থা, (২০) স্মৃতি, (২১) বিতর্ক, (২২) চিন্তা, (২৩) মতি, (২৪) ধৃতি, (২৫) হর্ষ, (২৬) ঔৎসুক্য, (২৭) উগ্রতা, (২৮) অমর্ষ, (২৯) অসূয়া, (৩০) চপলতা, (৩১) নিদ্রা, (৩২) সুপ্তি ও (৩৩) বোধ। (ভ, র, সি, ২।৪।৩)।

এক্ষণে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর আনুগত্যে নিম্নলিখিত বিভিন্ন অনুচ্ছেদে এই তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

৭২। নির্ব্বেদ (১)

"মহার্ত্তিবিপ্রয়োগের্ষ্যাসদ্বিবেকাদিকল্পিতম্।
স্বাবমাননমেবাত্র নির্বেদ ইতি কথ্যতে॥
অত্র চিন্তাশ্রুবৈবর্ণ্যদৈন্যনিশ্বসিতাদয়ঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৪॥

—মহাদুঃখ, বিপ্রয়োগ (বিচ্ছেদ), ঈর্ষ্যা এবং সদ্বিবেকাদি (অর্থাৎ কর্ত্তব্যের অকরণ এবং অকর্ত্তব্যের করণ বশতঃ শোচনাদি) হইতে কল্পিত নিজের অবমাননকে নির্বেদ বলে। এই নির্বেদে চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, দৈন্য এবং দীর্ঘ নিশ্বাসাদি প্রকাশ পায়।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"এ-স্থলে 'সদ্বিবেক' হইতেছে অকর্ত্তব্যের করণ এবং কর্ত্তব্যের অকরণ জনিত শোচনাময় ব্যাপার।"

ক। মহার্ত্তিজনিত নির্বেদ

"হন্ত দেহহতকৈঃ কিমমীভিঃ পালিতৈর্বিফলপুণ্যফলৈর্নঃ।
এহি কালিয়হ্রদে বিষবহ্নৌ স্বং কুটুম্বিনি হঠাজ্জুহবাম॥ ভ, র, সি, ২।৪।৫॥

—হে গৃহকুটুম্বিনী যশোদে! হায়! পুণ্যরহিত আমাদের এই হতদেহকে পালন করিয়া কি লাভ? আইস, বিষাগ্নিযুক্ত কালিয়হ্রদে আমাদের দেহকে শীঘ্র আহুতি প্রদান করি।'

শোকজনিত মহাত্মঃখবশতঃ এই নির্বেদ। "পুণ্যরহিত হতদেহ"-বাক্যে স্বীয় অবমানন সূচিত হইতেছে।

এ-স্থলে, যিনি এই কথাগুলি বলিয়াছেন, তিনি এবং তাঁহার কুটুম্বিনী যশোদা—এই তুই জন মাত্র আছেন। অথচ শ্লোকে দ্বিবচনের পরিবর্ত্তে "দেহহতৈঃ কিমমীভিঃ"-ইত্যাদি ব্যাক্যে বহুবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই বহুবচনের প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী পাণিনির একটী সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন—"অস্মদো দ্বয়শ্চ॥ পণিনি॥১।২।৫৯" এবং বলিয়াছেন—বহুজন্মতাপেক্ষাতেই এ-স্থলে বহুবচন; তাৎপর্য্য—বহুজন্ম পর্য্যন্তই আমরা পুণ্যহীন।

অন্য একটী উদাহরণঃ—

"যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলিতা গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ সখি তথা যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহান্ ময়া ন গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো
ধিগ্ ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী॥

—উ, নী, ম,-ধৃত বিদগ্ধমাধব-বাক্য (২।৪১)॥

—(পূর্ব্বরাগবতী শ্রীরাধা এক সখীর যোগে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে একখানা পত্র পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে প্রত্যাগতা সেই সখীর ম্লান মুখ দেখিয়া শ্রীরাধা অনুমান করিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। তখন মহার্ত্তিভরে নির্ব্বেদভাবাপন্না শ্রীরাধা সেই সখীকে বলিয়াছিলেন।) হে সখি! যাঁহার ক্রোড়ে অবস্থান-সুখের আশায় আমি গুরুজনের নিকট হইতে গুরুতর লজ্জাকেও শিথিল করিয়াছি, প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম যে তোমরা সখীজন, সেই তোমাদিগকেও বহু ক্লেশ ভোগ করাইয়াছি এবং সাধ্বীগণকর্ত্তৃক পরিসেবিত যে মহান্ ধর্ম্ম, তাহাকেও গণ্য করি নাই, সেই শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াও এই পাপীয়সী আমি এখনও জীবিত আছি! ধিক্ আমার ধৈর্য্যকে!"

খ। বিপ্রয়োগজনিত নির্বেদ

"অসঙ্গমান্মাধবমাধুরীণামপুষ্পিতে নীরসতাং প্রয়াতে।
বৃন্দাবনে শীর্য্যতি হা কুতোঽসৌ প্রাণিত্যপুণ্যঃ সুবলো দ্বিরেফঃ॥ভ, র, সি, ২।৪।৫॥

—মাধবের মাধুরীসমূহের অভাবে বৃন্দাবন পুষ্পহীন ও নীরস হইয়া বিশীর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

তথাপি হায়! এই (মল্লক্ষণ) সুবলরূপ দ্বিরেফ (ভ্রমর—ভ্রমরতুল্য মূর্খ) কিরূপে এ-স্থলে জীবিত আছে?"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদজনিত নির্বেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। "দ্বিরেফঃ"-শব্দে স্বীয় অবমানন সূচিত হইয়াছে। যে-খানে পুষ্প নাই, সে-খানেও যদি ভ্রমর থাকে, তাহা হইলে সেই ভ্রমরকে মূর্খই বলা যায়।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে দানকেলিকৌমুদী হইতেও একটী উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

"ভবতু মাধবজল্পমশৃণ্বতোঃ শ্রবণয়োরলমশ্রবণির্মম।
তমবিলোকয়তোরবিলোচনিঃ সখি বিলোকনয়োশ্চ কিলানয়োঃ॥

—হে সখি! মাধবের কথা শ্রবণ করিতে পারিতেছেনা, এতাদৃশ যে আমার শ্রবণদ্বয়, তাহাদের বধিরতাই ভাল। আর, যে নয়নদ্বয় মাধবের দর্শন করিতে পারিতেছে না, তাহাদের অন্ধত্বই ভাল।"

উজ্জ্বলনীলমণিতে উদ্ধবসন্দেশ হইতে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

ন ক্ষোদীয়ানপি সখি মম প্রেমগন্ধো মুকুন্দে ক্রন্দন্তীং মাং নিজসুভগতাখ্যাপনায় প্রতীহি।
খেলদ্বংশীবলয়িনমনালোক্য তং বক্ত্রবিম্বং ধ্বস্তালম্বা যদহমহহ প্রাণকীটং বিভর্ম্মি॥

—(মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণের বিরহজনিত অসহ্য দুঃখে অনবরত অশ্রুমুখী শ্রীরাধাকে দেখিয়া ললিতা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে থাকিলে শ্রীরাধা নির্বেদবাক্যে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন) হে সখি! মুকুন্দের প্রতি আমার কিঞ্চিন্মাত্র প্রেমগন্ধও নাই; তবে যে আমি অনবরত তাঁহার জন্য রোদন করিতেছি, ইহা কেবল আমার স্ব-সৌভাগ্য-খ্যাপনমাত্র, ইহাই বিশ্বাস কর। অহহ! কি খেদের কথা!! বিবিধ স্বর-মূর্চ্ছনাদির আলাপকারিণী যে বংশী, সেই বংশীযুক্ত মুকুন্দ-মুখমণ্ডল দেখিতে না পাইয়াও আলম্বন বিহীন হইয়াও—আমি আমার এই প্রাণকীটের ধারণ করিতেছি!!"

রাধাভাবাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুও প্রলাপবাক্যে বলিয়াছেন,

দূরে শুদ্ধপ্রেমগন্ধ, কপট-প্রেমের বন্ধ, সেহ মোর নাহি কৃষ্ণপায়।
তবে যে করি ক্রন্দন, স্ব-সৌভাগ্য-প্রখ্যাপন, করি ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
যাতে বংশীধ্বনি মুখ, না দেখি সে চাঁদমুখ, যদ্যপি সে নাহি আলম্বন।
নিজদেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি, প্রাণকীটের করিয়ে ধারণ॥

—শ্রীচৈ, চ, ২।২।৪০-৪১॥

গ। ঈর্ষ্যাজনিত নির্বেদ

"স্তোতব্যা যদি তাবৎ সা নারদেন তবাগ্রতঃ।
দুর্ভগোঽয়ং জনস্তত্র কিমর্থমনুশব্দিতঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৭ ধৃত হরিবংশবচন॥

—সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন—নারদ যদি তোমার সাক্ষাতে রুক্মিণীর স্তব (প্রশংসা) করিতে লাগিলেন, তাহা হইলে মাদৃশ এই দুর্ভাগ্য জনের কথায় প্রয়োজন কি?"

এ-স্থলে রুক্মিণীদেবীর প্রতি সত্যভামাদেবীর ঈর্ষ্যা প্রকাশ পাইতেছে। এই ঈর্ষ্যার ফলে সত্যভামার নির্বেদ (নিজের অবমানন) জন্মিয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত একটী উদাহরণ, যথা ঃ—

"নাত্মানমাক্ষিপ ত্বং ম্লায়দ্বদনা গভীরগরিমাণম্।
সখি নান্তরং ক্ষিতৌ কশ্চন্দ্রাবলিতারয়োর্বেত্তি॥ ব্যভি ॥৬॥

—(সর্ব্বত্র শ্রীরাধার সৌভাগ্যসম্পত্তির খ্যাতি দেখিয়া অসহিষ্ণুতাবশতঃ চন্দ্রাবলী নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকিলে তাঁহার সখী পদ্মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন) হে সখি ! মলিনবদনা হইয়া গভীর-গরিমাশালিনী তোমার নিজেকে আর নিন্দা করিওনা। এই জগতে কে না জানে যে, চন্দ্রাবলীতে এবং তারকাতে অনেক পার্থক্য আছে (এ-স্থলে চন্দ্রাবলীনাম্নী গোপীকে চন্দ্রশ্রেণীতুল্যা এবং শ্রীরাধাকে একটী তারকাতুল্যা বলা হইয়াছে। ধ্বনি এই যে—বহু বহু চন্দ্র এবং একটী তারকাতে যেরূপ পার্থক্য, চন্দ্রাবলীতে এবং শ্রীরাধিকাতেও তদ্রূপ পার্থক্য। ইহা হইতেছে চন্দ্রাবলীর প্রতি পদ্মার সান্ত্বনাবাক্য)।"

ঘ। সদ্বিবেকজনিত নির্বেদ

"মমৈষ কালোহজিত নিষ্ফলো গতো রাজ্যশ্রিয়োন্নদ্ধমদস্য ভূপতেঃ।
মর্ত্ত্যাত্মবুদ্ধেঃ সুতদারকোষভূষ্বাসজ্জমানস্য দুরন্তচিন্তয়া॥ শ্রীভা, ১০।৫১।৪৭॥

—মুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—হে অজিত ! (কেবল অন্য লোকই যে সংসারে পতিত হইতেছে, তাহা নহে ; আমার অবস্থাও তদ্রূপ) আমার দেহেতে আত্মবুদ্ধি আছে ; এজন্য দুরন্ত চিন্তাদ্বারা পুত্র, কলত্র, কোষ এবং ভূমি (রাজত্ব) প্রভৃতিতে আসক্ত হইয়া নিজেকে ভূপতি মনে করিয়া রাজ্যশ্রী-দ্বারা উন্নদ্ধমদ হইয়াছি (আমার মদ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে)। আমার এই কাল (আয়ুষ্কাল) নিষ্ফলই হইল।"

ভগবচ্চরণে অনুরক্তিই কর্ত্তব্য ; মহারাজ মুচুকুন্দ মনে করিতেছেন—তিনি সেই কর্ত্তব্য পালন করেন নাই। আর, দেহভোগ্য বস্তুতে আসক্তি হইতেছে অকর্ত্তব্য ; তিনি মনে করিতেছেন—তিনি সেই অকর্ত্তব্যই করিতেছেন। ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃই পরমভাগবত মুচুকুন্দের এইরূপ ভাব। যাহা হউক, এইরূপ ভাবেই তাঁহার সদ্বিবেক সূচিত হইতেছে ; এই সদ্বিবেকবশতঃ তিনি নির্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, "আমার আয়ুষ্কাল নিষ্ফল হইল" বলিতেছেন।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—ভগবৎ-প্রীতিতে অধিষ্ঠানহেতু নির্বেদাদি ব্যভিচারিভাবসমূহ লৌকিক দুঃখময় ভাবের মত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে তৎসমস্তের গুণাতীতত্বই মনে করিতে হইবে। "নির্বেদাদীনাঞ্চামীষাং লৌকিক-গুণময়-ভাবায়মানানামপি বস্তুতো গুণাতীত্বমেব, তাদৃশ ভগবৎপ্রীত্যধিষ্ঠানাৎ।" সমস্ত ব্যভিচারী ভাবসম্বন্ধেই এই উক্তি প্রযোজ্য। যাহা ভগবৎ-প্রীতিতে অধিষ্ঠিত, তাহা কখনও প্রাকৃত-গুণময় হইতে পারে না, তাহা গুণাতীতই—যদিও বহির্দৃষ্টিতে তাহাকে গুণময় বলিয়া মনে হইতে পারে।

ঙ। নির্বেদসম্বন্ধে ভরতমুনির অভিমত

নির্বেদরূপ ব্যভিচারী ভাবের বিবরণ দিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"অমঙ্গলমপি প্রোচ্য নির্বেদং প্রথমং মুনিঃ।
মেনেঽমুং স্থায়িনং শান্ত ইতি জল্পন্তি কেচন॥২।৪।৮॥

—কেহ কেহ মনে করেন—অমঙ্গল হইলেও ভরতমুনি নির্বেদকে প্রথমে উল্লেখ করিয়া শান্তরসে এই নির্বেদকেই স্থায়িভাব বলিয়া মনে করিয়াছেন।"

ভরতমুনি ব্যভিচারি-ভাব-বর্ণনে নির্বেদের উল্লেখই সর্ব্বপ্রথমে করিয়াছেন। নির্বেদকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। এজন্য কেহ কেহ মনে করেন—ভরতমুনি শান্তরসে নির্বেদকেই স্থায়িভাব মনে করিতেন; স্থায়িভাবের অবশ্যই প্রাধান্য আছে। এজন্য তিনি প্রথমেই নির্বেদের উল্লেখ করিয়াছেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকার শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীও ভরতমুনির প্রতি গৌরববুদ্ধিবশতঃই ব্যভিচারি-ভাব-প্রকরণে প্রথমেই নির্বেদের উল্লেখ করিয়াছেন। উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—"তত্রাহ অমঙ্গলমিতি। মুনিস্তং প্রথমং প্রোচ্য শান্তরসে অমুং নির্বেদং স্থায়িনং মেনে। তথাচ তস্যা অমঙ্গলত্বেঽপি স্থায়িভাবত্বেন প্রাধান্যাৎ প্রথমত উক্তিঃ সঙ্গতেতি ভাবঃ। অত্র তু নির্বেদস্য প্রথমোক্তিস্তু মুনিবচনানুবাদরূপত্বাদিতি ভাবঃ॥" কিন্তু টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"কেচনেতি। স্বমতে তু শান্তরসে শান্ত্যাখ্যায়া রতেরেব স্থায়িভাবত্বাৎ। অত্র তু নির্বেদস্য প্রথমোক্তিঃ মুনিবচনানুবাদরূপত্বাদিতি ভাবঃ॥—স্বমতে (গ্রন্থকার শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর মতে) কিন্তু শান্তরসে শান্তি-নাম্নী রতিরই স্থায়িভাবত্ব। এ-স্থলে নির্বেদের প্রথমোক্তি মুনিবচনের অনুবাদ (পুনরুক্তি) রূপ।"

৭৩। বিষাদ (২)

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

ইষ্টানবাপ্তিপ্রারব্ধকার্য্যাসিদ্ধিবিপত্তিতঃ। অপরাধাদিতোঽপি স্যাদনুতাপো বিষণ্ণতা॥
অত্রোপায়সহায়ানুসন্ধিশ্চিন্তা চ রোদনম্। বিলাপশ্বাসবৈবর্ণ্যমুখশোষাদয়োঽপি চ ॥২।৪।৮॥

—ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধকার্য্যের অসিদ্ধি, বিপত্তি এবং অপরাধাদি হইতে যে অনুতাপ, তাহার নাম বিষাদ। এই বিষাদে উপায় ও সহায়ের অনুসন্ধান, চিন্তা, রোদন, বিলাপ, শ্বাস, বৈবর্ণ্য ও মুখশোষাদি প্রকাশ পায়।"

ক। ইষ্টের অপ্রাপ্তিজনিত বিষাদ

"জরাং যাতা মূর্ত্তির্মম বিবশতাং বাগপি গতা মনোবৃত্তিশ্চেয়ং স্মৃতিবিধুরতাপদ্ধতিমগাৎ।
অঘধ্বংসিন্ দূরে বসতু ভবদালোকনশশী ময়া হন্ত প্রাপ্তো ন ভজনরুচেরপ্যবসরঃ॥

ভ, র, সি, ২।৪।৯॥

—হে অঘনাশন শ্রীকৃষ্ণ! আমার শরীর জরাগ্রস্ত হইয়াছে, বাক্যও বিবশতা প্রাপ্ত হইয়াছে,

মনোবৃত্তিও স্মৃতিরহিত হইয়াছে। তোমার দর্শনরূপ শশীও দূরে অবস্থান করিতেছে। হায়! এ পর্য্যন্ত তোমার ভজনরুচির অবসরও পাইলাম না।”

এ-স্থলে ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তিতে বিষাদ।

উজ্জ্বলনীলমণিতে উদ্ধৃত একটী উদাহরণঃ—

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্ব্বয়স্যৈঃ।

বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং যৈর্বৈ নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্॥ শ্রীভা, ১০।২১।৭॥

—(শোভাতিশয়যুক্ত শরৎকালীন বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যগণের সহিত বিহার করিতে করিতে বেণুবাদন করিতেছেন। তাঁহার বেণুধ্বনির মাধুর্য্যে আকৃষ্টচিত্তা গোপীগণ তাঁহার দর্শনের জন্য লালসাবতী হইয়া পরস্পরকে বলিয়াছিলেন) হে সখীগণ! চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের ইহাই হইতেছে চক্ষুর একমাত্র ফল বা সার্থকতা, অন্য কিছুতে যে চক্ষুর সার্থকতা আছে, তাহা জানিনা। (কি তাহা? তাহা হইতেছে এই) বয়স্যগণের সহিত পশু (গাভী) দিগের পশ্চাতে বনে প্রবেশকারী ব্রজেন্দ্রনন্দন-দ্বয়ের (রামকৃষ্ণের) মধ্যে যিনি পশ্চাদ্গামী (শ্রীকৃষ্ণ), তাঁহার বেণুকর্তৃক সেবিত যে মুখারবিন্দ, যাহা হইতে অনুরক্ত জনের প্রতি নিত্য কটাক্ষ-মোক্ষ (অপাঙ্গদৃষ্টি-প্রেরণ) হইতেছে, সেই মুখ-কমলকে যাঁহারা চক্ষুদ্বারা আদরপূর্ব্বক নিত্য পান করিতেছেন, তাঁহাদেরই চক্ষুর সার্থকতা।”

খ। প্রারব্ধ কার্য্যের অসিদ্ধিজনিত বিষাদ

“স্বপ্নে ময়াদ্য কুসুমানি কিলাহৃতানি যত্নেন তৈর্বিরচিতা নবমালিকা চ।

যাবন্মুকুন্দহৃদি হন্ত নিধীয়তে সা হা তাবদেব তরসা বিররাম নিদ্রা॥ ভ, র, সি, ২।৪।৯॥

—অদ্য আমি স্বপ্নযোগে পুষ্পচয়ন করিয়াছি, যত্নের সহিত সেই কুসুমের দ্বারা নূতন মালাও রচনা করিয়াছি। কিন্তু হা কষ্ট! যখন আমি সেই মালা মুকুন্দের বক্ষঃস্থলে অর্পণ করিব, ঠিক সেই সময়েই হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল।”

এ-স্থলে প্রারব্ধ কার্য্য হইতেছে শ্রীকৃষ্ণকণ্ঠে মালার অর্পণ; তাহা সিদ্ধ হয় নাই বলিয়াই বিষাদ।

গ। বিপত্তিজনিত বিষাদ

“কথমনায়ি পুরে ময়কা সুতঃ কথমসৌ ন নিগৃহ্য গৃহে ধৃতঃ।

অমুমহো বত দন্তিবিধুন্তুদো বিধুরিতং বিধুমত্র বিধিৎসতি॥২।৪।১০॥

—(কংস-রঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণ কুবলয়াপীড়-নামক মহাপরাক্রান্ত হস্তীর সম্মুখীন হইয়াছেন। দূরে থাকিয়া উচ্চ মঞ্চ হইতে তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের বিপদ আশঙ্কা করিয়া গোপরাজ নন্দ বলিতেছেন) হায়! কেন আমি পুত্রকে মথুরাপুরে আনিলাম, কেন তাহাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলাম না। আমার এই তনয়রূপ চন্দ্রকে কুবলয়াপীড়-নামক হস্তিরূপ রাহু ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করিতেছে।”

উজ্জ্বলনীলমণিতে উদ্ধৃত উদাহরণ যথাঃ—

নিপীতা ন স্বৈরং শ্রুতিপুটিকয়া নর্ম্মভণিতি-
র্ন দৃষ্টা নিশঙ্কং সুমুখি মুখপঙ্কেরুহরুচঃ।
হরের্বক্ষঃপীঠং ন কিল ঘনমালিঙ্গিতমভূ-
দিতি ধ্যায়ং ধ্যায়ং স্ফুটতি লুঠদন্তর্ম্মম মনঃ॥ ললিতমাধব ॥৩।২৬॥

—প্রোষিতভর্ত্তৃকা শ্রীরাধা বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন) হে সুমুখি! আমি শ্রীকৃষ্ণের নর্মবাক্য শ্রুতিপুটে ইচ্ছানুরূপ ভাবে পান করি নাই, তাঁহার মুখকমলের কান্তিও নিঃশঙ্কচিত্তে দেখিতে পারি নাই; তাঁহার বিশাল বক্ষেও নিবিড় ভাবে আলিঙ্গিত হই নাই। এক্ষণে এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমার মন শরীরাভ্যন্তরে লুণ্ঠিত হইয়া বিদীর্ণ হইতেছে।"

ঘ। অপরাধজনিত বিষাদ

"পশ্যেশ মেহনার্য্যমনন্ত আদ্যে পরাত্মনি ত্বয্যপি মায়িমায়িনি।
মায়াং বিত্যতেক্ষিতুমাত্মবৈভবং হ্যহং কিয়ানৈচ্ছমিবার্চ্চিরগ্নৌ॥ শ্রীভা, ১০।১৪।৯॥

—(ব্রহ্ম-মোহন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মায়া বিস্তার করিয়া ব্রহ্মা যে অপরাধ করিয়াছিলেন, তাহার ক্ষমাপনের নিমিত্ত বিষাদের সহিত তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতে করিতে বলিয়াছেন) অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির নিকটে অতি তুচ্ছ, তদ্রূপ আমিও আপনার নিকটে অতি তুচ্ছ। তথাপি আমার কি মূর্খতা, তাহা আপনি দেখুন। হে ঈশ! হে অনন্ত! সকলের আদি (সর্ব্বকারণ-কারণ), পরাত্মা, মায়াবীদিগেরও মোহনকারী আপনার প্রতিও মায়া বিস্তার করিয়া আমি নিজের বৈভব দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম!"

"স্যমন্তকমহং হৃত্বা গতো ঘোরাস্যমন্তকম্।
করবৈ তরণীং কাম্বা ক্ষিপ্তো বৈতরণীমনু॥ ভ, র, সি. ২।৪।১২॥

—(বিষাদের সহিত অক্রুর চিন্তা কারতেছেন) স্যমন্তক-মণি হরণ করিয়া আমি যমের ভয়ানক মুখে পতিত হইলাম। ইহার ফলে আমাকে তো বৈতরণী নদীতে উৎক্ষিপ্ত হইতে হইবে। সেই বৈতরণী হইতে উদ্ধারের জন্য কাহাকেই বা তরণী করিব?"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ; যথাঃ—

"হরের্বচসি সূনৃতে ন নিহিতা শ্রুতির্ব্বা ময়া তথা দৃগপি নার্পিতা প্রণতিভাজি তস্মিন্ পুরঃ।
হিতোক্তিরপি ধিক্কৃতা প্রিয়সখী মুহুস্তেন মে জ্বলত্যহহ মুর্ম্মুরজ্বলনজালরুদ্ধং মনঃ॥৯॥

—(কলহান্তরিতা শ্রীরাধা নিজের অপরাধ স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন) হায় হায়! ক্রূরা আমি শ্রীহরির সত্য ও প্রিয় বাক্যে কর্ণপাতও করি নাই; তিনি যখন আমার অগ্রভাগে প্রণত হইয়াছিলেন, তখনও তাঁহার প্রতি আমি দৃক্পাতও করি নাই। হিতবাক্যরূপা প্রিয়সখীকেও আমি পুনঃ পুনঃ ধিক্কার দিয়াছি। অহহ! এক্ষণে আমার মন তুষানলে পরিব্যাপ্ত হইয়া মুহুর্ম্মুহু দগ্ধ হইতেছে।"

৭৪। দৈন্য (৩)

"দুঃখত্রাসাপরাধাদ্যৈরনৌর্জিত্যন্তু দীনতা।

চাটুকৃন্মান্দ্য-মালিন্য-চিন্তাঙ্গজড়িমাদিকৃৎ॥ভ, র, সি, ২।৪।১৩॥

—দুঃখ, ত্রাস ও অপরাধাদি হইতে যে নিজের নিকৃষ্টতা-মনন, তাহাকে দৈন্য বলে। এই দৈন্যে চাটু (নিজের দৈন্যবোধক চাটুবাক্য), মান্দ্য (চিত্তের অপটুতা), মালিন্য, চিন্তা (নানাবিধ ভাবনা), এবং অঙ্গের জড়িমাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে।"

ক। দুঃখজনিত দৈন্য

"চিরমিহ বৃজিনার্ত্তস্তপ্যমানোনুতাপৈরবিতৃষষড়মিত্রো লব্ধশান্তিঃ কথঞ্চিৎ।

শরণদ সমুপেতস্ত্বৎপাদাব্জং পরাত্মন্ন ভয়মৃতমশোকং পাহি মাপন্নমীশ॥ শ্রীভা, ১০।৫১।৫৭॥

—(পুনরায় বরদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন মুচুকুন্দকে বলিলেন—ভোগ্য বস্তু তুমি ভোগ কর; কিন্তু কৈবল্য তোমার করস্থ। তখন মুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণের পদে পতিত হইয়া প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন) প্রভো! কর্ম্মফলে আমি চিরকাল পীড়িত আছি; সেই কর্ম্মফলজনিত বাসনায় সন্তপ্ত হইতেছি; তথাপি আমার ছয় রিপু (ছয় ইন্দ্রিয়) তৃষ্ণাশূন্য হয় নাই। দৈববশতঃ কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ হওয়ায় আপনার অভয়, অশোক এবং অমৃত পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইলাম। হে শরণদ! হে পরাত্মন্! হে ঈশ! আপদে পতিত আমাকে রক্ষা করুন।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত দুইটী উদাহরণ :—

"অয়ি মুরলি মুকুন্দস্মেরবক্ত্রারবিন্দ-শ্বসনরসরসজ্ঞে তাং নমস্কৃত্য যাচে।

মধুরমধরবিম্বং প্রাপ্তবত্যাং ভবত্যাং কথয় রহসি কর্ণে মদ্দশাং নন্দসূনোঃ॥ বিল্বমঙ্গল॥

—(ব্রজবালার ভাবে বিভাবিতচিত্ত বিল্বমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের মুরলীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন) হে মুরলি! তুমি মুকুন্দের মুখারবিন্দের ফুৎকার-রসের রসজ্ঞা; এজন্য তোমাকে প্রণাম করিয়া এই প্রার্থনা জানাইতেছি যে, তুমি যখন তাঁহার মধুর অধরবিম্ব প্রাপ্ত হইবে, তখন যেন আমার এই দশাটী (তাঁহার অদর্শনজনিত অসহ্য দুঃখের কথাটী) তাঁহার কর্ণের গোচরীভূত করিও।"

এই উদাহরণে সাধক-ভক্ত বিল্বমঙ্গলের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনজনিত দুঃখ হইতে উদ্ভূত দৈন্যের কথা বলিয়া পরবর্ত্তী উদাহরণে সিদ্ধভক্তদের দৈন্যের কথা বলা হইয়াছে।

"তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ।

ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকামতপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্॥ শ্রীভা, ১০।২৯।৩৮॥

—(শারদীয়-রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া ব্রজসুন্দরীগণ উন্মত্তার ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া গভীর অরণ্যে যখন শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে উপনীত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, প্রেম-স্বভাববশতঃ তাহাকে তাঁহার ঔদাসীন্যব্যঞ্জক বাক্য মনে করিয়া দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন) হে দুঃখনাশন! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও

(তুমি নিজে ক্লেশ স্বীকার করিয়াও তো গোবর্দ্ধন-ধারণ, দাবাগ্নি-পান-প্রভৃতি ব্যাপারে ব্রজবাসীদের দুঃখ দূরীভূত করিয়াছ। তুমি সকলেরই দুঃখ-নাশক। আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাদেরও দুঃখ দূর কর। আমাদের কি দুঃখ, তাহা বলিতেছি)। তোমার উপাসনার (সেবাদ্বারা তোমার প্রীতি বিধানের) আশাতেই আমরা গৃহ ত্যাগ করিয়া তোমার পাদমূলে উপস্থিত হইয়াছি ; (তোমার সেবাব্যতীত অন্য কোনও বাসনা আমাদের নাই ; তুমি কিন্তু বংশীস্বরে আমাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া এক্ষণে আমাদের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাদিগকে বিষম দুঃখসমুদ্রে নিপাতিত করিতেছ)। হে পুরুষকুলশিরোভূষণ ! তোমার অতিসুন্দর ঈষদ্ধাস্যযুক্ত নিরীক্ষণে আমাদের চিত্তে তীব্রকামের (আমাদের ভাবোচিত সেবাদ্বারা তোমার প্রীতিবিধানের জন্য বলবতী লালসার) উদ্রেক হইয়াছে ; সেই লালসার জ্বালায় আমাদের চিত্ত দগ্ধ হইতেছে। তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে তোমার দাস্য প্রদান কর (দাস্য প্রদান করিয়া আমাদের দুঃখ দূর কর)।”

খ। ত্রাসজনিত দৈন্য

“অভিদ্রবতি মামীশ শরস্তপ্তায়সঃ প্রভো।
কামং দহতু মাং নাথ মা মে গর্ভো নিপাত্যতাম্॥

—ভ, র, সি, ২।৪।১৪-ধৃত শ্রীভা, ১।৮।১০॥

—(উত্তরার গর্ভস্থিত পাণ্ডবদের বংশধর পরীক্ষিৎকে ধ্বংস করার জন্য যখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র উত্তরার দিকে ধাবিত হইতেছিল, তখন গর্ভনাশের ভয়ে ভীতা হইয়া উত্তরা শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন) হে প্রভো! জ্বলন্ত লৌহ-শর আমার অভিমুখে বেগে আসিতেছে। হে নাথ ! ইহা আমাকে যদৃচ্ছাক্রমে দগ্ধ করুক, তাহাতে আমার খেদ নাই ; কিন্তু আমার গর্ভটী যেন নিপাতিত না হয়।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ঃ—

“অপি করধূতিভির্ময়াপনুন্নোমুখময়মঞ্চতি চঞ্চলো দ্বিরেফঃ।
অঘদমন ময়ি প্রসীদ বন্দে কুরু করুণামবরুন্ধি দুষ্টমেনম্॥ ব্যভি ॥১১॥

—(শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বনে বিহার করিতেছেন। তাঁহার সৌগন্ধ্যভরে আকৃষ্ট হইয়া একটী ভ্রমর তাঁহার বদনকমলে পতিত হওয়ার উপক্রম করিতেছে। ইহাতে ত্রাসযুক্তা হইয়া শ্রীরাধা দৈন্যভরে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন) হে অঘনাশন ! এই চঞ্চল ভ্রমরটী আমার করচালনে পুনঃ পুনঃ নিরস্ত হইয়াও আমার মুখের দিকেই আসিতেছে , কোনও মতেই আমার নিবারণ মানিতেছে না। অতএব, তুনি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তোমার চরণে প্রণাম করিতেছি ; তুমি করুণা করিয়া এই দুষ্ট মধুকরকে অবরোধ কর।”

গ। অপরাধজনিত দৈন্য

“অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত মে রজো ভুবো হ্যজানতস্ত্বৎ পৃথগীশমানিনঃ।
অজাবলেপান্ধতমোঽন্ধচক্ষুষ এষোঽনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি॥ শ্রীভা, ১০।১৪।১০॥

—(ব্রহ্মমোহন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন) হে অচ্যুত! আমি রজোগুণে উৎপন্ন, এজন্য অজ্ঞ—আপনার মহিমা কিছুই জানিনা। 'অমি অজ-জগৎকর্ত্তা'-এতাদৃশ মদরূপ গাঢ় তিমিরদ্বারা আমার নেত্রদ্বয় অন্ধ হইয়াছে ; এজন্যই আমি নিজেকে আপনা হইতে পৃথক্ ঈশ্বর মনে করিয়াছি। প্রভো! 'এই ব্যক্তি অন্যত্র প্রভুত্বরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও আমি তাহার নাথ (প্রভু) আছি বলিয়া এইব্যক্তি নাথবান্—আমার ভৃত্য, অতএব আমার অনুকম্পার পাত্র'-ইহা মনে করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ঃ—

"আলি তথ্যমপরাদ্ধমেব তে দুষ্টমানফণিদষ্টয়া ময়া।
পিঞ্ছমৌলিরধুনানুনীয়তাং মামকীনমনবেক্ষ্য দূষণম্॥ ব্যভি ॥১২॥

—(এক সময়ে শ্রীরাধা মানিনী হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মান দূরীভূত করার অভিপ্রায়ে তাঁহার চরণে প্রণত হইয়াছিলেন। শ্রীরাধা কিন্তু মান ত্যাগ করেন নাই। তখন বিশাখা শ্রীরাধাকে বলিয়াছিলেন— "সখি রাধে! শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রাণকোটি অপেক্ষাও অধিক প্রিয় ; একবার না হয় তিনি অপরাধ করিয়াছেন ; তজ্জন্য তোমার চরণেও তিনি প্রণত হইয়াছেন ; তাঁহাকে ক্ষমা কর।" কিন্তু বিশাখার একথা শুনিয়া শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন—"অয়ি দুর্ব্বুদ্ধি বিশাখে! তুমি আমার নিকট হইতে দূরীভূত হইয়া যাও।" কিন্তু বিফলমনোরথ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বিষণ্নমনে চলিয়া গেলে কিছু কাল পরে শ্রীরাধা বিশাখার নিকটে গিয়া অনুনয়-বিনয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আনিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলে বিশাখা বলিয়াছিলেন—"তোমার প্রাণবল্লভ যখন তোমার চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, ক্ষমা করার জন্য আমিও তো তোমাকে কত অনুনয়-বিনয় করিয়াছিলাম ; কিন্তু তুমি আমাকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছ ; এখন কেন আবার আমার নিকটে আসিয়াছ?" তখন শ্রীরাধা বিশাখাকে বলিয়াছিলেন) হে সখি! যথার্থই আমার অপরাধ হইয়াছে ; কিন্তু তৎকালে দুষ্ট মানফণী আমাকে দংশন করিয়াছিল ; (ফণীর বিষজ্বালায় উন্মাদিত হইয়া লোক কত কিছু প্রলাপ বাক্যই বলিয়া থাকে; বন্ধুজনের উপদেশকেও গ্রাহ্য করে না। আমার অবস্থাও তখন তদ্রূপই হইয়াছিল ; আমি তখন স্ববশে ছিলাম না। তাই তোমাকেও তিরস্কার করিয়াছি, তাড়াইয়া দিয়াছি ; আমার প্রাণবল্লভের প্রতিও উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছি। ইহাতে বাস্তবিকই অমার অপরাধ হইয়াছে। তুমি এক্ষণে আমার অপরাধ ক্ষমা কর)) ; আমার দোষের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তুমি শিখিপিঞ্ছমৌলিকে অনুনয় বিনয় করিয়া বল, তিনি যেন আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েন।"

ঘ। লজ্জাহেতুক দৈন্য

পূর্ব্ববর্ত্তী ৭৪-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে—দুঃখ, ত্রাস ও অপরাধাদি হইতে দৈন্য জন্মে। এ-স্থলে "আদি"-শব্দে "লজ্জা" বুঝায়। "আদ্যশব্দেন লজ্জয়াপি ভ,র, সি, ২।৪।১৫॥" লজ্জা হইতেও দৈন্যের উদ্ভব হয়।

"মাঽনয়ং ভোঃ কৃথাস্ত্বান্ত নন্দগোপসুতং প্রিয়ম্।
জানীমোঽঙ্গ ব্রজশ্লাঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ॥

—ভ, র, সি, ২।৪।১৫॥-ধৃত শ্রীভা, ১০।২২।১৪॥

—(শ্রীকৃষ্ণ কাত্যায়নীব্রতপরায়ণা গোপকন্যাদের বস্ত্র হরণ করিয়া নিলে নিজেদের উলঙ্গত্বের কথা ভাবিয়া তাঁহারা লজ্জিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন) হে কৃষ্ণ ! অন্যায় কর কেন? আমরা জানি—তুমি নন্দগোপতনয়, ব্রজের শ্লাঘ্য এবং আমাদের প্রিয়। হে অঙ্গ ! আমাদের বস্ত্রগুলি দাও, আমরা শীতে কাঁপিতেছি।"

৭৫। গ্লানি (৪)

"ওজঃ সোমাত্মকং দেহে বলপুষ্টিকৃদস্য তু।
ক্ষয়াচ্ছ্রমাধিরত্যাদ্যৈ র্গ্লানির্নিষ্প্রাণতা মতা।
কম্পাঙ্গজাড্যবৈবর্ণ্যকার্শ্যদৃগ্ভ্রমণাদিকৃৎ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১৬॥

—যাহা দেহের বলবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারী এবং যাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতেছেন চন্দ্র, শুক্র হইতেও উৎকৃষ্ট এতাদৃশ ধাতুবিশেষকে বলে ওজঃ। শ্রম, মনঃপীড়া এবং রত্যাদিদ্বারা ওজঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে যে নিষ্প্রাণতা (দুর্ব্বলতা) জন্মে, তাহাকে বলে গ্লানি। এই গ্লানি হইতে কম্প, অঙ্গের জড়তা, বৈবর্ণ্য, কৃশতা এবং নয়নের চাপল্যাদি জন্মিয়া থাকে।" (ওজঃ শুক্রাদপ্যুৎকৃষ্টো ধাতুবিশেষঃ॥—টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী)।

ক। **শ্রমজনিত গ্লানি**

"আঘূর্ণন্মণিবলয়োজ্জ্বলপ্রকোষ্ঠা গোষ্ঠান্তর্মধুরিপুকীর্ত্তিনর্ত্তিতোষ্ঠী।
লোলাক্ষী দধিকলসং বিলোড়য়ন্তী কৃষ্ণায় ক্লমভরনিঃসহা বভূব॥ ভ, র, সি, ২।৪।১৭॥

—শ্রীনন্দগৃহের অধ্যক্ষা ধনিষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত দধি মন্থন করিতেছিলেন ; তখন তাঁহার হস্তের প্রকোষ্ঠদেশে অবস্থিত মণিময় উজ্জ্বল বলয় ঈষৎ কম্পিত হইতেছিল এবং মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণের গুণাদির কীর্ত্তনে তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় নৃত্য করিতেছিল। (যখন তিনি মনে করিলেন—'আমি যে শ্রীকৃষ্ণের গুণ কীর্ত্তন করিতেছি, না জানি শ্বশ্রূগণ তাহা শুনিতে পায়েন', এইরূপ আশঙ্কা করিয়া) তিনি লোলাক্ষী (চঞ্চল-নয়না) হইলেন এবং দধিকলস বিলোড়ন করিতে করিতে শ্রমভরে বিবশাঙ্গী হইলেন।"

এ-স্থলে শ্রমভরে অঙ্গের জড়তা বা বিবশতা এবং নয়নের চাপল্য হইতেছে গ্লানির লক্ষণ।

অপর একটী উদাহরণ :—

গুম্ফিতুং নিরুপমাং বনস্রজং চারুপুষ্পপটলং বিচিন্বতী।
দুর্গমে ক্লমভরাতিদুর্ব্বলা কাননে ক্ষণমভূন্মৃগেক্ষণা॥ ভ, র, সি, ২।৪।১৭॥

—একদা মৃগনয়না কোনও ব্রজসুন্দরী শ্রীকৃষ্ণের জন্য নিরুপম বনমালা গ্রন্থনের অভিপ্রায়ে দুর্গম কাননে প্রবেশ করিয়া মনোহর পুষ্পসকল চয়ন করিতে করিতে অতিশয় ক্লান্তিবশতঃ ক্ষণকালের জন্য দুর্ব্বলা হইয়া পড়িয়াছিলেন।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

ব্যাত্যুক্ষীমঘমথনেন পঙ্কজাক্ষী কুর্ব্বাণা কিমপি সখীষু সস্মিতাসু।
ক্ষামাঙ্গী মণিবলয়ং স্খলৎকরান্তাৎ কালিন্দীপয়সি রুরোধ নাদ্য রাধা ॥১৪॥

—(বৃন্দাদেবী পৌর্ণমাসীর নিকটে বলিলেন) দেবি! যমুনাজলে সখীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ জলকেলি করিতেছিলেন; কিন্তু কোনও সখীই শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। তাহা দেখিয়া কমল-নয়না শ্রীরাধা সখীদিগকে তিরস্কার করিয়া নিজেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত জলকেলিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তিনিও শ্রীকৃষ্ণের সহিত পারিয়া উঠিতেছেন না দেখিয়া সখীগণ হাসিতে লাগিলেন। জলসেচনজনিত শ্রমবশতঃ শ্রীরাধার এইরূপ গ্লানি উপস্থিত হইল যে, শরীরের বৈবশ্যনিবন্ধন তাঁহার করকমলের অগ্র-ভাগ হইতে মণিবলয় যমুনার জলে পড়িতে লাগিল, তিনি তাহা অবরোধ করিতে সমর্থা হইলেন না।”

খ। মনঃপীড়াজনিত গ্লানি

সারসব্যতিকরেণ বিহীনা ক্ষীণজীবনতয়োচ্ছলহংসা।
মাধবাদ্য বিরহেণ তবাম্বা শুষ্যতি স্ম সরসী শুচিনেব॥ ভ, র, সি, ২।৪।১৮॥

—হে মাধব! গ্রীষ্মকালে সারস-হংস-বিরহিত ক্ষীণজল সরোবর যেমন শুষ্ক হয়, তদ্রূপ তোমার বিরহে তোমার মাতা যশোদাও অদ্য শুষ্ক হইয়া যাইতেছেন।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

“প্রতীকারারম্ভশ্লথমতিভিরুদ্যৎপরিণতে র্বিমুক্তায়া ব্যক্তস্মরকদনভাজঃ পরিজনৈঃ।
অমুঞ্চন্তী সঙ্গং কুবলয়দৃশঃ কেবলমসৌ বলাদদ্য প্রাণানবতি ভবদাশা সহচরী ॥১৫॥ হংসদূত ॥৯৫॥

—(মাথুর-বিরহজনিত মনঃপীড়ায় শ্রীরাধার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ললিতা অত্যন্ত আর্ত্তিভরে একটী হংসের যোগে মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সংবাদ পাঠাইতেছেন। অহে হংস! মথুরাপ্রবাসী শ্রীকৃষ্ণকে তুমি জানাইবে) কমলনয়না শ্রীরাধা প্রকট-মদনপীড়ায় (স্বীয় ভাবোচিত সেবাদ্বারা তোমার প্রীতি বিধানের জন্য উৎকণ্ঠাময়ী লালসার তাড়নায়) অতি শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার জীবনরক্ষা-বিষয়ে হতাশ হইয়া প্রতীকার-বিধানে তাঁহার সখীগণ সমস্ত চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু হে কৃষ্ণ! তোমার প্রত্যাগমনের আশাই তাঁহার একমাত্র সহচরীরূপে কোনও প্রকারে—অতি কষ্টে—এক্ষণে তাঁহার প্রাণকে রক্ষা করিতেছে।”

গ। রতিজনিত গ্লানি

অতিপ্রযত্নেন রতান্ততান্তা কৃষ্ণেন তল্পাদবরোপিতা সা।
আলম্ব্য তস্যৈব করং করেণ জ্যোৎস্নাকৃতানন্দমলিন্দমাপ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১৯॥

—(রতিক্রীড়ার অন্তে শয্যা হইতে অবতরণের সামর্থ্য শ্রীরাধার ছিলনা) শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত যত্নসহকারে তাঁহাকে শয্যা হইতে অবতারিত করিয়া দিলে শ্রীরাধা স্বীয় হস্তে শ্রীকৃষ্ণের হস্ত অবলম্বনপূর্ব্বক গৃহাগ্রবর্ত্তী জ্যোৎস্নাময় কুট্টিমে উপস্থিত হইলেন।”

৭৬। **শ্রম** (৫)

অধ্ব-নৃত্য-রতাদ্যুত্থঃ খেদঃ শ্রম ইতীর্য্যতে।
নিদ্রাস্বেদাঙ্গসম্মর্দ্দ-জৃম্ভাশ্বাসাদিভাগসৌ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১৯॥

—পথভ্রমণ, নৃত্য ও রমণাদি জনিত খেদকে শ্রম বলে। এই শ্রমে নিদ্রা, ঘর্ম্ম, অঙ্গ-সম্মর্দ্দ, জৃম্ভা ও দীর্ঘশ্বাসাদি হইয়া থাকে।”

ক। **পথভ্রমণ জনিত শ্রম**

“কৃতাগসং পুত্রমনুব্রজন্তী ব্রজাজিরান্তর্ব্রজরাজরাজ্ঞী।
পরিস্খলৎকুন্তলবন্ধনেয়ং বভূব ঘর্ম্মাম্বুকরম্বিতাঙ্গী ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১৯॥

—শ্রীকৃষ্ণ অপরাধ করিয়া পলাইয়া যাইতেছিলেন ; ব্রজরাজরাজ্ঞী যশোদা পুত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্রজাঙ্গনে ধাবমানা হইতেছিলেন। তাহার ফলে তাঁহার কেশবন্ধন খুলিয়া গেল এবং অঙ্গসমূহ ঘর্ম্মজলে সিক্ত হইয়াছিল।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

“দ্বিত্রৈঃ কেলিসরোরুহং ত্রিচতুরৈর্ধম্মিল্লমল্লীস্রজং
কণ্ঠান্মৌক্তিকমালিকাং তদনু চ ত্যক্ত্বা পদৈঃ পঞ্চষৈঃ।
কৃষ্ণ প্রেমবিঘূর্ণিতান্তরতয়া দূরাভিসারাতুরা
তন্বঙ্গী নিরুপায়মধ্বনি পরং শ্রোণীভরং নিন্দতি ॥১৬॥

— (কানও দূতী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিতেছেন, হে মাধব !) অদ্য শ্রীরাধা অভিসারার্থ যাত্রা করিয়া দুই তিন পদ গমন করিতে করিতেই (শ্রান্তিবশতঃ) হস্তস্থিত ক্রীড়াকমল দূরে নিক্ষেপ করিলেন, তিন চারি পদ চলিয়াই কেশবন্ধনের মল্লীদাম ফেলিয়া দিলেন, তাহার পরে পাঁচ ছয় পদ চলিয়াই কণ্ঠ হইতে মৌক্তিকমালা খসাইয়া ফেলিলেন। হে কৃষ্ণ ! সেই তন্বঙ্গী শ্রীরাধা তোমার প্রতি তাঁহার বা তাঁহার প্রতি তোমার প্রেমে বিঘূর্ণিতচিত্তা হইয়া দূরদেশে অভিসার করিতে করিতে শ্রমবশতঃ কাতর হইয়া,—যাহাকে অপসারিত করা যায়না. তাঁহার সেই—নিতম্বভারেরই নিন্দা করিতে লাগিলেন।”

খ। **নৃত্যজনিত শ্রম**

“বিস্তীর্য্যোত্তরলিতহারমঙ্গহারং সঙ্গীতোন্মুখমুখরৈর্বৃতঃ সুহৃদ্ভিঃ।
অশ্বিদ্যদ্বিরচিতনন্দসূনুপর্ব্বা কুর্ব্বাণস্তটভুবি তাণ্ডবানি রামঃ ॥ভ, র, সি, ২।৪।১৯॥

—শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী কোনও পর্ব্ব উপলক্ষ্যে সঙ্গীতমুখর সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া বলরাম অঙ্গভঙ্গিসহকারে

যমুনাতটে তাণ্ডবনৃত্য রচনা করিলেন ; তখন তাঁহার কণ্ঠস্থ মনোহর হার আন্দোলিত হইতেছিল এবং শ্রমবশতঃ অঙ্গসমূহ হইতে ঘর্ম্মজল স্রাবিত হইতেছিল।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ঃ—

“শিথিলগতিবিলাসাস্তত্র হল্লীশরঙ্গে হরিভুজপরিঘাগ্রন্যস্তহস্তারবিন্দাঃ।
শ্রমলুলিতললাটশ্লিষ্টলীলালকান্তাঃ প্রতিপদমনবদ্যাঃ সিস্বিদু র্বেদিমধ্যাঃ॥১৭॥

—(বৃন্দাদেবী পৌর্ণমাসীকে বলিলেন) হল্লীশরঙ্গে (রাসবিষয়ক নৃত্যাতিশয্যে) অনিন্দনীয় ক্ষীণমধ্যা ব্রজতরুণীগণের গতিবিলাস স্খলিত হইয়া গিয়াছে ; নৃত্যশ্রমে ক্লান্তা হইয়া তাঁহারা শ্রীহরির ভুজপরিঘে (স্কন্ধদেশে) হস্তপদ্ম বিন্যস্ত করিয়া রহিয়াছেন ; শ্রমবশতঃ প্রতিপদে স্বেদোদ্গম হওয়ায় তাঁহাদের লীলালকসমূহের (কেলিসূচক চূর্ণকুন্তলসমূহের) অগ্রভাগ ঘর্ম্মজলে সিক্ত হইয়া ললাটদেশে সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে।”

গ। **রতিজনিত শ্রম**

“তাসাং রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ।
প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্ণা শন্তমেনাঙ্গ পাণিনা॥ শ্রীভা, ১০।৩৩।২০॥

—(শ্রীশুকদেবগোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিলেন) হে অঙ্গ! গোপীগণ রতিক্রীড়ায় শ্রান্ত হইলে পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীতির সহিত স্বীয় মঙ্গলহস্তে তাঁহাদের বদন মার্জন করিয়াছিলেন।”

প্রীতিসন্দর্ভে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—পরমানন্দময় শ্রীভগবানের নিমিত্ত আয়াস-তাদাত্ম্যাপত্তিতে শ্রম উপস্থিত হয়। “শ্রমঃ পরমানন্দময় তদর্থায়াসতাদাত্ম্যাপত্তৌ ভবতি।”

৭৭। **মদ** (৬)

“বিবেকহর উল্লাসো মদঃ স দ্বিবিধো মতঃ॥
মধুপানভবোঽনঙ্গবিক্রিয়াভরজোঽপি চ।
গত্যঙ্গবাণীস্খলন-দৃগ্ ঘূর্ণা-রক্তিমাদিকৃৎ॥ভ, র, সি, ২।৪।১৯

—জ্ঞান-নাশক আহ্লাদের নাম মদ। এই মদ দুই রকমের—মধুপানজনিত এবং কন্দর্প-বিক্রিয়াতিশয়-জনিত। ইহাতে গতির, অঙ্গের ও বাক্যের স্খলন এবং নেত্রঘূর্ণা ও নেত্র-রক্তিমাদি প্রকাশ পায়।”

ক। **মধুপানজনিত মদ**

“বিলে ক্ব নু বিলিল্যিরে নৃপপিপীলিকাঃ পীড়িতাঃ
পিনস্মি জগদণ্ডকং নন্নু হরিঃ ক্রুধং ধাস্যতি।
শচীগৃহকুরঙ্গ রে হসসি কিং ত্বমিত্যুন্নদ-
ন্নুদেতি মদডম্বরস্খলিতচূড়মগ্রে হলী॥ ললিতমাধব॥৫।৪১॥

—রুক্মিণীহরণ-প্রসঙ্গে জরাসন্ধাদির সহিত যুদ্ধসময়ে মধুপানমত্ত মুক্তকেশ হলধর বলিয়াছিলেন—অরে

নৃপপিপীলিকা-সকল! তোরা পীড়িতা হইয়া কোন গর্ত্তে লুকাইয়া রহিলি? অরে শচীর ক্রীড়ামৃগ ইন্দ্র! তুই হাস্য করিতেছিস্? আমি ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছি, হরি ইহাতে ক্রোধ করিবেন না।"

প্রাচীনদিগের কথিত উদাহরণ ঃ—

"ভভভ্রমতি মেদিনী ললললম্বতে চন্দ্রমাঃ
কৃকৃষ্ণ ববদ দ্রুতং হহহসন্তি কিং বৃষ্ণয়ঃ।
সিসীধু মুমুমুঞ্চ মে পপপপানপাত্রে স্থিতং
মদস্খলিতমালপন্ হলধরঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ ॥ভ, র, সি, ২।৪।২০॥

—'হে কৃকৃকৃষ্ণ! শীঘ্র ব-বল, পৃথিবী কি ভভ-ভ্রমণ করিতেছে (ঘূর্ণিত হইতেছে)? চন্দ্র কি পৃথিবীতে ল-ল-ল-লম্বিতাঙ্গ হইয়া পড়িল? অরে যদুগণ! তোরা হ-হ-হাস্য করিতেছিস্ কেন? আমার প-প-প-পানপাত্রস্থিত কদম্বপুষ্পজাত মধু পরিত্যাগ কর'—এইরূপে মদস্খলিত বাক্যে আলাপকারী হলধর তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন।"

এই উদাহরণে বাক্যস্খলনের কথা বলা হইয়াছে। শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—উল্লিখিত শ্লোকের উক্তিগুলি স্বগৃহে স্থিত বলদেবের উক্তি, গৃহে থাকিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণের এবং যদুগণের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি শ্রীকৃষ্ণাদির সাক্ষাতে এই কথাগুলি বলেন নাই; শ্রীকৃষ্ণাদির সঙ্কোচে তাঁহাদের সাক্ষাতে ঐরূপ কথা বলা সম্ভব নয়।

এ-স্থলে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—মদবশতঃ উত্তমব্যক্তি শয়ন করে, মধ্যমব্যক্তি হাস্য ও গান করিয়া থাকে এবং কনিষ্ঠব্যক্তি যদৃচ্ছাক্রমে চীৎকার করে, পরুষবাক্য ব্যবহার করে এবং রোদন করে।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এ-স্থলে আরও বলিয়াছেন—তরুণাদিভেদে মদ তিন রকমের; এ-স্থলে তাহাদের বিশেষ উপযোগিতা না থাকায় বর্ণন করা হইল না। টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—এই প্রকরণ অতিশয় আদৃত নহে।

খ। কন্দর্পবিকারাতিশয্যজনিত মদ

"ব্রজপতিসুতমগ্রে বীক্ষ্য ভুগ্নীভবদ্ভ্রূর্ভ্রমতি হসতি রোদিত্যাস্যমন্তর্দধাতি।
প্রলপতি মুহুরালীং বন্দতে পশ্য বৃন্দে নবমদনমদান্ধা হন্ত গান্ধর্বিকেয়ম্॥ ভ, র, সি ২।৪।২০॥

—হে বৃন্দে! আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন কর। নবমদনমদে অন্ধ হইয়া শ্রীরাধা সম্মুখে ব্রজপতি-নন্দনকে দর্শন করিয়া কখনও ভ্রূযুগল কুটিল করিতেছেন, কখনও ভ্রমণ করিতেছেন, কখনও হাস্য করিতেছেন, কখনও রোদন করিতেছেন, কখনও বদন আচ্ছাদন করিতেছেন, কখনও প্রলাপ করিতেছেন এবং কখনও সখীদিগকে পুনঃ পুনঃ বন্দনা করিতেছেন।"

৭৮। গর্ব্ব (৭)

"সৌভাগ্যরূপতারুণ্যগুণসর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ।
ইষ্টলাভাদিনা চান্যহেলনং গর্ব্ব ঈর্য্যতে ॥ভ, র, সি, ২।৪।২০॥

—সৌভাগ্য, রূপ, তারুণ্য, গুণ, সর্ব্বোত্তম আশ্রয় এবং ইষ্টবস্তু-লাভাদি বশতঃ অপরের যে অবহেলন, তাহাকে গর্ব্ব বলে।"

"তত্র সোল্লুণ্ঠবচনং লীলানুত্তরদায়িতা।
স্বাঙ্গেক্ষা নিহ্নবোঽন্যস্য বচনাশ্রবণাদয়ঃ ॥ভ, র, সি, ২।৪।২১॥

—এই গর্ব্বে সোল্লুণ্ঠ-বচন, লীলাবশতঃ উত্তর না দেওয়া, নিজাঙ্গ-দর্শন, নিজের অভিপ্রায়াদির গোপন এবং অন্যের বাক্য শ্রবণ না করা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।"

ক। **সৌভাগ্যজনিত গর্ব্ব**

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ॥

—হে কৃষ্ণ! বলপূর্ব্বক আমার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলে! কি আশ্চর্য্য? (অথবা ইহা আশ্চর্য্য নহে); কিন্তু যদি আমার হৃদয় হইতে চলিয়া যাইতে পার, তাহা হইলেই তোমার পৌরুষ বুঝিতে পারিব।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণঃ—

"মুঞ্চন্মিত্রকদম্বসঙ্গমভজন্নপ্যুৎসুকাঃ প্রেয়সী-
রেষ দ্বারি হরিস্ত্বদাননতটীন্যস্তেক্ষণস্তিষ্ঠতি।
যূথীভির্মকরাকৃতিং স্মিতমুখী ত্বং কুর্ব্বতী কুণ্ডলং
গণ্ডোদ্যৎপুলকা দৃশোঽপি ন কিল ক্ষীবে ক্ষিপস্যঞ্চলম্ ॥২১॥

—(শ্রীকৃষ্ণ নিজে শ্রীরাধার কুঞ্জদ্বারে উপনীত; কিন্তু সৌভাগ্যাতিশয়জনিত গর্ব্বে শ্রীরাধা তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতেছেন না দেখিয়া বিশাখা শ্রীরাধাকে বলিলেন) হে সখি! সখাগণের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, তাঁহার সহিত মিলনের জন্য উৎসুকা চন্দ্রাবলীপ্রভৃতি প্রেয়সীগণকেও অনাদর করিয়া এই হরি তোমার দ্বারে উপস্থিত হইয়া তোমারই মুখতটে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আর, তুমি কিনা হাস্যবদনে উৎপুলকগণ্ডে যূথিকাকুসুমের দ্বারা মকরাকৃতি কুণ্ডলরচনাতেই তন্ময় হইয়া আছ! তাঁহার প্রতি একবার কটাক্ষ নিক্ষেপও করিতেছনা!!"

উল্লিখিত উদাহরণদ্বয়ে সৌভাগ্যগর্ব্বিতা শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবহেলন প্রকাশ পাইয়াছে। এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার আন্তরিক অবহেলন নহে; ইহা হইতেছে গর্ব্বহেতুক বিব্বোক (৭।৪০-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

খ। রূপতারুণ্যজনিত গর্ব্ব

"যস্যাঃ স্বভাবমধুরাং পরিসেব্য মূর্ত্তিং ধন্যা বভূব নিতরামপি যৌবনশ্রীঃ।

সেয়ং ত্বয়ি ব্রজবধূশতভুক্তমুক্তে দৃক্পাতমাচরতু কৃষ্ণ কথং সখী মে॥ ভ, র, সি, ২।৪।২২॥

—হে কৃষ্ণ! যাঁহার স্বভাবমধুরা মূর্ত্তির সেবা করিয়া যৌবনশ্রী অতিশয়রূপে ধন্যা হইয়াছে, আমার সখী সেই শ্রীরাধা—শত শত ব্রজবধূকর্ত্তৃক ভুক্ত হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছ যে তুমি, সেই—তোমার প্রতি কেন দৃক্পাত করিবেন?"

গ। গুণজনিত গর্ব্ব

"গুম্ফন্তু গোপাঃ কুসুমৈঃ সুগন্ধিভির্দামানি কামং ধৃতরামণীয়কৈঃ।

নিধাস্যতে কিন্তু সতৃষ্ণমগ্রতঃ কৃষ্ণো মদীয়াং হৃদি বিস্মিতঃ স্রজম্॥ ভ, র, সি, ২।৪।২২॥

—রমণীয় সুগন্ধি কুসুমের দ্বারা গোপগণ যথেষ্টরূপে মালা গ্রন্থন করে করুক, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সতৃষ্ণ হইয়া এবং (আমার গ্রথিত মালার সৌন্দর্য্যে) বিস্মিত হইয়া আমার নির্ম্মিত মালাই হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন।"

ঘ। সর্ব্বোত্তম আশ্রয়-জনিত গর্ব্ব

"তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।

ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকমূর্দ্ধসু প্রভো॥ শ্রীভা, ১০।২।৩০॥

—ব্রহ্মা বলিয়াছেন, হে মাধব! যাঁহারা তোমার ভক্ত, তোমাতেই বদ্ধসৌহৃদ, অভক্তদের যেমন হইয়া থাকে, তাঁহাদের কখনও তদ্রূপ দুর্গতি হয় না। তোমাকর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে রক্ষিত হইয়া বিঘ্ন-কারীদিগেরও অধিপতিগণের মস্তকোপরি তাঁহারা নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন (সর্ব্বোত্তম আশ্রয় যে তুমি, সেই তোমাকে আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা কোনও বিঘ্নকেই গ্রাহ্য করেন না)।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"জানামি তে পতিং শক্রং জানামি ত্রিদশেশ্বরম্।

পারিজাতং তথাপ্যেনং মানুষী হারয়ামি তে॥ বিষ্ণুপুরাণ॥

—(শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রভবনে গিয়া সত্যভামা ইন্দ্রাণী শচীর নিকটে পারিজাত চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রাণী বলিয়াছিলেন—'তুমি মানুষী, তুমি পারিজাতের উপযুক্ত নহ।' ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে বলিয়াছিলেন—'এই পারিজাতবৃক্ষকেই আমি তোমার গৃহাঙ্গনে লইয়া যাইতেছি।' তখন শ্রীকৃষ্ণের আশ্বাসে অতিশয় গর্ব্বভরে সত্যভামা ইন্দ্রাণীকে বলিয়াছিলেন) আমি জানি, তোমার পতি ইন্দ্র এবং ইহাও আমি জানি, তোমার পতি ত্রিদশেশ্বর। তথাপি, আমি মানুষী হইলেও তোমার পারিজাতকে আমি হরণ করাইব।"

ঙ। ইষ্টলাভ-জনিত গর্ব্ব

"বৃন্দাবনেন্দ্র ভবতঃ পরমং প্রসাদমাসাদ্য নন্দিতমতির্মুহুরুদ্ধতোঽস্মি।

আশংসতে মুনিমনোরথবৃত্তিমৃগ্যাং বৈকুণ্ঠনাথকরুণামপি নাদ্যঃ চেতঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।২৪।

—মথুরাস্থ তন্তুবায় বলিলেন, হে বৃন্দাবনেন্দ্র! আপনার পরম অনুগ্রহ লাভ করিয়া আমি সানন্দচিত্তে পুনঃ পুনঃ উদ্ধত হইয়াছি। মুনিগণের মনোবৃত্তিদ্বারা অন্বেষণীয় বৈকুণ্ঠনাথের করুণাকেও এক্ষণে আমার মন প্রার্থনা করিতেছে না।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত একটী উদাহরণ ঃ—

“উন্নীয় বক্ত্রমুরুকুন্তলকুণ্ডলত্বিড়্গণ্ডস্থলং শিশিরহাসকটাক্ষমোক্ষৈঃ।
রাজ্ঞো নিরীক্ষ্য পরিতঃ শনকৈর্মুরারেরংসেঽনুরক্তহৃদয় নিদধে স্বমালাম্॥

—শ্রীভা, ১০।৮৩।২৯॥

—(সূর্য্যগ্রহণকালে কুরুক্ষেত্রে সমাগত শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীগণের নিকটে দ্রৌপদীদেবী শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের বিবাহের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে লক্ষ্মণাদেবী বলিয়াছেন, কোন্ স্থানে শ্রীকৃষ্ণ অবস্থিত, তাহা নির্ণয় করার অভিপ্রায়ে) আমি দীর্ঘকুন্তলরাজি-শোভিত এবং কুণ্ডলদ্বয়ের কান্তিমণ্ডিত গণ্ডস্থল-সমন্বিত বদন উন্নত করিয়া ক্রমে ক্রমে রাজন্যবর্গকে দেখিতে দেখিতে (রাজন্যবর্গের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে করিতে) মৃদু মন্দ গতিতে স্নিগ্ধহাস্যশোভিত কটাক্ষভঙ্গি-সহকারে (বাল্যাবধি অতুলনীয় রূপগুণাদির কথা শ্রবণ করিয়া যাঁহার প্রতি আমার চিত্ত অনুরক্ত হইয়াছিল ; সেই) শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে আমি অনুরক্তহৃদয়ে স্বয়ম্বর-মাল্য অর্পণ করিলাম।”

৭৯। **শঙ্কা** (৮)

“স্বীয়চৌর্য্যাপরাধাদেঃ পরক্রৌর্য্যাদিতস্তথা।
স্বানিষ্টোৎপ্রেক্ষণং যত্তু সা শঙ্কেত্যভিধীয়তে॥
অত্রাস্যশোষ-বৈবর্ণ্য-দিক্‌প্রেক্ষা-লীনতাদয়ঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।২৪।

—স্বীয় চৌর্য্যের অপবাদ, অপরাধ এবং পরের ক্রূরতাদি হইতে নিজের অনিষ্ট-বিতর্কণকে শঙ্কা বলে। এই শঙ্কায় মুখশোষ, বৈবর্ণ্য, দিক্-নিরীক্ষণাদি এবং লুক্কায়িত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।”

ক। চৌর্য্যজনিত শঙ্কা

“সতর্ণকং ডিম্ভকদম্বকং হরন্ সদম্ভমম্ভোরুহসম্ভবস্তদা।
তিরোভবিষ্যন্ হরিতশ্চলেক্ষণৈরষ্টাভিরষ্টৌ হরিতঃ সমীক্ষতে॥ ভ, র, সি, ২।৪।২৫॥

—পদ্মযোনি ব্রহ্মা দম্ভসহকারে বৎস ও বৎসপালগণকে হরণ করিয়া শ্রীহরির নিকট হইতে তিরোহিত হইতে (পলায়ন করিতে) ইচ্ছা করিলে শঙ্কাবশতঃ আটটী নয়নে আটটী দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন।”

“স্যমন্তকং হন্ত বমন্তমর্থং নিহ্নুত্য দূরে যদহং প্রয়াতঃ।
অবদ্যমদ্যাপি তদেব কর্ম্ম শর্ম্মাণি চিত্তে মম নির্ভিনত্তি॥ ভ, র, সি, ২।৪।২৫॥

—(অক্রূর মনে মনে বলিয়াছিলেন) হায়! আমি যে স্বর্ণ-প্রসবকারী স্যমন্তক-মণি হরণ করিয়া

(আত্মগোপনের জন্য) দূরদেশে আগমন করিয়াছি, সেই নিন্দিত কর্ম্ম এখনও আমার চিত্তে সুখসমূহ ভেদ করিয়া দিতেছে।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

“হরন্তী নিদ্রাণে মধুভিদি করাৎ কেলিমুরলীং লতোৎসঙ্গে লীনা ঘনতমসি রাধা চকিতধীঃ।
নিশি ধ্বান্তে শান্তে শরদমলচন্দ্রদ্যুতিমুষামসৌ নির্ম্মিতারং স্ববদনরুচাং নিন্দতি বিধিম্ ॥২৭॥

—(কেলিনিকুঞ্জ-তল্পে) শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রিত হইলে শ্রীরাধা তাঁহার হস্ত হইতে কেলিমুরলী অপহরণ করিয়া শঙ্কাবশতঃ চঞ্চলচিত্তে নিবিড় অন্ধকারময় লতাজালের মধ্যে নিলীনা হইলেন। তখন তাঁহার মুখকান্তিতে নৈশ অন্ধকার বিনষ্ট হইল দেখিয়া,—যিনি শারদীয়-বিমলচন্দ্র-কান্তি-বিজয়িনী তাঁহার মুখকান্তিকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই—বিধাতার নিন্দা করিতে লাগিলেন।”

খ। অপরাধজনিত শঙ্কা

“তদবধি মলিনোঽসি নন্দগোষ্ঠে যদবধি বৃষ্টিমচীকরঃ শচীশ।
শৃণু হিতমভিতঃ প্রপদ্য কৃষ্ণং শ্রিয়মবিশঙ্কমলংকুরু ত্বমৈন্দ্রীম্॥ ভ, র, সি, ২।৪।২৫॥

—হে শচীপতি ইন্দ্র! যে অবধি তুমি নন্দগোষ্ঠে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছ, সেই অবধি তুমি মলিন হইয়া রহিয়াছ। আমি তোমায় হিতকথা বলিতেছি, শুন। তুমি সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে তোমার ঐন্দ্রীসম্পদ সম্ভোগ কর।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

“উত্তাম্যন্তী বিরমতি তমস্তোমসম্পৎপ্রপঞ্চে ন্যঞ্চন্মূর্দ্ধা সরভসমসৌ স্রস্তবেণীবৃতাংসা।
মন্দস্পন্দং দিশি দিশি দৃশোর্দ্দন্দমল্পং ক্ষিপন্তী কুঞ্জাদ্ গোষ্ঠং বিশতি চকিতা বক্ত্রমাবৃত্য পালী ॥২৮॥

—(বৃন্দাদেবী কোনও সখীকে বলিলেন) নিশাকালে যে সকল বিস্তৃত অন্ধকার সম্পৎস্বরূপ হইয়াছিল, নিশাবসানে তৎসমূহ বিলয় প্রাপ্ত হইলে—‘হায়! প্রভাত হইল, কি রূপে গৃহে ফিরিয়া যাইব’-এইরূপ আশঙ্কায় পালী বিহ্বলা হইলেন এবং পাছে দূরবর্ত্তী কেহ দেখিতে পায়, এই ভয়ে বদন অবনত করিয়া দ্রুতগমনে যাইতে লাগিলেন; আবার নিকটবর্ত্তী কেহও যেন চিনিতে না পারে, তজ্জন্য বেণী বিমুক্ত করিয়া স্কন্ধ পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত করিয়া রাত্রিজাগরণবশতঃ অসলাঙ্গী হইয়া চকিত-চিত্তেই কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠে প্রবেশ করিতেছেন।”

গ। পরের নিষ্ঠুরতাজনিত শঙ্কা

“প্রথয়তি ন তথা মমার্ত্তিমুচ্চৈঃ সহচরি বল্লবচন্দ্রবিপ্রয়োগঃ।
কটুভিরসুরমণ্ডলৈঃ পরীতে দনুজপতের্নগরে যথাস্য বাসঃ ॥

—ভ, র, সি, ২।৪।২৬॥

—হে সহচরি! কটুস্বভাব অসুরমণ্ডলে পরিবৃত অসুরপতির (কংসের) মথুরানগরে শ্রীকৃষ্ণের বসতি আমার যেরূপ বেদনা বিস্তার করিতেছে, তাঁহার বিরহ আমার সেরূপ বেদনাদায়ক নহে।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণঃ—

"ব্যক্তিং গতে মম রহস্যবিনোদবৃত্তে রুষ্টো লঘিষ্ঠহৃদয়স্তরসাভিমন্যুঃ।
রাধাং নিরুধ্য সদনে বিনিগূহতে বা হা হন্ত লম্ভয়তি বা যদুরাজধানীম্ ॥

—বিদগ্ধমাধব ॥৫।৩৩॥

—(শ্রীরাধার বেশধারী সুবলকে স্বীয় পুত্রবধূ মনে করিয়া জটিলা যখন তাহাকে কৃষ্ণের নিকট হইতে ব্রজের দিকে লইয়া যাইতেছিলেন, তখন জটিলার ক্রূরতা আশঙ্কা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন) অহো। যদি আমার রহস্যবিনোদবৃত্তান্ত প্রকাশ পায়, তাহা হইলে লঘুচেতা অভিমন্যু হয় তো অবিলম্বে শ্রীরাধাকে গৃহেই অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবে, নাকি মথুরাতেই লইয়া যাইয়া গোপন করিয়া রাখিবে (হায়! এক্ষণে আমি কি করি ?)।"

৮০। ত্রাস (৯)

"ত্রাসঃ ক্ষোভো হৃদি তড়িদ্ঘোরসত্ত্বোগ্রনিস্বনৈঃ।
পার্শ্বস্থালম্ব-রোমাঞ্চ-কম্প-স্তম্ভভ্রমাদিকৃৎ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।২৬॥

—বিদ্যুৎ, ভয়ানক প্রাণী এবং প্রখর শব্দ হইতে হৃদয়ে যে ক্ষোভ জন্মে, তাহাকে ত্রাস বলে। এই ত্রাসে পার্শ্বস্থ বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ, রোমাঞ্চ, কম্প, স্তম্ভ এবং ভ্রমাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।"

ক। **বিদ্যুৎ-জনিত ত্রাস**

"বাঢ়ং নিবিড়য়া সদ্যস্তড়িতা তাড়িতেক্ষণঃ।
রক্ষ কৃষ্ণেতি চুক্রোশ কোঽপি গোপীস্তনন্ধয়ঃ ॥ ভ, র, সি, ২ ৪।২৬॥"

—অতিশয় নিবিড় তড়িৎ-দ্বারা তাড়িত হইয়া কোনও গোপবালক 'হে কৃষ্ণ ! রক্ষা কর'—বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ঃ—

"স্ফূর্জ্জিতে নভসি ভীরুরুচ্চতাং বিদ্যুতাং দ্যুতিমবেক্ষ্য কম্পিতা।
সা হরেরুরসি চঞ্চলেক্ষণা চঞ্চলেব জলদে ন্যলীয়ত ॥১০॥

—(শ্রীরূপমঞ্জরী কুন্দবল্লীর নিকটে বলিলেন) ভীরুস্বভাবা শ্রীরাধা মেঘগর্জ্জনে শব্দিত গগনে উদ্গত বিদ্যুতের দ্যুতি দেখিয়া কম্পিত হইতে হইতে—চপলা যেমন জলদে বিলীন হয়, চঞ্চলনয়না শ্রীরাধাও তেমনি শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে নিলীনা হইলেন।" এ-স্থলে কম্প এবং পার্শ্বস্থ বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ প্রকটিত হইয়াছে।

খ। **ভয়ানক জন্তু হইতে ত্রাস**

"অদূরমাসেদুষি বল্লবাঙ্গনা স্বং পুঙ্গবীকৃত্য সুরারিপুঙ্গবে।
কৃষ্ণভ্রমেণাশু তরঙ্গদঙ্গিকা তমালমালিঙ্গ্য বভূব নিশ্চলা ॥ ভ, র, সি, ২।৪।২৬॥

—সুরারিপুঙ্গব অরিষ্টাসুর নিজে বৃষরূপ ধারণ করিয়া নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে গোপাঙ্গনা ত্রাসে কম্পিতাঙ্গী হইয়া তাড়াতাড়ি কৃষ্ণভ্রমে তমালকে আলিঙ্গন করিয়া নিশ্চলা হইয়া রহিলেন।”

এ-স্থলে কম্প, পার্শ্বস্থ বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ এবং স্তম্ভ প্রকাশ পাইয়াছে।

গ। উগ্রশব্দজনিত ত্রাস

“আকর্ণ্য কর্ণপদবীবিপদং যশোদা বিস্ফূর্জ্জিতং দিশি দিশি প্রকটং বৃকাণাম্।

যামান্নিকামচতুরা চতুরঃ স্বপুত্রং সা নেত্রচত্বরচরং চিরমাচচার॥ ভ, র, সি, ২।৪।২৭॥

—(হরিবংশে কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ মহাবনে বিহার করিয়া বৃন্দাবনে বিহার করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন ভগবানের ইচ্ছাতেই বালকদিগের পক্ষে ভয়ানক অসংখ্য বৃক অর্থাৎ হ্যাকড়াবাঘ বৃন্দাবনে উৎপন্ন হইল। এই উক্তির অনুসরণে এই শ্লোকে বলা হইয়াছে) কর্ণের পীড়াদায়ক বৃকদিগের গর্জ্জন সর্ব্বদিকে প্রকট হইতেছে শুনিয়া স্বকার্য্যকুশলা যশোদামাতা স্বীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদাই স্বীয় নয়নের গোচরে রাখিয়াছিলেন।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

“ত্বমসি মম সখেতি কিম্বদন্তী মুদির চিরাদ্ভবতা ব্যধায়ি তথ্যা।

মন্থরসি রসিতৈর্নিরস্য মানং যদুদিতবেপথুরর্পিতাদ্য রাধা ॥৩২॥

—(নিকুঞ্জমন্দিরে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতেছিলেন। হঠাৎ প্রণয়ের স্বভাবগত ধর্ম্মবশতঃ তিনি মানবতী হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া সেস্থানেই রহিলেন। এমন সময়ে আকাশে উগ্র মেঘগর্জ্জন শুনিয়া ত্রাসান্বিতা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষোলগ্না হইলেন। এই অবস্থা দর্শন করিয়া আনন্দাতিশয্যে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন) হে মুদির (মেঘ)! কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, তুমি আমার সখা। বহুকাল পরে তুমি আজ সেই কিম্বদন্তীকে সত্য করিলে। যেহেতু, তুমি স্বীয় গর্জ্জনের দ্বারা শ্রীরাধার মানের নিরসন করিয়া এবং তাঁহাকে কম্পিতগাত্রা করিয়া আমার বক্ষঃস্থলে অর্পণ করিয়াছ।”

ঘ। ত্রাস ও ভয়ের পার্থক্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এ-স্থলে ত্রাস ও ভয়ের পার্থক্য দেখাইয়াছেন।

“গাত্রোৎকম্পী মনঃকম্পঃ সহসা ত্রাস উচ্যতে।

পূর্ব্বাপরবিচারোত্থং ভয়ং ত্রাসাৎ পৃথগ্ভবেৎ ॥

—কোনও কারণে হঠাৎ (পূর্ব্বাপরবিচার ব্যতীতই) যদি মনঃকম্প (চিত্তের ক্ষোভ) জন্মে এবং সেই মনঃকম্প যদি হঠাৎ গাত্রোৎকম্পী হইয়া উঠে (মনঃকম্পবশতঃ যদি গাত্রেরও কম্পন উপস্থিত হয়), তাহা হইলে সেই গাত্রোৎকম্পী মনঃকম্পকে বলে ত্রাস। আর, যাহা পূর্ব্বাপর-বিচারোত্থ, তাহাকে বলে ভয়। ইহাই হইতেছে ত্রাস ও ভয়ের মধ্যে পার্থক্য।”

ত্রাস ও ভয় এই উভয়েই মনঃকম্প বা চিত্তের ক্ষোভ এবং তাহার ফলে দেহেরও কম্প জন্মিয়া

থাকে। হেতুর পার্থক্যই হইতেছে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য। যে-স্থলে পূর্ব্বাপর-বিচারপূর্ব্বক চিত্তক্ষোভ জন্মে, সে-স্থলে ভয়। আর, যে-স্থলে পূর্ব্বাপর-বিচার নাই, অতর্কিতেই সহসা মনঃকম্প এবং গাত্রকম্প জন্মে, সে-স্থলে ত্রাস।

ত্রাস-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—বৎসলাদিতে ভয়ানকাদি-দর্শনহেতু শ্রীকৃষ্ণের জন্য এবং তাঁহার সঙ্গভঙ্গ-ভয়ে নিজের জন্য ত্রাস জন্মে। "ত্রাসঃ বৎসলাদিষু ভয়ানকাদিদর্শনাৎ তদর্থং তৎসঙ্গতিহানিতর্কেণাত্মার্থঞ্চ ভবতি॥"

৮১। আবেগ (১০)

"চিত্তস্য সম্ভ্রমো যঃ স্যাদাবেগোহয়ং স চাষ্টধা।
প্রিয়াপ্রিয়ানলমরুদ্বর্ষোৎপাতগজারিতঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।২৮॥

—চিত্তের সম্ভ্রমকে (সংবেগকে) আবেগ বলে। এই আবেগ—প্রিয়, অপ্রিয়, অগ্নি, বায়ু, বর্ষা, উৎপাত, গজ ও শত্রু-এই আট রকমের হেতু হইতে উৎপন্ন হইয়া আট রকমের হইয়া থাকে।"

"প্রিয়োত্থে পুলকঃ সান্ত্বং চাপল্যাভ্যুদ্গমাদয়ঃ। অপ্রিয়োত্থে তু ভূপাত-বিক্রোশ-ভ্রমণাদয়ঃ॥
ব্যত্যস্তগতিকম্পাক্ষিমীলনাস্রাদয়োহগ্নিজে। বাতজেহঙ্গাবৃতি-ক্ষিপ্রগতি-দৃঙ্মার্জ্জনাদয়ঃ॥
বৃষ্টিজো ধাবনচ্ছত্র-গাত্রসঙ্কোচনাদিকৃৎ। ঔৎপাতে মুখবৈবর্ণ্যবিস্ময়োৎকম্পিতাদয়ঃ॥
গাজে পলায়নোৎকম্প-ত্রাস-পৃষ্ঠেক্ষণাদয়ঃ। অরিজো বর্ম্মশস্ত্রাদি-গৃহাপসরণাদিকৃৎ॥
—ভ, র, সি, ২।৪।২৯॥

—প্রিয়োত্থ আবেগ হইতে পুলক, সান্ত্বনা (প্রিয়ভাষণ), চাপল্য এবং অভ্যুত্থানাদি হয়। অপ্রিয়োত্থ আবেগ হইতে ভূমিতে পতন, চীৎকার-শব্দ এবং ভ্রমণাদি হয়। অগ্নিজনিত আবেগে ব্যতিব্যস্ত-গতি, কম্প, নয়ন-নিমীলন, এবং অশ্রু প্রভৃতি হয়। বায়ুজনিত আবেগে অঙ্গাবরণ, ক্ষিপ্রগতি ও চক্ষুমার্জ্জনাদি হইয়া থাকে। বৃষ্টিজনিত আবেগে ধাবন, ছত্রগ্রহণ এবং অঙ্গসঙ্কোচনাদি হইয়া থাকে। উৎপাতজনিত আবেগে মুখবৈবর্ণ্য, বিস্ময় এবং উৎকম্পনাদি প্রকাশ পায়। গজজনিত আবেগ হইতে পলায়ন, উৎকম্প, ত্রাস ও পশ্চাদ্দিকে নিরীক্ষণাদি হয়। শত্রুজনিত আবেগ হইতে বর্ম্ম ও শস্ত্রাদি গ্রহণ এবং গৃহ হইতে স্থানান্তরে গমনাদি হইয়া থাকে।"

ক। **প্রিয়দর্শনজনিত আবেগ**

"প্রেক্ষ্য বৃন্দাবনাৎ পুত্রমায়ান্তং প্রস্নুতস্তনী।
সঙ্কুলা পুলকৈরাসীদাকুলা গোকুলেশ্বরী॥ ভ, র, সি, ২।৪।২৯॥

—পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন হইতে আগত দেখিয়া স্নুতস্তনী গোকুলেশ্বরী যশোদা পুলকসঙ্কুলে আকুলা হইলেন।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোঽয়ং যুবা মুদিরদ্যুতির্ব্রজভুবি কুতঃ প্রাপ্তো মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ।
অহহ চটুলৈরুৎসর্পদ্ভির্দৃগঞ্চলতস্করৈর্মম ধৃতিধনং চেতঃকোষাদ্বিলুণ্ঠয়তীহ যঃ॥

ললিতমাধব ॥২।১১॥

—(শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য শ্রীরাধার বলবতী উৎকণ্ঠা বুঝিতে পারিয়া কুন্দলতা সূর্য্যপূজার ছল দেখাইয়া জটিলার আদেশ গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধাকে সূর্য্যপূজাস্থলে লইয়া আসিলেন। সে-স্থলে শ্রীরাধা এক ব্রাহ্মণবালককে দেখিলেন। বস্তুতঃ ইনি ব্রাহ্মণবালকবেশে শ্রীকৃষ্ণই। শ্রীরাধা যদিও তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া চিনিতে পারেন নাই, তথাপি স্বরূপতঃ তিনি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার অনাদিসিদ্ধ একমাত্র প্রিয় বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে শ্রীরাধার প্রেমের স্বভাববশতঃই, প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের দর্শনেও শ্রীরাধার চিত্তে প্রিয়দর্শনোত্থ আবেগের উদয় হইয়াছে; সেই আবেগভরেই শ্রীরাধা কুন্দলতাকে বলিলেন) হে সহচরি ! জলদকান্তি এই নিঃশঙ্ক যুবাপুরুষটী কে ? ইনি কোথা হইতেই বা এই ব্রজভূমিতে আসিলেন ? ইঁহার গতিবিলাস যেন মত্তমাতঙ্গের গতিবিলাসের মতনই। অহহ ! কি আশ্চর্য্য ! ইনি যে স্বীয় উৎসর্জিত নেত্রাঞ্চলরূপ তস্করের দ্বারা আমার অন্তঃকরণরূপ কোষাগার লুণ্ঠন করিয়া আমার ধৈর্য্যরূপ ধনকে অপহরণ করিতেছেন !!"

খ। **প্রিয়শ্রবণজনিত আবেগ**

"শ্রুত্বাচ্যুতমুপায়াতং নিত্যং তদ্দর্শনোৎসুকাঃ।
তৎকথাক্ষিপ্তমনসো বভূবুর্জাতসম্ভ্রমাঃ॥ শ্রীভা, ১০।২৩।১৮॥

—মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণকথাতেই পূর্ব্ব হইতে যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণপত্নীগণের চিত্ত আক্ষিপ্ত হইয়াছিল; শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য তাঁহারা অত্যন্ত ঔৎসুক্যবতী ছিলেন। এক্ষণে যখন শুনিলেন, শ্রীকৃষ্ণ নিকটেই আসিয়াছেন, তখন তাঁহারা (তাঁহার দর্শনের জন্য) ব্যস্ত (ব্যাকুল) হইয়া পড়িলেন !"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ঃ—

"ধন্যে কজ্জলমুক্তবামনয়না পদ্মে পদোঢ়াঙ্গদা সারঙ্গি ধ্বনদেকনূপুরধরা পালি স্খলন্মেখলা।
গণ্ডোদ্যত্তিলকা লবঙ্গি কমলে নেত্রার্পিতালক্তকা মা ধাবোত্তরলং ত্বমত্র মুরলী দূরে কলং কূজতি॥

ললিতমাধব ॥১।২৫॥

—(দিবাবসানে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন হইতে ব্রজে আসিতেছেন। দূর হইতে তিনি মুরলীধ্বনি করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার দর্শনের জন্য পরমোৎকণ্ঠাবতী ব্রজসুন্দরীগণ সেই বংশীধ্বনিকে নিকটবর্ত্তী মনে করিয়া তাঁহার দর্শনের জন্য ব্যস্ততাবশতঃ বেশভূষাদির বিপর্য্যয় ঘটাইতেছেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া কুন্দবল্লী তাঁহাদিগকে বলিলেন) ধন্যে ! তোমার বাম নেত্রে কজ্জল নাই। পদ্মে ! তুমি যে তোমার চরণে অঙ্গদ পরিয়াছ। সারঙ্গি ! তুমি শব্দায়মান একটী নূপুর ধারণ করিয়াছ। পালি ! তোমার মেখলা যে স্খলিত হইতেছে। লবঙ্গি ! তোমার গণ্ডদেশে যে তিলক দেখিতেছি। কমলে ! তুমি যে

নেত্রে অলক্তক দিয়াছ। এত উত্তরলা (উতলা) হইয়া ধাবিত হইও না। মুরলী এখনও দূরে কূজিত হইতেছে।”

গ। অপ্রিয়দর্শনজনিত আবেগ

“কিমিদং কিমিদং কিমেতদুচ্চৈরিতি ঘোরধ্বনিঘূর্ণিতালপন্তী।
নিশি বক্ষসি বীক্ষ্য পূতনায়াস্তনয়ং ভ্রাম্যতি সম্ভ্রমাদ্ যশোদা ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৩০॥

—রজনীযোগে ঘোরতর উচ্চধ্বনি শ্রবণে বিঘূর্ণিতা হইয়া ‘এ কি? এ কি?’ উচ্চস্বরে এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে যশোদা পূতনার বক্ষঃস্থলে স্বীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন; কিন্তু কি করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ঃ—

“ক্ষণং বিক্রোশন্তী বিলুঠতি শতাঙ্গস্য পুরতঃ ক্ষণং বাষ্পগ্রস্তাং কিরতি কিল দৃষ্টিং হরিমুখে।
ক্ষণং রামস্যাগ্রে পততি দশনোত্তম্ভিততৃণা ন রাধেয়ং কন্বা ক্ষিপতি করুণাম্ভোহধিকুহরে ॥

—ললিতমাধব ॥৩।১৮॥

—(মথুরায় গমনের জন্য রথারূঢ় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধার যে চেষ্টা প্রকাশ পাইয়াছিল, বৃন্দাদেবী তাহা বর্ণন করিয়া বলিতেছেন) শ্রীরাধা ক্ষণকাল চীৎকার করিয়া রথের অগ্রভাগে পতিত হইয়া ভূমিতে বিলুণ্ঠিতা হইতেছেন, ক্ষণকাল স্বীয় বাষ্পাকুল দৃষ্টি হরির মুখকমলে নিক্ষেপ করিতেছেন, ক্ষণকাল বা দর্শনে তৃণধারণ করিয়া বলরামের অগ্রে পতিতা হইতেছেন। হায় হায়! এই শ্রীরাধা কাহাকে না করুণাসমুদ্রের (শোকসমুদ্রের) মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন?

ঘ। অপ্রিয়শ্রবণজনিত আবেগ

“নিশম্য পুত্রং ক্রটতোস্তটান্তে মহীজয়োর্মধ্যগমূর্দ্ধনেত্রা।
আভীররাজ্ঞী হৃদি সম্ভ্রমেণ বিদ্ধা বিধেয়ং ন বিদাঞ্চকার ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৩১॥

—স্বীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতটস্থিত উৎপাটিত যমলার্জ্জুনের মধ্যবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছেন—এই কথা শ্রবণমাত্র গোপরাজ্ঞী যশোদা সম্ভ্রমে ব্যগ্রচিত্তা হইয়া উর্দ্ধনেত্রা হইয়া রহিলেন, কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ঃ—

“ব্রজনরপতেরেষ ক্ষত্তা করোতি গিরা প্রগে নগরগতয়ে ঘোরং ঘোষে ঘনাং সখি ঘোষণাম্।
শ্রবণপদবীমারোহয়ন্ত্যা যয়া কুলিশাগ্রয়া রচিতমচিরাদাভীরীণাং কুলং মুহুরাকুলম্ ॥৩৬॥

—(রামকৃষ্ণকে মথুরায় নেওয়ার জন্য অক্রূর ব্রজে আসিয়াছেন। ব্রজরাজের আদেশে তাঁহার দ্বারপাল রাত্রিকালে উচ্চ শব্দে সমস্ত নগরবাসীকে জানাইলেন যে, প্রাতঃকালে মথুরায় যাইতে হইবে। এই ঘোষণা শুনিয়া কুন্দবল্লী নান্দীমুখীকে বলিলেন, দেবি!) ব্রজেন্দ্রের আদেশে আগামী কল্য মথুরায় যাওয়ার জন্য দ্বারপাল ঘন ঘন ভয়ঙ্কর ঘোষণা প্রচার করিতেছে। কিন্তু বজ্র হইতেও

কঠিন এই ঘোষণাবাক্য কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে না করিতেই গোপীকুলকে মহাব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে।”

ঙ। অগ্নিজনিত আবেগ

“ধীর্ব্যাগ্রাজনি নঃ সমস্তসুহৃদাং ত্বাং প্রাণরক্ষামণিং
গব্যা গৌরবতঃ সমীক্ষ্য নিবিড়ে তিষ্ঠন্তমন্তর্বনে ।
বহ্নিং পশ্য শিখণ্ডশেখর খরং মুঞ্চন্নখণ্ডধ্বনিং
দীর্ঘাভিঃ স্বরদীর্ঘিকাম্বুলহরীমর্চ্চির্ভিরাচামতি ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৩২॥

—হে শিখণ্ডশেখর ! দেখ, এই দাবানল তীব্র অখণ্ডধ্বনি প্রকাশ করিতে করিতে দীর্ঘ উচ্চ শিখা-সমূহদ্বারা স্বরদীর্ঘিকার জলতরঙ্গচয়কে ভক্ষণ করিতেছে। এই অবস্থায়, গোসমূহের অনুরোধে প্রাণরক্ষার মণিসদৃশ তুমি যে নিবিড় বনের মধ্যে অবস্থান করিতেছ, তাহা দেখিয়া তোমার সুহৃদ্‌গণ-আমাদের বুদ্ধি অত্যন্ত ব্যগ্র (চঞ্চল) হইয়া উঠিয়াছে।”

চ। বায়ুজনিত আবেগ

“পাংশুপ্রারব্ধকেতৌ বৃহদটবিকুঠোন্মাথিশৌটীর্য্যপুঞ্জে
ভাণ্ডীরোদ্দণ্ডশাখাভুজততিষু গতে তাণ্ডবাচার্য্যচর্য্যাম্।
বাতব্রাতে করীষঙ্কষতরশিখরে শার্করে ঝাৎ করীষ্ণৌ
ক্ষৌণ্যামপ্রেক্ষ্য পুত্রং ব্রজপতিগৃহিণী পশ্য সংবংভ্রমীতি ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৩৩॥

—(তৃণাবর্ত্তনামক অসুরকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ ঊর্দ্ধে নীত হইলে আকাশচারী দেবগণ পরস্পরকে বলিয়াছিলেন) দেখ, গগনমণ্ডলে ধূলিরূপ ধ্বজা উড্ডীন করিয়া বলের সহিত বৃহৎ বৃহৎ বনবৃক্ষসমূহের উৎপাটনসমর্থ পরাক্রম প্রকাশকারী, এবং ভাণ্ডীরবটের উদ্দণ্ডশাখারূপ ভুজসমূহের তাণ্ডবাচার্য্যের আচরণ প্রকাশক, শুষ্ক-গোময়চূর্ণসমূহকে স্বীয় শিখরদেশে উন্নয়নসমর্থ এবং পাষাণতুল্য মৃৎকণিকা-সমূহে ঝণৎকার শব্দকরণশীল চক্রবাতরূপ পবনসমূহ উত্থিত হইলে ব্রজপতিগৃহিণী যশোদা স্বীয় পুত্রকে ক্ষিতিপৃষ্ঠে না দেখিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।”

ছ। বৃষ্টিজনিত আবেগ

“অত্যাসারাতিবাতেন পশবো জাতবেপনাঃ।
গোপা গোপ্যশ্চ শীতার্ত্তা গোবিন্দং শরণং যযুঃ ॥ শ্রীভা, ১০।২৫।১১॥

—অতিশয়রূপে বৃষ্টিধারার পতন এবং প্রবলবায়ু-প্রবাহে পশুসমূহ কম্পিত হইয়া এবং গোপ-গোপীসমূহ শীতার্ত্ত হইয়া গোবিন্দের শরণ গ্রহণ করিল।”

জ। উৎপাতজনিত আবেগ

“ক্ষিতিরতিবিপুলা টলত্যকস্মাদুপরি ঘুরন্তি চ হন্ত ঘোরমুল্কাঃ।
মম শিশুরহিদূষিতার্কপুত্রী-তটমটতীত্যধুনা কিমত্র কুর্য্যাম্ ॥ ভ, র, সি, ২।২৪।৩৫॥

—(যশোদা ব্যগ্রতা প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন) অকস্মাৎ এই বিশাল পৃথিবী কম্পিতা হইতেছে, উপরে গগনমণ্ডলে উল্কাসমূহও ভয়ঙ্কররূপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই সময়ে আমার শিশুটী কালিয়-নাগবিষ-দূষিত যমুনাতীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। হায়! আমি এই অবস্থায় কি করিব ?"

ঝ। গজজনিত আবেগ

"অপসরাপসর ত্বরয়া গুরুর্ম্মুদিরসুন্দর হে পুরতঃ করী।
ম্রদিমবীক্ষণতস্তব নশ্চলং হৃদয়মাবিজতে পুরযোষিতাম্ ॥ ভ, র, সি, ২।৫।৩৫॥

—(মথুরায় কংসরঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে কুবলয়াপীড়-নামক হস্তীর নিকটবর্ত্তী দেখিয়া মথুরানাগরীগণ বলিয়াছিলেন) হে জলদসুন্দর (কৃষ্ণ)! শীঘ্র স্থানান্তরে যাও, শীঘ্র স্থানান্তরে যাও। তোমার সম্মুখে গুরুতর মহাহস্তী কুবলয়াপীড় রহিয়াছে। তোমার মৃদু দৃষ্টি দেখিয়া পুরনারী আমাদের চিত্ত তোমার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে।"

এ-স্থলে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন — এ-স্থলে গজ-শব্দের উপলক্ষণে পশু-প্রভৃতি অন্য দুষ্ট প্রাণিসমূহকেও বুঝাইতেছে। "গজেন দুষ্টসত্ত্বোহন্যঃ পশ্বাদিরুপলক্ষ্যতে ॥৩৬॥"

"চণ্ডাংশোস্তুরগান্ শটাগ্রনটনৈরাহত্য বিদ্রাবয়ন্
দ্রাগন্ধঙ্করণঃ সুরেন্দ্রসুদৃশাং গোষ্ঠোদ্ধূতৈঃ পাংশুভিঃ।
প্রত্যাসীদতু মৎপুরঃ সুররিপুর্গর্ব্বান্ধমর্ব্বাকৃতি-
র্দ্রাঘিষ্ঠে মুহুরত্র জাগ্রতি ভুজে ব্যগ্রাসি মাতঃ কথম্ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৩৭॥

—(কেশীনামক দানবকে দেখিয়া যশোদামাতা আতঙ্কিতা হইলে, মাতা কেশীসম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, সে-সকল কথার অনুবাদ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন) মাতঃ! স্কন্ধস্থিত-রোমসমূহের অগ্রভাগকে নর্ত্তিত করিয়া, সূর্য্যতুরঙ্গগণকে বিদারিত করিয়া এবং গোষ্ঠোদ্ধূত ধূলিসমূহদ্বারা সুরেন্দ্র-রমণীকে অন্ধ করিয়া ঐ গর্ব্বান্ধ হয়াকৃতি কেশীদানব আমার সম্মুখে আসুক না; আমার সুদীর্ঘ বাহু সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিতে (তাদৃশ অসুরের বিনাশের জন্য সাবধান থাকিতে) আপনি ব্যগ্র হইতেছেন কেন ?" (এ-স্থলে যশোদামাতার আবেগ প্রদর্শিত হইয়াছে)

ঞ। শত্রুজনিত আবেগ

"স্থূলতালভুজোন্নতিগিরিতটীবক্ষাঃ ক্ব যক্ষাধমঃ
ক্বায়ং বালতমালকন্দলমৃদুঃ কন্দর্পকান্তঃ শিশুঃ।
নাস্ত্যন্যঃ সহকারিতাপটুরিহ প্রাণী ন জানীমহে
হা গোষ্ঠেশ্বরি কীদৃগদ্য তপসাং পাকস্তবোন্মীলতি ॥ ললিতমাধব ॥২।২৯॥

—(শঙ্খচূড়কে দেখিয়া ভীত হইয়া মুখরা বলিলেন) হায়! স্থূলতালতরুতুল্য যাহার সুদীর্ঘ বাহু এবং গিরিতটতুল্য যাহার বিশাল বক্ষ, সেই যক্ষাধম শঙ্খচূড়ই বা কোথায়! আর, বালতমালাঙ্কুরের ন্যায় কোমল কন্দর্পকান্তি শিশুই (কৃষ্ণই) বা কোথায় !! এই স্থানে এমন কোনও প্রাণীও নাই, যে না

কি এই যক্ষের সহিত যুদ্ধে পটুতার সহিত এই শিশুর সহায়কারী হইতে পারে। হায় গোষ্ঠেশ্বরি! তোমার তপস্যাসমূহের ফল আজ কি ভাবে উন্মীলিত হইবে, জানিনা।"

অপর একটী উদাহরণ ঃ—

"সপ্তিঃ সপ্তী রথ ইহ রথঃ কুঞ্জরঃ কুঞ্জরো মে
তূণস্তূণো ধনুরুত ধনুর্ভো কৃপাণী কৃপাণী।
কা ভীঃ কা ভীরয়মহং হা ত্বরধ্বং ত্বরধ্বং
রাজ্ঞঃ পুত্রী বত হৃতহৃতা কামিনা বল্লবেন॥ ললিতমাধব॥৫।৪০॥

—(শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক রুক্মিণী অপহৃতা হইতেছেন দেখিয়া জরাসন্ধাদি রাজন্যবর্গ ব্যস্তসমস্ত হইয়া স্ব-স্ব সেবকগণকে বলিতেছেন) অশ্ব আন, অশ্ব আন ; রথ আন, রথ আন ; আমার হস্তী আন, আমার হস্তী আন ; তূণ আন, তূণ আন ; ধনু আন, ওহে ধনু আন ; কৃপাণী (কাটারি) আন, কৃপাণী আন। ভয় কি ? ভয় কি ? এই আমি চলিলাম ; ওহে, তোমরাও শীঘ্র আইস, শীঘ্র আইস। হায় ! কামুক গোপকর্তৃক রাজপুত্রী অপহৃত হইল !!"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"সপ্তিঃ সাপ্তঃ, রথঃ রথঃ", ইত্যাদিস্থলে একজনেরই দ্বিরুক্তি নহে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের কথা। একজন বলিয়াছেন—"সপ্তি (অশ্ব) আন", অপর একজনও বলিয়াছেন—"সপ্তি আন", ইত্যাদি। শ্রীলমুকুন্দদাসগোস্বামী বলেন—এ-স্থলে দ্বিরুক্তিই, আবেগ-বশতঃ দ্বিরুক্তি।

এই উদাহরণে একটী কথা বিবেচ্য। শত্রু হইতে শ্রীকৃষ্ণের বিপদ আশঙ্কা করিয়া কৃষ্ণভক্তের চিত্তে যে আবেগের উদয় হয়, তাহাই হইবে ব্যভিচারী ভাব। এ-স্থলে আবেগ দৃষ্ট হইতেছে জরাসন্ধাদি রাজন্যবর্গের ; তাঁহারা কৃষ্ণভক্ত নহেন, তাঁহারা বরং শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। তাঁহাদের আবেগকে ব্যভিচারী ভাবের উদাহরণরূপে কেন প্রদর্শিত হইল ? ইহা তো বাস্তবিক ব্যভিচারী ভাবের অন্তর্ভুক্ত আবেগ হইতে পারে না। এজন্য ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"আবেগাভাস এবায়ং পরাশ্রয়তয়াপি চেৎ।
নায়কোৎর্ষবোধায় তথাপ্যত্র নিদর্শিতম্॥ ২।৪।৩৯॥

—ইহা আবেগের আভাসই (পরন্তু আবেগ নহে) ; কেননা, এই আবেগ হইতেছে পরাশ্রয় (পর— শত্রুগণ—হইতেছে এই আবেগের আশ্রয় ; তাহাদের মধ্যে কৃষ্ণবিষয়িণী ভক্তি নাই বলিয়া ইহাকে আবেগ বলা যায় না, ইহা হইতেছে আবেগের আভাস)। তথাপি নায়কের (শ্রীকৃষ্ণের) উৎকর্ষ-বোধের নিমিত্ত এ-স্থলে ইহা প্রদর্শিত হইল।"

ইহাদ্বারা কিরূপে নায়ক-শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ বুঝা যাইতে পারে ? ইহার উত্তরে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"নায়কোৎকর্ষং বোধয়তি, তথাবিধাঃ কৃত্বা

নায়কপক্ষীয়ৈর্জিতা ইতি শ্রবণাৎ, ভক্তানাং হর্ষেণ রতিরুদ্দীপ্তা স্যাদিত্যেতদর্থমিত্যর্থঃ॥" তাৎপর্য্য হইল এই যে— জরাসন্ধাদি রাজন্যবর্গ "রথ আন, হস্তী আন, অশ্ব আন, ভয় কি"-ইত্যাদি বলিয়া আস্ফালন করিলেও যুদ্ধে কিন্তু নায়ক-শ্রীকৃষ্ণপক্ষেরই জয় হইয়াছে, শত্রুপক্ষ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া হর্ষবশতঃ ভক্তদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতি উদ্দীপ্তা হইয়াছিল। প্রথমে জরাসন্ধাদির আস্ফালনের কথা শুনিয়া শত্রুবৃন্দের সম্মুখীন শ্রীকৃষ্ণের কথা ভাবিয়া, ভক্তদের চিত্তে আবেগনামক ব্যভিচারিভাবের উদয় হইতে পারে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জয়ের কথা শুনিয়া তাঁহাদের আনন্দ এবং রতির উচ্ছ্বাস জন্মিতে পারে।

৮২। উন্মাদ (১১)

"উন্মাদো হৃদ্ভ্রমঃ প্রৌঢ়ানন্দাপদ্বিরহাদিজঃ।
অত্রাট্টহাসো নটনং সঙ্গীতং ব্যর্থচেষ্টিতম্।
প্রলাপ-ধাবন-ক্রোশ-বিপরীতক্রিয়াদয়ঃ॥ ভ, র সি, ২।৪।৩৯॥

—অতিশয় আনন্দ, আপদ এবং বিরহাদিজনিত চিত্তভ্রমকে উন্মাদ বলে। এই উন্মাদে অট্টহাস্য, নটন, সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চীৎকার এবং বিপরীত ক্রিয়াদি প্রকাশ পায়।"

ক। **প্রৌঢ়ানন্দজনিত উন্মাদ**

"রাধা পুনাতু জগদচ্যুতদত্তচিত্তা মন্থানকং বিদধতী দধিরিক্তপাত্রে।
যস্যাঃ স্তনস্তবকচঞ্চললোচনালির্দেবোঽপি রুদ্ধহৃদয়োধবলং দুদোহ॥ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত॥

—যিনি অচ্যুত-শ্রীকৃষ্ণে অর্পিতচিত্তা হইয়া চিত্তবিভ্রমবশতঃ দধিশূন্য পাত্রে মন্থনদণ্ড ঘুরাইতেছেন, যাঁহার স্তনকুসুমে নয়ন-ভ্রমর বিন্যস্ত করিয়া চিত্তবিভ্রমবশতঃ শ্রীকৃষ্ণদেবও বৃষদোহন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই শ্রীরাধা জগৎকে পবিত্র করুন।"

এ-স্থলে উন্মাদবশতঃ বিপরীত-ক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণে চিত্তের অর্পণবশতঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে শ্রীরাধার অতিশয় আনন্দ জন্মিয়াছে ; তাহারই ফলে বিভ্রান্ত-চিত্তা হইয়া তিনি দধিশূন্য ভাণ্ডেও মন্থনক্রিয়া চালাইতেছেন। শ্রীরাধার দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থাও তদ্রূপ। চিত্তবিভ্রমবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ বৃষদোহন করিতেছেন।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"প্রসীদ মদিরাক্ষি মাং সখি মিলন্তমালিঙ্গিতুং নিরুন্ধি মুদিরদ্যুতিং নবযুবানমেনং পুরঃ।
ইতি ভ্রমরিকামপি প্রিয়সখী ভ্রমাদ্ যাচতে সমীক্ষ্য হরিমুন্মদপ্রমদবিক্লবা বল্লবী॥৩৭॥

—(শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য পরমোৎকণ্ঠাবতী কোনও গোপসুন্দরী অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণকে নিকটবর্ত্তী দর্শন করিয়া আনন্দের আতিশয্যে বিভ্রমচিত্তা হইয়া যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, দূর হইতে তাহা দর্শন করিয়া বৃন্দাদেবী তাহা বর্ণন করিতেছেন) হরিদর্শনে মত্ততাজনক আনন্দভরে বিহ্বলা হইয়া সেই গোপী চিত্তবিভ্রান্তিবশতঃ একটী ভ্রমরীকে নিজের প্রিয়সখী মনে করিয়া তাহার নিকটে প্রার্থনা

করিতেছেন—'হে মদিরাক্ষি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য আমার অগ্রভাগে সমাগত এই নবমেঘ-শ্যামল নবযুবাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) তুমি নিরোধ কর।"

খ। আপদ্‌জনিত উন্মাদ

"পশূনপি কৃতাঞ্জলির্নমতি মান্ত্রিকা ইত্যমী
তরূনপি চিকিৎসকা ইতি বিষৌষধং পৃচ্ছতি।
হ্রদং ভুজগভৈরবং হরিহরি প্রবিষ্টে হরৌ
ব্রজেন্দ্রগৃহিণী মুহুর্ভ্রমময়ীমবস্থাং গতা ॥ ভ. র, সি, ২।৪।৪০॥

—কি খেদের বিষয়! শ্রীকৃষ্ণ কালিয়নাগকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হ্রদে প্রবেশ করিলে ব্রজেন্দ্রগৃহিণী যশোদা মুহুর্মুহুঃ ভ্রমময়ী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সর্পবিষের প্রতীকারক মন্ত্রে অভিজ্ঞ মনে করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পশুদিগকেও নমস্কার করিতেছেন এবং বৃক্ষদিগকেও চিকিৎসক মনে করিয়া তাহাদের নিকটে বিষের ঔষধের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।"

গ। বিরহজনিত উন্মাদ

"গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্ বনাদ্বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ॥ শ্রীভা, ১০।৩০।৪॥

—(শারদীয় রাসরজনীতে রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে তাঁহার বিরহে বিহ্বলচিত্তা হইয়া) গোপীগণ মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের কথা গান করিতে করিতে এক বন হইতে অন্য বনে গমন করিয়া উন্মত্তার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। আর যিনি আকাশের ন্যায় সমস্ত ভূতের ভিতরে ও বাহিরে অবস্থিত (প্রেমবিলাস-বিশেষবশতঃ তাঁহাদের নিকটে যিনি সর্ব্বত্রই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছেন. দূরে যখন স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন, তখন তাঁহাদের নিকটে যিনি বহিঃস্ফূর্ত্ত বলিয়া এবং নিকটে যখন স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়েন, তখন যিনি তাঁহাদের নিকটে অন্তস্ফূর্ত্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়েন), বনস্পতিগণের নিকটে তাঁহারা সেই পুরুষের (তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের) কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।"

বনস্পতিদিগের কোনও ইন্দ্রিয় নাই; তাহারা গোপীদের কথা শুনিতে পায় না, তাঁহাদের কথার উত্তর দেওয়ার সামর্থ্যও তাহাদের নাই। তথাপি যে তাহাদের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করা, ইহাই তাঁহাদের উন্মাদবৎ আচরণের পরিচায়ক।

ঘ। উন্মাদ ও দিব্যোন্মাদ

এ-স্থলে যে উন্মাদের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতেছে ব্যভিচারী ভাব। দিব্যোন্মাদ ও এই উন্মাদ এক নহে। এ-সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"উন্মাদঃ পৃথগুক্তোঽয়ং ব্যাধিত্বন্তর্ভবন্নপি। যত্তত্র বিপ্রলম্ভাদৌ বৈচিত্রীং কুরুতে পরাম্ ॥
অধিরূঢ়ে মহাভাবে মোহনত্বমুপাগতে। অবস্থান্তরমাপ্তোঽসৌ দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে ॥২।৪।৪২॥

—ব্যাধির অন্তর্ভুক্ত হইলেও এ-স্থলে উন্মাদ পৃথক্ রূপে কথিত হইল। শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদজনিত বিপ্রলম্ভাদিতে এই উন্মাদ পরমা বৈচিত্রী ধারণ করে এবং অধিরূঢ় মহাভাবে মোহনত্ব প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলে দিব্যোন্মাদ নামে কথিত হয়।"

দিব্যোন্মাদ হইতেছে মোহনের অনুভাব (৬।৭৬-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্ববর্ত্তী ৬।৬৪-অনুচ্ছেদে অধিরূঢ় মহাভাবের এবং ৬।৬৯-অনুচ্ছেদে মোহনের লক্ষণ এবং পরবর্ত্তী ৭।৮৪-অনুচ্ছেদে ব্যাধির লক্ষণ দ্রষ্টব্য।

৮৩। অপস্মার (১২)

"দুঃখোত্থধাতুবৈষম্যাদ্যুদ্ভূতশ্চিত্তবিপ্লবঃ।
অপস্মারোঽত্র পতনং ধাবনাস্ফোটনভ্রমাঃ।
কম্পঃ ফেণস্রুতির্বাহুক্ষেপবিক্রোশনাদয়ঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৪৩॥

—দুঃখোৎপন্ন ধাতুবৈষম্যাদি-জনিত চিত্তের বিপ্লবকে অপস্মার (অপস্মৃতি) বলে। এই অপস্মারে ভূমিতে পতন, ধাবন, আস্ফোটন, ভ্রম, কম্প, ফেণস্রাব, বাহুক্ষেপণ এবং চীৎকারাদি প্রকাশ পায়।"

উদাহরণ :—

"ফেণায়তে প্রতিপদং ক্ষিপতে ভুজোর্ম্মিমাঘূর্ণতে লুঠতি কূজতি লীয়তে চ।
অম্বা তবাদ্য বিরহে চিরমম্বুরাজ-বেলেব বৃষ্ণিতিলক ব্রজরাজরাজ্ঞী॥ ভ, র, সি, ২।৪।৪৪॥

—(মথুরাস্থ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে শ্রীরাধা সংবাদ পাঠাইলেন যে,) হে বৃষ্ণিবংশতিলক! তোমার মাতা ব্রজরাজরাজ্ঞী তোমার দীর্ঘকালব্যাপী বিরহে কাতর হইয়া, সমুদ্রের জলের ন্যায় ফেণ উদ্গমন করিতেছেন, প্রতিপদে ভুজরূপ তরঙ্গ ক্ষেপণ করিতেছেন, কখনও বা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কখনও ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছেন, কখনও উচ্চ শব্দ করিতেছেন, কখনও বা নিস্তব্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছেন।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"অঙ্গক্ষেপবিধায়িভির্নিবিড়তোত্তুঙ্গপ্রলাপৈরলং
গাঢ়োদ্বর্ত্তিততারলোচনপুটৈঃ ফেণচ্ছটোদ্গারিভিঃ।
কৃষ্ণ তদ্বিরহোত্থিতৈর্ম্মম সখীমন্তর্বিকারোর্ম্মিভি-
র্গ্রস্তাং প্রেক্ষ্য বিতর্কয়ন্তি গুরবঃ সংপ্রত্যপস্মারিণীম্॥৩৭॥

—(কোনও লোকের দ্বারা মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ললিতা সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে,) হে কৃষ্ণ! তোমার বিরহে আমার সখী কখনও অঙ্গবিক্ষেপ করিতেছেন, কখনও নিবিড় ভাবে অতিশয় উচ্চ প্রলাপ বাক্য প্রকাশ করিতেছেন, কখনও বা তাঁহার লোচনদ্বয়ের তারকা গাঢ়ভাবে উদ্বর্ত্তিত হইতেছে,

কখনও বা তিনি মুখ হইতে ফেণরাশি উদ্‌গীরণ করিতেছেন। তাঁহাকে এইরূপ অন্তর্বিকারগ্রস্তা দেখিয়া তাঁহার গুরুজন মনে করিতেছেন—তাঁহার অপস্মার-রোগ জন্মিয়াছে।”

এই অপস্মার-প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

“উন্মাদবদিহ ব্যাধিবিশেষোঽপ্যেষ বর্ণিতঃ।
পরাং ভয়ানকাভাসে যৎ করোতি চমৎকৃতিম্॥

—ব্যাধির অন্তর্ভুক্ত হইলেও উন্মাদকে যেমন পৃথক্‌ভাবে বর্ণন করা হইয়াছে, তেমনি ব্যাধিবিশেষ হইলেও এই অপস্মার পৃথক্‌রূপে বর্ণিত হইল। ভয়ানকের আভাসে ইহা পরমা চমৎকৃতি প্রকাশ করিয়া থাকে।”

৮৪। ব্যাধি (১৩)

“দোষোদ্রেকবিয়োগাদ্যৈর্ব্যাধয়ো যে জ্বরাদয়ঃ।
ইহ তৎপ্রভবো ভাবো ব্যাধিরিত্যভিধীয়তে।
অত্র স্তম্ভঃ শ্লথাঙ্গত্বং শ্বাসতাপক্লমাদয়ঃ॥ ভ, র, সি. ২।৪।৪৪॥

—দোষোদ্রেক ও বিয়োগাদি হইতে জ্বরাদি যে সমস্ত ব্যাধি জন্মে, এ-স্থলে তৎসমস্ত হইতে উৎপন্ন ভাবই ব্যাধি-নামে অভিহিত হয়। এই ব্যাধিতে স্তম্ভ, অঙ্গের শিথিলতা, শ্বাস, উত্তাপ এবং ক্লান্তি প্রভৃতি প্রকাশ পায়।”

শ্লোকস্থ “জ্বরাদয়ঃ”-শব্দের অন্তর্গত “আদি”-শব্দে উন্মাদ, অপস্মার প্রভৃতি ব্যাধি সূচিত হইতেছে।

“দোষ”-শব্দে “বাত-পিত্ত-কফ” বুঝায়। “দোষঃ বাতপিত্তকফাঃ। ইতি-শব্দচন্দ্রিকা॥” বাত, পিত্ত ও কফ-এই তিনটীর অবস্থাবিশেষ হইতেই জ্বরাদি ব্যাধির (রোগের) উদ্ভব হয়। প্রিয়-জনের বিচ্ছেদেও কখনও কখনও রোগের উদ্ভব হইয়া থাকে।

এ-স্থলে ব্যভিচারিভাবাখ্য যে ব্যাধির কথা বলা হইয়াছে, তাহা বাত-পিত্ত-কফ হইতে উদ্ভূত বাস্তবিক কোনও রোগ নহে। জ্বরাদি রোগে যেরূপ বিকারাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, কৃষ্ণসম্বন্ধীয় ব্যাপারে ভক্তের মধ্যেও সে-সমস্ত বিকারাদি লক্ষণ, বাস্তব কোনও রোগ ব্যতীতও, প্রকাশ পাইতে পারে। কৃষ্ণভক্তের মধ্যে এই জাতীয় বিকারাদি লক্ষণকেই ব্যভিচারিভাব-নামক “ব্যাধি” বলা হয়। উজ্জ্বলনীলমণির ব্যভিচারিভাব-প্রকরণে “ব্যাধিঃ”-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও লিখিয়াছেন—“ব্যাধির্জ্বরাদিপ্রতিরূপো বিকারঃ— জ্বরাদির প্রতিরূপ বিকারকে ব্যাধি বলে।” প্রতিরূপ—প্রতিবিম্ব। প্রতিবিম্বে মূল বস্তুটী থাকে না, তাহার আকারটী মাত্র থাকে। তদ্রূপ জ্বরাদির প্রতিরূপ “ব্যাধি”-তেও বস্তুতঃ জ্বরাদি রোগ থাকেনা, জ্বরাদি রোগের আকার বা বিকার মাত্র থাকে। জ্বরে যেমন দেহ খুব উত্তপ্ত হয়, শ্রীকৃষ্ণবিরহেও ভক্তের দেহে, বস্তুতঃ জ্বর রোগব্যতীতও,

প্রচণ্ড উত্তাপ অনুভূত হয়; এই উত্তাপই এ-স্থলে ব্যভিচারিভাব-নামক ব্যাধি। তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় ব্যাপারে ভাববিশেষের উদয়ে ভক্তের মধ্যে উন্মাদ-রোগের, বা অপস্মার-রোগের লক্ষণও প্রকাশ পাইতে পারে। এইরূপ যখন হয়, তখন ঐ লক্ষণকেই ব্যভিচারিভাব-নামক উন্মাদের বা অপস্মারের লক্ষণ বলা হয়। এজন্য ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্বে বলিয়াছেন—উন্মাদ এবং অপস্মারও "ব্যাধির" অন্তর্ভুক্ত। কেননা, উন্মাদ-রোগের লক্ষণের সহিত উন্মাদ-নামক ব্যভিচারিভাবের এবং অপস্মার-রোগের লক্ষণের সহিত অপস্মার-নামক ব্যভিচারিভাবের লক্ষণের সমতা আছে।

এ-স্থলে ব্যাধি-নামক ব্যভিচারিভাবের উদাহরণ উল্লিখিত হইতেছে।

উদাহরণ ঃ—

"তব চিরবিরহেণ প্রাপ্য পীড়ামিদানীং দধতুরুজড়িমানি ধ্মাপিতান্যঙ্গকানি।
শ্বসিতপবনধাটীঘট্টিতঘ্রাণবাটং লুঠতি ধরণীপৃষ্ঠে গোষ্ঠবাটীকুটুম্বম্॥ ভ, র, সি, ২।৪।৪৫॥

—হে কৃষ্ণ! তোমার দীর্ঘকালব্যাপী বিরহে ইদানীং ব্রজবাসিগণ পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের অঙ্গসমূহ জড়িমা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং প্রবল উত্তাপবশতঃ যেন জ্বলিয়া যাইতেছে, শ্বাসবায়ুর আক্রমণে তাঁহাদের নাসিকা ঘট্টিত হইতেছে, অস্থিরভাবে তাঁহারা ধরণীপৃষ্ঠে বিলুণ্ঠিত হইতেছেন।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ঃ—

"শয্যা পুষ্পময়ী পরাগময়তামঙ্গার্পণাদশ্নুতে
তাম্যন্ত্যন্তিকতালবৃন্তনলিনীপত্রাণি গাত্রোষ্মণা।
ন্যস্তঞ্চ স্তনমণ্ডলে মলয়জং শীর্ণান্তরং লক্ষ্যতে
ক্বাথাদাশু ভবন্তি ফেনিলমুখা ভূষামৃণালাঙ্কুরাঃ॥৪২॥

—(শ্রীকৃষ্ণবিরহ-জ্বরে পীড়িতা শ্রীরাধার অবস্থা বর্ণন করিয়া কোনও সখী মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সংবাদ পাঠাইতেছেন যে) হে কৃষ্ণ! তোমার বিরহে শ্রীরাধিকার এতাদৃশ সন্তাপজ্বর জন্মিয়াছে যে, তাঁহার অঙ্গস্পর্শমাত্র পুষ্পরচিত শয্যাও পুষ্পধূলিময় হইতেছে (ফুলের পাপ্‌ড়িগুলি বিশুষ্ক হইয়া চূর্ণরূপে পরিণত হইতেছে), তাঁহার অঙ্গতাপে নিকটবর্ত্তী তালবৃন্তনির্ম্মিত ব্যজনস্থিত পদ্মপত্রগুলিও ম্লান হইয়া পড়িতেছে, তাঁহার স্তনমণ্ডলে সুঘৃষ্ট চন্দনপঙ্ক লেপন করিলে তৎক্ষণাৎই তাহা শুষ্ক হইয়া মধ্যস্থলে বিদীর্ণ হইয়া (ফাটিয়া) যাইতেছে; আবার তাঁহার অঙ্গতাপ প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে যদি মৃণালাঙ্কুর-রচিত ভূষণ তাঁহাকে পরাইয়া দেওয়া যায়, তাহাও তাঁহার অঙ্গতাপে তপ্ত হইয়া যেন মুখে ফেন উদ্‌গীরণ করিতেছে।"

৮৫। মোহ (১৪)

"মোহো হৃন্মূঢ়তা হর্ষাদ্বিশ্লেষাদ্ভয়তস্তথা।
বিষাদাদেশ্চ তত্র স্যাদ্দেহস্য পতনং ভুবি।
শূন্যেন্দ্রিয়ত্বং ভ্রমণং তথা নিশ্চেষ্টতাদয়ঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৪৫॥

—হর্ষ, বিরহ, ভয় এবং বিষাদাদি হইতে চিত্তের মূঢ়তাকে (বোধশূন্যতাকে) মোহ বলে। এই মোহে দেহের ভূমিতে পতন, শূন্যেন্দ্রিয়ত্ব, ভ্রমণ এবং নিশ্চেষ্টাতাদি প্রকাশ পায়।"

ক। হর্ষজনিত মোহ

"ইত্থং স্ম পৃষ্টঃ স চ বাদরায়ণিস্তৎস্মারিতানন্তহৃতাখিলেন্দ্রিয়ঃ।

কৃচ্ছ্রাৎ পুনর্লব্ধবহির্দৃশিঃ শনৈঃ প্রত্যাহ তং ভাগবতোত্তমোত্তমম্॥ শ্রীভা. ১০।১২।৪৪॥

—(সূত গোস্বামী বলিলেন) শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর নিকটে মহারাজ পরীক্ষিৎ এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, পরীক্ষিতের কথায় অনন্ত শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি হৃদয়ে জাগ্রত হওয়ায় হর্ষভরে শুকদেবের সমস্ত ইন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি) অপহৃত হইল। (ব্যাস-নারদাদিকৃত উচ্চনামসঙ্কীর্ত্তনের ফলে) অতি কষ্টে পুনরায় বহির্দৃষ্টি (বাহ্যজ্ঞান) লাভ করিয়া ধীরে ধীরে ভাগবতোত্তমোত্তম পরীক্ষিতের প্রতি তিনি (পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর) বলিতে লাগিলেন।"

অপর দৃষ্টান্ত—

"নিরুচ্ছ্বসিতরীতয়ো বিঘটিতাক্ষিপক্ষ্মক্রিয়া

নিরীহনিখিলেন্দ্রিয়াঃ প্রতিনিবৃত্তচিদ্বৃত্তয়ঃ।

অবেক্ষ্য কুরুমণ্ডলে রহসি পুণ্ডরীকেক্ষণং

ব্রজাম্বুজদৃশোঽভজন্ কনকশালভঞ্জীশ্রিয়ম্॥ ভ, র, সি, ২।৪।৪৬॥

—কুরুক্ষেত্রে নিভৃত স্থানে পুণ্ডরীকনয়ন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া হর্ষাতিশয়বশতঃ কমলনয়না ব্রজসুন্দরীগণের শ্বাস-প্রশ্বাস যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল, তাঁহাদের চক্ষুর পলক বন্ধ হইয়া গেল, তাঁহাদের সমস্ত ইন্দিয় চেষ্টাশূন্য হইয়া পড়িল এবং সমস্ত চিত্তবৃত্তি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গেল তাঁহারা স্বর্ণ-প্রতিমার ভাব (জাড্য) প্রাপ্ত হইলেন।"

খ। বিরহজনিত মোহ

"কদাচিৎ খেদাগ্নিং বিঘটয়িতুমন্তর্গতমসৌ

সহালীভির্লেভে তরলিতমনা যামুনতটীম্।

চিরাদস্যাশ্চিত্তং পরিচিতকুটীরাবকলনা-

দবস্থা তস্তার স্ফুটমতঃ সুষুপ্তেঃ প্রিয়সখী॥ হংসদূত॥

—চিত্তস্থিত মাথুর-বিরহাগ্নিকে দূর করিবার উদ্দেশ্যে চঞ্চলচিত্তা হইয়া শ্রীরাধা সখীগণের সহিত কোনও এক সময়ে যমুনাতটে গিয়াছিলেন ; কিন্তু সে-স্থলে বহুকাল পর্য্যন্ত পরিচিত-কেলিনিকুঞ্জকুটীর দর্শন করায় গাঢ় নিদ্রার মোহরূপা প্রিয়সখী তাঁহার চিত্তকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। (তিনি মোহগ্রস্তা হইলেন। শ্রীরাধা বিরহদুঃখের শান্তির জন্য আসিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার বিরহদুঃখ শতগুণিত হইয়া পড়িল)।"

গ। ভয়জনিত মোহ

"মুকুন্দমাবিষ্কৃতবিশ্বরূপং নিরূপয়ন্ বানরবর্য্যকেতুঃ।
করারবিন্দাৎ পুরতঃ স্খলন্তং ন গাণ্ডীবং খণ্ডিতধীর্বিবেদ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৪৭॥

—মুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ প্রকটিত করিলে তাহার দর্শনে কপিধ্বজ অর্জুন এতাদৃশ মোহপ্রাপ্ত হইলেন যে, তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ জন্মিল, তাঁহার হস্ত হইতে যে তাঁহার গাণ্ডীব খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহাও তিনি জানিতে পারিলেন না।"

মধুর-রসে ভয়জনিত মোহের সম্ভাবনা নাই বলিয়া এ-স্থলে বা উজ্জ্বলনীলমণিতে তাহার উদাহরণ নাই।

ঘ। বিষাদজনিত মোহ

"কৃষ্ণং মহাবকগ্রস্তং দৃষ্ট্বা রামাদয়োঽর্ভকাঃ।
বভূবুরিন্দ্রিয়াণীব বিনা প্রাণং বিচেতসঃ॥ শ্রীভা, ১০।১১।৪৯॥

—কৃষ্ণকে মহাবকের দ্বারা গ্রস্ত হইতে দেখিয়া বলরামাদি বালকগণ বিষাদে—প্রাণহীন ইন্দ্রিয়গণ যেমন বিচেতন হয়, তদ্রূপ—বিচেতন হইয়া পড়িলেন।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণঃ—

নিজপদাব্জদলৈর্ধ্বজবজ্রনীরজাঙ্কুশবিচিত্রললামৈঃ।
ব্রজভুবঃ শময়ন্ খুরতোদং বর্ষ্মধুর্য্যগতিরীড়িতবেণুঃ॥
ব্রজতি তেন বয়ং সবিলাসবীক্ষণার্পিতমনোভববেগাঃ।
কুজগতিং গমিতা ন বিদামঃ কশ্মলেন বসনং কবরং বা॥ শ্রীভা, ১০।৩৫।১৬-১৭॥

—(গো-গোপগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অপরাহ্নিক ব্রজাগমন-লীলার আস্বাদন করিতে করিতে কতিপয় গোপী—'লজ্জা-ধৈর্য্য-কুলধর্ম্মাদিতে জলাঞ্জলি দিয়া—সুবলাদির ন্যায় আমরাও কেন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী হইলামনা'—এইরূপভাবে অনুতাপ করিয়া বিষাদভরে পরস্পরকে বলিতেছেন) গজেন্দ্রবৎ মন্থরগতিতে শ্রীকৃষ্ণ যখন ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও কমলের বিচিত্র চিহ্নে ভূষিত পাদপদ্ম দ্বারা গোকুল-ভূমির গো-খুরক্ষতজনিত বেদনাকে প্রশমিত করিয়া বেণুনাদ করিতে করিতে গমন করেন, তখন তাঁহার সবিলাস-নিরীক্ষণদ্বারা আমাদের চিত্তে যে মনোভব অর্পিত হয়, তাহার প্রবল বেগে আমরা তরুধর্ম্ম (স্থাবরত্ব) প্রাপ্ত হইয়া থাকি; তাই আমাদের বসন বা কবরীবন্ধন স্খলিত হইলেও তৎসম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পারি না।"

ঙ। মোহ-নামক ব্যভিচারিভাবের বিশেষত্ব

মোহপ্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"অস্যান্যত্রাত্মপর্য্যন্তে স্যাৎ সর্ব্বত্রৈব মূঢ়তা।
কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিবিশেষস্তু ন কদাপ্যত্র লীয়তে॥২।৪।৪৮॥

—কৃষ্ণভক্ত মোহ প্রাপ্ত হইলে দেহপর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ে তাঁহার মূঢ়তা (বিস্মৃতি) জন্মে ; কিন্তু কখনও শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিবিশেষ লয় প্রাপ্ত হয় না ।”

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—“অস্য প্রাপ্তমোহস্য ভগবদ্ভক্তস্য কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিবিশেষস্তিতি স্বাশ্রয়ম্। তং বিনা ভাবনানামনবস্থিতেঃ। তথাচোক্তম্। তৎস্মারিতানন্ত-হৃতাখিলেন্দ্রিয় ইতি। কিন্তু বহির্ব্বৃত্তিলোপপ্রাধান্যেন প্রলয়ো মোহস্ত্বন্তর্ব্বৃত্তিলোপপ্রাধান্যেন জ্ঞেয়ঃ। অতএব মোহো হৃন্মূঢ়তেত্যত্র হৃচ্ছব্দো দত্তঃ। মুহ বৈচিত্তে ইতি ধাতুবলাদেব তদর্থতাসিদ্ধেঃ॥” এই টীকার তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপঃ--শ্লোকস্থ “অস্য”-শব্দের অর্থ হইতেছে, “মোহপ্রাপ্ত ভগবদ্‌ভক্তের।” মোহপ্রাপ্ত ভগবদ্‌ভক্তের কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিবিশেষই হইতেছে স্বাশ্রয়। তাহা ব্যতীত, অর্থাৎ কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিবিশেষ ব্যতীত, ভাবনাসমূহেরই অবস্থিতি থাকে না। পূর্ব্ববর্ত্তী ক-উপ-অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত শুকদেব সম্বন্ধে “তৎস্মারিতানন্তহৃতাখিলেন্দ্রিয়ঃ”-পদে তাহাই বলা হইয়াছে। শ্রীশুকদেবের চিত্তে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি বিরাজিত ছিল, ইন্দ্রিয়ব্যাপার বিলুপ্ত হইলেও কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি বিলুপ্ত হয় নাই, মোহগ্রস্তাবস্থাতেও শ্রীশুকদেব কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্তিকে আশ্রয় করিয়া বিরাজিত ছিলেন। কিন্তু প্রলয় (সাত্ত্বিকভাব) এবং মোহ (ব্যভিচারী ভাব)-এই দুইয়ের বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে—প্রলয়ে বহির্ব্বৃত্তি-লোপের প্রাধান্য ; আর মোহে অন্তর্ব্বৃত্তি-লোপের প্রাধান্য ; এজন্যই মোহের লক্ষণে “হৃন্মূঢ়তা”-শব্দে “হৃৎ”-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে (হৃদ্‌বৃত্তির বা অন্তর্ব্বৃত্তির মূঢ়তা বা বিলুপ্তি)। “মুহ”-ধাতু হইতে “মোহ”-শব্দ নিষ্পন্ন ; মুহ-ধাতুর অর্থ বিচিত্তে-বিচিত্ততায়” ; এজন্য মোহ-শব্দের উল্লিখিতরূপ (হৃদ্‌বৃত্তির বিলুপ্তি) অর্থ সিদ্ধ হইতেছে। মোহে অন্তর্ব্বৃত্তি-লোপের প্রাধান্য-একথা বলার হেতু বোধ হয় এই যে—কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি-বিশেষ ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ে অন্তর্ব্বৃত্তির গতি থাকে না।

৮৬। মৃতি (১৫)

“বিষাদব্যাধিসংত্রাসসংপ্রহারক্লমাদিভিঃ।
প্রাণত্যাগো মৃতি স্তস্যামব্যক্তাক্ষরভাষণম্ ।
বিবর্ণগাত্রতাশ্বাসমান্দ্যহিক্কাদয়ঃ ক্রিয়াঃ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৪৮॥

—বিষাদ, ব্যাধি, ত্রাস, প্রহার এবং গ্লানি প্রভৃতিদ্বারা যে প্রাণত্যাগ, তাহাকে মৃতি বলে। এই মৃতিতে অস্পষ্ট বাক্য, দেহের বৈবর্ণ্য, মন্দশ্বাস এবং হিক্কাদি ক্রিয়া প্রকাশ পায় ।”

উদাহরণ ঃ—

“অনুল্লাসশ্বাসা মুহুরসরলোত্তানিতদৃশোবিবৃণ্বন্তঃ কায়ে কিমপি নববৈবর্ণ্যমভিতঃ।
হরের্নামাব্যক্তীকৃতমলঘুহিক্কালহরিভিঃ প্রজল্পন্তঃ প্রাণান্ জহতি মথুরায়াং সুকৃতিনঃ ॥

ভ, র, সি, ২।৪।৪৮

—সুকৃতিশালী মথুরাবাসিগণের শ্বাস উল্লাসহীন হইয়াছে (মন্দশ্বাস প্রকাশ পাইতেছে), তাঁহাদের কুটিল দৃষ্টি মুহুর্মুহু ঊর্দ্ধদিকে ক্ষিপ্ত হইতেছে, তাঁহাদের দেহে সর্ব্বত্র কি এক অভিনব বৈবর্ণ্য বিস্তারিত হইয়াছে, তাঁহারা অস্পষ্টরূপে হরির নাম উচ্চারণ করিতেছেন এবং তাঁহারা অলঘু হিক্কা-লহরীর সহিত কথা বলিতেছেন। এতাদৃশী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা প্রাণত্যাগ করিতেছেন।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"যাবদ্ব্যক্তিং ন কিল ভজতে গান্ধিনেয়ানুবন্ধ
স্তাবন্নত্বা সুমুখি ভবতীং কিঞ্চিদভ্যর্থয়িষ্যে।
পুষ্পৈর্যস্যা মুহুরকরবং কর্ণপূরান্মুরারেঃ
সেহয়ং ফুল্লা গৃহপরিসরে মালতী পালনীয়া॥ উদ্ধবসন্দেশ ॥৪৬॥

—(শ্রীরাধা ললিতার নিকটে বলিলেন) হে সুমখি! যে পর্য্যন্ত গান্ধিনীতনয় অক্রূরের অনুবন্ধ (আগ্রহ) নিশ্চয়রূপে ব্যক্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত তোমাকে নমস্কার পূর্ব্বক এই একটী প্রার্থনা জানাইতেছি—যাহার পুষ্পদ্বারা আমি মুরারি শ্রীকৃষ্ণের কর্ণাভরণ সকল পুনঃ পুনঃ নির্ম্মাণ করিতাম, তুমি সেই ফুল্লা মালতীকে আমার গৃহপরিসরে যত্নের সহিত পালন করিও (আমার এই জীবন রক্ষা পাইবেনা)।"

ক। মৃতি (মরণ)-সম্বন্ধে লক্ষণীয়

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"প্রায়োঽত্র মরণাৎ পূর্ব্বা চিত্তবৃত্তির্মৃতির্মতা।
মৃতিরত্রানুভাবঃ স্যাদিতি কেনচিদুচ্যতে।
কিন্তু নায়কবীর্য্যার্থং শত্রৌ মরণমুচ্যতে ॥২।৪।৫০॥

—প্রায়শঃ মরণের পূর্ববর্ত্তিনী চিত্তবৃত্তিকেই মৃতি বলা হয়। কেহ কেহ বলেন—এ-স্থলে মৃতি হইতেছে অনুভাব। কিন্তু নায়কের পরাক্রম নিমিত্ত শত্রুতে মরণ উক্ত হইয়াছে।"

তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, মৃতি-নামক ব্যভিচারী ভাব বাস্তব মৃত্যু নহে, প্রাণত্যাগ নহে; মরণের পূর্ব্বে যে চিত্তবৃত্তি প্রকাশ পায়, তাহাকেই মৃতি-নামক ব্যভিচারী ভাব বলা হয়। কেহ কেহ এই মৃতিকে অনুভাব বলেন। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী টীকায় বলিয়াছেন-এস্থলে "কেহ কেহ" বলিতে গ্রন্থকার শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীকেই বুঝায়। "কেনচিদিতি স্বয়মেবেত্যর্থঃ।" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শত্রুর সম্বন্ধে বাস্তব মরণই কথিত হয়; তাহাতে নায়ক শ্রীকৃষ্ণের বিক্রম প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে মৃতি-নামক ব্যভিচারিভাবের প্রসঙ্গে পূতনার একটী দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইয়াছে; যথা,

"বিরমদলঘুকণ্ঠোদ্‌ঘোষঘূৎকারচক্রা ক্ষণবিঘটিততাম্যদ্দৃষ্টিখদ্যোতদীপ্তিঃ।
হরিমিহিরনিপীতপ্রাণগাঢ়ান্ধকারা ক্ষয়মগদকস্মাৎ পূতনা কালরাত্রিঃ ॥২।৪।৪৯॥

—কালরাত্রিরূপা পূতনার প্রাণস্বরূপ গাঢ় অন্ধকার কৃষ্ণরূপ সূর্য্যকর্তৃক নিপীত হইলে পূতনার

ঘূকপক্ষীর শব্দতুল্য কণ্ঠধ্বনি এবং খদ্যোতসদৃশদীপ্তিময়ী দৃষ্টি ক্ষণকালমধ্যে তিরোহিত হইয়াছিল।”

এই উদাহরণে পূতনার বাস্তব মরণই বর্ণিত হইয়াছে; এই মরণে নায়ক শ্রীকৃষ্ণের বিক্রম সূচিত হইয়াছে; শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রমেই পূতনার মৃত্যু হইয়াছে।

কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে—মরণের পূর্ব্বকালীন লক্ষণগুলি যদি কৃষ্ণভক্তে প্রকাশ পায়, তাহা হইলেই তাহাদিগকে মৃতিনামক ব্যভিচারী ভাবের লক্ষণ বলা হয়; কৃষ্ণরতিহীন লোকের মধ্যে তাদৃশ লক্ষণ দৃষ্ট হইলেও তাহাকে মৃতিনামক ব্যভিচারী ভাবের লক্ষণ বলা যায় না; কৃষ্ণরতির সহিতই ব্যভিচারী ভাবের সম্বন্ধ। পূতনা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে রতিমতী ছিলনা; পূতনা ছিল শ্রীকৃষ্ণের শত্রু, শ্রীকৃষ্ণের প্রাণসংহারের উদ্দেশ্যেই স্তন্যদাত্রীর ছদ্মবেশে পূতনার আগমন। এই অবস্থায় পূতনার মৃত্যুকে ব্যভিচারী ভাবের উদাহরণরূপে প্রদর্শিত হইল কেন? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াই কি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—“কিন্তু নায়কবীর্য্যার্থং শত্রৌ মরণমুচ্যতে—নায়কের বীর্য্য প্রদর্শনার্থই শত্রুতে মরণ কথিত হয়”? তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে এই উদাহরণে শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রমমাত্রই সূচিত হইতে পারে, পূতনার প্রাণত্যাগকে ব্যভিচারী ভাব বলা কি সঙ্গত হইবে?

মৃতিপ্রসঙ্গে উজ্জ্বলনীলমণি বলিয়াছেন, “মৃতেরধ্যবসায়োহত্র বর্ণ্যঃ সাক্ষাদিয়ং ন হি ॥৪৫॥—এ-স্থলে মরণের উদ্যম মাত্রই বর্ণনীয়; কিন্তু সাক্ষাৎ মৃত্যু বর্ণনীয় নহে।”

উজ্জ্বলনীলমণিতে কেবল কৃষ্ণকান্তাদের উদাহরণই প্রদত্ত হইয়াছে। কৃষ্ণকান্তা তুই শ্রেণীর—নিত্যসিদ্ধা এবং সাধনসিদ্ধা। নিত্যসিদ্ধাগণ জীবতত্ত্ব নহেন, তাঁহারা হইতেছেন স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ—সুতরাং তাঁহাদের মৃত্যু সম্ভব নহে। সাধনসিদ্ধগণ জীবতত্ত্ব হইলেও তাঁহাদের প্রাকৃত দেহ নাই, তাঁহাদের দেহও অপ্রাকৃত—সুতরাং তাঁহাদেরও মৃত্যু অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণবিরহের উৎকট জ্বালায় এইরূপ মৃত্যুহীনা নিত্যসিদ্ধা বা সাধনসিদ্ধা কৃষ্ণকান্তাগণের মরণের উদ্যমমাত্র হইতে পারে; কিন্তু তাঁহাদের মরণ কখনও হইতে পারেনা। এজন্য তাঁহাদের পক্ষে মরণের চেষ্টামাত্র হইতে পারে, মরণ সম্ভব নহে। তাঁহাদের মরণের এই উদ্যমকেই মৃতিনামক ব্যভিচারী ভাব বলা হয়।

খ। ঋষিচরী গোপী

উপরে উদ্ধৃত উজ্জ্বলনীলমণি-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও বলিয়াছেন-“অধ্যবসায় উদ্যমঃ ইয়ং মৃতিঃ প্রাণত্যাগ ন বর্ণ্যেতি সমর্থ-সমঞ্জস-সাধারণ-স্থায়িভাববতীনাং শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীনাং নিত্যসিদ্ধত্বেন তদসম্ভবাৎ।—অধ্যবসায় অর্থ—উদ্যম; এই উদ্যমই মৃতি; প্রাণত্যাগ বর্ণনীয় নহে। কেননা, সমর্থারতিমতী ব্রজসুন্দরীদের, সমঞ্জসা-রতিমতী মহিষীগণের এবং সাধারণী রতিমতী কুব্জাদির—এই তিন শ্রেণীর কৃষ্ণকান্তাগণ নিত্যসিদ্ধা বলিয়া তাঁহাদের মৃত্যু সম্ভব নহে।” ইহার পরে চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের “অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদিত্যাদি (শ্রীভা, ১০।২৯।৯)”-শ্লোকের উল্লেখ করিয়া সাধনসিদ্ধা ঋষিচরী গোপীদের কথাও বলিয়াছেন (শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও টীকায় শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন)। এই ঋষিচরী গোপীগণ সাধকদেহে ছিলেন দণ্ডকারণ্যবাসী মুনি। তাঁহারা

পূর্ব্ব হইতেই গোপালোপাসক ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসকালে তিনি যখন দণ্ডকারণ্যে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার রূপের সহিত শ্রীকৃষ্ণরূপের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দর্শনে তাঁহাদের চিত্তে কান্তা-ভাবময়ী শ্রীকৃষ্ণসেবার বাসনা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলে তাঁহারা মনে মনে তাঁহাদের বাসনাসিদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা প্রার্থনা করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র মনে মনে তাঁহাদের বাসনাপূর্ত্তির অনুরূপ কৃপা প্রকাশ করিলেন। সাধনে তাঁহারা যখন জাতরতি হইয়াছিলেন, তখনই যোগমায়া কৃপা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলাস্থলে আহিরী গোপীর গর্ভ হইতে গোপকন্যারূপে তাঁহাদিগকে আবির্ভাবিত করাইলেন। সাধারণতঃ জাতপ্রেম ভক্তদেরই প্রকটলীলাস্থলে ঐ ভাবে জন্ম হয়; তাঁহাদের দেহও হয় চিন্ময়, গুণাতীত। কিন্তু দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ সাধকদেহে জাতপ্রেম হইতে পারেন নাই. প্রেমের পূর্ব্ববর্ত্তী স্তর "রতি বা ভাব" পর্য্যন্তই তাঁহাদের লাভ হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহাদের গুণময়ত্ব সম্যক্ তিরোহিত হয় নাই; সম্ভবতঃ শ্রীরামচন্দ্রের কৃপার ফলেই জাতরতি অবস্থাতেই যোগমায়া তাঁহাদিগকে প্রকটলীলাস্থলে, গোপকন্যারূপে জন্ম দেওয়াইলেন। যাহা হউক, প্রকটলীলাস্থলে অন্যান্য গোপীদের ন্যায় তাঁহাদেরও বিবাহ হইল; কিন্তু গুণাতীত জাতপ্রেম গোপকন্যাদের যোগমায়া যে ভাবে পতিম্মন্যদের স্পর্শ হইতে রক্ষা করেন, ইঁহাদের গুণময়ত্ব ছিল বলিয়া ইঁহাদিগকে তিনি সেই ভাবে রক্ষা করিলেন না; এজন্য তাঁহাদের পতি-সঙ্গাদি হইয়াছিল। যে সমস্ত সাধক ভক্ত জাতপ্রেম হইয়া প্রকটলীলাস্থলে গোপকন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করেন, নিত্যসিদ্ধা গোপীদের সঙ্গপ্রভাবে তাঁহাদের কৃষ্ণরতি স্নেহ-মান-প্রণয়াদি অতিক্রম করিয়া মহাভাবে উন্নীত হয়; শ্রুতিচরী গোপীদের এইরূপ হইয়াছিল, যোগমায়াও সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদিগকে পতিম্মন্যদের স্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু জাতরতি ঋষিচরীদিগের পক্ষে বিবাহের পূর্ব্বে নিত্যসিদ্ধা গোপীদের সঙ্গের সৌভাগ্য হয় নাই। বিবাহের পরে অবশ্য হইয়াছিল এবং তাহার ফলে তাঁহাদের রতিও উর্দ্ধতন স্তরে উন্নীত হইয়াছিল, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণে পূর্ব্বরাগবতী হইয়াছিলেন এবং শারদীয় রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া অন্যান্য গোপীদের ন্যায় তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণসমীপে যাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিতা হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের পতিগণকর্ত্তৃক গৃহে অবরুদ্ধা হওয়ায় তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসমীপে যাইতে পারেন নাই। অপর যাঁহাদিগকে যোগমায়া সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহও অবরুদ্ধা হইয়াছিলেন; কিন্তু যোগমায়ার প্রভাবে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসমীপে যাইতে পারিয়াছিলেন; ঋষিচরীগণের দেহ পতিসম্ভুক্ত—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসেবার অনুপযুক্ত—ছিল বলিয়া যোগ-মায়া তাঁহাদিগকে সেই সুযোগ দেন নাই। গৃহে অবরুদ্ধা এই ঋষিচরী গোপীগণ মহাবিপদ্‌গ্রস্তা হইয়া যেন মরণদশায় উপনীত হইলেন; পতি-আদিকে মহাশত্রু মনে করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকেই স্ব-স্ব-প্রাণৈক-বন্ধু মনে করিয়া তীব্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান (স্মরণ) করিতে লাগিলেন। তীব্রধ্যানকালে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের ফলে তাঁহাদের যে জ্বালাময় উৎকট দুঃখের উদয় হইল, তাহা যেমন অতুলনীয়, আবার স্ফূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গের ফলে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহাও ছিল তেমনি অতুলনীয়।

ইহারই ফলে তাঁহাদের সমস্ত অন্তরায় দূরীভূত হইয়া গেল, পতিকর্তৃক উপভুক্ত তাঁহাদের গুণময় দেহও গুণময়ত্ব ত্যাগ করিয়া চিন্ময়ত্ব লাভ করিল, শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের উপযোগী হইয়া পড়িল। "জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥ শ্রীভা, ১০।২৯।১১"-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়—"তাঁহাদের দেহের গুণময়ত্বই তাঁহারা ত্যাগ করিয়াছিলেন, দেহত্যাগ করেন নাই; দেহের গুণময়ত্ব-ত্যাগকেই 'গুণময়-দেহত্যাগ' বলা হইয়াছে।" এ-স্থলে জানা গেল—সাধনসিদ্ধা ঋষিচরী গোপীগণেরও মৃত্যু হয় নাই। মৃত্যুর ভাবমাত্র তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাই তাঁহাদের পক্ষে মৃতিনামক ব্যভিচারী ভাব।

৮৭। আলস্য (১৬)

"সামর্থ্যস্যাপি সদ্ভাবে ক্রিয়ানুন্মুখতা হি যা। তৃপ্তিশ্রমাদিসম্ভূতা তদালস্যমুদীর্য্যতে॥
অত্রাঙ্গভঙ্গো জৃম্ভা চ ক্রিয়াদ্বেষোঽক্ষিমর্দ্দনম্। শয্যাসনৈকপ্রিয়তা তন্দ্রানিদ্রাদয়োঽপি চ॥ভ, র, সি, ২।৪।৫১॥
—তৃপ্তি ও শ্রমাদি বশতঃ সামর্থ্যসত্ত্বেও যে কার্য্যে অনুন্মুখতা (কার্য্য-করণের প্রবৃত্তিহীনতা), তাহাকে বলে আলস্য। এই আলস্যে অঙ্গঘোটন, জৃম্ভা, কার্য্যের প্রতি দ্বেষ, চক্ষুমর্দ্দন, শয়ন, উপবেশন, তন্দ্রা ও নিদ্রা প্রভৃতি প্রকাশ পায়।"

ক। তৃপ্তিজনিত আলস্য

"বিপ্রাণাং নস্তথা তৃপ্তিরাসীদ্ গোবর্দ্ধনোৎসবে।
নাশীর্ব্বাদেঽপি গোপেন্দ্র যথা স্যাৎ প্রভবিষ্ণুতা॥ ভ, র, সি, ২।২৪।৫১॥

—হে গোপেন্দ্র! আমরা বিপ্র, আশীর্ব্বাদ করিতে আমাদের যে রূপ তৃপ্তি হয়, গোবর্দ্ধনোৎসবে তদ্রূপ হয় না।"

খ। শ্রমজনিত আলস্য

"সুষ্ঠু নিঃসহতনুঃ সুবলোঽভূৎ প্রীতয়ে মম বিধায় নিযুদ্ধম্।
মোটয়ন্তমভিতো নিজমঙ্গং নাহবায় সহসাহ্বয়তামুম্॥ ভ, র, সি, ২।৪।৫২॥

—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সখাগণকে বলিলেন—অহে বয়স্যগণ! আমার প্রীতির নিমিত্ত সুবল আমার সহিত বাহুযুদ্ধ করিয়া শ্রমবশতঃ নিঃসহতনু (কোনও কিছু করিতে অসমর্থ) হইয়া সর্ব্বতোভাবে অঙ্গ-মোটন করিতেছেন; সুতরাং সহসা তোমরা তাঁহাকে আর যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিওনা।"

গ। ব্রজদেবীগণের আলস্য

কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীগণের আলস্য-নামক ব্যভিচারিভাব সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—"সাক্ষাদঙ্গং ন চালস্যং ভঙ্গ্যা তেন নিবধ্যতে॥৪৭॥" টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"সাক্ষাদঙ্গং ন চেতি আলস্যং খলু শক্তৌ সত্যামপ্যশক্তিব্যঞ্জনা। সা তু তাসাং কৃষ্ণসেবাদৌ ন সম্ভবত্যেব। 'ন পারয়েঽহং চলিতুমিতি' কৃত্রিমালস্যং জ্ঞেয়ম্। তস্মাদ্বিরোধিগততদ্বর্ণনাৎ স্থায়িপোষণ-পরি-

পাট্যেব তন্নিবদ্ধতা যুক্তা।” তাৎপর্য্য—ব্রজদেবীগণের পক্ষে আলস্য ব্যভিচারিভাবের সাক্ষাৎ অঙ্গ নহে। শক্তি থাকা সত্ত্বেও অশক্তির ব্যঞ্জনাই হইতেছে আলস্য। কিন্তু ব্রজদেবীগণের পক্ষে কৃষ্ণ-সেবাদিতে কখনও তাহা সম্ভব নয়, অর্থাৎ কৃষ্ণসেবাদিতে শক্তি থাকা সত্ত্বে তাঁহারা কখনও অশক্তি প্রকাশ করেন না। “আমি আর চলিতে পারিতেছিনা”-শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধার এই উক্তিতে কৃত্রিম আলস্য সূচিত হইয়াছে,—ইহাই বুঝিতে হইবে, বাস্তব আলস্য নহে। সে জন্য বিরোধিগত আলস্যের বর্ণনা করিয়া ভঙ্গীতে স্থায়িভাবের পোষণ-পারিপাট্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। বিরোধিগত উদাহরণ, যথা—

“নিরবধি দধিপূর্ণাং গর্গরীং লোড়য়িত্বা সখি কৃততনুভঙ্গং কুর্ব্বতী ভূরিজৃম্ভাম্।
ভুবমনুপতিতা তে পত্যুরাস্তে সবিত্রী বিরচয় তদশঙ্কং ত্বং হরের্মূর্দ্ধ্নি চূড়াম্॥ উ,নী, ব্যভি ॥৪৭॥

—(কুঞ্জমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাসবতী শ্রীরাধা, পদ্মার শিক্ষিতা শারিকার মুখে শুনিলেন—জটিলা সে-স্থলে আসিতেছে। শুনিয়া শ্রীরাধা ভীত হইলে গোষ্ঠ হইতে আগতা শ্রীরূপমঞ্জরী তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন) হে সখি! তোমার পতি-জননী (জটিলা) নিরবধি দধিপূর্ণ ভাণ্ড আলোড়ন করিতে করিতে গাত্রমোটন করিতে করিতে বহু জৃম্ভা ত্যাগ করিতে করিতে ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছেন ; অতএব, তুমি নিঃশঙ্ক হইয়া শ্রীহরির মস্তকে চূড়া রচনা কর।”

এ-স্থলে জটিলার শ্রমজনিত আলস্যই বর্ণিত হইয়াছে এবং তদ্ব্যপদেশে শ্রীরাধার স্থায়িভাবের পুষ্টির কথাই ভঙ্গীতে জানান হইয়াছে।

প্রীতিসন্দর্ভে বলা হইয়াছে—শ্রমহেতুক এবং কৃষ্ণভিন্ন অন্যসম্পর্কিত ক্রিয়াবিশেষে আলস্য জন্মে। ‘'আলস্যং তাদৃশশ্রমহেতুকং কৃষ্ণেতরসম্বন্ধিক্রিয়াবিষয়কং ভবতি॥” বস্তুতঃ কৃষ্ণবিষয়ক কোনও ব্যাপারে কৃষ্ণভক্তদের আলস্য জন্মিতে পারে না।

৮৮। জাড্য (১৭)

“জাড্যমপ্রতিপত্তিঃ স্যাদিষ্টানিষ্টশ্রুতীক্ষণৈঃ।
বিরহাদ্যৈশ্চ তন্মোহাৎ পূর্ব্বাবস্থাপরাপি চ
অত্রানিমিষতা তূষ্ণীম্ভাববিস্মরণাদয়ঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৫৩॥

—ইষ্ট ও অনিষ্টের শ্রবণ-দর্শনজনিত এবং বিরহাদিজনিত বিচারশূন্যতাকে জাড্য বলে। ইহা হইতেছে মোহের পূর্ব্বাবস্থা ও পরের অবস্থা। এই জ্যাড্যে নয়নের নিমিষশূন্যতা, তূষ্ণীম্ভাব এবং বিস্মরণাদি প্রকাশ পায়।”

ক। **ইষ্টশ্রবণজনিত জাড্য**

“গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীতপীযূষমুত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ।
শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃ কবলাঃ স্ম তস্থুর্গোবিন্দমাত্মনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ॥”

—শ্রীভা, ১০।২১।১৩॥

—(বৎসগণ গাভীদিগের স্তন্য পান করিতেছিল ; এমন সময় শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি উত্থিত হইলে) গাভীগণ উন্নমিত কর্ণপুটদ্বারা কৃষ্ণমুখনির্গত বেণুগীত-সুধা পান করিতে করিতে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং বৎসগণও স্তনক্ষরিত দুগ্ধগ্রাস মুখে করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহাদের মুখ হইতে দুগ্ধ নির্গলিত হইতে লাগিল। ইহারা দৃষ্টিদ্বারা গোবিন্দকে স্বীয় মনে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া মনোমধ্যে তাঁহাকে স্পর্শ (আলিঙ্গন) করিয়াই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ; তাই তাহাদের নয়নে অশ্রুধারা দৃষ্ট হইতেছে।”

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি-শ্রবণ হইতেছে প্রিয়শ্রবণ ; তাহার ফলে তাহাদের জাড্য (ক্রিয়াহীনতা) এবং স্তন্যপানাদিতে বিস্মৃতি জন্মিয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ঃ—

“গোপুরে রুবতি কৃষ্ণনূপুরে নিষ্ক্রমায় ধৃতসম্ভ্রমাপ্যসৌ।
কীলিতেব পরিমীলিতেক্ষণা সীদতি স্ম সদনে মনোরমা ॥৪৮॥

—(গৃহ হইতে গোচারণে গমনোদ্যত শ্রীকৃষ্ণের নূপুরধ্বনি পুরদ্বারে শ্রবণ করিয়াই মনোরমা-নামা কোনও গোপী শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য স্বগৃহ হইতে বহির্গত হওয়ার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু জাড্যের উদয়ে তিনি বহির্গত হইতে পারিলেন না দেখিয়া তাঁহার কোনও এক সখী অন্য সখীকে বলিলেন) পুরদ্বারে শ্রীকৃষ্ণের নূপুরধ্বনি শ্রুত হইলে এই মনোরমা তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু নিজ গৃহেই বদ্ধপ্রায়া হইয়া (পূর্ব্বদৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণরূপের নিবিড় ধ্যানবশতঃ) পলকহীন নয়নেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।”

খ। অনিষ্ট-শ্রবণজনিত জাড্য

“আকলয্য পরিবর্ত্তিতগোত্রাং কেশবস্য গিরমর্পিতশল্যাম্।
বিদ্ধধীরধিকনির্নিমিষাক্ষী লক্ষ্মণা ক্ষণমবর্ত্তত তূষ্ণীম্ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৫৪॥

—লক্ষ্মণা-নাম্নী যূথেশ্বরীর মান উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তাঁহার শ্রুতিগোচর ভাবেই শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মণার নামের পরিবর্ত্তে এক প্রতিপক্ষীয়া যূথেশ্বরীর নাম উচ্চারণ করিলেন ; শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য লক্ষ্মণার নিকটে শেলতুল্য যন্ত্রণাদায়ক হইল ; এই বাক্যরূপ শল্যদ্বারা তাঁহার বুদ্ধি যেন অত্যধিকরূপে বিদ্ধ হইল ; তিনি অপলকনয়নে কিছুকাল তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন।”

অনিষ্ট=ন+ইষ্ট—অনভিপ্রেত। প্রতিপক্ষীয়া যূথেশ্বরীর নাম লক্ষ্মণার অনভিপ্রেত ছিল। প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের মুখে তাহা শুনিয়া তিনি জাড্য প্রাপ্ত হইলেন।

গ। ইষ্টদর্শনজনিত জাড্য

“গোবিন্দং গৃহমানীয় দেবদেবেশমাদৃতঃ
পূজায়াং নাবিদৎ কৃত্যং প্রমোদোপহতো নৃপঃ ॥শ্রীভা, ১০।৭১।৪০॥

—রাজা যুধিষ্ঠির দেবদেবেশ গোবিন্দকে সমাদরপূর্ব্বক গৃহে আনয়ন করিয়া আনন্দাধিক্যবশতঃ হতবুদ্ধি হইয়া পূজাবিষয়ে সমস্ত কৃত্য বিস্মৃত হইয়া গেলেন।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"অহো ধন্যা গোপ্য কলিতনবনর্ম্মোক্তিভিরলং
বিলাসৈরামোদং দধতি মধুরৈ র্যা মধুভিদঃ।
ধিগস্তু স্বং ভাগ্যং যদিহ মম রাধা প্রিয়সখী
পুরস্তস্মিন্ প্রাপ্তে জড়িম-নিবিড়াঙ্গী বিলুঠতি ॥ বিদগ্ধমাধব ॥৩।২৯॥

—(বিশাখার সহিত অভিসার করিয়া শ্রীরাধা সঙ্কেতকুঞ্জে উপনীত হইয়াছেন; সে-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনজনিত পরমানন্দে শ্রীরাধার যে অবস্থা হইয়াছিল, ব্যজস্তুতিতে বিশাখা তাহা বর্ণন করিয়া বলিতেছেন) অহো! যাঁহারা প্রতিভাতিশয়বশতঃ নব-নব পরিহাসরঙ্গের সুমধুর বিলাসের দ্বারা মধুরিপু কৃষ্ণের আনন্দ বিধান করেন, সে-সমস্ত গোপীরাই ধন্য। ধিক্ আমাদের ভাগ্যকে! যেহেতু আমাদের প্রিয়সখী শ্রীরাধা হরিকে সম্মুখভাগে দেখিলেই অঙ্গে নিবিড়-জড়িমা প্রাপ্ত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইতে থাকেন।"

ঘ। অনিষ্টদর্শনজনিত জাড্য

"যাবদালক্ষ্যতে কেতু র্যাবদ্‌রেণূ রথস্য চ।
অনুপ্রস্থাপিতাত্মনো লেখ্যানীবোপলক্ষিতাঃ॥ শ্রীভা, ১০।৩৯।৩৬॥

—(অক্রূরের রথে আরোহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইতেছিলেন; দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে গোপীগণ রথের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন) যে পর্য্যন্ত রথের পতাকা এবং রথঘর্ষণে উদ্ভূত পথের ধূলি দেখা গেল, সে-পর্য্যন্ত গোপীগণ চিত্রার্পিত পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন (তাঁহাদের মন শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাতেই ধাবিত হইয়াছিল, কেবল দেহেই তাঁহারা ব্রজে অবস্থান করিতে লাগিলেন)।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"রাধা বনান্তে হরিণা বিহারিণী প্রেক্ষ্যাভিমন্যুং স্তিমিতাভবত্তথা।
ক্রুধাস্য তূর্ণং ভজতোহপি সন্নিধিং যথা ভবানীপ্রতিমাভ্রমং দধে ॥৫১॥

(বৃন্দা পৌর্ণমাসীকে বলিলেন, দেবি!) শ্রীরাধা বনমধ্যে হরির সহিত বিহার করিতেছিলেন; এমন সময়ে দূর হইতে ক্রোধান্বিত (পতিম্মন্য) অভিমন্যুকে আসিতে দেখিয়া শ্রীরাধা এতাদৃশ স্তম্ভভাব প্রাপ্ত হইলেন যে, তদ্দর্শনে সমীপাগত অভিমন্যুও তাঁহাকে ভবানীপ্রতিমা বলিয়া ভ্রম করিলেন।"

ঙ। বিরহজনিত জাড্য

"মুকুন্দ বিরহেণ তে বিধুরিতাঃ সখায়শ্চিরা-
দলঙ্কৃতিভিরুজ্‌ঝিতা ভুবি নিবিশ্য তত্র স্থিতাঃ।
স্খলন্মলিনবাসসঃ শবলরুক্ষগাত্রশ্রিয়ঃ
স্ফুরন্তি খলদেবলদ্বিজগৃহে সুরার্চ্চা ইব॥ ভ, র, সি ২।৪।৫৫॥

—হে মুকুন্দ! খলস্বভাব দেবল (দেব-পূজোপজীবী) ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থিত দেবতাবিগ্রহের ন্যায়,

তোমার চিরবিরহে তোমার সখাগণ অনলঙ্কৃত, স্খলিতমলিন-বসন, ভস্মবর্ণ ও রুক্ষগাত্র হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া রহিয়াছেন।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ঃ—

“গৃহীতং তাম্বূলং পরিজনবচোভির্ন সুমুখী স্মরত্যন্তঃশূন্যা মুরহর গতায়ামপি নিশি।

তথৈবাস্তে হস্তঃ কলিতফণীবল্লীকিশলয় স্তথৈবাস্যং তস্যাঃ ক্রমুকফলফালীপরিচিতম্ ॥৫২॥

—(গৃহ হইতে সঙ্কেতকুঞ্জে অভিসার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষায় শ্রীরাধা বসিয়া আছেন ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া বিপ্রলব্ধ-দশায় অবস্থিতা শ্রীরাধার অবস্থা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বর্ণন করিতে করিতে বৃন্দা বলিতেছেন) হে মুরহর ! সখীগণের কথায় (অনুরোধে) তাঁহাদের অর্পিত তাম্বূল মুখে গ্রহণ করিয়া থাকিলেও অন্তর-শূন্যতা (অন্যমনস্কতা বশতঃ) সুমুখী শ্রীরাধা সেই তাম্বূলকে বিস্মৃত হইয়াছেন (তাম্বূল যে তাঁহার মুখে রহিয়াছে, তাহাই তাঁহার মনে ছিল না, সুতরাং তিনি তাম্বূল চর্ব্বণ করেন নাই) ; সমস্ত রজনী গত হইয়া গেলেও তাম্বূল অচর্বিত অবস্থাতেই তাঁহার মুখে ছিল। (মুখে গুবাকগর্ভ-তাম্বূলবীটিকা অর্পণের পরে সখীগণ আবার তাঁহার হস্তেও খদিরচূর্ণ-লবঙ্গাদিযুক্তা কোমল তাম্বূল-বীটিকা অর্পণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু সেই) তাম্বূল-বীটিকাও সমস্ত রজনী তাঁহার হস্তে ধৃত ছিল এবং তাঁহার মুখমধ্যস্থিত গুবাকখণ্ডও, অচর্বিত অবস্থাতেই মুখমধ্যে ছিল।”

এ-স্থলে নিশাব্যাপিনী জড়তার কথা বলা হইয়াছে।

৮৯। ব্রীড়া (১৮)

“নবীনসঙ্গমাকার্য্যস্তবাবজ্ঞাদিনা কৃতা।

অধৃষ্টতা ভবেদ্‌ব্রীড়া তত্র মৌনং বিচিন্তনম্।

অবগুণ্ঠনভূলেখৌ তথাধোমুখতাদয়ঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৫৬॥

—নবসঙ্গম, অকার্য্য (নিন্দিত কর্ম্ম), স্তব ও অবজ্ঞাদির ফলে যে অধৃষ্টতা (ধৃষ্টতাবিরোধী ভাব) জন্মে, তাহার নাম ব্রীড়া (লজ্জা)। এই লজ্জায় মৌন, চিন্তা, মুখাচ্ছাদন, ভূমিলিখন এবং অধোমুখতাদি প্রকাশ পায়।”

ক। নবসঙ্গমজনিত ব্রীড়া

“গোবিন্দে স্বয়মকরোঃ সরোজনেত্রে প্রেমান্ধা বরবপুরর্পণং সখি ত্বম্।

কার্পণ্যং ন কুরু দরাবলোকদানে বিক্রীতে করিণি কিমঙ্কুশে বিবাদঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৫৭॥

ধৃত-পদ্যাবলীবাক্য।

—হে পঙ্কজনেত্রে ! হে সখি ! প্রেমান্ধা হইয়া তুমি নিজেই গোবিন্দে তোমার বরবপু অর্পণ করিয়াছ ; এখন তাঁহার প্রতি ঈষৎ অবলোকন-দানে কৃপণতা করিওনা। হস্তীকে বিক্রয় করিয়া অঙ্কুশ লইয়া বিবাদ করিয়া কি লাভ ?”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ঃ—

'বিধুমখি ভজ শয্যাং বর্ত্তসে কিং নতাস্যা মুহুরয়মনুবর্ত্তী যাচতে ত্বাং প্রসীদ।
ইতি চটুভিরনল্পৈঃ সা ময়াভ্যর্থ্যমানা ব্যরুচদিহ নিকুঞ্জশ্রীরিব দ্বারি রাধা ॥৫৩॥

—(শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রথম মিলনের জন্য শ্রীরাধা অভিসার করিয়া কুঞ্জমন্দিরে আসিয়াছেন; কিন্তু কুঞ্জের দ্বারদেশে আসিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া লজ্জায় নতমুখী হইয়া রহিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বহু সানুনয় চাটুবাক্য সত্ত্বেও শয্যার দিকে অগ্রসর হইলেন না। শ্রীরাধার তৎকালীন অবস্থা বর্ণন করিয়া পরে শ্রীকৃষ্ণ সুবলের নিকটে বলিয়াছিলেন, বন্ধো! শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিয়া আমি বলিলাম) 'অয়ি বিধুমুখি! শয্যা গ্রহণ কর, অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন? তোমার এই অনুগত জন বারম্বার প্রার্থনা করিতেছে, তুমি প্রসন্ন হও'—এইরূপ বহু চাটুবাক্যে আমাকর্ত্তৃক অভ্যর্থিতা হইলেও শ্রীরাধা নিকুঞ্জদ্বারেই দণ্ডায়মানা থাকিয়া নিকুঞ্জ-লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন।"

খ। অকার্য্যজনিত ব্রীড়া

"ত্বমবাগিহ মা শিরঃ কৃথা বদনঞ্চ ত্রপয়া শচীপতে।
নয় কল্পতরুং নচেচ্ছচীং কথমগ্রে মুখমীক্ষয়িষ্যসি ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৫৮॥

—অহে শচীপতে! লজ্জাবশতঃ এখানে তুমি মস্তক অবনত করিওনা, তোমার বদনকেও বচনশূন্য করিও না। এই পারিজাত তরু লইয়া যাও; নচেৎ, কিরূপে শচীর অগ্রে মুখ দেখাইবে?"

উল্লিখিত বাক্যটী কাহার উক্তি? বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাংশের ত্রিংশ অধ্যায় হইতে জানা যায়, সত্যভামার সহিত শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বর্গে গিয়াছিলেন, তখন সত্যভামার আগ্রহাতিশয্যে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের উদ্যান হইতে পারিজাত-বৃক্ষটীকে উৎপাটিত করিয়া গরুড়ের উপর উঠাইয়া লইলেন। উদ্যানরক্ষিগণ আপত্তি করিলে পতিগর্ব্বে গর্ব্বিতা সত্যভামা শচী ও ইন্দ্রের সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিলেন এবং উদ্যান-রক্ষিগণকে বলিলেন—"শচীর নিকটে যাইয়া তোমরা এ-সকল কথা বল।" তাহারা শচীর নিকটে গিয়া সমস্ত কথা বলিলে পারিজাত রক্ষার জন্য শচীদেবী ইন্দ্রকে প্রোৎসাহিত করিলেন। তখন কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করার জন্য দেবসৈন্যের সহিত ইন্দ্র বহির্গত হইলেন। যুদ্ধে দেবসৈন্যগণ সম্যক্‌রূপে বিধ্বস্ত হইলে ইন্দ্র লজ্জিত হইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইলে সত্যভামা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"অলং শক্র প্রযাতেন ন ব্রীড়াং গন্তুমর্হসি। নীয়তাং পারিজাতোঽয়ং দেবাঃ সন্তু গতব্যথাঃ॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥৫।৩০।৭১॥—হে ইন্দ্র! পলায়নে প্রয়োজন কি? লজ্জিত হইবেন না; এই পারিজাত লইয়া যাউন; দেবগণের ব্যথার শান্তি হউক।" যাহা হউক, উপরে উদ্ধৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উদাহরণে যদি এই প্রসঙ্গই অভিপ্রেত হইয়া থাকে, তাহা হইলে মনে হয়—ইহা সত্যভামার উক্তি। শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইন্দ্র অকার্য্য করিয়াছেন বলিয়াই লজ্জিত হইয়াছেন।

আবার বিষ্ণুপুরাণের পরবর্ত্তী অধ্যায় হইতে জানা যায়—সত্যভামার বাক্য শুনিয়া দেবরাজ শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করিলে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—"পারিজাততরুশ্চায়ং নীয়তামুচিতাস্পদম্।

গৃহীতোঽয়ং ময়া শক্র সত্যাবচনকারণাৎ ॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥৫।৩১।৩॥—হে ইন্দ্র! তোমার এই পারিজাত-বৃক্ষকে যথাযোগ্য স্থানে লইয়া যাও; সত্যভামার বচনানুসারেই আমি ইহা গ্রহণ করিয়াছিলাম”—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যদি এই প্রসঙ্গই অভিপ্রেত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা হইবে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ঃ—

“পটুঃ কিমপি ভাগ্যতস্ত্বমসি পুত্রি বিত্তার্জনে যদেতমতুলং বলাদপজহর্থ হারং হরেঃ।

গভীরমিতি শৃণ্বতী গুরুজনাদুপলম্ভনং মণিস্রগবলোকনান্মুখমবাঞ্চয়ন্মালতী ॥ ৫৪॥

—(মালতীনাম্নী কোনও গোপী শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতঃকালে স্বগৃহে আসিলে তাঁহার মাতামহী দেখিলেন—মালতীর গলায় শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠহার বিদ্যমান। এই হার হয়তো শ্রীকৃষ্ণই প্রীতিভরে মালতীকে দিয়াছিলেন, অথবা নিজের হার মনে করিয়া মালতীই প্রাতঃকালে তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিবার কালে তাহা লইয়া আসিয়াছিলেন। যাহাহউক, মালতীর গলায় শ্রীকৃষ্ণের হার দেখিয়া তাঁহার মাতামহী সোল্লুণ্ঠ বাক্যে মালতীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন)—‘অহে পুত্রি! কোনও এক ভাগ্যবশতঃ বিত্তার্জনে তুমি তো বেশ পটুতা লাভ করিয়াছ দেখিতেছি! কেননা, এই যে হরির অতুলনীয় হারটী, তাহাও তুমি বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছ !!’—গুরুজনকৃত এইরূপ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ তিরস্কার শ্রবণ করিতে করিতে স্বীয় কণ্ঠে মণিমালা দর্শন করিয়া মালতী লজ্জায় অবনত বদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন।”

গ। স্তবজনিত ব্রীড়া

“ভূরিসাদ্‌গুণ্যভারেণ স্তূয়মানস্য শৌরিণা।

উদ্ধবস্য ব্যরোচিষ্ট নম্রীভূতং তদা শিরঃ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৫৮॥

—শ্রীকৃষ্ণ যখন বহু বহু সদ্‌গুণের উল্লেখপূর্ব্বক উদ্ধবের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তখন লজ্জায় উদ্ধবের বদন অবনত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ঃ—

“সঙ্কুচ ন তথ্যবচসা জগন্তি তব কীর্ত্তিকৌমুদী মার্ষ্টি।

উরসি হরেরসি রাধে যদক্ষয়া কৌমুদীচর্চ্চা ॥৫৫॥

—(গার্গীর নিকটে পৌর্ণমাসী দেবী শ্রীরাধার মহিমা বর্ণন করিতেছিলেন; এমন সময়ে শ্রীরাধা হঠাৎ সেই স্থানে আসিলে নিজের উৎকর্ষ-শ্রবণে সঙ্কুচিতা হইলেন। তাহা দেখিয়া বৃন্দা প্রৌঢ়ির সহিত বলিলেন) হে রাধে! যথার্থ বাক্য শুনিয়া সঙ্কোচ প্রকাশ করিতেছ কেন? তোমার কীর্ত্তিকৌমুদীতে জগৎসমূহ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। যেহেতু, হে সখি! হরির বিশালবক্ষে অক্ষয় কৌমুদীচর্চ্চারূপে তুমি বিরাজ করিতেছ।”

ঘ। অবজ্ঞাজনিত ব্রীড়া

"বসন্তকুসুমৈশ্চিত্রং সদা রৈবতকং গিরিম্।
প্রিয়া ভূত্বাপ্রিয়া ভূতা কথং দ্রক্ষ্যামি তং পুনঃ॥

—ভ, র, সি, ২।৪।৫৮-ধৃত হরিবংশোক্ত সত্যাদেবীবাক্য॥

—সত্যাদেবী বলিলেন, রৈবতক পর্ব্বত সর্ব্বদা বসন্তকুসুমে সুসজ্জিত থাকে বটে ; কিন্তু যখন আমি প্রিয়া হইয়া অপ্রিয়া হইলাম, তখন পুনরায় আমি কিরূপে সেই পর্ব্বত দেখিব ? (আগে আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া ছিলাম ; তখন তাঁহার সহিত সুশোভিত রৈবতকে গিয়াছি ; কিন্তু এখন আমি তাঁহার অপ্রিয়া হইয়াছি, তাঁহাকর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইয়াছি। এখন কিরূপে সেখানে যাইব ?)।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ঃ—

"তবেদং পশ্যন্ত্যাঃ প্রসরদনুরাগং বহিরিব প্রিয়াপাদালক্তচ্ছুরিতমরুণদ্যোতিহৃদয়ম্।
মমাদ্য প্রখ্যাতপ্রণয়ভরভঙ্গেন কিতব ত্বদালোকঃ শোকাদপি কিমপি লজ্জাং জনয়তি॥

—শ্রীগীতগোবিন্দ॥৮।১০॥

—(শ্রীরাধা খণ্ডিতার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন ; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার প্রসন্নতা বিধানের জন্য নানাবিধ চাটুবাক্য প্রয়োগ করিয়া অনুনয়-বিনয় করিলে শ্রীরাধা আক্ষেপ সহকারে তাঁহাকে বলিতেছেন) অহে কিতব ! আমাকর্ত্তৃক তোমার দর্শন আজ শোক (মনঃক্ষোভ) অপেক্ষাও আমার কি এক অনির্বচনীয় লজ্জা জন্মাইতেছে। কেন একথা বলিতেছি, তাহা শুন। (তোমার এই ব্যত্যস্ত বেশভূষা এবং অদ্ভুত রূপাদি প্রমাণ দিতেছে যে) আমার প্রতি তোমার যে প্রেমাতিশয্য সুবিখ্যাত, তাহা আজ আর নাই। (কিরূপে এই প্রমাণ পাওয়া গেল, তাহা বলি শুন) দেখিতেছি, তোমার বক্ষঃস্থল তোমার অভীষ্টা প্রেয়সীর চরণধৃত অলক্তকরাগে রঞ্জিত হইয়া অরুণদ্যুতি ধারণ করিয়াছে। তোমার এই অরুণ হৃদয়ই সাক্ষ্য দিতেছে যে, তোমার হৃদয়াভ্যন্তরে তোমার অভীষ্ট প্রেয়সী-বিষয়ক অনুরাগ বিরাজিত ; তাহাই হৃদয়াভ্যন্তর হইতে বাহিরে প্রসারিত হইয়া পড়িতেছে।"

শ্রীকৃষ্ণ অপর কোনও এক প্রেয়সীর চরণধৃত অলক্তক রাগ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া শ্রীরাধার নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন ; ইহাতেই শ্রীরাধার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পাইতেছে। এই অবজ্ঞা হইতেই শ্রীরাধার লজ্জা। বস্তুতঃ প্রেমরস-বৈচিত্রী উৎপাদনের জন্যই লীলাশক্তির প্রভাবে উভয়ের এতাদৃশ ব্যবহার।

৯০। অবহিত্থা (১৯)

"অবহিত্থাকারগুপ্তি র্ভবেদ্‌ভাবেন কেনচিৎ।
অত্রাঙ্গাদেঃ পরাভূহস্থানস্য পরিগূহনম্।
অন্যত্রেক্ষা বৃথাচেষ্টা বাগ্‌ভঙ্গীত্যাদয়ঃ ক্রিয়াঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৫৯॥

—কোনও ভাবের পারবশ্যহেতু আকারের (সেই ভাবের অনুভাব বা লক্ষণসমূহের) গুপ্তিকে (কৃত্রিম ভাবান্তরের দ্বারা গোপন করাকে, অর্থাৎ গোপনের ইচ্ছারূপ ভাবকে) অবহিত্থা বলে। এই অবহিত্থায় ভাব-প্রকাশক অঙ্গাদির গোপন, অন্যদিকে দৃষ্টিপাত, বৃথা চেষ্টা এবং বাগ্‌ভঙ্গী প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন-"কেনচিদ্‌ভাবেন ভাবপারবশ্যেন হেতুনা আকারস্য গোপ্যভাবানুভাবস্য গুপ্তিঃ কৃত্রিম-ভাবান্তরব্যঞ্জনয়া করণরূপয়া সম্বরণং যস্মিন্‌ স তদ্‌গুপ্তীচ্ছারূপো ভাবোঽবহিত্থা ইত্যর্থঃ।"

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুও বলিয়াছেন—"অনুভাব-পিধানার্থোঽবহিত্থং ভাব উচ্যতে ॥৬০॥ —(স্থায়িভাব হইতে উত্থিত অশ্রু কম্পাদিরূপ) অনুভাবের গোপনই অর্থ বা প্রয়োজন যাহার, সেই (কৃত্রিম) ভাবকেই অবহিত্থা বলে।" টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"অনুভাবস্য স্থায়িভাবজন্মাশ্রুপুলকাদেরাচ্ছাদনমেবার্থঃ প্রয়োজনং যস্য স কৃত্রিমভাব এবাবহিত্থোচ্যতে ইত্যন্বয়ঃ॥" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অনুভাবেতি অনুভাবপিধানার্থো ভাবোঽবহিত্থমুচ্যত ইত্যন্বয়ঃ॥"

ক। জৈহ্ম্য (কৌটিল্য) জনিত অবহিত্থা

"সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং সহাসলীলেক্ষণবিভ্রমভ্রুবা।
সংস্পর্শনেনাঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রিহস্তয়োঃ সংস্তুত্য ঈষৎ কুপিতা বভাষিরে॥ শ্রীভা, ১০।৩২।১৫॥

—(শারদীয়-রাসরজনীতে রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে কৃষ্ণবিরহার্ত্তা গোপীগণ উন্মত্তার ন্যায় নানাস্থানে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাকে না পাইয়া যমুনাপুলিনে আসিয়া তাঁহাদের আর্ত্তি প্রকাশ করিতেছিলেন। এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথরূপে তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলে তাঁহারা স্বীয়-কুচকুঙ্কুমলিপ্ত উত্তরীয়কে আসন করিয়া তাঁহাকে তাহাতে বসাইলেন এবং নানাভাবে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রেমের বশীভূত হইয়া তাঁহাদের সহিত বিহারের জন্য উৎসুক ; কিন্তু তাঁহারা তখন শ্রীকৃষ্ণের বিহারেচ্ছা পূরণে যেন তত উৎসুক নহেন ; কেননা, বেণুনাদের দ্বারা তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া কিছুকাল তাঁহাদের সহিত বিহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের প্রেমের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ তাঁহারা ঈষৎ কুপিতা হইয়াছিলেন। সেই কোপের ভাবকে গোপন করার জন্য তাঁহারা যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা করিয়া শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছিলেন, হে রাজন্‌!) ঈষৎ কুপিতা গোপসুন্দরীগণ হাস্যযুক্ত লীলাবলোকনবিলসিত (কুটিল) ভ্রূভঙ্গে কামবর্দ্ধক শ্রীকৃষ্ণকে সম্মানিত করিয়া তাঁহাদের ক্রোড়দেশে তাঁহার কর ও চরণ যুগল স্থাপন পূর্ব্বক করচরণ-সম্মর্দ্দনে স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া তাঁহার করচরণের গুণমহিমাদির প্রশংসাপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলেন (কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে কথিত হইয়াছে)।”

প্রথমে শ্লোকস্থ “**অনঙ্গদীপন**”-শব্দের তাৎপর্য্য আলোচিত হইতেছে

গোপসুন্দরীগণ জীবতত্ত্ব নহেন, প্রাকৃত রমণী নহেন ; তাঁহারা হইতেছেন স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্ত-বিগ্রহ ; তাঁহাদের চিত্তস্থিত প্রেমও হইতেছে স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি ; সুতরাং তাঁহাদের চিত্তে যে সুখবাসনা জাগে, তাহার গতি হইতেছে স্বরূপ-শক্তির শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের দিকে, তাহা হইতেছে কৃষ্ণসুখ-বাসনা, কৃষ্ণসুখই হইতেছে তাঁহাদের একমাত্র কামনা, অন্য কামনা কখনও তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না, পাইতেও পারে না , তাঁহাদের এই একমাত্র কামনাকে যে কোনও শব্দেই অভিহিত করা হউক না কেন, তাহা প্রেমই (কৃষ্ণসুখ-বাসনার নামই প্রেম)। এজন্যই বলা হয়—“প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্। ইত্যুদ্ধবাদয়োহপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥ গৌতমীয়তন্ত্র ॥—গোপীদিগের প্রেমই কাম-নামে অভিহিত হয়—ইহাই রীতি হইয়া পড়িয়াছে। ইহা প্রাকৃত কাম নহে বলিয়াই উদ্ধবাদি ভগবদ্ভক্তগণও ইহা পাওয়ার জন্য ইচ্ছুক।” প্রশ্ন হইতে পারে—ইহা যদি প্রেমই হয়, তবে ইহাকে কাম বলা হয় কেন? শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। “সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। কামক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৮।১৭৪॥” আলিঙ্গন-চুম্বনাদি কামক্রীড়ার সহিত কিছু সাদৃশ্য আছে বলিয়াই ইহাকে কাম বলা হয়। প্রাকৃত কামক্রীড়ায় আলিঙ্গন-চুম্বনাদির যে তাৎপর্য্য, গোপীদিগের আলিঙ্গন-চুম্বনাদির তাৎপর্য্য কিন্তু তাহা নহে। প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার আলিঙ্গন-চুম্বনাদির তাৎপর্য্য স্বসুখ-বাসনা-পূরণ ; শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদিগের আলিঙ্গন-চুম্বনাদিব তাৎপর্য্য কেবল পরস্পরের প্রীতিবিধান, স্বসুখ-বাসনার পূরণ নহে। আবার আলিঙ্গন-চুম্বনাদিই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে পরস্পরের প্রীতিবিধান। আলিঙ্গন-চুম্বনাদি হইতেছে প্রীতিবিধানের উপায়ের প্রকারবিশেষ—সুতরাং প্রীতিবিধান-বাসনার (অর্থাৎ প্রেমের) “অঙ্গ,” ইহারা অঙ্গী নহে ; প্রীতিবিধানের বাসনাই (প্রেমই) হইতেছে অঙ্গী। উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের “অনঙ্গদীপনম্”-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার বৃহৎক্রম-সন্দর্ভ-টীকায় লিখিয়াছেন —“অনঙ্গদীপনং ন অঙ্গোহনঙ্গঃ অঙ্গীতি যাবৎ তৎ প্রেম তস্য দীপনম্ ॥—অনঙ্গ দীপন, অর্থাৎ যাহা (আলিঙ্গন-চুম্বনাদি কামকলারূপ) অঙ্গ নহে, তাহা অনঙ্গ—অঙ্গ নহে, অঙ্গী—প্রেম ; তাহার দীপন।” তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—এ-স্থলে অনঙ্গ-শব্দে অঙ্গী প্রেমকে বুঝাইতেছে, এই অঙ্গী প্রেমের অঙ্গস্বরূপ আলিঙ্গন-চুম্বনাদি কামকলারূপ অঙ্গসমূহকে বুঝাইতেছেনা, কেবল শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-বাসনারূপ প্রেমকেই বুঝাইতেছে ; কি কি বিশেষ উপায়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিতে হইবে, তাহা বুঝাইতেছেনা। এতাদৃশ অঙ্গী প্রেম শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা ব্রজসুন্দরীদিগের মধ্যে অনাদিকাল হইতেই নিত্য বিরাজিত ; কোনও বিশেষ কারণে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে “অনঙ্গদীপন—প্রেমবর্দ্ধক” বলা হইয়াছে ; শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে ব্রজসুন্দরীদিগের অনাদি-সিদ্ধ প্রেম উদ্দীপিত—উচ্ছ্বসিত—হইয়া থাকে।

এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ মন্মথ-মন্মথ রূপে তাঁহাদের নিকটে উপনীত হইলেও পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া—সুতরাং তাঁহার সেবা হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা তাঁহার প্রতি ঈষৎ কুপিতা হইয়াছেন। কিন্তু কুপিতা হইলেও তাঁহারা যে অধীরা হইয়া স্পষ্টভাবে তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছেন, তাহাও নহে। তাঁহারা অন্য রূপ আচরণের দ্বারা তাঁহাদের চিত্তস্থ কোপের ভাবকে গোপন করার চেষ্টা করিয়াছেন। কিরূপ আচরণের দ্বারা? তাহা বলিতেছেন —হাস্যোদ্‌ভাসিত এবং লীলায়িত ভ্রূবিক্ষেপ, নিজেদের অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণের কর-চরণ-স্থাপন, সম্মর্দ্দন এবং কর-চরণের প্রশংসা দ্বারা। এ-সমস্ত রোষের পরিচায়ক নহে, প্রীতিরই পরিচায়ক; এ-সমস্তের আবরণে তাঁহারা তাঁহাদের কোপকে গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা যে কুপিতা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের জিজ্ঞাসিত পরবর্ত্তী প্রশ্নগুলি হইতেই তাহা জানা যায়। ব্রজসুন্দরীদিগের উল্লিখিত আচরণ হইতেছে কপটতাময়; সত্য হইলে তাঁহাদের মুখে রোষগর্ভ প্রশ্ন প্রকাশ পাইতনা।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"অমুষ্যাঃ প্রোন্মীলৎকমলমধুধারা ইব গিরো
নিপীয় ক্ষীবত্বং গত ইব চলন্মৌলিরধিকম্
উদঞ্চৎকামোঽপি স্বহৃদয়কলাগোপনপরো
হরিঃ স্বৈরং স্বৈরং স্মিতসুভগমুচে কথময়ম্ ॥ শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক ॥

—(শশীমুখী-নাম্নী সখীর হস্তে পূর্ব্বরাগবতী শ্রীরাধার কামলেখ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে অত্যন্ত উল্লসিত হইলেও শ্রীরাধার ভাবদৃঢ়তা পরীক্ষার নিমিত্ত বাহিরে ঔদাস্য প্রকাশ করিলেন; কিন্তু তাঁহার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া বনদেবী মদনিকা এইরূপ বিতর্ক করিতেছেন) অহো! বিকশমান কমলের মধুধারার ন্যায় শশীমুখীর মুখনিঃসৃত বাক্যধারা সম্যক্ আস্বাদন করিয়া মত্তপ্রায় শ্রীকৃষ্ণ শিরঃকম্পন করিতেছিলেন। তাঁহার স্বাভিলাষ অতিমাত্রায় প্রকাশ পাইলেও তিনি কিন্তু স্বীয় হৃদয়ের ভাব গোপন করার জন্য তৎপর হইয়া মন্দমধুর হাস্য সহকারে কেন এই সকল কথা বলিলেন?"

এ-স্থলে মৃদুমধুর হাস্যের আবরণে ঔদাসীন্যকে গোপন করা হইয়াছে। এই ঔদাসীন্য কৃত্রিম, সত্য হইলে মৃদুমধুর হাসির উদয় হইত না। এই উদাহরণে শ্রীকৃষ্ণের জৈহ্ম্যজনিত অবহিত্থা প্রদর্শিত হইয়াছে।

খ। দাক্ষিণ্যজনিত অবহিত্থা

"সাত্রাজিতীসদনসীমনি পারিজাতে নীতে প্রণীতমহসা মধুসূদনেন।
দ্রাঘীয়সীমপি বিদর্ভভুবস্তদের্ষ্যাং সৌশীল্যতঃ কিল ন কোঽপি বিদাম্বভুব ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৬১॥

—মহোৎসব-সহকারে মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিতকন্যা সত্যভামার গৃহসীমায় পারিজাত বৃক্ষ নিয়া গেলে, বিদর্ভরাজসুতা রুক্মিণীর সুদীর্ঘ ঈর্ষ্যার উদয় হইলেও তাঁহার সৌশীল্য (দাক্ষিণ্য) বশতঃ তাহা কেহ জানিতে পারে নাই।"

এ-স্থলে দেখান হইল—রুক্মিণীদেবী স্বীয় দাক্ষিণ্যদ্বারা চিত্তস্থিত ঈর্ষ্যাকে গোপন করিয়াছেন। দাক্ষিণ্য—মতির সরলতা।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ঃ—

"স্বকরগ্রথিতামবেক্ষ্য মালাং বিলুঠন্তীং প্রতিপক্ষকেশপক্ষে।
মলিনাপ্যঘমর্দ্দনাদরোর্ম্মিস্থগিতা চন্দ্রমুখী বভূব তূষ্ণীম্॥ ব্যভি॥৬১॥

—(চন্দ্রমুখীর সখীর নিকটে বৃন্দা বলিতেছেন, সুন্দরি!) তোমার প্রিয়সখী চন্দ্রমুখী স্বহস্তগ্রথিত যে পুষ্পমালা শ্রীকৃষ্ণকে দিয়াছিলেন, প্রতিপক্ষ-রমণীর কবরীতে সেই মালাকে বিলুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া যদিও তিনি মলিনা হইয়াছিলেন, তথাপি কিন্তু অঘমর্দ্দনের প্রতি আদরবশতঃ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন।"

গ। লজ্জাজনিত অবহিত্থা

"তমাত্মজৈর্দৃষ্টিভিরন্তরাত্মনা দুরন্তভাবাঃ পরিরেভিরে পতিম্।
নিরুদ্ধমপ্যাস্রবদম্বুনেত্রয়োর্বিলজ্জতীনাং ভৃগুবর্য্য বৈক্লবাৎ॥ শ্রীভা, ১।১১।৩৩॥

—(আনর্ত্তদেশ হইতে প্রত্যাগত শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরীতে প্রবেশের সময়ে মহিষীদের আচরণের কথা শ্রীসূতগোস্বামী বলিতেছেন) হে ভৃগুবর্য্য! মহিষীদিগের ভাব অতি দুর্জ্ঞেয়। দূর হইতে আগত পতিকে দর্শনের পূর্ব্বেই মনোদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন; তিনি দৃষ্টির গোচরীভূত হইলে দৃষ্টি-দ্বারা (নেত্ররন্ধ্রদ্বারা যেন ভিতরে প্রবেশ করাইয়া) তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন; অনন্তর তিনি সমীপবর্ত্তী হইলে পুত্রদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন (পুত্রদ্বারা আলিঙ্গন করাইয়া নিজেরা আলিঙ্গনসুখ অনুভব করিলেন)। লজ্জাবশতঃ যদিও তাঁহারা অশ্রুজল নিরোধ করিতেছিলেন, তথাপি বৈবশ্যহেতু তাহা পতিত হইতে লাগিল।"

শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করাই তাঁহাদের অন্তরের অভিপ্রায়; কিন্তু লজ্জাবশতঃ তাহা করিতে পারিতেছেন না; এ-স্থলে লজ্জিতভাবের আবরণে তাঁহাদের প্রকৃত অভিপ্রায় গুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ঃ—

"ভজন্ত্যাঃ সব্রীড়ং কথমপি তদাড়ম্বরঘটামপহ্নোতুং যত্নানপি নবমদামোদমধুরা।
অধীরা কালিন্দীপুলিনকলভেন্দ্রস্য বিজয়ং সরোজাক্ষ্যাঃ সাক্ষাদ্বদতি হৃদি কুঞ্জে তনুবনী॥ বিদগ্ধমাধব ॥২।১৬॥

—(পূর্ব্বরাগবতী শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য ব্যগ্রতা দেখিয়া মুখরা মনে করিলেন—শ্রীরাধা কোনও-রূপ ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন। মুখরা ব্যাকুলচিত্তে পৌর্ণমাসী দেবীর নিকটে তাহা জানাইলেন। পৌর্ণমাসী শ্রীরাধার নিকটে আসিলে শ্রীরাধা লজ্জাবশতঃ স্বীয় ভাবগোপনের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু পৌর্ণমাসী শ্রীরাধার অন্তর্নিহিত ভাব বুঝিতে পারিলেন—শ্রীরাধার এই ব্যাধি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী। পৌর্ণমাসী ভাবিতেছেন) এই কমল-নয়না শ্রীরাধার হৃদয়-কুঞ্জে কালিন্দীপুলিন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণরূপ

মাতঙ্গের বিজয় (আগমন) হইয়াছে—ইহাই শ্রীরাধার দেহ পরিষ্কার ভাবে সূচনা করিতেছে। ক্ষুদ্রবনে মত্ত মাতঙ্গরাজ প্রবেশ করিলে কি আর গোপনে থাকিতে পারে? তাহার দান-বারির সুগন্ধই চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিয়া থাকে ; বিশেষতঃ সেই করিরাজের গর্জন-পরম্পরাও তো গোপনে থাকিতে পারে না। তদ্রূপ, এই শ্রীরাধার দেহেও নবীন স্মরবিকারজনিত মত্ততা হইতে উত্থিত আনন্দোদ্রেকের মাধুর্য্য দৃষ্ট হইতেছে, আবার ঘন ঘন কম্পও দৃষ্ট হইতেছে ; সুতরাং লজ্জাবশতঃ ইনি এই সমস্ত ভাব-বিকার গোপন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম কিছুতেই তাহাকে গোপন করিতে দিতেছেনা।”

ঘ। কৌটিল্য ও লজ্জাজনিত অবহিত্থা

“কা বৃষস্যতি তং গোষ্ঠে ভুজঙ্গং কুলপালিকা।
দূতি যত্র স্মৃতে মূর্ত্তির্ভীত্যা রোমাঞ্চিতা মম ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৬১॥

—হে দূতি! সেই গোষ্ঠভুজঙ্গকে (গোষ্ঠ-লম্পটকে) কোন্ কুলবতী রমণী কামনা করিয়া থাকে—যাঁহার স্মৃতির উদয়েই ভয়ে আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া পড়িল?”

শ্রীকৃষ্ণের দূতী আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে গোপসুন্দরীর হৃদয়ে স্থায়ি-ভাবের উদয়ে দেহে রোমাঞ্চ প্রকাশ পাইয়াছে। এই রোমাঞ্চ দ্বারাই দূতীর কথা শ্রবণজনিত হর্ষ সূচিত হইতেছে ; কিন্তু ব্রজসুন্দরী সেই হর্ষকে গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন—কৃত্রিম ভয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়া এবং কৃত্রিম কৌটিল্য প্রকাশ করিয়া। তিনি সেই গোষ্ঠলম্পট কৃষ্ণকে ইচ্ছা করেন ; তথাপি বলিতেছেন—কোন্ কুলরমণী তাঁহাকে ইচ্ছা করেন? ইহাই কৌটিল্য। কৃত্রিম ভয় লজ্জা সূচিত করিতেছে।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

“মা ভূয়স্ত্বং বদ রবিসুতাতীরধূর্ত্তস্য বার্ত্তাং গন্তব্যা মে ন খলু তরলে দূতি সীমাপি তস্য।
বিখ্যাতাহং জগতি কঠিনা যৎ পিধত্তে মদঙ্গং রোমাঞ্চোঽয়ং সপদি পবনো হৈমনস্তত্র হেতুঃ ॥
—উদ্ধবসন্দেশ ॥৫২॥

—(শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে যখন ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন, তখন কলহান্তরিতা শ্রীরাধার একটী আচরণের কথা কোনও গোপী উদ্ধবের নিকটে বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নিকটে এক দূতীকে পাঠাইয়াছিলেন ; দূতী যাইয়া শ্রীরাধার নিকটে শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে যদিও শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য তিনি অত্যন্ত উৎসুকা হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার মনের ভাব গোপন করার উদ্দেশ্যে শ্রীরাধা সেই দূতীকে বলিয়াছিলেন) হে চঞ্চলে দূতি! আর তুমি সেই যমুনাতীরবর্ত্তী ধূর্ত্তের কথা আমার নিকটে বলিও না। আমি সেই ধূর্ত্তের ত্রিসীমার মধ্যেও যাইব না। আমি কঠিনা বলিয়া জগতে বিখ্যাত। তবে যে আমার অঙ্গে এই রোমাঞ্চ দেখিতেছ, ইহার হেতু কিন্তু শীতল বায়ুর স্পর্শ।”

ঙ। সৌজন্যজনিত অবহিত্থা

"গূঢ়া গাম্ভীর্য্যসম্পদ্‌ভির্মনোগহ্বরগর্ভগা।
প্রৌঢ়াপ্যস্যা রতিঃ কৃষ্ণে দুর্বিতর্কা পরৈরভূৎ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৬২॥

—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে শ্রীরাধার রতি প্রৌঢ়া হইলেও তাহা তাঁহার গাম্ভীর্য্যসম্পদের দ্বারা মনোরূপ গুহার গর্ভগামিনী হইয়াছিল বলিয়া অপর কেহ তাহা লক্ষ্য করিতে পারিত না।"

পূর্ব্ববর্ত্তী খ-উপ অনুচ্ছেদে দাক্ষিণ্যের কথা বলা হইয়াছে; আর এ-স্থলে সৌজন্যের কথা বলা হইয়াছে। "দাক্ষিণ্য" ও "সৌজন্য"-এই দুই বস্তুর ভেদ কি, শ্রীজীব গোস্বামী উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় তাহা বলিয়াছেন—দাক্ষিণ্য হইতেছে সরলতা; আর সৌজন্য হইতেছে ধৈর্য্যলজ্জাদি, গাম্ভীর্য্য। "দাক্ষিণ্যং মতেঃ কারণং সারল্যম্। সৌজন্যন্তু ধৈর্য্যলজ্জাদিযুক্তত্বমিত্যনয়োর্ভেদঃ॥"

চ। গৌরবজনিত অবহিত্থা

"গোবিন্দে সুবলমুখৈঃ সমং সুহৃদ্ভিঃ স্মেরাস্যৈঃ স্ফুটমিহ নর্ম্মনির্ম্মিমাণে।
আনম্রীকৃতবদনঃ প্রমোদমুগ্ধো যত্নেন স্মিতমথ সম্বার পত্রী॥ ভ, র, সি, ২।৪।৬৩॥

—সুবলপ্রমুখ হাস্যবদন সুহৃদ্‌গণের সঙ্গে গোবিন্দ স্পষ্টভাবে নর্ম্মপরিহাস আরম্ভ করিলে পত্রী-নামক তদীয় ভৃত্য আনন্দাতিশয়ে মুগ্ধ হইলেন, কিন্তু বদন অবনত করিয়া যত্ন সহকারে হাস্য সম্বরণ করিলেন।"

পত্রী হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য; সখাদের সহিত প্রভুর নর্ম্মপরিহাসে সখারাও হাসিতেছেন, পত্রীর মুখেও হাসি ফুটিয়াছে; কিন্তু প্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গৌরববুদ্ধিবশতঃ পত্রী সেই হাসি গোপন করিতে চাহিতেছেন।

ছ। অবহিত্থার ভাবত্রয়—হেতু, গোপ্য ও গোপন

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"হেতুঃ কশ্চিদ্‌ভবেৎ কশ্চিদ্‌গোপ্যঃ কশ্চন গোপনঃ।
ইতি ভাবত্রয়স্যাত্র বিনিয়োগঃ সমীক্ষ্যতে।
হেতুত্বং গোপনত্বঞ্চ গোপ্যত্বঞ্চাত্র সম্ভবেৎ।
প্রায়েণ সর্ব্বভাবানামেকশোঽনেকশোঽপি চ॥২।৪।৬৪॥

—এই স্থলে (অবহিত্থায়) কোনও ভাব হয় 'হেতু,' কোনও ভাব হয় 'গোপ্য' এবং কোনও ভাব হয় 'গোপন'; এইরূপে ইহাতে ভাবত্রয়ের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। প্রায় সকল ভাবেরই একরূপে বা অনেক রূপে হেতুত্ব, গোপনত্ব ও গোপ্যত্ব সম্ভব হয়।"

প্রথমে বিবেচনা করা যাউক—হেতু, গোপ্য এবং গোপন বলিতে কি বুঝায়? চিত্তের যে ভাবটীকে অবহিত্থায় গোপন করার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইতেছে "গোপ্য"-ভাব। জৈহ্ম্য, দাক্ষিণ্য, লজ্জা প্রভৃতির মধ্যে যখন যে ভাবের উদয়ে বা আবেশে চিত্তস্থিত ভাবটীকে গোপন করার চেষ্টা করা

হয়, তখন তাহাকে বলে "হেতু"। আর, যদ্দ্বারা, অর্থাৎ যে আচরণের দ্বারা, চিত্তস্থিত ভাবটীকে লুক্কায়িত করার চেষ্টা হয়, তাহাকে (অর্থাৎ তাহাদ্বারা যে ভাবটী ব্যঞ্জিত করার চেষ্টা হয়, তাহাকে) বলে "গোপন" ; "গোপয়ন্তি অনেন ইতি গোপনঃ॥ টীকায় শ্রীজীবপাদ।" এই তিনটী বস্তুর মধ্যে "গোপ্য ভাব" এবং "হেতু ভাব" হইতেছে সত্য, প্রকৃত ; কিন্তু "গোপন ভাব" হইতেছে কৃত্রিম, কপটতা-ময় ; "গোপন"-দ্বারা যে ভাবটী ব্যঞ্জিত করার চেষ্টা হয়, সেই ভাব বাস্তবিক চিত্তে উদিত হয়না, সেই ভাবের অনুরূপ আচরণ মাত্র করা হয়—প্রকৃত "গোপ্য ভাবটীকে" লুক্কায়িত করার নিমিত্ত।

পূর্ব্বোদ্ধৃত উদাহরণগুলির উল্লেখপূর্ব্বক টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বিষয়টী পরিস্ফুট করার চেষ্টা করিয়াছেন। এ-স্থলে টীকার মর্ম্ম প্রকাশ করা হইতেছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৯০ ক-অনুচ্ছেদে জৈহ্ম্যজনিত অবহিত্থার উদাহরণরূপে "সভাজয়িত্বা তদনঙ্গদীপনম্" ইত্যাদি যে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন--এ-স্থলে জৈহ্ম্য হইতেছে "হেতু।" এই জৈহ্ম্য বাক্যদ্বারা ব্যক্ত হয় নাই ; কেননা, বাক্যদ্বারা তাহা প্রকাশ করিলে তাহা দোষ হইত ; এজন্য মতিকৌটিল্য দ্বারা তাহা ব্যক্ত হইয়াছে ; তাদৃশ ভ্রূবিলাসের দ্বারা তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। আর, "গোপ্য" ভাব হইতেছে অসূয়াময় অমর্ষ ; "ঈষৎ কুপিতা"-পদে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। তার পরে, কর-চরণের সংস্পর্শ ও স্তবাদি দ্বারা যে হর্ষবৈকল্য ব্যঞ্জিত করার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা হইতেছে "গোপন।" শ্লোকস্থ "সহাসলীলেক্ষণ"-ইত্যাদি কৌটিল্যময় হইলেও তদ্দ্বারা হর্ষবৈকল্যই প্রত্যায়িত হইতেছে। গোপনানুভাব সর্ব্বত্র কৃত্রিমই, অর্থাৎ দৃশ্যমান আচরণের দ্বারা যে ভাবটী ব্যঞ্জিত করার চেষ্টা হয়, তাহা কৃত্রিম। গোপন ভাব মৃগতৃষ্ণাজলের ন্যায় প্রতীতিমাত্র-শরীর ; এজন্য তাহার গোপনত্বও হইতেছে প্রাতীতিকই ; কিন্তু অনুভাবেরই (গোপ্য ভাবেরই) বাস্তবত্ব--ইহা বুঝিতে হইবে।

আর, ৯০-খ অনুচ্ছেদে দাক্ষিণ্যজনিত অবহিত্থার উদাহরণরূপে "সাত্রাজিতীসদন"-ইত্যাদি শ্লোকের উল্লেখপূর্ব্বক টীকায় বলা হইয়াছে--এ-স্থলে মতিময় দাক্ষিণ্য হইতেছে "হেতু" ; "গোপ্য ভাব" হইতেছে ঈর্ষ্যা ; আর, "সৌশীল্য" হইতেছে কৃত্রিম সুষ্ঠু ব্যবহার ; তদ্দ্বারা প্রত্যায়িত হর্ষাভাস হইতেছে "গোপন।"

৯০-গ-অনুচ্ছেদে লজ্জাজনিত অবহিত্থার উদাহরণরূপে উদ্ধৃত "তমাত্মজৈদৃ ষ্টিভিঃ"-ইত্যাদি শ্লোকে "বিলজ্জতীনাম্"-শব্দে সূচিত বিলজ্জা হইতেছে "হেতু", "দুরন্তভাবাঃ"-শব্দে সূচিত সম্ভোগাখ্য রস হইতেছে "গোপ্য ভাব" ; আর, অশ্রুনিরোধের দ্বারা প্রত্যায়িত ধৃত্যাভাস হইতেছে "গোপন।" তথাপি অশ্রুস্রাবই হইতেছে "গোপন।" আত্মজদ্বারা পরিরম্ভণ হইতেছে সম্ভোগ-রসের আবরক, পত্যুচিত মৈত্রীমাত্রাত্মক।

৯০-ঘ অনুচ্ছেদে কৌটিল্য ও লজ্জাজনিত অবহিত্থার উদাহরণরূপে উদ্ধৃত "কা বৃষস্যতি" ইত্যাদি শ্লোকে জৈহ্ম্য বা কৌটিল্য তাঁহার স্বাভাবিক বলিয়া তাহা হইতেছে "হেতু", রোমাঞ্চদ্বারা সূচিত হর্ষ

হইতেছে "গোপ্য ভাব" ; আর ভীতি হইতেছে "গোপন।" কেবল কথাতেই ভীতি প্রকাশ করা হইয়াছে, বাস্তবিক ভয় জন্মে নাই।

৯০-ঙ অনুচ্ছেদে সৌজন্যজনিত অবহিত্থার উদাহরণরূপে উদ্ধৃত "গূঢ়া গাম্ভীর্য্য" ইত্যাদি শ্লোকে, সৌজন্য হইতেছে "হেতু", প্রৌঢ়া রতি হইতেছে "গোপ্য ভাব" এবং গাম্ভীর্য্য হইতেছে "গোপন ভাব।"

৯০-চ অনুচ্ছেদে গৌরবজনিত অবহিত্থার উদাহরণরূপে উদ্ধৃত "গোবিন্দে সুবলমুখৈঃ"-ইত্যাদি শ্লোকে, গৌরব হইতেছে "হেতু", প্রমোদমুগ্ধত্বজনিত চাপল্য হইতেছে "গোপ্য ভাব" এবং যত্নমাত্রদ্বারা প্রত্যায়িতা ধৃতি হইতেছে "গোপন ভাব।"

৯১। স্মৃতি (২০)

"যা স্যাৎ পূর্ব্বানুভূতার্থপ্রতীতিঃ সদৃশেক্ষয়া।
দৃঢ়াভ্যাসাদিনা বাপি সা স্মৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতা।
ভবেদত্র শিরঃকম্পো ভ্রূবিক্ষেপাদয়োঽপি চ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৬৫॥

—সদৃশ বস্তুর দর্শনে, অথবা দৃঢ় অভ্যাসবশতঃ পূর্ব্বানুভূত অর্থের যে প্রতীতি বা জ্ঞান, তাহার নাম স্মৃতি। এই স্মৃতিতে শিরঃকম্প এবং ভ্রূবিক্ষেপাদি প্রকাশ পায়।"

ক। সদৃশবস্তুর দর্শনজনিত স্মৃতি

"বিলোক্য শ্যামমম্ভোদমম্ভোরুহবিলোচনা।
স্মারং স্মারং মুকুন্দ ত্বাং স্মারং বিক্রমমন্বভূৎ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৬৫॥

—হে মুকুন্দ! কমল-নয়না শ্রীরাধা শ্যামবর্ণ জলধর দর্শন করিয়া বারম্বার তোমাকে স্মরণ করিয়া কন্দর্প-বিক্রম অনুভব করিয়ছিলেন।"

খ। দৃঢ় অভ্যাসজনিত স্মৃতি

"প্রণিধানবিধিমিদানীমকুর্ব্বতোঽপি প্রমাদতো হৃদি মে।
হরিপদপঙ্কজযুগলং ক্বচিৎ কদাচিৎ পরিস্ফুরতি॥ ভ, র, সি, ২।৪।৬৬॥

—ইদানীং ভগবচ্চরণারবিন্দে চিত্তসংযোগের জন্য কোনও চেষ্টা না করিলেও প্রমাদবশতঃ (অনবধান-সময়েও) হরির চরণযুগল কোনও স্থানে কোনও সময়ে আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হইতেছে।"

পূর্ব্বে বহু সময়ে ভগবচ্চরণাবিন্দের স্মরণের জন্য পুনঃ পুনঃ দৃঢ় অভ্যাস থাকিলে কোনও স্থানে কোনও সময়ে চেষ্টাব্যতীতও চরণ-স্মৃতি হৃদয়ে উদিত হইতে পারে।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"তে পীযুষকিরাং গিরাং পরিমলাঃ সা পিঞ্ছচূড়োজ্জ্বলা
তাস্তা পিঞ্ছমনোহরাস্তনুরুচস্তে কেলয়ঃ পেশলাঃ।

তদ্বক্ত্রং শরদিন্দুনিন্দিনয়নে তে পুণ্ডরীকশ্রিণী
তস্মেতি ক্ষণমপ্যবিস্মরদিদং চেতো মমাঘূর্ণতে ॥ ৬৩ ॥

—(সখীদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাদির কথা শুনিয়া অনুরাগবতী কোনও গোপী সর্ব্বদা দৃঢ়তার সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার এমন অবস্থা হইল যে, স্মরণের চেষ্টা ব্যতীতও সর্ব্বদা তাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। তাঁহার এই অবস্থায় তিনি স্বীয় সখীর নিকটে নিজের মনের অবস্থা বর্ণন করিয়া বলিতেছেন) শ্রীকৃষ্ণের সেই অমৃতস্রাবী বাক্যসমূহের পরিমল, সেই উজ্জ্বল ময়ূরপুচ্ছশোভিত চূড়া, সেই মনোহর দেহকান্তি, অতিমধুর সেই কেলিসমূহ, তাঁহার সেই বদন, তাঁহার সেই শরদিন্দুনিন্দি এবং শ্বেতপদ্ম-সুষমাধারী নয়নদ্বয়- আমার এই চিত্ত শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী এই সকল বস্তুকে ক্ষণকালের জন্যও বিস্মৃত না হইয়া কেবল ঘূর্ণাগ্রস্ত হইতেছে।”

৯২। **বিতর্ক** (২১)

“বিমর্শাৎ সংশয়াদেশ্চ বিতর্কস্তূহ উচ্যতে।
এষ ভ্রূক্ষেপণশিরোঽঙ্গুলিসঞ্চালনাদিকৃৎ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৬৭ ॥

—বিমর্শ (হেতু-পরামর্শ) এবং সংশয়াদি হইতে যে উহ (বস্তুর তত্ত্বনির্ণয়ের জন্য বিচার) জন্মে, তাহাকে বিতর্ক বলে। এই বিতর্কে ভ্রূক্ষেপ এবং মস্তকের ও অঙ্গুলির সঞ্চালনাদি প্রকাশ পায়।”

বিমর্শ—হেতু-পরামর্শ। কোনও ব্যাপারের হেতু নির্ণয়ের জন্য চিন্তা-ভাবনা। যেমন, কোনও পর্ব্বতে ধূম দেখা যাইতেছে ; এই ধূমের হেতু কি ? তদ্বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করিয়া স্থির করা হয়—আগুন না থাকিলে তো ধূম জন্মিতে পারে না ; এই পর্ব্বতে নিশ্চয়ই আগুন আছে। ইহা বিমর্শের একটী উদাহরণ।

সংশয়—কোনও একটী বস্তুকে অপর কোনও একটী বস্তুর মতন বলিয়া মনে হইলে, তাহা বাস্তবিক কি বস্তু, তাহা নির্ণয়ের অসামর্থ্যকে সংশয় বলে। যেমন, স্থাণু দেখিলে পুরুষ বলিয়া মনে হইতে পারে। তখন, ইহা কি স্থাণু, না কি পুরুষ ? এইরূপ বিচার মনে জাগে। এইরূপ জ্ঞানকে বলে সংশয়।

শ্লোকে যে “সংশয়াদি”-শব্দ আছে, তাহার অন্তর্ভুক্ত “আদি”-শব্দে অতদ্বস্তুতে তদ্বস্তুবুদ্ধিরূপ বিপর্য্যাস বুঝায় ; যেমন, শুক্তিতে রজতভ্রম।

বিমর্শ ও সংশয়াদি হইতে যে উহ জন্মে, তাহার নাম বিতর্ক। উহ—“বস্তুনস্তত্ত্ববিনির্ণয়ায় বিচারঃ ॥ শ্রীপাদজীব ॥—বস্তুর তত্ত্ববিনির্ণয়ের জন্য যে বিচার, তাহাকে বলে উহ।”

ক। **বিমর্শজনিত বিতর্ক**

“ন জানীষে মূর্দ্ধ্নশ্চ্যুতমপি শিখণ্ডং যদখিলং ন কণ্ঠে যন্মাল্যং কলয়সি পুরস্তাৎ কৃতমপি।
তত্তুন্নীতং বৃন্দাবনকুহরলীলাকলভ হে স্ফুটং রাধানেত্রভ্রমরবরবীর্য্যোন্নতিরিয়ম্ ॥

বিদগ্ধমাধব ॥২।২৭॥

—(মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) বন্ধো ! তোমার মস্তক হইতে যে সমস্ত ময়ূরপুচ্ছই ভূমিতে পতিত হইয়াছে, তাহা তুমি জানিতে পারিতেছ না ; আমি যে এই মাত্র মাল্য রচনা করিয়া তোমার কণ্ঠে দিয়াছি, তাহাও তুমি জানিতে পারিতেছ না। অতএব হে বৃন্দাবন-গুহাবিলাসী মাতঙ্গ ! আমি নিশ্চয় জানিয়াছি—শ্রীরাধার নেত্ররূপ ভ্রমরবরের পরাক্রমেই তোমার এতাদৃশী অবস্থা হইয়াছে।”

আর্দ্র কাষ্ঠের সহিত অগ্নির যোগ হইলেই ধূম উত্থিত হয়, ইহা যিনি জানেন, কোনও স্থলে ধূম দেখিলে তিনিই বুঝিতে পারেন, সে-স্থলে অগ্নি আছে। ব্রজসুন্দরীদিগের ভ্রূবিলাসদর্শনে যে শ্রীকৃষ্ণের বিহ্বলতা জন্মে, তাহা পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতে মধুমঙ্গলের জানা ছিল। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের বিহ্বলতা দেখিয়া মধুমঙ্গল বিচার-বিবেচনাপূর্ব্বক তাহার হেতু নির্ণয় করিয়া বলিতেছেন—শ্রীরাধার নেত্ররূপ ভ্রমরের প্রাক্রমেই শ্রীকৃষ্ণের এই বিহ্বলতা জন্মিয়াছে।

এ-স্থলে মধুমঙ্গলের বিতর্ক উদাহৃত হইয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উহাহরণ ঃ—

“বিঘূর্ণন্তঃ পৌষ্পং ন মধুলিহতেঽমী মধুলিহঃ
শুকোঽয়ং নাদত্তে কলিতজড়িমা দাড়িমফলম্।
বিবর্ণা পর্ণাগ্রং চরতি হরিণীয়ং ন হরিতং
পথানেন স্বামী তদিভবরগামী ধ্রুবমগাৎ ॥ বিদগ্ধমাধব ॥৬।২৯॥

—(বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লুকোচুরি খেলায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ গাঢ় অন্ধকারময় কুঞ্জে লুক্কায়িত হইয়াছেন , শ্রীরাধা তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে কোনও এক স্থানে ভ্রমরাদির স্বাভাবিক ক্রিয়াবিরতি দেখিয়া সে-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থিতি বিতর্ক করিতেছেন—এ-স্থলে দেখিতেছি) ভ্রমরগণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফুলের মধু আস্বাদন করিতেছে না, এই শুক-পাখীটীও জড়িমা প্রাপ্ত হইয়া দাড়িমফল খাইতেছেনা এবং এই হরিণীও বিবর্ণা (সাত্ত্বিক-ভাবপ্রাপ্তা) হইয়াছে এবং হরিদ্বর্ণ তৃণাঙ্কুরও ভোজন করিতেছে না। ইহাতে মনে হইতেছে—নিশ্চয়ই এই পথে গজবরগামী আমার প্রাণেশ্বর গমন করিয়াছেন।”

পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতে শ্রীরাধা উল্লিখিতরূপ বিতর্ক করিতেছেন।

খ। সংশয়জনিত বিতর্ক

“অসৌ কিং তাপিঞ্ছো ন হি যদমলশ্রীরিহ গতিঃ
পয়োদঃ কিং বায়ং ন যদিহ নিরঙ্কো হিমকরঃ।
জগন্মোহারম্ভোদ্ধুরমধুরবংশীধ্বনিরিতো
ধ্রুবং মূর্দ্ধন্যদ্রে র্বিধুমুখি মুকুন্দো বিহরতি ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৬৯ ॥

—হে সখি ! এ কি তমাল-তরু ? না, তা নয় ; তমাল তরু হইলে ইহার এতাদৃশী নির্ম্মল শোভাই বা থাকিবে কেন ? আর গতিই বা থাকিবে কেন ? তবে কি ইহা মেঘ ? না তাহাও নহে ;

কেননা, (মেঘের উপরে ভাসমান চন্দ্র হয় সকলঙ্ক ; কিন্তু ইঁহার মেঘসদৃশ দেহের উপরিভাগে) নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র শোভা পাইতেছে। (শব্দও শুনা যাইতেছে ; ইহা কি মেঘের গর্জ্জন ? না, তাহাও নয় ; মেঘের গর্জ্জন কখনও ত্রিভুবনকে মুগ্ধ করিতে পারে না ; আমার দৃঢ় নিশ্চয় এই যে) ত্রিজগতের মোহনপ্রাচুর্য্য উৎপাদনে সমর্থ মধুর বংশীধ্বনিই উদ্গীরিত হইতেছে। হে বিধুমুখি ! নিশ্চয়ই এই পর্ব্বতের মস্তকদেশে মুকুন্দই বিহার করিতেছেন।''

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এ-স্থলে বলিয়াছেন—"বিনির্ণয়ান্ত এবায়ং তর্ক ইত্যূচিরে পরে ॥—কেহ কেহ বলেন, নিশ্চয়-করণের পরেই এই তর্ক হইয়া থাকে।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ ঃ—

"বিদূরে কংসারির্মুকুটিতশিখণ্ডাবলিরসৌ।
পুরা গৌরাঙ্গীভিঃ কলিতপরিরম্ভো বিলসতি
ন কান্তোঽয়ং শঙ্কে সুরপতিধনুর্ধামমধুর-
স্তড়িল্লেখাহারী গিরিমবলম্বে জলধরঃ ॥ ললিতমাধব ॥ ৩।৪০॥

—(মাথুর-বিরহে দিব্যোন্মাদগ্রস্তা শ্রীরাধা গোবর্দ্ধনের শিরোদেশে বিদ্যুদ্‌বিলসিত এবং ইন্দ্রধনু-সমন্বিত মেঘ দেখিয়া প্রথমে মনে করিলেন, বিদ্যুদ্‌বর্ণা গোপীগণের সহিত পিঞ্ছমৌলি শ্রীকৃষ্ণই বিহার করিতেছেন। তাই তিনি বলিলেন) অহো ! ঐ বিদূরে শিখিপিঞ্ছাবলীশোভিত মুকুটধারী শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গীদের দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া বিহার করিতেছেন ! (পরে বিচার করিয়া স্থির করিলেন) না, ইনি তো আমার প্রাণকান্ত নহেন, ইন্দ্রধনু এবং মধুর বিদ্যুদ্দামভূষিত জলধরই গোবর্দ্ধন-গিরিকে অবলম্বন করিয়া বিরাজ করিতেছে।"

৯৩। চিন্তা (২২)

"ধ্যানং চিন্তা ভবেদিষ্টানাপ্ত্যনিষ্টাপ্তিনির্ম্মিতম্।
শ্বাসাধোমুখ্য-ভূলেখ-বৈবর্ণ্যোন্নিদ্রতা ইহ।
বিলাপোত্তাপকৃশতাবাষ্পদৈন্যাদয়োঽপি চ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৭০॥

—অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তি এবং অনভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তি হইতে যে ধ্যান (বিচার) জন্মে, তাহাকে বলে চিন্তা। এই চিন্তায় নিশ্বাস, অধোবদনতা, ভূমিতে লিখন, বিবর্ণতা, নিদ্রাহীনতা, বিলাপ, উত্তাপ, কৃশতা, বাষ্প (অশ্রু) এবং দৈন্য প্রভৃতি প্রকাশ পায়।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন "ধ্যানমত্র বিচারঃ—এ-স্থলে ধ্যান-শব্দে বিচার বুঝায়।"

ক। অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তিজনিত চিন্তা

"কৃত্বা মুখান্যবশুচঃ শ্বসনেন শুষ্যদ্বিম্বাধরাণি চরণেন ভুবং লিখন্ত্যঃ।
অস্রৈরুপাত্তমসিভিঃ কুচকুঙ্কুমানি তস্থুর্মৃজন্ত্য উরুদুঃখভরাঃ স্ম তূষ্ণীম্ ॥ শ্রীভা, ১০।২৯।২৯॥

—(শারদীয় রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য উৎকণ্ঠাতিশয্যে ব্রজসুন্দরীগণ লজ্জা-ধর্ম্মাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে যাহা বলিলেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা মনে করিয়া অভিলষিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাওয়ার সম্ভাবনা না দেখিয়া চিন্তান্বিতা হইয়া তাঁহারা যেরূপ আচরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা করিয়া শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলিতেছেন) মহাদুঃখভার-পীড়িতা এবং শোকবেগজনিত দীর্ঘশ্বাসে বিশুষ্কবিম্বাধরা ব্রজসুন্দরীগণ বামচরণাঙ্গুষ্ঠে ভূমিলিখন এবং কজ্জলাক্ত অশ্রুপ্রবাহে বক্ষোলিপ্ত কুঙ্কুম ক্ষালন করিতে করিতে নির্ব্বাক্ হইয়া অধোমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ —

“আহারে বিরতিঃ সমস্তবিষয়গ্রামে নিবৃত্তিঃ পরা
নাসাগ্রে নয়নং যদেতদপরং যচ্চৈকতানং মনঃ।
মৌনঞ্চেদমিদঞ্চ শূন্যমখিলং যদ্বিশ্বমাভাতি তে
তদ্‌ব্রূয়াঃ সখি যোগিনী কিমসি ভোঃ কিম্বা বিয়োগিন্যসি ॥ পদ্যাবলী ॥ ২৩৮ ॥

—(পূর্ব্বরাগবতী শ্রীরাধা কিরূপে শ্রীকৃষ্ণকে পাইবেন, তাহা চিন্তা করিতেছেন। বিশাখা তাহা জানিয়াও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন) সখি! আহারে তোমার বিরতি দেখিতেছি; আরও দেখিতেছি, সমস্ত বিষয়ব্যাপারেও তোমার অত্যন্ত নিবৃত্তি জন্মিয়াছে; তোমার নয়ন নাসাগ্রে বিন্যস্ত, মনেরও একতানতা দেখিতেছি, মৌনভাবও দেখিতেছি; এ-সমস্ত দেখিয়া মনে হইতেছে, এই সমগ্র বিশ্বই তোমার নিকটে যেন শূন্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। এখন বল দেখি, সখি! তুমি কি সত্যই যোগিনী হইয়াছ? কিম্বা বিয়োগিনী (বরহিণী) হইয়াছ?”

খ। অনভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তিজনিত চিন্তা

“গৃহিণি গহনয়ান্তশ্চিন্তয়োন্নিদ্রনেত্রা গ্লপয় ন মুখপদ্মং তপ্তবাষ্পপ্লবেন।
নৃপপুরমনুবৃন্দন্ গান্ধিনেয়েন সার্দ্ধং তব সুতমহমেব দ্রাক্ পরাবর্ত্তয়ামি ॥ভ, র, সি, ২।৪।৭২॥

—(ব্রজরাজ নন্দ বলিলেন) হে গৃহিণি! যশোদে! নিবিড় অন্তশ্চিন্তায় উন্নিদ্রনেত্র হইয়া তপ্ত অশ্রু-ধারায় তোমার মুখপদ্মকে তুমি গ্লানিযুক্ত করিও না। অক্রূরের সহিত রাজপুরীতে (মথুরায়) গমন করিয়া আমিই তোমার পুত্রকে শীঘ্র ফিরাইয়া আনিব।”

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—“দ্রাক্ পরাবর্ত্তয়ামীত্যত্রানিষ্টশঙ্কা তু সর্ব্বদা ন কর্ত্তব্যা গর্গবাক্যাদিতি ভাবঃ। তস্মাদনিষ্টমত্র কংসবধানন্তরং তত্রাবস্থানমেব॥” তাৎপর্য্য—শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে গর্গাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে মথুরায় গেলেও কৃষ্ণের কোনওরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা করা কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং এ-স্থলে যে অনিষ্ট (অনভিলষিত) বস্তুর প্রাপ্তিজনিত চিন্তার

কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে—কংসবধের পরে শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থিতি। শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থিতি হইতেছে যশোদার অনভিপ্রেত।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"বাল্যস্তোচ্ছিত্তুরতয়া যথা যথাঙ্গে রাধায়া মধুরিমকৌমুদী দিদীপে।
পদ্মায়া মুখকমলং বিশীর্ণমন্তঃ সন্তাম্যদ্ ভ্রমরমিদং তথা তথাসীৎ ॥৬৯॥

—বাল্য সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হওয়ার পরে শ্রীরাধার অঙ্গে মাধুর্য্য-চন্দ্রিকা যেমন যেমন দীপ্তিশীল হইতে লাগিল, ঠিক তেমনি তেমনি পদ্মার মুখপদ্মও ভ্রমরের অন্তঃকরণে গ্লানি উৎপাদন করিয়া বিশীর্ণ হইতে লাগিল।"

শ্রীরাধার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের বৃদ্ধি বিরুদ্ধ-পক্ষীয়া পদ্মার অনভিপ্রেত; এজন্য শ্রীরাধার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের বৃদ্ধি দেখিয়া চিন্তায় পদ্মার বদন মলিন হইয়া গেল।

৯৪। **মতি (২৩)**

"শাস্ত্রাদীনাং বিচারোত্থমর্থনির্দ্ধারণং মতিঃ।
অত্র কর্ত্তব্যকরণং সংশয়ভ্রময়োশ্ছিদা।
উপদেশশ্চ শিষ্যাণামূহাপোহাদয়োঽপি চ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৭২॥

—শাস্ত্রাদির বিচার হইতে উৎপন্ন অর্থনির্দ্ধারণকে মতি বলে। মতিতে সংশয় ও ভ্রমের ছেদনহেতু কর্ত্তব্য-করণ, শিষ্যদিগের প্রতি উপদেশ এবং উহাদি (তর্ক-বিতর্কাদি) প্রকাশ পায়।"

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে॥ পাদ্মে বৈশাখমাহাত্ম্যে॥

—(সমস্ত পুরাণাগমরূপ মহাকাব্যের সম্যক্ বিচারের যোগ্যতাহীন ব্যক্তিদের প্রতি বলা হইতেছে) চরাচর জগতের (অর্থাৎ মনুষ্যদিগের) বিমোহ উৎপাদনের নিমিত্ত কোনও কোনও পুরাণ ও আগম (তন্ত্রশাস্ত্র) ভিন্ন ভিন্ন দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন করিয়াছেন। সে-সমস্ত পুরাণাগম কল্পাবধি সেই সেই দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করে করুক। কিন্তু রূঢ়ি-প্রভৃতি বৃত্তির আশ্রয়ে তর্কবিতর্ক-বিচারাদি যদি করা হয়, তাহা হইলে নিশ্চিতরূপে জানা যায়—বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রে এক ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনার কথাই বলা হইয়াছে।"

অন্য উদাহরণ :—

"ত্বং ন্যস্তদণ্ডমুনিভির্গদিতানুভাব আত্মাত্মদশ্চ জগতামিতি মে বৃতোঽসি।
হিত্বা ভবদ্ভ্রুব উদীরিতকালবেগধ্বস্তাশিষোঽজভবনাকপতীন্ কুতোঽন্যে॥ শ্রীভা, ১০।৬০।৩৯॥

—(শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস-বাক্যশ্রবণে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন আশঙ্কা করিয়া শ্রীরুক্মিণী দেবী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলে, তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নানাবিধ বাক্যে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। এই অবস্থায় তিনি শ্রীকৃষ্ণকে যেসকল কথা বলিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকটী কথা এই শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) ন্যস্তদণ্ড (সর্ব্বসঙ্গ-সর্ব্বাভিলাষ-রহিত) মুনিগণ তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; তুমি জগতের আত্মা (প্রিয়) এবং জগতিস্থ লোক-সমূহের মধ্যে যাঁহারা তোমার ভজন করেন, তাঁহাদের নিকটে তুমি আত্মপর্য্যন্ত (নিজেকে পর্য্যন্ত) দান করিয়া থাক; তোমার ভ্রূভঙ্গী হইতে উত্থিত যে কাল, তাহার প্রভাবে ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রের প্রদত্ত আশীর্ব্বাদও বিধ্বস্ত হইয়া যায় (অর্থাৎ তাঁহাদের আশীর্ব্বাদের ফলও অল্পকালস্থায়ী)। এজন্য ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রকেও পরিত্যাগ করিয়া আমি তোমাকে বরণ করিয়াছি, অন্যের কথা আর কি বলিব ?"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু নাগরো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥ পদ্যাবলী ॥৩৩৭॥

—(মাথুর-বিরহক্লিষ্টা শ্রীরাধার মন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁহার কোনও সখী শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ পরিত্যাগ করার উপদেশ দিলে শ্রীরাধা বলিয়াছিলেন) শ্রীকৃষ্ণের পাদরতা আমাকে শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ় আলিঙ্গনদ্বারা নিষ্পিষ্টই করুন, কিম্বা আমাকে দর্শন না দিয়া মর্ম্মাহতাই করুন, অথবা সেই নাগর যে-খানে সে-খানেই বিহার করুন, তিনি আমার প্রাণনাথই, আমার প্রাণনাথব্যতীত তিনি অপর কেহ নহেন।"

৯৭। ধৃতি (২৪)

"ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতা জ্ঞানদুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।
অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৭৫॥

—জ্ঞান (ভগবদনুভব), (ভগবৎ-সম্বন্ধবশতঃ) দুঃখাভাব এবং উত্তমবস্তুর প্রাপ্তি (ভগবৎসম্বন্ধী পরমপুরুষার্থ প্রেমের প্রাপ্তি) হইতে মনের যে পূর্ণতা (অচাঞ্চল্য), তাহাকে বলে ধৃতি। ধৃতিতে অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য, বা পূর্ব্বে যাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এমন কোনও বস্তুর জন্য কোনওরূপ অভিসংশোচন (দুঃখ) জন্মেনা।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"জ্ঞানেন ভগবদনুভবেন, তথা ভগবৎসম্বন্ধেন যো দুঃখাভাবস্তেন, তথা উত্তমস্য ভগবৎসম্বন্ধিতয়া পরমপুরুষার্থস্য প্রেম্ণঃ প্রাপ্ত্যা চ যা পূর্ণতা মনসোঽচাঞ্চল্যং সা ধৃতিরিত্যর্থঃ॥"

ক। **জ্ঞানজনিত ধৃতি**

"অশ্নীমহি বয়ং ভিক্ষামাশাবাসো বসীমহি।
শয়ীমহি মহীপৃষ্ঠে কুর্ব্বীমহি কিমীশ্বরৈঃ॥ বৈরাগ্যশতকে ভর্ত্তৃহরিঃ॥

—ভগবৎসম্বন্ধি জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, যদি ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিতে হয়, সেহ ভাল ; যদি বিবসনে থাকা যায়, সেহ উত্তম ; যদি ভূমিতলে শয়ন করিয়া থাকিতে হয়, তাহাও শ্রেয়স্কর। ঐশ্বর্য্যশালী রাজাদিগের সেবায় কি প্রয়োজন ?

খ। দুঃখাভাবজনিত ধৃতি

গোষ্ঠং রমাকেলিগৃহঞ্চকাস্তি গাবশ্চ ধাবন্তি পরঃ পরার্দ্ধাঃ।

পুত্রস্তথা দীব্যতি দিব্যকর্ম্মা তৃপ্তি র্মমাভূদ্ গৃহমেধিসৌখ্যে ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৭৭॥

—(গোপরাজ নন্দ বলিতেছেন) রমাদেবীর ক্রীড়াগৃহরূপ গোষ্ঠ আমার বর্ত্তমান ; পর-পরার্দ্ধ (অসংখ্য) গাভীও ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে ; আমার দিব্যকর্ম্মা পুত্রও গৃহে ক্রীড়া করিতেছে। অতএব, গার্হস্থ্য-সুখে আমার তৃপ্তি জন্মিয়াছে (ইহাদ্বারা অতৃপ্তিময় দুঃখধ্বংস ব্যঞ্জিত হইতেছে)।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

“তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্‌রুজো মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ।

স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুঙ্কুমাচিতৈরচীক্লৃপন্নাসনমাত্মবন্ধবে ॥ শ্রীভা, ১০।৩২।১৩॥

—(শারদীয় রাসরজনীতে রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় যখন গোপীদের সাক্ষাতে আবির্ভূত হইলেন, তখন তাঁহার দর্শনে গোপীদের দুঃখধ্বংসজনিত ধৃতির কথা বর্ণন করিয়া শ্রীশুকদেব বলিতেছেন) নিজাভীষ্টের চরম অবধি লাভ করিয়া শ্রুতিগণ যেমন পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই শ্রীকৃষ্ণের দর্শনজনিত পরমানন্দে গোপীগণের হৃদ্‌রোগও (শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানে তাঁহাদের চিত্তের সমস্ত দুঃখও) বিধৌত হইয়া গেল। তখন তাঁহারা নিজেদের কুচকুঙ্কুমলিপ্ত উত্তরীয় বস্ত্রদ্বারা নিজেদের বন্ধু কৃষ্ণের উপবেশনেব জন্য আসন রচনা করিলেন।”

গ। উত্তমবস্তুর প্রাপ্তিজনিত ধৃতি

“হরিলীলাসুধাসিন্ধোস্তটমপ্যধিতিষ্ঠতঃ।

মনো মম চতুর্বর্গং তৃণায়াপি ন মন্যতে ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৭৭॥

—আমি হরিলীলারূপ সুধাসমুদ্রের তটে অবস্থিত ; আমার মন চতুর্বর্গকে (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষকে) তৃণতুল্যও জ্ঞান করেনা।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

“নব্যা যৌবনমঞ্জরী স্থিরতরা রূপঞ্চ বিস্মাপনং

সর্ব্বাভীরমৃগীদৃশামিহ গুণশ্রেণী চ লোকোত্তরা।

স্বাধীনঃ পুরুষোত্তমশ্চ নিতরাং ত্যক্তান্যকান্তস্পৃহো

রাধায়াঃ কিমপেক্ষণীয়মপরং পদ্মে ক্ষিতৌ বর্ত্ততে ॥৭৬॥

—(শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের অভিপ্রায়ে দেবপূজার ছলে শ্রীরাধা প্রতিদিন সখীগণের সহিত গৃহ

হইতে বহির্গত হইয়া থাকেন। একদিন এইভাবে তিনি বাহির হইয়াছেন; তাহা দেখিয়া পদ্মা বিশাখাকে পথিমধ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোন্ অভীষ্টসিদ্ধির জন্য শ্রীরাধা প্রত্যহ দেবপূজা করিতে যায়েন ?' তখন বিশাখা বলিলেন) পদ্মে! শ্রীরাধার নব্যা যৌবন-মঞ্জরী নিত্য-স্থিরতরা; তাঁহার রূপও ব্রজের পরমাসুন্দরী মৃগনয়না সমস্ত তরুণীদিগেরই বিস্ময়োৎপাদক; তাঁহার গুণরাজিও এমনই অদ্ভুত যে, ত্রিলোকে তাহার তুলনা মিলেনা; অধিক আর কি বলিব— পুরুষোত্তম কৃষ্ণ স্বাধীন হইলেও শ্রীরাধার বশীভূত হইয়া অন্য কান্তার স্পৃহা সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিয়াছেন। সখি! পদ্মে! ইহাতেই বুঝিতে পার—এই জগতে শ্রীরাধার অপেক্ষণীয় অন্য আর কি থাকিতে পারে, যাহার প্রাপ্তির অনুকূল দেববর লাভের আশায় তিনি প্রত্যহ দেবপূজা করিবেন ? (অর্থাৎ কোনও অপ্রাপ্ত অভীষ্ট লাভের উদ্দেশ্যে তিনি দেবপূজা করেন না; বস্তুতঃ তিনি কোনও দেবতার পূজাও করেন না; গুরুজনদের বঞ্চনার উদ্দেশ্যেই দেবপূজার ছল করিয়া তিনি কৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া থাকেন)।"

৯৬। **হর্ষ** (২৫)

> "অভীষ্টেক্ষণলাভাদিজাতা চেতঃপ্রসন্নতা।
> হর্ষঃ স্যাদিহ রোমাঞ্চঃ স্বেদোঽশ্রুমুখপ্রফুল্লতা।
> আবেগোন্মাদজড়তাস্তথা মোহাদয়োঽপি চ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৭৮॥

—অভীষ্টের দর্শন ও অভীষ্টের লাভাদি হইতে জাত চিত্তের প্রসন্নতাকে হর্ষ বলে। ইহাতে রোমাঞ্চ, স্বেদ, অশ্রু, মুখের প্রফুল্লতা, আবেগ (ত্বরা), উন্মাদ, জড়তা এবং মোহ-প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়া থাকে।"

শ্লোকস্থ "আদি"-শব্দে "শ্রবণ—অভীষ্টশ্রবণ" বুঝায়।

ক। অভীষ্ট-দর্শনজনিত হর্ষ

> তৌ দৃষ্ট্বা বিকসদ্‌বক্ত্রসরোজঃ স মহামতিঃ।
> পুলকাঞ্চিতসর্বাঙ্গস্তদাক্রূরোঽভবন্মুনে॥ বিষ্ণুপুরাণ॥

—(বলরাম ও কৃষ্ণকে মথুরায় নেওয়ার জন্য কংসকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তাঁহাদের দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত-চিত্ত অক্রূর যখন ব্রজে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন) হে মুনে! রাম ও কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া সেই মহামতি অক্রূরের বদনকমল প্রফুল্ল হইল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুলকের উদয় হইল।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ

> "তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং প্রীত্যুৎফুল্লদৃশোঽবলাঃ।
> উত্তস্থুর্যুগপৎ সর্ব্বাস্তন্বঃ প্রাণমিবাগতম্॥ শ্রীভা. ১০।৩২।৩॥

—(শারদীয় রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাঁহাদের সাক্ষাতে আবির্ভূত হইলে) সেই

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে সমাগত দেখিয়া অবলা গোপীগণ, মুখ্যপ্রাণবায়ুর আগমনে হস্তপদাদি অঙ্গসমূহের চেষ্টাশীলতার ন্যায়, হর্ষভরে প্রফুল্লনেত্রা হইয়া সকলেই যুগপৎ উত্থিত হইলেন।"

উল্লিখিত উদাহরণে সাধারণভাবে সমস্ত গোপীদের হর্ষের কথা বলিয়া নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণে বিশেষ ভাবে শ্রীরাধার হর্ষের কথা বলিতেছেন :—

"স এষ কিমু গোপিকাকুমুদিনী সুধাদীধিতিঃ
স এষ কিমু গোকুলস্ফুরিতযৌবরাজ্যোৎসবঃ।
স এষ কিমু মন্মনঃপিকবিনোদপুষ্পাকরঃ
কৃশোদরি দৃশোর্দ্বয়ীমমৃতবীচিভিঃ সিঞ্চতি ॥ ললিতমাধব ॥১।৫৩।

—(সায়াহ্নে শ্রীকৃষ্ণ বন হইতে গৃহে ফিরিতেছেন ; তাঁহাকে দেখিয়া, অনুরাগের স্বভাববশতঃ, শ্রীরাধা মনে করিলেন—'এই মূর্ত্তি তো পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই !' তখন তিনি ললিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বল তো সখি ! ইনি কে ?' ললিতার মুখে যখন শুনিলেন—ইনি তাঁহারই প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ, তখন আনন্দোন্মাদসহকারে বলিয়া উঠিলেন) অহো ! ইনিই কি সেই গোপিকা-কুমুদিনীগণের (অনন্য-গতি ও পরমোল্লাসবর্দ্ধক) চন্দ্র ? ইনিই কি আমার সেই মনোরূপ কোকিলের আনন্দোল্লাসজনক বসন্ত ? হে কৃশোদরি ললিতে ! ইনি যে আমার নয়নদ্বয়কে অমৃততরঙ্গে পরিষিঞ্চিত করিতেছেন !"

খ। **অভীষ্টদর্শনজনিত হর্ষ**

তত্রৈকাংসগতং বাহুং কৃষ্ণস্যোৎপলসৌরভম্।
চন্দনালিপ্তমাঘ্রায় হৃষ্টরোমা চুচুম্ব হ ॥ শ্রীভা, ১০।৩৩।১১॥

—(সেই রাসমণ্ডলীতে) কোনও এক গোপী স্বীয় স্কন্ধের উপরে বিন্যস্ত উৎপলের সৌরভযুক্ত এবং চন্দনের দ্বারা সম্যক্‌রূপে লিপ্ত শ্রীকৃষ্ণের বাহুকে আঘ্রাণ করিয়া হৃষ্টরোমা হইয়া চুম্বন করিলেন।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"আলোকে কমলেক্ষণস্য সজলাসারে দৃশৌ ন ক্ষমে
নাশ্লেষে কিল শক্তিভাগতিপৃথুস্তম্ভা ভুজবল্লরী।
বাণী গদ্‌গদকুণ্ঠিতোত্তরবিধৌ নালং চিরোপস্থিতে
বৃত্তিঃ কাপি বভূব সঙ্গম-নয়ে বিঘ্নঃ কুরঙ্গীদৃশঃ॥ ললিতমাধব ॥৮।১১॥

—(সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের পরে শ্রীরাধার আনন্দবৈবশ্য বর্ণন করিয়া নববৃন্দা বলিতেছেন) বহুকাল পরে কমল-নয়ন শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে হর্ষাতিশয্যে হরিণীনয়না শ্রীরাধার নয়নদ্বয় অশ্রুধারায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে অসমর্থ হইয়া পড়িল ; তাঁহার বাহুলতাও অত্যন্ত স্তম্ভভাব প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গনও করিতে পারিলেন না ; বৈস্বর্য্যবশতঃ গদ্‌গদকুণ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার বাণীও শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নের উত্তরদানে সমর্থ হইতেছেনা। সুতরাং বুঝা যাইতেছে—বহুকাল

পরে মিলন-ব্যাপারে সমুচিত দর্শনালিঙ্গন-সংলাপাদি কার্য্যে শ্রীরাধার প্রেমের কোনও এক অনীর্বচনীয়া বৃত্তিই বিঘ্নস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে।”

৯৭। **ঔৎসুক্য** (২৬)

কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টেক্ষাপ্তিস্পৃহাদিভিঃ।
মুখশোষ-ত্বরা-চিন্তা-নিশ্বাস-স্থিরতাদিকৃৎ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৭৯॥

—অভীষ্ট বস্তুর দর্শন-স্পৃহা বশতঃ যে কালবিলম্বের অসহিষ্ণুতা, তাহাকে বলে ঔৎসুক্য। ইহাতে মুখশোষ, ত্বরা, চিন্তা, দীর্ঘ নিশ্বাস এবং স্থিরতাদি প্রকাশ পায়।”

ক। **অভীষ্ট বস্তুর দর্শন-স্পৃহাজনিত ঔৎসুক্য**

“প্রাপ্তং নিশম্য নরলোচন-পানপাত্রমৌৎসুক্য-বিশ্লথিত-কেশদুকূলবন্ধাঃ।
সদ্যো বিসৃজ্য গৃহকর্ম্ম পতীংশ্চ তল্পে দ্রষ্টুং যযুর্যুবতয়ঃ স্ম নরেন্দ্রমার্গে॥শ্রীভা, ১০।৭১।৩৪॥

—(শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিলে) লোকগণের নয়নের পানীয়-বিষয়-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের আগমন হইয়াছে শুনিয়া তাঁহার দর্শনের জন্য ঔৎসুক্যবশতঃ যুবতীগণের কেশের ও দুকূলের বন্ধন শিথিল হইয়া গেল; তাঁহারা তৎক্ষণাৎ গৃহকর্ম্ম এবং শয্যায় স্ব-স্ব-পতিকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত রাজমার্গে যাইয়া উপনীত হইলেন।”

“প্রকটিতনিজবাসং স্নিগ্ধবেণুপ্রণাদৈ-
দ্রুতগতি হরিমারাৎ প্রাপ্য কুঞ্জে স্মিতাক্ষী।
শ্রবণকুহরকণ্ডুং তন্বতী নম্রবক্ত্রা
স্নপয়তি নিজদাস্যে রাধিকা মাং কদানু ॥ স্তবাবলী ॥

—শ্রীকৃষ্ণ কোন্ স্থানে আছেন, স্নিগ্ধ-বেণুনাদ তাহা অবগত করাইলে স্মিতলোচনা হইয়া যিনি দ্রুত গতিতে কুঞ্জগৃহে যাইয়া শ্রীহরিকে নিকটে পাইয়া হর্ষোদয়ে নতবদনা হইয়া কর্ণকুহরের কণ্ডুয়ন করিতেছিলেন, সেই শ্রীরাধা কবে আমাকে নিজ দাস্যে নিয়োজিত করিবেন ?”

এ-স্থলে দাস্যপ্রার্থীর (পক্ষে তাদৃশী শ্রীরাধার দর্শনের নিমিত্ত) ঔৎসুক্য কথিত হইতেছে।

খ। **অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি-স্পৃহাজনিত ঔৎসুক্য**

নর্ম্ম-কর্ম্মঠতয়া সখীগণে দ্রাঘয়ত্যঘহরাগ্রতঃ কথাম্।
গুচ্ছকগ্রহণ-কৈতবাদসৌ গহ্বরং দ্রুতপদক্রমং যযৌ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৭৯॥

—শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জগহ্বরে অবস্থিত; তাহার অর্থাৎ কুঞ্জগহ্বরের অগ্রভাগে নর্ম্মপরিহাস-কর্ম্মে নিপুণতাদ্বারা সখীগণ শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী কথা বিস্তার করিলে (শ্রীকৃষ্ণ-স্পর্শের নিমিত্ত ঔৎসুক্যবশতঃ) ইনি পুষ্প-স্তবক-গ্রহণের ছলে দ্রুতপদে কুঞ্জগহ্বরে প্রবেশ করিলেন।”

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"অঙ্গেষ্বাভরণং করোতি বহুশঃ পত্রেঽপি সঞ্চারিণি
প্রাপ্তং ত্বাং পরিশঙ্কতে বিতনুতে শয্যাং চিরং ধ্যায়তি।
ইত্যাকল্পবিকল্পতল্পরচনাসঙ্কল্পলীলাশত-
ব্যাসক্তাপি বিনা ত্বয়া বরতনুর্নৈষা নিশাং নেষ্যতি॥

—শ্রীগীতগোবিন্দ ॥৬।১১॥

—(শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য ঔৎসুক্যবতী শ্রীরাধার আচরণ বর্ণন করিতে করিতে তাঁহার কোনও সখী শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিতেছেন--শ্রীরাধা) কর-চরণাদি অঙ্গসমূহে বহু প্রকার আভরণ ধারণ করিতেছেন, বৃক্ষপত্র সঞ্চারিত হইলেও তোমার আগমন হইয়াছে মনে করিতেছেন, কখনও বা শয্যা রচনা করিতেছেন, আবার কখনও বা তোমার (অর্থাৎ তোমার অনাগমনের হেতুর কথা, তোমার সহিত নর্মবিলাসাদির কথা) ধ্যান করিতেছেন। এইরূপে বরাঙ্গী শ্রীরাধা বেশরচনা, বিতর্ক, শয্যারচনাদি কার্য্যে এবং স্বীয় সঙ্কল্পিত শত শত লীলাতে বিশেষরূপে আসক্তা থাকিলেও তোমাবিনা কোনও প্রকারেই রাত্রি যাপন করিতে পারিবেন না।"

৯৮। **উগ্র্য (২৭)**

"অপরাধদুরুক্ত্যাদিজাতং চণ্ডত্বমুগ্রতা।
বধবন্ধশিরঃকম্প-ভর্ৎসনোত্তাড়নাদিকৃৎ ॥ভ, র, সি, ২।৪।৭৯॥

—অপরাধ ও দুরুক্তি-প্রভৃতি হইতে জাত চণ্ডত্বকে (ক্রোধকে) উগ্রতা বলে। ইহাতে বধ, বন্ধ, শিরঃকম্প, ভর্ৎসনা, তাড়ানাদি প্রকাশ পায়।"

ক। অপরাধজনিত উগ্রতা

'স্ফুরতি ময়ি ভুজঙ্গীগর্ভবিশ্রংসিকীর্ত্তৌ
বিরচয়তি মদীশে কিল্বিষং কালিয়োঽপি।
হুতভুজি বত কুর্য্যাং জাঠরে বৌষড়েনং
সপদি দনুজহন্তুঃ কিন্তু রোষাদ্বিভেমি ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৭৯ ॥

— (কালিয় নাগ শ্রীকৃষ্ণকে দংশন করিতেছে দেখিয়া ক্রোধাবেশে অধীর হইয়া গরুড় বলিতেছেন) কি আশ্চর্য্য! যাহার প্রতাপে ভুজঙ্গীগণের গর্ভপাত হয়, সেই আমি বিদ্যমান থাকিতেও কালিয় আমার প্রভুর অনিষ্টাচরণ করিতেছে! ইচ্ছা হইতেছে—'বৌষট্' বলিয়া ইহাকে এক্ষণেই আমার জঠরানলে আহুতি দেই; কিন্তু দৈত্যারি শ্রীকৃষ্ণ পাছে রুষ্ট হয়েন, এই ভয়ে তাহা করিতে পারিতেছি না।"

এ-স্থলে কালিয়নাগের অপরাধ হইতে গরুড়ের ক্রোধ।

খ। দুরুক্তিজনিত উগ্রতা

"প্রভবতি বিবুধানামগ্রিমস্যাগ্রপূজাং
　　ন হি দনুজরিপোর্যঃ প্রৌঢ়কীর্ত্তের্বিসোঢ়ুম্॥
কটুতরযমদণ্ডোদ্দণ্ডরোচির্ময়াসৌ
　　শিরসি পৃথুনি তস্য ন্যস্যতে সব্যপাদঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৭৯॥

—(যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণ যখন অগ্রপূজা পাওয়ার যোগ্য পাত্র বলিয়া ঘোষণা করা হইল, তখন শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া অনেক তিরস্কার করিয়াছিলেন ; তাঁহার দুরুক্তি শুনিয়া ক্রোধভরে ভীম বলিয়াছিলেন) অতিশয় কীর্ত্তিমান এবং বিবুধগণের অগ্রগণ্য দৈত্যারির অগ্রপূজা যে ব্যক্তি সহ্য করিতে সমর্থ হয় না, আমি তাহার বিস্তৃত মস্তকের উপরে, প্রচণ্ড যমদণ্ড অপেক্ষাও উগ্রতর, আমার এই বাম পদ নিক্ষেপ করি।"

এ-স্থলে শিশুপালের দুরুক্তিতে ভীমের ক্রোধ উদাহৃত হইয়াছে।

গ। ঔগ্র্য ও মধুরা রতি

উজ্জ্বলনীলমণি বলেন—"ঔগ্র্যং ন সাক্ষাদঙ্গং স্যাত্তেন বৃদ্ধাদিষূচ্যতে॥—ঔগ্র্য (চণ্ডতা) সাক্ষাৎ অঙ্গ নহে বলিয়া বৃদ্ধাদিতে তাহা প্রদর্শিত হইয়া থাকে।"

উজ্জ্বলনীলমণিতে কেবল মধুরা রতির কথাই বলা হইয়াছে। মধুরা রতিতে ঔগ্র্য সাক্ষাৎ অঙ্গ হয় না, অর্থাৎ মধুররতিমতী ব্রজসুন্দরীদিগের মধ্যে ঔগ্র্যনামক ব্যভিচারী ভাবের উদয় হয় না। এজন্য ঔগ্র্যের উদাহরণে কোনও ব্রজসুন্দরীর কথা বলা হয় নাই, ব্রজসুন্দরীদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টা বৃদ্ধাদের—মাতামহী, শ্বাশুড়ী প্রভৃতির—কথাই বলা হইয়াছে। যথা,

"নবীনাগ্রে নপ্তী চটুল ন হি ধর্ম্মাত্তব ভয়ং
　　ন মে দৃষ্টির্মধ্যেদিনমপি জরত্যাঃ পটুরিয়ম্।
অলিন্দাত্ত্বং নন্দাত্মজ ন যদি রে যাসি তরসা
　　ততোঽহং নির্দোষা পথি কিয়তি হংহো মধুপুরী॥ ৬৩॥ বিদগ্ধমাধব॥৪।৫০॥"

—(এক দিন শ্রীরাধার মানভঞ্জনার্থ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকটে আসিয়াছেন। দৈবাৎ শ্রীরাধার মাতামহী মুখরা সে-স্থলে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া বলিলেন—কৃষ্ণ! এ-স্থানে স্ত্রীলোকেরা রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে তোমার থাকা সঙ্গত হয় না, তুমি এ-স্থান হইতে চলিয়া যাও। তথাপি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যাইতেছেন না দেখিয়া ক্রোধভরে মুখরা বলিলেন) অরে চঞ্চল! সম্মুখ ভাগে আমার অতি নবীনা নপ্তী (নাত্‌নী) রহিয়াছেন ; তোর তো ধর্ম্মভয় নাই! আমিও জরতী (বৃদ্ধা), দিবসের মধ্যভাগেও আমার চক্ষু ভাল দেখিতে পায় না। রে নন্দাত্মজ! তুই যদি এই অঙ্গন হইতে শীঘ্র না যাইস্, তাহা হইলে—আমি বলিতেছি, আমার কোনও দোষ নাই কিন্তু—অহো, মধুপুরী (মথুরা) এখান হইতে

আর কত দূরের পথে ? (অর্থাৎ মথুরা এখান হইতে বেশী দূরে নয়, নিকটেই ; মথুরায় যাইয়া কংসের নিকটে বলিয়া তোকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়াইব)।”

উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—“যদিও ‘যদ্ধামার্থসুহৃৎ-প্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়স্তৎকৃতে ॥ শ্রীভা, ১০।১৪।৩৫॥” এবং ‘নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় ॥ শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৭ ॥”-প্রভৃতি শ্লোক হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসিমাত্রেরই কোনওরূপ অসূয়া সম্ভব নহে, তথাপি স্বীয় দৌহিত্রীর প্রতি পক্ষপাত বশতঃ উল্লিখিত শ্লোকে মুখরা যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—পরদার-সন্নিকর্ষময় অমঙ্গল যেন না হয়, ইহা চিত্তে বিচার করিয়াই মুখরা ঔগ্র্যাভাস প্রকাশ করিয়াছেন।”

তাৎপর্য্য এই :—ব্রজবাসীদের সকলেরই শ্রীকৃষ্ণবিষয়া প্রীতি আছে, ব্রজবাসিনী মুখরারও আছে ; কোনও ব্রজবাসীই—সুতরাং মুখরাও—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়াপরায়ণ নহেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিহীন এবং অসূয়াপরায়ণ কেহ হইলেই তাহার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাস্তবিক ঔগ্র্য (ক্রোধ) সম্ভব হইতে পারে। ব্রজবাসিনী মুখরা শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে প্রীতিময়ী এবং অসূয়াহীনা বলিয়া তাঁহার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাস্তবিক উগ্রতা প্রকাশ সম্ভব নহে। তথাপি, উল্লিখিত শ্লোক হইতে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার নিকটে দেখিয়া মুখরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিতেছেন—ইহা হইতেছে মুখরার ঔগ্র্যাভাস, রোষের আভাস, বাস্তবিক রোষ নহে ; কেননা, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মুখরার বাস্তবিক কোনওরূপ অসূয়া নাই, বরং প্রীতিই আছে। তবে রোষাভাসই বা প্রকাশ করিলেন কেন ? রোষাভাস-প্রকাশের হেতুও হইতেছে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে মুখরার প্রীতি, প্রীতিবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল-কামনা, অমঙ্গলের আশঙ্কা। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরপত্নী নবীনা শ্রীরাধার নিকটে যাতায়াতে শ্রীকৃষ্ণের অমঙ্গল—লোকের নিকটে অপযশঃ হইতে পারে ; তাহাতে আবার, তাঁহার দৌহিত্রী শ্রীরাধারও অপযশঃ হইতে পারে। তাই উভয়ের প্রতি প্রীতিমতী মুখরা, বাহিরে উগ্রতা প্রকাশ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে ঐ-স্থান হইতে চলিয়া যাইতে বলিয়াছেন।

বৃদ্ধাদের ঔগ্র্যও মধুর-রসের পুষ্টিবিধান করিয়া থাকে।

৯৯। অমর্ষ (২৮)

“অধিক্ষেপাপমানাদেঃ স্যাদমর্ষোঽসহিষ্ণুতা।
তত্র স্বেদঃ শিরঃকম্পো বিবর্ণত্বং বিচিন্তনম্।
উপায়ান্বেষণাক্রোশবৈমুখ্যোত্তাড়নাদয়ঃ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৮০॥

—অধিক্ষেপ ও অপমানাদি হইতে যে অসহিষ্ণুতা জন্মে, তাহার নাম অমর্ষ। এই অমর্ষে ঘর্ম্ম, শিরঃকম্প, বিবর্ণতা, চিন্তা, উপায়ের অন্বেষণ, আক্রোশ, বিমুখতা ও তাড়না প্রভৃতি প্রকাশ পায়।”

ক। অধিক্ষেপজনিত অমর্ষ

"নির্ধৌতানামখিলধরণীমাধুরীণাং ধুরীণা
কল্যাণী মে নিবসতি বধূঃ পশ্য পার্শ্বে নবোঢ়া।
অন্তর্গোষ্ঠে চটুল নটয়ন্নত্র নেত্রত্রিভাগং
নিঃশঙ্কস্ত্বং ভ্রমসি ভ্রমিতা নাকুলত্বং কুতো মে॥ বিদগ্ধমাধব॥২।৫৩॥

—(জটিলার নিকটে শ্রীরাধা উপবিষ্টা, গোষ্ঠমধ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রতি অপাঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া জটিলা একটু ব্যাকুলা হইয়াছেন। তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ জটিলাকে বলিলেন—আমাকে দেখিয়া তুমি ব্যাকুলা হইয়াছ কেন? তখন জটিলা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন) কৃষ্ণ! এই দেখ, যাঁহার রূপমাধুর্য্যে নিখিল জগতের মধুরিমা তিরস্কৃত, আমার সেই নবোঢ়া কল্যাণী বধূ আমার পার্শ্বে অবস্থিত; আর, ওহে চটুল! তুমিও এই গোষ্ঠমধ্যে তোমার নেত্রের ত্রিভাগ (কটাক্ষ) নৃত্য করাইয়া নির্ভয়ে ভ্রমণ করিতেছ। ইহাতে আমার ব্যাকুলতা না হইবে কেন?"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণঃ—

"তস্যাঃ স্যুরচ্যুত নৃপা ভবতোপদিষ্টাঃ স্ত্রীণাং গৃহেষু খর-গো-শ্ব-বিড়ালভৃত্যাঃ।
যৎকর্ণমূলমরিকর্ষণ নোপযায়াদ্ যুষ্মৎকথা মৃড়বিরিঞ্চিসভাসু গীতা॥ শ্রীভা, ১০।৬০।৪৪॥

—(শ্রীরুক্মিণীদেবীর রোষমিশ্রিত বাক্যামৃত পান করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিদারুণ পরিহাস-বাক্য বলিয়াছিলেন; তাহা শ্রবণমাত্রই রুক্মিণী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ বহু প্রকারে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া সুস্থ করিলেন; পরিহাস-চ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, অথচ যে সকল কথাকে রুক্মিণী সত্য মনে করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, সে-সকল কথার প্রত্যাখ্যান-পূর্ব্বক স্ব-নিশ্চয় দৃঢ় করিয়া, এই শ্লোকোক্ত বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের একটী উক্তির উত্তর দিতেছেন। পরিহাস-চ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—যে সকল নৃপতিগণ তোমার করপ্রার্থী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কোনও এক জনকে বরণ করাই তোমার পক্ষে সঙ্গত হইত। ইহার উত্তরে শ্রীরুক্মিণীদেবী বলিয়াছিলেন) হে অচ্যুত! হে শত্রুনাশন! হর-বিরিঞ্চি-সভায় গীয়মান তোমার কথা যে রমণীর কর্ণপথে গমন করে নাই,—রমণীদিগের গৃহে গর্দ্দভ, গো, কুক্কুর, বিড়াল ও ভৃত্যতুল্য, তোমার উপদিষ্ট সেই নৃপগণ তাহারই পতি হওয়ার যোগ্য। (তোমার রূপ-গুণাদির কথা যে নারী শ্রবণ করিয়াছে, সেই নৃপগণ কখনও তাহার পতি হওয়ার যোগ্য নহে)।"

খ। অপমানজনিত অমর্ষ

"কদম্ববন-তস্কর দ্রুতমপৈহি কিং চাটুভি-
র্জনে ভবতি মদ্বিধে পরিভবো হি নাতঃ পরঃ।
ত্বয়া ব্রজমৃগীদৃশাং সদসি হন্ত চন্দ্রাবলী
বরাপি যদযোগ্যয়া স্ফুটমদূষি তারাখ্যয়া॥ভ, র, সি, ২।৪।৮১॥

—(একদা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীগণের সভায় উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াছিলেন—'হে প্রিয়ে রাধে !' ; ইহা শুনিয়া ক্রোধবশতঃ চন্দ্রাবলী সে-স্থান হইতে চলিয়া গেলেন এবং কুঞ্জমধ্যে মানবতী হইয়া রহিলেন। তাঁহার মানভঞ্জনার্থ শ্রীকৃষ্ণ সেই কুঞ্জে গমন করিয়া অনেক অনুনয়-বিনয় করিতে থাকিলে, চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা বলিয়াছিলেন) ওহে কদম্ববন-তস্কর ! এ-স্থান হইতে তুমি শীঘ্রই দূরে চলিয়া যাও। আর চাটুবাক্যে প্রয়োজন নাই। হায় ! চন্দ্রাবলী সর্ব্বপ্রধানা হওয়া সত্ত্বেও ব্রজ-হরিণীনয়নাদিগের সভায় তুমি স্পষ্টরূপে সেই অযোগ্যা তারার (শ্রীরাধার—চন্দ্রের তুলনায় তারা অতি সামান্য ; চন্দ্রাবলীর অর্থাৎ চন্দ্রসমূহের নিকটে তারা যেমন অতি তুচ্ছ, আমার সখী চন্দ্রাবলীর নিকটেও তোমার শ্রীরাধা তদ্রূপ তুচ্ছ ; তারাতুল্যা এতাদৃশী শ্রীরাধার) নাম উচ্চারণ করিয়া তুমি চন্দ্রাবলীকে দূষিত (অপমানিত) করিয়াছ। আমার ন্যায় লোকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা পরাভব (অপমান) আর কি হইতে পারে ?"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"বালে বল্লবযৌবতস্তনতটীদত্তার্দ্ধনেত্রাদিতঃ
কামং শ্যামশিলাবিলাসি হৃদয়াচ্চেতঃ পরাবর্ত্তয়।
বিদ্মঃ কিন্নহি যদ্বিকৃষ্য কুলজাঃ কেলিভিরেষ স্ত্রিয়ো
ধূর্ত্তঃ সঙ্কুলয়ন্ কলঙ্কততিভি র্নিঃশঙ্কমুন্মুঞ্চতি ॥ বিদগ্ধমাধব ॥৪।৩৯॥

—(শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতঃকালে শ্রীরাধার সূর্য্যপূজাস্থলে আসিয়া কপট-চাটুবাক্যাদি প্রকাশ করিলে শ্রীরাধা প্রসন্না হইলেন ; কিন্তু হঠাৎ মধুমঙ্গল সে-স্থলে উপনীত হইয়া অনবধানতাবশতঃ যাহা বলিয়া ফেলিলেন, তাহাতে সত্য কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল ; তখন শ্রীরাধা সন্দেহে, বিস্ময়ে ও বিষাদে আক্রান্ত হইলেন। ললিতা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে অপরের সহিত বিলাসের চিহ্ন দেখিয়া ক্রোধে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া শ্রীরাধার মনকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য বলিয়াছেন) হে বালে ! অজ্ঞে রাধে ! তুমি ইঁহার নিকট হইতে তোমার চিত্তকে পরাবর্ত্তিত কর (ফিরাইয়া আন), দেখিতেছনা, ইনি সর্ব্বদাই গোপযুবতীদিগের স্তনতটে অর্দ্ধনেত্র স্থাপন করিয়া বিরাজিত ; ইঁহার হৃদয়টীও বর্ণে ও দৃঢ়তায় অতিকঠিন শ্যামবর্ণ পাষাণতুল্য ; আমরা কি জানিনা যে, এই ধূর্ত্ত তাঁহার বিবিধ প্রকার কেলিদ্বারা—বেণুনাদ, কটাক্ষভঙ্গী প্রভৃতিদ্বারা—কুলবতীদিগকে বিশেষ রূপে আকর্ষণ করিয়া নিজের নিকটে আনিয়া তাঁহাদিগকে কলঙ্কসমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া পরে নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়েন ?"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—এ-স্থলে যদিও নায়িকা শ্রীরাধার অমর্ষ উদাহৃত হয় নাই, যদিও শ্রীরাধার সখী ললিতারই অমর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি সখী ললিতার অমর্ষেই শ্রীরাধার কৃষ্ণবিষয়িণী রতি পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে ; সুতরাং এই উদাহরণ সঙ্গতই হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী উদাহরণসমূহেও এইরূপই বুঝিতে হইবে।

গ। বঞ্চনাদি-জনিত অমর্ষ

অমর্ষ-প্রসঙ্গে অধিক্ষেপ ও অপমানাদির কথা বলা হইয়াছে। এ-স্থলে "আদি"-শব্দে "বঞ্চনাদিকে" বুঝায়।

"পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবানতিবিলঙ্ঘ্য তেহন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥ শ্রীভা, ১০।৩১।১৬॥

—(শারদীয় রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া উন্মত্তার ন্যায় হইয়া গোপসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ছুটিয়া আসিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তদুত্তরে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন) হে অচ্যুত! পতি, পুত্র, জ্ঞাতি, ভ্রাতা, বান্ধবদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা তোমার নিকটে আসিয়াছি। তুমি আমাদের এ-স্থলে আগমনের কারণও জান— তোমার উচ্চ বেণুগীতে মোহিত হইয়াই আমরা এ-স্থলে আসিয়াছি। হে কিতব (বঞ্চক)! রাত্রিকালে এইভাবে সমাগতা যোষিৎদিগকে কোন্ পুরুষ ত্যাগ করিয়া থাকে?"

১০০। অসূয়া (২৯)

"দ্বেষঃ পরোদয়েহসূয়া স্যাৎ সৌভাগ্যগুণাদিভিঃ।
তত্রের্ষ্যানাদরাক্ষেপা দোষারোপো গুণেষ্বপি।
অপবৃত্তি স্তিরোবীক্ষা ভ্রুবোর্ভঙ্গুরতাদয়ঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৮১॥

—সৌভাগ্য ও গুণাদিতে অপরের উন্নতি দেখিলে যে দ্বেষ জন্মে, তাহাকে অসূয়া বলে। ইহাতে ঈর্ষ্যা, অনাদর, আক্ষেপ, গুণেও দোষারোপ, অপবাদ, বক্রদৃষ্টি এবং ভ্রূভঙ্গ প্রভৃতি প্রকাশ পায়।"

ক। অন্যের সৌভাগ্যজনিত অসূয়া

"মা গর্ব্বমুদ্বহ কপোলতলে চকাস্তি কৃষ্ণস্বহস্তলিখিতা নবমঞ্জরীতি।
অন্যাপি কিং ন সখি ভাজনমীদৃশীনাং বৈরী ন চেদ্ভবতি বেপথুরন্তরায়ঃ॥
—পদ্যাবলী॥৩০২॥

—সখি! শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে তোমার কপোলদেশে নবমঞ্জরী রচনা করিয়াছেন বলিয়া গর্ব্বিত হইওনা। শ্রীকৃষ্ণের হস্তকম্পনরূপ বিঘ্ন যদি শত্রু না হয়, তাহাহইলে, যাহাদের কপোলে তিনি তিলক রচনা করেন, তাহাদের মধ্যে অন্য কেহ কি এইরূপ সৌভাগ্যের পাত্রী হইতে পারে না? (তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক তোমার কপোলে রচিত তিলকটী খুব সুন্দর হইয়াছে বলিয়া তুমি গর্ব্ব অনুভব করিতেছ; কেননা, তুমি মনে করিতেছ, তুমি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা; কিন্তু বিচার করিলে বুঝিতে পারিবে, তাহা নয়। তোমার কপোলে তিলক-রচনাকালে শ্রীকৃষ্ণের হস্ত কম্পিত হয় নাই, তিনি স্থির-হস্তে তিলক রচনা করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু সখি! এমন সুন্দরীও আছেন, যাঁহার কপোলে তিলক রচনাকালে তাঁহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ অস্থির হইয়া পড়েন,

তাঁহার হস্ত কম্পিত হইতে থাকে—সুতরাং সুষ্ঠুরূপে তিলক-রচনায় অসমর্থ হইয়া পড়েন। সেই ভাগ্যবতী রমণী কি তোমা অপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্যবতী নহেন ?)"

অপর একটী উদাহরণ :—

"তস্যা অমূনি ন ক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং রহো ভুঙ্‌ক্তেঽচ্যুতাধরম্॥ শ্রীভা, ১০।৩০।৩০॥

—(শারদীয় রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে নির্জন বনের একস্থলে গোপীগণ দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের সঙ্গে একজন গোপীর পদচিহ্ন বিরাজিত। তখন অসূয়াভরে তাঁহারা বলিতে লাগিলেন) হে সখীবৃন্দ! (যাঁহার এই পদচিহ্ন দৃষ্ট হইতেছে) তাঁহার এই পদচিহ্নগুলি আমাদের অতিশয় ক্ষোভ জন্মাইতেছে ; কেননা, সেই রমণী একাকিনী গোপীদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া নির্জনে শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা পান করিতেছে।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত একটী উদাহরণ :—

"কৃষ্ণাধরমধুমুগ্ধে পিবসি সদেতি ত্বমুন্মদা মা ভূঃ।
মুরলীভুক্তবিমুক্তে রজ্যতি ভবতীব কা তত্র ॥৮৯॥

—(শ্রীকৃষ্ণচুম্বনে কোনও গোপীর অধরে ক্ষত দেখিয়া তাঁহার সৌভাগ্যে অসহিষ্ণু হইয়া কোনও বিপক্ষা গোপী তাঁহাকে বলিতেছেন) অহে কৃষ্ণাধরমধুমুগ্ধে! সর্ব্বদা কৃষ্ণের অধরমধু পান করিতেছ বলিয়া তুমি এত উন্মদা হইও না ; কেননা, তাহা তো মুরলীর ভুক্তাবশেষ! মুরলীর ভুক্তাবশেষে তোমার যেমন আসক্তি, অন্য কাহারও তদ্রূপ আসক্তি নাই !!"

খ। অন্যের গুণোৎকর্ষজনিত অসূয়া

"স্বয়ং পরাজয়ং প্রাপ্তান্ কৃষ্ণপক্ষান্ বিজিত্য নঃ।
বলিষ্ঠা বলপক্ষাশ্চেদ্দুর্ব্বলাঃ কে ততঃ ক্ষিতৌ॥ ভ, র, সি, ॥

—আমরা কৃষ্ণপক্ষ, আমরা স্বয়ং পরাজয় প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদিগকে জয় করিয়া যদি বলদেবের পক্ষ বলিষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে এই ভূমণ্ডলে দুর্ব্বল আর কে হইবে ?"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"ত্বত্তোঽপি মুগ্ধে মধুরং সখী মে বন্যস্রজঃ স্রষ্টুমসৌ প্রবীণা।
ন্যাস্যাঃ করৌ সিঞ্চতি চেদুদীর্ণা নিরুন্ধ্য দৃষ্টিং প্রণয়াশ্রুধারা ॥৮৯॥

—(একদা পদ্মা স্বহস্তে শ্রীকৃষ্ণের জন্য বনমালা প্রস্তুত করিয়া তাহার খুব প্রশংসা করিতেছেন ; তাহা শুনিয়া বিশাখার কোনও সখী অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন) অহে মুগ্ধে! (তুমি তো আমার সখীর গুণ জাননা!) যদি আমার সখীর দৃষ্টি নিরুদ্ধ করিয়া প্রণয়াশ্রুধারা তাঁহার করযুগলকে সিঞ্চিত না করে, তাহা হইলে আমার প্রিয়সখী তোমা অপেক্ষাও অত্যুৎকৃষ্ট বনমালা রচনা করিতে সমর্থা।"

১০১। চাপল (৩০)

"রাগদ্বেষাদিভিশ্চিত্তলাঘবং চাপলং ভবেৎ।
তত্রাবিচারপারুষ্যস্বচ্ছন্দাচরণাদয়ঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৮১॥

—রাগ (অনুরাগ) ও দ্বেষাদি হইতে চিত্তের যে লঘুতা, তাহার নাম চাপল। ইহাতে অবিচার, পারুষ্য (নিষ্ঠুরবাক্য) ও স্বচ্ছন্দাচরণাদি প্রকাশ পায়।"

ক। রাগজনিত চাপল

"শ্বো ভাবিনি ত্বমজিতোদ্বহনে বিদর্ভান্ গুপ্তঃ সমেত্যপৃতনাপতিভিঃ পরীতঃ।
নির্মথ্য চৈদ্যমগধেশবলং প্রসহ্য মাং রাক্ষসেন বিধিনোদ্বহ বীর্য্যশুল্কাম্॥ শ্রীভা, ১০।৫২।৪১॥

—(নারদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের শৌর্য্যবীর্য্যাদির কথা শুনিয়া রুক্মিণীদেবী তাঁহার প্রতি অনুরাগবতী হইয়া মনে মনে তাঁহাকেই পতিরূপে বরণ করিয়াছেন; কিন্তু রুক্মিণীর ভ্রাতা শিশুপালের হস্তেই রুক্মিণীকে অর্পণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। তখন কুলপুরোহিতের যোগে রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়াছিলেন) হে অজিত! কল্য আমার বিবাহের দিন। অতএব তুমি প্রথমে গোপনে বিদর্ভে আসিয়া পরে সেনাপতিগণে পরিবৃত হইয়া চৈদ্যপতি মগধপতির বল (সৈন্য) নির্মন্থন করিয়া হঠাৎ আমাকে হরণ করিয়া রাক্ষস-বিধান অনুসারে আমাকে বিবাহ করিবে—জানিও, আমি বীর্য্যশুল্কা, যিনি শৌর্য্যবীর্য্য প্রদর্শন করিতে পারেন, তাঁহারই প্রাপ্যা।"

শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পত্র লিখিয়া ঐরূপ কথা প্রকাশ করা রাজকন্যা রুক্মিণীর পক্ষে চিত্ত-লঘুতার—চপলতার—পরিচায়ক; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগবশতঃই রুক্মিণী তাহা করিয়াছেন। এ-স্থলে রুক্মিণীর পক্ষে বিচারহীনতা এবং স্বচ্ছন্দাচরণ প্রকাশ পাইয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণঃ—

"ফুল্লাসু গোকুলতড়াগভবাসু কেলিং নিঃশঙ্কমাচর চিরং বরপদ্মিনীষু।
মৃদ্বীমলব্ধকুসুমাং নলিনীং ত্বমেনাং মা কৃষ্ণকুঞ্জর করেণ পরিস্পৃশাদ্য॥৯১॥

—(মহারাসের অঙ্গভূতা বনবিহারলীলায় কন্দর্প-বিলাসোৎসুক শ্রীকৃষ্ণকে নিবারণ করিয়া ললিতা বলিলেন) অহে কৃষ্ণকুঞ্জর! গোকুল-তড়াগোদ্ভূতা ফুল্ল-বরপদ্মিনী-সকলে তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে চিরকাল কেলি কর; তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু তুমি আজ এই অলব্ধকুসুমা মৃদ্বী নলিনীকে কর (শুণ্ড) দ্বারা স্পর্শ করিও না।"

বনবিহার-কালে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সহিত বিলাসের জন্য উৎসুক হইয়াছেন। তাহা লক্ষ্য করিয়া ললিতাদেবী উল্লিখিতরূপ কথাগুলি শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন। ললিতার উক্তির বাহ্যার্থ হইতেছে—কেলিবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণকে নিবারণ করা। কিন্তু গূঢ় অর্থ তাহার বিপরীত। যাহা হউক, ললিতা এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে হস্তীর সঙ্গে এবং ব্রজতরুণীগণকে নলিনীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। হস্তী সরোবরস্থ প্রস্ফুটিতপদ্মবিশিষ্ট নলিনীসমূহকেই ভোগ করিয়া থাকে; যে নলিনীর কুসুম (ফুল)

প্রস্ফুটিত হয় নাই, তাহাকে ভোগ করে না। হস্তী ও নলিনীর উপমায় ললিতা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"ওহে কৃষ্ণ! এই ব্রজে অনেক প্রস্ফুটিতা (ফুল্লযৌবনা) তরুণী আছেন; তুমি তাঁহাদের সহিত বিহার কর গিয়া। আমার সখী শ্রীরাধা অত্যন্ত মৃদ্বী (কোমলা), তাহাতে আবার অলব্ধকুসুমা (অ-ঋতুমতী); তুমি আজ তাঁহাকে স্পর্শ করিওনা।"*

এই শ্লোকে দেখা যায়—পরমলজ্জাশীলা ব্রজতরুণীগণের একতমা ললিতাদেবী শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বাভাবিকী লজ্জাশীলতার প্রতিকূল; তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে চাপল্যই প্রকাশ করিয়াছেন; চাপল্য লজ্জাশীলতার অনুকূল নহে। তথাপি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে এবং শ্রীরাধার বিষয়েও তাঁহার অনুরাগের প্রভাবেই এই চাপল্য প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং ইহা দোষের

---

* **ব্রজললনাদিগের একটী বিশেষত্ব—অপুষ্পিতাত্ব**। এই শ্লোকে শ্রীরাধার উপলক্ষণে কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরী-দিগের একটী বিশেষত্বের কথা জানা যায়, তাঁহারা "অলব্ধকুসুমা—অপুষ্পিতা।" কুসুম—পুষ্প। স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে কুসুম বা পুষ্প শব্দের একটী বিশেষ অর্থ আছে। "কুসুমম্—পুষ্পম্। স্ত্রীরজঃ॥ শব্দকল্পদ্রুমধৃত মেদিনী-প্রমাণ॥" আবার, "পুষ্পম্—স্ত্রীরজঃ। বিকাশঃ॥ শব্দকল্পদ্রুমধৃত মেদিনী-প্রমাণ॥"; "রজো গুণে চ স্ত্রীপুষ্পে" এবং "রজোঽয়ং রজসা সার্দ্ধং স্ত্রীপুষ্প-গুণ-ধূলিষু"-ইত্যাদি প্রমাণবলেও রজঃ-শব্দের পর্য্যায়ে স্ত্রীপুষ্পত্বের প্রসিদ্ধি আছে। তদনুসারে উজ্জ্বলনীলমণি-শ্লোকস্থ "অলব্ধকুসুমা",-শব্দের অর্থ হয়—"অলব্ধমপ্রাপ্তম্ অনুদিতং কুসুমং পুষ্পং (রজঃ) যস্যাং সা—যে নারীর রজোদর্শন হয় নাই, যে নারী ঋতুমতী হয় নাই, অলব্ধকুসুমা-শব্দে তাহাকেই বুঝায়।" উজ্জ্বলনীলমণি-শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"ব্রজবালানাং শ্রীকৃষ্ণনিত্যসঙ্গার্থং যোগমায়য়ৈব স্ত্রীধর্ম্ম-রূপস্য রজসঃ সর্ব্বথৈবানুৎপাদিতত্বাৎ।—শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য সঙ্গার্থ যোগমায়ার প্রভাবেই স্ত্রীধর্ম্মরূপ রজঃ ব্রজবালা-দিগের মধ্যে সর্ব্বথাই অনুৎপাদিত থাকে বলিয়া (অলব্ধকুসুমা বলা হইয়াছে)।" তাৎপর্য্য হইল এই যে, শ্রীকৃষ্ণকান্তা ব্রজদেবীগণ কখনও ঋতুমতী হয়েন না।

যৌবনোদ্গমে প্রাকৃত রমণীদিগের মধ্যে যখন ইন্দ্রিয়সুখের বাসনা বা কাম জাগ্রত হয়, তখন তাহাদের পঞ্চভূতাত্মক প্রাকৃত দেহে রজোদর্শন হয়, তাহারা ঋতুমতী হয়। তাহাদের এই রজোদর্শন তাহাদের ভোগবাসনার দ্যোতক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকান্তা গোপসুন্দরীগণ প্রাকৃত রমণী নহেন, জীবতত্ত্ব নহেন; তাঁহারা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ, তাঁহাদের চিত্তস্থিত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমও হইতেছে স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ; স্বরূপ-শক্তির গতি সর্ব্বদাই থাকে শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের দিকে, প্রেমের বিষয়ের, দিকে; সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে যে স্বসুখ-বাসনার গন্ধলেষও নাই, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বসুখ-বাসনা-দ্যোতক রজোদর্শন তাঁহাদের মধ্যে সম্ভবপরই হইতে পারে না, এজন্য তাঁহারা নিত্যই অপুষ্পবতী, তাঁহারা কখনও ঋতুমতী হয়েন না।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতির উচ্ছ্বাসে তাঁহারা সময় সময় শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগের জন্য লালসাবতী হয়েন, সত্য; কিন্তু এই লালসা হইতেছে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণসুখের নিমিত্ত, নিজেদের সুখের জন্য নহে; এই লালসাও হইতেছে স্বরূপতঃ প্রেম; তথাপি ইহার বিকাশে কামক্রীড়ার সহিত কিছু সাম্য থাকে বলিয়া সাধারণতঃ ইহাকে "কাম-কন্দর্প" বলাহয়। "প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।" শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধেও ঐ কথা। তাঁহারও স্বসুখবাসনা নাই; ভক্তচিত্ত-বিনোদনই তাঁহার ব্রত; তিনিও ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত বিহার করেন—কেবলমাত্র তাঁহাদের প্রীতির উদ্দেশ্যে। তাঁহার "কাম"ও হইতেছে বস্তুতঃ প্রেয়সীবিষয়ক প্রেম।

নহে; বিশেষতঃ সাক্ষাদ্‌ভাবে বা স্পষ্টভাবে তিনি কোনও কথা বলেন নাই; করী ও নলিনীর ব্যপদেশেই স্বীয় মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন; আবার শ্রীরাধার কোমলতাদিগুণের উল্লেখে ললিতার গুণই সূচিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন, উক্ত শ্লোকে (বিহারৌৎসুক্যবশতঃ) নায়ক শ্রীকৃষ্ণের চাপল্যই উদাহৃত হইয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণির নিম্নলিখিত উদাহরণে নায়িকার চাপল্যও প্রদর্শিত হইয়াছে।

"রাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভৃতামাভীরবামভ্রুবা-
মভ্যর্ণে পরিরভ্য নির্ভরমুরঃ প্রেমান্ধয়া রাধয়া।
সাধু তদ্বদনং সুধাময়মিতি ব্যাহৃত্য গীতস্তুতি-
ব্যাজাদুদ্ভটচুম্বিতঃ স্মিতমনোহারী হরিঃ পাতু বঃ॥ শ্রীগীতগোবিন্দ ॥১।৪৯॥

—রাসোল্লাসভরে প্রেমবতী আভীর-সুভ্রূগণের (ব্রজসুন্দরীগণের) মধ্যে কৃষ্ণ-প্রেমান্ধা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"তোমার বদন অতি সুন্দর, সুধাময়'-ইহা বলিয়া তিনি গীতস্তুতিচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্ভটরূপে চুম্বন করিলেন। শ্রীরাধার এইরূপ আচরণে শ্রীকৃষ্ণের বদন মৃদুহাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এতাদৃশ মনোহারী হরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় অনুরাগজনিত শ্রীরাধার চাপল্যের কথা বলা হইয়াছে।

খ। দ্বেষজনিত চাপল

"বংশী পূরেণ কালিন্দ্যাঃ সিন্ধুং বিন্দতু বাহিতা।
গুরোরপি পুরো নীবীং যা ভ্রংশয়তি সুভ্রুবাম্॥ ভ, র, সি, ২।৪।৮১॥

—(কোনও ব্রজসুন্দরী তাঁহার সখীকে বলিতেছেন) যমুনার প্রবাহদ্বারা বাহিত হইয়া বংশী সমুদ্রে গিয়া প্রবেশ করুক। যেহেতু, এই বংশী গুরুজনের সমক্ষেও সুন্দরীদিগের নীবী খসাইয়া দেয়।"

এ-স্থলে বংশীর প্রতি দ্বেষবশতঃ চাপল্য উদাহৃত হইয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

"যাতু বক্ষসি হরের্গুণসঙ্গপ্রোজ্‌ঝিতা লয়মিয়ং বনমালা।
যা কদাপ্যখিলসৌখ্যপদং নঃ কণ্ঠমস্য কুটিলা ন জহাতি ॥৯৩॥

—(দূর হইতে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া, বনমালা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে অবস্থিতা থাকে বলিয়া তাহার সৌভাগ্যে অসহিষ্ণু হইয়া বনমালার প্রতি দ্বেষ বশতঃ মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধা স্বীয় সখী ললিতার নিকটে বলিতেছেন) এই কুটিলা বনমালা আমাদের সর্ব্বসুখ-নিদান-শ্রীহরির কণ্ঠকে কখনও ত্যাগ করেনা; অতএব ইহা সত্ত্বাদিগুণরূপ সূত্রবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বক্ষেই লয় (বিনাশ) প্রাপ্ত হউক।"

১০২। নিদ্রা (৩১)

"চিন্তালস্য-নিসর্গ-ক্লমাদিভিশ্চিত্তমীলনং নিদ্রা।

তত্রাঙ্গভঙ্গ-জৃম্ভা-জাড্য-শ্বাসাক্ষিমীলনানি স্যুঃ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৮২॥

—চিন্তা, আলস্য, নিসর্গ (স্বভাব) ও ক্লান্তি প্রভৃতি দ্বারা চিত্তের যে মীলন (বহির্বৃত্তির অভাব), তাহাকে বলে নিদ্রা। ইহাতে অঙ্গভঙ্গ, জৃম্ভা, জড়তা, নিশ্বাস ও নেত্রনিমীলনাদি প্রকাশ পায়।"

ক। চিন্তাজনিত নিদ্রা

"লোহিতায়তি মার্ত্তণ্ডে বেণুধ্বনিমশৃণ্বতী।

চিন্তয়াক্রান্তহৃদয়া নিদদ্রৌ নন্দগেহিনী ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৮২॥

—(সন্ধ্যাকালে) সূর্য্যদেব লোহিতবর্ণ হইলেও শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিতেছেন না বলিয়া (শ্রীকৃষ্ণের গৃহাগমনে বিলম্ব বশতঃ) চিন্তাকুল চিত্তে নন্দগেহিনী যশোদা নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।"

খ। আলস্যজনিত নিদ্রা

"দামোদরস্য বন্ধনকর্ম্মভিরতিনিঃসহাঙ্গ-লতিকেয়ম্।

দরবিঘূর্ণিতোত্তমাঙ্গা কৃতাঙ্গভঙ্গা ব্রজেশ্বরী স্ফুরতি ॥

—অত্যন্ত দুর্ব্বল বলিয়া যাঁহার অঙ্গলতিকা কিছুই সহ্য করিতে পারেনা, সেই ব্রজেশ্বরী যশোদা দামোদর শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন-কর্ম্মে নিরত থাকায়, তাঁহার মস্তক অতিশয়রূপে বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল, অঙ্গসমূহ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।"

আলস্যজনিত নিদ্রার আবেশে যশোদামাতার অঙ্গসমূহ অবশ হইয়া পড়িল, তাঁহার মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল।

গ। নিসর্গ (স্বভাব) জনিত নিদ্রা

"অঘহর তব বীর্য্যপ্রোষিতাশেষচিন্তাঃ পরিহৃত-গৃহবাস্তু-দ্বারবন্ধানুবন্ধাঃ।

নিজনিজমিহ রাত্রৌ প্রাঙ্গনং শোভয়ন্তঃ সুখমবিচলদঙ্গাঃ শেরতে পশ্য গোপাঃ ॥ ভ.র,সি,২।৪।৮২॥

—হে অঘনাশন। দেখ, তোমার পরাক্রমে সমস্ত চিন্তা অশেষরূপে দূরীভূত হওয়ায়, গৃহবাস্তু-দ্বার-বন্ধনের অনুরোধ পরিত্যাগ করিয়া গোপগণ রজনীযোগে স্ব-স্ব-প্রাঙ্গন সুশোভিত করিয়া নিশ্চলাঙ্গে সুখে শয়ন করিয়া রহিয়াছে।"

ঘ। ক্লান্তিজনিত নিদ্রা

সংক্রান্তধাতুচিত্রা সুরতান্তে সা নিতান্ততান্তাঽদ্য।

বক্ষসি নিক্ষিপ্তাঙ্গী হরের্বিশাখা যযৌ নিদ্রাম্ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৮২॥

—অদ্য সম্ভোগান্তে কৃষ্ণাঙ্গধৃত গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা চিত্রিতা হইয়া বিশাখা হরির বক্ষঃস্থলে অঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন।"

৬। **নিদ্রারূপ ব্যভিচারী ভাবের তাৎপর্য্য**

ব্যভিচারিভাব নিদ্রাসম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—

"যুক্তাস্য স্ফূর্ত্তিমাত্রেণ নির্ব্বিশেষেণ কেনচিৎ।
হৃন্মীলনাৎ পুরোঽবস্থা নিদ্রা ভক্তেষু কথ্যতে ॥২।৪।৮৩॥

—শ্রীকৃষ্ণের কোনও নির্ব্বিশেষ স্ফূর্ত্তিমাত্রের সহিত (কোনও বিশেষ লীলার স্ফূর্ত্তির সহিত নহে, শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের স্ফূর্ত্তিমাত্রের সহিত) সংযুক্তা, হৃন্মীলনের (চিত্তবৃত্তিশূন্যতার) পূর্ব্ববর্ত্তী যে অবস্থা, ভক্তদের সম্বন্ধে তাহাকেই (সেই অবস্থাকেই) নিদ্রা বলা হয়।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপঃ—পূর্ব্বে নিদ্রারূপ ব্যভিচারিভাব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—চিন্তা ও আলস্যাদিজনিত চিত্তমীলনকে নিদ্রা বলে (চিত্তমীলনং নিদ্রা ॥ পূর্ব্ববর্ত্তী ১০২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এতাদৃশী নিদ্রা, অর্থাৎ চিত্তমীলনরূপা নিদ্রা, হইতেছে প্রাকৃত তমোগুণের প্রভাবে জাত চিত্তের একটী বৃত্তিবিশেষ ; তমোগুণের প্রভাবেই চিত্তে বহির্বৃত্তির অভাব জন্মে, এই বহির্বৃত্তির অভাবকেই নিদ্রা বলা হয়। যাহারা মায়ার কবলে অবস্থিত, মায়িক তমোগুণজাত এই নিদ্রা তাহাদের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু যাঁহারা পরম ভক্ত, তাঁহারা হইতেছেন মায়াতীত, তাঁহাদের চিত্তও মায়াগুণাতীত, তাঁহাদের কখনও মায়িক তমোগুণজাত নিদ্রা সম্ভব নহে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে ব্যভিচারিভাবের মধ্যে নিদ্রার উল্লেখ কেন করা হইল? ব্যভিচারিভাব তো শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্তব্যতীত অন্যের মধ্যে সম্ভব নয়? "যুক্তাস্য স্ফূর্ত্তিমাত্রেণ"-ইত্যাদি বাক্যে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যভিচারিভাবরূপা নিদ্রা হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণের উত্তম ভক্তদিগের ভগবৎ-সমাধিরূপা ; (ভগবানে তন্ময়তারূপা) ; কেননা, তাঁহাদের ভাব হইতেছে গুণাতীত ; তাঁহাদের এই নিদ্রা প্রাকৃতী নিদ্রা নহে। "অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য উত্তমভক্তানাং ভগবৎ-সমাধিরূপৈব নিদ্রা, ন তু প্রাকৃতী যুজ্যত ইতি ভাবঃ, গুণাতীতভাবত্বাৎ॥" এই উক্তির সমর্থনে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী গরুড়পুরাণের একটী প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। "জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তেষু যোগস্থস্য চ যোগিনঃ। যা কাচিন্মনসো বৃত্তিঃ সা ভবেদচ্যুতাশ্রয়া ॥—জাগ্রদবস্থায়, কি স্বপ্নাবস্থায়, কি সুষুপ্তি অবস্থায়, যে কোনও অবস্থায়ই অবস্থিত থাকুন না কেন, যোগযুক্ত যোগীর মনে যে কোনও বৃত্তি জন্মে, তাহা অচ্যুতাশ্রয়াই হইয়া থাকে।" সুতরাং উত্তম ভক্তদের চিত্তে কোনও অবস্থাতেই শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী বৃত্তি ব্যতীত অন্য কোনও বৃত্তির উদয় হইতে পারে না ; কেননা, শ্রীকৃষ্ণের দিকেই তাঁহাদের চিত্তের অবিচ্ছিন্না গতি। এজন্যই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর আলোচ্য শ্লোকে বলা হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তিময়ত্বহেতু হৃন্মীলনের পূর্ব্বাবস্থাকেই নিদ্রা বলা হয়, কেবল হৃন্মীলনমাত্রকে নিদ্রা বলা হয় না। "অতএব শ্রীকৃষ্ণস্য স্ফূর্ত্তিময়ত্বাৎ হৃন্মীলনাৎ পুরোঽবস্থৈব নিদ্রোচ্যতে, নতু হৃন্মীলনমাত্রম্।" তবে যে পূর্ব্বে চিত্তমীলনকে নিদ্রা বলা হইয়াছে, তাহা কেবল আপাততঃ বোধের নিমিত্ত। "যত্তু পূর্ব্বং চিত্তমীলনং নিদ্রেত্যুক্তং তৎ খল্বাপাতত এব নিবোধায়েতি ভাবঃ ॥"

প্রীতিসন্দর্ভেও শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—ভগবচ্চিন্তায় শূন্যচিত্ততাদ্বারা এবং ভগবৎ-সম্মিলনানন্দ-ব্যাপ্তিদ্বারা নিদ্রা জন্মে। "নিদ্রা তচ্চিন্তয়া শূন্যচিত্তত্বেন তৎসঙ্গত্যানন্দব্যাপ্ত্যা চ ভবতি ॥"

১০৩। সুপ্তি (৩২)

"সুপ্তি নিদ্রা বিভাবা স্যান্নানার্থানুভবাত্মিকা।
ইন্দ্রিয়োপরতি-শ্বাস-নেত্রসম্মীলনাদিকৃৎ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৮৪॥

—যে নিদ্রাতে নানা প্রকার ভাবনা থাকে এবং যাহাতে নানা অর্থের (নানাবিধ লীলাদির) স্ফূর্ত্তি হয়, সেই নিদ্রাকে বলে সুপ্তি। ইহাতে ইন্দ্রিয়ের উপরতি (অবসন্নতা), নিশ্বাস, নেত্রনিমীলনাদি প্রকাশ পায়।"

সুপ্তি হইতেছে পূর্ব্বোল্লিখিত নিদ্রারই অবস্থাবিশেষ। টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"নিদ্রায়া এব অবস্থাবিশেষে সংজ্ঞান্তরমাহ সুপ্তিরিতি। বিবিধো ভাবো ভাবনা যস্যাং সা বিভাবা; ন কেবলং তাদৃশী অপি তু নানার্থেত্যাদি বিশিষ্টা চ অতস্তদ্বিধৈব নিদ্রা সুপ্তঃ স্বপ্ন উচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও ঐরূপই লিখিয়া শেষে লিখিয়াছেন—"তথা চ লীলাদিসহিতস্য স্ফূর্ত্তিরিতি ভেদো জ্ঞেয়ঃ।—নিদ্রাতে কেবল শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহমাত্রের স্ফূর্ত্তি হয়, কোনওরূপ লীলার স্ফূর্ত্তি হয়না; কিন্তু সুপ্তিতে লীলাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের স্ফূর্ত্তি হয়; ইহাই হইতেছে নিদ্রা ও সুপ্তির ভেদ।"

"কামং তামরসাক্ষ কেলিরভিতঃ প্রাদুষ্কৃতা শৈশবী
দর্পঃ সর্পপতেস্তদস্য তরসা নির্দ্ধূয়তামুদ্ধরঃ।
ইত্যুৎস্বপ্নগিরা চিরাদ্ যদুসভাং বিস্মাপয়ন্ স্মায়য়-
ন্নিশ্বাসেন দরোত্তরঙ্গদুদরং নিদ্রাং গতো লাঙ্গলী ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৮৫॥

—'হে কমললোচন! শিশুকালে তুমি শৈশবী (শিশুকালসম্বন্ধিনী) লীলা যথেষ্টরূপে বিস্তার করিয়াছ। অতএব, সেই সর্পপতি কালিয়ের উদ্ধুর দর্প শীঘ্র দূরীভূত কর'-স্বপ্নাবস্থায় এইরূপ উচ্চ বাক্য উচ্চারণ করিয়া লাঙ্গলী বলদেব যদুসভাস্থ যাদবদিগের বিস্ময় ও হাস্য উৎপাদন করিয়া এবং নিশ্বাসবেগে স্বীয় উদরের ঈষৎ তরঙ্গ বিস্তার করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।"

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণঃ—

"পুরঃ পন্থানং মে ত্যজ যদমুনা যামি যমুনামিতি ব্যাচক্ষাণা চুচুকবিচরৎকৌস্তুভরুচিঃ।
হরেঃ সব্যং রাধা ভুজমুপদধত্যম্বুজমুখী দরীক্রোড়ে ক্লান্তা নিবিড়মিহ নিদ্রাভরমগাৎ ॥৯৫॥

—(রতিমঞ্জরী পুষ্প চয়ন করিয়া আসিতেছেন; পথে রূপমঞ্জরীর সহিত তাঁহার দেখা হইলে রূপমঞ্জরী তাঁহাকে বলিলেন—সখি! শুন এক অদ্ভুত ব্যাপার) 'কৃষ্ণ! আমার সম্মুখস্থ পথ ছাড়িয়া চলিয়া যাও; যেহেতু আমি এই পথে যমুনায় যাইব'—শ্রীরাধা এইরূপ কথা উচ্চারণ করিতেছেন। অথচ

তখন সেই কমলমুখী শ্রীরাধা ক্লান্তা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বাম ভুজকে উপাধান (বালিশ) করিয়া দরীকুঞ্জে নিবিড় নিদ্রায় নিমগ্না এবং তখন তাঁহার স্তনের অগ্রভাগ কৌস্তুভমণির কান্তিতে শোভমান।”

১০৪। বোধ (৩৩)

“অবিদ্যা-মোহ-নিদ্রাদের্ধ্বংসোদ্বোধঃ প্রবুদ্ধতা। ভ, র, সি, ২।৪।৮৬॥

—অবিদ্যা (অজ্ঞান), মোহ ও নিদ্রাদির ধ্বংসজনিত যে প্রবুদ্ধতা (জ্ঞানাবির্ভাব), তাহাকে বলে বোধ।”

ক। অবিদ্যাধ্বংসজনিত বোধ

“অবিদ্যাধ্বংসতো বোধো বিদ্যোদয়পুরঃসরঃ।
অশেষক্লেশবিশ্রান্তিস্বরূপাবগমাদিকৃৎ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৮৭॥

—অবিদ্যা ধ্বংস হইলে বিদ্যোদয়পূর্ব্ব বোধের উদয় হয়। এই বোধে অশেষ ক্লেশের বিশ্রান্তি (অপগম) হয় এবং স্বরূপের জ্ঞান জন্মে।”

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—“এই শ্লোকে বোধ-শব্দে ত্বম্পদার্থ-লক্ষিত এবং তৎপদার্থলক্ষিত জ্ঞানকে, অর্থাৎ জীবের স্বরূপের (ত্বম্পদার্থের) এবং ব্রহ্মস্বরূপের (তৎপদার্থের) জ্ঞানকে বুঝায়। আর, স্বরূপাবগম-শব্দে তদুভয়ের (জীব-ব্রহ্মের) অভেদ-জ্ঞানকে বুঝায়—ইহাই বিদ্যা। তন্মধ্যে, নিদিধ্যাসনরূপ সাধন, প্রথমে নিদিধ্যাসন, তাহা হইতে অবিদ্যার ধ্বংস, তাহার পরে ক্রমশঃ পদার্থদ্বয়ের (জীবস্বরূপের এবং ব্রহ্মস্বরূপের) জ্ঞান, তাহার পরে তদুভয়ের অভেদ-জ্ঞান ; এইরূপ ক্রম বুঝিতে হইবে। অবিদ্যাধ্বংস হইতে যে বোধ জন্মে, তাহা হইতেছে বিদ্যোদয়পুরঃসর ; এই বোধ হইতেই স্বরূপাবগমাদি হইয়া থাকে, যেই স্বরূপাবগমে অশেষক্লেশের বিশ্রান্তি জন্মে। “স্বরূপাবগমাদি” শব্দের অন্তর্গত ‘আদি’-শব্দে হইাই বুঝাইতেছে যে—উল্লিখিত বোধে ভক্তির অববোধও জন্মিয়া থাকে। এতাদৃশ বোধ কাহারও কাহারও ভক্তির সহায় হয় বলিয়া সঞ্চারী ভাব হয়। যেমন, ‘ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা’-ইত্যাদি গীতাবাক্য (১৮।৫৪) হইতে জানা যায়।”

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—“অগ্রিম গ্রন্থে অর্থাৎ ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর পশ্চিম বিভাগে তাপস-ভক্তের প্রসঙ্গে ‘মুক্তির্ভক্ত্যৈব নির্বিঘ্না’ ইত্যাদি ৩।১।৫-শ্লোকে যে শান্তভক্তের কথা বলা হইয়াছে, সেই তাপস-নামক শান্তভক্তের স্বভাবের অনুসরণেই এ-স্থলে বিদ্যোদয়পুরঃসর বোধোদয়ের কথা বলা হইয়াছে। এ-স্থলে বোধকে যে ব্যভিচারিভাব বলা হইয়াছে, তাহা কেবল তাদৃশ শান্তভক্ত-বিশেষের পক্ষেই ব্যভিচারী, ইহাই অভিপ্রায়। তাৎপর্য্য হইতেছে এই :—অবিদ্যাজনিত কামক্রোধাদি থাকিলে শীঘ্র রতির উদয় হইতে পারে না। এজন্য প্রথমে অবিদ্যানিরসনী বিদ্যার উৎপাদন করিয়া তাহার পরে বিদ্যাকেও পরিত্যাগ করিয়া কেবল-শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা শুদ্ধা ভক্তিই অনুষ্ঠেয়া। কিন্তু যাঁহারা অনন্যভক্ত, তাঁহারা উল্লিখিত

--ত্রিভুবনবাসিনী রমণীগণের একমাত্র বন্ধু। ইহা হইতেছে "ভুবনৈকবন্ধু" শব্দের ধ্বনি। তাহার আবার ধ্বনি কি, তাহা বলা হইতেছে।

শ্রীরাধা আবার যখন মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আহ্বানে তাঁহার নিকটে আসিয়া অন্য রমণীর সঙ্গ-জনিত অপরাধ ক্ষমা করার জন্য তাঁহাকে অনুনয়-বিনয় করিতেছেন, তখন আবার তাঁহার অসূয়ার উদয় হইল; তাই পরিহাসপূর্ব্বক বক্রোক্তিসহকারে বলিতে লাগিলেন—"তুমি অন্য-রমণীর সঙ্গ করিয়াছ? তা বেশ করিয়াছ? তাতে তোমার দোষ কি? অন্য রমণীর সঙ্গ করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করা ত তোমার কর্ত্তব্যই; তুমি কেবলই কি আমার সঙ্গ করিবে? তা উচিত নয়! তুমি ত একা আমার বন্ধু নও? তুমি হইলে ভুবনৈকবন্ধু; জগতে সমস্ত রমণীগণের তুমিই একমাত্র বন্ধু! একমাত্র বন্ধু হইয়া তুমি তাদের মনস্তুষ্টি করিবে না? নিশ্চয়ই করিবে! তা না করিলে যে তোমার অন্যায় হইবে! তুমি তাদের সঙ্গ করিয়াছ বলিয়া এত লজ্জিত হইয়াছ কেন? বেশ করিয়াছ। আবার যাও, তাদের সন্তুষ্টি বিধান কর গিয়া। এখানে দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? তারা যে তোমার আশা-পথে চেয়ে আছে? যাও, যাও, শীঘ্র যাও! তাদের নিকটে যাও।"—"ভুবনের নারীগণ, সভা কর আকর্ষণ, তাহা কর সব সমাধান॥ শ্রীচৈ, ২।২।৫৮।"

কৃষ্ণ—রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাদিদ্বারা সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া যিনি হরণ করেন, তাঁহার নাম কৃষ্ণ।

শ্রীরাধা আবার মনে করিলেন, তাঁহার বক্রোক্তি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বুঝি চলিয়া গিয়াছেন; তখন আবার তাঁহার দর্শনের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"হে কৃষ্ণ! তুমি তোমার রূপ-গুণ-মাধুর্য্যদ্বারা আমার চিত্তকে হরণ করিয়াছ, আমার চিত্ত আর আমার বশে নাই। এমতাবস্থায় আমি আর মান করিব না, আমার আর মানের প্রয়োজন নাই; একবার আসিয়া আমাকে দর্শন দাও।" "তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর, ঐছে কোন পামর, তোমারে বা কোন করে মান॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২।৫৮॥"

[এ-স্থলে পূর্ব্বের ভর্ৎসনা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন মনে করিয়া দর্শনার্থ আবার ঔৎসুক্যবশতঃ বিচারপূর্ব্বক স্থির করিলেন যে, "কৃষ্ণ যখন আমার চিত্তই হরণ করিয়াছেন, তখন আর আমার মানের প্রয়োজন কি? যাতে তাঁর দর্শন পাইতে পারি, তাহাই আমার কর্ত্তব্য।" এজন্য এস্থলে ঔৎসুক্যের অনুগত মতি-নামক ভাবের উদয় হইয়াছে। মতির্বিচারোত্থমর্থনির্দ্ধারণম্॥ বিচারপূর্ব্বক অর্থ-নির্দ্ধারণকে মতি বলে।]

রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাদিদ্বারা চিত্তহরকত্ব হইতেছে কৃষ্ণ-শব্দের ধ্বনি। তাহার আবার ধ্বনি হইতেছে—"তোমারে বা কোন করে মান।"

চপল—চঞ্চল। ধ্বনি—পরস্ত্রী-চৌর।

আবার মনে করিলেন, তাঁহার আহ্বানে যেন শ্রীকৃষ্ণ আবার আসিয়াছেন, আসিয়া যেন অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিতেছেন, "হে প্রিয়ে! আমি ত অন্য কোথাও যাই নাই? আমি কুঞ্জের

(শ্রীকৃষ্ণদর্শনে প্রথমে শ্রীরাধার মোহের উদয় হইয়াছিল ; 'কৃষ্ণ'-এই শব্দটী শ্রবণ করাতে তাঁহার মোহ দূরীভূত হইল, জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য তিনি নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিলেন)।"

(২) গন্ধদ্বারা মোহধ্বংসজনিত বোধ

"অচিরমঘহরেণ ত্যাগতঃ শ্রস্তগাত্রী বনভুবি শবলাঙ্গী শান্তনিশ্বাসবৃত্তিঃ।
প্রসরতি বনমালাসৌরভে পশ্য রাধা পুলকিততনুরেষা পাংশুপুঞ্জাদুদস্থাৎ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৮৯ ॥

—(পরিহাসচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সান্নিধ্য হইতে অন্তর্হিত হইলে) শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন মনে করিয়া শ্রীরাধা তৎক্ষণাৎ বিবশাঙ্গী এবং বিবর্ণা হইয়া বনভুমিতে নিপতিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিশ্বাসবৃত্তিও শান্ত হইয়া গিয়াছিল (তিনি মোহগ্রস্তা হইয়াছিলেন)। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের বনমালার প্রসরণশীল সৌরভে পুলকিতাঙ্গী হইয়া পাংশুপুঞ্জ হইতে গাত্রোত্থান করিলেন।"

(৩) স্পর্শদ্বারা মোহধ্বংসজনিত বোধ

"অসৌ পাণিস্পর্শো মধুরমসৃণঃ কস্য বিজয়ী
বিশীর্য্যন্ত্যাঃ সৌরীপুলিনবনমালোক্য মম যঃ।
দুরন্তামুদ্ধূয় প্রসভমভিতো বৈশসময়ীং
দ্রুতং মূর্চ্ছামন্তঃ সখি সুখময়ীং পল্লবয়তী ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৯০॥

—সখি! অতিশয় মধুর, কোমল এবং সর্ব্বজয়ী এই হস্তস্পর্শ কাহার? যমুনা-পুলিনস্থ বন দেখিয়া আমি বিশীর্ণা হইতেছিলাম ; এমন সময়ে এই স্পর্শ আমার পীড়াময়ী দুরন্তা মূর্চ্ছাকে বিনষ্ট করিয়া সুখময়ী মূর্চ্ছাকে প্রসারিত করিতেছে।" (শ্রীকৃষ্ণের করস্পর্শে এ-স্থলে মোহধ্বংস)।

(৪) রসের দ্বারা মোহধ্বংসজনিত বোধ

"অন্তর্হিতে ত্বয়ি বলানুজ রাসকেলৌ শ্রস্তাঙ্গযষ্টিরজনিষ্ট সখী বিসংজ্ঞা।
তাম্বূলচর্বিতমবাপ্য তবাম্বুজাক্ষী ন্যস্তং ময়া মুখপুটে পুলকোজ্জ্বলাসীৎ ॥

—হে বলানুজ! শ্রীকৃষ্ণ! রাসকেলি-সময়ে তুমি অন্তর্হিত হইলে আমার প্রিয়সখীর অঙ্গযষ্টি বিবশ হইয়া গেল, তিনি সংজ্ঞাহীনা হইলেন। তোমার চর্বিত তাম্বূল পাইয়া তাহা যখন আমি তাঁহার বদনপুটে ন্যস্ত করিলাম, তখন সেই কমল-নয়না পুলকে উজ্জ্বলা হইয়া পড়িলেন।"

গ। নিদ্রাধ্বংসজনিত বোধ

"বোধো নিদ্রাক্ষয়াৎ স্বপ্ন-নিদ্রাপূর্ত্তিস্বনাদিভিঃ।
অত্রাক্ষিমর্দ্দনং শয্যামোক্ষোঽঙ্গবলনাদয়ঃ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৯১॥

—স্বপ্ন, নিদ্রার পূর্ত্তি ও শব্দাদিদ্বারা নিদ্রার ক্ষয় হইলে যে বোধ জন্মে, তাহা হইতেছে নিদ্রাধ্বংসজনিত বোধ। ইহাতে চক্ষুমর্দ্দন, শয্যাত্যাগ, অঙ্গবলন (গাত্রমোটন) প্রভৃতি প্রকাশ পায়।"

(১) **স্বপ্নদ্বারা নিদ্রাভঙ্গজনিত বোধ**

"ইয়ং তে হাসশ্রীর্বিরমতু বিমুঞ্চাঞ্চলমিদং
ন যাবদ্‌বৃন্দায়ৈ স্ফুটমভিদধে ত্বচ্চটুলতাম্।
ইতি স্বপ্নে জল্পন্ত্যচিরমববুদ্ধা গুরুমসৌ
পুরো দৃষ্ট্বা গৌরী নমিতমুখবিম্বা মুহুরভূৎ।

—'অহে কৃষ্ণ! তোমার হাসি বিরাম প্রাপ্ত হউক, আমার বস্ত্রাঞ্চল ত্যাগ কর। নচেৎ আমি বৃন্দার নিকটে তোমার এই চটুলতার কথা খুলিয়া বলিয়া দিব।' স্বপ্নে এইরূপ বলিতে বলিতে গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা অকস্মাৎ জাগরিত হইয়া সম্মুখভাগে গুরুজনকে দেখিয়া লজ্জায় অধোবদনা হইলেন।"

(২) **নিদ্রাপূর্ত্তিদ্বারা নিদ্রাধ্বংসজনিত বোধ**

দূতী চাগাত্তদাগারং জজাগার চ রাধিকা।
তূর্ণং পুণ্যবতীনাং হি তনোতি ফলমুদ্যমঃ॥ ভ, র, সি ২।৪।৯১॥

—যখন (শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে) দূতী আসিয়া শ্রীরাধার গৃহে উপস্থিত হইলেন, শ্রীরাধাও তখনই (তাঁহার নিদ্রাপূর্ত্তিহেতু) জাগরিতা হইলেন। পুণ্যবতীদিগের উদ্যম শীঘ্রই ফল বিস্তার করিয়া থাকে।"

(৩) **শব্দদ্বারা নিদ্রাধ্বংসজনিত বোধ**

"দূরাদ্বিদ্রাবয়ন্নিদ্রামরালী র্গোপসুভ্রুবাম্।
সারঙ্গরঙ্গদং রেজে বেণুবারিদগর্জ্জিতম্॥

—সারঙ্গরঙ্গদ বেণুবারিদগর্জ্জন গোপসুন্দরীদিগের নিদ্রারূপা হংসীকে দূর হইতে দূরীকৃত করিয়া বিরাজ করিতেছে।" (সারঙ্গ—চাতক)।

এ-স্থলে বেণুনাদে নিদ্রাভঙ্গ উদাহৃত হইয়াছে।

প্রীতিসন্দর্ভে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"বোধশ্চ তদ্দর্শনাদিবাসনায়াঃ স্বয়মুদ্বোধেন ভবতি।—শ্রীকৃষ্ণদর্শনাদির বাসনা স্বয়ং উদ্বুদ্ধ হইলেই বোধ জন্মে।"

এইরূপে পূর্ব্ববর্ত্তী ৭২-১০৪ অনুচ্ছেদে তেত্রিশটী ব্যভিচারিভাবের কথা বলা হইল। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ দিগের মধ্যে উক্ত ব্যভিচারিভাব-সমূহকে যথাযোগ্য ভাবে বর্ণন করা কর্ত্তব্য।

ইতি ভাবাস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ কথিতা ব্যভিচারিণঃ।
শ্রেষ্ঠমধ্যকনিষ্ঠেষু বর্ণনীয়া যথোচিতম্॥

১০৫। মাৎসর্য্য, উদ্বেগ ও দম্ভাদি ভাব

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"মাৎসর্য্যোদ্বেগদম্ভের্ষ্যা বিবেকো নির্ণয়স্তথা।
ক্লৈব্যং ক্ষমা চ কুতুকমুৎকণ্ঠা বিনয়োঽপি চ॥

সংশয়ো ধার্ষ্ট্যমিত্যাদ্যা ভাবা যে স্যুঃ পরোঽপি চ।
উক্তেষ্বন্তর্ভবন্তীতি ন পৃথক্ত্বেন দর্শিতাঃ ॥২।৪।৯১ ॥

—মাৎসর্য্য, উদ্বেগ, দম্ভ, ঈর্ষ্যা, বিবেক, নির্ণয়, ক্লৈব্য (বিক্লবতা), ক্ষমা, কৌতুক, উৎকণ্ঠা, বিনয়, সংশয় ও ধৃষ্টতা প্রভৃতি যে সকল অতিরিক্ত ভাব আছে, সে-সকলও পূর্ব্বকথিত তেত্রিশটী ব্যভিচারি-ভাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত (মাৎসর্য্যাদি কোনও কোনও ভাব, কোনও কোনও ব্যভিচারিভাবের অন্তর্ভুক্ত)। এজন্য এ-সমস্তের আর পৃথক্ ভাবে বর্ণনা করা হইল না।”

১০৬। মাৎসর্য্যাদির মধ্যে কোন্ ভাব কোন ব্যভিচারি-ভাবের অন্তর্ভুক্ত

অসূয়ায়াং তু মাৎসর্য্যং ত্রাসেঽপ্যুদ্বেগ এব চ।
দম্ভস্তথাবহিত্থায়ামীর্ষ্যামর্ষে মতাবুভৌ ॥
বিবেকো নির্ণয়শ্চেমৌ দৈন্যে ক্লৈব্যং ক্ষমা ধৃতৌ।
ঔৎসুক্যে কুতুকোৎকণ্ঠে লজ্জায়াং বিনয়স্তথা।
সংশয়োঽন্তর্ভবেত্তর্কে তথা ধার্ষ্ট্যঞ্চ চাপলে ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৯২॥

—শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর টীকানুযায়ী তাৎপর্য্য ঃ—

অসূয়াতে মাৎসর্য্য অন্তর্ভুক্ত আছে; কেননা, পরের উৎকর্ষদর্শনে যে দ্বেষ জন্মে, তাহাকে বলে মাৎসর্য্য; এই দ্বেষবশতঃই গুণেও দোষারোপ করা হয়; গুণে দোষারোপই হইতেছে অসূয়া; সুতরাং মাৎসর্য্য বা দ্বেষ হইতেছে অসূয়ার অন্তর্ভুক্ত, মাৎসার্য্য হইতে অসূয়ার উদ্রেক হয়।

উদ্বেগ হইতেছে ত্রাসের অন্তর্ভূত। কেননা, তড়িতাদি হইতে হঠাৎ যে ভয় জন্মে, তাহাকে বলে ত্রাস; এই ত্রাসে যে অসহিষ্ণুতা জন্মে, তাহাকেই উদ্বেগ বলা হয়; সুতরাং ত্রাসের মধ্যেই উদ্বেগ অন্তর্ভূত।

দম্ভ হইতেছে অবহিত্থার অন্তর্ভূত। কেননা, আকার-গোপনের নাম অবহিত্থা; ইহা কপটতাময়। আবার, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের নামই দম্ভ, ইহাও কপটতাময়। উভয়ই কপটতাময় বলিয়া দম্ভ হইতেছে অবহিত্থার অন্তর্ভূত।

ঈর্ষ্যা হইতেছে অমর্ষের অন্তর্ভূত। কেননা, পরের অপরাধ-সহনে অসামর্থ্যের নাম অমর্ষ। পরের উৎকর্ষ-সহনে অসামর্থ্য হইতেছে ঈর্ষ্যা। উভয়ই অসহনাত্মক। এজন্য ঈর্ষ্যা হইতেছে অমর্ষের অন্তর্ভুক্ত।

বিবেক ও নির্ণয় এই উভয়ই মতির অন্তর্ভুক্ত। কেননা, অর্থনির্দ্ধারণের নাম মতি, তাহাই নির্ণয়; নির্ণয়ের কারণ হইতেছে বিচার এবং বিচারই হইতেছে বিবেক। এই বিবেক কারণ বলিয়া মতিতে অনুস্মৃত হয়। সুতরাং বিবেক ও নির্ণয় উভয়ই মতির অন্তর্ভূত।

ক্লৈব্য হইতেছে দৈন্যের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, নিজের যে নিকৃষ্টতা-মনন, তাহার নাম দৈন্য;

অনুৎসাহের নাম ক্লৈব্য। এই ক্লৈব্য হইতেছে দৈন্যেরই অঙ্গ। এজন্য ক্লৈব্যকে দৈন্যের অন্তর্ভূত বলা যায়।

ক্ষমা হইতেছে ধৃতির অন্তর্ভূত। কেননা, মনের অচাঞ্চল্য হইতেছে ধৃতি। আর, ক্ষমা হইতেছে সহিষ্ণুতা, ইহা অচাঞ্চল্যেরই অঙ্গ; সুতরাং ক্ষমা হইতেছে ধৃতির অন্তর্ভুক্ত।

কৌতুক এবং উৎকণ্ঠা হইতেছে ঔৎসুক্যের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, কালযাপনের অসমর্থতা হইতেছে ঔৎসুক্য; আর আশ্চর্য্যবস্তুর দর্শনেচ্ছাকে বলে কুতুক; কুতুকও কোনও কোনও সময়ে ঔৎসুক্যের কারণ হইয়া থাকে বলিয়া ঔৎসুক্যে কুতুক অন্তর্ভুক্ত আছে। ঔৎসুক্যের সূক্ষ্মাবস্থার নামই উৎকণ্ঠা; সুতরাং উৎকণ্ঠাও হইতেছে ঔৎসুক্যের অন্তর্ভূত।

বিনয় হইতেছে লজ্জার অন্তর্ভূত। কেন না, লজ্জাতে বিনয়ের আবশ্যকতা আছে।

সংশয় হইতেছে তর্কের (বিতর্কের) অন্তর্ভূত। কেননা, সংশয় না থাকিলে বিতর্ক সম্ভব হয় না।

ধার্ষ্ট্য হইতেছে চাপলের অন্তর্ভূত; কেননা, ধৃষ্টতার পরেই চপলতা দেখা দেয়।

ক। সঞ্চারিভাবসমূহের পরস্পর বিভাবানুভাবতা

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—তেত্রিশটী সঞ্চারী (বা ব্যভিচারী) ভাবের মধ্যে কোনও সঞ্চারী ভাব অপর কোনও সঞ্চারী ভাবের বিভাবও (উদ্দীপন-বিভাবও) হয় এবং কোনও সঞ্চারী ভাব অপর কোনও সঞ্চারী ভাবের অনুভাবও (কার্য্যও) হইয়া থাকে। দুইটি ভাবের পরস্পর বিভাবতা ও অনুভাবতা দৃষ্ট হয়।

এষাং সঞ্চারিভাবানাং মধ্যে কশ্চন কস্যচিৎ।
বিভাবশ্চানুভাবশ্চ ভবেদেব পরস্পরম্॥ ভ,র,সি, ২।৪ ৯২॥

এই উক্তির বিবৃতিরূপে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—নির্বেদে যেমন ঈর্ষ্যার (অসূয়ার) বিভাবতা হয়, তেমনি আবার অসূয়াতেও নির্বেদের অনুভাবতা হইয়া থাকে। আবার, ঔৎসুক্যের প্রতি চিন্তার অনুভাবতা এবং নিদ্রার প্রতিও চিন্তার বিভাবত্ব হইয়া থাকে। অন্যান্য ভাবসম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

আরও বলা হইয়াছে—এই সকল সঞ্চারিভাবের এবং সাত্ত্বিক ভাবসমূহেরও, তথা নানাবিধ ক্রিয়ারও পরস্পর কার্য্য-কারণভাব প্রায়শঃ লোকব্যবহার অনুসারেই জানিতে হইবে।

নিন্দায় বৈবর্ণ্যও অমর্ষের বিভাবত্ব, আবার অসূয়াতেও নিন্দার অনুভাবতা কথিত হয়। সংমোহ ও প্রলয়ের প্রতি প্রহারের বিভাবত্ব এবং ঔগ্র্যের প্রতি ঐ প্রহারেরই অনুভাবতা। অন্যান্য ভাবসম্বন্ধেও এইরূপ।

ত্রাস, নিদ্রা, শ্রম, আলস্য, মধুপানজনিত-মত্ততা ও অজ্ঞানতাদি সঞ্চারী ভাবের কোনও কোনও স্থলে রতির অনুভাবত্ব (কার্য্যত্ব) হইয়া থাকে।

উল্লিখিত ত্রাসাদি ছয়টী সঞ্চারিভাবের সহিত রতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই; কিন্তু পরম্পরাক্রমে তাহারা লীলার অনুগামী হইয়া থাকে।

বিতর্ক, মতি, নির্বেদ, ধৃতি, স্মৃতি, হর্ষ, অজ্ঞানতা, দৈন্য ও সুষুপ্তি—ইহারা কখনও কখনও রতির বিভাবতা প্রাপ্ত হয়।

১০৭। সঞ্চারিভাব দ্বিবিধ—পরতন্ত্র ও স্বতন্ত্র

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—"পরতন্ত্রাঃ স্বতন্ত্রাশ্চেত্যুক্তাঃ সঞ্চারিণো দ্বিধা ॥ ২।৪।৯৬ ॥—সঞ্চারী ভাব দুই রকমের—পরতন্ত্র ও স্বতন্ত্র।"

শান্ত-দাস্যাদি পঞ্চবিধা রতিকে বলে মুখ্যা রতি এবং হাস্যাদ্ভুতবীর-করুণাদি সপ্তবিধা রতিকে বলে গৌণী রতি। যে সমস্ত সঞ্চারিভাব মুখ্য এবং গৌণ এই উভয়বিধ রতির বশীভূত, তাহাদিগকে বলে পরতন্ত্র সঞ্চারিভাব; কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবের অধীনতাতেই পরতন্ত্র সঞ্চারিভাবের উদ্ভব হয়। আর, যে সকল সঞ্চারিভাব মুখ্য-গৌণরতির অবশীভূত, কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবসমূহের অধীনতা ব্যতীতই যাহাদের উদ্ভব হয়, তাহাদিগকে বলে স্বতন্ত্র সঞ্চারী (শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা)।

এক্ষণে পৃথক্‌ভাবে পরতন্ত্র ও স্বতন্ত্র সঞ্চারিভাব আলোচিত হইতেছে।

১০৮। পরতন্ত্র সঞ্চারিভাব

পরতন্ত্র সঞ্চারিভাবও আবার দুই রকমের—বর এবং অবর। "বরাবরতয়া প্রোক্তাঃ পরতন্ত্রা অপি দ্বিধা ॥ ভ, র সি, ২।৪ ৯৬।'

ক। বর পরতন্ত্র সঞ্চারিভাব

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—"সাক্ষাদ্‌ব্যবহিতশ্চেতি বরোঽপ্যেষ দ্বিধোদিতঃ ॥
—সাক্ষাৎ এবং ব্যবধান ভেদে বর পরতন্ত্রও দুই রকমের।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অত্র বর ইতি জাত্যৈকত্বম্। তস্য চ লক্ষণম্-'রসদ্বয়স্য যোঽঙ্গত্বং প্রাপ্নোতি স বরো মত' ইতি জ্ঞেয়ম্। বক্ষ্যমাণোঽবরলক্ষণানুসারেণ ॥—সাক্ষাৎ এবং ব্যবহিত ভেদে যে দুই রকম পরতন্ত্রের কথা বলা হইল, সেই দুইরকমও জাতিতে একই, তাহারা ভিন্নজাতীয় নহে। যে সঞ্চারিভাব মুখ্যরস ও গৌণরস এই দ্বিবিধ রসের অঙ্গত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাকে বর পরতন্ত্র বলা হয়, ইহাই বুঝিতে হইবে। পরবর্ত্তী 'রসদ্বয়স্যাপ্যঙ্গত্বমগচ্ছন্নবরো মতঃ ॥ ২।৪।৯৯॥"-বাক্যে অবরের যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহা হইতেই বর পরতন্ত্রের উল্লিখিত লক্ষণের কথা জানা যায়। সে-স্থলে বলা হইয়াছে, যাহা রসদ্বয়ের অঙ্গত্ব প্রাপ্ত হয় না, তাহাই অবর।"

(১) সাক্ষাৎ বর পরতন্ত্র

"মুখ্যামেব রতিং পুষ্ণন্ সাক্ষাদিত্যভিধীয়তে ॥২।৪।৯৭॥

—যে সঞ্চারী ভাব মুখ্যা রতিকে পুষ্ট করে, তাহাকে বলা হয় সাক্ষাৎ বর পরতন্ত্র সঞ্চারী ভাব।"

"তনূরুহালী চ তনুশ্চ নৃত্যং তনোতি মে নাম নিশম্য যস্য।
অপশ্যতো মাথুরমণ্ডলং তদ্ব্যর্থেন কিং হন্ত দৃশোর্দ্বয়েন ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৯৮॥

—হায়! যাহার নাম শ্রবণ করিয়াই আমার গাত্ররোমসমূহ এবং শরীরও নৃত্য বিস্তার করিতেছে, সেই মথুরামণ্ডলকে যে নেত্রদ্বয় অবলোকন করিল না, সেই ব্যর্থ নয়নদ্বয়ের কি প্রয়োজন?"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—এ-স্থলে "নির্বেদ-নামক সঞ্চারিভাবই হইতেছে সাক্ষাৎ বর ভাব।", "ব্যর্থ চক্ষুর্দ্বয়ে কি প্রয়োজন"-এই বাক্যেই নির্বেদ সূচিত হইতেছে।

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন— এ-স্থলে মথুরামণ্ডলের দর্শনেচ্ছা হইতেছে ভগবদ্-রতিময়ী। এজন্য এ-স্থলে সাক্ষাদ্ভাবেই মুখ্যারতির পুষ্টি উদাহৃত হইয়াছে।

(২) ব্যবহিত বর পরতন্ত্র

"পুষ্ণাতি যো রতিং গৌণীং স তু ব্যবহিতো মতঃ॥

—যে সঞ্চারী ভাব গৌণী রতিকে পুষ্ট করে, তাহাকে ব্যবহিত পরতন্ত্র বলা হয়।"

"ধিগস্তু মে ভুজদ্বন্দ্বং ভীমস্য পরিঘোপমম্।
মাধবাক্ষেপিণং দুষ্টং যৎ পিনষ্টি ন চেদিপতিম্ ॥২।৪।৯৮॥

—আমি ভীম, আমার বাহুদ্বয় পরিঘতুল্য। এই ভুজদ্বয় যখন কৃষ্ণদ্বেষী দুষ্ট চেদিপতিকে (শিশুপালকে) পেষণ করিতে পারিল না, তখন এই ভুজদ্বয়কে ধিক্।"

"আমার ভুজদ্বয়কে ধিক্"—এই বাক্যে 'নির্বেদ'-নামক সঞ্চারিভাব সূচিত হইতেছে। ক্রোধ-বশ্যত্ব হইতেই এই নির্বেদের উদ্ভব। ক্রোধ হইতেছে গৌণ রৌদ্ররসের স্থায়িভাব; সুতরাং এই নির্বেদ গৌণী রতির পুষ্টি সাধন করিতেছে বলিয়া ইহা হইতেছে ব্যবহিত বর পরতন্ত্র।

খ। অবর পরতন্ত্র সঞ্চারিভাব

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু "অবর" সঞ্চারিভাবের লক্ষণ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন--"রসদ্বয়স্যাপ্যঙ্গত্ব-মগচ্ছন্নবরো মতঃ ॥২।৪।৯৯॥--যে পরতন্ত্র সঞ্চারিভাব রসদ্বয়ের অঙ্গত্ব প্রাপ্ত হয় না, তাহাকে অবর বলে।"

"লেলিহ্যমানং বদনৈর্জ্বলদ্ভি র্জগন্তি দংষ্ট্রা স্ফুটতুত্তমাঙ্গৈঃ।
অবেক্ষ্য কৃষ্ণং ধৃতবিশ্বরূপং ন স্বং বিশুষ্যন্ স্মরতি স্ম জিষ্ণুঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৯৯॥

—স্বীয় দন্তসমূহদ্বারা যিনি জগদ্বর্ত্তী প্রাণিমাত্রকে চর্ব্বণ করিতেছেন, জ্বলন্ত বদনসমূহদ্বারা এবং স্ফুটন্ত মস্তক সমূহদ্বারা যিনি লেলিহ্যমান, সেই বিশ্বরূপধর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া অর্জ্জুন বিশুষ্ক হইয়া গেলেন, আপনাকেও জানিতে পারিলেন না (অর্জুন আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলেন)।"

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"ঘোরক্রিয়াদ্যনুভাবাদাচ্ছাদ্য সহজাং রতিম্।
দুর্ব্বারাবিরভূদ্ভীতি র্মোহোয়ং ভীবশস্ততঃ ॥২।৪।১০০॥

—ঘোরক্রিয়াদিরূপ অনুভাব হইতে যে দুর্ব্বার ভয়ের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে অর্জুনের সহজ-রতিকে আচ্ছাদিত করিয়া যে মোহ জন্মাইয়াছে, তাহা হইতেছে ভীতির বশীভূত, ভীতির পোষক।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন---বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জুনের যে ভয়ের উদয় হইয়াছে, তাহা ভয়-নাম্নী গৌণী রতি নহে, তাহা হইতেছে কেবল ভয়—স্বীয় অপরিচিত ঘোররূপ এবং ঘোর-ক্রিয়াদি দর্শনে সমস্ত ভক্ষণের আশঙ্কাময় ভয়। অর্জুনের স্বাভাবিকী রতি এই ভয়ে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে; গীতার "রূপং মহত্তে বহুনেত্রবক্ত্রম্"-ইত্যাদি বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া "দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাম্"-বাক্যপর্য্যন্ত যে সকল কথা অর্জুন বলিয়াছেন, সে-সকল বাক্যে তাঁহার সাহজিকী রতির স্ফূর্ত্তির একান্ত অভাব। "স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা, জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ"-ইত্যাদি বাক্য কেবল অবস্থাভেদে বলা হইয়াছে। এজন্য এই ভয় এবং তজ্জনিত মোহ ভয়-নামক গৌণরতিরও অঙ্গ নহে। অর্জুনের এই মোহ কৃষ্ণরতির সহিত সম্বন্ধহীন কেবলমাত্র ভয় হইতে উদ্ভূত বলিয়া কেবল ভয়েরই বশীভূত, ভয়েরই পোষক; কৃষ্ণরতিসম্বন্ধী ভয়ের পোষক নহে বলিয়া ইহা ভয়নাম্নী গৌণী রতির অঙ্গ নহে। এজন্য উল্লিখিত দৃষ্টান্তটী হইতেছে অবর পরতন্ত্র সঞ্চারিভাবের দৃষ্টান্ত।

১০৯। স্বতন্ত্র সঞ্চারিভাব

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

সদৈব পারতন্ত্র্যেপি কচিদেষাং স্বতন্ত্রতা।
ভূপাল-সেবকস্যেব প্রবৃত্তস্য করগ্রহে ॥
ভাবজ্ঞৈ রতিশূন্যশ্চ রত্যনুস্পর্শনস্তথা।
রতিগন্ধিশ্চ তে ত্রেধা স্বতন্ত্রাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥২।৪।১০১॥

—রাজসেবকগণ সর্ব্বদা পরতন্ত্র (রাজার অধীন) হইলেও যখন তাঁহারা প্রজার নিকট হইতে রাজকর আদায় করেন, তখন যেমন তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়, তদ্রূপ স্বতন্ত্র সঞ্চারিভাবসমূহ সর্ব্বদা পরতন্ত্র হইলেও কখনও কখনও তাহাদের স্বতন্ত্রতা দৃষ্ট হয়।

ভাবজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্বতন্ত্র সঞ্চারী ভাবের তিন রকম ভেদের কথা বলেন—রতিশূন্য, রত্যনুস্পর্শন এবং রতিগন্ধি।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন--স্বতন্ত্র ভাবসমূহের মধ্যে প্রথমটীর, অর্থাৎ রতিশূন্য ভাবের, স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তই; রত্যনুস্পর্শন এবং রতিগন্ধি-এই দুই রকম ভাবের সর্ব্বদা পারতন্ত্র্য সত্ত্বেও কখনও কখনও স্বাতন্ত্র্য দৃষ্ট হয়।

এক্ষণে তিন রকম স্বতন্ত্র ভাব আলোচিত হইতেছে।

ক। **রতিশূন্য স্বতন্ত্রভাব**

"জনেষু রতিশূন্যেষু রতিশূন্যো ভবেদসৌ ॥ ভ, র, সি ২।৪।১০১॥

—রতিশূন্য জনসমূহে রতিশূন্য ভাব হইয়া থাকে।"

"ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্‌বিদ্যাং ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥ শ্রীভা, ১০।২৩।৩৯॥

—(যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ বলিলেন) আমাদের ত্রিবিধ জন্মকে (শৌক্র জন্মকে, সাবিত্র জন্মকে এবং দৈক্ষ্য জন্মকে) ধিক্, আমাদের বিদ্যাকে ধিক্, আমাদের ব্রতকেও ধিক্, আমাদের বহুজ্ঞতাকেও ধিক্, আমাদের কুলকে ধিক্, আমাদের কর্ম্মদক্ষতাকেও ধিক্; কেননা, আমরা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে বিমুখ।"

এ-স্থলে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের নির্বেদ উদাহৃত হইয়াছে; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে রতিশূন্য। তাঁহাদের এই নির্বেদ হইতেছে স্বতন্ত্র—কৃষ্ণরতির অপেক্ষাহীন। তাঁহাদের মধ্যে কেবল রতির ছায়া, রতি নাই। "আমরা কৃষ্ণবিমুখ"-এই অক্ষেপোক্তিতে রতিচ্ছায়া সূচিত হইতেছে।

খ। **রত্যনুস্পর্শন স্বতন্ত্র ভাব**

"যঃ স্বতো রতিগন্ধেন বিহীনোঽপি প্রসঙ্গতঃ।
পশ্চাদ্‌রতিং স্পৃশেদেব রত্যনুস্পর্শনো মতঃ ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১০২॥

—যে ভাব স্বয়ং রতিগন্ধহীন হইয়াও প্রসঙ্গাধীনে পরে রতিকে স্পর্শ করে, তাহাকে রত্যনুস্পর্শন ভাব বলে।"

"গরিষ্ঠারিষ্টটঙ্কারৈর্বিধুরা বধিরায়িতা।
হা কৃষ্ণ পাহি পাহীতি চুক্রোশাভীরবালিকা ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১০২॥

—ভয়ানক অরিষ্টাসুরের গর্জনে বিকল ও বধির হইয়া 'হা কৃষ্ণ! রক্ষা কর, রক্ষা কর' এইরূপ বলিয়া গোপবালিকা চীৎকার করিতে লাগিলেন।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"ব্রজের গোপবালিকাদের সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণে রতি আছে; সুতরাং তাঁহাদের সঞ্চারিভাব সর্ব্বদাই পরতন্ত্র, কৃষ্ণরতির বশীভূত, অধীন। সম্প্রতি ভয়ঙ্কর বস্তুর দর্শনে স্বতন্ত্রভাবেই ত্রাস জন্মিয়াছে। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণে রতির ছায়াই, কিন্তু রতি নহে; এজন্য সে-স্থলে রতিশূন্যত্ব বুঝিতে হইবে।"

এই উদাহরণে ত্রাস-নামক সঞ্চারিভাবের উদয় দৃষ্ট হয়। এই ত্রাস ব্রজবালার কৃষ্ণরতির অধীনতায় উদিত হয় নাই, স্বতন্ত্রভাবে উদিত হইয়াছে। কৃষ্ণের বিপদ আশঙ্কা করিয়া যদি ত্রাসের উদয় হইত, তাহা হইলে তাহা হইত কৃষ্ণরতির অধীন; কিন্তু ত্রাস জন্মিয়াছে ব্রজবালিকার নিজের বিপদের আশঙ্কায়; ইহা কৃষ্ণরতি হইতে উদ্ভূত নহে—"স্বতো রতিগন্ধেন বিহীনঃ।" তথাপি পরে ইহা রতিকে স্পর্শ করিয়াছে। কিরূপে? ব্রজবালিকা নিজের রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়াছেন;

শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার রতি ছিল বলিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়াছেন; সুতরাং এই আহ্বানেই রতি সূচিত হইতেছে। ব্রজবালিকার রতিগন্ধশূন্য ত্রাস পরে এই রতিকে স্পর্শ করিয়াছে—ত্রাস রতিকে পশ্চাৎ (ত্রাস জন্মিবার পরে —অনু) স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া এই ত্রাস হইতেছে রত্যনুস্পর্শন স্বতন্ত্র ভাব।

গ। **রতিগন্ধি স্বতন্ত্রভাব**

"যঃ স্বাতন্ত্র্যেঽপি তদ্‌গন্ধং রতিগন্ধি র্ব্যনক্তি সঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১০৩॥

—যে সঞ্চারিভাব স্বতন্ত্র হইয়াও রতিগন্ধকে (রতিলেশমাত্রকে) প্রকাশ করে, তাহাকে রতিগন্ধি-স্বতন্ত্র ভাব বলে।"

"পীতাংশুকং পরিচিনোমি ধৃতং ত্বয়াঙ্গে সঙ্গোপনায় ন হি নপ্ত্রি বিধেহি যত্নম্।

ইত্যার্য্যয়া নিগদিতা নমিতোত্তমাঙ্গা রাধাবগুণ্ঠিতমুখী তরসা তদাসীৎ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১০৩॥

—'নপ্‌ত্রি (নাত্‌নি)! তোমার অঙ্গে তুমি যে পীতবসন ধারণ করিয়াছ, তাহা আমি চিনিতে পারিয়াছি (তাহা যে পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণের বসন, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি)। অতএব তাহা সংগোপন করিতে আর যত্ন করিও না'-আর্য্যা এই কথা বলিলে শ্রীরাধা সহসা (লজ্জায়) মস্তক অবনত করিয়া বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা মুখ আচ্ছাদিত করিলেন।"

এ-স্থলে শ্রীরাধার লজ্জানামক সঞ্চারী ভাব উদিত হইয়াছে; কিন্তু এই লজ্জা হইতেছে স্বতন্ত্রা; কেননা, শ্রীরাধার স্বাভাবিকী কৃষ্ণরতি হইতে ইহার উদ্ভব নহে; তাঁহার গোপন রহস্য আর্য্যা জানিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার লজ্জার উদয় হইয়াছে; এই লজ্জার হেতু হইতছে আর্য্যাকর্ত্তৃক রহস্যের অবগতি; এজন্য ইহা হইতেছে স্বতন্ত্রা, কৃষ্ণরতির অধীনত্বহীনা। তথাপি শ্রীরাধা যে লজ্জাচ্ছন্না হইয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার রতিগন্ধ প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে শ্রীরাধার রতি আছে বলিয়াই রতিসম্বন্ধী কোনও ব্যাপার-প্রসঙ্গে তাঁহার অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পীতবসন আসিয়া পড়িয়াছে; সুতরাং তাঁহার লজ্জা কৃষ্ণরতি হইতে উদ্ভূত না হইলেও রতির সহিত ইহার কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে। এজন্য লজ্জা-নামক স্বতন্ত্র সঞ্চারিভাবটী এ-স্থলে রতিগন্ধি স্বতন্ত্র ভাব হইল।

১১০। সঞ্চারিভাবের আভাস

"আভাসঃ পুনরেতেষামস্থানে বৃত্তিতো ভবেৎ।

প্রাতিকূল্যমনৌচিত্যমস্থানত্বং দ্বিধোদিতম্॥ ভ, র, সি, ২।৪।১০৪॥

—উল্লিখিত সঞ্চারিভাব-সমূহের অস্থানে বৃত্তি হইলে তাহাকে আভাস বলে। ঐ অস্থানত্ব আবার দুই রকমের—প্রাতিকূল্য ও অনৌচিত্য।"

ক। **প্রাতিকূল্যরূপ অস্থানে আভাস**

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—"বিপক্ষে বৃত্তিরেতেষাং প্রাতিকূল্যমিতীর্য্যতে॥ ২।৪।১০৫ ॥—উল্লিখিত ভাবসমূহের বিপক্ষে বৃত্তি হইলে তাহাকে প্রাতিকূল্য বলে।"

উদাহরণ ঃ—

"গোপোঽপ্যশিক্ষিতরণোঽপি তমশ্বদৈত্যং হন্তি স্ম হন্ত মম জীবিতনির্ব্বিশেষম্।

ক্রীড়াবিনির্জ্জিতসুরাধিপতেরলং মে দুর্জ্জীবিতেন হতকংসনরাধিপস্য ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১০৫ ॥

—(শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কেশিদৈত্যের বধের কথা শুনিয়া কংস বলিলেন) আমার প্রাণসদৃশ অশ্বাকৃতি কেশিদৈত্যকে যখন রণবিষয়ে অশিক্ষিত গোপ হত্যা করিল, তখন, হায়! যে-আমি ক্রীড়া করিতে করিতে দেবরাজকেও পরাজিত করিয়াছি, সেই দুর্ভাগ্য কংসরাজ আমার এই দুর্জ্জীবনে কি প্রয়োজন?"

এ-স্থলে নির্ব্বেদ-নামক সঞ্চারিভাবের আভাস উদাহৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন কংসের বিপক্ষ; এই বিপক্ষ শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম দেখিয়া কংসের নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছে; কৃষ্ণবিষয়িণী রতি হইতে ইহার উদ্ভব নয় বলিয়া ইহা বাস্তবিক নির্ব্বেদ-নামক সঞ্চারী নহে; সঞ্চারিভাব নির্ব্বেদের সহিত আত্মধিক্কারবিষয়ে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহা হইল নির্ব্বেদের আভাস। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে আনুকূল্যই হইতেছে সঞ্চারিভাবের স্থান, প্রাতিকূল্য স্থান নহে—অস্থান। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে কংসের প্রাতিকূল্য আছে বলিয়া এই প্রাতিকূল্য নির্ব্বেদরূপ সঞ্চারিভাবের অস্থানত্ব সূচিত করিতেছে।

অন্য উদাহরণ ঃ—

"ডুণ্ডুভো জলচরঃ স কালিয়ো গোষ্ঠভূভৃদপি লোষ্ট্রসোদরঃ।

তত্র কর্ম্ম কিমিবাদ্ভুতং জনে যেন মূর্খ জগদীশতার্প্যতে॥ ভ, র, সি, ২।৪।১০৬॥

—(অক্রূরকে তিরস্কার করিয়া কংস বলিতেছেন) জলচর ডুণ্ডুভ (ঢোঁড়া সাপ)-বিশেষ কালিয়-নাগের দমন এবং লোষ্ট্রখণ্ডের সহোদরতুল্য গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের উত্তোলন—জগতে ইহা কি-ই বা একটা অদ্ভুত কর্ম্ম! অরে মূর্খ! যে ব্যক্তি ঐ দুইটী অতি সামান্য কর্ম্ম করিয়াছে, তাহাতেই তুই জগদীশ্বরত্ব অর্পণ করিতেছিস্!!"

এ-স্থলে কংসের অসূয়ার আভাস উদাহৃত হইয়াছে।

খ। **অনৌচিত্যরূপ অস্থানে আভাস**

"অসত্যত্বমযোগ্যত্বমনৌচিত্যং দ্বিধা ভবেৎ।

অপ্রাণিনি ভবেদাদ্যং তির্য্যগাদিষু চান্তিমম্॥ ভ, র, সি, ২।৪।১০৭॥

—অসত্যত্ব ও অযোগ্যত্বরূপে অনৌচিত্য দুই রকমের; তন্মধ্যে অপ্রাণীতে অসত্যত্ব এবং তির্য্যগাদিতে অযোগ্যত্বরূপ অনৌচিত্য হইয়া থাকে।"

(১) অপ্রাণীতে অসত্যত্বরূপ অনৌচিত্য

"ছায়া ন যস্য সকৃদপ্যুপসেবিতাভূৎ কৃষ্ণেন হন্ত মম তস্য ধিগস্তু জন্ম।

মা ত্বং কদম্ব বিধুরো ভব কালিয়াহিং মৃদ্নন্ করিষ্যতি হরিশ্চরিতার্থতাং তে ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১০৭॥

—'যে-আমার ছায়া শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক একবারও উপসেবিত হইলনা, সেই আমার জন্মে ধিক্।'—এইরূপ ভাবিয়া, হে কদম্ব! তুমি দুঃখিত হইও না। কালিয়-সর্পকে মর্দ্দন করিতে আসিলে শ্রীহরি তোমার চরিতার্থতা বিধান করিবেন (মর্দ্দন-সময়ে তিনি তোমাতে আরোহণ করিবেন)।"

এ-স্থলে অপ্রাণী কদম্ববৃক্ষের নির্বেদ-নামক সঞ্চারিভাবের আভাস প্রদর্শিত হইয়াছে। কদম্ববৃক্ষ কোনও ব্রজবাসীর ন্যায় প্রাণী নহে—অপ্রাণী। তাহার বাস্তবিক নির্বেদ জন্মিতে পারে না; সুতরাং তাহার নির্বেদ হইতেছে অসত্য। যিনি কদম্ববৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া উল্লিখিতরূপ কথাগুলি বলিয়াছেন, তিনিই মনে করিয়াছেন--কদম্বের নির্বেদ জন্মিয়াছে। এইরূপে, এই উদাহরণে অসত্যরূপ অনৌচিত্য হইয়াছে এবং এতাদৃশ অনৌচিত্যরূপ অস্থানে নির্বেদরূপ সঞ্চারিভাবের আরোপ করা হইয়াছে বলিয়া ইহা হইল নির্বেদের আভাস।

(২) তির্য্যগাদিতে অযোগ্যত্বরূপ অনৌচিত্য

"অধিরোহতু কঃ পক্ষী কক্ষামপরো মমাদ্য মেধ্যস্য।

হিত্বাপি তার্ক্ষ্যপক্ষং ভজতে পক্ষং হরির্যস্য ॥ ভ, র. সি, ২।৪।১০৭॥

—(ময়ূর বলিতেছে) গরুড়ের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াও শ্রীহরি আজ পবিত্র-আমার পক্ষ ভজন (ধারণ) করিতেছেন। সুতরাং অপর কে এমন পক্ষী আছে, যে আমার সমকক্ষ হইতে পারে?"

এ-স্থলে তির্য্যক্ প্রাণী ময়ূরের গর্ব্বাভাস প্রকাশ পাইতেছে। এতাদৃশ গর্ব্বপোষণের পক্ষে ময়ূরের কোনও যোগ্যতা নাই; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ যে গরুড়ের পক্ষ ত্যাগ করিয়া ময়ূরের পক্ষ ধারণ করিয়াছেন, ময়ূরের পক্ষকেই গরুড়ের পক্ষ অপেক্ষাও লোভনীয় মনে করিয়াছেন, তির্য্যক্ ময়ূরের এইরূপ অনুভূতি থাকা সম্ভব নহে। শ্রীকৃষ্ণের চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ দেখিয়া যিনি ময়ূরের সৌভাগ্য মনে করেন, তাঁহাকর্তৃকই ময়ূরে এই গর্ব্বের আরোপ। সুতরাং ইহা হইতেছে অযোগ্যত্বরূপ অনৌচিত্য এবং এতাদৃশ অনৌচিত্যরূপ অস্থানে গর্ব্ব আরোপিত হইয়াছে বলিয়া ইহা হইতেছে গর্ব্বের আভাস।

(৩) ভাবাভাস-সম্বন্ধে আলোচনা

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"বহুমানেষ্বপি সদা জ্ঞানবিজ্ঞানমাধুরীম্।

কদম্বাদিষু সামান্যদৃষ্ট্যাভাসত্বমুচ্যতে ॥২।৪।১০৮॥

—(ব্রজস্থ) কদম্বাদিও বহুমান। তাহাদেরও জাত্যুচিত জ্ঞান এবং বিজ্ঞান (ভগবদ্বিষয়কমাত্র অনুভব)-রূপ মাধুরী আছে। কেবল সামান্য দৃষ্টিতেই তাহাদের সম্বন্ধে সঞ্চারিভাবের আভাসের কথা বলা হইয়া থাকে।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—“জ্ঞানমত্র তজ্জাত্যুচিতম্, বিজ্ঞানমপি ততঃ কিঞ্চিদেব বিশিষ্টম্। মনুষ্যবজ্জ্ঞানে সতি তেভ্যোঽপি রহস্যক্রীড়াদীনাং গোপনে তদুচ্ছিত্তিঃ স্যাৎ। ‘কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগা’-ইত্যেকাদশাদিভ্য (শ্রীভা, ১১।১২।৮) স্তেষপি ভাবঃ শ্রূয়তে, স চ সামান্যাকার এব, ন তু সবিবেক ইতি মন্তব্যম্। তদেতদাহ সামান্যদৃষ্ট্যেতি। নির্বিবেকেন জ্ঞানেন হেতুনেত্যর্থঃ ॥—

—এ স্থলে জ্ঞান-শব্দে কদম্বাদির জাত্যুচিত জ্ঞানকে বুঝায় ; বিজ্ঞানও জ্ঞান অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য। মনুষ্যবৎ জ্ঞান থাকিলে, তাহাদের নিকট হইতে রহস্যক্রীড়াদির গোপন করিলে সেই লীলাই উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ (১১।১২।৮-শ্লোক) হইতে জানা যায়—‘বৃন্দাবনের গোপীগণ, গাভীগণ, পর্ব্বতসমূহ, মৃগসমূহ, নাগগণের এবং অন্যান্য মূঢ়বুদ্ধিদিগেরও শ্রীকৃষ্ণে ভাব বা প্রীতি আছে।’ কিন্তু এই ভাব হইতেছে সামান্যাকার, সবিবেক ভাব নহে। এজন্যই বলা হইয়াছে—‘সামান্যদৃষ্ট্যা। নির্বিবেক-জ্ঞান হেতুতে।”

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও ঐরূপই বলিয়াছেন। তবে “বিজ্ঞান”-শব্দের অর্থ একটু পরিস্ফুট করিয়া তিনি বলিয়াছেন—“বিজ্ঞানং ভগবদ্বিষয়কমাত্রমনুভবম্।”—(এ-স্থলে কদম্বাদির) বিজ্ঞান হইতেছে ভগবদ্বিষয়কমাত্র অনুভব।”

শ্রীপাদ মুকুন্দদাস গোস্বামী টীকায় লিখিয়াছেন—“উদাহরণমাত্রায় প্রাকৃতবৃক্ষাদি-দৃষ্টিমেষ্বারোপ্য আভাসমুচ্যতে। বস্তুতস্তে তে ভগবদ্ভক্তিরসানুভবং কুর্বন্ত এব বিরাজন্তে। জাত্যনুকরণন্তু ভগবতি ক্ষুৎপিপাসা-শয়নাদিবল্লীলাশক্ত্যা রসবৈচিত্রী-পোষণায়ৈবোদ্ভাবিতম্।—কেবল উদাহরণ-প্রদর্শনের নিমিত্ত এ-সমস্তে (কদম্ববৃক্ষাদিতে) প্রাকৃতবৃক্ষাদি-দৃষ্টি আরোপিত করিয়া আভাস বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ তাহারা (কদম্ববৃক্ষাদি) সর্ব্বদা ভগবদ্ভক্তিরস অনুভব করিয়াই বিরাজিত। ক্ষুৎপিপাসাদি-রহিত ভগবানের ক্ষুৎ-পিপাসা-শয়নাদি যেমন রস-বৈচিত্রী-পোষণের নিমিত্ত লীলাশক্তির দ্বারাই উদ্ভাবিত হয়, তদ্রূপ কদম্ববৃক্ষাদির জাত্যনুকরণও লীলাশক্তির প্রভাবে, লীলারস-বৈচিত্রীর পোষণের নিমিত্ত উদ্ভাবিত।”

পক্ষি-বৃক্ষাদিরও পরিকরত্ব

উল্লিখিত তিনটী টীকায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে পরস্পর বিরোধ কিছু নাই ; এক টীকায় যাহা পরিস্ফুট করা হয় নাই, অন্য টীকায় তাহা পরিস্ফুট করা হইয়াছে, ইহাই বৈশিষ্ট্য। এই টীকাসমূহের মর্ম্ম হইতে যাহা জানা গেল, তাহা হইতেছে এইরূপ :—

বৃন্দাবনের কদম্বাদি বৃক্ষগণ, কি ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রাকৃত বৃক্ষ বা প্রাকৃত পক্ষী নহে, তাঁহারা সকলেই নিত্যসিদ্ধ, অনাদিকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহাদের ভাব বা প্রীতি আছে (শ্রীভা, ১১।১২।৮-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর উক্তিও এই উক্তির অনুকূল)। বস্তুতঃ তাঁহারাও

নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর ; তাঁহারাও যথাযোগ্য ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। ছায়া, ফল, পত্র-পুষ্পাদি দ্বারা বৃক্ষগণ, পুচ্ছ ও নৃত্যাদি দ্বারা ময়ূরাদি পক্ষিগণ, কন্দমূলাদি দ্বারা পর্ব্বতসমূহ তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। নরলীল ভগবানের নরলীলত্বসিদ্ধির জন্য এইরূপ সেবারও প্রয়োজন আছে। এ-সমস্ত সেবার প্রভাবে তাঁহারা সর্ব্বদাই ভগবল্লীলারস আস্বাদন করিতেছেন। ভগবৎ-পরিকর বলিয়া তাঁহারা পঞ্চভূতাত্মক প্রাকৃত বস্তু নহেন, তাঁহারা চিন্ময় এবং চিন্ময় বলিয়া সর্ব্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানও তাঁহাদের আছে। তথাপি লীলারস-পুষ্টির জন্য লীলাশক্তিই তাঁহাদের মধ্যে কেবল তাঁহাদের জাত্যুচিত জ্ঞান-বিজ্ঞানই প্রকট করিয়া থাকেন, তদতিরিক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান—গোপ-গোপী-আদির ন্যায় জ্ঞান-বিজ্ঞান—প্রকটিত করেন না। তাহা করিলে সকল সময়ে লীলাই সম্ভব হইত না। কেন সম্ভব হইতনা, তাহা বলা হইতেছে। শ্রীবলদেবাদির সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্যকান্তা গোপীদের সঙ্গে কোনও লীলা করেন না ; বৃক্ষাদি বা পক্ষিপ্রভৃতির মধ্যে যদি গোপ-গোপীদের ন্যায় সর্ব্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রকটিত থাকিত, তাহা হইলে গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কান্তাভাবময়ী লীলা কখনও সম্পাদিত হইতে পারিতনা। কেননা, যে-স্থানেই তিনি লীলা করিতে ইচ্ছা করিতেন, সে-স্থানেই পক্ষি-বৃক্ষাদি থাকিতই এবং গোপাদির সাক্ষাতে তাদৃশী লীলায় যে সঙ্কোচ জন্মিত, পক্ষি-বৃক্ষাদির সান্নিধ্যেও তদ্রূপ সঙ্কোচ জন্মিত ; সুতরাং লীলাই অসম্ভব হইয়া পড়িত। এজন্য লীলারস-বৈচিত্রী সম্পাদনের নিমিত্ত লীলাশক্তিই পক্ষি-বৃক্ষাদির মধ্যে কেবলমাত্র তাঁহাদের জাতির অনুরূপ জ্ঞানবিজ্ঞানই প্রকটিত করিয়া থাকেন। সাধারণ পক্ষি-বৃক্ষাদির সান্নিধ্যে কাহারওই রহোলীলাদিতে সঙ্কোচ জন্মেনা।

যাহা হউক, তাঁহাদের মধ্যে জাত্যনুরূপ জ্ঞানবিজ্ঞানাদি প্রকটিত থাকিলেও তাঁহাদের জ্ঞান প্রাকৃত বৃক্ষাদির অনুরূপ নহে। প্রাকৃত পক্ষি-বৃক্ষাদির মধ্যে কেবল তাহাদের জীবন-ধারণের এবং জীবন-রক্ষার অনুকূল সামান্য জ্ঞান মাত্রই বিকশিত; প্রাকৃত পক্ষি-বৃক্ষাদির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভাবের অভাব। কিন্তু বৃন্দাবনীয় পক্ষিবৃক্ষাদির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভাব নিত্য বিরাজিত ; তথাপি কিন্তু এই ভাব পরিস্ফুট নহে ; শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের প্রীতি সামান্যাকারে বিকশিত, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের অনুভবও সামান্যাকারে ; তাঁহাদের এই ভাব বা শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক জ্ঞান হইতেছে বিবেকহীন, গোপ-গোপীদের ন্যায় বিবেকময় নহে ; কি সে কি হয়, সেই বিচারের উপযোগী জ্ঞান লীলাশক্তি তাঁহাদের মধ্যে প্রকটিত করেন না ; করিলে লীলারস-বৈচিত্রী-সম্পাদনে বিঘ্ন জন্মিত।

শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—মূল শ্লোকে যে "সামান্যদৃষ্ট্যা"-পদটী আছে, সেই "সামান্যদৃষ্টি"-পদের তাৎপর্য্য হইতেছে নির্ব্বিবেক জ্ঞান।" বৃন্দাবনীয় পক্ষি-বৃক্ষাদির জ্ঞান নির্ব্বিবেক বলিয়াই তাঁহাদের নির্ব্বেদ-গর্ব্বাদিকে সঞ্চারিভাবের আভাস বলা হইয়াছে। যেমন, ময়ূরের উদাহরণে, ময়ূরের যদি সবিবেক জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলেই ময়ূর বুঝিতে পারিত—শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ের পক্ষকে ত্যাগ করিয়াও তাহার পক্ষ ধারণ করিয়া থাকেন ; এইরূপ বুঝিতে পারিলেই ময়ূরে বাস্তব গর্ব্ব সম্ভব হইত ; কিন্তু

তাহার জ্ঞান নির্বিবেক বলিয়া তাহা বুঝিতে পারে না; এজন্য ময়ূরের গর্বকে গর্বনামক সঞ্চারিভাবের আভাস বলা হইয়াছে।

শ্রীপাদ মুকুন্দদাস গোস্বামী যে বলিয়াছেন--দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনের জন্যই পক্ষি-বৃক্ষাদিতে প্রাকৃত বৃক্ষাদি-দৃষ্টি আরোপিত করিয়া আভাস বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্যও হইতেছে এই যে, বৃন্দাবনীয় পক্ষি-বৃক্ষাদির এবং প্রাকৃত জগতের পক্ষি-বৃক্ষাদির জ্ঞান স্বরূপে ভিন্ন হইলেও তাহাদের জ্ঞানের সবিবেকত্বের বিকাশাভাব একরূপ মনে করিয়াই আভাস বলা হইয়াছে।

১১১। সঞ্চারি-ভাবসমূহের চতুর্ব্বিধা দশা

"ভাবানাং ক্বচিদুৎপত্তি-সন্ধি-শাবল্য-শান্তয়ঃ।
দশাশ্চতস্র এতাসামুৎপত্তিস্ত্বিহ সম্ভবঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১০৯॥

—কখনও কখনও (সঞ্চারী) ভাব সমূহের—উৎপত্তি, সন্ধি, শাবল্য ও শান্তি,—এই চারি প্রকার দশা হইয়া থাকে; কিন্তু এই সকল দশার সম্ভবকেই (অর্থাৎ প্রাকট্যকেই) উৎপত্তি বলা হয়।"

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—"ভাবানাং সম্ভবঃ প্রাকট্যম্ উৎপত্তিরুচ্যতে—ভাবসমূহের প্রাকট্যকেই উৎপত্তি বলা হয়। সম্ভব—প্রাকট্য।"

এই চারিটী দশা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচিত হইতেছে।

১১২। উৎপত্তি

"মণ্ডলে কিমপি চণ্ডমরীচে র্লোহিতায়তি নিশম্য যশোদা।
বৈণবীং ধ্বনিধুরামবিদূরে প্রস্রবস্তিমিতকঞ্চুলিকাসীৎ॥

—ভ, র, সি, ২।৪।১০৯॥ অত্র হর্ষোৎপত্তিঃ॥

— সন্ধ্যাসময়ে সূর্য্যমণ্ডল রক্তবর্ণ হইলে অদূরে বেণুর অতিশয় ধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রস্রাবিতস্তন্যধারায় যশোদা মাতার কঞ্চুলিকা সিক্ত হইয়া গেল।"

এ-স্থলে বেণুধ্বনি-শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের আগমন সন্নিহিত মনে করিয়া যশোদা-মাতার যে হর্ষের উদয় হইয়াছে, তাহার কথাই বলা হইয়াছে। এ-স্থলে হর্ষ-নামক সঞ্চারিভাবের উৎপত্তি বা প্রাকট্য উদাহৃত হইয়াছে।

"ত্বয়ি রহসি মিলন্ত্যাং সংভ্রমন্যাসভুগ্নাপ্যুষসি সখি তবালী মেখলা পশ্য ভাতি।
ইতি বিবৃতরহস্যে মাধবে কুঞ্চিতভ্রূর্দৃশমনৃজু কিরন্তী রাধিকা বঃ পুনাতু॥ ভ, র, সি, ২।৪।১০৯॥

—অত্রাসূয়োৎপত্তিঃ॥

—হে সখি! বিশাখে! উষাকালে অকস্মাৎ তুমি নির্জন গৃহে মিলিত হইলে তোমার আগমনজাত সম্ভ্রমবশতঃ তোমার সখী, সম্ভোগকালে যে মেখলা (কটিস্থিত ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা) শিথিল

হইয়া পড়িয়াছিল, সেই মেখলাকে মধ্যদেশে পুনরায় বন্ধনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সম্যক্‌রূপে বন্ধন করিতে না পারায়, তাহা বক্রভাব ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছে—দেখ।' মাধব এই প্রকারে রহঃকথা (সম্ভোগের কথা) বিবৃত করিলে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভ্রূকুটীর সহিত বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই ভ্রূকুটীর সহিত বক্রদৃষ্টি-নিক্ষেপকারিণী শ্রীরাধা তোমাদের পবিত্রতা বিধান করুন।"

এ-স্থলে শ্রীরাধার অসূয়ার উৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে প্রণয়দ্বেষবশতঃ এ-স্থলে পরিহাসপূর্ব্বক নিজের উৎকর্ষ ব্যঞ্জনা করা হইয়াছে বলিয়া অসূয়া প্রকটিত হইয়াছে।

১১৩। ভাব-সন্ধি

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—"সরূপয়োর্ভিন্নয়োর্বা সন্ধিঃ স্যাদ্‌ভাবয়োর্যুতিঃ॥ ২।৪।১১০॥—সমানরূপ, বা ভিন্নরূপ ভাবদ্বয়ের পরস্পর মিলনকে সন্ধি বলে।"

ক। সমানরূপ ভাবদ্বয়ের মিলনজনিত সন্ধি

সমানরূপ ভাব বলিতে সজাতীয় ভাব বুঝায়। "সরূপয়োঃ সজাতীয়য়োর্ভাবয়োঃ।—শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।" ভিন্নহেতু হইতে যদি দুইটী সমানরূপ বা সজাতীয় ভাবের উদ্ভব হয়, তাহা হইলে তাহাদের মিলনকে সমানরূপ ভাবদ্বয়ের মিলনজনিত সন্ধি বলে। "সন্ধিঃ সরূপয়োস্তত্র ভিন্নহেতুত্থয়োর্মতঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১১০॥"

উদাহরণ :—

"রাক্ষসীং নিশি নিশম্য নিশান্তে গোকুলেশগৃহিণী পতিতাঙ্গীম্।
তৎকুচোপরি সুতঞ্চ হসন্তং হন্ত নিশ্চলতনুঃ ক্ষণমাসীৎ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১১১॥

—নন্দগেহিনী যশোদা নিশান্তে স্বপ্নে দেখিলেন—তাঁহার নিজের গৃহেই পূতনা রাক্ষসীর অঙ্গ পতিত হইয়া রহিয়াছে এবং তাহার কুচের উপরিভাগে স্বীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতেছেন। অহো! এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া যশোদা ক্ষণকালের জন্য নিশ্চলতনু (স্তম্ভিত) হইয়া রহিলেন।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"রাক্ষসীমিতি পূর্ব্ববৎ স্বাপ্নিকং চরিতম্। হরিবংশানুসৃতত্বা।—ইহা হইতেছে পূর্ব্ববৎ স্বাপ্নিক চরিত; অথবা শ্রীহরিবংশে কথিত বিবরণের অনুসরণেই যশোদার এতাদৃশ চরিতের কথা বলা হইয়াছে।"

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—"অত্রানিষ্টেষ্টসংবীক্ষাকৃতয়োর্জাড্যয়োর্যুতিঃ॥—এ-স্থলে ইষ্ট ও অনিষ্ট দর্শনজনিত জাড্যদ্বয়ের মিলন হইয়াছে।" ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণের দর্শনজনিত আনন্দাতিশয্যবশতঃ জাড্য এবং অনিষ্ট (অনভিপ্রেত) পূতনার দর্শনজনিত শঙ্কাবশতঃ জাড্য। উভয়বিধ জাড্যেরই সমানরূপ—নিশ্চলাঙ্গতা। কিন্তু তাহাদের উদ্ভবের হেতু একরূপ নহে, হেতু

হইতেছে ভিন্ন ; এক জাড্যের হেতু হইতেছে নিরাপদ-কৃষ্ণদর্শনজনিত আনন্দাতিশয্য এবং অপর জাড্যের হেতু হইতেছে রাক্ষসীপূতনার দর্শনজনিত শঙ্কা—শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী শঙ্কা।

খ। ভিন্নভাবদ্বয়ের মিলনজনিত সন্ধি

"ভিন্নয়ো র্হেতুনৈকেন ভিন্নেনাপ্যুপজাতয়োঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১১১॥

—একটী হেতু হইতে, অথবা ভিন্ন ভিন্ন হেতু হইতেও, যদি দুইটী ভাবের উদয় হয়, তাহা হইলে সেই দুইটী ভাবের মিলনকেও সন্ধি বলা হয়।"

(১) একহেতু হইতে উদ্ভূত ভাবদ্বয়ের মিলনজনিত সন্ধি

"দুর্ব্বারচাপলোঽয়ং ধাবন্নন্তর্বহিশ্চ গোষ্ঠস্য।
শিশুরকুতশ্চিদ্ভীতি র্ধিনোতি হৃদয়ং দুনোতি চ মে॥
ভ, র, সি, ২।৪।১১১॥ অত্র হর্ষশঙ্কয়োঃ॥

—(শিশু শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যশোদামাতা বলিলেন) এই শিশুর চাপল্য অত্যন্ত দুর্বার, এই শিশু গোকুলের ভিতরে ও বাহিরে সর্ব্বদা ধাবমান হইতেছে। তাহার এই অকুতোভয়তা আমার হৃদয়কে হর্ষান্বিতও করিতেছে, আবার শঙ্কিতও করিতেছে।" (ধিনোতি প্রীণয়তি, অনিষ্টাশঙ্কয়া দুনোতি চ॥ চক্রবর্ত্তিপাদ॥)

শিশু-কৃষ্ণের ভীতিহীন চঞ্চলতা দেখিয়া যশোদামাতার হর্ষ ; আবার সেই ভীতিহীন চাঞ্চল্য হইতে কোনওরূপ অনিষ্ট জন্মিতে পারে বলিয়া তাঁহার শঙ্কাও জন্মিতেছে। এইরূপে এ-স্থলে দুইটী ভিন্ন সঞ্চারিভাবের মিলন দেখা যায়—হর্ষ ও শঙ্কা ; কিন্তু তাহাদের উৎপত্তির হেতু হইতেছে মাত্র একটী—শ্রীকৃষ্ণের ভীতিহীন চাঞ্চল্য।

(২) ভিন্ন হেতুদ্বয়জনিত ভাবদ্বয়ের মিলনজনিত সন্ধি

"বিলসন্তমবেক্ষ্য দেবকী সুতমুৎফুল্লবিলোচনং পুরঃ।
প্রবলামপি মল্লমণ্ডলীং হিমমুষ্ণঞ্চ জলং দৃশোর্দধে॥
—ভ, র, সি, ২।৪।১১২॥ অত্র হর্ষবিষাদয়োঃ সন্ধিঃ॥

—দেবকীমাতা সম্মুখে প্রফুল্লনয়ন পুত্রকে দেখিয়া হর্ষবশতঃ নয়নে শীতল অশ্রু ধারণ করিলেন, আবার অত্যন্ত বলশালী মল্লদিগকে দেখিয়া আশঙ্কাবশতঃ নয়নে উষ্ণ অশ্রুও ধারণ করিলেন।"

এ-স্থলে হর্ষ ও শঙ্কা—এই দুইটী ভাবের মিলনে সন্ধি হইয়াছে। তাহাদের হেতুও ভিন্ন—হর্ষের হেতু হইতেছে শ্রীকৃষ্ণদর্শন ; আর শঙ্কার হেতু হইতেছে মহাবল মল্লদের দর্শন ; মল্লগণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টের আশঙ্কা। হর্ষজনিত অশ্রু যে শীতল এবং শঙ্কাজনিত অশ্রু যে উষ্ণ—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

১১৪। বহুভাবের মিলনজনিত সন্ধি

পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, দুইটী ভাবের মিলনকেই সন্ধি বলা হয়। তাহার দৃষ্টান্তও উল্লিখিত হইয়াছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—বহু ভাবের মিলনেও ভাবসন্ধি হইয়া থাকে ; এই বহু

ভাব একই কারণ হইতেও উদ্ভূত হইতে পারে, আবার ভিন্ন ভিন্ন কারণ হইতেও উদ্ভূত হইতে পারে।

"একেন জায়মানানামানেকেন চ হেতুনা।
বহূনামপি ভাবানাং সন্ধিঃ স্ফুটমবেক্ষ্যতে॥ ভ, র, সি, ২।৪।১১২॥

—একই কারণ, অথবা অনেক কারণ হইতে উদ্ভূত বহুভাবেরও সন্ধি স্পষ্টই দৃষ্ট হইয়া থাকে।"

এইরূপে দেখা গেল, ভাবসন্ধির ব্যাপক সংজ্ঞা হইতেছে এই যে—দুই বা বহুভাবের মিলনকেই ভাবসন্ধি বলা হয়। যে-সমস্ত ভাবের মিলনকে সন্ধি বলা হয়, সে-সমস্ত ভাবের উৎপত্তিহেতু একও হইতে পারে, একাধিকও হইতে পারে।

ক। এককারণজনিত বহু ভাবের সন্ধি

"নিরুদ্ধা কালিন্দীতটভুবি মুকুন্দেন বলিনা
হঠাদন্তঃস্মেরাং তরলতরতারোজ্জ্বলকলাম্।
অভিব্যক্তাবজ্ঞামরুণকুটিলাপাঙ্গসুষমাং
দৃশং ন্যস্যন্ত্যস্মিন্ জয়তি বৃষভানোঃ কুলমণিঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১১৩॥
অত্র হর্ষৌৎসুক্য-গর্ব্বামর্ষাসূয়ানাং সন্ধিঃ॥

—কালিন্দীতটবর্ত্তী বনভূমিতে বলশালী মুকুন্দকর্ত্তৃক অকস্মাৎ স্বীয় পথ অবরুদ্ধ হইলে যিনি—স্মিতগর্ভা অথচ চঞ্চল-তারকোজ্জ্বলা, স্পষ্টভাবে অবজ্ঞাবিস্তারকারিণী এবং অরুণিম-কুটিল-অপাঙ্গশোভিতা দৃষ্টি মুকুন্দের প্রতি ন্যস্ত করিয়াছিলেন, সেই বৃষভানু-কুলমণি শ্রীরাধা জয়যুক্ত হইতেছেন।"

এ-স্থলে "অন্তঃস্মেরাং"-শব্দে হর্ষ, "কুটিলাপাঙ্গসুষমাম্"-শব্দে অসূয়া, "তরলতরতারোজ্জ্বল-কলাম্"-শব্দে ঔৎসুক্য, "অভিব্যক্তাবজ্ঞাম্"-শব্দে গর্ব্ব, এবং "অরুণ-অপাঙ্গ"-শব্দে অমর্ষ সূচিত হইতেছে। এইরূপে এই স্থলে হর্ষ, ঔৎসুক্য, গর্ব্ব, অমর্ষ ও অসূয়া এই কয়টী সঞ্চারিভাবের মিলন বা সন্ধি উদাহৃত হইয়াছে; অথচ এই সকল সঞ্চারিভাবের উদয়ের হেতু হইতেছে মাত্র একটী—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পথ-নিরোধ।

খ। বহুকারণজজনিত বহুভাবের সন্ধি

"পরিহিতহরিহারা বীক্ষ্য রাধা সবিত্রীং নিকটভুবি তথাগ্রে তর্কভাক্ স্মেরপদ্মাম্।
হরিমপি দরদূরে স্বামিনং তত্র চাসীন্মহসি বিনতবক্ত্র-প্রস্ফুরন্ ম্লানবক্ত্রা ॥ভ,র,সি, ২।৪।১১৪॥
অত্র লজ্জামর্ষ-হর্ষ-বিষাদানাং সন্ধিঃ॥

—কোনও এক সময়ে ব্রজরাজগৃহে মহোৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীরাধা সে-স্থানে আসিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার কণ্ঠদেশে দোলায়মান ছিল শ্রীকৃষ্ণের হার। এই অবস্থায় তিনি নিকটেই তাঁহার সম্মুখভাগে জননীকে দেখিয়া মনে মনে তর্ক করিতেছিলেন (কুলাঙ্গনা আমার পক্ষে পরপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের হার পরিধান করা অন্যায়; অথচ মাতা ইহা জানিতে পারিয়াছেন—ইত্যাদিরূপ বিতর্ক মনে মনে করিতেছিলেন); আবার তাঁহার কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের হার দেখিয়া বিপক্ষা পদ্মাও একটু উপহাসের হাসি

হাসিতেছেন, ইহা দেখিয়া শ্রীরাধার মুখ বিনত হইল, অদূরে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া আবার তাঁহার বদন প্রফুল্লও হইল; আবার উৎসব-উপলক্ষ্যে সে-স্থানে উপস্থিত স্বীয় পতি অভিমন্যুকে দেখিয়া তাঁহার বদন ম্লানও হইয়া পড়িল।"

মাতার দর্শনে লজ্জা, শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে হর্ষ, অভিমন্যুর দর্শনে বিষাদ এবং স্মেরাধরা বিপক্ষা পদ্মার দর্শনে অমর্ষ—এ-স্থলে এই চারিটী সঞ্চারিভাবের সন্ধি হইয়াছে। এই চারিটী ভাবের উদয়ের হেতুও ভিন্ন ভিন্ন।

১১৫। ভাবশাবল্য

"শবলত্বং তু ভাবানাং সংমর্দ্দঃ স্যাৎ পরস্পরম্॥ ভ, র, সি, ২।৪।১১৫॥
—সঞ্চারিভাব-সকলের পরস্পর সংমর্দ্দের নাম শাবল্য।"

সন্ধি ও শাবল্যের পার্থক্য। শাবল্যে ভাবসমূহের উত্তরোত্তর সংমর্দ্দন, আর সন্ধিতে ভাবসমূহের কেবল একত্রাবস্থিতি। কতকগুলি সঞ্চারিভাব পর পর উদিত হইয়া যদি পরস্পরকে সংমর্দ্দিত করে, প্রত্যেকটী ভাবই যদি অন্য একটী ভাবকে উপমর্দ্দিত বা পরাজিত করিয়া নিজের প্রাধান্য স্থাপন করে, তাহা হইলে সে-স্থলে হয় ভাব-শাবল্য। আর, দুই বা ততোঽধিক ভাব একই সময়ে উদিত হইয়া যদি কেবল একত্রে অবস্থিতি করে, কিন্তু কোনও ভাবই অপর কোনও ভাবকে উপমর্দ্দিত করিতে চেষ্টা না করে, তাহা হইলে সে-স্থলে হয় ভাবসন্ধি।

শাবল্যের উদাহরণঃ—

"শক্তঃ কিং নাম কর্ত্তুং স শিশুরহহ মে মিত্রপক্ষানধাক্ষী-
দাতিষ্ঠেয়ং তমেব দ্রুতমথ শরণং কুর্য্যুরেতন্ন বীরাঃ।
আঃ দিব্যা মল্লগোষ্ঠী বিহরতি স করেণোদ্ধধারাদ্রিবর্য্যং
কুর্য্যামদ্যৈব গত্বা ব্রজভুবি কদনং হা ততঃ কম্পতে ধীঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১১৫॥
অত্র গর্ব-বিষাদ-দৈন্য-মতি-স্মৃতি-শঙ্কামর্ষ-ত্রাসানাং শাবল্যম॥

—(কংস মনে মনে বলিতেছেন) সেই কৃষ্ণ তো শিশু, অতএব কি করিতে পারিবে? কি করার সামর্থ্য তাহার আছে? (এ-স্থলে গর্ব প্রকাশ পাইতেছে)। (পরে যখন শ্রীকৃষ্ণের বিক্রমের কথা জানিতে পারিলেন, তখন খেদের সহিত বলিলেন) অহহ! সেই শিশু আমার মিত্রগণকে ভস্মীভূত (সংহার) করিয়াছে (এ-স্থলে বিষাদ। এ-স্থলে পূর্বোৎপন্ন গর্বকে উপমর্দ্দিত করিয়াই বিষাদের উদয় হইয়াছে। তখন কংস ভাবিলেন) এক্ষণে কি করিব? তবে কি শীঘ্র যাইয়া সেই কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইব? (এ-স্থলে দৈন্যের উদয়। তৎক্ষণাৎ আবার ভাবিলেন—না, তাহার শরণাপন্ন হওয়া যায়না, কেননা) কোনও বীরই ইহা করিতে পারেনা (শত্রুর শরণাপন্ন হইতে পারেনা। এ-স্থলে দৈন্যকে সংমর্দ্দিত করিয়া মতি-নামক ভাবের উদয়। পরে ভাবিলেন) আঃ! ভয় কি? আমার তো বলিষ্ঠ বলিষ্ঠ মল্লগণ রহিয়াছে (এ-স্থলে মতিকে উপমর্দ্দিত করিয়া স্মৃতির উদয় হইয়াছে। তাঁহার যে বলিষ্ঠ

বলিষ্ঠ মল্ল আছে, তাহা স্মৃতিপথে উদিত হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার মনে করিলেন—আমার বলিষ্ঠ মল্লগণ থাকিলেও তাহারা কি কৃষ্ণের সঙ্গে পারিয়া উঠিবে? কেননা, শুনিয়াছি, এই শিশু কৃষ্ণ নাকি) হস্তদ্বারা গিরিশ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধনকে উত্তোলন করিয়া ধরিয়াছিল (এ-স্থলে স্মৃতিকে উপমর্দ্দিত করিয়া শঙ্কার উদয়। তখন তিনি ভাবিলেন, তবে কি) অদ্যই ব্রজভূমিতে গিয়া উৎপীড়ন আরম্ভ করিব? (এ-স্থলে শঙ্কাকে উপমর্দ্দিত করিয়া অমর্ষের উদয়। তখনই আবার ভাবিলেন—তাহাই বা কিরূপে করিব? কেননা) সেই শিশুর ভয়ে যে আমার বুদ্ধি—হৃদয়—কম্পিত হইতেছে! (এ-স্থলে অমর্ষকে মর্দ্দিত করিয়া ত্রাসের উদয়)।”

এই উদাহরণে গর্ব, বিষাদ, দৈন্য, মতি, স্মৃতি, শঙ্কা, অমর্ষ ও ত্রাস-এই আটটী সঞ্চারী ভাবের পরস্পর সম্মর্দ্দ প্রদর্শিত হইয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণিধৃত উদাহরণ :—

> “ধন্যাস্তা হরিণীদৃশঃ স রমতে যাভির্নবীনো যুবা
> স্বৈরং চাপলমাকলয্য ললিতা মাং হন্ত নিন্দিষ্যতি।
> গোবিন্দং পরিরব্ধুমিন্দুবদনং হা চিত্তমুৎকণ্ঠতে
> ধিগ্ বামং বিধিমস্তু যেন গরলং মানাভিধং নির্মমে ॥১০২॥

অত্র চাপলশঙ্কৌৎসুক্যামর্ষাণাং শাবল্যম্ ॥

—(কলহান্তরিতা শ্রীরাধা নির্জনে মনে মনে বলিতেছেন) অহো! সেই নবীন যুবা শ্রীকৃষ্ণ যে সকল রমণীর সহিত বিহার করেন, তাহারাই ধন্যা (এ-স্থলে চাপল-ভাব। তাহার পরে শ্রীরাধা ভাবিলেন) আমার এই স্বেচ্ছাচাররূপ চপলতায় ললিতা আমায় নিন্দা করিবে (এ-স্থলে চাপলের উপমর্দক শঙ্কার উদয়। তিনি তৎক্ষণাৎ ভাবিলেন) হায়রে! চন্দ্রবদন গোবিন্দকে আলিঙ্গন করার নিমিত্ত আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে (এ-স্থলে শঙ্কার উপমর্দ্দক ঔৎসুক্যের উদয়। তখন আবার ভাবিলেন) আমার প্রতি অকরুণ যে বিধাতা এই গরলরূপ মানের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে শত ধিক্! (এ-স্থলে ঔৎসুক্যের উপমর্দক অমর্ষের উদয় হইয়াছে)।”

এই উদাহরণে ক্রমশঃ চাপল, শঙ্কা. ঔৎসুক্য ও অমর্ষ-এই চারিটী ভাবের উত্তরোত্তর শাবল্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

১১৬। ভাবশান্তি

> “অত্যারূঢ়স্য ভাবস্য বিলয়ঃ শান্তিরুচ্যতে ॥ ভ, র, সি, ২।৪।১১৫॥

—যে সঞ্চারী ভাব অত্যন্ত উৎকট হয়, তাহার বিলয়ের নাম শান্তি।”

উদাহরণ :—

"বিধুরিতবদনা বিদূনভাসস্তমঘহরং গহনে গবেষয়ন্তঃ।
মৃদুকলমুরলীং নিশম্য শৈলে ব্রজশিশবঃ পুলকোজ্জ্বলা বভূবুঃ॥

অত্র বিষাদশান্তিঃ॥ ভ. র সি, ২।৪।১১৬॥

—কৃষ্ণসখা ব্রজশিশুগণ শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে ম্লানবদন ও বিবর্ণ হইয়া বনমধ্যে অঘহর শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতেছিলেন; এমন সময়ে পর্ব্বতোপরি মৃদুমধুর মুরলীরব শ্রবণ করিয়াই তাঁহাদের অঙ্গসমূহ পুলকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।"

এ-স্থলে বিষাদের বিলয় বা শান্তি উদাহৃত হইয়াছে।

১১৭। ভাব-সম্বন্ধে কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয়

তেত্রিশটী ব্যভিচারিভাবের বিবরণ দিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ব্যভিচারি-ভাব-প্রকরণের উপসংহারে (২।৪।১১৭-২৮ অনু) যাহা বলা হইয়াছে, এ-স্থলে তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করা হইতেছে।

তেত্রিশটী ব্যভিচারিভাব, সাতটী গৌণ-ভাব (হাস্য, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় ও জুগুপ্সা-এই সাতটী গৌণ-ভাব) এবং একটী মুখ্য ভাব (শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটী মুখ্যভক্তি বলিয়া একত্রে গণনা করিয়া একটীমাত্র মুখ্য ভাব বলা হইয়াছে)—এই সকলে মিলিয়া মোট ভাব হইতেছে একচল্লিশটী। সাতটী গৌণভাব এবং একটী মুখ্যভাব (অর্থাৎ শান্তাদি পাঁচটী মুখ্যভক্তি) পরে আলোচিত হইবে।

ভাবসমূহের আবির্ভাব হইতে উৎপন্ন যে-সমস্ত চিত্তবৃত্তি, তাহারা শরীরের এবং ইন্দ্রিয়বর্গের বিকার-বিধায়ক বলিয়া কথিত হয় (শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীর টীকানুযায়ী অনুবাদ)।

ঔগ্র্য, চাপল্য ধৈর্য্য ও লজ্জাদি ভাবসমূহের মধ্যে কোনও কোনও ভাব কোনও কোনও স্থলে স্বাভাবিক (ঔৎপত্তিক) এবং কোনও কোনও ভাব কোনও কোনও স্থলে আগন্তুক। যে ভাব স্বাভাবিক, তাহা ভক্তের অন্তর ও বাহির ব্যাপিয়া অবস্থান করে; যেমন, ঔৎপত্তিক রক্তদ্রব্য মঞ্জিষ্ঠাদিতে রক্তিমা ভিতর-বাহির ব্যাপিয়া অবস্থান করে, তদ্রূপ। অর্থাৎ মঞ্জিষ্ঠার রক্তিমা স্বাভাবিক, ঔৎপত্তিক; মঞ্জিষ্ঠার এই রক্তিমা মঞ্জিষ্ঠার ভিতর এবং বাহির সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। তদ্রূপ যে ভক্তের পক্ষে যে ভাব স্বাভাবিক, সেই ভাব তাঁহার ভিতর ও বাহির সর্ব্বদাই ব্যাপিয়া থাকে। এতাদৃশ স্থলে যথাকথঞ্চিৎ সম্বন্ধমাত্রেই বিভাব বিভাবতা (উদ্দীপকতা) প্রাপ্ত হয়।

এই স্বাভাবিক ভাবের দ্বারা অনুগতা যে রতি, তাহা রতিত্ব-সামান্য-বিবক্ষায় একরূপা হইলেও শান্তাদি অবান্তর-ধর্ম্মবিবক্ষায় শান্ত-দাস্যাদি বিবিধরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে; অর্থাৎ, সামান্য লক্ষণে কৃষ্ণরতি একরূপই—কৃষ্ণপ্রীতিময়ীই। কিন্তু বিভিন্ন ভক্তের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-বাসনার বিভিন্নতা অনুসারে, বিভিন্ন ভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের বাসনা অনুসারে, সেই এক

কৃষ্ণপ্রীতিময়ী রতিই বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকট করে—শান্তভক্তের মধ্যে শান্তরতিরূপে, দাস্যভক্তের মধ্যে দাস্যরতিরূপে, ইত্যাদি। নিত্যসিদ্ধ পরিকর ভক্তদের এই সকল রতিবৈচিত্রীও স্বাভাবিকী, অনাদিকাল হইতেই বিরাজিত। সাধকদের মধ্যে যিনি যে নিত্যসিদ্ধ পরিকরের রতির আনুগত্য করেন, তাঁহার মধ্যেও সেই নিত্যসিদ্ধ পরিকরের রতির অনুরূপ রতিই উৎপন্ন হইবে, প্রথমাবধিই তাঁহার চিত্তে তদনুরূপ রতি বিরাজিত থাকিবে।

আর, আগন্তুক ভাবসম্বন্ধে বক্তব্য এই—আগন্তুক ভাব হইতেছে স্বাভাবিক ভাব হইতে ভিন্ন। শুক্লবস্ত্রকে যদি রক্তবর্ণে রঞ্জিত করা হয়, তাহা হইলে সেই রঞ্জিত বস্ত্রের রক্তবর্ণ যেমন আগন্তুক, মঞ্জিষ্ঠার রক্তিমার ন্যায় স্বাভাবিক নহে, আগন্তুক ভাবও তদ্রূপ। এই আগন্তুক ভাব তত্তৎ-স্বাভাবিক ভাবের দ্বারাই ভক্তচিত্তে প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাহা হইলে এই আগন্তুক ভাব হইতেছে স্বাভাবিক ভাবের অনুভাব বা কার্য্য। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে—"এষাং সঞ্চারিভাবানাং মধ্যে কশ্চন কস্যচিৎ। বিভাবশ্চানুভাবশ্চ ভবেদত্র পরস্পরম্॥ ভ, র, সি, ২।৪।৯২॥ (পূর্ব্ববর্ত্তী ১০৬ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

বিভাবনাদির বৈশিষ্ট্যভেদে এবং ভক্তদের ভাবভেদে প্রায়শঃ সকল ভাবেরই বৈশিষ্ট্য জন্মিয়া থাকে। বিবিধ ভক্তের বিবিধ বৈশিষ্ট্যবশতঃ তাঁহাদের মনও বিবিধরূপ হইয়া থাকে; কেননা, বিভাবনাদিকৃত ভাব-বৈশিষ্ট্যের উদয় মনেরই অধীন। এজন্য মন-অনুসারে ভাবসমূহের উদয়েও তারতম্য হইয়া থাকে। ইহাই পরিস্ফুট করিয়া বলা হইতেছে।

ভক্তের চিত্ত যদি গরিষ্ঠ হয়, কিম্বা গম্ভীর হয়, কিম্বা মহিষ্ঠ হয়, অথবা কর্কশাদি হয়, তাহা হইলে ভাবসমূহ সম্যক্‌রূপে উন্মীলিত হইলেও দেহেন্দ্রিয়ের বিকারদ্বারা বাহিরে পরিস্ফুট হয় না বলিয়া অপর লোক তাহা লক্ষ্য করিতে পারে না। আবার, চিত্ত যদি লঘিষ্ঠ, বা উত্তান (গাম্ভীর্য্য-রহিত), ক্ষুদ্র, বা কোমলাদি হয়, তাহা হইলে ভাবসমূহ অল্পমাত্র উন্মীলিত হইলেও দেহেন্দ্রিয়াদির বিকারের দ্বারা বাহিরে বেশ পরিস্ফুট হইয়া থাকে, সুতরাং অপর লোকও তাহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে পারে।

গরিষ্ঠ চিত্ত স্বর্ণপিণ্ডের তুল্য, আর লঘিষ্ঠ চিত্ত তুলরাশির তুল্য; ভাব পবনের তুল্য। পবনের সহিত যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধ হইলেই গৃহমধ্যস্থিত তুলপিণ্ড যেমন বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে, কিন্তু স্বর্ণপিণ্ড তদ্রূপ হয় না, তদ্রূপ লঘিষ্ঠচিত্তের সহিত ভাবের যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধ হইলেই দেহেন্দ্রিয়াদির বিকারের দ্বারা তাহা বাহিরে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু গরিষ্ঠ চিত্তে ভাব সম্যক্‌রূপে উন্মীলিত হইলেও সেই চিত্ত ক্ষুভিত হয় বটে, কিন্তু দেহেন্দ্রিয়াদির বিকারের দ্বারা তাহা বাহিরে প্রকাশ পায় না।

গম্ভীর চিত্ত সমুদ্রতুল্য, আর উত্তান চিত্ত ক্ষুদ্র জলাশয়তুল্য এবং ভাব হইতেছে মহাপর্ব্বত-শিখরতুল্য। পর্ব্বতশিখর ক্ষুদ্রজলাশয়ে নিক্ষিপ্ত হইলে ক্ষুদ্রজলাশয়কে ক্ষুভিত করে; কিন্তু সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলে সমুদ্রকে ক্ষুভিত করিতে পারে না। তদ্রূপ, উত্তানচিত্তকেই ভাব বিক্ষুব্ধ করিয়া থাকে, কিন্তু গম্ভীর চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিতে পারে না।

মহিষ্ঠ চিত্ত সমৃদ্ধ নগরের তুল্য, আর ক্ষুদ্রচিত্ত কুটীরের তুল্য এবং ভাব হইতেছে দীপের বা হস্তীর তুল্য। কুটীরমধ্যস্থ হস্তী যেমন কুটীরকে ক্ষুভিত করে, কিন্তু সমৃদ্ধ নগরকে ক্ষুভিত করিতে পারে না, কিম্বা কুটীরমধ্যস্থ দীপ যেমন কুটীরকেই প্রকাশ করে, কিন্তু সমৃদ্ধ নগরমধ্যস্থিত কোনও দীপ যেমন নগরকে প্রকাশ করিতে পারে না, তদ্রূপ ভাবও ক্ষুদ্র চিত্তকেই বিক্ষুব্ধ করিতে পারে, কিন্তু মহিষ্ঠ চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিতে পারে না।

চিত্তের কর্কশতা তিন রকমের—বজ্রতুল্য কর্কশ, স্বর্ণতুল্য কর্কশ এবং জতুতুল্য কর্কশ। এই তিন রকমের কর্কশচিত্ত-সম্বন্ধে ভাব হইতেছে অগ্নির তুল্য। বজ্র অত্যন্ত কঠিন; তাহা কিছুতেই মৃদু হয় না; তাপসদিগের (কনিষ্ঠ শান্তভক্তাদির) চিত্তও এইরূপ অত্যন্ত কঠিন, তাহা কখনও কোমল হয় না। অগ্নির অতিশয় উত্তাপে স্বর্ণ দ্রবীভূত হয়, স্বর্ণতুল্য কর্কশচিত্তও ভাবাধিক্যে আর্দ্রীভূত হয়। আর, জতু যেমন অগ্নির সামান্য উত্তাপেও সর্ব্বতোভাবে দ্রবীভূত হয়, জতুতুল্য কর্কশ চিত্তও ভাবের অল্প উন্মীলনেই সর্ব্বতোভাবে আর্দ্রীভূত হইয়া যায়।

চিত্তের কোমলত্বও আবার তিন রকমের—মদন (মোম) তুল্য কোমল, নবনীততুল্য কোমল এবং অমৃততুল্য কোমল। এই তিন রকম কোমল চিত্তের সম্বন্ধে ভাব হইতেছে প্রায়শঃ সূর্য্যতাপের তুল্য। মোম এবং নবনীত সূর্য্যের তাপে যথাযথ ভাবে গলিয়া যায়; তদ্রূপ, মোমতুল্য কোমল চিত্ত এবং নবনীততুল্য কোমল হৃদয়ও ভাবের স্পর্শে যথাযথভাবে অর্দ্রীভূত হইয়া যায়। আর, অমৃত স্বভাবতঃ সর্ব্বদাই দ্রবীভূত থাকে; শ্রীগোবিন্দের প্রিয়তমভক্তদের চিত্তও স্বভাবতঃই অমৃততুল্য কোমল।

উল্লিখিত গরিষ্ঠত্ব-লঘিষ্ঠত্বাদি সম্বন্ধে টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"অত্র গরিষ্ঠত্বাদিত্রিকেণ সহ লঘিষ্ঠত্বাদিত্রিকং ব্যভিচারিভাবানাম্ অবিক্ষেপ-বিক্ষেপয়োর্হেতুত্বার্থং নিরূপিতম্। এবং চিত্তস্য কর্কশত্ব-কোমলত্বাদি-কথনন্তু ভাবানাং চিত্তাদ্রবদ্রবয়োর্হেতুত্বার্থমেব জ্ঞেয়ম্। তত্র গরিষ্ঠত্বং নাম ভাবানামল্পস্পর্শেনাচাল্যমানস্বভাবত্বম্। লঘিষ্ঠত্বং ভাবানামল্পসম্বন্ধেনাপি চাঞ্চল্যমানস্বভাবত্বম্, ন তু চিত্তস্য বস্তুতো গুরুত্বং লঘুত্বং বা বিবক্ষণীয়মিতি জ্ঞেয়ম্॥"

তাৎপর্য্য এইঃ—ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা চিত্তের অবিক্ষেপ এবং বিক্ষেপের হেতু প্রদর্শনার্থই তিন রকম গরিষ্ঠত্বের সহিত তিন রকম লঘিষ্ঠত্ব নিরূপিত হইয়াছে। এইরূপ, চিত্তের কর্কশত্ব এবং কোমলত্বাদির কথাও যে বলা হইয়াছে, তাহাও ভাবসমূহের পক্ষে চিত্তের অদ্রবতা এবং দ্রবতার হেতুত্ব প্রদর্শনার্থ—ইহাই বুঝিতে হইবে। এ-স্থলে গরিষ্ঠত্ব হইতেছে—ভাবসমূহের অল্পস্পর্শে অচাল্যমান-স্বভাবত্ব (অর্থাৎ যে চিত্তের স্বভাবই হইতেছে এইরূপ যে, ভাবসমূহের অল্পস্পর্শে তাহা চালিত হয় না, সেই চিত্তকে গরিষ্ঠচিত্ত বলা হইয়াছে)। আর যে চিত্তের স্বভাবই হইতেছে এইরূপ যে, ভাবসমূহের অল্পস্পর্শেই তাহা চালিত হয়, তাহাকে লঘিষ্ঠচিত্ত বলা হইয়াছে। চিত্ত বস্তুতঃই যে গুরু বা লঘু, কর্কশ বা কোমল, তাহা বিবক্ষণীয় নহে।

যাহাহউক, চিত্তের কৃষ্ণসম্বন্ধী আবেশ অনুসারেই গরিষ্ঠত্বাদি হইয়া থাকে। তদ্বৈপরীত্যাদি-দ্বারা লঘিষ্ঠত্বাদি। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ব্রহ্মত্ব-জ্ঞান এবং ঈশ্বরত্ব-জ্ঞানাদির দ্বারা কর্কশত্ব। মাধুর্য্যের জ্ঞানই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে স্নেহ উৎপাদিত করিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মত্ব-জ্ঞান এবং ঈশ্বরত্ব-জ্ঞান কেবল চমৎকারজনক হইতে পারে, স্নেহোৎপাদক হইতে পারে না। সকল লোকের মনই সত্ত্বগুণজাত, সুতরাং এ-বিষয়ে কাহারও মনের বিশেষত্ব কিছু নাই; ভাবান্তরের দ্বারাই বিশেষত্ব আরোপিত হয়। সেই ভাবান্তর দুই রকমের—প্রাকৃত ভাব এবং ভাগবত-ভাব। কনিষ্ঠ অধিকারীদিগের পক্ষে প্রাকৃত ভাবই হইতেছে গরিষ্ঠত্বাদি-বিষয়ে হেতু। আর, শ্রেষ্ঠাধিকারীদিগের সম্বন্ধে ভাগবত-ভাবই (ভগবৎ-সম্বন্ধিভাবই) হইতেছে হেতু। অমৃতত্ব-হেতু-ভাবাপেক্ষায় তাঁহারা সকলেই ন্যূনন্যূন। স্থায়িভাবতারতম্যে সর্ব্বত্রই দ্রবতার তারতম্য হইয়া থাকে। দ্রবতাও আবার স্বর্ণাদির ন্যায় যথোত্তর উত্তমা। ব্যভিচারিভাব হইতে যে অবিক্ষেপ এবং বিক্ষেপ, তাহাদেরও স্থায়িভাব অনুসারেই প্রশংসা; কিন্তু সে-স্থলে গরিষ্ঠত্বাদি বিষয়ে হেতু হইতেছে এক এক স্বাভাবিক ভাব, বিক্ষেপের হেতু হইতেছে আগন্তুক।

কিন্তু ঔষধিবিশেষের যোগে হীরকও যেমন দ্রবীভূত হওয়ার যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, স্থায়িভাব যদি অতিশয় মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে গরিষ্ঠত্বাদি সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মবিশিষ্ট চিত্তও ক্ষুভিত হইয়া পড়ে। ইহার সমর্থনে দানকেলিকৌমুদী-নামক গ্রন্থ হইতে একটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

"গভীরোঽপ্যশ্রান্তং দুরধিগমপারোঽপি নিতরা-
মহার্য্যাং মর্য্যাদাং দধদপি হরেরাস্পদমপি।
সতাং স্তোমঃ প্রেমণ্যুদয়তি সমগ্রে স্থগয়িতুং
বিকারং ন স্ফারং জলনিধিরিবেন্দৌ প্রভবতি॥ দানকেলিকৌমুদী॥২॥

—শ্রীহরির আস্পদ (নারায়ণের শয়নস্থান) সমুদ্র নিরন্তরই গম্ভীর, দুরধিগমপার এবং নিরতিশয়রূপে স্বাভাবিকী (বিনাশহীনা) মর্য্যাদা-ধারণকারী (কখনও স্বীয় মর্য্যাদাকে বা সীমাকে লঙ্ঘন করে না); কিন্তু এতাদৃশ হইয়াও পৌর্ণমাসী তিথিতে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে সমুদ্র যেমন নিজের বিকারকে (উচ্ছ্বাসকে) সম্বরণ করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ—যে সমস্ত সাধু শ্রীহরির আশ্রয় (যাঁহাদের চিত্তে শ্রীহরি নিত্য অবস্থিত—স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত) গম্ভীর (প্রেম-গোপন-সমর্থ), দুরধিমপার (অনন্ত-গুণবিশিষ্ট) এবং স্বাভাবিকরূপেই মর্য্যাদাপালনকারী (কখনও মর্য্যাদালঙ্ঘন করেন না), পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রেমের উদয় হইলে সে-সমস্ত সাধুও প্রেমের বিকার সম্বরণ করিতে সমর্থ হয়েন না।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্থায়ী ভাব

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারিভাবের সহিত মিলিত হইলে স্থায়ী ভাব রস রূপে পরিণত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী কতিপয় অধ্যায়ে বিভাবাদির কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে স্থায়ী ভাবের কথা বলা হইতেছে।

১১৮। স্থায়ী ভাব

স্থায়িভাব সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্।
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ী ভাব উচ্যতে ॥ ২।৫।১॥

(টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অবিরুদ্ধান্ হাসাদীন্ বিরুদ্ধান্ ক্রোধাদীন্) —হাস্য প্রভৃতি অবিরুদ্ধ এবং ক্রোধ প্রভৃতি বিরুদ্ধ ভাবসমূহকে বশীভূত করিয়া যে ভাব উত্তম রাজার ন্যায় বিরাজ করে, তাহাকে বলে স্থায়ী ভাব।"

সাহিত্যদর্পণ বলেন,

"অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ।
আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ীতি সম্মতঃ ॥৩।১৭৮॥

—যাহাকে অবিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধ ভাবসকল তিরোহিত করিতে অক্ষম, আস্বাদাঙ্কুরের মূল সেই ভাবকে স্থায়ী ভাব বলা হয়।"

ক। সাধারণ আলোচনা।

উল্লিখিত প্রমাণদ্বয় একই স্থায়ী ভাবের লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে। উক্তিদ্বয়ে বিরোধ কিছু নাই। উক্তিদ্বয় হইতে জানা গেল—

যে ভাবকে বিরুদ্ধ এবং অবিরুদ্ধ ভাবসমূহ তিরোহিত বা অভিভূত করিতে পারে না, বরং যে ভাব বিরুদ্ধ এবং অবিরুদ্ধ সমস্ত ভাবকেই স্বীয় বশে আনয়ন করিয়া স্বীয় আনুকূল্যবিধানে বা পুষ্টিসাধনে নিয়োজিত করে, সেই ভাবকে বলে স্থায়ী ভাব।

"বিরুদ্ধ"-শব্দে প্রতিকূলতা সূচিত হয়; আর "অবিরুদ্ধ"-শব্দে অপ্রতিকূলতা সূচিত হয়। মিত্রও অপ্রতিকূল, উদাসীনও অপ্রতিকূল। তাহা হইলে "অবিরুদ্ধ ভাব" বলিতে "মিত্রভাব" এবং "উদাসীন ভাব"-এই উভয়কেই বুঝাইতে পারে। উল্লিখিত রসামৃতসিন্ধু-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ মুকুন্দদাস গোস্বামী লিখিয়াছেন—"অবিরুদ্ধা মিত্রোদাসীনাস্তত্র হ্রীবোধোৎসাহাদ্যা মিত্রাণি, গর্বহর্ষসুপ্তিহাস্যাদ্যা

উদাসীনাঃ। বিরুদ্ধান্ বিষাদ-দীনতা মোহ-শোক-ত্রাসাদীন্। আদিনা ক্রোধদীন্।—অবিরুদ্ধ ভাব বলিতে মিত্রভাব এবং উদাসীন ভাবসমূহকে বুঝায়। লজ্জা, বোধ, উৎসাহাদি হইতেছে মিত্র ভাব; গর্ব, হর্ষ, সুপ্তি, হাসাদি হইতেছে উদাসীন ভাব। আর, বিরুদ্ধ ভাব হইতেছে—বিষাদ, দৈন্য, মোহ, শোক, ত্রাস, ক্রোধ প্রভৃতি।"

রাজার মিত্রপক্ষ আছে, উদাসীন পক্ষও আছে এবং বিরুদ্ধ পক্ষও আছে। মিত্রপক্ষ কখনও রাজার প্রতিকূল আচরণ করে না, বরং সময় বুঝিয়া আনুকূল্যই করিয়া থাকে; কিন্তু বিরুদ্ধ পক্ষ সর্ব্বদা প্রতিকূল আচরণই করে বা করিতে প্রয়াসী। কিন্তু যিনি উত্তম রাজা, তিনি তাঁহার প্রভাবে মিত্র, উদাসীন, এমন কি বিরুদ্ধ পক্ষকেও স্বীয় বশে আনয়ন করিয়া থাকেন। এতাদৃশ প্রভাবসম্পন্ন রাজাকেই সুরাজা বা উত্তম রাজা বলা হয়। তদ্রূপ, যে ভাবকে স্থায়ী ভাব বলা হয়, তাহারও এতাদৃশ প্রভাব থাকা চাই, যে প্রভাবের ফলে এই ভাব—বিরুদ্ধ, অবিরুদ্ধ—সমস্ত ভাবকেই নিজের বশে আনয়ন করিয়া নিজের আনুকূল্য-সাধনে, বা পুষ্টি-বিধানে নিয়োজিত করিতে পারে।

খ। স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা

উল্লিখিত প্রভাবসম্পন্ন ভাবকে "স্থায়ী ভাব" বলা হইয়াছে অর্থাৎ রসনিষ্পত্তির জন্য এই ভাবটীর স্থায়িত্ব আবশ্যক। এই স্থায়িত্ব দুই বিষয়ে হইতে পারে—অবস্থানের স্থায়িত্ব এবং অবস্থার স্থায়িত্ব। কোন্ প্রকারের স্থায়িত্ব এ-স্থলে অভিপ্রেত?

অবস্থানের স্থায়িত্ব বলিতে স্থিতির স্থায়িত্ব বুঝায়; যে ভাবটী নিত্য অবিচ্ছিন্ন ভাবে আশ্রয়-আলম্বনে অবস্থান করে, যাহা কখনও আশ্রয়-আলম্বনকে ত্যাগ করে না, আশ্রয়-আলম্বনের চিত্তে আবির্ভাবের পরে যাহা চিত্ত হইতে কখনও তিরোহিত হয় না, সেই ভাবটীর অবস্থানের স্থায়িত্ব আছে; সুতরাং সেই ভাবটীকে স্থায়ী ভাব বলা যায়। রসনিষ্পত্তির জন্য স্থিতির স্থায়িত্ব অত্যাবশ্যক।

তার পর, অবস্থার স্থায়িত্ব। ভাবটী যদি সর্ব্বদা একই রূপে অবস্থান করে, তাহার অবস্থার যদি কখনও কোনওরূপ পরিবর্ত্তন না হয়, তাহা হইলেই তাহার অবস্থার স্থায়িত্ব বা নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। এতাদৃশ অবস্থার স্থায়িত্ব এ-স্থলে অভিপ্রেত কিনা, তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে। অবস্থার এতাদৃশ স্থায়িত্ব অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। একথা বলার হেতু এই।

উদ্দীপনাদির যোগে স্থায়ী ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; পূর্ব্ব অবস্থার পরিবর্ত্তনেই উচ্ছ্বাসাদি সম্ভব; সুতরাং স্থায়ী ভাবের অবস্থা সর্ব্বদা একরূপ থাকেনা। যখন উদ্দীপনাদির যোগ হয়না, তখনও স্থায়িভাব গতিহীন বা স্পন্দনহীন থাকেনা, বিষয়ালম্বনের দিকে তাহার গতি থাকে। পবনাদির যোগে নদী যেমন উচ্ছ্বসিত বা তরঙ্গায়িত হয়, উদ্দীপনাদির যোগেও স্থায়ী ভাব তদ্রূপ উচ্ছ্বসিত বা তরঙ্গায়িত হইয়া থাকে; আবার, পবনাদির যোগ না হইলে বাহিরে নদীর উচ্ছ্বাস বা তরঙ্গ দৃষ্ট না হইলেও, নদীকে তখন স্থির বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ নদী তখনও স্থির নহে, সমুদ্রের দিকে তাহার গতি থাকে; তদ্রূপ উদ্দীপনাদির যোগ না হইলেও বিষয়ালম্বনের দিকে স্থায়ী ভাবের গতি থাকে। সমগ্র

আকাশব্যাপী নীল মেঘ যখন স্থির নিশ্চল বলিয়া প্রতিভাত হয়, তখনও যে তাহার গতি থাকে, চন্দ্রের আপেক্ষিক গতি হইতেই তাহা বুঝা যায়। উদ্দীপনাদির অভাব হইলেও তদ্রূপ বিষয়ালম্বনের দিকে স্থায়ী ভাবের গতি থাকে ; বিষয়ালম্বন ব্যতীত অন্যবিষয়ে অনুসন্ধানহীনতাই তাহার প্রমাণ। আবার একই রতি যে গাঢ়তার বৃদ্ধিক্রমে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগাদি বহু অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহাও অতি প্রসিদ্ধ , ইহাও রতির অবস্থার অস্থিরতা সূচিত করিতেছে। স্থায়ী ভাবের অবস্থার একরূপতা বা স্থিরতা স্বীকার করিলে তাহার রসরূপতাই সিদ্ধ হইতে পারে না। কেননা, বিভাবাদি সামগ্রীচতুষ্টয়ের যোগে স্থায়ী ভাবের রসত্ব-প্রাপ্তি হইতেছে তাহার অবস্থান্তর প্রাপ্তিই, অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিত্ব-প্রাপ্তিই ; যে রসত্ব পূর্ব্বে ছিলনা, সামগ্রীচতুষ্টয়ের যোগে সেই রসত্ব জন্মিয়া থাকে। ইহাও অবস্থান্তর-প্রাপ্তিই ; সুতরাং অবস্থার স্থায়িত্ব বা স্থিরত্ব স্বীকার করিলে স্থায়ী ভাবের রসত্ব-প্রাপ্তিই অসম্ভব হইয়া পড়ে। এইরূপে দেখা যায়, স্থায়ী ভাবের অবস্থার স্থায়িত্ব অভিপ্রেত নহে, অবস্থানের স্থায়িত্বই অভিপ্রেত।

গ। অনুভাবাদি স্থায়িভাব হইতে পারেনা

স্মিত-নৃত্যাদি অনুভাব, অশ্রুকম্পাদি সাত্ত্বিক ভাব, কিম্বা নির্বেদাদি সঞ্চারী ভাব—এ-সমস্তের অবস্থানের স্থায়িত্ব নাই ; তাহারা সময়বিশেষে আবির্ভূত হয়, আবার তিরোহিতও হয় ; আশ্রয়ালম্বনে সর্ব্বদা অবস্থান করে না ; অবস্থানের স্থায়িত্ব নাই বলিয়া এ-সমস্তকে স্থায়ী ভাব বলা হয় না। (৭।১৩৩-খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ঘ। স্থায়ী ভাবের প্রাধান্য

স্থায়ী ভাবই হইতেছে উদ্দীপন, অনুভাব, সাত্ত্বক ভাব এবং সঞ্চারিভাবাদির উপজীব্য। স্থায়ী ভাব না থাকিলে বংশীস্বরাদি উদ্দীপন কাহাকে উদ্দীপিত করিবে ? অশ্রু-কম্পাদিই বা কিরূপে সাত্ত্বিকত্ব লাভ করিবে ? হর্ষ-নির্বেদাদিই বা কাহাকে সঞ্চারিত করিবে ? এইরূপে দেখা যায়—সমস্ত ভাবের মধ্যে স্থায়ী ভাবেরই প্রাধান্য।

ঙ। শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিই স্থায়ী ভাব

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতি ব্যতীত লৌকিকী রতির রসত্ব-প্রাপ্তি স্বীকার করেন না (৭।১৭১-অনু)। এজন্য তাঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিই হইতেছে রসের স্থায়ীভাব। “স্থায়ী ভাবোঽত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ॥ ভ, র, সি, ২।৫।২॥” কৃষ্ণভক্তের চিত্তে এই কৃষ্ণরতি নিত্যই বিরাজিত—নিত্যসিদ্ধ পরিকর-ভক্তদের চিত্তে অনাদিকাল হইতেই নিত্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিরাজিত, সাধনসিদ্ধ বা জাতরতি সাধক ভক্তদের চিত্তেও রতির আবির্ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিরাজিত।

১১৯। দ্বিবিধা কৃষ্ণরতি—মুখ্যা ও গৌণী

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন, কৃষ্ণবিষয়া রতি দুই রকমের—মুখ্যা এবং গৌণী। "মুখ্যা গৌণী চ সা দ্বেধা রসজ্ঞৈঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥২।৫।২॥"

মুখ্যারতি

১২০। মুখ্যারতির লক্ষণ

"শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা রতির্মুখ্যেতি কীর্ত্তিতা ॥ ভ, র, সি, ২।৫।৩॥

—শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ-স্বরূপা যে রতি, তাহাকে মুখ্যা রতি বলে।"

রতির স্বরূপ-লক্ষণ এবং তটস্থ-লক্ষণের কথা পূর্ব্বে (৬।১৬-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে। সে-স্থলে বলা হইয়াছে, স্বরূপলক্ষণে কৃষ্ণরতি হইতেছে—শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্—শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষ-স্বরূপা, প্রেমরূপ সূর্য্যের অংশুর তুল্য।" "শুদ্ধসত্ত্ব" বলিতে স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষকে বুঝায়। হ্লাদিনী-সংবিৎ-প্রধানা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষই হইতেছে "রতি"; ইহাই হইতেছে কৃষ্ণরতির স্বরূপ-লক্ষণ। আর, সেস্থলে রতির তটস্থ-লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃৎ—রুচিদ্বারা চিত্তের মাসৃণ্যসাধক।" (৬।১৬-অনুচ্ছেদে আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

উল্লিখিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ২।৫।৩-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্ ইত্যত্র যা লক্ষিতা সেত্যর্থঃ।—(পূর্ব্ববর্ত্তী ৬।১৬-অনুচ্ছেদে আলোচিত) 'শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্'-ইত্যাদি শ্লোকে যে রতির কথা বলা হইয়াছে, সেই রতিকেই মুখ্যা রতি বলা হয়।" পূর্ব্ববর্ত্তী ৬।১৬-অনুচ্ছেদে আলোচিত শ্লোকে চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের প্রথম আবির্ভাবের কথাই বলা হইয়াছে; এই প্রথম আবির্ভাবের পারিভাষিক নাম হইতেছে "রতি", বা "ভাব", বা "প্রেমাঙ্কুর।" ক্রমশঃ গাঢ় হইতে হইতে ইহা প্রেম, স্নেহ, মানাদি বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া যায়। স্বরূপ-লক্ষণে সকল স্তরই শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মক। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উল্লিখিত ২।৫।৩-শ্লোকে "শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা রতির্মুখ্যেতি"-বাক্যের তাৎপর্য্য বোধহয় এই যে—যে রতি শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা (অর্থাৎ যাহা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ), তাহাকেই মুখ্যা রতি বলা হয়। তাহা হইলে, সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতি বা প্রীতি মাত্রকেই (তাহা যে-স্তরেই অবস্থিত থাকুক না কেন, কৃষ্ণবিষয়া প্রীতির যে-কোনও স্তরকেই) মুখ্যা রতি বলা যায়; কেননা, তাহাও শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা। পরবর্ত্তী আলোচনা হইতেই তাহা জানা যাইবে। তবে যে শ্রীজীবপাদ টীকায় বলিয়াছেন—"শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাগিত্যত্র যা লক্ষিতা সেত্যর্থঃ", ইহার হেতু এইরূপ বলিয়া মনে হয় যে, শ্রীজীবপাদ এ-স্থলে কৃষ্ণবিষয়া রতির সামান্য স্বরূপ-লক্ষণের কথাই বলিয়াছেন—কৃষ্ণপ্রেমের প্রথমাবির্ভাবরূপা রতির যে স্বরূপলক্ষণ (শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মকত্ব), তাহাই যে রতির স্বরূপ-লক্ষণ, সেই রতিকেই (অর্থাৎ সেই প্রেমস্তরকেই) মুখ্যা রতি বলা হয়।

১২১। মুখ্যা রতি দ্বিবিধা—স্বার্থা ও পরার্থা

মুখ্যারতি আবার দুই রকমের—স্বার্থা ও পরার্থা। "মুখ্যাপি দ্বিবিধা স্বার্থা পরার্থা চেতি কীর্ত্ত্যতে॥ ভ, র, সি, ২।৫।৩॥"

১২২। স্বার্থা মুখ্যা রতি

"অবিরুদ্ধৈঃ স্ফুটং ভাবৈঃ পুষ্ণাত্যাত্মানমেব যা।
বিরুদ্ধৈ র্দুঃশকগ্লানিঃ সা স্বার্থা কথিতা রতিঃ॥ ভ, র, সি, ২।৫।৩॥

—যে রতি অবিরুদ্ধ ভাবসমূহদ্বারা স্পষ্টরূপে নিজের পুষ্টি সাধন করে এবং বিরুদ্ধ ভাবসমূহদ্বারা যাহার দুঃসহগ্লানি জন্মে, তাহাকে স্বার্থা রতি বলে।"

এ-স্থলে অবিরুদ্ধভাবের দ্বারা যে পুষ্টি, তাহাও রতির নিজের পুষ্টি, অবিরুদ্ধভাবসমূহের পুষ্টি নহে; আর বিরুদ্ধ ভাবের দ্বারা যে গ্লানি জন্মে, তাহাও রতির নিজেরই গ্লানি, বিরুদ্ধভাবের গ্লানি নহে। উভয় স্থলেই রতির নিজের উপরেই অবিরুদ্ধ এবং বিরুদ্ধ ভাবের প্রভাব প্রকটিত হয়। এজন্য এই রতিকে "স্বার্থা" বলা হইয়াছে।

১২৩। পরার্থা মুখ্যারতি

"অবিরুদ্ধং বিরুদ্ধঞ্চ সঙ্কুচন্তী স্বয়ং রতিঃ।
যা ভাবমনুগৃহ্ণাতি সা পরার্থা নিগদ্যতে॥ ভ, র, সি, ২।৫।৩॥

—যে রতি নিজে সঙ্কুচিত হইয়া বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ভাবকে অনুগৃহীত করে, তাহাকে পরার্থা মুখ্যা রতি বলে।"

এ-স্থলে যাহা বলা হইল, তাহার তাৎপর্য্য এই :—যে রতি অবিরুদ্ধ ভাবের দ্বারা নিজের পুষ্টি সাধন করে না, পরন্তু নিজে সঙ্কুচিত হইয়া অবিরুদ্ধ ভাবকেই অনুগৃহীত বা পুষ্ট করে এবং যে রতি নিজে সঙ্কুচিত হইয়া বিরুদ্ধ ভাবকেও অনুগৃহীত বা পুষ্ট করে, তাহাকে পরার্থা রতি বলে। এতাদৃশী রতি যাহা কিছু করে, তাহাই হইতেছে পরের জন্য—অবিরুদ্ধ এবং বিরুদ্ধ ভাবের পুষ্টির জন্য, নিজের পুষ্টির জন্য কিছুই করে না, নিজে বরং সঙ্কুচিত হইয়াই বিরুদ্ধ এবং অবিরুদ্ধ ভাবের পুষ্টি সাধন করে। এজন্য এই রতিকে পরার্থা রতি বলে।

স্বার্থা ও পরার্থা—উভয় প্রকারের রতিই হইতেছে শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা; কেননা, এতদুভয় হইতেছে মুখ্যারতিরই ভেদ।

১২৪। স্বার্থা ও পরার্থা মুখ্যা রতির পঞ্চবিধ ভেদ

স্বার্থারূপে এবং পরার্থারূপেও উল্লিখিত মুখ্যা রতি আবার পাঁচ প্রকার হইয়া থাকে—শুদ্ধা, প্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়তা।

শুদ্ধা প্রীতি স্তথা সখ্যং বাৎসল্যং প্রিয়তেত্যসৌ।
স্বপরার্থৈব সা মুখ্যা পুনঃ পঞ্চবিধা ভবেৎ ॥ ভ, র, সি, ২।৫।৩।

কিন্তু স্বরূপলক্ষণে রতি যখন শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা, তখন ইহা একরূপই হওয়ার কথা ; তাহার আবার বিবিধ ভেদ কিরূপে হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"বৈশিষ্ট্যং পাত্রবৈশিষ্ট্যাৎ রতিরেবোপগচ্ছতি।
যথার্কঃ প্রতিবিম্বাত্মা স্ফটিকাদিষু বস্তুষু ॥২।৫।৪॥

—পাত্রবৈশিষ্ট্যবশতঃ রতিও বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয় ; স্ফটিকাদি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যে প্রতিবিম্বিত একই সূর্য্য যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ।"

সূর্য্য সর্ব্বদা একই ; কিন্তু এই একই সূর্য্য যদি নানাবিধ বর্ণের নানাবিধ স্ফটিকদ্রব্যে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা হইলে স্ফটিকদ্রব্যের বৈশিষ্ট্য অনুসারে প্রতিবিম্বও বৈশিষ্ট্য ধারণ করে—রক্তবর্ণ স্ফটিকে প্রতিবিম্ব হয় রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ স্ফটিকে প্রতিবিম্ব হয় নীল বর্ণ ; ইত্যাদি। সূর্য্য কিন্তু একই থাকে। তদ্রূপ কৃষ্ণরতি সর্ব্বদা একরূপই, ইহা সর্ব্বদাই শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা ; তথাপি পাত্রের—আশ্রয়ালম্বনের—বৈশিষ্ট্য অনুসারে শুদ্ধা, প্রীতি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়।

এ-স্থলে রতি ও সূর্য্যের উপমায় কেবল বৈশিষ্ট্যেই সাম্য। বিভিন্ন বর্ণের স্ফটিকে সূর্য্যের যেরূপ প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, বিভিন্ন আশ্রয়ালম্বনে যে তদ্রূপ রতির প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হয়, তাহা নহে। সূর্য্য নিজে স্ফটিকে প্রবেশ করে না ; কিন্তু রতি নিজেই আশ্রয়ালম্বনের মধ্যে আবির্ভূত হয়। স্ফটিকের বর্ণভেদে যেমন প্রতিবিম্বের বর্ণভেদ হয়, তদ্রূপ আশ্রয়ালম্বনের (পাত্রের) ভাবভেদে রতিও ভেদ প্রাপ্ত হয়। একই শ্বেতশুভ্র দীপশিখা যদি রক্তবর্ণের কাচের আবরণে আবৃত থাকে, তাহা হইলে তাহাকে রক্তবর্ণ দেখায়, যদি নীলবর্ণের কাচের আবরণে আবৃত থাকে, তাহা হইলে তাহাকে নীলবর্ণ দেখায়। আবরণের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া দীপশিখার আলোক বাহিরে প্রকাশ পায়। এ-স্থলে আলোকও সত্য, আবরণের বর্ণও সত্য, কোনওটীই প্রতিবিম্বের ন্যায় মিথ্যা নহে। তদ্রূপ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা কৃষ্ণরতিও সত্য বস্তু, এই সত্য বস্তুই আশ্রয়ালম্বনের চিত্তে নিজে আবির্ভূত হয়। আশ্রয়ালম্বনের চিত্তের ভাবও সত্য, সেই সত্য ভাবের সহিত মিলিত হইয়া রতি সত্যভাবের বর্ণে রঞ্জিত হয়, তাদাত্ম্য লাভ করে। বিভিন্ন ভাবের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়া একই শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা কৃষ্ণরতি বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। "বৈশিষ্ট্যং পাত্রবৈশিষ্ট্যাৎ"-বাক্যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তাহাই বলিয়াছেন।

এক্ষণে রতির পঞ্চবিধ ভেদের কথা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বলা হইতেছে।

১২৫। শুদ্ধা রতি

শুদ্ধারতি তিন রকমের—সামান্যা, স্বচ্ছা এবং শান্তি। শুদ্ধারতিতে অঙ্গকম্পন, চক্ষুর মীলন ও উন্মীলনাদি প্রকাশ পায় (ভ, র, সি, ২।৫।৫॥)

ক। সামান্যা শুদ্ধা রতি

"কিঞ্চিদ্‌বিশেষমপ্রাপ্তা সাধারণজনস্থ যা।

বালিকাদেশ্চ কৃষ্ণে স্যাৎ সামান্যা সা রতির্মতা॥ ভ, র, সি ২।৫।৬॥

—সাধারণ লোকের (অর্থাৎ ভক্তরূপ-সামান্যধর্ম্মাশ্রয় সাধারণ লোকের) এবং (শ্রীকৃষ্ণবিষয়িকোৎপত্তিক-প্রীতিযুক্ত-ব্রজস্থ) বালিকাদের শ্রীকৃষ্ণে যে রতি দাস্য-সখ্য-স্বচ্ছত্ব-শান্তত্বাদি বিশেষকে প্রাপ্ত হয় না, তাহাকে সামান্যা রতি বলে (শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকানুযায়ী অনুবাদ)।"

সাধারণ ভাবে শ্রীকৃষ্ণবিষয়া যে রতি, যাহা দাস্যরতি, বা সখ্যরতির ন্যায়, বা অন্যরূপ রতির ন্যায়, কোনও বিশেষরূপত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাই হইতেছে সামান্যা রতি। শ্রীকৃষ্ণে রতিমান্ সকলের মধ্যেই ইহা বর্ত্তমান; কাহারও কাহারও মধ্যে ইহা কোনও কোনও বিশেষ রূপ ধারণ করে; কিন্তু সকলের মধ্যে বর্ত্তমান বলিয়া ইহাকে সামান্যা রতি বলা হয়।

উদাহরণ :—

"অস্মিন্মথুরাবীথ্যামুদয়তি মধুরে বিরোচনে পুরতঃ।

কথয় সখে ম্রদিমানং মানসমদনং কিমেতি মম॥ ভ, র, সি, ২।৫।৭॥

—(মথুরানগরে উপনীত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মথুরাবাসী কোনও সাধারণ লোক তাঁহার সখাকে বলিয়াছিলেন) হে সখে! এই মথুরার পথিমধ্যে আমার অগ্রভাগে মধুর সূর্য্য (বিরোচন) উদিত হইলে আমার মানসরূপ মদন যে ম্রদিমা (মৃদুতা) প্রাপ্ত হয়, তাহার কারণ কি? (শ্রীকৃষ্ণরূপ সূর্য্যের উদয়ই ইহার কারণ বলিয়া মনে হয়; অন্য কোনও হেতু তো দৃষ্ট হয়না)।"

মদন স্বভাবতঃই চঞ্চলতা জন্মায়; মানসরূপ মদন চিত্তবৃত্তিকে সর্ব্বদাই চঞ্চল করে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে মথুরা-নাগরিকের মন মৃদুতা ধারণ করিয়াছে; ইহাতে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার রতি আছে; কিন্তু এই রতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার কোনওরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান জন্মাইতে পারে নাই। এজন্য ইহাকে সামান্যা রতি বলা হইয়াছে।

অন্য উদাহরণ :—

"ত্রিবর্ষা বালিকা সেয়ং বর্ষীয়সি সমীক্ষ্যতাম্।

যা পুরঃ কৃষ্ণমালোক্য হুঙ্কুর্ব্বত্যভিধাবতি॥ ভ, র. সি, ২।৫।৮॥

—হে বৃদ্ধে! এই তিনবৎসর বয়সের বালিকাটীকে দেখ। সম্মুখ ভাগে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াই এই বালিকা হুঙ্কার করিতে করিতে ধাবিত হইতেছে।"

খ। স্বচ্ছা শুদ্ধা রতি

"তত্তৎসাধনতো নানাবিধভক্তপ্রসঙ্গতঃ।

সাধকানান্তু বৈবিধ্যং যান্তী স্বচ্ছা রতির্মতা॥

যদা যাদৃশি ভক্তে স্যাদাসক্তিস্তাদৃশং তদা।

রূপং স্ফটিকবৎ ধত্তে স্বচ্ছাসৌ তেন কীর্ত্তিতা॥ ভ, র, সি, ২।৫।৯॥

—নানাবিধ ভক্তের সঙ্গবশতঃ নানাবিধ সাধনের ফলে সাধকদিগের যে রতি বৈবিধ্য প্রাপ্ত হয়, তাহাকে স্বচ্ছা রতি বলে। যখন যেরকম ভক্তে আসক্তি জন্মে, তখন রতিও তাদৃশ রূপ ধারণ করে, স্ফটিকের ন্যায়। এজন্য এতাদৃশী রতিকে স্বচ্ছা বলা হয়।”

শ্রীমদ্‌ভাগবতের “ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ। সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্‌গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ॥১০।৫১।৫৩॥”-এই প্রমাণ হইতে জানা যায়—ভক্ত-সঙ্গই হইতেছে কৃষ্ণরতির বীজ। সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার আশায় লোক ভক্তসঙ্গ করিয়া থাকে এবং ভক্তসঙ্গের প্রভাবে রতির বীজও লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু বীজকে অঙ্কুরিত করিতে হইলে জলসেচনের প্রয়োজন। কৃষ্ণরতির বীজকে অঙ্কুরিত করার পক্ষে জলসেচন হইতেছে সাধন-ভজন। যাঁহার চিত্তে কৃষ্ণরতির বীজ স্থান পাইয়াছে, তিনি যদি নানাভাববিশিষ্ট নানাভক্তের সঙ্গ করেন এবং তাঁহাদের প্রতি আসক্তিবশতঃ তাঁহাদের নানাবিধ সাধনেরও অনুসরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার চিত্তস্থিত রতিবীজও নানাভাবে রূপায়িত হইয়া উঠিবে; স্বচ্ছ স্ফটিক যেরূপ বর্ণবিশিষ্ট বস্তুর নিকটে থাকে, সেই রূপ বর্ণ ই যেমন ধারণ করে, তদ্রূপ। নানাবিধ ভক্তের সঙ্গবশতঃ এবং নানাবিধ ভক্তে আসক্তিবশতঃ নানাবিধ ভাব ধারণ করে যে রতি, তাহাকেই স্বচ্ছা রতি বলা হয়—স্বচ্ছা বলিয়াই নানাবিধ ভাবধারণে সমর্থা, স্বচ্ছ স্ফটিক যেমন নানাবিধ বর্ণ ধারণ করিতে পারে, তদ্রূপ। এ-স্থলে স্ফটিকের দৃষ্টান্তের সার্থকতা কেবল নানাভাবের ধারণাংশে, প্রতিবিম্বত্বে নহে।

উদাহরণঃ—

“ক্বচিৎ প্রভুরিতি স্তবন্ ক্বচন মিত্রমিত্যুদ্ধসন্।
ক্বচিত্তনয়মিত্যবন্ ক্বচন কান্ত ইত্যুল্লসন্।
ক্বচিন্মসি ভাবয়ন্ পরম এব আত্মেত্যসা-
বভূদ্‌বিবিধসেবয়া বিবিধবৃত্তিরার্য্যো দ্বিজঃ॥ ভ, র, সি, ২।৫।৯॥

—কোনও আর্য্য ব্রাহ্মণ ভগবান্‌কে কখনও প্রভু বলিয়া স্তব করেন, কখনও মিত্র বলিয়া পরিহাস করেন, কখনও পুত্র বলিয়া পালন করেন, কখনও কান্ত বলিয়া উল্লাস প্রাপ্ত হয়েন, আবার কখনও বা পরমাত্মা বলিয়া মনে ভাবনা করেন; এইরূপে বিবিধ ভাবের সেবা দ্বারা তাঁহার মনোবৃত্তিও বিবিধরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।”

কাহাদের রতি স্বচ্ছা হয়?

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

“অনাচান্তধিয়াং তত্তদ্‌ভাবনিষ্ঠাসুখার্ণবে।
আর্য্যাণামতিশুদ্ধানাং প্রায়ঃ স্বচ্ছা রতির্ভবেৎ॥২।৫।১০॥

—সেই-সেই-ভাবনিষ্ঠারূপ সুখসাগরে বিশেষ-আস্বাদশূন্যচিত্ত অতিশুদ্ধ আর্য্যদিগেরই প্রায়শঃ স্বচ্ছা রতি হইয়া থাকে।”

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—“আর্য্যাণাং তত্তচ্ছাস্ত্রমাত্রদৃষ্ট্যা প্রবর্ত্তমানানাম্—সেই-সেই শাস্ত্রমাত্র দৃষ্টি করিয়া যাঁহারা সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ-স্থলে ‘আর্য্য’-শব্দে তাঁহাদিগকেই বুঝাইতেছে।” শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—“দাস্যাদিভাবনিষ্ঠা-সুখসমুদ্রে অনাচান্তধিয়াম্ আস্বাদবিশেষালাভেনানিষ্ঠিতচিত্তানাং যত আর্য্যাণাং ‘তত্তশাস্ত্রমাত্রমালম্বনাদিরিতিবিবেকং বিনা ভক্তিপরাণাম্ অত অনাচান্তধিয়াং স্বল্পমপি নিষ্ঠাসুখাস্বাদমপ্রাপ্তানামতিশুদ্ধানাং পঞ্চবিধভক্তেষু আসক্তিমেব কুর্বতাং ন তু কুত্রাপি অনাদরমিত্যর্থঃ॥” তাৎপর্য্য—যাঁহারা তত্তৎ-শাস্ত্রমাত্রকেই আশ্রয় করিয়া, বিচার-বিবেক ব্যতীত, ভজন-পরায়ণ হয়েন, তাঁহাদিগকেই এ-স্থলে ‘আর্য্য’ বলা হইয়াছে; বিচার-বিবেক ব্যতীত কেবলমাত্র শাস্ত্রমাত্রকে অবলম্বন করিয়া ভজন করেন বলিয়া তাঁহারা হয়েন—‘অনাচান্তধী’; অর্থাৎ তাঁহারা নিষ্ঠাসুখের আস্বাদন পায়েন না; তাঁহারা অতি শুদ্ধ; পঞ্চবিধ ভক্তেই তাঁহাদের আসক্তি আছে, তাঁহারা কাহারও অনাদর করেন না; সুতরাং কোনও ভাবেই তাঁহাদের নিষ্ঠা নাই; এজন্য দাস্যাদি ভাবের কোনও এক ভাবে নিষ্ঠা জন্মিলে যে সুখ-সমুদ্রের আস্বাদন পাওয়া যায়, তাঁহারা সেই সুখ হইতে বঞ্চিত। এতাদৃশ লোকগণের রতিই প্রায়শঃ স্বচ্ছা হইয়া থাকে।

গ। শান্তি

যাঁহাদের মধ্যে “শম” আছে, তাঁহাদের রতিকেই “শান্তি রতি” বলা হয়। সুতরাং প্রথমেই **“শম”** কাহাকে বলে, তাহা বলা হইয়াছে।

“মানসে নির্বিকল্পত্বং শম ইত্যভিধীয়তে॥ ভ, র, সি, ২।৫।১০॥

—মনোমধ্যে যে নির্বিকল্পত্ব (স্থিরত্ব, নিশ্চলতা), তাহাকে শম বলা হয়।”

“তথা চোক্তম্॥

বিহায় বিষয়োন্মুখ্যং নিজানন্দস্থিতির্যতঃ।
আত্মনঃ কথ্যতে সোঽত্র স্বভাবঃ শম ইত্যসৌ॥ ভ, র, সি ২।৫।১০॥

—প্রাচীনগণও বলিয়াছেন, যে স্বভাব হইতে বিষয়োন্মুখতা পরিত্যাগ করিয়া লোক আত্মানন্দে অবস্থান করে, সেই স্বভাবকে শম বলে।”

[শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন—“শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ॥ শ্রীভা, ১১।১৯।৩৬॥—আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) বুদ্ধির নিষ্ঠতাকে ‘শম’ বলে।” বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণে বুদ্ধি নিষ্ঠা প্রাপ্ত না হইলে বিষয়োন্মুখতাও পরিত্যাগ করা যায় না, আত্মানন্দেরও অনুভব হইতে পারে না।]

শমপ্রধান ভক্তদিগের লক্ষণ

“প্রায়ঃ শমপ্রধানানাং মমতাগন্ধবর্জিতা।
পরমাত্মতয়া কৃষ্ণে জাতা শান্তীরতির্মতা॥ ভ, র, সি, ২।৫।১১॥

—শমপ্রধান ব্যক্তিদিগের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে পরমাত্মা-জ্ঞান জন্মে এবং মমতাগন্ধ-বিবর্জিত শান্তিরতি জন্মে।”

উদাহরণ ঃ—

"দেবর্ষিবীণয়া গীতে হরিলীলামহোৎসবে।
সনকস্য তনৌ কম্পো ব্রহ্মানুভাবিনোঽপ্যভূৎ॥ ভ, র, সি, ২।৫।১১॥

—বীণাসহযোগে দেবর্ষি নারদ হরিলীলামহোৎসবে গান করিলে, সনক ঋষি ব্রহ্মানুভাবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার দেহে কম্প উপস্থিত হইয়াছিল।"

অন্য উদাহরণ ঃ—

"হরিবল্লভসেবয়া সমন্তাদপবর্গানুভবং কিলাবধীর্য্য।
ঘনসুন্দরমাত্মনোঽপ্যভীষ্টং পরমং ব্রহ্ম দিদৃক্ষতে মনো মে॥ ভ, র, সি, ২।৫।১২॥

—বৈষ্ণবসেবার প্রভাবে আমার মন মোক্ষসুখ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অভীষ্টদেব মেঘকান্তি হরিকে দেখিতে অভিলাষী হইয়াছে।"

উল্লিখিত উদাহরণদ্বয় হইতে জানা গেল—ভক্তমুখে হরিলীলাকীর্ত্তন-শ্রবণের ফলে, কিম্বা ভক্তসেবার ফলে ব্রহ্মানন্দানুভবী ব্যক্তিদিগের চিত্তেও শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িণী রতির আবির্ভাব হইয়া থাকে, শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য তাঁহাদের ইচ্ছা জাগ্রত হয়; কিন্তু "শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রভু, আমি তাঁহার দাস", কিম্বা "শ্রীকৃষ্ণ আমার সখা"-ইত্যাদিরূপ মমতাবুদ্ধি তাঁহাদের জাগ্রত হয় না, "শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম, পরমাত্মা"-এইরূপ বুদ্ধিই জাগ্রত হয়; এজন্য তাঁহাদের রতিকে "মমতাগন্ধবর্জ্জিতা" বলা হইয়াছে। মমতাবুদ্ধি নাই বলিয়া, "শ্রীকৃষ্ণ আমারই আপনজন"-এইরূপ জ্ঞান জন্মেনা বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণকে "পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, সর্ব্বাশ্রয়" মনে করেন বলিয়া সহজেই বুঝা যায়, তাঁহাদের রতি হইতেছে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধানা; সুতরাং তাঁহাদের রতির বিষয়ালম্বন হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যভাব-প্রধানরূপ বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীনারায়ণ। এতাদৃশী রতিকেই "শান্তি রতি" বলা হয়। এই রতির ভিত্তি হইতেছে— "শম—বুদ্ধির শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠতা, অন্যবিষয়ে নিশ্চলতা"; এজন্য ইহাকে "শান্তি রতি বা শান্ত রতি" বলে। শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন,

শান্তরসে স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা। "শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধিঃ"-ইতি শ্রীমুখগাথা॥
কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণাত্যাগ তার কার্য্য মানি। অতএব শান্ত 'কৃষ্ণভক্ত' এক জানি॥
স্বর্গমোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে। কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ—শান্তের দুই গুণে॥
শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতাবুদ্ধিহীন। পরব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞানপ্রবীণ।
কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে। শ্রীচৈ, চ, ২।১৯।১৭৩-৭৮॥

১২৬। শুদ্ধারতি সম্বন্ধে আলোচনা

পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে তিন রকমের শুদ্ধা রতির কথা আলোচিত হইয়াছে—সামান্যা, স্বচ্ছা এবং শান্তি। সামান্যা রতিতে সাধারণভাবে রতিমাত্র বিদ্যমান; কোনওরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান তো জন্মেই না,

সম্বন্ধজ্ঞানের আভাসও থাকে না। স্বচ্ছাতেও সম্বন্ধজ্ঞান নাই ; তবে মধ্যে মধ্যে ভক্তসঙ্গ-প্রভাবে এবং ভক্তদের প্রতি আসক্তিবশতঃ সম্বন্ধজ্ঞানের আভাস সাময়িক ভাবে উদিত হয়, স্ফটিকে যেমন অন্য বস্তুর বর্ণ প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ। কিন্তু স্ফটিকে প্রতিফলিত বর্ণ যেমন স্থায়িত্ব লাভ করে না, স্ফটিক যখন যে বর্ণের নিকটে থাকে, তখন সেই বর্ণ তাহাতে দৃষ্ট হয়, সেই বর্ণের নিকট হইতে স্ফটিককে অন্যত্র লইয়া গেলে সেই বর্ণের আভাসও অপসারিত হয়, তদ্রূপ নানা ভাবের ভক্তের সঙ্গবশতঃ স্বচ্ছা রতিও নানা ভাব প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু কোনও ভাবই স্থায়িত্ব লাভ করে না। স্বচ্ছা রতির উদাহরণে যে ব্রাহ্মণের কথা বলা হইয়াছে, তিনি কখনও শ্রীকৃষ্ণকে প্রভু বলিয়া মনে করেন, কখনও মিত্র বলিয়া মনে করেন, কখনও পুত্র বলিয়া মনে করেন, কখনও বা কান্ত বলিয়া মনে করেন, আবার কখনও বা পরমাত্মা বলিয়া মনে করেন। কোনও ভাবই স্থায়িত্ব লাভ করে না ; স্থায়িত্ব লাভ করিলে, যাঁহাকে পুত্র বলিয়া মনে করা হয়, তাঁহকে আবার কান্ত বলিয়া মনে করা সম্ভব নয়। স্বচ্ছা রতির কোনও ভাবেই নিষ্ঠা নাই, নিষ্ঠা নাই বলিয়া পরমানন্দের অনুভবও সম্ভব হয় না। তথাপি সামান্যা অপেক্ষা স্বচ্ছার উৎকর্ষ এই যে—সামান্যাতে সম্বন্ধজ্ঞানের আভাসও থাকে না ; কিন্তু স্বচ্ছাতে সম্বন্ধজ্ঞানের আভাস মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হয় ; কিন্তু এই আভাস অস্থায়ী এবং নিষ্ঠাহীন ; নিষ্ঠাহীন বলিয়া পরমানন্দের অনুভবহীন।

শান্তিরতিতেও সম্বন্ধের জ্ঞান স্ফুরিত হয় না ; কেবল স্বরূপের জ্ঞানমাত্র স্ফুরিত হয়। তাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণে "পরব্রহ্ম পরমাত্মা"-জ্ঞান জন্মে এবং পরব্রহ্ম-পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা জন্মে—যাহা সামান্যায় বা স্বচ্ছায় নাই। ইহাই সামান্যা এবং স্বচ্ছা হইতে শান্তির উৎকর্ষ। শান্তিতে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা জন্মিলেও "পরব্রহ্ম পবমাত্মা"-জ্ঞানের প্রাধান্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণে মমত্ববুদ্ধি জন্মিতে পারে না—সুতরাং কোনওরূপ সম্বন্ধের জ্ঞানও জন্মিতে পারে না। তথাপি ঐকান্তিকীনিষ্ঠা-বশতঃ পরমানন্দের অনুভব হয় ; এজন্যই শান্তভক্তের কৃষ্ণব্যতীত অন্য বস্তুতে তৃষ্ণা থাকে না, এমন কি নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দেও না।

ক। শান্তিরতিরই রসযোগ্যতা

পরমানন্দের অনুভব হয় বলিয়া শান্তিরতি রসে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা ধারণ করে ; কেননা, আনন্দ বা সুখই হইতেছে রসের প্রাণ। কিন্তু সামান্যা বা স্বচ্ছায় পরমানন্দের অনুভব হয় না বলিয়া সামান্যায় বা স্বচ্ছায় রসের যোগ্যতা থাকিতে পারে না।

খ। সামান্যাদি ত্রিবিধা রতিকে শুদ্ধা বলার হেতু

সামান্যা, স্বচ্ছা এবং শান্তি—পূর্ব্বোল্লিখিত এই তিন রকমের রতিকে কেন "শুদ্ধা" বলা হইল, তাহার হেতুরূপে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"অগ্রতো বক্ষ্যমাণৈস্তু স্বাদৈঃ প্রীত্যাদিসংশ্রয়ৈঃ।
রতেরস্যা অসম্পর্কাদিয়ং শুদ্ধেতি ভণ্যতে ॥২।৫।১২॥

—প্রীত্যাদির সংশ্রবে যে স্বাদের কথা পরে বলা হইবে, সেই স্বাদের সহিত সম্পর্ক নাই বলিয়াই (সামান্যা-স্বচ্ছা-শান্তি—এই ত্রিবিধভেদযুক্তা) এই রতিকে শুদ্ধা বলা হয়।”

তাৎপর্য্য হইতেছে এই—পূর্ব্বে (৭।১২৪-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, মুখ্যা রতি পাঁচ রকমের—শুদ্ধা, প্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়তা। ১২৫-অনুচ্ছেদে শুদ্ধারতির এবং তাহার ত্রিবিধ ভেদের কথা বলা হইয়াছে। ইহার পরে প্রীতি, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়তার কথা বলা হইবে। এই বক্ষ্যমাণ প্রীত্যাদি মুখ্যা রতিতে যে অপূর্ব্ব আনন্দাস্বাদন দৃষ্ট হয়, সেই আনন্দাস্বাদন নাই বলিয়াই সামান্যা-স্বচ্ছা-শান্তি—এই ত্রিবিধ ভেদবিশিষ্টা রতিকে “শুদ্ধা” রতি বলা হইয়াছে। এ-স্থলে “শুদ্ধা”-শব্দ “অশুদ্ধা”র প্রতিযোগী নহে; কেননা, অপূর্ব্ব-আনন্দাস্বাদনময়ী বলিয়া প্রীত্যাদি রতিকেও “অশুদ্ধা” বলা যায় না। যাহা বিজাতীয় বস্তুর সহিত মিলিত হয়, তাহাকেই অশুদ্ধ বলা হয়; যেমন, নির্ম্মল জলের সহিত জলের বিজাতীয় ধূলির যোগ হইলে জল অশুদ্ধ হইয়া যায়; কিন্তু নির্ম্মল জলের সহিত নির্ম্মল জলের মিশ্রণ হইলে তাহা অশুদ্ধ হয় না। বক্ষ্যমাণ প্রীত্যাদি রতির সহিত আনন্দাস্বাদনের সংশ্রব আছে বলিয়া প্রীত্যাদি রতি “অশুদ্ধ” হইয়া যায় না; কেননা, প্রীত্যাদি যেমন স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি, আনন্দাস্বাদনও তদ্রূপ স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি, প্রীত্যাদি হইতে ভিন্নজাতীয় বস্তু নহে। এজন্যই বলা হইয়াছে, সামান্যা-স্বচ্ছা-শান্তি-রতির সম্বন্ধে প্রযুক্ত “শুদ্ধা”-শব্দ “অশুদ্ধার” প্রতিযোগী নহে। এ-স্থলে “শুদ্ধা”-শব্দে রূপান্তর-প্রাপ্তিহীনতাই সূচিত করিতেছে। প্রীত্যাদি রতি অপূর্ব্ব-আস্বাদনরূপে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, সামান্যাদি রতি তদ্রূপ কোনও রূপান্তর প্রাপ্ত হয় না; ইহাই হইতেছে “শুদ্ধা”-শব্দের তাৎপর্য্য। যেমন, ধারোষ্ণ দুগ্ধ এবং উত্তাপযোগে ঘনত্ব-প্রাপ্ত দুগ্ধ। ধারোষ্ণ দুগ্ধে ঘনত্বের অভাব, ইহা ঘনত্ব-রূপতা প্রাপ্ত হয় নাই, কেবলই দুগ্ধ; ইহাতে অন্য কোনও রূপ নাই। “শুদ্ধা রতি”-বাচক শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—‘শুদ্ধা কেবলা”; ইহা কেবল রতিমাত্র-রূপেই অবস্থিত, অন্য কোনও রূপ প্রাপ্ত হয় না।

১২৭। প্রীত্যাদি রতিত্রয়সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা

“অথ ভেদত্রয়ী হৃদ্যা রতেঃ প্রীত্যাদিরীর্য্যতে।
গাঢ়ানুকূলতোৎপন্না মমত্বেন সদাশ্রিতা॥
কৃষ্ণভক্তেষ্বনুগ্রাহ্য-সখি-পূজ্যেষ্বনুক্রমাৎ।
ত্রিবিধেষু ত্রয়ী প্রীতিঃ সখ্যং বৎসলতেত্যসৌ॥
অত্র নেত্রাদিফুল্লত্বং জৃম্ভণোদ্‌ঘূর্ণনাদয়ঃ।
কেবলা সঙ্কুলা চেতি দ্বিবিধেয়ং রতিত্রয়ী॥ ভ, র,-সি, ২।৫।১২॥

—রতির পরমোপাদেয় (হৃদ্য) তিনটী ভেদ আছে; সেই তিনটী ভেদ হইতেছে প্রীতিপ্রভৃতি (অর্থাৎ প্রীতি, সখ্য ও বাৎসল্য)। এই ভেদত্রয় হইতেছে গাঢ় আনুকূল্য হইতে উৎপন্ন এবং সর্ব্বদা মমত্বের

দ্বারা আশ্রিত। অনুগ্রাহ্য, সখা এবং পূজ্য—এই ত্রিবিধ কৃষ্ণভক্তের মধ্যে এই ভেদত্রয় যথাক্রমে প্রীতি, সখ্য এবং বাৎসল্য নামে অভিহিত হয়। ইহাতে নেত্রাদির প্রফুল্লতা, জৃম্ভণ এবং উদ্‌ঘূর্ণনাদি প্রকাশ পায়। এই ত্রিবিধা রতি আবার কেবলা ও সঙ্কুল—এই দুই রকমের।"

তাৎপর্য্য। শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতি যখন এমন একটা অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্য-বিধানের (সেবাদ্বারা প্রীতিবিধানের) জন্য গাঢ় তৃষ্ণা জন্মে এবং শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে মমত্ববুদ্ধি (শ্রীকৃষ্ণ আমারই এইরূপ বুদ্ধি) সর্ব্বদা চিত্তে বিরাজিত থাকে, তখন এই রতি অত্যন্ত উপাদেয় হইয়া উঠে। শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-বাসনার এবং মমত্ববুদ্ধির গাঢ়তা অনুসারে এই রতি তিন রকমের হইয়া থাকে—প্রীতি, সখ্য এবং বাৎসল্য। স্বীয় চিত্তস্থিত কৃষ্ণরতির স্বরূপ অনুসারে—যাঁহারা নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রাহ্য এবং শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের অনুগ্রাহক মনে করেন, তাঁহাদের রতিকে বলে "প্রীতি" ; যাঁহারা নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণের সখা এবং শ্রীকৃষ্ণকেও নিজেদের সখা মনে করেন, তাঁহাদের রতিকে বলা হয় "সখ্যরতি" এবং যাঁহারা নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণের পূজ্য মনে করেন, তাঁহাদের রতিকে বলা হয় "বাৎসল্য রতি।" এ-স্থলে যে "প্রীতি"-নামক ভেদের কথা বলা হইল, সেই "প্রীতি" হইতেছে একটী পারিভাষিক শব্দ, কৃষ্ণরতির এক বিশেষ স্তরের নাম। এই পারিভাষিক "প্রীতি" হইতেছে বস্তুতঃ "দাস্যরতি।" দাসই নিজেকে প্রভুর অনুগ্রাহ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

প্রীতি (বা দাস্য), সখ্য এবং বাৎসল্য—এই তিনরকমের রতির প্রত্যেকেরই আবার দুই রকম ভেদ আছে—কেবলা এবং সঙ্কুলা। এক্ষণে কেবলা এবং সঙ্কুলার লক্ষণ বলা হইতেছে।

ক। কেবলা

> "রত্যন্তরস্য গন্ধেন বর্জিতা কেবলা ভবেৎ।
> ব্রজানুগে রসালাদৌ শ্রীদামাদৌ বয়স্যকে।
> গুরৌ চ ব্রজনাথাদৌ ক্রমেণৈব স্ফুরত্যসৌ॥ ভ, র, সি, ২।৫।১২॥

—যে রতিতে অন্য রতির গন্ধমাত্রও নাই, তাহাকে কেবলা রতি বলে। এই কেবলা রতি যথাক্রমে ব্রজানুগ রসালাদি ভৃত্যবর্গে, শ্রীদামাদি সখাগণে এবং ব্রজপতি নন্দপ্রভৃতি গুরুবর্গে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে।"

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকর রসালাদিভৃত্যবর্গের দাস্যরতি, শ্রীদামাদি সখাবর্গের সখ্যরতি এবং শ্রীনন্দ-প্রভৃতি গুরুবর্গের বাৎসল্যরতি হইতেছে কেবলা। তাঁহাদের রতির সহিত অন্যরতির গন্ধমাত্রেরও মিশ্রণ নাই।

খ। সঙ্কুলা

> "এষাং দ্বয়োস্ত্রয়াণাম্বা সন্নিপাতস্তু সঙ্কুলা।
> উদ্ধবাদৌ চ ভীমাদৌ মুখরাদৌ ক্রমেণ সা॥ ভ, র, সি, ২।৫।১৩॥
> যস্যাধিক্যং ভবেদ্ যত্র স তেন ব্যপদিশ্যতে॥ ভ, র, সি, ২।৫।১৪॥

—পূর্বোক্ত দাস্য, সখ্য এবং বাৎসল্য—এই ত্রিবিধা রতির মধ্যে দুইটী বা তিনটী রতির সম্মিলন হইলে তাহাকে সঙ্কুলা বলে। এই সঙ্কুলা যথাক্রমে উদ্ধবাদি, ভীমাদি এবং (ব্রজেশ্বরী যশোদার ধাত্রী) মুখরাদিতে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যে-স্থলে যে রতিব আধিক্য, সে-স্থলের সঙ্কুলা রতি সেই রতি-নামেই কথিত হয়।”

এই উক্তি হইতে জানা গেল—উদ্ধবাদিতে সঙ্কুলা দাস্যরতি, ভীমাদিতে সঙ্কুলা সখ্যরতি এবং মুখরাদিতে সঙ্কুলা বাৎসল্যরতি বিরাজিত। উদ্ধবের দাস্যরতির সঙ্গে সখ্যভাবেরও মিশ্রণ আছে ; এজন্য ইহা সঙ্কুলা (মিশ্রিতা) হইল ; কিন্তু সখ্যভাব থাকিলেও দাস্যভাবেরই প্রাধান্য বলিয়া উদ্ধবের কৃষ্ণরতি দাস্যরতি-নামে অভিহিত হয়। এইরূপে, ভীমাদির সখ্যরতির সঙ্গেও অন্যভাব মিশ্রিত আছে; তথাপি সখ্যভাবেরই প্রাধান্য বলিয়া তাঁহাদের সঙ্কুলা রতিকেও সখ্যরতি বলা হয়। মুখরার বাৎসল্য রতিসম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে।

এইরূপে প্রীতি (দাস্যরতি), সখ্য এবং বাৎসল্যসম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা করিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু যে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা বিবৃত হইতেছে।

১২৮। প্রীতি বা দাস্যরতি

“স্বস্মাদ্ভবন্তি যে ন্যূনাস্তেঽনুগ্রাহ্যা হরের্মতাঃ।
আরাধ্যত্বাত্মিকা তেষাং রতিঃ প্রীতিরিতীরিতা॥
তত্রাসক্তিকৃদন্যত্র প্রীতিসংহারিণীহ্যসৌ॥ ভ, র, সি, ২।৫।১৫॥

—যাঁহাদের কৃষ্ণরতির স্বরূপই এইরূপ যে, রতি তাঁহাদিগের মধ্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা ন্যূন বলিয়া অভিমান জন্মায় এবং তজ্জন্য নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রাহ্য বলিয়াও অভিমান জন্মায়, তাঁহাদের আরাধ্যত্বাত্মিকা রতিকে প্রীতি (বা দাস্যরতি) বলা হয়। এই “প্রীতি” শ্রীকৃষ্ণেই আসক্তি জন্মাইয়া থাকে এবং অন্যবস্তুতে আসক্তিকে বিনষ্ট করিয়া দেয়।”

“আমি শ্রীকৃষ্ণ হইতে ন্যূন—ছোট ; আর, শ্রীকৃষ্ণ আমা হইতে শ্রেষ্ঠ—বড় ; সুতরাং আমি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রাহ্য—অনুগ্রহের পাত্র. আর শ্রীকৃষ্ণ আমার অনুগ্রাহক ; শ্রীকৃষ্ণ আমার আরাধ্য—সেব্য ; আর আমি শ্রীকৃষ্ণের আরাধক—সেবক, দাস”—যে রতি এতাদৃশ অভিমান জন্মায়, তাহাকে বলে “প্রীতি বা দাস্যরতি।” এ-স্থলে “প্রীতি”-শব্দ পরিভাষিক বা বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। “শ্রীকৃষ্ণ আমার আরাধ্য বা সেব্য”-ইহাই হইতেছে এতাদৃশী রতির প্রাণ। শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার এতাদৃশী রতি জন্মে, অন্য কোনও বিষয়েই তাঁহার প্রীতি বা আসক্তি থাকে না ; তাঁহার আসক্তি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই সর্ব্বতোভাবে কেন্দ্রীভূত হয়।

পূর্ব্বে যে শান্তরতির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতেও দেখা গিয়াছে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই আসক্তি থাকে, অন্যত্র আসক্তি কিঞ্চিন্মাত্রও থাকে না। দাস্যরতিতেও তদ্রূপই দৃষ্ট হয়। দাস্যরতির

বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে—ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার—সেবার, সেবাদ্বারা প্রীতিবিধানের—বাসনা আছে ; শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের বাসনা আছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে যে মমত্ববুদ্ধি জন্মে, তাহাও জানা যায়। কিন্তু শান্তরতিতে মমত্ববুদ্ধি নাই, মমত্ববুদ্ধিমূলা সেবাবাসনাও নাই।

উদাহরণ :—

"দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো নরকে বা নরকান্তক প্রকামম্।
অবধীরিতশারদারবিন্দৌ চরণৌ তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি ॥

—মুকুন্দমালা। ভ, র, সি, ২।৫।১৫॥

—হে নরকান্তক (শ্রীকৃষ্ণ)! স্বর্গে, কিম্বা পৃথিবীতে, কিম্বা নরকেই আমার বাস হয়, হউক (তাহাতে কোনও দুঃখ নাই); কিন্তু মরণকালেও যেন তোমার শরৎকালীন-পদ্মনিন্দি চরণদ্বয়ের চিন্তা করিতে পারি।"

এই উদাহরণে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই আসক্তি, অন্যবস্তুতে আসক্তিহীনতা, প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-চিন্তার কথায়, ভক্তের স্ব-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রাহ্যত্বের ভাব এবং শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে আরাধ্যত্বাত্মিকা রতিও সূচিত হইয়াছে।

১২৯। সখ্যরতি

"যে স্যুস্তুল্যা মুকুন্দস্য তে সখায়ঃ সতাং মতাঃ।
সাম্যাদ্‌বিশ্রম্ভরূপৈষাং রতিঃ সখ্যমিহোচ্যতে।
পরিহাস-প্রহাসাদিকারিণীয়মযন্ত্রণা॥ ভ, র, সি, ২।৫।১৬॥

—রতির স্বরূপগত স্বভাববশতঃই যাঁহাদের মধ্যে এইরূপ অভিমান জন্মে যে, 'আমরা কৃষ্ণের তুল্য, সমান', তাঁহাদিগকে কৃষ্ণের সখা বলা হয়। সমভাবত্ব হেতু তাঁহাদের রতি হয় বিশ্রম্ভরূপা—সঙ্কোচ-হীনা। এতাদৃশী রতিকে সখ্যরতি বলা হয়,। সঙ্কোচহীনা বলিয়া এই সখ্যরতি পরিহাস-প্রহাস-কারিণী হইয়া থাকে ; ইহা অযন্ত্রণাও—অর্থাৎ 'আমি কৃষ্ণের অনুগ্রাহ্য, কৃষ্ণের অধীন'-এইরূপ ভাব এই রতিতে থাকেনা।"

যাঁহারা সখ্যরতির আশ্রয়, রতির স্বভাবশতঃই তাঁহারা মনে করেন—"আমরা শ্রীকৃষ্ণের সমান, শ্রীকৃষ্ণও আমাদের সমান ; আমাদিগ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ কোনও বিষয়েই বড় নহেন।" তাঁহাদের মনে এইরূপ ভাব বিরাজিত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে কোনওরূপ সঙ্কোচই তাঁহাদের মনে স্থান পায়না ; তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত হাস্য-পরিহাসও করেন, শ্রীকৃষ্ণের কাঁধেও চড়েন, শ্রীকৃষ্ণকেও কাঁধে করেন। দাস্যরতির পরিকরদের ন্যায়, তাঁহারা কখনও নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রাহ্য এবং শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের অনুগ্রাহক মনে করেন না। সমত্বভাব, সঙ্কোচহীনতাদি হইতেছে দাস্যরতি হইতে সখ্যরতির বৈশিষ্ট্য।

উদাহরণ ঃ—

"মাং পুষ্পিতারণ্যদিদৃক্ষয়াগতং নিমেষ-বিশ্লেষ-বিদীর্ণমানসাঃ।
তে সংস্পৃশন্তঃ পুলকাঞ্চিতশ্রিয়ো দূরাদহংপূর্ব্বিকয়াদ্য রেমিরে॥

ভ, র, সি, ২।৫।১৭॥

—(ব্রহ্মা যে গোপবালকগণকে অপহরণ করিয়াছিলেন, রজনীযোগে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সম্বন্ধে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন) অদ্য আমি কুসুমশোভিত বৃন্দাবনের শোভা দর্শনের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে গিয়াছিলাম ; আমার সহিত নিমেষ-পরিমিত কালের বিরহেও তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমি যখন ফিরিয়া আসিতেছিলাম, তখন দূর হইতে আমাকে দেখিয়া-'আমি আগে কৃষ্ণকে স্পর্শ করিব, আমি আগে কৃষ্ণকে স্পর্শ করিব'-এই রূপ বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাঁহারা পুলকাঞ্চিত-কলেবরে আমাকে স্পর্শ করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।"

১৩০। **বাৎসল্যরতি**

"গুরবো যে হরেরস্য তে পূজ্যা ইতি বিশ্রুতাঃ।
অনুগ্রহময়ী তেষাং রতির্বাৎসল্যমুচ্যতে।
ইদং লালনভব্যাশীশ্চিবুকস্পর্শনাদিকৃৎ॥ ভ, র, সি, ২।৫।১৯॥

—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের গুরুস্থানীয়, তাঁহারা তাঁহার পূজ্য। তাঁহাদিগের অনুগ্রহময়ী রতিকে বাৎসল্য বলে। এই বাৎসল্যে লালন, মঙ্গল-ক্রিয়াসম্পাদন, আশীর্ব্বাদ ও চিবুক-স্পর্শাদি প্রকাশ পায়।"

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুরুস্থানীয় কেহ নাই, পূজ্যও কেহ নাই, থাকিতেও পারে না। তথাপি রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে বাৎসল্যরসের আস্বাদন যাহাতে সম্ভবপর হইতে পারে, তজ্জন্য তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের মধ্যে এমন পরিকরও আছেন, চিত্তস্থিত কৃষ্ণরতির প্রভাবে যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতাদি গুরুজন—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পূজ্য। তাঁহাদের কৃষ্ণরতির প্রভাবে তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণেরও তদনুরূপ ভাব জন্মে। তাঁহারা মনে করেন—"আমরা শ্রীকৃষ্ণের লালক, পালক. অনুগ্রাহক ; আর শ্রীকৃষ্ণ আমাদের লাল্য, পাল্য অনুগ্রাহ্য।" ইঁহাদের এই অনুগ্রহময়ী রতিকে বাৎসল্য রতি বলে। এই বাৎসল্য রতির প্রভাবে তাঁহারা সন্তান-জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের লালন-পালন করেন, শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা উৎকণ্ঠিত- যে-সমস্ত ক্রিয়াকলাপে শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল হওয়ার সম্ভাবনা, তাঁহারা সে-সমস্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করেন, শ্রীকৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদও করেন, স্নেহবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের চিবুক-স্পর্শাদিও করিয়া থাকেন। ব্রজে শ্রীনন্দ-যশোদা হইতেছেন বাৎসল্যভাবের মুখ্য পরিকর।

উদাহরণ ঃ—

"অগ্রাসি যন্নিরভিসন্ধিবিরোধভাজঃ কংসস্য কিঙ্করগণৈর্গিরিতোঽপ্যুদগ্রৈঃ।
গাস্তত্র রক্ষিতুমসৌ গহনে মুহুর্মে বালঃ প্রয়াত্যবিরতং বত কিং করোমি॥

—অকারণ-বিরোধকারী কংসের পর্ব্বত-অপেক্ষাও গুরুতর কিঙ্করগণ গোসকল হরণ করিয়াছে শুনিয়া আমার কোমল বালক গোগণের রক্ষার নিমিত্ত অবিরত বনে গমন করিতেছে। হায়! আমি কি করিব?”

ইহা যশোদামাতার উক্তি। কংসচর হইতে শ্রীকৃষ্ণের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন।

“স্নুতমঙ্গুলিভিঃ স্নুতস্তনী চিবুকাগ্রে দধতী দয়ার্দ্রধীঃ।
সমলালয়দালয়াৎ পুরঃ স্থিতিভাজং ব্রজরাজগেহিনী ॥ ভ, র সি, ২।৫।১৯॥

—গৃহাগ্রবর্ত্তী পুত্রকে দেখিয়া স্নুতস্তনী ব্রজরাজগেহিনী যশোদা দয়ার্দ্রচিত্তে অঙ্গুলিদ্বারা তাঁহার চিবুক-স্পর্শ করিয়া তাঁহার লালন করিতে লাগিলেন।”

১৩১। প্রিয়তা বা মধুরা রতি

“মিথো হরের্মৃগাক্ষ্যাশ্চ সম্ভোগস্যাদিকারণম্।
মধুরাপরপর্য্যায়া প্রিয়তাখ্যোদিতা রতিঃ।
অস্যাং কটাক্ষভ্রূক্ষেপপ্রিয়বাণীস্মিতাদয়ঃ ॥ ভ, র সি, ২।৫।২০ ॥

—শ্রীকৃষ্ণ এবং (কৃষ্ণকান্তা) মৃগনয়নাদিগের পরস্পর স্মরণ-দর্শনাদি অষ্টবিধ সম্ভোগের আদিকারণের নাম প্রিয়তা। এই প্রিয়তার আর একটী নাম হইতেছে মধুরা (মধুরা রতি)। ইহাতে কটাক্ষ, ভ্রূবিক্ষেপ, প্রিয়বাক্য এবং হাস্যাদি প্রকাশ পায়।”

শ্লোকস্থ “মিথঃ—পরস্পর”-শব্দে মৃগনয়না কৃষ্ণকান্তাগণের এবং শ্রীকৃষ্ণেরও রতি সূচিত হইতেছে। টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—“ভক্তের চিত্তে যে শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতি থাকে, তাহাই রসত্ব প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে যে ভক্তবিষয়া রতি থাকে, তাহা হইতেছে রসবিষয়ে উদ্দীপন।”

তৎপর্য্য এই। প্রিয়ত্ব-বস্তুটী হইতেছে পারস্পরিক; শ্রীকৃষ্ণ যেমন ভক্তদের প্রিয়, ভক্তগণও তেমনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। ভক্তদের চিত্তে থাকে শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী রতি; আর, শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে থাকে ভক্তবিষয়িণী রতি। ভক্তবিষয়িণী রতি হয় ভক্তচিত্তস্থিতা রতির উদ্দীপন।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—নিরুক্তি অনুসারে, প্রিয়ার ভাব হইতেছে প্রিয়তা; “প্রিয়ায়া ভাবঃ প্রিয়তেতি নিরুক্তেঃ।” পাচিকার ভাবকে যেমন পাচকত্ব বলা হয়, তদ্রূপ।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে কৃষ্ণকান্তাদিগের যে রতি, তাহার নামই “প্রিয়তা”, বা “মধুরা রতি।” ইহাকে “কান্তারতিও” বলা হয়।

উদাহরণ :—

"চিরমুৎকণ্ঠিতমনসো রাধামুরবৈরিণোঃ কোঽপি।
নিভৃতনিরীক্ষণজন্মা প্রত্যাশাপল্লবো জয়তি ॥ ভ, র, সি, ২।৫।২০॥

—চিরকাল উৎকণ্ঠিতমনা শ্রীশ্রীরাধামাধবের নির্জন-নিরীক্ষণজনিত প্রত্যাশাপল্লব জয়যুক্ত হউক।"

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ পরস্পরের নির্জন-দর্শনের নিমিত্ত উভয়েই উৎকণ্ঠিত। নির্জনদর্শন-লাভে তাঁহাদের উভয়ের প্রত্যাশাই পূর্ণ হইয়াছে। এ-স্থলে দর্শনরূপ সম্ভোগের আদিকারণ হইতেছে প্রিয়তা। শ্রীরাধার দর্শনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের যে উৎকণ্ঠা, তাহার হেতু হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তস্থিত শ্রীরাধাবিষয়া রতি ; এই রতি শ্রীরাধাচিত্তস্থিত শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতির উদ্দীপন হইয়াছে।

১৩২। পঞ্চবিধা মুখ্যারতির স্বাদবৈচিত্রী

পূর্ব্ববর্ত্তী কতিপয় অনুচ্ছেদে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও প্রিয়তা বা মধুরা—এই পাঁচ রকমের মুখ্যা রতির কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—উল্লিখিত পঞ্চবিধা রতির সকলেই কি সমান, অর্থাৎ সমানরূপে আস্বাদ্য? না কি তাহাদের আস্বাদ্যত্বের তারতম্য আছে ? যদি সমানই হয়, তাহা হইলে সকলেরই সকল রতিতে প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভব ; কিন্তু দেখা যায়—কাহারও কোনও রতিতে প্রবৃত্তি আছে ; আবার কাহারও বা কোনও রতিতে প্রবৃত্তি নাই। আর যদি ঐ-সকল রতির তারতম্য থাকে, তাহা হইলে সর্বোৎকর্ষময়ী যে রতি, সেই রতিতেই সকলের প্রবৃত্তি হওয়া স্বাভাবিক ; কিন্তু দেখা যায়—সকলের একই রতিতে প্রবৃত্তি হয় না, ভিন্ন ভিন্ন রতিতে ভিন্ন ভিন্ন লোকের প্রবৃত্তি হয় ; ইহার হেতু কি ?

এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥২।৫।২১।

—এই পঞ্চবিধা মুখ্যা রতি উত্তরোত্তর স্বাদবিশেষোল্লাসময়ী হইলেও বাসনা অনুসারে কাহারও নিকটে কোনও রতি স্বাদময়ী বলিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।"

এ-স্থলে বলা হইল—শান্তাদি পঞ্চবিধা রতি সকলে সমান-স্বাদবিশিষ্টা নহে ; তাহাদের স্বাদ উত্তরোত্তর উৎকর্ষময়—শান্ত অপেক্ষা দাস্যের, দাস্য অপেক্ষা সখ্যের, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যের এবং বাৎসল্য অপেক্ষা প্রিয়তার বা মধুরা রতির উৎকর্ষ বেশী। সুতরাং মধুরা রতিই সর্ব্বাধিকরূপে উৎকর্ষময়ী। তথাপি কিন্তু মধুরা রতিতেই সকলের প্রবৃত্তি দেখা যায় না ; কাহারও শান্তরতিতে, কাহারও দাস্যরতিতে, কাহারও সখ্যরতিতে, কাহারও বাৎসল্যে এবং কাহারও বা মধুরারতিতে প্রবৃত্তি দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রতিতে প্রবৃত্তির হেতু হইতেছে—তাঁহাদের বাসনা—প্রাচীন-বাসনা। পূর্ব্বজন্মার্জিত সংস্কার অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর জন্য বাসনা

জন্মে, ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে রুচি জন্মে। লৌকিক জগতেও দেখা যায়—কাহারও কটু বস্তুতে রুচি, কাহারও অম্লবস্তুতে রুচি, কাহারও বা মিষ্ট বস্তুতে রুচি। প্রাচীন-বাসনাভেদবশতঃই লোকের রুচিভেদ। এজন্যই শান্তাদিরতি উত্তরোত্তর উৎকর্ষময়ী হইলেও বাসনাভেদে বা রুচিভেদে সকলের একই রতিতে প্রবৃত্তি হয় না; কাহারও শান্তরতিতে, কাহারও দাস্য রতিতে, কাহারও সখ্যরতিতে, ইত্যাদিরূপে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে।

লৌকিক জগতে দেখা যায়—কাহারও কাহারও অম্ল এবং মিষ্ট উভয়বিধ বস্তুতেই রুচি আছে। শান্তাদি রতির মধ্যে তদ্রূপ একাধিক রতিতে কাহারও প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে কি না? উত্তর—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শান্ত হইতেছে মমতাগন্ধহীন; কিন্তু দাস্যাদি চতুর্ব্বিধা রতি হইতেছে প্রত্যেকেই মমতাবুদ্ধিময়ী; সুতরাং শান্তের সঙ্গে দাস্যাদির মিশ্রণ সম্ভব নয়; অবশ্য দাস্যাদি চতুর্ব্বিধা রতির প্রত্যেকের মধ্যেই শান্তের গুণ কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা আছে; কিন্তু শান্তে দাস্যাদির ভাব নাই। দাস্য-সখ্যের মিশ্রণ সম্ভব, দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের মিশ্রণও সম্ভব। সঙ্কুলা রতির প্রসঙ্গেই পূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে (১২৭ক-অনুচ্ছেদে)। কিন্তু মধুরা রতির সঙ্গে বাৎসল্যরতির মিশ্রণ সম্ভব নয়; একই ভক্তের পক্ষে একই সময়ে একই কৃষ্ণকে প্রাণবল্লভ এবং পুত্র মনে করা সম্ভব নহে। তথাপি মধুরা রতিতেও শান্তাদি চতুর্ব্বিধা রতির গুণ বর্ত্তমান—শান্তের কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা, দাস্যের সেবা, সখ্যের সঙ্কোচহীনতা এবং বাৎসল্যের মঙ্গলেচ্ছাদি মধুরাতেও আছে। এ-সম্বন্ধে একটু বিশেষ আলোচনা ৫।১৩-১৪-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

গৌণীরতি

১৩৩। গৌণীরতি

পঞ্চবিধা মুখ্যা রতির কথা বলিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গৌণীরতির কথা বলিয়াছেন।

"বিভাবোৎকর্ষজো ভাববিশেষো যোঽনুগৃহ্যতে।
সংকুচন্ত্যা স্বয়ং রত্যা সা গৌণী রতিরুচ্যতে ॥২।৫।২২॥

—(আলম্বন-) বিভাবের উৎকর্ষজনিত যে ভাববিশেষ স্বয়ং সঙ্কোচবতী রতিদ্বারা অনুগৃহীত (প্রকটিত) হয়, তাহাকে গৌণী রতি বলে।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"বিভাবত্বমত্রালম্বনত্বম্—শ্লোকস্থ 'বিভাব'-শব্দে 'আলম্বন-বিভাব' বুঝায়।" আলম্বন দুই রকমের—বিষয়ালম্বন (শ্রীকৃষ্ণ) এবং আশ্রয়ালম্বন (ভক্ত)। এই উভয়ের উৎকর্ষজনিত ভাববিশেষ, স্বয়ং সঙ্কোচবতী রতিকর্ত্তৃক প্রকটীকৃত হইলে তাহাকে গৌণী রতি বলে। "সঙ্কুচন্ত্যা রত্যা"-শব্দসম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"ভাববিশেষস্যৈব তত্র তত্র প্রকটমুপলভ্যমানত্বাৎ সঙ্কুচন্ত্যেবেতি—সে-সে স্থলে ভাববিশেষেরই প্রকটত্ব উপলব্ধ হয় বলিয়া রতি যেন সঙ্কুচিত বলিয়াই মনে হয়।" তাৎপর্য্য এই যে—স্বয়ং-রতির অনুগ্রহেই ভাববিশেষ (যাহাকে গৌণীরতি বলা হয়, সেই ভাববিশেষ) প্রকটীভূত হয়; তখন প্রকটীভূত ভাববিশেষই প্রধানভাবে

লক্ষ্যের বিষয় হয়, স্বয়ং রতি (যাহার অনুগ্রহে ভাববিশেষ প্রকটীভূত হয়, সেই রতি) তদ্রূপ হয় না; তাহাতে মনে হয়—রতি যেন সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে।

স্বয়ং-সঙ্কোচবতী রতিদ্বারা প্রকটীভূত ভাববিশেষকে গৌণী রতি বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে যাইয়া শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"কিন্তু 'সা মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতিবৎ' গৌণী ঔপচারিকীত্যর্থঃ—'মঞ্চসমূহ চীৎকার করিতেছে'-এ-স্থলে মঞ্চের চীৎকার যেমন গৌণ বা ঔপচারিক, তদ্রূপ ঐ-ভাববিশেষের রতিত্বও গৌণ বা ঔপচারিক।" কোনও মঞ্চের উপরে অবস্থিত লোকগণ যখন চীৎকার করিতে থাকে, তখন যদি বলা হয়—"মঞ্চ চীৎকার করিতেছে", তাহা হইলে গৌণ বা ঔপচারিক ভাবেই ঐরূপ বলা হয়; কেননা, মঞ্চ চীৎকার করিতে পারে না; মঞ্চস্থ লোকগণের চীৎকারই মঞ্চে উপচারিত হইয়া থাকে। তদ্রূপ, এ-স্থলে স্বয়ংরতির রতিত্বই ভাববিশেষে উপচারিত হইয়া থাকে; কেননা, স্বয়ংরতির রতিত্ববশতঃই ভাববিশেষের রতিত্ব বা আস্বাদ্যত্ব, স্বয়ংরতির অনুগ্রহেই ভাববিশেষের প্রকটন; যেমন মঞ্চস্থ লোকসমূহের চীৎকারেই মঞ্চের চীৎকারকারিত্ব, তদ্রূপ। স্বয়ংরতি স্বীয় আস্বাদ্যত্ব সেই ভাববিশেষে সঞ্চারিত করিয়াই তাহাকে আস্বাদ্যত্ব (রতিত্ব) দান করিয়া থাকে। যেমন মিষ্ট অম্বলে চিনির মিষ্টত্বই অম্বলে সঞ্চারিত হয়, অম্বলের মিষ্টত্ব যেমন ঔপচারিক, মিষ্টত্ব বাস্তবিক চিনিরই, তদ্রূপ। এইরূপে, প্রকৃত প্রস্তাবে আস্বাদ্যত্ব রতিরই, সেই ভাববিশেষে তাহা উপচারিত হয় বলিয়া ভাববিশেষকে গৌণী বা ঔপচারিকী রতি বলা হয়।

ক। গৌণীরতির প্রকারভেদ

হাস্য, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় ও জুগুপ্সা-এই সাতটী ভাববিশেষ সঙ্কোচবতী মুখ্যা রতিকর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া গৌণীরতি বলিয়া অভিহিত হয়। "হাসো বিস্ময় উৎসাহঃ শোকঃ ক্রোধো ভয়ং তথা। জুগুপ্সা চেত্যসৌ ভাববিশেষঃ সপ্তধোদিতঃ॥ ভ, র, সি, ২।৫।২২॥"

এইরূপে দেখা গেল, গৌণী রতি হইতেছে সাতটী—হাসরতি, বিস্ময়রতি, উৎসাহ রতি, শোকরতি, ক্রোধরতি, ভয়রতি এবং জুগুপ্সারতি। ইহাদের বিবরণ পরে দেওয়া হইবে।

খ। গৌণী রতি সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা

"অপি কৃষ্ণবিভাবত্বমাদ্যষট্কস্য সম্ভবেৎ।
স্যাদ্দেহাদিবিভাবত্বং সপ্তম্যাস্তু রতের্বশাৎ॥ ভ, র, সি, ২।৫।২৩॥

—মুখ্যারতির অধীন বলিয়া হাস, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ ও ভয়-এই ছয়টীর কৃষ্ণবিভাবত্বও (কৃষ্ণালম্বনত্বও) সম্ভব হয় (কেননা, তাহাদের তদনুকূল যোগ্যতা আছে); কিন্তু মুখ্যা রতির বশ্যতাতেই সপ্তমী জুগুপ্সা রতির দেহাদির বিভাবত্বই সম্ভব, কৃষ্ণবিভাবত্ব সম্ভব নয়-(কেননা, ইহার তদনুরূপ যোগ্যতা নাই)।" শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর টীকানুযায়ী অনুবাদ।

উদাহরণে এই বিষয়টী স্পষ্টীকৃত হইবে।

"হাসাদাবত্র ভিন্নেঽপি শুদ্ধসত্ত্ববিশেষতঃ।
পরার্থায়া রতের্যোগাদ্ রতিশব্দঃ প্রযুজ্যতে॥ ভ, র, সি, ২।৫।২৪॥

—কৃষ্ণরতি হইতেছে শুদ্ধসত্ত্ববিশেষস্বরূপা ; কিন্তু হাস-বিস্ময়াদি শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষস্বরূপ নহে ; সুতরাং তাহারা হইতেছে বস্তুতঃ কৃষ্ণরতি হইতে ভিন্ন ; পরার্থারতির (৭।১২৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) সহিত সম্বন্ধ বশতঃই হাস-বিস্ময়াদিতে রতি-শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।" (অর্থাৎ হাস-বিস্ময়াদি-স্থলে রতি শব্দের গৌণী-প্রয়োগ)।"

"হাসোত্তরা রতি র্যা স্যাৎ সা হাসরতিরুচ্যতে।
এবং বিস্ময়রত্যাদ্যা বিজ্ঞেয়া রতয়শ্চ ষট্।
কঞ্চিৎ কালং ক্বচিদ্ভক্তে হাসাদ্যাঃ স্থায়িতামমী।
রত্যা চারুকৃতা যান্তি তল্লীলাদ্যনুসারতঃ।
তস্মাদনিয়তাধারাঃ সপ্ত সাময়িকা ইমে।
সহজা অপি লীয়ন্তে বলিষ্ঠেন তিরস্কৃতাঃ॥ ভ, র, সি, ২।৫।২৫-২৬॥

["নিয়তাধারাঃ" = (নিয়ত + আধারাঃ) নিয়ত (সর্ব্বদা) আধারে (আশ্রয়রূপ ভক্তে) বর্ত্তমান থাকে যাহারা, তাহারা হইতেছে "নিয়তাধারাঃ"। আর "অনিয়তাধারাঃ" = ন নিয়তাধারাঃ— যাহারা "নিয়তাধারাঃ" নহে, যাহারা তাহাদের আধারে (আশ্রয়রূপ ভক্তে) নিয়ত বর্ত্তমান থাকেনা।]

—যে রতির উত্তরে (শেষে) হাস্য আছে, তাহাকে হাস-রতি বলে ; বিস্ময়াদি ছয়টী রতিসম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে (অর্থাৎ যে রতির উত্তরে বিস্ময় আছে, তাঁহাকে বিস্ময়-রতি বলে ; ইত্যাদি)। এই সকল হাসাদি রতি, সেই-সেই লীলানুসারে মুখ্যা পরার্থা রতিদ্বারা অনুগৃহীতা হইয়া কোনও কোনও ভক্তে কিছু কালের জন্য স্থায়িত্ব লাভ করে (দাস্যাদি রতির ন্যায় সর্ব্বদা স্থায়ী হয় না)। এজন্য এই সাতটী গৌণী রতি হইতেছে সাময়িকী, অনিয়তাধারা (অর্থাৎ শান্ত-দাস্যাদি রতি যেমন নিয়তই—সর্ব্বদাই অবিচ্ছিন্ন ভাবে—স্ব-স্ব আধারে বা আশ্রয়ে-- শান্ত-দাস্যাদি ভক্তে—বিরাজ করে, হাসাদি সপ্ত গৌণী রতি তদ্রূপ স্ব-স্ব-আধারে বা আশ্রয়ে নিয়ত—সর্ব্বদা বিরাজ করে না, সাময়িক ভাবেই তাহাদের অভ্যুদয় হইয়া থাকে)। (যদি বলা যায়—হাসাদির মধ্যেও কোনও কোনও ভাব কোনও কোনও ভক্তে সহজ—সর্ব্বদা অবস্থিত—দৃষ্ট হয় ; এ স্থলে হাসাদিকে তো নিয়তাধারই বলা যায়, সর্ব্বতোভাবে অনিয়তাধার কিরূপে বলা যায় ? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে—কোনও কোনও স্থলে হাসাদি ভাব) সহজ হইলেও বলিষ্ঠ ভাবের দ্বারা (রতি হইতে উত্থিত বিরোধী ভাবের দ্বারা) তিরস্কৃত হইয়া লয় প্রাপ্ত হয় (সুতরাং হাসাদি ভাব সহজ হইলেও সময়বিশেষে যখন লয় প্রাপ্ত হয়, আধার বা আশ্রয়কে ছাড়িয়া যায়, তখন তাহাদিগকে নিয়তাধার বলা যায় না)।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"তদেবং গৌণীনাং রতীনাং হাসাদয় এব সংজ্ঞাঃ। পরার্থায়াস্তু হাসরত্যাদয় ইত্যাহ হাসোত্তরেতি॥—'হাসোত্তরা"-ইত্যাদি বাক্যে যাহা বলা

হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, গৌণীরতিসমূহের সংজ্ঞা হইতেছে হাস-বিস্ময়াদি ; হাসরতি, বিস্ময়রতি-ইত্যাদি তাহাদের সংজ্ঞা নহে। পরার্থা মুখ্যা রতিরই হাসরতি, বিস্ময়রতি ইত্যাদি সংজ্ঞা।” তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—হাস, বিস্ময়াদি বাস্তবিক রতি নহে ; কেননা, হাস-বিস্ময়াদিতে রতির স্বরূপ-লক্ষণ নাই। স্বরূপ-লক্ষণে রতি হইতেছে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ; হাস-বিস্ময়াদি কিন্তু শুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপ নহে। স্বার্থা রতি এবং পরার্থা রতি এই উভয়ই শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা—স্বরূপ-শক্তির বিলাসবিশেষ। শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা পরার্থা রতির দ্বারা যখন অনুগৃহীত হয়, তখনই ঔপচারিকভাবে হাসাদির রতিত্ব জন্মে। এজন্যই বলা হইয়াছে—হাসোত্তরা রতিকে হাসরতি, বিস্ময়োত্তরা রতিকে বিস্ময়রতি-ইত্যাদি বলা হয়। পরার্থা রতি হাসভাবকে অনুগৃহীত করিয়া যখন নিজে সঙ্কুচিতের ন্যায় থাকে, হাসকেই প্রকটিত করে, তখন সেই হাস্যকে বলে হাসরতি ; আগে রতি, পরে রতির কৃপায় হাসের রতিত্ব ; ইহাই হইতেছে “হাসোত্তরা রতি।”

শান্ত-দাস্যাদি রতি যেমন সর্ব্বদা অবিচ্ছিন্ন ভাবে ভক্তচিত্তে বিরাজিত থাকে, হাসাদি রতি তদ্রূপ থাকে না ; লীলানুসারে কোনও আগন্তুক কারণবশতঃ হাসাদির উদয় হয় ; তখন পরার্থা রতির কৃপায় হাসাদি রতিত্ব বা আস্বাদ্যত্ব লাভ করে। এজন্য হাসাদি সাতটী গৌণী রতি হইতেছে সাময়িকী, “অনিয়তাধারা—আধারে বা আশ্রয়ে নিয়ত-অবস্থিতিহীনা”। শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন,

শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুররস নাম। কৃষ্ণভক্তিরসমধ্যে এ-পঞ্চ প্রধান ॥
হাস্যাদ্ভুত-বীর-করুণ-রৌদ্র-বীভৎস-ভয়। পঞ্চবিধভক্তে গৌণ সপ্তরস হয় ॥
পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপি রহে ভক্তমনে। সপ্তগৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে ॥
—শ্রীচৈ, চ, ২।১৯।১৫৯-৬১॥

যাহা হউক, ইহার পরে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

“কাপ্যব্যভিচরন্তী সা স্বাধারান্ স্ব-স্বরূপতঃ।
রতিরাত্যন্তিকস্থায়ী ভাবো ভক্তজনেঽখিলে।
স্যুরেতস্যা বিনাভাবাদ্‌ভাবাঃ সর্ব্বে নিরর্থকাঃ ॥২।৫।২৭॥

—সেই (দাস্যাদি মুখ্যা) রতি স্ব-স্বরূপে কখনও স্বীয় আধারস্বরূপ ভক্তকে অতিক্রম (ত্যাগ) করেনা ; সমস্ত ভক্তজনে এতাদৃশী রতিই হইতেছে আত্যন্তিক স্থায়ী ভাব। এই মুখ্যা রতি ব্যতীত হাসাদি সমস্তভাবই নিরর্থক।”

টীকায় শ্রীলমুকুন্দদাসগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—বাৎসল্যের আধার বসুদেব কংসকারাগারে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন ; বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুনও শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায়—বাৎসল্য-সখ্যাদি মুখ্যা রতিরও ব্যভিচার হয় ; সুতরাং মুখ্যা রতি কখনও স্বীয় আধারকে ত্যাগ করে না—ইহা কিরূপে বলা চলে ? এই প্রশ্নের উত্তরে গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—বসুদেবের

বা অর্জ্জুনের স্তবাদিতেও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহাদের প্রীতির উদয় দৃষ্ট হয় ; শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহাদের প্রীতি না থাকিলে তাঁহারা স্তবাদিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের চেষ্টা করিবেন কেন ? প্রীতিতেও রতিত্ব বিদ্যমান। স্তবাদি-স্থলে রতি বাৎসল্য বা সখ্যরূপে আত্মপ্রকট না করিলেও প্রীতিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ; সুতরাং রতির স্বরূপের ব্যভিচার হয় নাই। মূল-শ্লোকেও বলা হইয়াছে—মুখ্যারতি স্বরূপতঃ (স্বরূপ হইতে) ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় না।

যাহা হউক, ভক্তের মধ্যে ক্রোধাদি স্থায়ী না হইলেও কৃষ্ণবিরোধী অসুরগণের মধ্যে স্থায়ী হইতে পারে ; কিন্তু স্থায়ী হইলেও শ্রীকৃষ্ণে রতিশূন্য বলিয়া (প্রাতিকুল্যময় বলিয়া) তাহারা সে-স্থলে ভক্তিরসযোগ্যতা লাভ করে না।

বিপক্ষাদিষু যান্তোঽপি ক্রোধাদ্যাঃ স্থায়িতাং সদা।
লভন্তে রতিশূন্যত্বান্ন ভক্তিরসযোগ্যতাম্ ॥ ভ, র, সি, ২।৫।২৮॥

অসুরাদি বিপক্ষদিগের ভাব তো বিরুদ্ধ। অবিরুদ্ধ (অর্থাৎ তটস্থ ও মিত্র) ভাবের দ্বারা স্পৃষ্ট হইলেও নির্বেদাদি সমস্ত সঞ্চারিভাব লয় প্রাপ্ত হয় ; এজন্য নির্বেদাদি সঞ্চারিভাবের স্থায়িত্ব সম্ভব নহে।

অবিরুদ্ধৈরপি স্পৃষ্টা ভাবৈঃ সঞ্চারিণোঽখিলাঃ।
নির্বেদাদ্যা বিলীয়ন্তে নার্হন্তি স্থায়িতাং ততঃ ॥ ভ, র, সি, ২।৫।২৯॥

যেমন, নির্বেদের পক্ষে হর্ষাদি সঞ্চারী ভাব হইতেছে বিরুদ্ধ, দৈন্যাদি হইতেছে মিত্র, শঙ্কাদি হইতেছে তটস্থ। অন্যান্য সঞ্চারীরও এইরূপে বিরুদ্ধাদি বুঝিতে হইবে। যাহার স্পর্শে ভাবের লয়প্রাপ্তি হয়, তাহা যে বিরুদ্ধ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। অবিরুদ্ধ ভাবের দ্বারা স্পৃষ্ট হইলেও নির্বেদাদি সঞ্চারিভাব লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নির্বেদাদি সঞ্চারিভাব কিঞ্চিৎ কালমাত্র স্থায়ী ; এজন্য তাহাদের স্থায়িভাবত্ব সম্ভব নহে।

এজন্য মতি-গর্ব্বাদি সঞ্চারী ভাবেরও স্থায়িতা নাই ; কেহ যদি তাহাদের স্থায়িত্ব আছে বলিয়া মনে করেন, তাহাহইলে তাঁহাকে ভরত-মুনিপ্রভৃতির প্রমাণ দেখাইতে হইবে (অর্থাৎ ভরতাদি মতি-গর্ব্বাদির স্থায়িত্ব স্বীকার করেন না)।

ইত্যতো মতিগর্ব্বাদিভাবানাং ঘটতে ন হি।
স্থায়িতা কৈশ্চিদিষ্টাপি প্রমাণং তত্র তদ্বিদঃ ॥২।৫।৩০॥

কিন্তু পূর্ব্বকথিত হাস-বিস্ময়াদি গৌণী রতি সেই-সেই সঞ্চারী ভাবের দ্বারা পুষ্টতা লাভ করিয়া ভক্তচিত্তে স্থায়িত্ব লাভ করে এবং ভক্তদের রুচিও বিস্তারিত করে।

সপ্ত হাসাদয়স্ত্বেতে তৈস্তৈর্নীতাঃ সুপুষ্টতাম্।
ভক্তেষু স্থায়িতাং যান্তো রুচিরেভ্যো বিতন্বতে ॥২।৫।৩০॥

ইহার সমর্থনে প্রাচীন আচার্য্যদের মতও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উদ্ধৃত হইয়াছে

"অষ্টানামেব ভাবানাং সংস্কারাধায়িতা মতাঃ।
তত্তিরস্কৃতসংস্কারাঃ পরে ন স্থায়িতোচিতাঃ ॥২।৫।৩০॥

—(এক মুখ্যা রতি এবং সপ্ত গৌণী রতি-এই) আটটী ভাবেরই সংস্কার-স্থাপকত্ব সকলের সম্মত (অর্থাৎ এই আটটীই হইতেছে স্থায়ী ভাব)। তদ্ব্যতীত অপর ব্যভিচারিভাবসমূহ বিরুদ্ধ ভাবসমূহের দ্বারা তিরস্কৃত হয় বলিয়া তাহাদের স্থায়িত্ব (স্থায়িভাবত্ব) সঙ্গত হয় না।"

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ রকমের রতিরই বাস্তব রতিত্ব আছে ; এজন্য ইহাদিগকে মুখ্যারতি বলা হয়। বস্তুতঃ শান্ত-দাস্যাদি হইতেছে এক মুখ্যারতিরই পাঁচটী ভেদ। এজন্য উল্লিখিত শ্লোকে এই পাঁচটী রতিকেই এক মুখ্যা রতিরূপে গণনা করা হইয়াছে। আর, মুখ্যা রতির (অবশ্য পরার্থা মুখ্যারতির) দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া হাস-বিস্ময়াদি সাতটী ভাবও সাতটী গৌণী রতিরূপে পরিণত হয়। এইরূপে মোট হইল আটটী রতি—এক মুখ্যা রতি, আর সাত গৌণী রতি। এই আটটী রতিরই স্থায়িভাবত্ব আছে ; সঞ্চারিভাবসমূহের স্থায়িভাবত্ব নাই।

গ। হাসাদির স্থায়িভাবত্ব

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, হাস-বিস্ময়াদি হইতেছে আগন্তুক, অবস্থাবিশেষে তাহারা লয় প্রাপ্তও হয় ; তথাপি তাহাদিগকে স্থায়ী ভাব কিরূপে বলা যাইতে পারে ?

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকায় ইহার উত্তর পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—"যদ্যপি হাসাদীনামপি বলিষ্ঠভাবেন লয় উক্তস্তথাপি তেষাং লয়েঽপি সংস্কারাস্তিষ্ঠন্ত্যেব। অতস্তানাদায় হাসাদীনাং স্থায়িতানির্বাহঃ, ব্যভিচারিভাবানান্তু লয়ে তেষাং সংস্কারা অপি ন সন্তীতি ভেদো জ্ঞেয়ঃ॥ —বলিষ্ঠ ভাবের দ্বারা লয় প্রাপ্ত হইলেও হাসাদি ভাবের সংস্কার থাকিয়া যায়, সংস্কার লয় প্রাপ্ত হয় না। সংস্কারের স্থায়িত্বেই হাসাদি রতির স্থায়িত্ব নির্বাহ হয়। কিন্তু ব্যভিচারিভাবসমূহ লয় প্রাপ্ত হইলে তাহাদের সংস্কারও লয় প্রাপ্ত হয় ; এজন্য ব্যভিচারিভাবসমূহের স্থায়িত্ব-নির্বাহ হয় না। ইহাই হইতেছে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য।"

বিষয়টী অন্য ভাবেও বিবেচনা করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে "হাসোত্তরা রতির্যা"-ইত্যাদি শ্লোকের আলোচনায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর টীকার প্রমাণে বলা হইয়াছে—হাসাদি বাস্তবিক রতি নহে ; হাসাদি যখন পরার্থা মুখ্যা রতিদ্বারা অনুগৃহীত হয়, তখনই তাহাদিগের রতি-সংজ্ঞা হয়। রতিত্ব হইতেছে বাস্তবিক পরার্থা মুখ্যা রতিরই , হাসাদির রতিত্ব ঔপচারিক বা গৌণ। তদ্রূপ স্থায়িত্বও বাস্তবিক মুখ্যা রতিরই, হাসাদির স্থায়িত্বও ঔপচারিক বা গৌণ। যে মুখ্যারতির কৃপায় হাসাদির রতিত্ব সিদ্ধ হয়, সেই মুখ্যা রতির স্থায়িভাবত্বই হাসাদি গৌণী রতিতে উপচারিত হইয়া থাকে।

যাহা হউক, এক্ষণে হাসাদি গৌণী রতির আলোচনা করা যাইতেছে।

১৩৪। হাসরতি

"চেতো বিকাশো হাসঃ স্যাদ্‌বাগ্‌বেশেহাদিবৈকৃতাৎ।
স্বদৃগ্‌ বিকাসনাসৌষ্ঠকপোলস্পন্দনাদিকৃৎ॥
কৃষ্ণসম্বন্ধিচেষ্টোত্থঃ স্বয়ং সঙ্কুচদাত্মনা।
রত্যানুগৃহ্যমাণোহয়ং হাসো হাসরতির্ভবেৎ॥ ভ, র, সি, ২।৫।৩০-৩১॥

—(প্রথমে হাস বা হাস্যের লক্ষণ বলিতেছেন—কাহারও) বাক্য, বেশভূষা এবং চেষ্টাদির বিকৃতি হইতে চিত্তের যে বিকাশ. তাহাকে বলে হাস (হাস্য)। হাস্যের উদয়ে নিজের নেত্রবিকাশ এবং নাসিকা, ওষ্ঠ ও কপোলের স্পন্দনাদি প্রকাশ পায়। (এক্ষণে হাসরতির কথা বলিতেছেন) এই হাস যদি কৃষ্ণসম্বন্ধি-চেষ্টা হইতে (শ্রীকৃষ্ণের বেশ-ভূষার বা চেষ্টাদির বিকৃত বা আস্বাভাবিক অবস্থা হইতে) উত্থিত হয় এবং স্বয়ং সঙ্কোচময়ী পরার্থা মুখ্যারতি দ্বারা যদি অনুগৃহীত হয়, তাহা হইলে তাহাকে হাসরতি বলা হয়।"

উদাহরণ :—

"ময়া দৃগপি নার্পিতা সুমুখি দধ্নি তুভ্যং শপে
সখী তব নিরর্গলা তদপি মে মুখং জিঘ্রতি।
প্রশাধি তদিমাং মুধা চ্ছলিতসাধুমিত্যুচ্যতে
বদত্যজনি দূতিকা হসিতরোধনে ন ক্ষমা॥ ভ, র, সি ২।৫।৩২॥

—(সূর্য্যপূজার ছলে দধি-আদি লইয়া সখীগণের সহিত শ্রীরাধা বৃন্দাবনে গিয়াছেন। বনমধ্যে এক স্থলে দধি-আদি রাখিয়া পুষ্পচয়নার্থ তাঁহারা বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। দধিরক্ষার্থ কোনও দূতীকেও দধির নিকটে রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ সেস্থলে আসিয়া দধিরক্ষিকা দূতীর মুখে শ্রীরাধার বনমধ্যে গমনের কথা শুনিয়া বনমধ্যে গেলেন এবং নির্জনে বিহার করিতে লাগিলেন। এই বিহার-কালে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মুখচুম্বন করিতেছেন, এমন সময়ে বামস্বভাবা এক সখী সে-স্থানে উপনীত হইলে ছলপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন) 'হে সুমুখি! তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি, দধির প্রতি আমি দৃষ্টিপাতও করি নাই; তথাপি তোমার এই নির্লজ্জা সখী (শ্রীরাধা—আমি দধি ভোজন করিয়াছি কিনা, নিশ্চিতরূপে তাহা জানিবার জন্য) আমার মুখের ঘ্রাণ লইতেছেন! আমি সাধু, দধি চুরি করি নাই; তথাপি মিছামিছি ছলনা করিয়া আমাকে চোর প্রমাণ করার চেষ্টা করিতেছেন! তুমি ইঁহাকে নিবৃত্ত কর'—শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কথা বলিলে সেই সখী আর হাসি সম্বরণ করিতে পারিলেন না।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া অকস্মাৎ আগতা সখীর হাস্যের উদয় হইয়াছে; তাঁহার চিত্তস্থিত কৃষ্ণরতির অনুগ্রহে তাঁহার হাস্য হাসরতিতে পরিণত হইয়াছে; রতি হাসিকে অনুগৃহীত করিয়া হাসিকেই প্রকটিত করিয়াছে, নিজে সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে।

১৩৫। বিস্ময়রতি

"লোকোত্তরার্থবীক্ষাদে র্বিস্ময়শ্চিত্তবিস্তৃতিঃ।
অত্র স্যুর্নেত্রবিস্তারসাধূক্তিপুলকাদয়ঃ।
পূর্ব্বোক্তরীত্যা নিষ্পন্নঃ স বিস্ময়রতির্ভবেৎ॥ ভ, র, সি, ২।৫।৩৩॥

—অলৌকিক বিষয়ের দর্শনাদি হইতে চিত্তের যে বিস্তার, তাহার নাম বিস্ময়। ইহাতে নেত্রের বিস্তার, সাধূক্তি এবং পুলকাদি প্রকাশ পায়। এই বিস্ময়ই পূর্ব্বোক্তরীতি অনুসারে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধি-অলৌকিক ব্যাপারের দর্শনাদিতে বিস্ময়ের উদয় হইলে পরার্থা মুখ্যারতিকর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া সেই বিস্ময়ই) বিস্ময়-রতিতে পরিণত হয়।"

উদাহরণ :—

"গবাং গোপালানামপি শিশুগণঃ পাতবসনো লসচ্ছ্রীবৎসাঙ্কঃ পৃথুভুজচতুষ্কৈর্ধৃতরুচিঃ।
কৃতস্তোত্রারম্ভঃ সবিধিভিরজাণ্ডালিভিরলংপরব্রহ্মোল্লাসান্ বহতি কিমিদং হন্ত কিমিদম্॥ ২।৫।৩৩॥

—(এই শ্লোকটী হইতেছে ব্রহ্মমোহন-লীলা-প্রসঙ্গে। শ্রীকৃষ্ণের মঞ্জুমহিমা দর্শনের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণের বয়স্য গোপশিশুগণের বৎসগণকে এবং গোপশিশুগণকেও হরণ করিয়া একস্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তত্তৎ-বৎস-বৎসপালরূপে আত্মপ্রকট করিয়া নরমানে একবৎসর লীলা করিয়াছিলেন। বৎসরান্তে ব্রহ্মা আসিয়া দেখিলেন—তিনি যাঁহাদিগকে হরণ করিয়া নিয়াছিলেন, সেই বৎসপালগণ এবং বৎসগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই বিরাজিত; পরে, তৎক্ষণেই আবার দেখিলেন—প্রত্যেক বৎস এবং প্রত্যেক বৎসপাল-গোপশিশু এক এক চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে বিরাজিত। তিনি দেখিলেন) গাভীদিগের এবং গোপালদিগেরও শিশুগণ (অর্থাৎ বৎসগণ এবং বৎসপাল গোপশিশুগণ) প্রত্যেকেই পীতবসন, শ্রীবৎসচিহ্নধারী, সুপুষ্ট-ভুজচতুষ্টয়ে দীপ্তিমান্, ব্রহ্মার সহিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্তৃক স্তূয়মান পরব্রহ্ম-নারায়ণের উৎকর্ষ ধারণ করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা বিস্ময়ের আতিশয্যে বলিয়া উঠিলেন—'অহো! ইহা কি! ইহা কি!!'"

এ-স্থলে ব্রহ্মার বিস্ময়-রতি উদাহৃত হইয়াছে।

১৩৬। উৎসাহ-রতি

"স্থেয়সী সাধুভিঃ শ্লাঘ্যফলে যুদ্ধাদিকর্ম্মণি। সত্বরা মানসাসক্তিরুৎসাহ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥
কালানপেক্ষণং তত্র ধৈর্য্যত্যাগোদ্যমাদয়ঃ। সিদ্ধঃ পূর্ব্বোক্তবিধিনা স উৎসাহরতির্ভবেৎ॥
—ভ, র, সি, ২।৫।৩৪॥

—সাধুগণকর্ত্তৃক যাহার ফল প্রশংসিত হয়, সেই যুদ্ধাদিকর্ম্মে (যুদ্ধ, দান, দয়া, ধর্ম্মপ্রভৃতি স্বীয় অভীষ্ট কর্ম্মে) মনের যে স্থিরতরা ত্বরাযুক্তা আসক্তি, তাহাকে বলে উৎসাহ। ইহাতে কালের অপেক্ষাহীনতা,

ধৈর্য্যচ্যুতি এবং উদ্যমাদি প্রকাশ পায়। এই উৎসাহ পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে সিদ্ধ হইলে উৎসাহরতিতে পরিণত হয়।”

উদাহরণ ঃ—

“কালিন্দীতটভুবি পত্রশৃঙ্গবংশী-নিক্বাণৈরিহ মুখরীকৃতাম্বরায়াম্।
বিস্ফূর্জ্জন্নঘদমনেন যোদ্ধুকামঃ শ্রীদামা পরিকরমুদ্ভটং ববন্ধ। ভ, র, সি, ২।৫।৩৪॥

—কালিন্দীতটভূমিতে পত্র, শৃঙ্গ ও বংশীধ্বনিতে আকাশমণ্ডল মুখরিত হইতেছিল; সে স্থলে ‘আমার সমান বলীয়ান্ জগতে কে আছে?’ ইত্যাদি বলিয়া হুঙ্কার করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীদামা দৃঢ়রূপে কটিবন্ধন করিলেন।”

১৩৭। শোকরতি

“শোকস্ত্বিষ্টবিয়োগাদ্যৈশ্চিত্তক্লেশভরঃ স্মৃতঃ।
বিলাপ-পাত-নিশ্বাস-মুখশোষ-ভ্রমাদিকৃৎ।
পূর্ব্বোক্তবিধিনৈবায়ং সিদ্ধঃ শোকরতির্ভবেৎ॥২।৫।৩৫।

—ইষ্টবিয়োগাদি (প্রিয়ব্যক্তির সহিত বিরহ, প্রিয়ব্যক্তির অনিষ্টাদির ভাবনা, প্রিয়ব্যক্তির পীড়াদি) হইতে চিত্তের যে অতিশয় ক্লেশ, তাহাকে শোক বলে। এই শোকে বিলাপ, ভূমিতে পতন, নিশ্বাস, মুখশোষ ও ভ্রমাদি প্রকাশ পায়। এই শোক পূর্ব্বোক্ত রীতিতে সিদ্ধ হইলে (অর্থাৎ কৃষ্ণবিষয়ক হইলে) শোকরতি নামে অভিহিত হয়।”

উদাহরণ ঃ—

“রুদিতমনু নিশম্য তত্র গোপ্যো ভৃশমনুরক্তধিয়োঽপ্যশ্রুপূর্ণমুখ্যঃ।
রুরুদুরনুপলভ্য নন্দসূনুং পবন উপারতপাংশুবর্ষবেগে॥ শ্রীভা, ১০।৭।২৫॥

—(কংসপ্রেরিত তৃণাবর্ত্তনামক অসুর ঘূর্ণিবায়ুরূপে ব্রজে আসিয়া প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা সৃষ্টি করিয়া শিশু কৃষ্ণকে লইয়া আকাশে উঠিয়া গেল। কৃষ্ণ পূর্ব্বে যে-স্থানে ছিলেন, যশোদা সে-স্থানে আসিয়া কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন) ঘূর্ণিবাত্যার প্রবল বেগে যে ধূলিবর্ষণ হইতেছিল, তাহা উপরত হইলে যশোদার রোদনধ্বনি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত অনুরক্তচিত্ত গোপীগণ সে-স্থানে আসিয়া নন্দতনয়কে দেখিতে না পাইয়া অশ্রুপূর্ণমুখী হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।”

অথবা,

“‘অবলোক্য ফণীন্দ্রযন্ত্রিতং তনয়ং প্রাণসহস্রবল্লভম্।
হৃদয়ং ন বিদীর্য্যতি দ্বিধা ধিগিমাং মর্ত্ত্যতনোঃ কঠোরতাম্॥ ভ, র, সি, ২।৫।৩৬॥

—(শোকাকুলচিত্তে শ্রীব্রজরাজ নন্দ বলিলেন) সহস্রপ্রাণাপেক্ষাও প্রিয় তনয়কে কালিয়নাগকর্তৃক কবলিত দেখিয়াও যখন আমার হৃদয় দ্বিধা বিদীর্ণ হইলনা, তখন এই মর্ত্ত্যদেহের কঠোরতাকে ধিক্।”

১৩৮। ক্রোধরতি

"প্রাতিকূল্যাদিভিশ্চিত্তজ্বলনং ক্রোধ ঈর্য্যতে। পারুষ্যভ্রূকুটীনেত্রলৌহিত্যাদি-বিকারকৃৎ
এতং পূর্ব্বোক্তবৎ সিদ্ধং বিদুঃ ক্রোধরতিং বুধাঃ। দ্বিধাঽসৌ কৃষ্ণতদ্বৈরি-বিভাবত্বেন কীর্ত্তিতা॥
—ভ, র, সি, ২।৫।৩৬॥

—প্রাতিকূল্যাদি হইতে চিত্তের যে জ্বলন, তাহাকে ক্রোধ বলে। ইহাতে পারুষ্য (নিষ্ঠুরতা), ভ্রূকুটী, নেত্রলৌহিত্যাদি বিকার জন্মে। পূর্ব্বোক্ত রীতিতে সিদ্ধ হইলে এই ক্রোধকে পণ্ডিতগণ ক্রোধরতি বলেন। এই ক্রোধরতি দুই রকমের ; এক রকমে বিভাব হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ ; আর একরকমে বিভাব হইতেছে কৃষ্ণের বৈরী।"

ক। কৃষ্ণবিভাবা ক্রোধরতি

"কণ্ঠসীমনি হরের্দ্যুতিভাজং রাধিকামণিসরং পরিচিত্য।
তং চিরেণ জটিলা বিকটভ্রূভঙ্গভীমতরদৃষ্টির্দদর্শ॥ ভ, র, সি, ২।৫।৩৭॥

—শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠদেশে শ্রীরাধার দীপ্তিময়-মণিহার চিনিতে পারিয়া জটিলা বিকট ভ্রূভঙ্গে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিয়া রহিলেন।"

এই উদাহরণে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার শ্বশ্রূম্মন্যা জটিলার ক্রোধের কথা বলা হইয়াছে। এই ক্রোধ হইতেছে শ্রীকৃষ্ণরতিমূলক, এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন জটিলার রতির বিষয়ালম্বন-বিভাব। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে জটিলার রতি না থাকিলে এই ক্রোধকে ক্রোধরতি বলা হইত না। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে জটিলার রতি আছে বলিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল-কামনা করেন। পরবধূর মণিহার কণ্ঠে ধারণ করিলে শ্রীকৃষ্ণের অমঙ্গল হইবে, লোকসমাজে অপযশঃ হইবে। বিকট-ভ্রূভঙ্গময়ী দৃষ্টিদ্বারা জটিলা শ্রীকৃষ্ণকে জানাইলেন—শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহার বধূ শ্রীরাধার সহিত কোনও সম্বন্ধ না রাখেন। (শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর টীকার মর্ম্ম)

খ। কৃষ্ণবৈরিবিভাবা ক্রোধরতি

"অথ কংসসহোদরোগ্রদাবে হরিমভ্যুদ্যতি তীব্রহেতিভাজি।
রভসাদলিকাম্বরে প্রলম্ব-দ্বিষতোঽভূদ্ভ্রূকুটী পয়োদরেখা॥ ভ, র, সি, ২।৫।৩৮॥

—কংস-সহোদররূপ তীব্রজ্বালাময় উগ্রদাবানলকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে পরিবেষ্টিত দেখিয়া প্রলম্বদ্বেষী বলদেবের ললাটরূপ আকাশে হঠাৎ ভ্রূকুটীরূপা মেঘরেখা উদিত হইল।"

কংস-সহোদররূপ দাবানল হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের বৈরী, এই কৃষ্ণবৈরী দাবানলই হইতেছে বলদেবের ক্রোধের বিষয়—বিভাব। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলদেবের রতি আছে বলিয়াই দাবানলের প্রতি তাঁহার ক্রোধ। কৃষ্ণরতিদ্বারা পুষ্টি লাভ করিয়া এই ক্রোধ ক্রোধরতিতে পরিণত হইয়াছে।

১৩৯। ভয়রতি

"ভয়ং চিত্তাতিচাঞ্চল্যং মন্তুঘোরেক্ষণাদিভিঃ। আত্মগোপন-হৃচ্ছোষ-বিদ্রব-ভ্রমণাদিকৃৎ ॥
নিষ্পন্নং পূর্ব্ববদিদং বুধা ভয়রতিং বিদুঃ। এষাপি ক্রোধরতিবদ্দ্বিবিধা কথিতা বুধৈঃ ॥
—ভ, র, সি, ২।৫।৩৮॥

—অপরাধ হইতে এবং ঘোর (ভয়ঙ্করবস্তু) দর্শনাদি হইতে চিত্তের যে অতিশয় চাঞ্চল্য জন্মে, তাহাকে ভয় বলে। এই ভয়ে আত্মগোপন, চিত্তশোষ, পলায়ন এবং ভ্রমণাদি প্রকাশ পায়। পূর্ব্বোক্তরীতিতে নিষ্পন্ন হইলে পণ্ডিতগণ ইহাকে ভয়রতি বলিয়া থাকেন। ইহাও ক্রোধরতির ন্যায় দুই রকমের—কৃষ্ণবিভাবজা এবং দুষ্টবিভাবজা।

ক। কৃষ্ণবিভাবজা ভয়রতি

"যাচিতঃ পটিমভিঃ স্যমন্তকং শৌরিণা সদসি গান্দিনীসুতঃ।
বস্ত্রগূঢ়মণিরেষ মূঢ়ধীস্তত্র শুষ্যদধরঃ ক্লমং যযৌ ॥ ভ, র, সি, ২।৫।৩৮॥

—অক্রূর বস্ত্রমধ্যে স্যমন্তকমণি গোপন করিয়া সভামধ্যে উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ চাতুর্য্যপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে স্যমন্তকমণি চাহিলে (প্রত্যুত্তরদানে অসামর্থ্যবশতঃ—আমার অন্যায় কর্ম্মের কথা আমার প্রভু জানিতে পারিয়াছেন—ইহা মনে করিয়া) হতবুদ্ধি অক্রূর ভয়ে শুষ্কবদনে ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন।"

এ-স্থলে অক্রূরের অপরাধজনিত ভয়। এই ভয় শ্রীকৃষ্ণরতিমূলক ; শ্রীকৃষ্ণই এই রতির বিষয়ালম্বন-বিভাব। শ্রীকৃষ্ণে অক্রূরের রতি আছে বলিয়াই তাঁহার নিকটে অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া অক্রূরের ভয় জন্মিয়াছে। এইরূপে ইহা হইল কৃষ্ণবিভাবজা ভয়রতি।

খ। দুষ্টবিভাবজা ভয়রতি

"ভৈরবং রুবতি হন্ত গোকুলদ্বারি বারিদনিভে বৃষাসুরে।
পুত্রগুপ্তিধৃতযত্নবৈভবা কম্প্রমূর্ত্তিরভবদ্‌ব্রজেশ্বরী ॥২।৫।৩৮॥

—বারিদসদৃশ বৃষাসুর গোকুলের দ্বারদেশে ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিলে পুত্রের (শ্রীকৃষ্ণের) রক্ষার জন্য যত্নবতী ব্রজেশ্বরী কম্পিতমূর্ত্তি হইয়াছিলেন।"

এ স্থলে বৃষাসুর হইতে শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া ব্রজেশ্বরী যশোদা ভীতা হইয়াছেন। তাঁহার এই ভয়ও কৃষ্ণরতিমূলক হওয়াতে ইহা ভয়রতি হইয়াছে।

১৪০। জুগুপ্সারতি

"জুগুপ্সা স্যাদহৃদ্যানুভবাচ্চিত্তনিমীলনম্।
তত্র নিষ্ঠীবনং বক্ত্রকুণনং কুৎসনাদয়ঃ।
রতেরনুগ্রহাজ্জাতা সা জুগুপ্সারতির্মতা ॥ ভ, র, সি, ২।৫।৩৯॥

—অহৃদ্য (অকাম্য, ঘৃণাস্পদ) বিষয়ের অনুভবে চিত্তের যে নিমীলন বা সঙ্কোচ, তাহাকে জুগুপ্সা বলে। ইহাতে নিষ্ঠীবন (থুথুফেলা), মুখের কুটিলীকরণ এবং কুৎসনাদি প্রকাশ পায়। এই জুগুপ্সা যদি কৃষ্ণরতির অনুগ্রহ হইতে জন্মে, তাহা হইলে তাহাকে জুগুপ্সা রতি বলা হয়।"

উদাহরণ :—

"যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে
নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমাণে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥ ভ, র, সি, ২।৫।৩৭॥

—যে-সময় হইতে আমার মন নব-নব-রসের আলয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-চরণারবিন্দে আনন্দ অনুভব করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেই সময় হইতেই (পূর্ব্বকৃত) নারীসঙ্গমের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইলে আমার মুখবিকৃতি এবং নিষ্ঠীবন প্রকাশ পাইতেছে।"

শ্রীকৃষ্ণচরণে রতি জন্মিয়াছে বলিয়া নারীসঙ্গমাদিকে এতই অহৃদ্য বা ঘৃণাস্পদ মনে হইতেছে যে, পূর্ব্বকৃত নারীসঙ্গমের কথা মনে হইলেও ঘৃণার বা জুগুপ্সার উদয় হইয়া থাকে। কৃষ্ণরতি হইতে এই জুগুপ্সার উদ্ভব বলিয়া ইহা হইতেছে জুগুপ্সারতি।

ভাবসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়

১৪১। ভাবের স্থায়িভাবাখ্যা

"রতিত্বাৎ প্রথমৈকৈব সপ্ত হাসাদয়স্তথা।
ইত্যষ্টৌ স্থায়িনো যাবদ্রসাবস্থাং ন সংশ্রিতাঃ॥ ভ, র, সি, ২।৫।৪০॥

— যে পর্য্যন্ত রসাবস্থা প্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত রতিত্ববশতঃ প্রথমা (অর্থাৎ মুখ্যা রতি) এক এবং হাসাদি সপ্ত গৌণী রতি—এই আটটীকে স্থায়িভাব বলা হয়; (রসাবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে রসই বলা হয়)।"

মুখ্যা রতি—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ রকমের হইলেও রতিত্ব-সামান্য-বিবক্ষায় (অর্থাৎ শান্তাদি পঞ্চ ভেদের প্রত্যেকেই কৃষ্ণরতি বলিয়া) এক মুখ্যা রতি নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। আর হাসাদি সাতটীকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গণনা করিলে মোট ভাব হয় আটটী। যে পর্য্যন্ত এই ভাবগুলি রসরূপে পরিণত না হয়, সে পর্য্যন্ত ইহাদিগকে "স্থায়ী ভাব" বলা হয়; রসরূপে পরিণত হইলে—মুখ্যরস (অর্থাৎ শান্তরস, দাস্যরস, ইত্যাদি) এবং হাসরস, বিস্ময়রস ইত্যাদি—রসনামে অভিহিত হয়।

রসরূপে পরিণত হইলেও তাহাদের স্থায়িভাবত্ব নষ্ট হয়না; নষ্ট হইলে তাহাদিগকে স্থায়ী ভাব বলাও সঙ্গত হইতনা। তখন তাহারা রসের অন্তর্ভুক্ত থাকে বলিয়া তাহাদের রসত্বই প্রাধান্য লাভ করে; এজন্য রসনামে অভিহিত হয়। যেমন, শর্করাদির যোগে দধি রসালায় পরিণত হইলেও রসালার মধ্যে দধি অবস্থিত থাকে, দধি নষ্ট হইয়া যায়না; তবে তখন আস্বাদন-চমৎকারিত্ব-জ্ঞাপক "রসালা"-নামেই অভিহিত হয়, তদ্রূপ।

১৪২। ভাবসংখ্যা

"চেৎ স্বতন্ত্রা স্ত্রয়স্ত্রিংশদ্ ভবেয়ুর্ব্যভিচারিণঃ।
ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাশ্চৈতে ভাবাখ্যা স্তানসংখ্যকাঃ॥ ভ, র, সি, ২।৫।৪১॥

—তেত্রিশটী ব্যভিচারী ভাব যদি স্বতন্ত্র (অর্থাৎ স্থায়িভাবের অঙ্গরূপে রসাত্মতা প্রাপ্ত) হয়, তাহা হইলে এই তেত্রিশটী ব্যভিচারী ভাব, পূর্ব্বোক্ত আটটী স্থায়ী ভাব এবং আটটী সাত্ত্বিক ভাব—মোট উনপঞ্চাশটী ভাব হয় (তান = উনপঞ্চাশ)।"

[টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"স্বতন্ত্রাঃ স্থায়্যঙ্গতয়া রসাত্মতামাগতা শ্চেদ্‌ভবেয়ুঃ তদা ব্যভিচারিণস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ। তানা উনপঞ্চাশৎ তৎসংখ্যকাঃ॥]

এই উক্তি হইতে জানা গেল—ব্যভিচারিভাবগুলি যদি স্থায়িভাবের অঙ্গরূপে রসাত্মতা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই ভাবরূপে পরিগণিত হইতে পারে, অন্যথা নহে।

১৪৩। ভাবোত্থ সুখ-দুঃখের রূপ

"কৃষ্ণান্বয়াদ্‌গুণাতীত-প্রৌঢ়ানন্দময়া অপি। ভান্ত্যমী ত্রিগুণোৎপন্নসুখদুঃখময়া ইব॥
তত্র স্ফুরন্তি হ্রীবোধোৎসাহাদ্যাঃ সাত্ত্বিকা ইব। তথা রাজসবদ্ গর্ব্ব-হর্ষ-সুপ্তি-হাসাদয়ঃ॥
বিষাদ-দীনতা-মোহ-শোকাদ্যাস্তামসা ইব॥ ভ, র, সি, ২।৫।৪২॥

—কৃষ্ণস্ফুরণময়ত্ববশতঃ এই সকল ভাব মায়িক-গুণাতীত এবং প্রৌঢ়ানন্দময় হইলেও মায়িক-গুণত্রয় হইতে উদ্ভূত সুখ-দুঃখের মতনই প্রতিভাত হয়। তন্মধ্যে লজ্জা, বোধ এবং উৎসাহাদি সাত্ত্বিকের (সত্ত্বগুণোদ্ভূতের) ন্যায়, গর্ব্ব-হর্ষ-সুপ্তি-হাসাদি রাজসের (রজোগুণোদ্ভূতের ন্যায়) এবং বিষাদ-দীনতা-মোহ-শোকাদি তামসের (তমোগুণোদ্ভূতের) ন্যায় প্রতিভাত হয়।"

শ্রীকৃষ্ণ গুণাতীত, আনন্দস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণরতিও হ্লাদিনী-প্রধানা-স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া গুণাতীত এবং আনন্দরূপ। গুণাতীত এবং আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ বশতঃই লজ্জা-বোধ-উৎসাহাদি ও গর্ব্ব-হর্ষ-সুপ্তি প্রভৃতি ব্যভিচারিভাবের এবং হাসাদি গৌণী রতির অভ্যুদয় হয়। সুতরাং এই সমস্ত ব্যভিচারিভাব এবং গৌণী রতিও স্বরূপতঃ মায়িকগুণ-স্পর্শহীন এবং প্রৌঢ়ানন্দময়। এ-সমস্ত হইতে উদ্ভূত সুখ-দুঃখও হইবে গুণাতীত এবং প্রৌঢ়ানন্দময়। তথাপি কিন্তু এ-সমস্ত সুখ-দুঃখের বাহিরের রূপটী হয় মায়িক সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ হইতে উদ্ভূত সুখ-দুঃখের মতন।

কোন্ কোন্ ভাব হইতে উত্থিত অপ্রাকৃত, গুণাতীত এবং প্রৌঢ়ানন্দময় সুখ-দুঃখাদির বাহিরের রূপ মায়িক কোন্ কোন্ গুণ হইতে উদ্ভূত সুখ-দুঃখের ন্যায় হইয়া থাকে, তাহাও বলা হইয়াছে। লজ্জা, বোধ, উৎসাহাদি হইতে উদ্ভূত সুখের বাহিরের রূপ হইয়া থাকে মায়িক সত্ত্বগুণ হইতে উদ্ভূত সুখের ন্যায়। গর্ব্ব, হর্ষ, সুপ্তি, হাসাদি হইতে উদ্ভূত সুখ-দুঃখের বাহিরের রূপ হয় মায়িক রজোগুণ হইতে উদ্ভূত সুখ-দুঃখের ন্যায়। আর, বিষাদ, দৈন্য, মোহ, শোকাদি হইতে উত্থিত দুঃখের বাহিরের রূপটী হয় মায়িক তমোগুণ হইতে উদ্ভূত দুঃখের ন্যায়।

ক। ভাবোত্থ দুঃখের হেতু ও স্বরূপ

প্রশ্ন হইতে পারে, আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধবশতঃ এবং ভাবসমূহও আনন্দ-স্বরূপা কৃষ্ণরতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া সকল ভাবই সুখময়ই হইবে। তাহাতে দুঃখের স্থান কোথায় এবং কেন ?

উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উক্তি হইতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণস্ফুরণময় বলিয়া হর্ষাদি সমস্ত ভাব অপ্রাকৃত সুখময়ই ; এবং কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া বিষাদাদিও তাদৃশ সুখময়ই—ইহাই বক্তব্য। তথাপি যে বিষাদাদিকে দুঃখময় বলিয়া মনে হয়, তাহার হেতু হইতেছে এই যে, কৃষ্ণের অপ্রাপ্তি-আদি ভাবনারূপ যে উপাধি, সেই উপাধিরূপ উপাদান হইতেই তাহাদের দুঃখময়রূপে স্ফুরণ। এ-স্থলে কৃষ্ণ-স্ফুরণ হইতেছে নিমিত্তমাত্র। কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্যই ভক্তদের উৎকণ্ঠা। যখন কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না, তখন তাঁহার অপ্রাপ্তি-ভাবনারূপ উপাধির যোগেই বস্তুতঃ সুখময় বিষাদ-শোকাদি ভাবকে দুঃখময় বলিয়া মনে হয়; কিন্তু পরে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইলে সেই উপাধি দূরীভূত হয় (অপ্রাপ্তি-ভাবনা আর থাকেনা), এবং হর্ষ পুষ্টি লাভ করে ; তখন বিষাদাদিও সুখময়রূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। আগুন্তক উপাধির যোগে বিষাদাদি দুঃখময়ের মতন মনে হয়, বাস্তবিক দুঃখময় নহে, বস্তুতঃ সুখময়ই। দুঃখময়ত্বরূপে জ্ঞান হইতেছে ঔপাধিক, বাস্তব নহে।

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী উদাহরণের সহায়তায় বিষয়টী পরিস্ফুট করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—ব্রজসুন্দরীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণদর্শন করেন, তখন দর্শনজনিত আনন্দে তাঁহাদের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠে; এই অশ্রু দুঃখের পরিচায়ক নহে, সুখেরই পরিচায়ক ; তথাপি এই সুখময় অশ্রু শ্রীকৃষ্ণদর্শনের বিঘ্ন জন্মায় বলিয়া তাঁহারা এই অশ্রুকেও ধিক্কার দেন। তপ্ত ইক্ষুর চর্ব্বণকালে ইক্ষুর মাধুর্য্যে খুব সুখের উদয় হয় ; কিন্তু ইক্ষুর উষ্ণতার জন্য তাহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় ; কিন্তু মাধুর্য্যের অনুভবে তাহা ত্যাগ করাও যায়না।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও লিখিয়াছেন—

বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়, কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুতচরিত ॥
এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষুচর্ব্বণ, মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে, বিষামৃতে একত্রে মিলন ॥
—শ্রীচৈ, চ, ২।২।৪৪-৪৫॥

কৃষ্ণের অপ্রাপ্তি-আদির আগন্তুক ভাবনাবশতঃ দুঃখ ; কিন্তু আগন্তুক বলিয়া এই দুঃখ হইতেছে বাহিরের বস্তুমাত্র, ইহা প্রেমের বা ভাবের স্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারেনা ; তাই কৃষ্ণের

অপ্রাপ্তি-অবস্থাতেও ভক্তের হৃদয়ে পরমানন্দ বিরাজিত—"ভিতরে আনন্দময়।" স্বরূপে ভাব সকল সময়েই আনন্দময়।

ভক্তচিত্তের ভাবজনিত সুখ-দুঃখকে অভক্তদের মায়িক গুণত্রয় হইতে উদ্ভূত সুখ-দুঃখের মতনই মনে হয়; বস্তুতঃ কিন্তু তাহা নহে। ভক্তদের ভাবোত্থ সুখদুঃখ গুণময় নহে, নির্গুণ। একথা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। "কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকঞ্চ যৎ। প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্॥ শ্রীভা, ১১।২৫।২৪॥"

খ। সুখময় ও দুঃখময় ভাবসমূহ

এ-স্থলে বলা হইল, কৃষ্ণসম্বন্ধী ভাবসমূহ স্বরূপতঃ সুখময় হইলেও উপাধির যোগে কোনও কোনও ভাব দুঃখময় বলিয়া প্রতীত হয়। কোন্ কোন্ ভাব দুঃখময়রূপে প্রতিভাত হয় এবং কোন্ কোন্ ভাব দুঃখময়রূপে প্রতিভাত হয় না, সুখময়রূপেই অনুভূত হয়, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তাহাও বলিয়াছেন।

"প্রায়ঃ সুখময়াঃ শীতা উষ্ণা দুঃখময়া ইহ। চিত্রেয়ং পরমানন্দ-সান্দ্রাপ্যুষ্ণা রতির্মতা॥
শীতৈর্ভাবৈর্বলিষ্ঠৈস্তু পুষ্টা শীতায়তেহ্যসৌ। উষ্ণৈস্তু রতিরত্যুষ্ণা তাপয়ন্তীব ভাসতে॥
বিপ্রলম্ভে ততো দুঃখভরাভাসকৃদুচ্যতে॥ ভ, র, সি, ২।৫।৪৩-৪৪॥

—(হর্ষাদি) শীত-ভাবসমূহ প্রায়শঃ সুখময় হয়; আর, (বিষাদাদি) উষ্ণভাবসমূহ দুঃখময়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নিবিড় পরমানন্দস্বরূপ হইয়াও রতি উষ্ণা হয়। বলিষ্ঠ শীতভাবসমূহের দ্বারা পুষ্টি লাভ করিয়া রতি হর্ষাদি শীতভাবের সহিত অভেদ প্রাপ্ত হয়। রতির স্বরূপতঃ উষ্ণত্ব নাই বলিয়া স্বয়ং তাপপ্রদ হয় না; কিন্তু বিষাদাদি উষ্ণভাবের সহিত যুক্ত হইয়া উষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়া তাপপ্রদ বলিয়া প্রতীয়মান হয় (বিয়োগাদি হইতে উত্থিত বিষাদাদি গুণই রতিতে অরোপিত হয়); সেই হেতু, বিপ্রলম্ভে বিষাদাদি উষ্ণা রতির যোগে কৃষ্ণরতি দুঃখাতিশয়ের আভাসমাত্রকারিণী বলিয়া কথিত হয় (আদিতেও এই দুঃখ থাকে না, পরেও থাকেনা; বিয়োগরূপ উপাধির যোগ হইলেই দুঃখময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়; এজন্য 'আভাস' বলা হইয়াছে।—শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর টীকানুযায়ী অনুবাদ)।"

তাৎপর্য্য। হর্ষাদি ভাব হইতেছে শীত, শীতল, স্নিগ্ধ; তাপপ্রদ নহে। এই সকল শীতল-হর্ষাদি ভাবের দ্বারা পুষ্টি লাভ করিলে কৃষ্ণরতিও অত্যন্ত সুখময় হইয়া থাকে। আর, শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনাদিজনিত বিষাদাদি ভাব—শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তির ভাবনাদি, শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য বলবতী উৎকণ্ঠাদি, প্রাপ্তিবিষয়ে শঙ্কাদিই প্রাধান্য লাভ করে বলিয়া বিষাদাদি ভাব—স্বতঃই উষ্ণ, তাপপ্রদ। এজন্য, কৃষ্ণরতি যখন এতাদৃশ বলবান্ উষ্ণভাবের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, তখন উষ্ণরূপে,—তাপপ্রদরূপে—প্রতীয়মান হয়। এই তাপ বা উষ্ণতা কিন্তু বস্তুতঃ রতির নহে; ইহা হইতেছে বিষাদাদি উষ্ণভাবেরই তাপ, রতিতে তাহা আরোপিত হয় মাত্র। যেমন, অগ্নির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহের দাহিকাশক্তি বাস্তবিক লৌহের নহে, অগ্নিরই; অগ্নির দাহিকাশক্তিই লৌহে আরোপিত হয়; তদ্রূপ।

সপ্তম অধ্যায়

কাব্য ও কাব্যরস

১৪৪। পরিকরবর্গের রসাস্বাদন

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পরিকরভুক্ত, তাঁহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণরতি স্থায়িভাবরূপে নিত্য বিরাজিত ; শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধিনী লীলাতে রসের সামগ্রীর সহিত সংযোগে তাঁহাদের রতি বা স্থায়িভাব রসরূপে পরিণত হইতে পারে ; তখন তাঁহারা ভক্তিরসের আস্বাদন পাইতে পারেন।

যে-সমস্ত জাতরতি বা জাতপ্রেম ভক্ত যথাবস্থিত সাধকদেহে অবস্থিত, অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে তাঁহারা যখন স্ব-স্ব ভাবানুসারে লীলাতে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তখন তাঁহাদের পক্ষেও রসাস্বাদন সম্ভব হইতে পারে।

১৪৫। কাব্য

ভগবানের লীলাকথা যদি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই গ্রন্থের অনুশীলনাদি-দ্বারাও, যাঁহারা পরিকরভুক্ত নহেন, এতাদৃশ যোগ্য ব্যক্তির পক্ষে ভক্তিরসের আস্বাদন সম্ভবপর হইতে পারে।

কিন্তু যে-কোনওরূপে লিখিত গ্রন্থই রসাস্বাদনের উপযোগী নহে। রসাস্বাদনের উপযোগী গ্রন্থের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকা আবশ্যক ; এ-সমস্ত বিশেষ লক্ষণ যে-গ্রন্থের আছে, তাহাকে কাব্য বলা হয়।

ক। অপ্রাকৃত এবং প্রাকৃত কাব্য

আলোচ্য-বিষয়বস্তুর ভেদে কাব্য দুই রকমের—অপ্রাকৃত কাব্য এবং প্রাকৃত কাব্য।

অপ্রাকৃত কাব্য। অপ্রাকৃত ভগবল্লীলাদি যে কাব্যে বর্ণিত হয়, তাহাকে বলে অপ্রাকৃত কাব্য। কেননা, ভগবান্ অপ্রাকৃত বস্তু, তাঁহার পরিকরগণও অপ্রাকৃত বস্তু এবং ভগবল্লীলাও হইতেছে অপ্রাকৃত বস্তু। এ-সমস্ত লোকাতীত বস্তু বলিয়া অপ্রাকৃত কাব্যকে অলৌকিক কাব্যও বলা হয়। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীরামায়ণ, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীললিতমাধব-নাটক, শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটক, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক প্রভৃতি হইতেছে অপ্রাকৃত কাব্য।

প্রাকৃত কাব্য। আর, প্রাকৃত জীবের আচরণাদি যে কাব্যে বর্ণিত হয়, তাহাকে বলে প্রাকৃত কাব্য। এই জাতীয় কাব্যে লৌকিক বিষয় বর্ণিত হয় বলিয়া ইহাকে লৌকিক কাব্যও বলা হয়।

খ। দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্য কাব্য

কাব্যে বর্ণিত বিষয়সমূহের বিবরণ-ভঙ্গীভেদেও আবার কাব্য দুই রকমের—দৃশ্যকাব্য এবং শ্রব্য কাব্য। অগ্নিপুরাণেও এই দ্বিবিধ কাব্যের কথা বলা হইয়াছে। "শ্রব্যঞ্চাভিনেয়ঞ্চ প্রকীর্ণং সকলোক্তিভিঃ॥ ৩৩৬।৩৮॥" অভিনেয়-কাব্যই দৃশ্যকাব্য। প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত এই উভয় রকমের কাব্যেই এই ভেদদ্বয় থাকিতে পারে।

দৃশ্যকাব্য। যে কাব্য এমন ভাবে লিখিত যে, কাব্যের পাত্রসমূহের সাজে সজ্জিত হইয়া অভিনেতাগণ রঙ্গমঞ্চে তাহার অভিনয় করিতে পারেন, তাহাকে বলে দৃশ্যকাব্য। দৃশ্যকাব্য নাটকাকারে লিখিত। দর্শকগণ এই অভিনয় দর্শন করিয়া কাব্যরস অনুভব করিতে পারেন বলিয়া এই জাতীয় কাব্যকে দৃশ্যকাব্য বলে। অভিনেতা (অর্থাৎ নট) কাব্যকথিত যে পাত্রের ভূমিকা অভিনয় করেন, সেই পাত্রের—কাব্যে লিখিত—কথাগুলিই অভিনেতা বলিয়া যায়েন এবং কথাগুলির উচ্চারণ-ভঙ্গী, স্বীয় অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতিদ্বারা সেই পাত্রের হাব, ভাব, কটাক্ষাদি প্রকাশ করিয়া অভিনেতা শ্রোতাদের চিত্তবিনোদন করেন।

যাঁহার ভূমিকা অভিনয় করা হয়, তাঁহাকে বলে **অনুকার্য্য** ; কেননা, অভিনেতা বা নট তাঁহার আচরণেরই অনুকরণ করিয়া থাকেন। আর, যিনি এই ভাবে অনুকরণ বা অভিনয় করেন, তাঁহাকে বলে **অনুকর্ত্তা** (অনুকরণকারী)। যেমন, নাটকে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা যিনি অভিনয় করেন, তিনি হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের অনুকর্ত্তা এবং শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন অনুকার্য্য।

আর, যাঁহারা নাটকের অভিনয় দর্শন করেন, তাঁহাদিগকে বলে **সামাজিক**।

শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটক, শ্রীললিতমাধব-নাটক, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক প্রভৃতি হইতেছে অপ্রাকৃত দৃশ্য কাব্য। আর, অভিজ্ঞান-শকুন্তলমাদি হইতেছে প্রাকৃত দৃশ্যকাব্য।

শ্রব্যকাব্য। যে কাব্য নাটকাকারে লিখিত হয় না, যাহা এমন ভাবে লিখিত হয় যে, কোনও বক্তা তাহার আবৃত্তি করিয়া যায়েন, অপরলোক তাহা শ্রবণ করিয়া উপভোগ করেন, তাহাকে বলে শ্রব্যবাক্য। দৃশ্যকাব্যে অনুকর্ত্তার বা অভিনেতার অঙ্গভঙ্গী, হাব, ভাব, কটাক্ষাদি সামাজিকের পক্ষে কাব্যরসের আস্বাদনের আনুকূল্য করে; শ্রব্যকাব্যে কিন্তু তদ্রূপ আনুকূল্যের অভাব। শ্রব্যকাব্যে বক্তার মুখে শব্দাদি বা বাক্যাদি শ্রবণ করিয়াই শ্রোতা তাহার অনুধাবন করিয়া কাব্যরসের আস্বাদন করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীরামায়ণ, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি হইতেছে অপ্রাকৃত শ্রব্যকাব্য।

শ্রব্যকাব্যের শ্রোতাদিগকেও **সামাজিক** বলা হয়।

১৪৬। অলঙ্কারশাস্ত্র এবং কতিপয় আচার্য্যের নাম

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—যে কোনও গ্রন্থমাত্রকেই কাব্য বলা হয় না ; কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ যে গ্রন্থের আছে, তাহাকেই কাব্য বলা হয়। যে-সমস্ত গ্রন্থে কাব্যের এই বিশেষ লক্ষণাদি নির্ণীত

হইয়াছে, সে-সমস্ত গ্রন্থকে সাধারণতঃ অলঙ্কারশাস্ত্র বলা হয়। কাব্যবিষয়ক শাস্ত্রকে অলঙ্কারশাস্ত্র কেন বলা হয়, তৎসম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়।

কেহ কেহ বলেন—দণ্ডিপ্রভৃতি এই শাস্ত্রপ্রবর্ত্তক আচার্য্যগণ তাঁহাদের গ্রন্থে অনুপ্রাস-উপমাদি শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারেরই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। "প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি"-এই ন্যায় অনুসারে এই জাতীয় শাস্ত্রকে অলঙ্কারশাস্ত্র বলিয়া অভিহিত করার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

আবার কেহ কেহ বলেন–সৌন্দর্য্যই অলঙ্কার। কাব্যগ্রন্থও সৌন্দর্য্যাত্মক। এজন্য কাব্যসম্বন্ধীয় গ্রন্থকে অলঙ্কারশাস্ত্র বলাই সঙ্গত। ইত্যাদি নানাবিধ মত প্রচলিত আছে।

অগ্নিপুরাণই হইতেছে কাব্যলক্ষণাদি-নিরূপক আদি গ্রন্থ। ইহা হইতেছে অষ্টাদশ মহাপুরাণের একতম—সুতরাং অপৌরুষেয়। অগ্নিপুরাণের ৩৩৬ তম হইতে ৩৪৬তম পর্য্যন্ত এগারটী অধ্যায়ে কাব্যের লক্ষণাদি বিবৃত হইয়াছে।

৩৩৬তম অধ্যায়ে কাব্যাদিলক্ষণ, ৩৩৭তম অধ্যায়ে নাটক-নিরূপণ, ৩৩৮তম অধ্যায়ে শৃঙ্গারাদি রসনিরূপণ, ৩৩৯তম অধ্যায়ে রীতিনিরূপণ, ৩৪০তম অধ্যায়ে নৃত্যাদিতে অঙ্গকর্ম্ম-নিরূপণ, ৩৪১তম অধ্যায়ে অভিনয়াদি নিরূপণ, ৩৪২তম অধ্যায়ে শব্দালঙ্কার, ৩৪৩তম অধ্যায়ে অর্থালঙ্কার, ৩৪৪ তম অধ্যায়ে শব্দার্থালঙ্কার, ৩৪৫তম অধ্যায়ে কাব্যগুণ এবং ৩৪৬তম অধ্যায়ে কাব্যদোষ আলোচিত হইয়াছে। বিবৃতির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ের এই আলোচনা যে নিতান্ত সংক্ষিপ্ত, তাহাও নহে। তবে অগ্নিপুরাণে কোনও বিষয়ের কোনও উদাহরণের উল্লেখ করা হয় নাই।

অগ্নিপুরাণে কাব্যের লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে। গদ্য, পদ্য এবং মিশ্র-এই ত্রিবিধ কাব্যের কথা বলা হইয়াছে। আবার, শ্রব্যকাব্য এবং অভিনেয় (দৃশ্য) কাব্যের কথাও বলা হইয়াছে। অভিনেয় বা দৃশ্যকাব্যই হইতেছে নাটক; নাটকের লক্ষণ এবং নাটকের অভিনয়াদিসম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার, কাব্যের গুণ এবং দোষ, পাঞ্চালী-বৈদর্ভী-প্রভৃতি রীতিও এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

অগ্নিপুরাণে রীতির কথা যেমন আছে, ধ্বনির উল্লেখও তেমনি আছে। "ধ্বনির্বর্ণাঃ পদং বাক্যমিত্যেতদ্ বাঙ্ময়ং মতম্ ॥৩৩৬।১॥" ৩৩৯ তম অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকার রীতির লক্ষণ যেমন বলা হইয়াছে, তেমনি আবার ৩৪৪ তম অধ্যায়ের শেষভাগে ধ্বনির লক্ষণও বলা হইয়াছে।

বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব, ব্যভিচারিভাবাদি, হাব-ভাব-হেলা-কিলকিঞ্চিতাদি, রতিভেদ, রসভেদ, নায়কভেদ, নায়িকাভেদ, দূতীভেদ প্রভৃতি, পূর্ব্বরাগ-মান-সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভাদি শৃঙ্গারভেদ, আলাপ-প্রলাপ-বিলাপ-সংলাপ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই অগ্নিপুরাণে আলোচিত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী আচার্য্যদের কেহ কেহ অগ্নিপুরাণের কোনও কোনও উক্তিও তাঁহাদের গ্রন্থে উদ্ধৃত

করিয়াছেন। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বিভাবের অগ্নিপুরাণ-কথিত লক্ষণই তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কাব্যসম্বন্ধে অগ্নিপুরাণ বলেন—"কাব্যং স্ফুটদলঙ্কারং গুণবৎ দোষবর্জ্জিতম্ ॥ ৩৩৬।৭॥ —কাব্যে স্ফুট অলঙ্কার থাকিবে, গুণ থাকিবে, কোনও দোষ থাকিবে না।" আরও বলা হইয়াছে—কাব্য বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপ্রধান হইলেও রসই হইতেছে ইহার জীবন। "বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপ্রাধান্যেঽপি রস এবাত্র জীবিতম্ ॥৩৩৮।৩৩॥"

কবিসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"অপারে কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ ॥৩৩৮।১০॥—অপার কাব্যসংসারে কবিই হইতেছেন প্রজাপতি।"

অগ্নিপুরাণের পরে ভরতমুনির "নাট্যশাস্ত্রম্" বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ভরতমুনির পূর্ব্বেও যে কাব্যরসাচার্য্য ছিলেন, ভরতমুনির উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। "এতে হ্যষ্টৌ রসাঃ প্রোক্তা দ্রুহিনেন মহাত্মনা ॥৬।১৬॥"-এই বাক্যে ভরতপূর্ব্ববর্ত্তী মহাত্মা দ্রুহিনের নাম পাওয়া যায়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে "অত্রানুবংশ্যৌ শ্লোকৌ ভবতঃ," "অত্র শ্লোকাঃ"-ইত্যাদি উক্তির পরে যে-সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, সে সমস্ত পূর্ব্বাচার্য্যদের শ্লোক বলিয়াই মনে হয়। ইহাতে বুঝা যায়, ভরতমুনির পূর্ব্বেও কোনও কোনও আচার্য্য কাব্যসম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থ আজকাল দুষ্প্রাপ্য। অগ্নিপুরাণের পরে যাঁহাদের গ্রন্থ অধুনা পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে ভরতমুনিই বোধ হয় প্রাচীনতম।

অন্যান্য যে-সমস্ত আচার্য্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, এ-স্থলে তাঁহাদের কয়েক জনের নাম উল্লিখিত হইতেছে; যথা—দণ্ডী, ভামহ, উদ্ভটভট্ট, কুন্তক, রুদ্রট, ভট্টনায়ক, বামন, মুকুলপ্রতীহার, ইন্দুরাজ, আনন্দবর্দ্ধন, মহিমভট্ট. বক্রোক্তিকার, হৃদয়দর্পণকার, অভিনবগুপ্ত, শৌদ্ধদনি, বাভট, বাগ্‌ভট্ট, রূপ্যক, ভোজরাজ, মম্মট, হেমচন্দ্র, কেশব মিশ্র, পীযূষবর্ষ, বিদ্যানাথ, বিশ্বনাথ কবিরাজ, গোবিন্দঠক্কুর, বৈদ্যনাথ, অপ্‌পয় দীক্ষিত, জগন্নাথ, বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত, অচ্যুতরায়, প্রভৃতি।

ইহাদের পরে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী নাটকচন্দ্রিকা, শ্রীল কবিকর্ণপূর অলঙ্কারকৌস্তুভ এবং শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ সাহিত্যকৌমুদী নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ভরতমুনিকৃত সূত্রাবলম্বনে মম্মটের কাব্যপ্রকাশ-নামক গ্রন্থের মূল কারিকাসমূহের বৃত্তিই হইতেছে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের সাহিত্যকৌমুদী।

১৪৭। কাব্যের লক্ষণ

কাব্যের লক্ষণসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য ভিন্ন ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যদের অভিমতের সমালোচনা ও খণ্ডন করার প্রয়াস পাইয়াছেন। এ-সমস্ত আলোচনার বিস্তৃত বিবরণ এক বিরাট ব্যাপার। পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যদের কথিত লক্ষণসম্বন্ধে কবিকর্ণপূর

তাঁহার অলঙ্কারকৌস্তুভে যাহা বলিয়াছেন, এ-স্থলে সংক্ষেপে কেবল তাহারই উল্লেখ করা হইতেছে।

কাব্যপ্রকাশ প্রথমোল্লাসে কাব্যের লক্ষণসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"তদ্দোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলঙ্কৃতী পুনঃ ক্বাপি—দোষহীন, (মাধুর্য্য, ওজঃ, প্রসাদাদি) গুণবিশিষ্ট এবং অলঙ্কারহীন (অর্থাৎ অলঙ্কারের অস্পষ্ট উল্লেখ বিশিষ্টও) যে শব্দ ও অর্থ, এই উভয়ই হইতেছে কাব্য।"

কর্ণপূর বলেন—কাব্যপ্রকাশের এই লক্ষণ বিচারসহ নহে। কেননা, "কুরঙ্গনয়না—কুরঙ্গের ন্যায় যাঁহার নয়ন" এ-স্থলে শব্দার্থের কোনও দোষ নাই, গুণও আছে এবং অলঙ্কারও আছে; ইহা অলঙ্কারহীন নহে। ইহা অলঙ্কারহীন নহে বলিয়া কাব্যপ্রকাশের লক্ষণ অনুসারে ইহাকে কাব্য বলা চলেনা; কিন্তু ইহা কাব্য বলিয়া স্বীকৃত। কব্যপ্রকাশের লক্ষণ স্বীকার করিলে এ-স্থলে অতিব্যাপ্তি দোষ দেখা দেয় (অর্থাৎ যে-স্থলে লক্ষণটীর যাওয়া সঙ্গত নয়, সে-স্থলে লক্ষণটী যাইতেছে)।

সাহিত্যদর্পণকার বলেন—"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্॥১।৫॥—রসাত্মক বাক্য হইতেছে কাব্য।" কর্ণপূর বলেন—এই লক্ষণও নির্দোষ নহে। কেননা, "গোপীভিঃ সহ বিহরতি হরিঃ—গোপীগণের সহিত শ্রীহরি বিহার করিতেছেন"-এ-স্থলে উক্ত লক্ষণটী প্রয়োগ করিতে গেলে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়; কেননা, উক্ত বাক্যটী নিজেই রসাত্মক (শৃঙ্গার-রসাত্মক)। পক্ষান্তরে, ব্যতিরেকে দোষের প্রসঙ্গও আসিয়া পড়ে। উক্ত লক্ষণে বলা হইয়ছে—বাক্যই কাব্য; সুতরাং যাহা বাক্য নহে, তাহা কাব্য হইতে পারে না; কিন্তু এইরূপ অনুমান সঙ্গত নহে; কেননা,

"কূর্মলোমপটচ্ছন্নঃ শশশৃঙ্গধনুর্ধরঃ।
এষ বন্ধ্যাসুতো ভাতি খপুষ্পকৃতশেখরঃ॥

—কূর্মলোমনির্ম্মিত বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া, শশশৃঙ্গনির্মিত ধনুক ধারণ করিয়া এবং আকাশকুসুম-রচিত চূড়া মস্তকে ধারণ করিয়া এই বন্ধ্যাপুত্র শোভা পাইতেছে।"

এ-স্থলে বাক্যত্ব নাই, অথচ কাব্যত্ব আছে। বাক্যত্ব নাই বলার হেতু এই যে—পরস্পরান্বিত অর্থ-বোধক-পদসমুদায় থাকিলেই বাক্যত্ব সিদ্ধ হয়; এ-স্থলে তাহা নাই; কেননা, কূর্মের লোম নাই, শশকের শৃঙ্গ নাই, খপুষ্পের অস্তিত্ব নাই, বন্ধ্যারও পুত্র থাকিতে পারে না; সুতরাং কূর্মের সহিত লোমের, শশকের সহিত শৃঙ্গের, আকাশের সহিত পুষ্পের এবং বন্ধ্যার সহিত পুত্রের অন্বয় নাই।

বামনাচার্য্য তাঁহার কাব্যালঙ্কারে বলিয়াছেন—"রীতিরাত্মা কাব্যস্য॥—কাব্যের আত্মা হইতেছে রীতি।" কবিকর্ণপূর বলেন—ইহাও সাধু নহে; কেননা, রীতি হইতেছে বাহ্যগুণ। *

যাহা হউক, অন্য আচার্য্যদের কথিত লক্ষণের সমালোচনা করিয়া কবিকর্ণপূর নিজের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি কাব্যকে এক পুরুষরূপে কল্পনা করিয়া কাব্যের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

"শরীরং শব্দার্থৌ ধ্বনিরসব আত্মা কিল রসো
গুণা মাধুর্য্যাদ্যা উপমিতিমুখোঽলঙ্কৃতিগণঃ।

---

* রীতি কাহাকে বলে, তাহা পরে বলা হইবে।

সুসংস্থানং রীতিঃ স কিল পরমঃ কাব্যপুরুষো
যদস্মিন্ দোষঃ স্যাচ্ছ্রবণকটুতাদিঃ স ন পরঃ ॥

—পরম কাব্যপুরুষের শরীর হইতেছে শব্দ ও অর্থ, প্রাণ হইতেছে ধ্বনি, আত্মা হইতেছে রস, গুণ হইতেছে মাধুর্য্যাদি, অলঙ্কার (বা ভূষণ) হইতেছে উপমিতপ্রমুখ অলঙ্কারসমূহ এবং সুসংস্থান হইতেছে রীতি। যদি দোষ কিছু থাকে, তাহাহইলে শ্রবণকটুতাদি প্রসিদ্ধ স্ফুটদোষই হইতেছে দোষ ; পর বা ক্ষুদ্রতর দোষ এই কাব্যপুরুষের দোষ নহে ; কেননা, ক্ষুদ্রদোষে রসের অপকর্ষ জন্মেনা (এতাদৃশ ক্ষুদ্রদোষ থাকিলেও কাব্যপুরুষকে নির্দোষই বলিতে হইবে)।"

উল্লিখিত উক্তি হইতে বুঝা গেল—পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যদের কথিত শব্দ ও অর্থ, ধ্বনি, রস, গুণ, অলঙ্কার এবং রীতি—কর্ণপূর এ-সমস্তই গ্রহণ করিয়াছেন এবং গ্রহণ করিয়াও তিনি স্বীয় অভিরুচি অনুসারেই সে-সমস্ত দ্বারা কাব্যপুরুষকে রূপায়িত, সঞ্জীবিত এবং সুসজ্জিত করিয়াছেন। যে-সমস্ত ক্ষুদ্রদোষ রসের অপকর্ষসাধক নহে, সে-সমস্ত দোষও যদি কাব্যে থাকে, তাহাহইলেও তিনি কাব্যকে নির্দোষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

কবিকর্ণপূর কাব্যকে পুরুষরূপে কল্পনা করিয়া তাহার শরীরাদির কথা বলিয়াছেন ; কিন্তু কাব্য কি ? তিনি বলেন—

কবিবাঙ্‌নির্মিতিঃ কাব্যম্।

এ-স্থলে "বাক্"-শব্দে সূচিত হইতেছে যে, কবির বাক্যমাত্রই কাব্য। "নির্মিতিঃ"-শব্দের সূচনা এই যে, কবিকৃত শিল্পান্তরেরও—চিত্রাদি-শিল্পেরও—কাব্যত্ব সিদ্ধ হয়। "বাঙ্‌নির্মিতিঃ"-শব্দে সূচিত হইতেছে যে, কবিভিন্ন অপর যে কোনও ব্যাখ্যাতার ব্যাখ্যান-কৌশলেরও কাব্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। "নির্মিতি" শব্দের অর্থ হইতেছে—অসাধারণ চমৎকারকারিণী রচনা। এ-স্থলে "কবি" হইতেছে একটী পারিভাষিক সংজ্ঞা ; এজন্য উল্লিখিত কাব্যের লক্ষণে পরস্পরাশ্রয়দোষ হয় না। এই পারিভাষিক "কবি"-শব্দের তাৎপর্য্য পরে প্রদর্শিত হইবে। এইরূপে দেখা গেল—কবির অসাধারণ চমৎকারকারিণী রচনাই হইতেছে কাব্য।

কর্ণপূর কাব্যের অন্যরূপ লক্ষণের কথাও বলিয়াছেন। "কাব্যত্বং নাম গোত্বাদিবজ্জাতিরেব—কাব্যত্ববস্তুটী হইতেছে গোত্বাদির ন্যায় জাতিই।" গো বা গরু হইতেছে একটী চতুষ্পদ জন্তু ; গরু-ব্যতীত অন্যান্য অনেক চতুষ্পদ জন্তু আছে ; নানা রকমের চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে গরুকে চিনা যায় গরুর একটী অসাধারণ লক্ষণের দ্বারা—সাস্নাদ্বারা ; এই সাস্না অন্য কোনও চতুষ্পদ জন্তুর নাই। এই সাস্না হইতেছে গো-জাতির লক্ষণ। তদ্রূপ, শব্দার্থসমূহের কাব্যত্ব-লক্ষণ ধর্ম্মবিশেষই হইতেছে কাব্যত্বের জাতি। যদি বলা হয়—সাস্না দেখিয়া সকল লোকেই গো-জাতি নির্ণয় করিতে পারে ; কাব্যত্বের জাতি কিরূপে নির্ণীত হইতে পারে ? ইহার উত্তরে কর্ণপূর বলেন—সাস্নাদিদ্বারা যেমন গোত্ব-জাতি নির্ণীত হয়, তদ্রূপ সহৃদয়-সামাজিকের হৃদয়াস্বাদনের দ্বারা কাব্যত্ব-জাতি নির্ণীত হইয়া

থাকে। সহৃদয়-সামাজিকগণের হৃদয়াস্বাদ্যত্বই হইতেছে কাব্যের বিশেষ লক্ষণ বা বিশেষধর্ম্ম।

কর্ণপূর বলেন. এই কাব্য হইতেছে—নিপুণ কবির কর্ম্ম। "**নিপুণং কবিকর্ম তৎ।**"

কবি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কবি হইতেছে একটী পারিভাষিক-সংজ্ঞা। এই কবির স্বরূপ কি? কর্ণপূর বলেন,

সবীজো হি কবির্জ্ঞেয়ঃ স সর্বাগমকোবিদঃ।
সরসঃ প্রতিভাশালী যদি স্যাদুত্তমস্তদা॥

—যিনি সবীজ (অর্থাৎ কাব্যোৎপাদক প্রাক্তনসংস্কারবিশিষ্ট), তিনিই কবি। তিনি যদি সর্ব্বাগমকোবিদ (অলঙ্কারাদি-অনেক শাস্ত্রে অভিজ্ঞ), সরস ও প্রতিভাশালী হয়েন, তাহা হইলে তিনি হইবেন উত্তম কবি।"

এ-স্থলে কবির যে পারিভাষিক লক্ষণ কথিত হইল, তাহাতে দুই রকমের কবি সম্ভবপর হইতে পারে। বামনাচার্য্যের (কাব্যালঙ্কারসূত্রের) মতে সেই দুইরকম হইতেছে—অরোচকী এবং সতৃণাভ্যবহারী।

অরোচকী—রুচিহীন। অতি সুকুমার মহজ্জনগণের যেমন অসংস্কৃত বিরস বস্তুতে রুচি হয় না, তদ্রূপ কোনও কোনও উৎকৃষ্ট কবিগণের দোষযুক্ত, অথবা গুণালঙ্কারাদিরহিত, কাব্যে রুচি হয় না, এতাদৃশ কাব্যে তাঁহাদের সুখ জন্মেনা। এতাদৃশ কবিকে অরোচকী কবি বলা হয়।

সতৃণাভ্যবহারী—পশুগণ যেমন তৃণসহিতও অন্নাদি ভোজন করিয়া থাকে, তদ্রূপ নিকৃষ্ট কবিগণ দোষযুক্ত কাব্যেরও আস্বাদন করিয়া থাকেন। যাঁহারা সদোষ কাব্যেরও আস্বাদনে সুখ পায়েন, তাঁহাদিগকে সতৃণাভ্যবহারী কবি বলা হয়।

কর্ণপূর বলেন—সতৃণাভ্যবহারী কবি কবিই নহেন ; কেননা, কেহই তাঁহাদের আদর করেনা। যাঁহারা অরোচকী, তাঁহারাই কবি। সেজন্য বলা হইয়াছে—যিনি "সবীজঃ," তিনিই কবি। এই সবীজত্বই হইতেছে কবির লক্ষণ। "সর্ব্বাগমকোবিদঃ" "সরসঃ", "প্রতিভাশালী"-এই শব্দগুলি হইতেছে বিশেষণ ; অর্থাৎ সবীজ কবি—সর্ব্বাগমকোবিদ হয়েন, সরস হয়েন এবং প্রতিভাশালী হয়েন।

প্রতিভা হইতেছে—নূতন-নূতন অর্থরচনায় সমর্থা প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি। "প্রজ্ঞা নবনবোল্লেখ-শালিনী প্রতিভা মতা॥ অলঙ্কারকৌস্তুভ ॥১।৫॥"

কবির লক্ষণ বলা হইল—"সবীজঃ—বীজ আছে যাঁহার।" কিন্তু এ-স্থলে "বীজ" বলিতে কি বুঝায়? কর্ণপূর তাহাও বলিয়াছেন—

বীজং প্রাক্তনসংস্কারবিশেষঃ কাব্যরোহভূঃ॥

—বীজ হইতেছে কাব্যোৎপাদক প্রাক্তন-সংস্কারবিশেষ।

[কাব্যারোহভূঃ-কাব্যরোহ-স্থানম্—চক্রবর্ত্তিপাদ]

রোহ আবার দুই রকমের—নির্মাতৃমূল এবং স্বাদকমূল। কাব্যনির্ম্মাণের এবং কাব্য আস্বাদনের সংস্কার ব্যতীত কাব্যনির্মাণও করা যায় না, কাব্যের আস্বাদনও করা যায় না।

এইরূপে কবির লক্ষণ হইতেছে এই যে—কাব্যনির্মাণের এবং কাব্যাস্বাদনের হেতুভূত প্রাক্তন-সংস্কার যাঁহার আছে, তিনিই কবি। এতাদৃশ কবির অসাধারণ চমৎকারকারিণী রচনাই হইতেছে কাব্য।

ক। কাব্যের লক্ষণসম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণ ও অলঙ্কারকৌস্তুভ

সাহিত্যদর্পণকার শ্রীল বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেন—রসাত্মক বাক্যই কাব্য। কিন্তু অলঙ্কার-কৌস্তুভকার কবিকর্ণপূর বলেন—সাহিত্যদর্পণ-কথিত লক্ষণ নির্দোষ নহে; কেননা, সাহিত্যদর্পণের মতে যাহা বাক্য নহে, তাহা কাব্য হইতে পারে না। "কূর্ম্মলোমপটচ্ছন্নঃ"-ইত্যাদি শ্লোকের উল্লেখ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন—এই শ্লোকটীর বাক্যত্ব নাই, কিন্তু কাব্যত্ব আছে।

কর্ণপূর বলেন—সুবীজ কবির অসাধারণ চমৎকারকারিণী রচনাই হইতেছে কাব্য। অসাধারণ-চমৎকারকারিত্বেই রসাত্মকত্ব সূচিত হইতেছে; কবিত্বজাতি-প্রসঙ্গেও সহৃদয় সামাজিকের হৃদয়াস্বাদ্যত্বকে তিনি কবিত্বজাতির নির্ণায়ক বলিয়াছেন; ইহাদ্বারাও কাব্যের রসাত্মকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। কাব্যপুরুষের বর্ণনাতে তিনি রসকে কাব্যপুরুষের আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপে দেখা গেল, কাব্যের রসাত্মকত্ব সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণকারের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ বিশেষ কিছু নাই।

বিরোধ কেবল এই যে, সাহিত্যদর্পণকার বলেন—রসাত্মক বাক্য হইতেছে কাব্য; আর কর্ণপূর বলেন—অসাধারণচমৎকারকারিণী (অর্থাৎ রসাত্মিকা) রচনা (নির্মিতি) হইতেছে কাব্য। বিরোধ কেবল "বাক্য" এবং "রচনা"-এই দুইটী শব্দের মধ্যে।

কিন্তু এই দুইটী শব্দের পার্থক্য কি? পার্থক্য এই—বাক্যও রচনাই; কিন্তু রচনার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক, বাক্যের পরিধি সঙ্কীর্ণ। বাক্যে পরস্পরান্বিত পদসমুদায় থাকা দরকার; রচনায় তাহার প্রয়োজন নাই। এজন্য পূর্ব্বোল্লিখিত "কূর্ম্মলোমপটচ্ছন্নঃ"-ইত্যাদি শ্লোকটী বাক্য নহে; কিন্তু তাহাও রচনা। এই শ্লোকটীর কাব্যত্ব স্বীকৃত; কিন্তু সাহিত্যদর্পণকারের লক্ষণ স্বীকার করিলে ইহার কাব্যত্ব স্বীকৃত হইতে পারে না; যেহেতু, ইহা বাক্য নহে। কর্ণপূরকথিত লক্ষণ স্বীকার করিলে ইহার কাব্যত্ব স্বীকার করা যায়; কেননা, ইহা বাক্য না হইলেও রচনা এবং চমৎকৃতিজনক রচনা।

আবার, কবির রচনামাত্রই যে কাব্য, তাহাও কর্ণপূর বলেন না; তিনি বলেন—যে রচনা অসাধারণ-চমৎকারকারিণী, তাহাই কাব্য।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—বিশ্বনাথ কবিরাজের লক্ষণে যে দোষ দৃষ্ট হয়, কর্ণপূরের লক্ষণে সেই দোষ নাই। সুতরাং কর্ণপূরকথিত লক্ষণকেই নির্দোষ বলা যায়।

কিন্তু কর্ণপূর বলেন—"কবিবাঙ্‌নির্মিতিঃ কাব্যম্—কবির অসাধারণ চমৎকারকারিণী রচনা হইতেছে কাব্য।"

ইহাতে কি অন্যোন্যাশ্রয়-দোষের প্রসঙ্গ আসে না? অন্যোন্যাশ্রয়-দোষের আশঙ্কা করিয়াই

তিনি বলিয়াছেন—“কবিরিতি পারিভাষিকীয়ং সংজ্ঞেতি পরস্পরাশ্রয়দোষোঽপি নিরস্তঃ।—এ-স্থলে কবি হইতেছে একটী পারিভাষিকী সংজ্ঞা ; এজন্য পরস্পরাশ্রয় দোষ হইবে না।”

তাৎপর্য্য হইতেছে এই। “কবির রচনা হইতেছে কাব্য”-এই বাক্যটী লইয়াই বিতর্ক। কবি-শব্দ হইতে কাব্য-শব্দ নিষ্পন্ন। কবির রচনাই যখন কাব্য, তখন কবিকে আশ্রয় করিয়াই কাব্যের উৎপত্তি ; সুতরাং কবি হইলেন কাব্যের আশ্রয়। আবার, যিনি কাব্য রচনা করেন, তাঁহাকেই কবি বলা হয় ; সুতরাং কাব্য হইল কবির আশ্রয়। কেননা, কাব্যকে আশ্রয় বা অবলম্বন করিয়াই লেখকের “কবি” খ্যাতি। এইরূপে দেখা যায়—কবির আশ্রয় কাব্য এবং কাব্যের আশ্রয় কবি। কাব্য আগে, না কি কবি আগে—তাহা নির্ণয় করা যায় না। ইহাকেই অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ বলে। কিন্তু “কবির রচনা হইতেছে কাব্য”—একথা না বলিয়া যদি বলা হয়—“কোনও বিশেষ লক্ষণ-বিশিষ্ট ব্যক্তির রচনাই কাব্য”, তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ থাকে না , কেননা, এই বাক্যে “কবি”-শব্দ নাই। “সবীজো হি কবির্জ্ঞেয়ঃ”-ইত্যাদি বাক্যে কবির যে লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে, সেই লক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তির রচনাই কাব্য—ইহাই হইতেছে কর্ণপূরের বক্তব্য। “সবীজো হি কবির্জ্ঞেয়ঃ” ইত্যাদি বাক্যে কবির পারিভাষিকী সংজ্ঞা কথিত হইয়াছে। এজন্য তিনি বলিয়াছেন—এ-স্থলে ‘কবি” হইতেছে “পারিভাষিকী সংজ্ঞা” ; সুতরাং অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ হয় না।

১৪৮। কাব্যপুরুষের স্বরূপ

কাব্যপুরুষের স্বরূপবর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর শরীরাদি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নলিখিত কতিপয় অনুচ্ছেদে সংক্ষেপে তাহা কথিত হইতেছে।

১৪৯। শব্দ ও অর্থ

কবিকর্ণপূর শব্দ ও অর্থকে কাব্যপুরুষের শরীর বলিয়াছেন—“শরীরং শব্দার্থৌ।” কিন্তু শব্দ ও অর্থ বলিতে কি বুঝায় ?

ক। শব্দ

“শব্দ” হইতেছে আকাশের গুণ ; এই শব্দ দুই রকমের—বর্ণাত্মক এবং ধ্বন্যাত্মক। “আকাশস্য গুণঃ শব্দো বর্ণ-ধ্বন্যাত্মকো দ্বিধা॥ অ, কো, ২।১॥”

কর্ণপূর বলেন—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর হইতে তাঁহার স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি পৃথক্ হইলে সেই চিচ্ছক্তি হইতে “নাদ—ঘোষ” পৃথক্ হইল ; সেই নাদ হইতে বিন্দুর (প্রণবের) উদ্ভব হইল। বিন্দু হইতে বর্ণাত্মক এবং শব্দাত্মক রব বা শব্দ উদ্ভূত হইল। এই উভয়াত্মক রবই সকলের কর্ণেন্দ্রিয়ে সম্পন্ন হইয়া প্রত্যক্ষগোচর হয়, নাদ-বিন্দু প্রত্যক্ষগোচর হয় না।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর হইতেছেন নিত্যবস্তু ; তাঁহার স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিও নিত্যবস্তু ; এই চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভূত (অর্থাৎ চিচ্ছক্তিরই বিলাসবিশেষ) নাদও নিত্যবস্তু। নাদ নিত্য বলিয়া

নাদাত্মক বিন্দু বা ওঙ্কারও হইতেছে নিত্যবস্তু এবং ওঙ্কার হইতে উদ্ভূত (অর্থাৎ ওঙ্কারাত্মক) বর্ণসমূহও নিত্য। কিন্তু বর্ণসমূহ নিত্য হইলেও শরীরস্থ বায়ুদ্বারাই তাহারা অভিব্যক্তি লাভ করে।

বর্ণসমূহকে নিত্য বলার তাৎপর্য্য বোধ হয় এইরূপ :—ভারতবর্ষে লিখিত ভাষায় অ, আ, ক, খ, ইত্যাদি বর্ণ বা অক্ষর প্রচলিত। অন্যান্য দেশে এই জাতীয় বর্ণ বা অক্ষরের প্রচলন নাই। কিন্তু অ, আ, ক, খ ইত্যাদি বর্ণ বা অক্ষর হইতেছে সঙ্কেত বা চিহ্নমাত্র ; এই অক্ষরগুলি যে-যে পদার্থের সঙ্কেত বা জ্ঞাপক, সে-সে পদার্থ বা বস্তু সকল দেশেই আছে ; তাহাদের জ্ঞাপক সঙ্কেতগুলি ভিন্ন ভিন্ন দেশে বা ভিন্ন ভিন্ন লোকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রকম। ভারতবর্ষে "ক"-অক্ষরটী যাহার সাঙ্কেত, ইউরোপে "K" বা স্থলবিশেষে "C" তাহার সঙ্কেত ; এইরূপ অন্যান্য দেশেও একই সাঙ্কেত্য বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন রূপের সঙ্কেত বা চিহ্ন আছে ; এই চিহ্ন বা সঙ্কেতকেই অক্ষর বলা হয়। এই অক্ষরগুলি নিত্য না হইলেও তাহাদের জ্ঞাপ্য যে বস্তু, তাহা নিত্য, সার্ব্বত্রিক এবং সার্ব্বজনীন। এই জ্ঞাপ্য বস্তুটী অনাদি, নিত্য এবং যে বর্ণকে নিত্য বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে এই অনাদি নিত্য বস্তুই। অ, আ, ক, খ বা A, E, C. K, প্রভৃতি সঙ্কেতরূপ অক্ষরসমূহের দ্বারা সেই নিত্য বস্তুসমূহ জ্ঞাপিত হয় মাত্র। এতাদৃশ নিত্য বর্ণসমূহের সমবায়েই শব্দের উৎপত্তি। এই শব্দও দুই রকম হইতে পারে—স্ফুট এবং অস্ফুট। যখন কোনও শব্দ কেবল অন্তরেই উদিত বা ভাবিত হয়, তখন তাহা অস্ফুট। তখন তাহা কেবল বর্ণাত্মক। মুখগহ্বরস্থ বায়ুর প্রেরণায় তাহা যখন বাহিরে অভিব্যক্ত হয়, শ্রুতিগোচর হয়, তখন তাহা হয় ধ্বন্যাত্মক বা রবাত্মক— স্ফুট।

অক্ষররূপ বর্ণ যেমন সঙ্কেত, বর্ণের বা অক্ষরের সমবায়ে যে শব্দ উদ্ভূত হয়, তাহাও সঙ্কেত। সুতরাং যে-শব্দটী যে-বস্তুর জ্ঞাপক সঙ্কেত, সেই শব্দটীতে অক্ষর-সমূহেরও যথাযথভাবে সংযোজনের প্রয়োজন ; নচেৎ, সঙ্কেতিত বস্তুর বোধ জন্মিবেনা। "নগর" বলিলে যে বস্তুটীর বোধ জন্মিবে, "নরগ" বা "গরন", বা "রগন", বা রনগ" বলিলে সেই বস্তুর বোধ জন্মিবেনা।

খ। অর্থ—শব্দার্থ

শব্দের অর্থনির্ণয়ের তিনটী বৃত্তি আছে—অভিধা, লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা। বিশেষ বিবরণ অবতরণিকায় (১৬-৩২-অনুচ্ছেদে) দ্রষ্টব্য। অভিধাবৃত্তির অর্থকে বাচ্যার্থও বলা হয়, মুখ্যার্থও বলা হয়।

ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জক। ব্যঞ্জনাবৃত্তিতে যে অর্থটী ব্যঞ্জিত (বা বোধগম্য) হয়, তাহাকে বলে ব্যঙ্গ্য এবং যাহা এই বোধ জন্মায়, তাহাকে বলে ব্যঞ্জক।

যেমন, "গঙ্গায়াং ঘোষঃ"-এ-স্থলে অভিধাবৃত্তিতে গঙ্গা-শব্দের অর্থ হইতেছে একটী স্রোতস্বতী। এই অর্থের সঙ্গতি নাই ; কেননা, স্রোতস্বতীতে "ঘোষ—গোপপল্লী" থাকিতে পারে না। তখন লক্ষণার আশ্রয়ে গঙ্গা-শব্দের অর্থ পাওয়া যায় —গঙ্গাতীর ; গঙ্গাতীরে "ঘোষ" থাকিতে পারে। এ-পর্য্যন্তই লক্ষণাবৃত্তির অর্থ ; ইহার বেশী কিছু লক্ষণাতে পাওয়া যায় না। ব্যঞ্জনাবৃত্তিতে গঙ্গার শীতলত্ব-

পাবনত্বাদির বোধ জন্মে। এ-স্থলে শীতলত্ব-পাবনত্বাদি ব্যঞ্জিত (Suggested) হয় বলিয়া এই শীতলত্ব-পাবনত্বাদিকে বলা হয় ব্যঙ্গ]; আর গঙ্গা-শব্দে শীতলত্বাদি ব্যঞ্জিত হয় বলিয়া গঙ্গা-শব্দ হইল ব্যঞ্জক।

আবার, "ইহ বৃন্দাবনমধ্যে নিঃশঙ্কনিসুপ্তময়ূরমৃগনিকরঃ। অলিমাত্রভুক্তকুসুমো রমণীয়ো যামুনঃ কুঞ্জঃ॥"—এ-স্থলে ময়ূর-মৃগাদির নিদ্রিতাবস্থাদিদ্বারা যমুনাতীরবর্ত্তী কুঞ্জের নির্জনতা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। এ-স্থলে নির্জনতা হইতেছে ব্যঙ্গ্য। এই নির্জনতারও আবার একটী ব্যঙ্গ্য আছে—শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমের উপযোগিতা। প্রথম ব্যঙ্গ্যে ময়ূরমৃগাদির নিদ্রামগ্নতা হইতেছে ব্যঞ্জক; দ্বিতীয় ব্যঙ্গ্যে নির্জনত্ব হইতেছে ব্যঞ্জক।

১৫০। ধ্বনি

কবিকর্ণপূর ধ্বনিকে কাব্যপুরুষের প্রাণ বলিয়াছেন—"ধ্বনিরসবঃ।" তাৎপর্য্য এই যে ধ্বনিহীন কাব্য প্রাণহীন দেহের মতনই অসার্থক।

কিন্তু ধ্বনি-বস্তুটী কি ?

লৌকিক জগতে আমাদের শ্রুতিগোচর রব (আওয়াজ)-বিশেষকে আমরা ধ্বনি বলি। যেমন—শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনি, মেঘগর্জ্জনের ধ্বনি ইত্যাদি; কিম্বা জীববিশেষের কণ্ঠধ্বনি; কোনও লোক কোনও কথা বলিলে তাহাকে আমরা ধ্বনি বলিয়া থাকি; কিন্তু এইরূপ শ্রুতিগোচর রববিশেষই কাব্যের ধ্বনি নহে। কাব্যের ধ্বনি হইতেছে চিত্তগোচর বস্তুবিশেষ।

কখনও কখনও শঙ্খ-ঘণ্টাদির ধ্বনি শুনিলে সংস্কারবিশেষে লোকের চিত্তে একটা ভাবের উদয় হয় যেমন, সন্ধ্যাসময়ে শঙ্খ-ঘণ্টা-খোল-করতালাদির রব বা ধ্বনি শুনিলে ভক্তের চিত্তে একটা ভক্তিপূত ভাবের উদয় হয়। গাভী-প্রভৃতির আর্ত্তরব শুনিলেও কাহারও কাহারও চিত্তে ভাববিশেষের উদয় হয়। আবার শ্রুতিগোচর রবাদি ব্যতীত কখনও কখনও দৃষ্টিগোচর কোনও কোনও বস্তুও চিত্তে ভাববিশেষের উদয় করায়; যেমন, কাহাকেও নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে দেখিলে কাহারও কাহারও চিত্ত দুঃখে বিগলিত হইয়া পড়ে। এইরূপে শ্রুত বা দৃষ্ট বস্তুবিশেষের ফলে চিত্তে যে ভাববিশেষের উদয় হয়, কাব্যের ধ্বনি হইতেছে তদ্রূপ একটা বস্তু।

কাব্যে ধ্বনির গুরুত্ব অতি প্রাচীন কাল হইতেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। অগ্নিপুরাণে ৩৩৬তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেই ধ্বনির উল্লেখ আছে এবং ৩৪৪তম অধ্যায়ের ১৪-১৮শ শ্লোকে (জীবানন্দবিদ্যাসাগর সংস্করণ। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ) ধ্বনির লক্ষণ কথিত হইয়াছে *। পরবর্ত্তী কালে

---

* শ্রুতেরলভ্যমানোঽর্থো যস্মাদ্ ভাতি সচেতনঃ। স আক্ষেপো ধ্বনিঃ স্যাচ্চ ধ্বনিনা ব্যজ্যতে যতঃ॥ শব্দেনার্থেন যত্রার্থঃ কৃত্বা স্বয়মুপার্জনম্। প্রতিষেধ ইবেষ্টস্য যো বিশেষোঽভিধিৎসয়া॥ তমাক্ষেপং ব্রুবন্ত্যত্র স্তুতং স্তোত্রমিদং পুনঃ। অধিকারাদপেতস্য বস্তুনোঽন্যস্য যা স্তুতিঃ॥ যত্রোক্তং গম্যতে নার্থস্তৎসমানবিশেষণম্। সা সমাসোক্তিরুদিতা সংক্ষেপার্থতয়া বুধৈঃ॥ অপহ্নুতিরপহ্নুত্য কিঞ্চিদন্যার্থসূচনম্। পর্য্যায়োক্তং যদন্যেন প্রকারেণাভিধীয়তে। এষামেকং তমস্যেব সমাখ্যা ধ্বনিরিত্যতঃ॥

কোন ও কোনও আচার্য্য ধ্বনির পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, ইহাকে কাব্যভূত অন্য বস্তুর প্রভাব বলিয়া মনে করিয়াছেন।

কাব্যের ধ্বনি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনামূলক যে-সকল গ্রন্থ বর্ত্তমানে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে "ধ্বন্যালোক"-নামক গ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। এই গ্রন্থের দুইটী অংশ—এক অংশ কারিকা; এই অংশকে ধ্বনি বলা হয়, কারিকারূপ ধ্বনি; এই অংশে ধ্বনি আলোচিত হইয়াছে। অপর অংশ হইতেছে কারিকার বৃত্তি বা ব্যাখ্যা; এই বৃত্তির নাম আলোক। এই বৃত্তি কারিকার উপরে আলোকপাত করিয়াছে। উভয়ই শ্রীপাদ আনন্দবর্দ্ধনকর্ত্তৃক রচিত বলিয়া কথিত হয়; আবার কেহ কেহ বলেন—আনন্দবর্দ্ধন হইতেছেন কেবল বৃত্তিকার, কারিকাকার হইতেছেন অন্য কোনও আচার্য্য। কারিকাকারের নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু বৃত্তিকার (বা আলোক-রচয়িতা) যে শ্রীপাদ আনন্দবর্দ্ধন, সে-সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই। শ্রীপাদ অভিনব গুপ্ত এই ধ্বন্যালোকের এক অতি বিস্তৃত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা করিয়াছেন।

যাহা হউক, ধ্বনিকারের কারিকা রচিত হওয়ার পূর্ব্বেও যে কাব্যে ধ্বনির গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল, কারিকার প্রথমাংশ হইতেই তাহা জানা যায়। পূর্ব্বে ধ্বনির স্বরূপ-সম্বন্ধে অবশ্য মতভেদ ছিল; কারিকাকার পূর্ব্বমতের খণ্ডন করিয়া স্বীয় মতের প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে কুন্তক, ভট্টনায়ক, মহিমভট্ট, ভোজ, বাগ্ভট্ট প্রভৃতি শক্তিশালী আচার্য্যগণ ধ্বন্যালোকের তীব্র সমালোচনা করিয়া তাহার মতের খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ধ্বন্যালোকের অভিমতই পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে এবং ধ্বনিবিষয়ে ধ্বন্যালোকই প্রামাণিক গ্রন্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ধ্বন্যালোকে কাব্যসম্বন্ধে পূর্ব্বাচার্য্যদের পরিকল্পিত প্রায় সমস্ত বিষয়েরই সমন্বয় স্থাপনের এবং বিচ্ছিন্ন ভাবে উপন্যস্ত পরিকল্পনাগুলিকে একটা নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে আনয়নের চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রয়াস ছিল কিছু সংক্ষিপ্ত। প্রখ্যাতযশা আচার্য্য মম্মট তাঁহার কাব্যপ্রকাশে ধ্বন্যালোকের ভিত্তিতে যে বিস্তৃত এবং বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতেই ধ্বন্যালোক-প্রবর্ত্তিত ধ্বনিতত্ত্ব পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের প্রায় সকলেই অবিসংবাদিত ভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্য কবিকর্ণপূরের অলঙ্কারকৌস্তুভ এবং বলদেববিদ্যাভূষণের সাহিত্যকৌমুদীও ধ্বনিতত্ত্বের স্বীকৃতি বহন করিতেছে।

যাহা হউক, ধ্বনির স্বরূপসম্বন্ধে কবিকর্ণপূর তাঁহার অলঙ্কারকৌস্তুভে (অ, কৌ,) বলিয়াছেন,

"শব্দার্থাদিভিরন্যৈশ্চ ধ্বন্যতেঽসাবিতি ধ্বনিঃ ॥৩।১॥

—শব্দসমূহদ্বারা, (বাচ্য-লক্ষ্য-ব্যঙ্গ্যাদি) অর্থসমূহদ্বারা, (আদি-শব্দসূচিত) পদার্থান্তর-সম্বন্ধদ্বারা এবং অন্য (অনুকরণ-শব্দসমূহ) দ্বারা যাহা ধ্বনিত (অর্থাৎ ব্যঞ্জনাবৃত্তিতে শৈত্য-পাবনত্বাদি ব্যঙ্গ্যরূপে বোধগম্য) হয়, তাহাকে ধ্বনি বলে।"*

* শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত অলঙ্কারকৌস্তুভের সুবোধিনী টীকার আনুগত্যেই সর্ব্বত্র অলঙ্কারকৌস্তুভের উক্তির তাৎপর্য্য প্রকাশ করা হইবে।

যেমন, গঙ্গা-শব্দ হইতে শৈত্য-পাবনত্বাদি ব্যঞ্জিত হয়। এ-স্থলে ব্যঙ্গ্য শৈত্য-পাবনত্বাদি হইতেছে গঙ্গা-শব্দের ধ্বনি।

ব্যঞ্জনাদ্বারাই ধ্বনি বোধগম্য হইয়া থাকে। ধ্বন্যালোকও তাহাই বলিয়াছেন-"ব্যঞ্জকত্বৈক-মূলস্য ধ্বনেঃ ॥১।১৮॥—ধ্বনির একমাত্র মূল হইতেছে ব্যঞ্জনা।"

গঙ্গা-শব্দের ধ্বনি হইতেছে শৈত্য-পাবনত্বাদি। গঙ্গা-শব্দের বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ হইতেছে একটী স্রোতস্বতী, জলপ্রবাহ; তাহা হইতে তাহার ব্যঙ্গ্য শৈত্য-পাবনত্বাদি হইতেছে ভিন্ন একটী বস্তু। শৈত্য-পাবনত্বাদি গঙ্গা নহে, গঙ্গা হইতে পৃথক্ একটী বস্তু।

এ-সম্বন্ধে ধ্বন্যালোক বলেন—

"যোঽর্থঃ সহৃদয়শ্লাঘ্যঃ কাব্যাত্মেতি ব্যবস্থিতঃ।
বাচ্য-প্রতীয়মানাখ্যৌ তস্য ভেদাবুভৌ স্মৃতৌ ॥১।২॥

—সহৃদয় ব্যক্তি যে অর্থকে মানিয়া লয়েন এবং যাহা কাব্যের আত্মা বলিয়া ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহার দুইটী প্রভেদ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে—একটী বাচ্য (বাচ্য বা মুখ্য অর্থ), অপরটী প্রতীয়মান অর্থ।"

প্রতীয়মান অর্থ সম্বন্ধে ধ্বন্যালোক বলেন,

"প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্।
যত্তৎ প্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু ॥১।৪॥

—মহাকবিদের বাণীতে কিন্তু আর একটী বস্তু আছে, যাহার নাম প্রতীয়মান অর্থ। তাহা রমণীর লাবণ্যের মত চিরপরিচিত অঙ্গসৌষ্ঠব হইতে পৃথক্ ভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে।"

এই উক্তির বৃত্তিতে শ্রীপাদ অভিনবগুপ্ত যাহা লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এইরূপঃ—"মহাকবিদের বাণীতে, প্রতীয়মান-নামে এক বস্তু দৃষ্ট হয়; এই প্রতীয়মান বস্তু কিন্তু বাচ্য হইতে বিভিন্ন। ইহা রমণীর লাবণ্যের মত; রমণীর লাবণ্য তাহার অবয়ব হইতে পৃথক্ ভাবে প্রকাশিত হয়, ইহা অবয়বের অতিরিক্ত একটা কিছু বস্তু, ইহাকে পৃথক্ করিয়া বর্ণনা করিতে হয় এবং অবয়বের অতিরিক্ত তত্ত্বরূপেই সহৃদয় ব্যক্তির নয়নের অমৃতস্বরূপ হইয়া প্রতিভাত হয়। প্রতীয়মান অর্থও তদ্রূপ; ইহা বাচ্যার্থ হইতে পৃথক্। এই প্রতীয়মান অর্থের অনেক ভেদ আছে।"

একটী প্রভেদ এই যে, বাচ্যার্থে বিধি থাকিলেও তাহা নিষেধরূপে অভিব্যক্ত হয়। যথা,

"ভ্রম ধার্ম্মিক বিশ্রব্ধঃ স শুনকোঽদ্য মারিতস্তেন।
গোদানদীকচ্ছকুঞ্জবাসিনা দৃপ্তসিংহেন ॥ ধ্বন্যালোক ॥১।৫॥

—ওহে ধার্ম্মিক! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে ভ্রমণ কর; গোদাবরী নদীতীরস্থিত কুঞ্জে যে সিংহটী বাস করে, সেই দৃপ্ত সিংহকর্তৃক কুকুরটী অদ্য নিহত হইয়াছে।"

ইহা হইতেছে কোনও নায়িকার উক্তি। এই নায়িকা তাহার প্রেমাস্পদ নায়কের সঙ্গে

গোদাবরী-তীরস্থ কুঞ্জে মিলিত হইত। কিন্তু কিছুকাল যাবৎ একজন ধার্ম্মিক লোক সে-স্থানে বিচরণ করিতেছিলেন বলিয়া নায়ক-নায়িকার মিলনের বিঘ্ন জন্মিতেছিল। সেই বিঘ্ন দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ধার্ম্মিকের প্রতি নায়িকার এই উক্তি। উক্তিটীর বাচ্যার্থে বুঝা যায়—নায়িকা সেই ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে গোদাবরীতীরে যাইতেই আদেশ করিতেছে ; নায়িকা তাঁহাকে জানাইল যে, ভয়ের কোনও কারণ নাই ; কেননা, যে কুক্কুরের জন্য ভয়, সেই কুক্কুর একটী দৃপ্ত সিংহকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। কিন্তু প্রতীয়মান অর্থ অন্যরূপ। যে সিংহটী দৃপ্ত হইয়া কুক্কুরকে বধ করিয়াছে, সেই দৃপ্ত সিংহ এখনও সেখানে রহিয়াছে। কুক্কুর হইতে ভয়ের কারণ দূরীভূত হইলেও সিংহের ভয় আছে ; তাতে আবার সিংহটী দৃপ্ত। ধার্ম্মিক ব্যক্তি কুক্কুরটীকে কোনও উপায়ে হয়তো তাড়াইতে পারিতেন ; কিন্তু দৃপ্ত সিংহকে তাড়াইয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ; সুতরাং সে-স্থলে বিচরণ ধার্ম্মিক ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত বিপদসঙ্কুল। এই বিপদের ভয়েই ধার্ম্মিক ব্যক্তি সে-স্থানে যাইবেন না ; সুতরাং নায়িকার পক্ষে নায়কের সঙ্গে মিলনেরও কোনও বিঘ্ন থাকিবে না। এইরূপে দেখা গেল—বাচ্য অর্থে গমনের বিধি থাকিলেও প্রতীয়মান অর্থে কিন্তু নিষেধই সূচিত হইয়াছে। এই প্রতীয়মান অর্থই ধ্বনি। ইহা বাচ্যার্থ হইতে ভিন্ন।

আবার কোনও স্থলে বাচ্যার্থে নিষেধ থাকিলেও প্রতীয়মান অর্থে বা ব্যঙ্গ্যার্থে আদেশ বুঝায়। যথা

"শ্বশ্রূরত্র শেতে অথবা নিমজ্জতি অত্রাহং দিবসকং প্রলোকয়।
মা পথিক রাত্র্যন্ধ শয্যায়ামাবয়োঃ শায়িষ্ঠাঃ ॥ ধ্বন্যালোক ॥১।৫॥

—এইস্থানে আমার শ্বাশুড়ী শয়ন করেন, অথবা নিদ্রায় নিমগ্ন হয়েন। এই স্থানে আমি শয়ন করি। তুমি দিনের বেলায় ভালরূপে দেখিয়া রাখ। ওহে রাতকাণা পথিক! তুমি আমাদের শয্যায় শয়ন করিওনা।"

ইহাও কোনও নায়িকার উক্তি—তাহার প্রণয়ীর প্রতি। নায়িকা দিনের বেলায় তাহার প্রণয়ীকে স্বীয় শয়নস্থান বা বিছানা দেখাইয়া বলিতেছে—এই শয্যায় শয়ন করিওনা। সুতরাং বাচ্যার্থে নিষেধই বুঝায়। ব্যঙ্গ্যার্থ কিন্তু অন্যরূপ। প্রতীয়মান অর্থ বা ব্যঙ্গ্যার্থ হইতেছে—"এখানে আমার বিছানায় শয়ন করিও ; শ্বাশুড়ীর জন্য ভয় নাই। কেননা, তিনি নিদ্রায় নিমগ্ন থাকেন ; সুতরাং তোমার আগমনের বিষয় জানিতে পারিবেন না।" এ-স্থলেও বাচ্যার্থ হইতেছে ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনি হইতে ভিন্ন।

ধ্বনিকার বলেন—উল্লিখিত প্রতীয়মান অর্থ বা ব্যঙ্গ্যার্থই হইতেছে কাব্যের আত্মা। "কাব্যাস্যাত্মা স এবার্থঃ ॥ ধ্বন্যালোক ॥১।৫॥" সুতরাং সেই ব্যঙ্গ্য অর্থ এবং তাহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ যে শব্দ (সকল শব্দ নহে), সেই শব্দই মহাকবিকে প্রত্যভিজ্ঞার সহিত নিরূপণ করিতে হইবে। ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জকের সুপ্রয়োগ হইতেই মহাকবিদের মহাকবিত্ব লাভ হইতে পারে। কেবল বাচ্যবাচক-সমন্বিত রচনাদ্বারা তাহা হয়না।

সোঽর্থস্তদ্ব্যক্তিসামর্থ্যযোগী শব্দশ্চ কশ্চন।
যত্নতঃ প্রত্যভিজ্ঞেয়ৌ তৌ শব্দার্থৌ মহাকবেঃ ॥ ধ্বন্যালোক ॥১।৮॥

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—কাব্যে ব্যঙ্গ্য ও ব্যঞ্জকের প্রাধান্য হইলেও কবিরা প্রথমে কেন বাচ্য ও বাচককেই গ্রহণ করেন? ইহার উত্তরে ধ্বনিকার বলেন—

"আলোকার্থী যথা দীপশিখায়াং যত্নবান্ জনঃ।
তদুপায়তয়া তদ্বদর্থে বাচ্যে তদাদৃতঃ ॥ধন্যালোক ॥১।৯॥

—আলোকার্থী যেমন আলোকলাভের উপায় হিসাবে দীপশিখায় যত্নবান্ হয়েন, তদ্রূপ ব্যঙ্গ্য অর্থকে আদর করিলেও সহৃদয় ব্যক্তি ব্যঙ্গ্য অর্থের উপায় হিসাবে বাচ্য অর্থে যত্নবান্ হয়েন।"

"যথা পাদার্থদ্বারেণ বাক্যার্থঃ সম্প্রতীয়তে।
বাচ্যার্থপূর্ব্বিকা তদ্বৎপ্রতিপত্তস্য বস্তুনঃ ॥ ধ্বনালোক ॥১।১০॥

—যেমন পদের অর্থের সাহায্যে বাক্যের অর্থের অবগতি হয়, সেইরূপ ব্যঙ্গ্য অর্থের প্রতীতির পূর্ব্বে বাচ্য অর্থের প্রতীতি হয় ॥"

যাহা হউক, উল্লিখিত প্রকারে ধ্বনিকার দেখাইলেন—ব্যঙ্গ্য অর্থ হইতেছে বাচ্যের অতিরিক্ত একটী বস্তু এবং কাব্যে ব্যঙ্গ্য অর্থেরই প্রাধান্য; কেননা, ব্যঙ্গ্য বা প্রতীয়মান অর্থই হইতেছে কাব্যের আত্মা। ইহার পরে তিনি ধ্বনির স্বরূপের কথা বলিয়াছেন।

"যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ।
ব্যঙ্ক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ ॥ ধ্বন্যালোক ॥১।১৩॥

—যাহাতে অর্থ বা শব্দ নিজেকে অথবা অর্থকে গৌণ করিয়া সেই প্রতীয়মান অর্থকে প্রকাশ করে, সেই কাব্যবিশেষকেই পণ্ডিতগণ ধ্বনি বলিয়া থাকেন।"

অভিনবগুপ্তপাদ বলেন—এ-স্থলে "অর্থ" হইতেছে "বিশেষ কোনও বাচ্য", আর "শব্দ" হইতেছে "বিশেষ কোনও বাচক।" এই অর্থ ও শব্দ যাহাতে (যত্র) সেই প্রতীয়মান অর্থকে প্রকাশ করে, সেই কাব্যবিশেষের নাম "ধ্বনি।" ইহাদ্বারা জানান হইল যে, বাচ্য ও বাচকের সৌন্দর্য্যের হেতুভূত যে উপমাদি এবং অনুপ্রাসাদি, ধ্বনির বিষয় তাহা (বাচ্য-বাচকের সৌন্দর্য্যের হেতুভূত উপমাদি এবং অনুপ্রাসাদি) হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন।

কর্ণপূর বলিয়াছেন—শব্দার্থাদিদ্বারা যাহা ধ্বনিত (ব্যঞ্জিত বা বোধগম্য) হয়, তাহাই ধ্বনি। ধ্বনি হইতেছে শব্দার্থাদির ব্যঙ্গ্য; প্রতীয়মান অর্থই ব্যঙ্গ্য। এইরূপে দেখা যায়—ধ্বনির স্বরূপ-সম্বন্ধে ধ্বন্যালোক এবং কর্ণপূরের মধ্যে মতভেদ কিছু নাই। ধ্বন্যালোক বলিয়াছেন—ধ্বনি বা প্রতীয়মান অর্থ ব্যঞ্জক শব্দার্থ হইতে ভিন্ন। কর্ণপূরের উক্তির তাৎপর্য্য হইতেও তাহাই সূচিত হয়।

ক। রসাদির ধ্বনিপদবাচ্যত্ব

ধ্বনির স্বরূপ প্রকাশ করিয়া কবিকর্ণপূর বলিয়াছেন,

"রসো ভাবস্তদাভাসো বস্তলঙ্কার এব চ।
ভাবানামুদয়ঃ শান্তিঃ সন্ধিঃ শবলতা তথা।
সর্বং ধ্বনিস্তজ্জনিত্বে কাব্যঞ্চ ধ্বনিরুচ্যতে॥ অ, কৌ ৩।২॥

—রস, ভাব, রসাভাস এবং ভাবাভাস, শৈত্যপাবনত্বাদি বস্তু, উপমাদি অলঙ্কার, ব্যভিচারি-ভাবসমূহের উৎপত্তি, শান্তি, সন্ধি এবং শবলতা—এই সমস্ত হইতেছে ধ্বনিপদবাচ্য। কাব্যে ধ্বনি-শব্দের ব্যবহার মুখ্য নহে, লাক্ষণিকত্ববশতঃ গৌণই। ধ্বনিজনিত্ববশতঃ কাব্যকে ধ্বনি বলা হয়; অর্থাৎ কাব্য হইতে ধ্বন্যর্থের উৎপত্তি হয় বলিয়াই কাব্যকে ধ্বনি বলা হয়।"

ধ্বন্যালোক বলিয়াছেন—যাহাতে প্রতীয়মান অর্থ প্রকাশ পায়, সেই কাব্যবিশেষকে ধ্বনি বলে (১।১৩)। কর্ণপূরের উক্তি হইতে বুঝা গেল, এ-স্থলেও কাব্যবিশেষের ধ্বনি-সংজ্ঞা হইতেছে গৌণ।

খ। ধ্বনির কাব্যপ্রাণত্ব এবং কাব্যাত্মত্ব

কবিকর্ণপূর ধ্বনিকে কাব্যপুরুষের (কাব্যের) প্রাণ বলিয়াছেন; কখনও কখনও বা ধ্বনিকে কাব্যের আত্মাও বলা হয়; যেমন, "কাব্যস্যাত্মা স এবার্থঃ॥ ধ্বন্যালোক॥১।৫॥" ইহার সমাধান কি?

কবিকর্ণপূর বলেন—"রসাখ্যধ্বনেরন্যে ধ্বনয়স্তু প্রাণাঃ, রসাখ্যস্তু ধ্বনিরাত্মা ইত্যদোষঃ॥—রসনামক যে ধ্বনি, তাহা হইতেছে কাব্যের আত্মা; আর, রসনামক ধ্বনিব্যতীত অন্যধ্বনিসমূহ হইতেছে কাব্যের প্রাণ। এইরূপ সমাধানই নির্দোষ।"

গ। ধ্বনির প্রকারভেদ

সাধারণভাবে ধ্বনি দুই রকমের—অবিবক্ষিতবাচ্যধ্বনি এবং বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনি॥ ধ্বন্যালোক॥

যে ধ্বনিদ্বারা বাচ্য অর্থ অবিবক্ষিত বা অপ্রধানীভূত হয়, তাহা হইতেছে অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনি (বহুব্রীহিসমাস)। ইহা লক্ষণামূলক ধ্বনি। এ-স্থলে বাচ্যার্থ অপ্রধান, ব্যঙ্গ্য অর্থ প্রধান। এ-স্থলে বাচ্যার্থ অপ্রধান ভাবে থাকিয়া ব্যঙ্গ্যার্থকে প্রকাশ করে।

বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য—ইহা অভিধামূলক ধ্বনি। অন্যপর—ব্যঙ্গ্য। এ-স্থলে বাচ্যার্থ নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াই ব্যঙ্গ্যার্থকে প্রকাশ করে।

অবিবক্ষিতবাচ্য ধ্বনি আবার দুই রকমের—অর্থান্তরসংক্রামিতবাচ্য এবং অত্যন্ততিরস্কৃত বাচ্য। "অর্থান্তরোপসংক্রান্তমত্যন্তং বা তিরস্কৃতম্॥ অ, কৌ, ৩।৪॥"

অর্থান্তরোপসংক্রমিতবাচ্য ধ্বনিতে বাচ্য নিজের অর্থ পরিত্যাগ না করিয়া অন্য অর্থদ্বারা উপসংক্রান্ত হয়। "অজহৎস্বার্থতয়াঽপরার্থেনোপসংক্রান্তং ভবতি॥ অ, কৌ॥" যথা,

"ফলমপি ফলং মাকন্দানাং সিতা অপি তাঃ সিতা
অমৃতমমৃতং দ্রাক্ষা দ্রাক্ষা মধূনি মধূন্যপি।
সহ তুলয়িতুং তেনৈতেষাং ন কিঞ্চন যুজ্যতে
সুবল যদয়ং সারঙ্গাক্ষ্যা ভবত্যধরোঽধরঃ॥ অ. কৌ. ৩'৪॥

—(শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিয়াছেন) হে সুবল ! আম্রসমূহের ফলও ফল ; সে সকল মিশ্রিও মিশ্রি ; অমৃতও অমৃত ; দ্রাক্ষাও দ্রাক্ষা , মধুও মধু ; এই সারঙ্গাক্ষীর অধর অধর হয়। তাহার সহিত ইহাদের কাহারও তুলনা করা যুক্তিযুক্ত হয় না।"

এই শ্লোকে দ্বিতীয় ফলাদি-শব্দ নিন্দাদি অর্থদ্বারা সংক্রান্ত হইয়াছে। কেননা, ফল পাকিবার নানাবিধ অবস্থা আছে, কদাচিৎ মধুর হয়, সর্ব্বাবস্থাতে মধুর নহে ; এজন্য নিন্দনীয়। মিশ্রি পুনঃ পুনঃ পাক করিলেই নির্ম্মল হয়, প্রথমাবস্থায় নির্ম্মল নহে। অমৃত নিকৃষ্ট দেবতারাও পান করে ; এজন্য অমৃতও নিন্দনীয়। দ্রাক্ষাসম্বন্ধেও তদ্রূপ। মধু ভ্রমরের উচ্ছিষ্ট ; সুতরাং নিন্দনীয়।

"ফলও ফল" এ-স্থলে ফল কদাচিৎ মধুর হয়, ইহা লক্ষণাদ্বারা বুঝা যায় ; তাহার পরে ব্যঞ্জনাবৃত্তিদ্বারা নিন্দ্যত্ব-বোধ জন্মে ; এই নিন্দ্যত্ব-বোধ হইতেছে লক্ষণামূলক। এ-স্থলে দ্বিতীয় লাক্ষণিক-ফলপদে ফলত্বরূপে ফলবোধ হয় না ; এজন্য এই ধ্বনি হইতেছে অবিবক্ষিতবাচ্য। অথচ প্রথমোক্ত ফলপদের বাচ্য অর্থ হইতেছে ফলরূপ (অজহৎস্বার্থ—স্বীয় অর্থ ত্যাগ করে নাই) ; কিন্তু তাহা ব্যঙ্গ্যীভূতনিন্দ্যত্বদ্বারা সংক্রমিত হইয়াছে। এই ভাবে সিতা (মিশ্রি)-আদি সমস্ত পদেরই এতাদৃশ তাৎপর্য্য।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে সুবল ! সারঙ্গাক্ষী শ্রীরাধার অধরের সহিত তুলনা করার পক্ষে আম্রফলাদি কোনও বস্তুই উপযুক্ত নহে। কেননা, আম্রফলাদি সমস্তই নিন্দনীয় ; কিন্তু শ্রীরাধার অধরে নিন্দনীয় কিছু নাই ; তাঁহার অধর হইতেছে "অধর।" এ-স্থলে দ্বিতীয় অধর-শব্দটীর অর্থ হইতেছে—"অধরয়তি স্বাপেক্ষয়া সর্বাণ্যেব স্বাদুবস্তূনি নিকৃষ্টয়তীত্যর্থঃ—সমস্ত স্বাদুবস্তুকেই নিজের অপেক্ষা নিকৃষ্ট করে যাহা, তাহাই অধর।" যত কিছু স্বাদু বস্তু আছে, শ্রীরাধার অধর হইতে তাহারা সমস্তই নিকৃষ্ট—ইহাই হইতেছে "সারঙ্গাক্ষ্যা ভবত্যধরোঽধরঃ"—বাক্যের তাৎপর্য্য। এ-স্থলে দ্বিতীয় অধর-পদে স্তুত্যর্থ হইতেছে ব্যঙ্গ্য। উপমানীভূত "ফলও ফল" ইত্যাদি বাক্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত ফলাদিপদের নিন্দার্থ হইতেছে ব্যঙ্গ্য ; "অধর অধর" এই বাক্যের দ্বিতীয় অধর-পদের ব্যঙ্গ্য তদ্রূপ নহে। উল্লিখিত শ্লোকে সর্ব্বত্র উপমানের তিরস্কারই হইতেছে ব্যঙ্গ্য।

উল্লিখিত উদাহরণে বাচ্য বস্তু নিজের অর্থ পরিত্যাগ না করিয়া যে অন্য অর্থের দ্বারা উপসংক্রান্ত হইয়াছে, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

আবার বাচ্য বস্তু যে নিজের অর্থ পরিত্যাগ করিয়া বিপরীত অর্থদ্বারা উপসংক্রান্ত হয়, নিম্নলিখিত শ্লোকে তাহা উদাহৃত হইয়াছে।

"সৌভাগ্যমেতদধিকং মম নাথ কৃষ্ণ প্রাণৈর্মমাত্মনি সুখং প্রণয়েন কীর্ত্তিঃ।
দৃষ্টশ্চিরাদসি কৃপাপি তবেয়মুচ্চৈ র্ন স্মর্য্যতে ন ভবতাত্মগৃহস্য মার্গঃ॥

—(কোনও খণ্ডিতা নায়িকা সোল্লুণ্ঠভাবে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন) হে কৃষ্ণ। হে নাথ! তোমার আগমন আমার পক্ষে অধিকসৌভাগ্যজনক। আমার প্রাণসকল আমার সুখ বিস্তার করিয়াছিল; মদ্‌বিষয়ক তোমার প্রণয় আমার কীর্ত্তি বিস্তার করিয়াছিল। বহুকাল পরে যে তুমি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছ, ইহা আমার প্রতি তোমার মহতী কৃপা। আমার গৃহ তো তোমার নিজেরই গৃহ; এতাদৃশ তোমার নিজগৃহের পথের কথা যে তুমি স্মরণ করনা, তাহা নহে, স্মরণ কর।"

গ্রন্থকলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় ধ্বনির বিভিন্ন ভেদ এ-স্থলে আলোচিত হইল না। যাঁহারা বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা মূল গ্রন্থ দেখিতে পারেন।

ঘ। ধ্বনির বৈশিষ্ট্যে কাব্যের বৈশিষ্ট্য

ধ্বনির উৎকর্ষে কাব্যেরও উৎকর্ষ, ধ্বনির অপকর্ষে কাব্যেরও অপকর্ষ। কবিকর্ণপূর বলেন,

"উত্তমং ধ্বনিবৈশিষ্ট্যে মধ্যমে তত্র মধ্যমম্।
অবরং তত্র নিস্পন্দ ইতি ত্রিবিধমাদিতঃ॥ অ, কৌ, ১।৬॥

—ধ্বনির বৈশিষ্ট্যে (অর্থাৎ উত্তমত্বে) কাব্যও উত্তম হয়; ধ্বনির মধ্যমত্বে কাব্যও মধ্যম হয়; ধ্বনির নিস্পন্দে (অর্থাৎ ধ্বনি যদি অস্পষ্ট হয়, সহৃদয় সামাজিকের হৃদয়ে ধ্বনি যদি শীঘ্র প্রকটিত না হয়, তাহা হইলে) কাব্যও হয় অবর (নিকৃষ্ট)। এইরূপে প্রথমতঃ কাব্য হইল তিন রকমের।"

এই উক্তি হইতে জানা গেল—ধ্বনির বৈশিষ্ট্য অনুসারে **ত্রিবিধ কাব্য—উত্তম কাব্য, মধ্যম কাব্য** এবং **অবর বা নিকৃষ্ট কাব্য**।

কবিকর্ণপূর ধ্বনির লক্ষণ পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছেন; এ-স্থলে আবার বলিতেছেন—**ব্যঙ্গ্যমেব ধ্বনিঃ**—ব্যঙ্গ্যই হইতেছে ধ্বনি। এই প্রসঙ্গে তিনি কাব্যপ্রকাশের মতের আলোচনাও করিয়াছেন। কাব্যপ্রকাশ বলেন—"ইদমুত্তমমতিশয়িনি ব্যঙ্গ্যে বাচ্যাদ্ধ্বনির্বুধৈঃ কথিতঃ॥১।৪॥—পণ্ডিতগণ বলেন, যে কাব্যে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থের অতিশয়তা (উৎকর্ষ), তাহাই ধ্বনি।" এ-স্থলে কাব্যকেই ধ্বনি বলা হইয়াছে; কিন্তু কর্ণপূর বলেন—ইহা সঙ্গত নহে। প্রামাণিকগণের মধ্যে কাব্যকে ধ্বনি বলার ব্যবহার নাই। ধ্বনির সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলিয়াই কাব্যকে ধ্বনি বলা হয়; সুতরাং কাব্যে ধ্বনি-শব্দের প্রয়োগ হইতেছে লাক্ষণিক, গৌণ; মুখ্য নহে। ধ্বনি-শব্দের মুখ্য প্রয়োগ হইতেছে ব্যঙ্গ্যার্থে, কাব্যে নহে।

যাহাহউক, প্রথমে ত্রিবিধ কাব্যের কথা বলিয়া কর্ণপূর আরও এক প্রকার কাব্যের কথা বলিয়াছেন—**উত্তমোত্তম কাব্য**।

"ধ্বনেধ্বর্ন্যন্তরোদ্গারে তদেব হ্যুত্তমোত্তমম্।
শব্দার্থয়োশ্চ বৈচিত্র্যে দ্বে যাতঃ পূর্ব্বপূর্ব্বতাম্॥ অ, কৌ, ১।৭॥

—যে কাব্যে ধ্বনিবৈশিষ্ট্যে ধ্বন্যন্তরবৈশিষ্ট্য হয় অর্থাৎ যে কাব্যে ধ্বন্যর্থেরও ধ্বন্যর্থ সম্ভব হয়, অথবা শব্দের এবং অর্থেরও বৈচিত্র্য থাকে, সেই কাব্য হইতেছে উত্তমোত্তম। আবার শব্দার্থের বৈচিত্র্য থাকিলে মধ্যমকাব্যও উত্তমকাব্য হয় এবং অবরকাব্যও মধ্যমকাব্য হয়।”

কর্ণপূর এ-স্থলে “শব্দার্থয়োশ্চ বৈচিত্র্যে”-বাক্যটীকে “কাকাক্ষিগোলক-ন্যায়ে” উভয়ত্র যোজনা করিয়াছেন।

উল্লিখিত চারিপ্রকারের কাব্যের উদাহরণও অলঙ্কারকৌস্তুভে প্রদত্ত হইয়াছে। যথা,

(১) **উত্তমকাব্য**। যে কাব্যে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ধ্বন্যর্থের উৎকর্ষ, তাহাকে উত্তম কাব্য বলে। উদাহরণ, যথা,

“গৌরীমর্চয়িতুং প্রসূনবিচয়ে শ্বশ্রূনিদিষ্টা হরেঃ
ক্রীড়াকাননমাগতা বয়মহো মেঘাগমশ্চাভবৎ।
প্রেঙ্খোলাঃ পরিতশ্চ কণ্টকলতাঃ শ্যামাশ্চ সর্বা দিশো
নো বিদ্মঃ প্রতিবেশবাসিনি গুরোঃ কিং ভাবি সংভাবিতম্॥

—শ্বাশুড়ীর নির্দেশে গৌরীপূজার জন্য পুষ্প চয়ন করিতে আমারা হরির ক্রীড়াকাননে (বৃন্দাবনে) আসিয়াছি। অহো! মেঘও আসিয়া পড়িয়াছে; দিক্‌সমূহও শ্যামবর্ণ ধারণ করিয়াছে; সকল দিকে কণ্টকলতাসমূহও চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। হে প্রতিবেশবাসিনি! আমাদের গুরুজনই বা কি সংভাবনা করিবেন (কি মনে করিবেন; বা বলিবেন), জানিনা।”

শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের উদ্দেশ্যে কোনও ব্রজসুন্দরী বৃন্দাবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের পূর্ব্বেই দেখিলেন—তাঁহারই পরিচিতা এক প্রতিবেশিনী অন্য কোনও উদ্দেশ্যে অকস্মাৎ সেইস্থানে উপস্থিত। তখন সেই ব্রজসুন্দরী প্রতিবেশিনীকে বলিলেন—“গৌরীপূজার নিমিত্ত পুষ্পচয়নের জন্যই শ্বাশুড়ীর নির্দেশে আমি এই স্থানে আসিয়াছি।” তিনি আরও ভাবিলেন—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের পরেও যদি এই প্রতিবেশিনীর সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে তাঁহার অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকৃত নখক্ষতাদি সম্ভোগচিহ্ন দেখিয়া প্রতিবেশিনী হয়তো কিছু বলিতে বা মনে করিতে পারেন; তখন, ঐরূপ চিহ্নাদি যে কণ্টককৃত, তাহা জানাইয়া প্রতিবেশিনীকে প্রবোধ দিবেন মনে করিয়া খেদের অভিনয় করিয়া প্রতিবেশিনীকে বলিলেন—“শ্বাশুড়ীর আদেশে হরির ক্রীড়াকানন বৃন্দাবনে আসিয়াছি; হঠাৎ আবার আকাশে মেঘও দেখা দিয়াছে; তাহার ফলে সমস্ত দিক্ই শ্যামবর্ণ ধারণ করিয়াছে, অর্থাৎ মেঘোদয়ের ফলে সকল দিক্ অন্ধকারময় হইয়া পড়িয়াছে।” এই উক্তির ধ্বনি হইতেছে এই যে—“শীঘ্র গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভব হইবেনা, গৃহে ফিরিয়া যাইতে আমার বিলম্ব হইবে।” তিনি আরও বলিলেন—“দেখ প্রতিবেশিনি! কণ্টকময় লতাগুলিও অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিয়া যাওয়ার চেষ্টায় লতাকণ্টকে আমার অঙ্গও ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িবে।” এই উক্তিদ্বারা ভাবী শ্রীকৃষ্ণসঙ্গম গোপন করা হইল। চঞ্চল-কণ্টকলতাসম্বন্ধে উক্তির ধ্বনি হইতেছে এই

যে—"প্রতিবেশিনি! গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব এবং আমার অঙ্গক্ষত দেখিয়া আমার গুরুজন যদি আমাকে কিছু বলেন, তাহা হইলে তোমাকেই সাক্ষিরূপে গুরুজনের সাক্ষাতে উপস্থিত করাইয়া আমি বলিব—'প্রতিবেশিনি! সেই সময়ে তোমার নিকটে আমি যেই আশঙ্কার কথা বলিয়াছিলাম, আমার ভাগ্যে তাহাই ফলিয়াছে।'

এই শ্লোকের বাচ্য অর্থ অপেক্ষা ধ্বন্যর্থ বা ব্যঙ্গ্যার্থ অতি উৎকর্ষময় বলিয়া ইহা হইতেছে উত্তম কাব্য।

(২) **মধ্যম কাব্য**। ধ্বনির মধ্যমত্বে কাব্যের মধ্যমত্ব। উদাহরণ, যথা—

"উত্তমস্য পুরুষস্য বনান্তঃ সত্যমালি কুসুমায় গতাসীঃ।
আযযুর্মধুকরাস্তব পশ্চাদ্ দুঃশকঃ পরিমলো হি বরীতুম্॥

—হে সখি! পুষ্পচয়নার্থ তুমি পুন্নাগ-(নাগকেশর-) বনমধ্যে গিয়াছিলে; তোমার পশ্চাতে মধুকরগণও গিয়াছিল। অতএব সেই পুন্নাগের পরিমল সম্বরণ করা তোমার পক্ষে দুঃসাধ্য।"

অমরকোষের মতে "উত্তম পুরুষ" অর্থ—পুন্নাগ বা নাগকেশর। উত্তম পুরুষ বলিতে আবার "পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকেও" বুঝায়। "পরিমল"—সুগন্ধ; "পরিমল"-শব্দে নাগকেশরের সুগন্ধও বুঝায়, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধকেও বুঝায়।

এ-স্থলে "উত্তম পুরুষ"-শব্দ হইতে শ্লেষবশতঃই "শ্রীকৃষ্ণ" ব্যঞ্জিত হইয়াছে। সুতরাং এ-স্থলে ব্যঙ্গ্যার্থের বা ধ্বনির মধ্যমত্ব।

(৩) **অবর কাব্য**। ধ্বনির নিস্পন্দত্বে বা অস্পষ্টত্বে কাব্যের অবরত্ব বা নিকৃষ্টত্ব।

উদাহরণ, যথা—

"উর্জ্জৎস্ফূর্জ্জৈর্গর্জনৈর্বারিবাহাঃ প্রোদ্যদ্‌বিদ্যুদ্দামবিদ্যোতিতাশাঃ।
অদ্রাবদ্রৌ বিদ্রুতা দ্রাঘয়ন্তে দন্তিভ্রান্ত্যা সিংহসজ্যপ্রকোপান্॥

—বলবান্ আটোপের সহিত গর্জন করিতে করিতে মেঘসমূহ এক পর্বত হইতে অন্য পর্বতে ধাবিত হইতেছে; প্রোজ্জ্বল বিদ্যুদ্দামে দিক্‌সকল উদ্‌ভাসিত; পর্বত হইতে পর্বতান্তরে ধাবমান মেঘসমূহকে শ্যামবর্ণ হস্তিরূপে ভ্রম করিয়া সিংহসমূহ দীর্ঘ প্রকোপ প্রকাশ করিতেছে।"

এ-স্থলে কেবল শব্দেরই বৈচিত্র্য, ধ্বনির নিস্পন্দভাব। এজন্য ইহা হইতেছে অবর কাব্য।

(৪) **উত্তমোত্তম কাব্য**। ধ্বনি হইতে অন্য ধ্বনি উদ্‌গারিত হইলে উত্তমোত্তম কাব্য হয়। উদাহরণ যথা—

"যাতাসি স্বয়মেব রত্নপদকস্যান্বেষণার্থং বনা-
দায়াতাসি চিরেণ কোমলতনুঃ ক্লিষ্টাসি হা মৎকৃতে।
শ্বাসো দীর্ঘতরঃ সকন্টকপদং বক্ষো মুখং নীরসং
কা তে হ্রীরসমঞ্জসা সখি গতির্দূরে রহঃ সুভ্রুবাম্॥

—রত্নপদকের অন্বেষণার্থ তুমি নিজেই বনে গিয়াছ ; বন হইতে আসিতেও বিলম্ব হইয়াছে ; হায়! আমার জন্যই তোমার কোমল অঙ্গও ক্লিষ্ট হইয়াছে ; তোমার শ্বাসও দীর্ঘতর হইয়াছে ; তোমার বক্ষোদেশেও কণ্টকচিহ্ন বিরাজিত, মুখও নীরস। কি তোমার লজ্জা ! সখি ! দূরবর্ত্তী নির্জন স্থানে সুভ্রূদিগের গমন অসমঞ্জস (অসঙ্গত)।"

নিজের কোনও প্রিয়সখীকে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সম্ভুক্ত করাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুক্তি করিয়া বলিলেন—"আমি আমার রত্নপদক এই নিকুঞ্জে রাখিয়া যাইতেছি ; ইহা নেওয়ার জন্য আমার সখীকে আমি পাঠাইব ; তখন তুমি তাঁহাকে উপভোগ করিবে।" এইরূপ যুক্তি করিয়া শ্রীরাধা কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া স্বীয় সখীদের নিকটে আসিলেন এবং তাঁহার অভীষ্ট সখীকে রত্নপদক অন্বেষণ করার জন্য পাঠাইলেন। সখীও গেলেন ; ফিরিয়া আসিতে তাঁহার বিলম্ব হইয়াছিল। যখন সেই সখী ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেখা গেল—তাঁহার কোমল অঙ্গ ক্লান্ত, মুখ নীরস, বক্ষে নখক্ষত, নাসায় দীর্ঘশ্বাস। এই সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগ সূচিত করিতেছে। সখী লজ্জিত হইয়া শ্রীরাধার সাক্ষাতে অধোবদনে দণ্ডায়মানা। এই অবস্থা দেখিয়া পরিহাসের সহিত শ্রীরাধা সেই সখীকে উল্লিখিত শ্লোকোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

শ্রীরাধা বলিলেন—"সখি ! দূরবর্ত্তী নির্জন স্থানে তোমার মত সুন্দরীদিগের যাওয়া সঙ্গত নয় ; তথাপি তুমি যখন গিয়াছ, এখন তজ্জন্য অনুতাপ বা লজ্জা প্রকাশ করিয়া কি লাভ ? যদি বল 'তুমিই তো আমাকে পাঠাইলে !', তাহা হইলে বলি শুন ; "সে-স্থানে যাওয়ার জন্য আমি তোমাকে বলিয়াছি বলিয়াই কি দূরবর্ত্তী নির্জন স্থানে একাকিনী তোমার যাওয়া সঙ্গত হইয়াছে ? বস্তুতঃ মনে হইতেছে, আমার আদেশ-পালন তোমার একটী ছলনামাত্র। রত্নপদক আনয়ন তোমার উদ্দেশ্য ছিলনা, তোমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন।" ইহা হইতেছে একটী ধ্বনি। বক্তৃ-বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতিবৈশিষ্ট্য এবং প্রকরণবৈশিষ্ট্য হইতে অন্য ধ্বনিও উদ্‌গীরিত হইয়াছে। বক্ত্রী শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্য—সখিগতপ্রাণা শ্রীরাধা স্বীয় প্রিয়সখীকে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গসুখ উপভোগ করাইবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠাবতী, ইহা এক ধ্বনি। প্রকরণ-বৈশিষ্ট্য—সেই উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার পূর্ব্বযুক্তি ; ইহাও একটী ধ্বনি। ধ্বনির ধ্বনি অনেক। যথা, কৃষ্ণের নিকট হইতে প্রত্যাগতা সখীর প্রতি পরিহাস, শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুক্তির কথা সংগোপন (অবহিত্থা), দূরবর্ত্তী নির্জনস্থানে গমনের অসঙ্গতি-কথন (অসূয়া),—ইত্যাদি হইতেছে শ্রীরাধার ভাবশাবল্য ; আর সেই সখীর লজ্জা, সাধ্বস, কোপ (শ্রীরাধাই তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন ; অথচ এখন বলিতেছেন—সে-স্থানে যাওয়া সঙ্গত হয় নাই, পদক আনয়ন তোমার উদ্দেশ্য ছিলনা, শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য—ইত্যাদি শ্রীরাধাবাক্যে সখীর গূঢ় কোপ) প্রভৃতি ভাবের শাবল্য। এই রূপে ধ্বনির বহু পল্লব প্রকাশ পাইয়াছে।

ধ্বনি হইতে অন্য বহু ধ্বনি উদ্‌গীরিত হইয়াছে বলিয়া এ-স্থলে উত্তমোত্তম কাব্য হইয়াছে।

শব্দার্থবৈচিত্র্যহেতু উত্তমোত্তম কাব্য

"নবজলধরধামা কোটিকামাবতারঃ প্রণয়রসযশোরঃ শ্রীযশোদাকিশোরঃ।
অরুণদরুণদীর্ঘাপাঙ্গভঙ্গ্যা কুরঙ্গীরিব নিখিলকৃশাঙ্গী রঙ্গিণি ত্বং ক্ব যাসি॥

—নবজলধরকান্তি, (সৌন্দর্য্যাতিশয়বশতঃ) কোটিকন্দর্পের অবতারী (অবতারিতুল্য), প্রণয়রসরূপ যশোদাতা, শ্রীযশোদা-কিশোর (শ্রীযশোদার কিশোর-নন্দন) স্বীয় অরুণবর্ণ দীর্ঘ অপাঙ্গভঙ্গী দ্বারা নিখিল কৃশাঙ্গী ললনাদিগকে, কুরঙ্গীর ন্যায়, অবরুদ্ধ করিতেছেন। হে রঙ্গিণি ! তুমি কোথায় যাইতেছ ?"

এ-স্থলে ধ্বনি হইতেছে এই :—"হে রঙ্গিণি ! কুতুকিনি ! তুমি অতিপ্রসিদ্ধা গুণবতী। কিন্তু কোথায় যাইতেছ ? সে-খানেই যাও, যে-খানে শ্রীযশোদাকিশোর নিখিল-কৃশাঙ্গীদিগকে অবরুদ্ধ করিয়াছেন।" কিসের দ্বারা তিনি অবরুদ্ধ করিলেন ? অরুণ-দীর্ঘ অপাঙ্গভঙ্গীদ্বারা। ব্যাধ কুরঙ্গীকে যেমন অবরুদ্ধ করে, তদ্রূপ। এ-স্থলে উপমালঙ্কারের দ্বারা অপাঙ্গভঙ্গীর বাগুরাত্ব (ফাঁদ-রূপত্ব) খ্যাপনের দ্বারা রূপকালঙ্কার ধ্বনিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, "কোথায় যাইতেছ ? সে-স্থানেই কি যাইতেছ ?"-এই বাক্যে—"সে-স্থানে যাইওনা"-ইহাই হইতেছে লক্ষ্যার্থ। "কোটিকামাবতারঃ"-এই পদে প্রলোভন উৎপাদন করিয়া "সে-খানেই যাও"-এইরূপ ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশ করা হইয়াছে।

শ্রীযশোদাকিশোর হইতেছেন—"প্রণয়রসপ্রদ" ; সুতরাং আমার কথায় অবিশ্বাস করিও না। তিনি তোমাকে অঙ্গীকার করিবেন। (ইহাও একটী ধ্বনি)। তাঁহার নিকটে যাইতে লোক হইতে ভয়েরও কোনও কারণ নাই ; কেহই ইহা জানিতে পারিবে না। কেননা, তিনি "নবজলধরধামা" —তাঁহার কান্তি নবজলধরের কান্তির তুল্য ; তাঁহার এই অন্ধকারতুল্যা কান্তি তাঁহার চতুর্দ্দিকে অন্ধকার উৎপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে সে-স্থানে যাইতে পার।

"ক্ব যাসি"-বাক্যের ধ্বনি হইতেছে—"যেখানে যশোদাকিশোর বিরাজিত, সে-খানেই যাও।" এই ধ্বনি হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত বহু ধ্বনি উদ্গীরিত হইয়াছে। শব্দের বৈচিত্র্য তো অতি পরিস্ফুট ; শব্দসমূহের ধ্বনিও অতি চমৎকার, বাচ্যার্থ হইতে উৎকর্ষময়। এজন্য এ-স্থলেও উত্তমোত্তম কাব্য হইয়াছে।

(৫) শব্দার্থবৈচিত্র্য-হেতু মধ্যমকাব্যেরও উত্তমকাব্যত্ব

"শিক্ষিতানি সুহৃদাং ন গৃহীতান্যুক্ষিতাসি নিজগর্ব্বরসেন।
দীক্ষিতঃ কুলবধূবধযাগে বীক্ষিতঃ সখি স নন্দকুমারঃ॥

—হে সখি ! বন্ধুবর্গের (কখনও নন্দনন্দনের দর্শন করিওনা, এতাদৃশ) শিক্ষা-(বা উপদেশ-) সমূহ তুমি গ্রহণ কর নাই (আমি কুলবতী, আমার চিত্তচাঞ্চল্য আবার কে জন্মাইতে সমর্থ? এতাদৃশ) স্বীয় গর্ব্বরসেই তুমি পরিনিষিক্ত। সেই নন্দ-তনয় কুলবধূদিগের বধরূপ যজ্ঞেই দীক্ষিত। তুমি তাঁহার দর্শন করিয়াছ।"

নন্দনন্দন কুলাঙ্গনাবধরূপ যজ্ঞে দীক্ষিত, অর্থাৎ যে কোনও কুলাঙ্গনা তাঁহার দর্শন লাভ করে, তাঁহার সহিত মিলনের জন্য তিনি এতই উৎকণ্ঠাবতী হইয়া পড়েন যে, মিলন না হইলে সেই কুলবতী আর প্রাণে বাঁচিতে পারেন না ; সুহৃদ্‌দের নিষেধ সত্ত্বেও তুমি যখন সেই নন্দনন্দনকে দর্শন

করিয়াছ, তাঁহার সহিত মিলন ব্যতীত তোমার প্রাণরক্ষা সম্ভব নয় ; অতএব নন্দনন্দনের সহিত তোমার মিলন ঘটাইবার জন্য আমাদিগকেই চেষ্টা করিতে হইবে ; আমরা সেই চেষ্টা করিব—যূথেশ্বরীর প্রতি সখীদিগের এইরূপ আশ্বাসই হইতেছে এ স্থলে ধ্বনি। এই ধ্বনি এ-স্থলে বিশেষ গূঢ় নয় ; সুতরাং এই কাব্যটী হইতেছে বস্তুতঃ মধ্যম কাব্য ; তথাপি শব্দার্থ-বৈচিত্র্যবশতঃ ইহা উত্তম কাব্য হইয়াছে।

(৬) **শব্দার্থ বৈচিত্র্য-হেতু অবর কাব্যের মধ্যমকাব্যত্ব**

"কাননং জয়তি যত্র সদা সৎ কা ন নন্দতি যদেত্য সুখশ্রীঃ।
কা ন নন্দতনয়ে প্রণয়োৎকা কাননং ধয়তি বা ন হি তস্য ॥

—যেস্থলে সৎ-কানন বৃন্দাবন সর্ব্বদা জয়যুক্ত হইতেছে, যে কাননকে (বৃন্দাবনকে) প্রাপ্ত হইলে কোন্ সুখসম্পত্তিই না সমৃদ্ধা হয়? কোন্ সুন্দরী রমণীই বা সেই নন্দনন্দনের আনন পান করেনা? (কাননং—কা + আননং)।"

"সুখশ্রীঃ"-শব্দে "শ্রীকৃষ্ণের সহিত রমণের সুখ" ধ্বনিত হইতেছে।

এ-স্থলে ধ্বনি নিস্পন্দ (অস্ফুট) বলিয়া কাব্য হইতেছে অবর ; তথাপি শব্দার্থ-বৈচিত্র্য-হেতু মধ্যমত্ব লাভ করিয়াছে। এ-স্থলে বাচ্যার্থই চমৎকারময়।

৬। গুণীভূত ব্যঙ্গ্য

বাচ্যার্থ হইতে ব্যঙ্গ্যার্থের যদি উৎকর্ষ না থাকে (অর্থাৎ ব্যঙ্গ্যার্থ যদি বাচ্যার্থের সমান হয়, অথবা বাচ্যার্থ হইতে নিকৃষ্ট হয়), তাহা হইলে কাব্যকে গুণীভূত ব্যঙ্গ্য বলা হয়।

ভূ-ধাতুর যোগে অভূত-তদ্ভাবে গুণ-শব্দের উত্তর চ্বি-প্রত্যয়দ্বারা "গুণীভূত"-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অর্থ—যাহা গুণ ছিলনা, তাহা গুণ হইয়াছে। যে কাব্যের ব্যঙ্গ্যে উৎকর্ষরূপ কোনও গুণ ছিলনা, পরে অপরাঙ্গত্ব-বাচ্যপোষকত্বাদি গুণের যোগবশতঃ যাহার উৎকর্ষ জন্মিয়াছে, তাহাকে গুণীভূত ব্যঙ্গ্য বলে। "অগুণো গুণীভবতি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা পূর্ব্বমগুণত্বম্ পশ্চাদ্ গুণযোগাৎ গুণীভূতত্ব-মিতি।—অলঙ্কারকৌস্তুভের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।" পূর্ব্বোল্লিখিত মধ্যমকাব্যেরই গুণীভূত-ব্যঙ্গ্যত্ব। "পূর্ব্বোক্তস্য মধ্যমকাব্যস্যৈব গুণীভূতব্যঙ্গ্যত্বম্। অ, কৌ, চতুর্থ কিরণ।"

গুণীভূতব্যঙ্গ্য আট রকমের—স্ফুট, অপরাঙ্গ, বাচ্যপ্রপোষক, কষ্টগম্য, সন্দিগ্ধপ্রাধান্য, তুল্য-প্রাধান্য, কাকুগম্য এবং অমনোজ্ঞ (অ, কৌ, ৪।১॥)।

এ-স্থলে গুণীভূত ব্যঙ্গ্যের দু'একটী উদাহরণ দেওয়া হইতেছে ; বাহুল্যভয়ে সর্বপ্রকার ব্যঙ্গ্যের উদাহরণ দেওয়া হইল না।

"দৃষ্টা ভাগবতাঃ কৃপাপ্যুগতা তেষাং স্থিতং তৈঃ সমং
জ্ঞাতং বস্তু বিনিশ্চিতঞ্চ কিয়তা প্রেম্ণাপি তত্রাসিতম্।
জীবদ্ভির্ন্মৃতং মৃতৈর্যদি পুনর্মর্ত্তব্যমস্মাদৃশৈ-
রুৎপত্যৈব ন কিং মৃতং বত বিধে বামায় তুভ্যং নমঃ॥

—ভগবদ্ভক্তগণকে দর্শন করিয়াছি; তাঁহাদের কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছি; তাঁহাদের সঙ্গে অবস্থান করিয়াছি; পরমবস্তু জ্ঞাত হইয়াছি, তাহার বিনিশ্চয়ও করিয়াছি; কতই প্রেমের সহিত সে-স্থানে বাস করিয়াছি। হায়! সেই জীবিত অবস্থায় আমাদের মরণ হয় নাই। (সেই ভগবদ্ভক্তগণের বিচ্ছেদে) এখন তো আমরা মৃত। মৃত হইয়া যদি আবার মরিতে হয়, তাহা হইলে উৎপন্ন হইয়াই (জন্মমাত্রেই) কেন মরি নাই? অয়ি বাম বিধে! তোমাকে নমস্কার।”

এ-স্থলে “জীবিত অবস্থা” বলিতে “ভাগবতগণের সহিত বাস, সদালাপাদিরূপ যে জীবন. সেই জীবনবিশিষ্ট অবস্থাকে” বুঝাইতেছে। আর, “মরণাবস্থা” বলিতে “ঐ সকলের অভাববিশিষ্ট জীবনকে” বুঝাইতেছে। বাস্তবিক জীবিত অবস্থাতেও মরণ—জীবিতের বিপরীত অবস্থা—বুঝাইতেছে বলিয়া ইহা হইতেছে “অর্থান্তর-সংক্রমিত-বাচ্য” (৭।১৫০-গ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তাহা পরিস্ফুট বলিয়া গুণীভূত ব্যঙ্গ্য হইয়াছে। (ইহা হইতেছে স্ফুটগুণীভূত-ব্যঙ্গ্যের উদাহরণ)

“কোপে যথাতিললিতং ন তথা প্রসাদে বক্ত্রং বিধিস্তব তনোতু সদৈব কোপম্।
ইত্যাকলয্য দয়িতস্য বচোবিভঙ্গীং রাধা জহাস বিহসৎসু সখীজনেষু॥

—‘কোপকালে তোমার মুখকমল যেরূপ অত্যন্ত ললিত (সুন্দর) হয়, প্রসন্নতার সময়ে তদ্রূপ হয় না। অতএব, বিধাতা যেন সর্বদাই তোমার কোপ বিধান করেন।’—দয়িত শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বচনভঙ্গী শ্রবণ করিয়া সখাগণ হাস্যপরায়ণ হইলে শ্রীরাধিকাও হাস্য করিতে লাগিলেন।”

এ-স্থলে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার হাস্যের অঙ্গ হইয়াছে। এ-স্থলে শ্লোকের শেষ ভাগে, শ্রীকৃষ্ণের বচনভঙ্গী শুনিয়া সখীগণ হাস্যপরায়ণ হইলে—“শ্রীরাধা মুখমণ্ডলকে বিবর্ত্তিত করিয়া অবনত করিলেন” একথা যদি থাকিত, তাহা হইলে ধ্বনি হইত। কেননা, তাহাতে “কোপের প্রশমন”, “লজ্জাদির উদয়” ধ্বনিত হইত। (ইহা হইতেছে অপরাঙ্গ-গুণীভূত-ব্যঙ্গ্যের উদাহরণ)

“কতি ন পতিতং পাদোপান্তে ন চাটু কতীরিতং
কতি ন শপথঃ শীর্ষোদত্তঃ কৃতা কতি ন স্তুতিঃ।
তদপি ন গতং বামে বাম্যং লভস্ব কৃতার্থতাং
ভবতু তব তু প্রেয়ান্ মানো ন মানিনি মাধবঃ॥

—তোমার চরণোপান্তে কতবার না পতিত হইয়াছি? কত চাটুবাক্যই না কহিয়াছি? শিরঃ-স্পর্শপূর্ব্বক কতই শপথ ও কত স্তুতিবিনতিই না করিয়াছি? তথাপি অয়ি বামে! তোমার বামতা দূরীভূত হইল না! তা না হউক। এক্ষণে তুমি কৃতার্থতা লাভ কর। হে মানিনি! মানই তোমার প্রিয় হউক, মাধবের আর প্রিয় হইয়া কাজ নাই।”

“কতবার না পতিত হইয়াছি”-এ-স্থলে “না”-শব্দে বহুবার পতন প্রতীত হইতেছে। যদিও ইহা অচমৎকারজনক নহে, তথাপি “কতবার তোমার পদ প্রান্তে নিপতিত হইয়াছি, কত চাটুবাক্য

প্রয়োগ করিয়াছি, শির:স্পর্শপূর্ব্বক কতবার শপথ করিয়াছি, কতই স্তুতিবিনতি করিয়াছি”—ইত্যাদিরূপ পাঠ হইলেই ভাল হইত। (ইহা হইতেছে কাকুগম্য গুণীভূত ব্যঙ্গ্যের উদাহরণ)

১৫১। রস

কবিকর্ণপূর রসকে কাব্যপুরুষের “আত্মা” বলিয়াছেন। ‘‘আত্মা কিল রসঃ।’ কিন্তু রস-বস্তুর স্বরূপ কি ?

“বহিরন্তঃকরণয়োর্ব্যাপারান্তররোধকম্।
স্বকারণাদিসংশ্লেষি চমৎকারি সুখং রসঃ॥ ,অ কৌ, ৫।১২॥

—(বিভাবাদি-) স্বকারণ-সংশ্লিষ্ট যে চমৎকারি সুখ, যে সুখ বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের অন্য সমস্ত ব্যাপারকে রুদ্ধ করিয়া দেয়, সেই চমৎকারি সুখকে বলে রস।”

ধর্ম্মদত্ত তাঁহার স্বকীয় গ্রন্থে বলিয়াছেন—

“রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসো রসঃ।
তচ্চমৎকারসারত্বে সর্বত্রৈবাদ্ভুতো রসঃ॥ অ, কৌ, ৫।১৪-ধৃত-প্রমাণ ॥

—রসের সার হইতেছে চমৎকার—যে চমৎকার ব্যতীত রস (আস্বাদ্যবস্তু) রস-পদবাচ্য হয় না। চমৎকার-সারত্ববশতঃ রস সর্ব্বত্রই অদ্ভুত।”

রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ—যাহা আস্বাদন করা যায়, তাহাকে রস বলে। ইহা হইতেছে রস-শব্দের সাধারণ অর্থ। কিন্তু রসশাস্ত্রে যে-কোনও আস্বাদ্যবস্তুকেই “রস” বলা হয় না। যাহার আস্বাদনে চমৎকারিত্ব আছে, তাহাকেই রসশাস্ত্রে “রস” বলা হয়। এই চমৎকারিত্ব না থাকিলে কোনও আস্বাদ্য বস্তুকে (রসকে) রস বলা হয় না। “যং বিনা ন রসো রসঃ।” কিন্তু “চমৎকার বা চৎমকারিত্ব” বলিতে কি বুঝায়? যাহা পূর্ব্বে কখনও আস্বাদন করা হয় নাই, এমন কোনও অপূর্ব্ব বস্তুর আস্বাদনে সুখের আতিশয্যে চিত্তের যে স্ফারতা জন্মে, তাহাকে বলে চমৎকার। ইহার কোনও প্রতিশব্দ নাই, এই স্ফারতার বাচক অন্য কোনও শব্দ নাই। “বাঃ”, “ওঃ”, “কি চমৎকার!”-ইত্যাদিরূপেই চমৎকারিত্বের অনুভূতিটীকে ব্যক্ত করা হয়। চমৎকৃতির সঙ্গে সুখানুভূতি বিজড়িত; অনির্বচনীয় সুখাতিশয্যের অনুভূতিই হইতেছে চমৎকারের কারণ। ইহা হইতেছে অনির্বচনীয় সুখাস্বাদনের চমৎকারিত্ব। এই সুখ যখন এমনই আস্বাদনচমৎকারিত্ব ধারণ করে যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি এই অপূর্ব্বচমৎকারিত্বময় আস্বাদনেই কেন্দ্রীভূত হয়, তন্ময়তা লাভ করে, বহিরিন্দ্রিয় কি অন্তরিন্দ্রিয়-ইহাদের কোনওটীই যদি এই চমৎকারিত্বময় আস্বাদন ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ের অনুসন্ধান না করে, এমন কি অনুসন্ধানের কথাও বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহা হইলে তখন সেই চমৎ-কারিত্বময় সুখকে বলে “রস।” সুখাস্বাদনব্যতীত অন্যসমস্ত বিষয়ের বিস্মারক চমৎকারিত্বই হইতেছে রসের সার বস্তু—প্রাণ বস্তু।

এতাদৃশ রসকেই কবিকর্ণপূর কাব্যপুরুষের আত্মা বলিয়াছেন। কোনও লোকের দেহ হইতে আত্মা বহির্গত হইয়া গেলে আত্মাহীন সেই দেহের যেমন কোনও মূল্যই থাকেনা, তদ্রূপ রসহীন কাব্যেরও কোনও মূল্য নাই। বাগ্‌বৈদগ্ধ্যাদি অনেক থাকিতে পারে; কিন্তু রস যদি না থাকে, তাহা হইলে কাব্য হইয়া পড়ে যেন নির্জীব। অগ্নিপুরাণও তাহা বলিয়াছেন। "বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপ্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবিতম্ ॥৩৩৬।৩৩॥"

১৫২। গুণ

কবিকর্ণপূর মাধুর্য্যাদিকে কাব্যপুরুষের "গুণ" বলিয়াছেন। "গুণা মাধুর্য্যাদ্যাঃ।" গুণহীন লোক যেমন লোকসমাজে আদৃত হয় না, তদ্রূপ গুণহীন কাব্যও সহৃদয় সামাজিকের নিকটে সমাদর পায় না।

কিন্তু গুণের লক্ষণ কি? কবিকর্ণপূর বলেন—

"রসস্যোৎকর্ষকঃ কশ্চিদ্ধর্ম্মোঽসাধারণো গুণঃ।
শৌর্য্যাদিরাত্মন ইব বর্ণাস্তদ্‌ব্যঞ্জকা মতাঃ॥ অ, কৌ, ৬।১॥

—রসের উৎকর্ষসাধক কোনও এক অসাধারণ ধর্ম্মই হইতেছে গুণ। লোকের শৌর্য্যাদি যেমন আত্মারই গুণ, তদ্রূপ। বর্ণ হইতেছে তাহার ব্যঞ্জক।"

কোনও লোকের শৌর্য্যাদি গুণ হইতেছে তাহার আত্মারই গুণ; তাহার আকারের গুণ নহে। দেবদত্ত শৌর্য্যবীর্য্যশালী; তাহার দেহও হৃষ্টপুষ্ট; সেজন্য ইহা বলা সঙ্গত হয় না যে, দেবদত্তের শৌর্য্যবীর্য্যাদি হইতেছে তাহার দেহের—আকারের; কেননা, কৃশাঙ্গ লোকেরও শৌর্য্যবীর্য্য দৃষ্ট হয়। হস্তীর দেহ সিংহের দেহ অপেক্ষা অনেক বেশী হৃষ্টপুষ্ট; কিন্তু সিংহের যেরূপ শৌর্য্যবীর্য্য, হস্তীর তদ্রূপ নাই। তদ্রূপ, মাধুর্য্যাদি গুণ হইতেছে রসের, কাব্যের আকাররূপ শব্দার্থের নহে।

বামনাদি আলঙ্কারিকগণ মনে করেন—মাধুর্য্যাদিগুণ রসের নহে, বর্ণের (কাব্যে ব্যবহৃত অক্ষরের)। তাঁহাদের যুক্তি হইতেছে এই যে—"যে কাব্যে রস নাই, যদি তাহাতে সুকুমার বর্ণসমূহ থাকে, তাহা হইলে তাহাতে মাধুর্য্যগুণ থাকিতে পারে; কিন্তু যে কাব্যে রস আছে, তাহাতে যদি সুকুমার বর্ণাদি না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে মাধুর্য্যগুণ থাকিতে পারে না। ইহাতেই বুঝা যায়—বর্ণেরই মাধুর্য্য, রসের নহে।"

ইহার উত্তরে কাব্যপ্রকাশকার মম্মটভট্ট বলেন—"আমরা সাধারণতঃ দেখি যে, হৃষ্টপুষ্ট বৃহদাকার ব্যক্তির মধ্যে শৌর্য্যবীর্য্য আছে; এজন্য যখনই তাদৃশ কোনও ব্যক্তিকে দেখি, তখনই মনে করি—ইনি শূর; তাঁহার আত্মায় শৌর্য্য আছে কিনা, তাহা বিচার করিনা। আবার যখন কোনও ক্ষীণাঙ্গ ব্যক্তিকে দেখি, তখন মনে করি, ইঁহার শৌর্য্য নাই; অথচ তাঁহার আত্মাতে হয়তো শৌর্য্য থাকিতে পারে। দেহের বা আকারেরই এ-সকল স্থলে শূরত্ব অনুমিত হয়; কিন্তু ইহা বিচারসহ নহে; কেননা, যদি আত্মানিরপেক্ষ বিশালদেহেরই শূরত্ব থাকিত, তাহা হইলে বিশাল মৃতদেহেও শূরত্ব

থাকিত; কিন্তু তাহা থাকেনা। অতএব বুঝিতে হইবে—দেহের শূরত্ব নাই, আত্মারই শূরত্ব। বিশাল আকার হইতেছে শূরত্বের ব্যঞ্জকমাত্র। তদ্রূপ মাধুর্য্যাদি গুণ রসেরই ধর্ম্ম, সুকুমার বর্ণাদির ধর্ম্ম নহে; বর্ণমাত্র মাধুর্য্যাদিগুণের আশ্রয় নহে; সমুচিত বর্ণদ্বারা মাধুর্য্যাদিগুণ ব্যঞ্জিত হয় মাত্র। "অতএব মাধুর্য্যাদয়ো রসধর্ম্মাঃ সমুচিতৈর্বর্ণৈর্ব্যজ্যন্তে, ন তু বর্ণমাত্রাশ্রয়াঃ॥ কাব্যপ্রকাশ॥ ৮।৬৬॥" কবিকর্ণপূরও তাহাই বলেন। "গুণস্য ব্যঞ্জকা বর্ণাঃ॥ অ, কৌ, ৬।২॥"

ক। গুণ কয়টী এবং কি কি ?

যাহা হউক, এক্ষণে দেখিতে হইবে—গুণ কয়টী এবং কি কি ?

গুণের সংখ্যাসম্বন্ধে মতভেদ আছে; কেহ বলেন—গুণ তিনটী; আবার কেহ বলেন—গুণ দশটী।

কাব্যপ্রকাশ বলেন—মাধুর্য্য, ওজঃ এবং প্রসাদ-এই তিনটীই হইতেছে গুণ, দশটী নহে। "মাধুর্য্যৌজঃপ্রসাদাখ্যাস্ত্রয়স্তে ন পুনর্দশ॥৮।৮৬॥"

কবিকর্ণপূর বলেন—মাধুর্য্য, ওজঃ এবং প্রসাদ-এই তিনটীই গুণ; কেহ কেহ যে দশটী গুণের কথা বলেন, তাঁহাদের কথিত অতিরিক্ত সাতটী গুণ এই তিনটী গুণেরই অন্তর্ভুক্ত।

"মাধুর্য্যমপি চৌজশ্চ প্রসাদশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
কেচিদ্দশেতি ব্রুবত এম্বেবান্তর্ভবন্তি তে॥ অ, কৌ, ৬।৩॥"

অন্যেরা যে সাতটী অতিরিক্ত গুণের কথা বলেন, সেই সাতটী গুণ হইতেছে—অর্থব্যক্তি, উদারতা, শ্লেষ, মমতা, কান্তি, প্রৌঢ়ি এবং সমাধি।

"অর্থব্যক্তিরুদারত্বং শ্লেষশ্চ সমতা তথা।
কান্তিঃ প্রৌঢ়িঃ সমাধিশ্চ সপ্তৈতে তৈঃ সমং দশ॥ অ, কৌ, ৬।৪॥"

গুণসমূহের লক্ষণ জানা গেলেই উল্লিখিত উক্তির তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। এক্ষণে উল্লিখিত গুণসমূহের লক্ষণ ব্যক্ত করা হইতেছে।

(১) মাধুর্য্য

"রঞ্জকত্বং হি মাধুর্য্যং চেতসো দ্রুতিকারণম্।
সম্ভোগে বিপ্রলম্ভে চ তদেবাতিশয়োচিতম্॥ অ, কৌ, ৬।১২॥

—মাধুর্য্য হইতেছে চিত্তের রঞ্জকত্ব (আহ্লাদকত্ব), চিত্তদ্রবত্ব-কারক। মাধুর্য্যের চিত্তদ্রাবকত্ব সম্ভোগে, বিপ্রলম্ভে এবং করুণে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়।"

চিত্তদ্রবত্ব—আহ্লাদে চিত্ত যেন গলিয়া যাওয়া।

শ্লোকে যে "চ"-শব্দ আছে, তাহাতে করুণাদি সূচিত হইতেছে। "চকারাৎ করুণাদৌ চ। অ,কৌ,॥

(২) ওজঃ

"চেতো বিস্তাররূপস্য দীপ্তত্বস্য হি কারণম্।
ওজঃ স্যাদ্‌বীর-বীভৎস-রৌদ্রেষু ক্রমপুষ্টিকৃৎ॥ অ, কৌ, ৬।১৩॥

—চিত্তের বিস্তাররূপ দীপ্ততার কারণ হইতেছে ওজঃ। বীর, বীভৎস এবং রৌদ্র রসে ইহা ক্রমশঃ পুষ্টিকর হইয়া থাকে।”

দীপ্তত্ব হইতেছে শৈথিল্যের অভাব, দৃঢ়তা।

(৩) **প্রসাদ**

“শ্রুতিমাত্রেণ যত্রার্থঃ সহসৈব প্রকাশতে।

সৌরভ্যাদিব কস্তূরী প্রসাদঃ সোঽভিধীয়তে॥ অ, কৌ. ৬।১৪॥

স সর্বেষু রসেষ্বেব সর্বাস্বপি চ রীতিষু উপযুক্তঃ॥ অ, কৌ, ৬।১৫॥

—বস্ত্রাদিদ্বারা আবৃত থাকিলেও সুগন্ধ যেমন কস্তূরীকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ শ্রবণমাত্রেই সহসা যে গুণ কাব্যের অর্থকে প্রকাশ করে, তাহাকে বলে প্রসাদ। সকল রসে এবং সকল রীতিতেই প্রসাদগুণ উপযুক্ত।”

শৌর্য্যাদি গুণ বস্তুতঃ আত্মার হইলেও যেমন আকারে বা দেহে আরোপিত হয়, তদ্রূপ উল্লিখিত মাধুর্য্যাদি গুণ বস্তুতঃ রসাশ্রয় হইলেও অনেক সময় শব্দ ও অর্থে উপচারিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে বামনাদি-কথিত অতিরিক্ত সাতটী গুণের লক্ষণ কথিত হইতেছে।

(৪) **অর্থব্যক্তি**

“যত্র ঝটিতি অর্থপ্রতিপত্তিহেতুত্বং স গুণোঽর্থব্যক্তিঃ।—যে গুণে হঠাৎ অর্থপ্রতীতি জন্মে, তাহাকে অর্থব্যক্তি গুণ বলে।”

ইহা প্রসাদ-গুণেরই অন্তর্ভুক্ত।

(৫) **উদারত্ব**

“বন্ধস্য বিকটত্বং যৎ অসৌ উদারতা। যস্মিন্ সতি নৃত্যন্তীব পদানীতি জনস্য বর্ণনা ভবতি।—উদারত্ব হইতেছে শব্দসমূহের বিকট সমাবেশ ; পঠনকালে মনে হয় যেন শব্দসমূহ নৃত্য করিতেছে।”

(৬) **শ্লেষ**

“পদানামেকরূপত্বং সন্ধ্যাদাবস্ফুটে সতি। শ্লেষঃ॥—অস্ফুট সন্ধি-প্রভৃতিতে পদসমূহের যে একরূপত্ব, তাহাকে শ্লেষ বলে।”

(৭) **সমতা**

“মার্গভেদঃ সমতা। যেন মার্গেণ উপক্রমঃ তস্য অত্যাগঃ॥” যে মার্গে কাব্যের রচনা আরম্ভ হয়, সেই মার্গ যদি কোনও স্থলেই পরিত্যক্ত না হয়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে—সমতা রক্ষিত হইয়াছে। (uniformity of style)

(৮) **কান্তি**

“ঔজ্জ্বল্যমেব হি কান্তিঃ।—কান্তি হইতেছে ঔজ্জ্বল্য।” গ্রাম্য কৃষকদের ব্যবহৃত সাধারণ কথার বিপরীত উত্তম কথার প্রয়োগে যে শোভাময়ত্ব, তাহাই হইতেছে কান্তি। “হালিকাদি-সাধারণপদবিন্যাসবৈপরীত্যেন অলৌকিকশোভাশালিত্বম্।”

(৯) **প্রৌঢ়ি**

প্রৌঢ়ি হইতেছে প্রতিপাদন-চাতুর্য্য। ইহা পাঁচ রকমের—পদার্থে বাক্যরচনা, বাক্যার্থে পদাভিধান, ব্যাস, সমাস এবং সাভিপ্রায়ত্ব। এই কয়টীর একটু পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

পদার্থে বাক্যরচনা। একটীমাত্র পদের অর্থ প্রকাশ করার জন্য একটী বাক্যের রচনা। যেমন, যে-স্থলে "চন্দ্র" হইতেছে বক্তব্য, সে-স্থলে "চন্দ্র" না বলিয়া "অত্রিলোচনসম্ভূত জ্যোতিঃ" বলা।

বাক্যার্থে পদাভিধান। একটী বাক্যের অর্থ প্রকাশ করার জন্য একটীমাত্র পদের প্রয়োগ। যেমন, "কান্তের সহিত মিলনের উদ্দেশ্যে সঙ্কেত-স্থানে গমনকারিণী নায়িকা" বুঝাইবার উদ্দেশ্যে কেবল "অভিসারিকা"-শব্দটীর প্রয়োগ।

ব্যাস। ব্যাস হইতেছে "বিস্তৃতি।" একটী বাক্যকেই বহু বাক্যে বিস্তৃত করার নাম ব্যাস। যেমন, "পরস্ব অপহরণ করিবেনা"-এই বাক্যটীই যদি বক্তব্য হয়, তাহা হইলে তাহা না বলিয়া যদি বলা হয়—"পরের অন্ন অপহরণ করিবেনা", "অপরের বস্ত্র অপহরণ করা অনুচিত", "অপরের আভরণ অপহরণ ইহকালের এবং পরকালের পক্ষে অনিষ্টকর"-ইত্যাদি নানা বাক্য প্রয়োগের দ্বারা যদি মূল বক্তব্য বিষয়টী প্রকাশ করা হয়, তাহা হইলে ইহা হইবে ব্যাসরূপ প্রৌঢ়ি।

সমাস। সমাস হইতেছে—সংক্ষেপ। বহু বাক্যকে যেস্থলে একটী বাক্যে সন্নিবেশিত করা হয়, সে-স্থলে হয় সমাস।

সাভিপ্রায়তা। সাভিপ্রায়তা হইতেছে—বিশেষণের সার্থকতা। যেমন, "কুর্য্যাং হরস্যাপি-পিনাকপাণের্ধৈর্য্যচ্যুতিং কে মম ধন্বিনোঽন্যে।—পিনাকপাণি শিবেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইয়াছি; ইত্যাদি।" হর বা শিব হইতেছেন পিনাকী—সুতরাং অতি দারুণ। এ-স্থলে, "পিনাকপাণি"-এই বিশেষণের সার্থকতা।

(১০) **সমাধি**

"আরোহাবরোহক্রমঃ সমাধিঃ।" আরোহের (গাঢ় বাক্যবিন্যাসের) সহিত অবরোহের (শিথিল বাক্যবিন্যাসের) যে ক্রম বা সমন্বয়, তাহাকে বলে সমাধি।

উল্লিখিত সাতটী গুণের মধ্যে—"অর্থব্যক্তি" হইতেছে প্রসাদগুণের অন্তর্ভুক্ত; কান্তিতে গ্রাম্য-কষ্টত্বাদির এবং পারুষ্যের অভাব বলিয়া অলৌকিক শোভাশালিত্ব আছে বলিয়া, কান্তি হইতেছে মাধুর্য্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রৌঢ়ি হইতেছে বৈচিত্র্যবোধিকা, ইহা গুণ নহে (কর্ণপূর); মম্মটভট্ট বলেন—প্রৌঢ়ির "পদার্থে বাক্যরচনা"-আদি প্রথম চারিটী ভেদ হইতেছে রচনার বৈচিত্র্যমাত্র, ইহাদের মধ্যে কোনও গুণত্ব নাই; কেননা, এ-সমস্ত না থাকিলেও কোনও রচনা কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। আর, পঞ্চম রকমের প্রৌঢ়ি—সাভিপ্রায়তা—হইতেছে অপুষ্টার্থতা—দোষহীনতামাত্র। কর্ণপূর বলেন—উল্লিখিত সাতটী গুণের অন্যগুলি "ওজঃ"-গুণেরই অন্তর্ভুক্ত। সমতা-

সম্বন্ধে তিনি বলেন—কখনও কখনও "সমতা" দোষের মধ্যেই পরিগণিত হয়। সজাতীয় ও বিজাতীয়ের যুগপদ্ বর্ণনে বৈষম্যই অভীষ্ট ; এতাদৃশ স্থলে সমতা হইতেছে দোষই, গুণ নহে ; যে-স্থলে এইরূপ বর্ণনা নাই, সে-স্থলে "সমতা" গুণ হইতে পারে। মম্মটভট্ট বলেন—সমতা হইতেছে দোষাভাবমাত্র।

১৫৩। অলঙ্কার

কবিকর্ণপূর বলিয়াছেন—কাব্যপুরুষের অলঙ্কার (বা ভূষণ) হইতেছে উপমিতি-প্রমুখ অলঙ্কারসমূহ। "উপমিতিমুখোঽলঙ্কৃতিগণঃ।"

এ-স্থলে "উপমিতিমুখঃ"-শব্দ হইতে জানা যায়—"উপমিতি" হইতেছে "মুখ—মুখ্য" অলঙ্কার। এই "মুখ বা মুখ্য"-শব্দ হইতেই "অমুখ্য বা গৌণ" অলঙ্কারও সূচিত হইতেছে। তাহাহইলে জানা যায়, অলঙ্কার দুই জাতীয়—মুখ্য এবং গৌণ। "শব্দালঙ্কার" হইতেছে গৌণ এবং "অর্থালঙ্কার" হইতেছে মুখ্য।

যাহাতে সৌন্দর্য্য আছে এবং যাহা সৌন্দর্য্য-দ্যোতক, তাহাই অলঙ্কার। যাহাতে সৌন্দর্য্য নাই এবং যাহা সৌন্দর্য্যদ্যোতকও নহে, তাহাকে অলঙ্কার বলা যায় না। কবির প্রতিভা এবং শক্তি তাঁহার প্রয়োজিত শব্দেও সৌন্দর্য্য সন্নিবেশিত করিতে পারে, শব্দকেও সৌন্দর্য্যব্যঞ্জক করিতে পারে ; আবার অর্থেও সৌন্দর্য্য সন্নিবেশিত করিতে পারে, অর্থকেও সৌন্দর্য্যব্যঞ্জক করিতে পারে। সুতরাং শব্দ এবং অর্থই হইতেছে সৌন্দর্য্যের পটভূমিকা। যখন শব্দই সৌন্দর্য্যের পটভূমিকা হয়, তখন হয় শব্দালঙ্কার ; আর যখন অর্থই সৌন্দর্য্যের পটভূমিকা হয়, তখন হয় অর্থালঙ্কার।

ক। শব্দালঙ্কার

শব্দালঙ্কার অনেক রকমের ; যথা—বক্রোক্তি, অনুপ্রাস, যমক, ইত্যাদি।

(১) **বক্রোক্তি।** এক অর্থে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়, শ্লেষ ও কাকু দ্বারা তাহার যদি অন্যরকম অর্থ করা যায়, তাহা হইলে হয় বক্রোক্তি। এইরূপে বক্রোক্তি হইল দুই রকমের—শ্লেষ-জনিত এবং কাকুজনিত।

"একেনার্থেন যৎ প্রোক্তমন্যেনার্থেন চান্যথা।
ক্রিয়তে শ্লেষকাকুভ্যাং সা বক্রোক্তির্ভবেদ্দ্বিধা ॥ অ, কৌ, ৭।১॥

শ্লেষ— যে শব্দ স্বভাবতঃই একার্থক, যে-স্থলে তাহার অনেকার্থ প্রতিপাদিত হয়, সে-স্থলে শ্লেষ হইয়াছে বলা হয়। **কাকু** হইতেছে উচ্চারণভঙ্গী বা ধ্বনিভেদ।

উদাহরণ

"কস্ত্বং শ্যাম হরির্বভুব তদিদং বৃন্দাবনং নির্মৃগং
হংহো নাগরি মাধবোঽস্ম্যসময়ে বৈশাখমাসঃ কুতঃ।

মুগ্ধে বিদ্ধি জনার্দনোঽস্মি তদিয়ং যোগ্যা বনেঽবস্থিতি
বালেঽয়ং মধুসূদনোঽস্মি বিদিতং যোগ্যো দ্বিরেফো ভবান্॥

—(শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে দেখিয়া শ্রীরাধা বলিলেন) 'ওহে শ্যাম (শ্যামবর্ণ লোকটী)! তুমি কে ? (শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) 'আমি হরি।' (তদুত্তরে শ্রীরাধা বলিলেন) 'তাহা হইলে এই বৃন্দাবন মৃগশূন্য হইয়া গেল।' (তখন আবার শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) 'অহো নাগরি! আমি মাধব।' (তদুত্তরে শ্রীরাধা বলিলেন), 'অসময়ে বৈশাখ মাস কোথা হইতে আসিল ?' (তখন শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিলেন) 'মুগ্ধে! আমি জনার্দ্দন।' (শুনিয়া শ্রীরাধা বলিলেন) 'তাহা হইলে বনে অবস্থিতিই তোমার পক্ষে যোগ্য।' (তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) 'বালে! আমি মধুসূদন।' (তখন আবার শ্রীরাধা বলিলেন) 'হাঁ, তুমি যে যোগ্য দ্বিরেফ, তাহা জানিলাম।"

এই শ্লোকরূপ কাব্যে বক্রোক্তি হইতেছে শ্লেষের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"আমি হরি।" এ-স্থলে মুখ্যার্থেই "হরি" বলা হইয়াছে। হরি-শব্দের এক অর্থ "সিংহ" হয়, শ্রীরাধা এই "সিংহ" অর্থ গ্রহণ করিয়াই বলিলেন—"তাহা হইলে এই বৃন্দাবন মৃগহীন হইল।" সিংহ মৃগ হত্যা করিয়া থাকে ; সিংহ যখন বৃন্দাবনে আসিয়াছে, তখন বৃন্দাবনে আর মৃগ থাকিবে না। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"আমি মাধব।" মাধব-শব্দের একটী অর্থ হয় "বৈশাখমাস।" এই অর্থ গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধা বলিলেন—"অসময়ে বৈশাখমাস কোথা হইতে আসিল ?" কৃষ্ণ বলিলেন—"আমি জনার্দ্দন।" জনার্দ্দন-শব্দের একটী অর্থ হয়—জনপীড়ক। এই অর্থ গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধা বলিলেন—তুমি যখন জনপীড়ক, তখন জনপূর্ণ স্থানে না থাকিয়া জনহীন বনে থাকাই তোমার পক্ষে সঙ্গত।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"আমি মধুসূদন।" শ্রীরাধা মধুসূদন-শব্দের মধুকর (দ্বিরেফ) অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"হাঁ, তুমি দ্বিরেফ, তাহা জানিলাম।" "দ্বিরেফ"-শব্দের অর্থ আবার ইহাও হইতে পারে যে, যাহাতে দুইটী "র" আছে—"বর্বর।" শ্রীরাধা জানাইলেন—"হাঁ, তুমি যে বর্বর, তাহা জানিলাম।"

বক্রোক্তির অনেক ভেদ আছে। দিগ্দর্শনরূপে একটীমাত্র উদাহরণ দেওয়া হইল।

(২) **অনুপ্রাস**

পুনঃ পুনঃ উল্লেখ হইতেছে অনুপ্রাস। একটী অক্ষরেরও পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থাকিতে পারে, একটী শব্দেরও পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থাকিতে পারে।

"লীলালসললিতাঙ্গী লঘু লঘু ললনাললামমৌলিমণিঃ।
ললিতাদিভিরালীভির্বিলসতি ললিতস্মিতা রাধা॥

—ললনা-ললাম-মুকুটমণি লীলালস-ললিতাঙ্গী ললিতস্মিতা শ্রীরাধা ললিতাদি সখীগণের সহিত লঘু লঘু বিলাস করিতেছেন।"

এ-স্থলে ল-কারের অনুপ্রাস। অনুপ্রাস-অলঙ্কারেরও বহু ভেদ আছে।

(৩) **যমক**

অর্থগত-ভেদবিশিষ্ট পদাদির (পদাবয়ব ও বাক্যের) সমান রূপ হইলে যমক অলঙ্কার হয়। "যমকং ত্বর্থভিন্নানাং পদাদীনাং সমাঽঽকৃতিঃ ॥ অ, কৌ, ৭।৯॥" যমকের অনেক ভেদ আছে।

খ। অর্থালঙ্কার

অর্থালঙ্কার অনেক ; যথা—উপমা, উৎপ্রেক্ষা, সন্দেহ, রূপক, অপহ্নুতি, শ্লেষ, নিদর্শনা, অপ্রস্তুত প্রশংসা, অতিশয়োক্তি, দীপক, আক্ষেপ, বিভাবনা, বিশেষোক্তি, বিরোধ, স্বভাবোক্তি, ব্যজস্তুতি, সহোক্তি, বিনোক্তি, পরিবৃত্তি, ভাবিক, কাব্যলিঙ্গ, ইত্যাদি।

গ্রন্থকলেবর-বৃদ্ধির ভয়ে এ-স্থলে উল্লিখিত অলঙ্কারসমূহের পরিচয় দেওয়া হইলনা। অল্প কয়েকটীর মাত্র পরিচয় দেওয়া হইতেছে এবং অলঙ্কারেরও যে ধ্বনি আছে, তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) **উপমা অলঙ্কার**

সমান-ধর্ম্মবিশিষ্ট ভিন্ন জাতীয় বস্তুদ্বয়ের সাদৃশ্য-কথনকে **উপমা** বলে। উপমালঙ্কারে চারিটী বিষয় থাকে—উপমান, উপমেয়, সমান-ধর্ম্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ। যাহার সহিত তুলনা করা হয়, তাহাকে বলে উপমান। যাহার তুলনা করা হয়, তাহাকে বলে **উপমেয়**। যেমন, "মুখখানি চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর"-এ-স্থলে চন্দ্র হইতেছে উপমান এবং মুখ হইতেছে উপমেয়। সমান-ধর্ম্ম হইতেছে "সুন্দর"-শব্দখ্যাপিত সৌন্দর্য্য। "ন্যায়" হইতেছে সাদৃশ্যবাচক শব্দ।

ন্যায়, সম, সমান, সদৃশ, সদৃক্ষ, সদৃক্, তুল্য, সম্মিত, নিভ, চৌর, বন্ধু, যথা, ইব প্রভৃতি শব্দই হইতেছে সাদৃশ্য-বাচক শব্দ। বতি, কল্প, দেশ, দেশীয়, বহু প্রভৃতি তদ্ধিত-প্রত্যয় যোগেও সাদৃশ্য জ্ঞাপিত হয়।

উপমান ও উপমেয়ের যথাকথঞ্চিৎ সাদৃশ্যে বা সমান-ধর্ম্মেই উপমা ; কিয়দংশেই সাদৃশ্য থাকে, সর্ব্বতোভাবে সাদৃশ্য থাকে না। সর্ব্বাংশে সাদৃশ্য থাকিলে উপমান-উপমেয় ভাবই থাকে না।

উপমালঙ্কারের একটী উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

"শ্যামে বক্ষসি কৃষ্ণস্য গৌরী রাজতি রাধিকা।
কনকস্য যথা রেখা বিমলে নিকষোপলে ॥ অ, কৌ ৮।৯॥

—কনকরেখা যেমন সুবিমল নিকষোপলোপরি (কষ্টিপাথরের উপরে) পরিস্ফুট হইয়া বিরাজ করে গৌরাঙ্গী শ্রীরাধিকা তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের শ্যামল বক্ষঃস্থলে বিরাজ করিতেছেন।"

এ-স্থলে কনকরেখা উপমান, রাধিকা তাহার উপমেয় এবং নিকষোপল উপমান, কৃষ্ণের শ্যামল বক্ষঃ তাহার উপমেয়। কৃষ্ণের শ্যামলত্ব এবং নিকষোপলের কৃষ্ণত্ব হইতেছে সমান-ধর্ম্মত্ব ; আবার শ্রীরাধার গৌরত্ব এবং কনকরেখার পীতবর্ণত্বও হইতেছে সমান-ধর্ম্মত্ব। যথা-শব্দ হইতেছে সাদৃশ্য-

বাচক বা উপমা-বাচক শব্দ। এ-স্থলে ব্যঙ্গ্য বা ধ্বনিও আছে। কনকরেখা এবং নিকষোপলের নিস্পন্দত্ব—রাধাকৃষ্ণের আনন্দ-নিস্পন্দত্ব ধ্বনিত করিতেছে।

উপমালঙ্কারের অনেক ভেদ আছে।

(২) **উৎপ্রেক্ষালঙ্কার**

উপমেয়ের উৎকর্ষের জন্য উপমানের সহিত যে সম্ভাবনা (অন্যহেতুর উপন্যাসদ্বারা বিতর্ক), তাহাকে উৎপ্রেক্ষা বলে। নূনং. মন্যে, শঙ্কে, ইব, ধ্রুবম্, নু, কিম্, কিমুত প্রভৃতি শব্দদ্বারা উৎপ্রেক্ষা প্রকাশ করা হয়। উৎপ্রেক্ষালঙ্কারেরও অনেক ভেদ আছে।

উৎপ্রেক্ষালঙ্কারের একটী দৃষ্টান্ত ; যথা—

"নষ্টো নষ্টঃ প্রতিকুহু মুহুঃ পূর্ণতামেতি চন্দ্রো
রাকাংরাকাং প্রতি ন তু ভবেদন্যরূপঃ কদাপি।
নান্যো হেতুস্তদিহ ললিতে বীক্ষ্য বীক্ষ্য ত্বদাস্যং
নূনং ধাতা তমতিচতুরো নির্ম্মিমীতেঽনুমাসম্ ॥অ কৌ ৮।১৫॥

—চন্দ্র প্রতি অমাবস্যায় বিনষ্ট হয় ; আবার প্রতি পূর্ণিমায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কোনও আমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় (উল্লিখিত রূপ ব্যতীত) অন্যরূপ কখনও হয় না। হে ললিতে ! এই বিষয়ে আর অন্য কোনও হেতু আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। আমার মনে হয়—সুচতুর বিধাতা তোমার বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া করিয়া তাহার অনুরূপ কোনও বস্তু-নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে প্রতিমাসে উক্তপ্রকারে পূর্ণচন্দ্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন।"

তাৎপর্য্য এই। মনে হয়, সমস্ত জগতের নির্ম্মাণের পরে বিধাতা ললিতার মুখ দেখিয়াছেন ; দেখিয়া মনে করিলেন—এমন সুন্দর বস্তু তো আর একটীও নাই ! তখন ললিতার মুখের মত সুন্দর আর একটী বস্তু নির্ম্মাণের জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইল। চন্দ্র তো পূর্ব্বেই নির্ম্মিত হইয়াছে ; চন্দ্র অতি সুন্দর হইলেও কিন্তু ললিতার মুখের মত সুন্দর নয়। বিধাতা মনে করিলেন—চন্দ্রের সৌন্দর্য্য বাড়াইয়া ললিতার মুখের তুল্য করিতে চেষ্টা করিবেন। তাই তিনি শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া সম্পূর্ণ চন্দ্র নির্ম্মাণ করিয়া দেখিলেন, তাহা ললিতার মুখের মত সুন্দর হয় নাই। তখন অতিদুঃখে পূর্ব্বনির্ম্মিত চন্দ্রকে, কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া, খণ্ড খণ্ড করিয়া বিনষ্ট করিতে লাগিলেন, আমাবস্যাতে চন্দ্রকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া পুনরায় নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন এবং পরবর্ত্তী পূর্ণিমায় আবার পূর্ণচন্দ্রের নির্ম্মাণ করিলেন ; কিন্তু এবারও দেখিলেন—ললিতার মুখের মত হয় নাই। আবার ভাঙ্গিয়া নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কোনও পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রই ললিতার মুখের মত সুন্দর হয়না। বিধাতার নির্ম্মাণ-চেষ্টারও বিরতি নাই।

এ-স্থলে উপমান হইতেছে চন্দ্র, আর উপমেয় ললিতার বদন। উপমেয় ললিতা-মুখের

উৎকর্ষ খ্যাপনের জন্যই এ-স্থলে উৎপ্রেক্ষালঙ্কার হইয়াছে। এ-স্থলে ব্যঙ্গ্য হইতেছে ললিতার মুখ-মণ্ডলের চন্দ্রাপেক্ষাও অধিক সৌন্দর্য্য।

(৩) **রূপকালঙ্কার**

উপমান ও উপমেয়—এই উভয়ের তাদাত্ম্যকে রূপক বলে। অতিশয় অভেদ হেতু ভেদের অপহ্নব (নাশ) করাকেই তাদাত্ম্য বলে।

উপমালঙ্কারে এবং রূপকালঙ্কারে পার্থক্য এই। উপমালঙ্কারে সমানধর্ম্মত্ব হইতেছে আংশিক ; কিন্তু রূপকালঙ্কারে সর্বাংশে সমানধর্ম্মত্ব। একটী উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টী পরিস্ফুট করা হইতেছে।

"মুখখানা চন্দ্রের ন্যায়"-এস্থলে উপমালঙ্কার ; "ন্যায়"-এই সাদৃশ্যবাচক শব্দ হইতেই বুঝা যায়, উপমান ও উপময়ের মধ্যে—চন্দ্র ও মুখের মধ্যে—ভেদ বর্ত্তমান। কিন্তু যদি বলা হয়—"মুখ খানা চন্দ্র", তাহা হইলে অভেদ-প্রতীতি জন্মে। এইরূপ অভেদ-প্রতীতি হইলেই রূপকালঙ্কার হয়। রূপকালঙ্কারেরও অনেক ভেদ আছে।

এ-স্থলে রূপকালঙ্কারের একটী উদাহরণের উল্লেখ করা হইতেছে।

"শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥ অ, কৌ, ৮।১৮॥*

—ব্রজসুন্দরীদিগের শ্রবণযুগলের নীলোৎপল, নয়নযুগলের অঞ্জন, বক্ষঃস্থলের ইন্দ্রনীলমণিহার, অধিক কি, তাঁহাদের অখিল মণ্ডন (সমস্ত সাজসজ্জা) সেই নন্দনন্দন হরির জয় হউক।"

এ-স্থলে "শ্রবণযুগলের নীলোৎপলতুল্য"—ইত্যাদি যদি বলা হইত, তাহা হইলে উপমালঙ্কার হইত ; সাদৃশ্যবাচক কোনও শব্দ নাই বলিয়া, নীলোৎপলাদির সহিত হরির তাদাত্ম্য-প্রকাশ করা হইয়াছে বলিয়া, রূপকালঙ্কার হইয়াছে।

এ-স্থলে "শ্রবসোঃ কুবলয়ম্"-এই বাক্যের ধ্বনি হইতেছে—কর্ণাভরণে ব্রজসুন্দরীগণ যত আনন্দ পায়েন, শ্রীকৃষ্ণ-রূপ-গুণ-লীলাদির কথা শ্রবণে ততোঽধিক আনন্দ পাইয়া থাকেন। "অক্ষ্ণো-রঞ্জনম্"-ইত্যাদির ধ্বনি হইতেছে—নয়নে অঞ্জন ধারণে তাঁহারা যত আনন্দ পায়েন, তাঁহাদের শোভা যত বৃদ্ধি পায়, শ্রীকৃষ্ণদর্শনে ততোঽধিক আনন্দ পায়েন এবং শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত প্রফুল্লতায় তাঁহাদের শোভা ততোঽধিক বৰ্দ্ধিত হয়। "মহেন্দ্রমণিদাম"-ইত্যাদির ধ্বনি হইতেছে—ইন্দ্রনীলমণি-হার ধারণে তাঁহাদের যত আনন্দ ও শোভাবৃদ্ধি হয়, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলে ততোঽধিক আনন্দ ও শোভাবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এ-সমস্ত ধ্বনির আবার ধ্বনি হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহাদের প্রীতির পরমোৎকর্ষ ; এত উৎকর্ষ যে, প্রয়োজন হইলে নিজাঙ্গ দ্বারাও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিয়া থাকেন।

* শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ষোড়শ অধ্যায় হইতে জানা যায়—কর্ণপূর যখন "সাত বৎসরের বালক, নাহি অধ্যয়ন", তখন তিনি মহাপ্রভুর নিকটে আসিলে, "প্রভু কহে পঢ় পুরীদাস", তখন প্রভুর কৃপায় অকস্মাৎ এই শ্লোকটী তাঁহার মুখ হইতে স্ফুরিত হইয়াছিল। পুরীদাস হইতেছে কর্ণপূরেরই নামান্তর।

(৪) অপহ্নুতি-অলঙ্কার

প্রকৃত বস্তুর নিষেধপূর্ব্বক অপ্রকৃতের স্থাপনকে অপহ্নুতি অলঙ্কার বলে। "যা তু প্রকৃতস্যান্যথাকৃতিঃ। সাপহ্নুতিঃ॥ অপহ্নুতি-নামালঙ্কারঃ। অন্যথাকৃতিঃ প্রকৃতং নিষিধ্য অন্যস্য স্থাপনম্॥ অ, কৌ, ॥৮।২০॥"

একটী উদাহরণঃ—

তাম্রাধরোষ্ঠদলমুন্নতচারুনাসমত্যায়তেক্ষণমিদং তব নাস্যমাস্যম্।
বন্ধূকযুগ্মতিলপুষ্পসরোজযুগ্মৈঃ সংপূজিতঃ স্বয়মসৌ বিধিনৈব চন্দ্রঃ॥

—অয়ি রাধে! অরুণবর্ণ অধরোষ্ঠপল্লবদ্বারা সুললিত, সমুন্নত-চারু নাসিকাদ্বারা সুশোভিত, সুদীর্ঘ-নয়নদ্বয়-বিরাজিত তোমার এই যে মুখমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহা তোমার মুখমণ্ডল নহে। স্বয়ং বিধাতা বন্ধূকযুগল, তিলপুষ্প এবং সরোজযুগলের দ্বারা (তোমার মুখরূপ) পূর্ণচন্দ্রের পূজাবিধান করিয়াছেন।"

এ-স্থলে প্রকৃত (প্রস্তাবিত) বিষয় হইতেছে—মুখ, অধরোষ্ঠ, নাসা এবং আয়ত নয়ন। ইহারা উপমেয়। আর উপমান হইতেছে যথাক্রমে পূর্ণচন্দ্র, বন্ধূক (বাঁধুলি ফুল), তিল ফুল এবং পদ্ম। মুখ মুখ নহে, ইহা পূর্ণ চন্দ্র; অধরোষ্ঠ অধরোষ্ঠ নহে, ইহারা হইতেছে বাঁধুলি ফুল; নাসা নাসা নহে, তিল ফুল এবং নয়ন নয়ন নহে, পদ্ম। এইরূপে, প্রকৃত বস্তু মুখাদির নিষেধ করিয়া অপ্রকৃত বস্তু পূর্ণচন্দ্রাদির স্থাপন করা হইয়াছে বলিয়া এ-স্থলে অপহ্নুতি অলঙ্কার হইয়াছে। এ-স্থলে ধ্বনি হইতেছে—শ্রীরাধার মুখাদির অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্য।

১৫৪। রীতি

কবিকর্ণপূর রীতিকে কাব্যপুরুষের সুসংস্থান বলিয়াছেন। "সুসংস্থানং রীতিঃ।" কিন্তু রীতি বলিতে কি বুঝায়? কর্ণপূর বলেন—

রীতিঃ স্যাদ্বর্ণবিন্যাসবিশেষো গুণহেতুকঃ॥ অ, কৌ, ৯।১॥

—রীতি হইতেছে গুণব্যঞ্জক বর্ণবিন্যাসবিশেষ।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—মাধুর্য্য, ওজঃ এবং প্রসাদ—এই তিনটী হইতেছে কাব্যরসের গুণ। বর্ণসমূহ এবং রচনাও হইতেছে মাধুর্য্যাদির ব্যঞ্জক। "মাধুর্য্যাণাং ব্যঞ্জকাঃ সুবর্ণাশ্চ রচনা অপি॥ অ, কৌ, ৬।১৫॥" রসের অনুকূল মাধুর্য্যাদি গুণের উদয় যাহাতে হইতে পারে, তদ্রূপ যে রচনাবিশেষ, তাহাই হইতেছে রীতি।

রীতি চারি প্রকারের—বৈদর্ভী, পাঞ্চালী, গৌড়ী এবং লাটী। অগ্নিপুরাণেও এই চতুর্বিধা রীতির উল্লেখ আছে (৩৩৯।১)।

ক। **বৈদর্ভী**

মাধুর্য্যাদি-গুণগণ-ভূষিতা, অথচ সমাসহীনা বা অল্পসমাসবিশিষ্টা যে রচনা, তাহাকে বৈদর্ভী রীতি বলে। শৃঙ্গাররসে এবং করুণরসেই এই বৈদর্ভী রীতি প্রশংসনীয়া।

অবৃত্তিরল্পবৃত্তির্বা সমস্তগুণভূষিতা।
বৈদর্ভী সা তু শৃঙ্গারে করুণে চ প্রশস্যতে॥ অ, কৌ, ৯।৩॥

[অবৃত্তি—সমাসরহিত ; অল্পবৃত্তি—অল্পপদঘটিত সমাস ॥ চক্রবর্ত্তী ॥]

উদাহরণ

"আলোকনঙ্কুটিলিতেন বিলোচনেন সম্ভাষণঞ্চ বচসা মনসার্ধমর্ধম্।
লীলাময়স্য বপুষঃ প্রকৃতিস্তবেয়ং রাধে ক্রমো ন মদনস্য ন বা মদস্য॥

—(তাৎপর্য্যার্থ) রাধে! তোমার বাক্যদ্বারা সম্ভাষণ এবং মনের দ্বারা সম্ভাষণ হইতেছে অর্দ্ধেক অর্দ্ধেকই। তোমার লীলাময় বপুর স্বভাবই এইরূপ। কিন্তু তোমার মদনের এবং মত্ততার ক্রম নাই ; কেননা, কুটিল-দৃষ্টি-আদিতেই তাহাদের কারণ। ভাবার্থ হইতেছে এই—এই মূর্চ্ছিত লোকটীকে তোমার অধরসুধা পান করাইয়া জীবিত করাই সঙ্গত ; কটাক্ষ-শরে তাহাকে নিহত করা সঙ্গত নহে। এই ভাবে তাহাকে বাঁচাইয়া তাহার পরে কুটিলদৃষ্টিরূপ শর প্রয়োগ করিলেও তাহা দোষের হইবে না। সুতরাং তোমার মদনের এবং মত্ততার ক্রম নাই, ইহাই আক্ষেপ।"

এ-স্থলে অল্পবৃত্তি এবং অবৃত্তি-উভয়ই আছে। "ঙ্কু" এবং "স্ত" হইতেছে মাধুর্য্যব্যঞ্জক বর্ণ। "অর্ধম, অর্ধম্"-এই দুইটী হইতেছে ওজঃ-ব্যঞ্জক শব্দ। অর্থের বিশদতা হইতেছে প্রসাদগুণ। অনিষ্ঠুরত্ব, সুকুমারতাদি সমস্ত গুণই ইহাতে বর্ত্তমান।

খ। **পাঞ্চালী**

"কথাপ্রায়ো হি যত্রার্থো মাধুর্য্যপ্রায়কো গুণঃ।
ন গাঢ়তা ন শৈথিল্যং সা পাঞ্চালী নিগদ্যতে॥ অ, কৌ, ৯।৬॥

—যে রচনায় কথাপ্রায় অর্থ, মাধুর্য্যবহুল গুণ থাকে, বন্ধের গাঢ়তা থাকেনা, শৈথিল্যও থাকেনা, তাহাকে পাঞ্চালীরীতি বলে।"

উদাহরণ ঃ—

"কান্তে কাং প্রতি তে বভূব মধুরং সম্বোধনং ত্বাং প্রতি
জ্ঞাতং কিং কমনীয়তানুগমিদং কিং বা প্রিয়ত্বানুগম্।
তাৎপর্য্যন্তু মমোভয়ত্র ন ন ন ভ্রান্তোঽসি নাহং তু সা
কাসৌ যা হৃদয়ে তবাস্তি হৃদয়ে নিত্যং ত্বমেবাসি মে॥

—(মানিনী শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) হে কান্তে! (তখন শ্রীরাধা বলিলেন) কাহার প্রতি তোমার এই মধুর সম্বোধন? (তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) তোমার প্রতি। (একথা শুনিয়া

শ্রীরাধা বলিলেন) বুঝিলাম। কিন্তু কান্তা কমনীয়াও হয়, প্রিয়াও হয় ; তোমার এই সম্বোধন কি কমনীয়তার অনুগত ? না কি প্রিয়ত্বের অনুগত ? (তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) উভয়ত্রই আমার সম্বোধনের তাৎপর্য্য (অর্থাৎ তুমি আমার কমনীয়া কান্তাও এবং প্রিয়া কান্তাও।) তখন শ্রীরাধা আবার বলিলেন) না, না, না, তুমি ভ্রান্ত হইয়াছ ; আমি তোমার সেই কমনীয়া কান্তাও নহি, প্রিয়া কান্তাও নহি। (তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) কে সেই কমনীয়া প্রিয়া কান্তা ? (তখন শ্রীরাধা বলিলেন) যিনি তোমার হৃদয়ে আছেন, তিনিই তোমার কমনীয়া প্রিয়া কান্তা। (শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) তুমিই নিত্য আমার হৃদয়ে অবস্থিত।"

গ। **গৌড়ী**

"নিষ্ঠুরাক্ষরবিন্যাসাদ্ দীর্ঘবৃত্তির্যুতৌজসা।
গৌড়ী ভবেদনুপ্রাসবহুলা বা ॥ অ, কৌ. ৯১৭॥

—যে রচনায় নিষ্ঠুর (কষ্টে উচ্চার্য্য) অক্ষরসমূহের বিন্যাস থাকে, দীর্ঘ বৃত্তি থাকে (অর্থাৎ যাহা দীর্ঘ-সমাসবহুল), যাহা ওজোগুণবিশিষ্ট এবং যাহাতে অনুপ্রাসের বাহুল্য, (মাধুর্য্যাদি গুণত্রয়ের মধ্যে যে-গুণের অনুকূল যে অনুপ্রাস, সেই অনুপ্রাসের বাহুল্য), তাহাকে গৌড়ী রীতি বলে।"

উদাহরণ :—

"দাক্ষিণ্যোৎসুকয়া গুণৈরধিকয়া প্রেম্ণা গতালীকয়া
লীলাকেলিপতাকয়া কৃতকয়া চিৎকৌমুদীরাকয়া।
দৃক্‌কর্পূরশলাকয়া নবকয়া লাবণ্যবাপীকয়া
কৃষ্ণো রাধিকয়াঽম্বরঞ্জি ন কয়া জাতং নিরাতঙ্কয়া ॥

—(শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাতে অনুরক্ত হইবেন কিনা, এবিষয়ে শ্রীরাধার সমস্ত সখীগণেরই একটা শঙ্কা ছিল, কিন্তু তাঁহারা যখন দেখিলেন) বাম্য পরিত্যাগপূর্ব্বক দাক্ষিণ্যের সহিত ঔৎসুক্যবতী, গুণে সর্ব্বাতিশায়িনী, শ্রীকৃষ্ণে প্রেমাধিক্যবশতঃ নিষ্কপটা, লীলাকেলি-পতাকাসদৃশী, কৃতকা (কৃষ্ণসুখ-কারিণী), চিচ্ছক্তিরূপ-কৌমুদীবিশিষ্ট-পূর্ণচন্দ্ররূপা, দৃষ্টিরূপ কর্পূরশলাকারূপা, নবীনা, লাবণ্যবাপীরূপা এবং নিঃশঙ্কিতা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে নিজের প্রতি অনুরক্ত করিয়াছেন, তখন তাঁহার সখীবৃন্দের সকলেই নিঃশঙ্ক হইলেন।"

ঘ। **লাটী**

"সমন্ততঃ।
শৈথিল্যং যত্র মৃদুলৈর্বর্ণৈর্লাদিভিরুৎকটম্।
সা লাটী স্যাল্লাটজনপ্রিয়ানুপ্রাসনির্ভরা ॥ অ, কৌ ৯১৮॥

—সর্ব্বত্র লকারাদি মৃদুবর্ণ-বাহুল্যে যে-স্থলে উৎকট শৈথিল্য দৃষ্ট হয় এবং যাহাতে অনুপ্রাসের বাহুল্য, তাহাকে লাটী রীতি বলে। ইহা কোমলচিত্ত জনগণের প্রিয়।" (লাটঃ কোমলঃ ॥ চক্রবর্ত্তী)।

উদাহরণঃ—

"লীলাবিলাসলুলিতা ললনাবলীষু লোলালকাসু ললিতালিরলং ললামম্।

কীলালকেলিকলয়াহনিলচঞ্চলায়াঃ কালে ললৌ মৃদুলতাং লবলীলতায়াঃ॥

—চঞ্চল-অলকাবিশিষ্ট ললনাসমূহের মধ্যে যিনি সর্ব্বাতিশায়ি রূপে সকল ললনার শিরোরত্নস্বরূপা এবং ললিতা যাঁহার সখী, সেই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলাবিলাসে মর্দিতা (সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয়রূপে লীলাবিলাসবতী) হইয়া জলকেলিবিলাসবশতঃ, বায়ুবেগবশতঃ চঞ্চলা লবলীলতার মৃদুলতা ধারণ করিয়াছেন।"

১৫৫। দোষ

কাব্যপুরুষের বর্ণনায় কবিকর্ণপূর বলিয়াছেন—"যদস্মিন্ দোষঃ স্যাৎ শ্রবণকটুতাদিঃ স ন পরঃ॥ —শ্রবণকটুতাদি প্রসিদ্ধ দোষই হইতেছে কাব্যের দোষ ; ক্ষুদ্রতর দোষ দোষমধ্যে গণ্য নহে।" কিন্তু দোষ বলিতে কি বুঝায় ?

কর্ণপূর বলেন—"রসাপকর্ষকো দোষঃ॥ অ, কৌ, ১০।১॥ —যাহা রসের অপকর্ষ-সাধক, তাহাই দোষ।"

কিন্তু রস হইতেছে কাব্যপুরুষের আত্মা ; কাব্যের আত্মাস্বরূপ রসের অপকর্ষ কিরূপে সাধিত হইতে পারে ? এই প্রশ্নের উত্তরে কবিকর্ণপূর বলেন—"রসোহত্র আস্বাদ উচ্যতে॥ অ, কৌ, ১০।২॥ —দোষের লক্ষণকথনে যে রসের অপকর্ষ-সাধক বস্তুকে দোষ বলা হইয়াছে, সে-স্থলে "রস-শব্দে" "আস্বাদ" বুঝায়, শৃঙ্গারাদিক আত্মভূত রসকে বুঝায় না। "রস্যতে (আস্বাদ্যতে) ইতি রসঃ —যাহা আস্বাদন করা হয়, তাহাকে রস বলে।" সুতরাং উল্লিখিত স্থলে রস-শব্দে আস্বাদনই বুঝাইতেছে। কাণত্ব বা খঞ্জত্ব যেমন আত্মার কুরূপতার কারণ হয় না, দেহেরই কুরূপতার হেতু হয়, তদ্রূপ শব্দার্থেরই দোষ হয়, আত্মভূত রসের নহে।

ইহাতে যদি বলা হয়—তাহা হইলে "যাহা শব্দের এবং অর্থের অপকর্ষসাধক, তাহাকেই দোষ বলা হউক ?" এই প্রশ্নের উত্তরে কর্ণপূর বলেন—"অপকর্ষস্তৎস্থগনম্॥—অপকর্ষ হইতেছে আস্বাদের স্থগন বা সঙ্কোচ।" দোষে শব্দের বা অর্থের সঙ্কোচ হয় না। আস্বাদেরই সঙ্কোচ হয়। "আস্বাদ" হইতেছে সহৃদয় সামাজিকের চিত্তগত বস্তু ; শব্দের আশ্রয়ে, কিম্বা অর্থের আশ্রয়ে থাকিলেও যদ্দারা সহৃদয় সামাজিকের 'আস্বাদ" সঙ্কুচিত হয়, তাহাই দোষ।

দোষ দুই রকমের—যাবদাস্বাদাপকর্ষক এবং যৎকিঞ্চিদাস্বাদাপকর্ষক। যে-স্থলে দোষ এমনই উৎকট হইয়া পড়ে যে, সহৃদয় সামাজিক অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন, সে-স্থলে **যাবদাস্বাদাপকর্ষক দোষ**। আর যে স্থলে দোষ অল্প, উৎকট নহে—যাহার ফলে সহৃদয় সামাজিক অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন না, সহৃদয় সামাজিক যে-স্থলে এই অল্প দোষকে সহ্য করিতে পারেন, সে-স্থলে **যৎকিঞ্চিদাস্বাদাপকর্ষক দোষ**।

কবিকর্ণপূর তাঁহার অলঙ্কারকৌস্তুভে কাব্যের দোষসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে এ স্থলে সে সমস্ত উল্লিখিত হইলনা।

১৫৬। চিত্র কাব্য

শব্দালঙ্কার-প্রস্তাবে কবিকর্ণপূর চিত্রকাব্যের কথাও বলিয়াছেন। কর্ণপূর বলিয়াছেন—চিত্রকাব্য নীরস, কর্কশ এবং রসাভিব্যক্তির অনুপযোগী ; কেবল শক্তিজ্ঞাপনেই ইহার উপযোগিতা। ভগবদ্‌বিষয়ক হইলে ইক্ষুপর্ব্ব চর্ব্বণের ন্যায় কথঞ্চিৎ সরস হয়।

নটানাঞ্চ কবীনাঞ্চ মার্গঃ কর্কশ এব যঃ। রসাভিব্যক্তয়ে নাসৌ শক্তিজ্ঞপ্ত্যৈ স কেবলম্ ॥

চিত্রং নীরসমেবাহু র্ভগবদ্‌বিষয়ং যদি। তদা কিঞ্চিচ্চ রসবদ্‌যথেক্ষোঃ পর্বচর্ব্বণম্ ॥

—অ, কৌ, ৭।১৮-১৯॥

একাক্ষরাত্মক কাব্য

চিত্রকাব্যও অনেক রকমের। এক রকম চিত্রকাব্যে স্বরবর্ণযুক্ত কেবলমাত্র একটী অক্ষরের দ্বারাই বিভিন্নার্থবাচক শব্দের প্রয়োগ করিয়া শ্লোক রচনা করা হয়। কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য কবিকর্ণপূরের এতাদৃশ একটী শ্লোক এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

ন নানা নাঽনিনোঽনেনা নানাঽনেনাঽননং নু নুঃ।

নূনং নো নানৃনঽনূনানঽনু নুন্নুন্ননুন্নিনীঃ॥ অ, কৌ, ৭ম কিরণ॥

এইশ্লোকের শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃত টীকা এইরূপ :—

ন নানেত্যাদি। নানানানানিনোনেনা ইতি শ্লেষঃ। না পুরুষঃ পরমেশ্বরো নানা ন, নানা ন ভবতি, কিন্তু এক এবেত্যর্থঃ। কীদৃশঃ ? অনিনো ন বিদ্যতে ইনঃ প্রভুর্যস্মাৎ, স এক এব প্রভুরিত্যর্থঃ। "ইনঃ সূর্য্যে প্রভৌ রাজ্ঞি" ইত্যমরঃ। অনেনাঃ—ন বিদ্যতে এনঃ পাপং যস্য (ছা. ৮।১।৫) 'অয়মাত্মা অপহতপাপ্মা' ইতিবৎ। যদ্বা, বিষমজগৎস্রষ্টাবপি অনেনাঃ নিরপরাধঃ। একস্যৈব তস্য নানাবিধজগৎকারণত্বমাহ—নানাঽনেন। অনেন পরমেশ্বরেণৈব নানা নানাবিধং মায়িকং জগদ্‌ভবতীত্যর্থঃ। নু ভোঃ, নুর্জীবস্যাজড়স্যাপি অননং জীবনমনেন পরমাত্মনৈব ভবতি, কিং পুনর্মায়িকস্য নানাবিধজগত ইতি ভাবঃ। নূনমিতি বিতর্কে ; ঊনান্ ন্যূনান্ নৄন্ পুরুষান্ অনূনান্ অন্যূনাংশ্চ পুরুষান্ অনু লক্ষীকৃত্য ন নুন্নৃৎ ভবতি, 'নু স্তুতৌ' ক্বিপি নুৎ ; নুতং স্তুতং নুদতি দূরীকরোতীতি তথাভূতো ন ভবতি। অনুৎকৃষ্টমুৎকৃষ্টং বা পুরুষং দেবাদিকং কশ্চিদীশ্বরত্বেন স্তৌতু, তত্রাপ্যসহিষ্ণুতা যস্য নাস্তি ; অমাৎসর্য্যাদিতি ভাবঃ। প্রত্যুত ন নু নিশ্চিতম্, উন্নিনীঃ উৎ উর্দ্ধং স্বর্গং মহর্লোকাদিকঞ্চ নিতরাং নয়তীতি সঃ। নিকৃষ্টোৎকৃষ্ট-দেবোপাসকানপি স এব স্বর্গাদিকং ফলং প্রাপয়তি—তস্যৈব সর্বফলদাতৃত্বাদিতি ভাবঃ॥

শ্লোকের টীকানুযায়ী অন্বয় :—না (পুরুষঃ পরমেশ্বরঃ) ন নানা (নানা ন ভবতি, কিন্তু এক

এব)। (কীদৃশঃ) অনিনঃ (ন বিদ্যতে ইনঃ প্রভুর্যস্মাৎ, স এক এব প্রভুঃ), অনেনাঃ (ন বিদ্যতে এনঃ পাপং যস্য, অপহতপাপ্মা ; যদ্বা বিষমজগৎস্রষ্টাবপি অনেনা নিরপরাধঃ)। অনেন (পরমেশ্বরেণৈব) নানা (নানাবিধং মায়িকং জগদ্ভবতি)। নু (ভোঃ) নুঃ (জীবস্যাজড়স্যাপি) অননং (জীবনমনেন পরমাত্মনৈব ভবতি, কিং পুনর্মায়িকস্য নানাবিধজগতঃ)। নূনং (বিতর্কে) ঊনান্ (ন্যূনান্) নৄন্ (পুরুষান্) অনূনান্ (অন্যাংশ্চ পুরুষান্) অনু (লক্ষীকৃত্য) ন নুন্নুৎ (নুতং স্তুতং নুদতি দূরীকরোতীতি তথাভূতো ন ভবতি। অনুৎকৃষ্টমুৎকৃষ্টং বা পুরুষং দেবাদিকং কশ্চিদীশ্বরত্বেন স্তৌতু, তত্রাপ্যসহিষ্ণুতা যস্য নাস্তি ; অমাৎসর্য্যাদিতি ভাবঃ। প্রত্যুত) ন নু (নিশ্চিতম্) উন্নিনীঃ (উৎ ঊর্দ্ধ্বং স্বর্গং মহর্লোকাদিকঞ্চ নিতরাং নয়তীতি সঃ। নিকৃষ্টোৎকৃষ্টদেবোপাসকানপি স এব স্বর্গাদিকং ফলং প্রাপয়তি—তস্যৈব সর্বফলদাতৃত্বাদিতি ভাবঃ)।

মর্ম্মানুবাদ। পরমেশ্বর হইতেছেন এক, তিনি বহু নহেন। তাঁহা অপেক্ষা প্রভু কেহ নাই, তিনিই একমাত্র প্রভু। তিনি পাপাতীত, অপহতপাপ্মা ; অথবা, নানাবিধ-বৈষম্যময় এই জগতের সৃষ্টি করিয়াও তিনি নির্দ্দোষ (অর্থাৎ বৈষম্যাদি দোষ তাঁহাকে স্পর্শ করেনা ; কেননা, তিনি জীবের কর্ম্মফল অনুসারেই সৃষ্টি করেন ; কর্ম্মফলের বৈষম্যবশতঃই সৃষ্টির বৈষম্য)। এই পরমেশ্বরের দ্বারাই নানাবিধ মায়িক জগতের সৃষ্টি। অহো ! জড়াতীত জীবের জীবনও এই পরমেশ্বর হইতেই হইয়া থাকে, মায়িক নানাবিধ জগতের কথা আর কি বক্তব্য ? উৎকৃষ্ট বা অনুৎকৃষ্ট পুরুষরূপ দেবাদিকে ঈশ্বরজ্ঞানে যদি কেহ স্তুতি করে, তথাপি তাঁহার অসহিষ্ণুতা নাই ; কেননা, তিনি মৎসরতাহীন। প্রত্যুত তিনি সেই নিকৃষ্ট এবং উৎকৃষ্ট দেবোপাসকদিগকেও স্বর্গলোক এবং মহর্লোকাদিও দান করিয়া থাকেন ; যেহেতু, তিনিই সর্বফলদাতা ; তাঁহাব্যতীত ফলদাতা আর কেহ নাই।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও তাঁহার স্তবমালায় চিত্রকাব্যের কথা বলিয়াছেন এবং স্বরচিত একটী একাক্ষরাত্মক শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,

নিন্নুন্নানোননং নূনং নান্নুনোন্নানননোঽন্নুনীঃ।
নানেনানাং নিন্নুন্নেনং নানৌন্নানাননো ননু ॥

—স্তবমালা। বহরমপুর-সংস্করণ। ৬২০ পৃষ্ঠা।

এই শ্লোকের শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণকৃতটীকা এইরূপ :—

ননু কিমেবং গোপবালকং কৃষ্ণং বহুশ্লাঘসে ইতি বদন্তং কঞ্চিৎ প্রতি কশ্চিদাহ নীতি। ননু ভো বাদিন্ ! নানাননশ্চতুরাস্যো ব্রহ্মা ইনং প্রভুং গোপালং নানৌন্নাস্তৌদেতেন অপিত্বস্তৌৎ। নূনং নিশ্চিতম্। স কীদৃশঃ ? নানেনানাং নানং প্রভূনামিন্দ্রাদীনাং নিন্নুৎ। নহ্ প্রেরণে ক্বিবন্তঃ। সর্ব্বদেবতাধিপতিরপীত্যর্থঃ। স পুনঃ কীদৃশঃ ? সন্নমৌদিত্যাহ। ন অনূনং কৃৎস্নং যথা স্যাত্তথা উন্নানি অশ্রুক্লিন্নান্যানননানি মুখানি যস্য সঃ। উন্দী ক্লেদনে ধাতুঃ। ভীত্যাশ্রুশোষাদিতি ভাবঃ।

অনুনয়তীতানুনীঃ ইনং গোপালং প্রভুম্। কীদৃশম্? নিনুন্নং দূরে ক্ষিপ্তমনসঃ শকটস্য তদাবিষ্টস্যাসুরস্যাননং জীবনং যেন তম্॥

শ্লোকের টীকানুযায়ী অন্বয়ঃ—ননু (ভো বাদিন্!) নানাননঃ (চতুরাস্যো ব্রহ্মা) ইনং (প্রভুং গোপালং) নানৌনৎ (ন অস্তৌৎ এতেন অপিতু অস্তৌৎ)। নূনং (নিশ্চিতং)। (স কীদৃশঃ) নানেনানাং (নানং প্রভূনামিন্দ্রাদীনাং) নিনুৎ। ন অনূনং (কৃৎস্নং যথা স্যাৎ তথা) উন্নানি (অশ্রুক্লিন্নানি আননানি মুখানি যস্য সঃ। ভাত্যাশ্রুশোষাদিতি ভাবঃ)। অনুনীঃ (অনুনয়তি ইতি অনুনীঃ) ইনং (গোপালং প্রভুম্। কীদৃশম্?) নিনুন্নং (দূরে ক্ষিপ্তম্ অনসঃ শকটস্য তদাবিষ্টস্য অসুরস্য) আননং (জীবনং যেন তম্)।

মর্ম্মানুবাদ। (কোনও একজন লোক গোপাল-কৃষ্ণের বহু প্রশংসা করিতেছিলেন; তাহাতে অপর একজন বলিলেন—এই কি? তুমি গোপাল-কৃষ্ণের এত প্রশংসা করিতেছ কেন? তাহার উত্তরে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিলেন) ওহে! (শুন, কেবল আমিই কি এই গোপাল-কৃষ্ণের প্রশংসা করিতেছি?) ইন্দ্রাদি-সর্ব্বদেবতাগণের অধিপতি হইয়াও চতুরানন ব্রহ্মা কি ভীতিবশতঃ অশ্রুধারা-প্লাবিত বদনে শকটাসুর-বিনাশী এই গোপাল-কৃষ্ণের অনুনয়-বিনয় পূর্ব্বক স্তব করেন নাই? নিশ্চয়ই করিয়াছিলেন।

এ-স্থলে কেবল একাক্ষরাত্মক দুইটী শ্লোক উল্লিখিত হইল। চিত্রকাব্য আরও অনেক রকমের আছে; যথা—দ্ব্যক্ষরাত্মক, চক্রবন্ধ, সর্পবন্ধ, পদ্মবন্ধ, প্রাতিলোম্যানুলোম্যসম, গোমূত্রিকাবন্ধ, মুরজবন্ধ, সর্ব্বতোভদ্র, বৃহৎপদ্মবন্ধ ইত্যাদি। চক্র, সর্প, পদ্ম প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত করিয়া সেই চিত্রের বিভিন্ন স্থানে সেই চিত্রের নামাত্মক শ্লোকের বিভিন্ন অক্ষরগুলিকে সজ্জিত করা যায়। প্রাতিলোম্যানুলোমসম কাব্যে শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের অক্ষরগুলিকে শেষ দিক্ হইতে বিপরীতক্রমে পড়িয়া গেলে দ্বিতীয়ার্দ্ধ হয়। যথা,

তায়িসারধরাধারাতিভায়াতমদারিহা।
হারিদামতয়া ভাতি রাধারাধরসায়িতা। স্তবমালা॥ ৬২৩ পৃষ্ঠা॥

শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণের টীকানুযায়ী মর্ম্মার্থঃ—অতিবিস্তীর্ণ স্থির-অংশবিশিষ্ট গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে যাহা সম্যক্‌রূপে ধারণ করিয়াছে, এবং শ্রীরাধিকা স্বীয় যৌবন অর্পণ করিয়া যাহার অর্চ্চনা করিয়াছেন, গর্বিত-শত্রুগণের বিনাশকারিণী সেই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি মনোহর হারের জ্যোতিতে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে।

বলা বাহুল্য, এই জাতীয় চিত্রকাব্যে রসের অভিব্যক্তি নাই, ধ্বনি নাই, প্রসাদগুণও নাই। এজন্য চিত্রকাব্য হইতেছে অবর বা নিকৃষ্ট কাব্য। ইহাতে কেবল কবির শ্লোকরচনা-নৈপুণ্যমাত্রই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ধ্বন্যালোকেও চিত্রকাব্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা,

"প্রাধানগুণভাবাভ্যাং ব্যঙ্গ্যস্যৈবং ব্যবস্থিতে।
কাব্যে উভে ততোঽন্যদ্‌যত্তচ্চিত্রমভিধীয়তে ॥ ৩।৪১॥

—কথিত নিয়মানুসারে ব্যঙ্গ্য অর্থ কাব্যে প্রধান ও অপ্রধান উভয় প্রকারে অবস্থিত থাকে। তাহা ব্যতিরিক্ত যাহা কিছু, তাহা চিত্র বলিয়া অভিহিত হয়।"

১৫৭। ধ্বনি-রসালঙ্কারাদি এবং কাব্য

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—ধ্বনি হইতেছে কাব্যের প্রাণ, রস হইতেছে কাব্যের আত্মা এবং অলঙ্কার হইতেছে কাব্যের ভূষণ।

কবিকর্ণপূর বলিয়াছেন—ধ্বনির উৎকর্ষে কাব্যের উৎকর্ষ, ধ্বনির মধ্যমত্বে কাব্যের মধ্যমত্ব এবং ধ্বনির অবরত্বে কাব্যের অবরত্ব (৭।১৫০-ঘ-অনুচ্ছেদ)। সুতরাং ধ্বনির অভাবে কাব্যত্বই সিদ্ধ হয় না। ধ্বন্যালোকের টীকায় শ্রীপাদ অভিনবগুপ্তাচার্য্যও ধ্বনিসম্বন্ধে বলিয়াছেন—"নহি তচ্ছূন্যং কাব্যং কিঞ্চিদস্তি—ধ্বনিশূন্য কোনও কাব্যই নাই"; অর্থাৎ যাহাতে ধ্বনি নাই, তাহা কাব্যরূপে পরিগণিত হইতে পারে না।

রস হইতেছে কাব্যের আত্মা বা স্বরূপ। যাহাতে রস অভিব্যক্ত হয় না, তাহা কাব্যনামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য নহে। স্বীয় প্রতিভাবলে কবি মনোরম শব্দসমূহের সমাবেশ করিতে পারেন; কিন্তু তাহাতে যদি রসের সৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে তাহা কাব্য হইবেনা; কেননা, রসই হইতেছে কাব্যের আত্মা, কবির বাগ্‌বৈদগ্ধী কাব্যের আত্মা নহে। অগ্নিপুরাণও বলিয়াছেন—"বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপ্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবনম্ ॥ ৩৩৬।৩৩॥"

অলঙ্কার রমণীর শোভা বর্দ্ধিত করে; কিন্তু যাহার শোভা আছে, তাহার শোভাকেই অলঙ্কার বর্দ্ধিত করিতে পারে; যাহার শোভা নাই, তাহাকে শোভাশালিনী করিতে পারে না। তদ্রূপ, যে কাব্যে রসের অভিব্যক্তি নাই, অলঙ্কার-প্রাচুর্য্যও তাহার কাব্যত্ব সিদ্ধ করিতে পারে না। অলঙ্কার কোনও কোনও সময়ে লাবণ্যবতী রমণীর পক্ষে ভারস্বরূপ হইয়া থাকে; কিন্তু লাবণ্যের প্রাচুর্য্য কখনও ভারস্বরূপ হয় না। কখনও বা একটীমাত্র অলঙ্কারও লাবণ্যবতী রমণীকে মনোহারিণী করিয়া তোলে। তদ্রূপ রসের প্রাচুর্য্য থাকিলে একটীমাত্র অলঙ্কারও সহৃদয় সামাজিকের নিকটে কাব্যকে মনোহারিত্ব দান করিয়া থাকে। একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইতেছে।

"হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥—কৃষ্ণকর্ণামৃত ॥ ৪০॥

—(মাথুর-বিরহক্লিষ্টা দিব্যোন্মাদগ্রস্তা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন) হে দেব! হে দয়িত! হে ভুবনৈকবন্ধো! হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুণৈকসিন্ধো! হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নাভিরাম! হা! হা! কখন তুমি আমার নয়নদ্বয়ের গোচরীভূত হইবে?"

এ-স্থলে অলঙ্কার কেবল একটী—"করুণৈকসিন্ধো! সিন্ধু বা মহাসমুদ্র যেমন অপার, অসীম, তোমার করুণাও তেমনি অপার, অসীম।" কিন্তু দেব-প্রভৃতি শব্দের ধ্বনি এবং ধ্বনির ধ্বনি এই কবিতাটীকে রসপ্রাচুর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর আনুগত্যে এই শ্লোকের শব্দগুলির ধ্বনির এবং ধ্বনির ধ্বনির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হইতেছে।

দেব। দিব্-ধাতু হইতে দেব-শব্দ নিষ্পন্ন। দিব্-ধাতুর অর্থ ক্রীড়া। সুতরাং দেব-শব্দের অর্থ হইল—যিনি ক্রীড়া করেন। ইহার ধ্বনি হইল—ক্রীড়ারত। তাহার আবার ধ্বনি হইল—অন্যরমণীতেও ক্রীড়াপরায়ণ। "তুমি দেব ক্রীড়ারত, ভুবনের নারী যত, তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২।৫৭॥.

শ্রীরাধা কুঞ্জের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিরহ-যন্ত্রণায় মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া আছেন; চারিদিকে দৃষ্টি করিয়া তাঁহার মনে হইল—তিনি যেন নূপুরের ধ্বনি শুনিতেছেন। তখন তিনি তাঁহার সখীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অয়ি সখি! কুঞ্জের মধ্যে নূপুরের শব্দ শুনা যায়, কিন্তু তাঁকে (কৃষ্ণকে) ত দেখিতেছি না? হাঁ বুঝিয়াছি, সেই শঠ-চূড়ামণি লম্পট অন্য কোনও রমণীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন।" ইহা ভাবিতেই আবার উন্মাদগ্রস্ত হইয়া মনে করিতেছেন, যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সাক্ষাতেই দণ্ডায়মান; অন্য নারীর সহিত সম্ভোগের চিহ্ন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বিরাজমান। ইহা দেখিয়াই অমর্ষ-ভাবের উদয় হইল; তখনই তিনি যেন সম্মুখস্থ শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বক্রোক্তি করিয়া বলিতেছেন, "হে কৃষ্ণ! তুমিত দেব; অন্য নারীর সহিত ক্রীড়া করিয়া থাক, অন্য-স্ত্রীতেই তোমার আসক্তি। তবে আর এখানে আগমন কেন? এখানে ত তোমার কোনও প্রয়োজন নাই! তুমি অন্যত্র যাইয়া তোমার অভীষ্ট ক্রীড়া-রঙ্গ কর। 'ভুবনের নারী যত, তাহে কর অভীষ্ট-ক্রীড়ন।' যাও, জগতে অন্য যে সব রমণী আছে, তাহাদের সঙ্গে ক্রীড়া কর গিয়া।"

দয়িত—প্রাণদয়িত, প্রাণপ্রিয়, প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। উল্লিখিত উক্তির পরে শ্রীরাধা যখন মনে করিলেন, বক্রোক্তিরূপ তিরস্কারাদি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন, তখন আবার তাঁহার দর্শন লাভের জন্য উৎসুক হইয়া বলিতেছেন—"তুমি আমার প্রাণ-অপেক্ষাও প্রিয়, তুমি কেন আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ? দয়া করিয়া একবার আগমন কর, একবার আমাকে দর্শন দিয়া আমার ভাগ্য প্রসন্ন কর।" "তুমি মোর দয়িত, মোতে বৈসে তব চিত, মোর ভাগ্যে কর আগমন।" শ্রীচৈ, চ, ২।২।৫৭॥"

এ-স্থলে "দয়িত"-শব্দের ধ্বনি (মোতে বৈসে তব চিত) এবং এই ধ্বনির ধ্বনি (মোর ভাগ্যে কর আগমন) প্রকাশ পাইয়াছে।

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য ঔৎসুক্যভাবের উদয় হইয়াছে। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণকে অন্যরমণী-কর্ত্তৃক উপভুক্ত মনে করায় অমর্ষভাবের উদয় হইয়াছিল। সুতরাং এ-স্থলে ঔৎসুক্য ও অমর্ষ এই দুইটী ভাবের সন্ধি হইল।

—ত্রিভুবনবাসিনী রমণীগণের একমাত্র বন্ধু। ইহা হইতেছে "ভুবনৈকবন্ধু" শব্দের ধ্বনি। তাহার আবার ধ্বনি কি, তাহা বলা হইতেছে।

শ্রীরাধা আবার যখন মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আহ্বানে তাঁহার নিকটে আসিয়া অন্য রমণীর সঙ্গ-জনিত অপরাধ ক্ষমা করার জন্য তাঁহাকে অনুনয়-বিনয় করিতেছেন, তখন আবার তাঁহার অসূয়ার উদয় হইল; তাই পরিহাসপূর্ব্বক বক্রোক্তিসহকারে বলিতে লাগিলেন—"তুমি অন্য-রমণীর সঙ্গ করিয়াছ? তা বেশ করিয়াছ? তাতে তোমার দোষ কি? অন্য রমণীর সঙ্গ করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করা ত তোমার কর্ত্তব্যই; তুমি কেবলই কি আমার সঙ্গ করিবে? তা উচিত নয়! তুমি ত একা আমার বন্ধু নও? তুমি হইলে ভুবনৈকবন্ধু; জগতে সমস্ত রমণীগণের তুমিই একমাত্র বন্ধু! একমাত্র বন্ধু হইয়া তুমি তাদের মনস্তুষ্টি করিবে না? নিশ্চয়ই করিবে! তা না করিলে যে তোমার অন্যায় হইবে! তুমি তাদের সঙ্গ করিয়াছ বলিয়া এত লজ্জিত হইয়াছ কেন? বেশ করিয়াছ। আবার যাও, তাদের সন্তুষ্টি বিধান কর গিয়া। এখানে দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? তারা যে তোমার আশা-পথে চেয়ে আছে? যাও, যাও, শীঘ্র যাও! তাদের নিকটে যাও।"—"ভুবনের নারীগণ, সভা কর আকর্ষণ, তাহা কর সব সমাধান॥ শ্রীচৈ, ২।২।৫৮।"

কৃষ্ণ—রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাদিদ্বারা সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া যিনি হরণ করেন, তাঁহার নাম কৃষ্ণ।

শ্রীরাধা আবার মনে করিলেন, তাঁহার বক্রোক্তি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বুঝি চলিয়া গিয়াছেন; তখন আবার তাঁহার দর্শনের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"হে কৃষ্ণ! তুমি তোমার রূপ-গুণ-মাধুর্য্যদ্বারা আমার চিত্তকে হরণ করিয়াছ, আমার চিত্ত আর আমার বশে নাই। এমতাবস্থায় আমি আর মান করিব না, আমার আর মানের প্রয়োজন নাই; একবার আসিয়া আমাকে দর্শন দাও।" "তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর, ঐছে কোন পামর, তোমারে বা কোন করে মান॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২।৫৮॥"

[এ-স্থলে পূর্ব্বের ভর্ৎসনা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গিয়াছেন মনে করিয়া দর্শনার্থ আবার ঔৎসুক্যবশতঃ বিচারপূর্ব্বক স্থির করিলেন যে, "কৃষ্ণ যখন আমার চিত্তই হরণ করিয়াছেন, তখন আর আমার মানের প্রয়োজন কি? যাতে তাঁর দর্শন পাইতে পারি, তাহাই আমার কর্ত্তব্য।" এজন্য এস্থলে ঔৎসুক্যের অনুগত মতি-নামক ভাবের উদয় হইয়াছে। মতির্বিচারোত্থমর্থনির্দ্ধারণম্॥ বিচারপূর্ব্বক অর্থ-নির্দ্ধারণকে মতি বলে।]

রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাদিদ্বারা চিত্তহরকত্ব হইতেছে কৃষ্ণ-শব্দের ধ্বনি। তাহার আবার ধ্বনি হইতেছে—"তোমারে বা কোন করে মান।"

চপল—চঞ্চল। ধ্বনি—পরস্ত্রী-চৌর।

আবার মনে করিলেন, তাঁহার আহ্বানে যেন শ্রীকৃষ্ণ আবার আসিয়াছেন, আসিয়া যেন অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিতেছেন, "হে প্রিয়ে! আমি ত অন্য কোথাও যাই নাই? আমি কুঞ্জের

বাহিরেই ত দাঁড়াইয়াছিলাম ; কেন বৃথা রাগ করিতেছ, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" ইহা শুনিয়া ঔগ্র্যভাবের উদয় হইল ; এই ভাবে আবিষ্ট হইয়া অত্যন্ত ক্রোধভরে বলিলেন—"হে কৃষ্ণ ! তোমার মন যে এক জায়গায় থাকে না, তাতে তোমার ত কোনও দোষই নাই ; কারণ, তুমি যে চপল (পরস্ত্রী-চৌর) ! ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তোমার গতি ত হইবেই, চঞ্চলতাহেতু বিভিন্ন ফুলের মধুর স্বাদ তুমি ত গ্রহণ করিবেই। তোমার স্বভাবই যে ঐরূপ, তোমার দোষ কি ? অতএব হে চঞ্চল ! এখানে এক জায়গায় কেন দাঁড়াইয়া রহিলে ? যাও, অন্যত্র যাও। অন্য এক রমণীর নিকটে গিয়া কতক্ষণ থাক, তারপর তাকে ত্যাগ করিয়া অপর আর এক রমণীর নিকটে যাইও। এইরূপে এক রমণীকে ত্যাগ করিয়া অপর এক রমণীকে উপভোগ কর গিয়া—যাও, শীঘ্র যাও, এখানে আর থাকিও না। এখানে অনেকক্ষণ থাকিলে যে তোমার 'চপল' নামের কলঙ্ক হইবে !"—"তোমার চপলমতি, না হয় একত্র স্থিতি, তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ ॥ শ্রীচৈচ ২।২।৫৯॥"

করুণৈকসিন্ধো—করুণার একমাত্র সিন্ধু, করুণার সমুদ্রতুল্য।

আবার মনে করিলেন,—"হায় হায়, আমার কটূক্তি শুনিয়া কৃষ্ণ ত চলিয়া গেলেন ? এবার গেলে আর ত বুঝি আসিবেন না ?" তাই অত্যন্ত দৈন্যভাবে আবার বলিতে লাগিলেন—"হে কৃষ্ণ ! তুমিত করুণার সিন্ধু, তোমার অন্তঃকরণ ত নিতান্ত কোমল, করুণাধারায় গলিয়া অতি কোমল হইয়া গিয়াছে। যদিও আমি তোমার চরণে অপরাধিনী, তথাপি তুমি আমার প্রতি করুণা করিয়া আমার অপরাধ ক্ষমা কর, একবার দর্শন দিয়া প্রাণ বাঁচাও। তোমার প্রতি আমার কোনও রোষই নাই, দয়া করিয়া দর্শন দিয়া প্রাণ বাঁচাও।"—"তুমি ত করুণাসিন্ধু, আমার প্রাণের বন্ধু, তোমায় মোর নাহি কভু রোষ ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২।৫৯॥"

নাথ। শ্রীরাধা মনে করিলেন, তাঁহার দৈন্যোক্তি শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ আবার আসিয়াছেন, আর তিনি নিজে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন ; শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া যেন অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিতেছেন,—"প্রিয়ে ! কথা বলনা কেন ? বৃথা মান করিয়া কেন আমাকে কষ্ট দিতেছ ? প্রসন্ন হও", ইহা শুনিয়া অমর্ষের অনুগত অবহিত্থা-ভাবের উদয় হওয়ায়, শ্রীরাধিকা যেন ঔদাসীন্যের সহিত বলিতেছেন,—"হে নাথ ! এমন কথা বলিওনা। তুমি হইলে ব্রজের নাথ, ব্রজবাসীদিগের প্রাণ,—ব্রজবাসীদিগের রক্ষার জন্য তোমাকে সর্ব্বদা নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়,—সুতরাং আমার এখানে আসার সময়ইতো তোমার নাই ! আমার নিকটে না আসার জন্য আমি মান করিব কেন ? আমি মান করি নাই। কথা বলি নাই বলিয়া মান করিয়াছি বলিয়া মনে করিয়াছ ? তা নয়। তুমি হইলে আমাদের রক্ষক, তোমার সঙ্গে কথা বলিব না ? একি একটা কথার কথা ? তবে কি জান ? ব্রাহ্মণী আমাকে মৌনব্রত গ্রহণ করাইয়াছিলেন, তাই তোমাকে সম্ভাষণ করিতে পারি নাই, আমার এ অপরাধ ক্ষমা কর।"—"তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ, ব্রজের কর পরিত্রাণ, বহু কার্য্যে নাহি অবকাশ ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২।৬০॥"

[এস্থলে শ্রীকৃষ্ণ আসেন নাই বলিয়া শ্রীরাধা অন্তরে মান করিয়াছেন ; তাই শ্রীকৃষ্ণের সহিত

সম্ভোগ-বিষয়ে উদাসীনতা দেখাইতেছেন; আবার স্বীয় ভাব গোপন করিয়া নিজে কথা না বলার জন্য যেন সাদর বচনে শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমা চাহিতেছেন ও তাঁহাকে নিরাশ করিতেছেন। এজন্য এস্থলে অবহিত্থার উদয় হওয়ায় ধীরপ্রগল্‌ভা নায়িকার লক্ষণ ব্যক্ত হইতেছে। "উদাস্তে সুরতে ধীরা সাবহিত্থা-চ সাদরা॥ ধীরপ্রগল্‌ভা দুই রকম; এক মানিনীর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সম্ভোগ-বিষয়ে উদাসীনা, আর, অবহিত্থা অর্থাৎ আকার সংগোপন করিয়া স্বীয় বল্লভকে সাদরবচনে নিরাশ-কারিণী। উঃ নী: নায়িকা।৩১।"

আকার-সংগোপন বা কোনও কৃত্রিম ভাব দ্বারা গোপনীয় ভাবের লক্ষণ-সকলকে গোপন করার চেষ্টাকে **অবহিত্থা** বলে। ইহাতে ভাবপ্রকাশক অঙ্গাদির গোপন, অন্যদিকে দৃষ্টিপাত, বৃথা চেষ্টা এবং বাগ্‌ভঙ্গী প্রভৃতি প্রকাশ পায়। "অবহিত্থাকারগুপ্তির্ভবেদ্‌ভাবেন কেনচিৎ। অত্রাঙ্গাদেঃ পরাভ্যূহস্থানস্য পরিগূহনম্। অন্যত্রেক্ষা বৃথাচেষ্টা বাগ্‌ভঙ্গীত্যাদয়ঃ ক্রিয়াঃ॥ ভ, র, সি, ২।৪।৫৯।।"]

রমণ—চিত্তবিনোদক। শ্রীরাধিকা আবার মনে করিতেছেন,—"শ্রীকৃষ্ণ বুঝি চলিয়া গিয়াছেন"; ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া ভাবিলেন—"বুঝি বা শ্রীকৃষ্ণ আর আসিবেন না।" ইহা ভাবামাত্রই চাপল-ভাবের উদয় হওয়ায় মনে ভাবিতেছেন—"যদি তিনি কৃপা করিয়া আবার দর্শন দেন, তবে আমি নিজেই অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে কণ্ঠে ধারণ করিব, আর ছাড়িয়া দিব না।" ইহা ভাবিয়া তাঁহার সহিত মিলনের জন্য অত্যন্ত ঔৎসুক্যবশতঃ দৈন্যের সহিত বলিতেছেন,—"হে আমার রমণ! তুমি ত সর্ব্বদাই আমাতে রমণ করিয়া থাক, আমার চিত্তবিনোদন করিয়া থাক; এখনও একবার আসিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর!"—"তুমি আমার রমণ, সুখ দিতে আগমন, এ তোমার বৈদগ্ধ্যবিলাস॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২।৬০॥"

[এস্থলে চাপলভাবের উদয় হইয়াছে এবং দৈন্য ও চাপলের সন্ধি হইয়াছে। "তুমি দেব ক্রীড়ারত" হইতে আরম্ভ করিয়া "এ তোমার বৈদগ্ধ্যবিলাস" পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদ্যেরই পূর্ব্বার্দ্ধে মান এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে কলহান্তরিতার ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। যে নায়িকা সখীজনের সমক্ষে পদানত-বল্লভকে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ অতিশয় তাপ অনুভব করে, তাহাকে কলহান্তরিতা বলে। প্রলাপ, সন্তাপ, গ্লানি. দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি কলহান্তরিতা-নায়িকার লক্ষণ।]

নয়নাভিরাম—নয়নের আনন্দদায়ক; যাঁহাকে দর্শন করিলে আনন্দ জন্মে।

"মোর বাক্য নিন্দা মানি, কৃষ্ণ ছাড়ি গেল জানি, শুন মোর এ-স্তুতিবচন। নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধনপ্রাণ, হা হা পুন দেহ দরশন॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২।৬১॥"

তাঁহার আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণ আবার আসিয়াছেন মনে করিয়া—"আমি তাঁহাকে কতই তিরস্কার করিয়াছি, তাই তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন"—এইরূপ ভাবিয়া, আবার তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া প্রবল ঔৎসুক্যের সহিত দুই বাহু প্রসারিত করিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন, তখন তাঁহাকে

না পাওয়াতে হঠাৎ শ্রীরাধিকার বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল ; তখন অত্যন্ত খেদের সহিত বলিলেন—হে নয়নাভিরাম, হায়, হায়, আবার কখন আমি তোমার দর্শন পাইব।

এইরূপে দেখা গেল—ধ্বনি এবং ধ্বনির ধ্বনিতে এই কবিতায় রস অত্যন্ত সমুজ্জ্বলভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে ; অথচ ইহাতে অলঙ্কার মাত্র একটী।—"করুণৈকসিন্ধো" ; এই অলঙ্কারটী ভরসার আলোকে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য শ্রীরাধার শেষ ঔৎকণ্ঠাকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

ধ্বন্যালোকও বলিয়াছেন—

"একাবয়বসংস্থেন ভূষণেনেব কামিনী।
পদদ্যোত্যেন সুকবের্ধ্বনিনা ভাতি ভারতী॥

—এক অবয়বস্থিত ভূষণের দ্বারাই যেমন কামিনী শোভাসম্পন্না হইয়া থাকেন, তদ্রূপ পদদ্বারা ব্যঞ্জিত ধ্বনিদ্বারাই সুকবির কাব্য ভূষিত হইয়া থাকে।"

আবার, পরম-লাবণ্যবতী রমণী একখানা অলঙ্কারব্যতীতও যেমন সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ রস যে-খানে অতি পরিস্ফুট, সে-খানে কোনও অলঙ্কারব্যতীতও কাব্য সহৃদয় সামাজিকের চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে। এ-স্থলে তাহার একটী উদাহরণ উল্লিখিত হইতেছে।

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসিতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥
—কাব্যপ্রকাশ ॥১।৪॥, সাহিত্যদর্পণ ॥৩।১৬০॥

—(কোনও নায়িকা তাঁহার সখীর নিকটে বলিতেছেন) যিনি আমার কৌমারহর, এক্ষণে তিনিই আমার পরমরসিক স্বামী। (তাঁহার সহিত প্রথম-মিলনসময়ে যে চৈত্রমাসের রজনী ছিল, এখনও) সেই চৈত্র মাসের রাত্রিই (উপস্থিত); (প্রথম-মিলন-সময়ের ন্যায় এক্ষণেও) প্রস্ফুটিত মালতীকুসুমের গন্ধ বহন করিয়া পরমসুখদ মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে ; সেই আমিও বিদ্যমান ; তথাপি কিন্তু (যেই রেবানদীতীরস্থিত বেতসীতরুতলে তাঁহার সহিত আমার প্রথম মিলন হইয়াছিল) সেই রেবানদীর তীরস্থিত বেতসীতরুতলে সুরত-কৌশলময়-ক্রীড়ার নিমিত্তই আমার মন সমুৎকণ্ঠিত হইতেছে।"

এই কবিতায় একটীও অলঙ্কার নাই ; তথাপি আলম্বন-উদ্দীপনাদির প্রভাবে যে মিলনস্মৃতি জাগ্রত হইয়াছে এবং তাহার ফলে স্বীয় দয়িতের সঙ্গে মিলনের জন্য যে সমুৎকণ্ঠা উদ্দীপ্ত হইয়াছে, তাহাতেই এই কাব্য অপূর্ব্ব রসময়ত্ব লাভ করিয়াছে।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর রচিত একটী শ্লোকও এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।

তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ পদ্যাবলী ॥৩৮৭॥

—(কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ার পরে শ্রীরাধা তাঁহার কোনও সখীকে বলিতেছেন) হে সহচরি ! (আমার সহিত যিনি বৃন্দাবনে বিহার করিয়াছিলেন, আমার) প্রিয় সেই শ্রীকৃষ্ণই ইনি ; তাঁহার সহিত এক্ষণে কুরুক্ষেত্রে আমার মিলন হইয়াছে। আমিও সেই রাধাই (যাঁহার সহিত ইনি বৃন্দাবনে বিহার করিয়াছিলেন)। উভয়ের এই সঙ্গমসুখও তদ্রূপই (নবসঙ্গমের তুল্য)। তথাপি, যাহার অভ্যন্তরে ক্রীড়া করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মুরলীর মধুর পঞ্চমস্বর উত্থিত করিতেন, যমুনাপুলিনস্থিত সেই বনের জন্যই আমার মন ব্যাকুল হইতেছে।”

শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দর্শন। যদ্যপি পায়েন তবু ভাবেন ঐছন ॥
রাজবেশ হাতী ঘোড়া মনুষ্যগহন। কাহাঁ গোপবেশ—কাহাঁ নির্জন বৃন্দাবন ॥
সেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন। যবে পাই, তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥

—শ্রীচৈ, চ. ২।১।৭১—৭৩॥

এই শ্লোকটীতেও একটীও অলঙ্কার নাই ; ধ্বনি এবং রস ইহাকে অনির্ব্বচনীয় মনোহারিত্ব দান করিয়াছে।

ক। কবি

কবিকর্ণপূর বলিয়াছেন—কবি হইবেন সর্বাগমকোবিদ (অলঙ্কারাদি বহু শাস্ত্রে অভিজ্ঞ), সবীজ (কাব্যোৎপাদক-প্রাক্তন-সংস্কারবিশিষ্ট), সরস এবং প্রতিভাশালী (৭।১৪৭-অনুচ্ছেদ)। সবীজত্ব এবং সরসত্বই কবির প্রধান লক্ষণ বলিয়া মনে হয়। নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইলেও এবং প্রতিভাশালী হইলেও সবীজ এবং সরস না হইলে কেহ সহৃদয় ব্যক্তির মনোরঞ্জক কাব্যের সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

যে বিষয়ে যাঁহার অনুভব নাই, সেই বিষয়ের বর্ণনায় তিনি কাহারও চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারেন না ; কোনও বিষয়ে প্রকৃত অনুভব লাভ করিতে হইলেও সেই বিষয়সম্বন্ধে তাঁহার প্রাক্তন সংস্কার থাকার প্রয়োজন ; নচেৎ সেই বিষয়ের দিকে তাঁহার চিত্তের গতিই হইবেনা, অনুভব তো দূরে। ভগবদারাধনাদি-বিষয়ে যাঁহার প্রাক্তন সংস্কার নাই, ভগবদ্বিষয়িণী কথায় তাঁহার চিত্তের গতি যায় না। কাব্যসম্বন্ধে প্রাক্তন-সংস্কারই হইতেছে কাব্যোৎপাদনের মূল বীজ। এতাদৃশ সংস্কার যাঁহার আছে, তিনিই কাব্যরসের অনুভব লাভ করিতে পারেন, সরস হইতে পারেন। যে রসবিশেষে যিনি অনুভবসম্পন্ন, তিনি সেই রসবিশেষে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইয়া, সেই রসের প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া, সেই রসের আস্বাদন করিতে থাকেন এবং রসধারা দ্বারা পরিচালিত হইয়াই তাঁহার অনুভূত বা আস্বাদিত রসকে তাঁহার প্রতিভার বলে কাব্যাকারে অভিব্যক্ত করিয়া থাকেন। এতাদৃশ কবির কাব্যই সহৃদয় ব্যক্তিগণের মনোরঞ্জনে সমর্থ।

কিন্তু কাব্যরচনার এতাদৃশী শক্তি সকলের পক্ষে সহজলভ্যা নহে। অগ্নিপুরাণ বলিয়াছেন,

"নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।
কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র চ দুর্লভা॥৩৩৬।৩-৪॥

—জগতে নরত্ব দুর্লভ ; বিদ্যা আবার সুদুর্লভা (যাঁহারা নরদেহ লাভ করেন, তাঁহাদের সকলের পক্ষে বিদ্যা সুলভ নহে); (যাঁহারা বিদ্যা লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদের সকলের পক্ষেও) আবার কবিত্ব দুর্লভ। তাহাতে আবার শক্তি দুর্লভা (অর্থাৎ কবিত্ব যাঁহাদের আছে, সেই কবিত্বকে কাব্যে রূপ দেওয়ার শক্তি সকলের থাকে না)।"

এইরূপ শক্তিসম্পন্ন কবির সম্বন্ধেই অগ্নিপুরাণ বলিয়াছেন—

"অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ।
যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ত্ততে॥
শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ।
স চেৎ কবির্বীতরাগো নীরসং ব্যক্তমেব তৎ॥ ৩৩৮।১০-১১॥

—অপার কাব্যসংসারে কবিই একমাত্র প্রজাপতি (ব্রহ্মা)। ইঁহার অভিরুচি যেরূপ হয়, এই বিশ্বও সেইরূপেই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কবি যদি শৃঙ্গারী (অর্থাৎ শৃঙ্গাররসের, তদুপলক্ষণে অন্যান্য-রসের বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের চর্ব্বণারূপ প্রতীতিবিশিষ্ট) হয়েন, তাহা হইলে বিশ্বজগৎ রসময় হয় (কবির বর্ণিত রসের অনুভব লাভ করিয়া আনন্দিত হয়); কিন্তু তিনি যদি রাগহীন (রসের অনুভবশূন্য এবং কবিত্বশক্তিহীন) হয়েন, তাহা হইলে, তিনি যাহা ব্যক্ত করেন, তাহাও নীরস হইয়া থাকে (রাগহীন কবির কাব্য সুখ-দুঃখাদির উৎপাদনে সমর্থ হইলেও সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে চমৎকারিত্বের উৎপাদক হয় না)।"

ধ্বন্যালোকও বলিয়াছেন,

"ভাবানচেতনানপি চেতনবচ্চেতনানাচেতনবৎ।
ব্যবহারয়তি যথেষ্টং সুকবিঃ কাব্যে স্বতন্ত্রতয়া॥৩।৪॥

—যিনি সুকবি, তিনি স্বীয় স্বতন্ত্রতায় (প্রতিভাজনিত স্বাধীন প্রেরণায়) অচেতন বস্তুসমূহকেও চেতন প্রাণীর ন্যায় ব্যবহারে প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন এবং চেতন বস্তুকেও অচেতন বস্তুর ন্যায় ব্যবহার করাইতে পারেন।"

কবিত্বশক্তিবিশিষ্ট, প্রতিভাবান্ এবং রসানুভবী কবি যে কোনও বস্তুকেই তাঁহার অভিপ্রেত রসের অঙ্গরূপতা দান করিতে সমর্থ। "তস্মান্নাস্ত্যেব তদ্বস্তু যৎ সর্বাত্মনা রসতাৎপর্য্যবতঃ কবেস্তদিচ্ছয়া তদভিমতরসাঙ্গতাং ন ধত্তে॥ ধ্বন্যালোক ॥৩।৪৩॥"

খ। কাব্যের মহিমা

কাব্যের ফলসম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণ বলেন,

"চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তিঃ সুখাদল্পধিয়ামপি।
কাব্যাদেব যতস্তেন তৎস্বরূপং নিরূপ্যতে॥১।২॥

—যে কাব্য হইতে অল্পবুদ্ধি লোকগণেরও সুখে (অর্থাৎ অনায়াসে) ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গের ফল লাভ হয়, সেই কাব্যের স্বরূপ নিরূপিত হইতেছে।"

সাহিত্যদর্পণ এ-স্থলে বলিলেন—কাব্যানুশীলনের ফলে অল্পবুদ্ধি লোকগণও অনায়াসে চতুর্বর্গের ফল লাভ করিতে পারেন। কিরূপে ? তাহাও বলা হইয়াছে। যেমন, শ্রীরামচন্দ্রবিষয়ক কোনও কাব্যে রামের এবং রাবণের আচরণাদি দর্শন করিলে কিরূপ কার্য্য করণীয় এবং কিরূপ কার্য্য অকরণীয়, তাহা জানা যায়। তদনুসারে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিলে চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে এবং ক্রমশঃ চতুর্বর্গের ফলও লাভ হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণে একটী প্রাচীন বাক্যও উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসু চ।
করোতি কীর্ত্তিং প্রীতিঞ্চ সাধুকাব্যনিষেবণম্॥

—সাধুকাব্যের নিষেবণের ফলে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষে এবং নৃত্যগীতাদি-কলাবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করা যায়, কীর্ত্তি এবং প্রীতিও লাভ হয়।"

কাব্য হইতে ভগবান্ নারায়ণের চরণারবিন্দের স্তবাদিদ্বারা ধর্ম্মপ্রাপ্তি হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণে একটী বেদবাক্যও উদ্ধৃত হইয়াছে। "একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যগ্ জ্ঞাতঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুগ্ ভবতি॥—একটীমাত্র শব্দও যদি সুপ্রযুক্ত হয়, (অর্থাৎ মনোরম রসময় রূপে রচিত হয়) এবং তদ্রূপে সম্যগ্ রূপে জ্ঞাত হয়, তাহা হইলে সেই একটীমাত্র শব্দই স্বর্গে এবং পৃথিবীতে কাম্যফল-প্রসূ হইয়া থাকে।" অর্থপ্রাপ্তি তো প্রত্যক্ষসিদ্ধা। অর্থদ্বারাই কামপ্রাপ্তি। সৎকাব্যে ধর্ম্ম, অর্থ, কামের কথা যেমন থাকে, মোক্ষের কথাও থাকে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের ফলের প্রতি যাঁহাদের অনুসন্ধান থাকেনা, মোক্ষের উপযোগী বাক্যের তাৎপর্য্যের প্রতি যাঁহাদের লক্ষ্য থাকে, সেই তাৎপর্য্যের অনুসরণে তাঁহাদের চিত্ত ক্রমশঃ বিশুদ্ধতা এবং মোক্ষলাভের যোগ্যতা লাভ করে। বেদ-শাস্ত্রেও চতুর্বর্গের কথা আছে ; কিন্তু তাহা নীরস ; পরিণতবুদ্ধি পণ্ডিতগণই তাহা অবগত হইতে পারেন,—তাহাও অতি কষ্টে। কিন্তু কাব্যে সে-সমস্ত বিষয়ই রসাপ্লুত ভাবে বর্ণিত হয় বলিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতে করিতে সুকুমারমতি লোকগণও অনায়াসে তাহা অবগত হইতে পারেন। এজন্য কাব্যই বিশেষরূপে আদরণীয়। কটুরসযুক্ত ঔষধে যে রোগ দূরীভূত হইতে পারে, তাহা যদি সুমিষ্ট শর্করাসেবনে দূরীভূত হয়, তাহা হইলে শর্করাত্যাগ করিয়া কে-ই বা কটু ঔষধ সেবন করিবেন ? "কটুকৌষধোপশমনীয়স্য রোগস্য সিতশর্করোপশমনীয়ত্বে কস্য বা রোগিণঃ সিতশর্করাপ্রবৃত্তিঃ সাধীয়সী ন স্যাৎ ?—সাহিত্যদর্পণ॥"

সাহিত্যদর্পণে বিষ্ণুপুরাণের একটী শ্লোকও উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ—

"কাব্যালাপাশ্চ যে কেচিদ্ গীতকান্যখিলানি চ।
শব্দমূর্ত্তিধরস্যৈতে বিষ্ণোরংশা মহাত্মনঃ॥

—কাব্যালাপ এবং সমস্ত গীতিকা হইতেছে শব্দমূর্ত্তিধর মহাত্মা বিষ্ণুর অংশ॥"

কাব্যপ্রকাশের মতে কাব্যের ফল বা উপকারিতা হইতেছে—যশঃ, অর্থপ্রাপ্তি, অমঙ্গল-নিবৃত্তি, ব্যবহারিক জগতের অভিজ্ঞতালাভ, পরম-সুখ-প্রাপ্তি এবং সদুপদেশ-প্রাপ্তি।

কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে॥১।২॥

কিন্তু কবিকর্ণপূর তাঁহার অলঙ্কারকৌস্তুভে বলিয়াছেন,

"যশঃপ্রভৃত্যেব ফলং নাস্য কেবলমিষ্যতে। নির্ম্মাণকালে শ্রীকৃষ্ণগুণলাবণ্যকেলিষু॥
চিত্তস্যাভিনিবেশেন সান্দ্রানন্দলয়স্তু যঃ। স এব পরমো লাভঃ স্বাদকানাং তথৈব সঃ॥১।৮-৯॥

—কেবল যশঃ প্রভৃতিই কাব্যনির্ম্মাণের ফল নহে (যশঃ প্রভৃতি কাব্য-রচনার ফল বটে; কিন্তু এ-সমস্ত হইতেছে অতি তুচ্ছ ফল, মুখ্য ফল নহে)। কাব্যরচনার মুখ্য ফল এবং পরম লাভ হইতেছে এই যে—কাব্যরচনাকালে কবির চিত্ত, শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লাবণ্যে এবং লীলায় গাঢ়রূপে অভিনিবিষ্ট হয় বলিয়া সান্দ্রানন্দে নিমজ্জিত হইয়া যায়; যাঁহারা এই কাব্যের রসাস্বাদন করেন, তাঁহাদের চিত্তেরও তদ্রূপ অবস্থা হইয়া থাকে।"

কাব্যপ্রকাশকার মম্মটভট্ট প্রাকৃত কাব্যের ফলের কথাই বলিয়াছেন; প্রাকৃত কাব্যরচয়িতা কবির যশঃ, অর্থ-প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে; কিন্তু কবিকর্ণপূর ভগবদ্‌বিষয়ক অপ্রাকৃত কাব্যের কথা বলিয়াছেন। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন আনন্দস্বরূপ, আনন্দঘন-বিগ্রহ, রসস্বরূপ, রসঘন-বিগ্রহ, মাধুর্য্যঘনবিগ্রহ; তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলাদিও সচ্চিদানন্দ বস্তু। যে কবি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কাব্য রচনা করেন, রচনাকালেই তাঁহার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ এবং অপ্রাকৃত-চিন্ময়-রসাত্মক রূপ-গুণ-লীলাদিতে অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকে; অপ্রাকৃত চিন্ময় রসে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হইয়াই তিনি কাব্য রচনা করেন; তাঁহার অনুভূত রসই তিনি কাব্যে অভিব্যক্ত করেন; সুতরাং কাব্যরচনা-কালেই তিনি যে পরমানন্দ অনুভব করেন, তাহা অনির্বচনীয়, অতুলনীয়। ইহাই কাব্যরচনার মুখ্য ফল এবং পরম লাভ। যশঃ প্রভৃতিও এতাদৃশ কবির লাভ হইতে পারে; কিন্তু সেই পরমানন্দের তুলনায় তাহা অতি তুচ্ছ। শ্রীরামচন্দ্রাদি ভগবৎ-স্বরূপও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তাঁহাদের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিও সচ্চিদানন্দ, রসাত্মক; তাঁহাদের সম্বন্ধে যে কাব্য লিখিত হয়, সেই কাব্যের রচনাকালেও যে অনির্বচনীয় আনন্দ কবি অনুভব করেন, তাহাও যশঃ প্রভৃতির তুলনায় অতি তুচ্ছ। যে-সকল সহৃদয় সামাজিক এতাদৃশ ভগবদ্‌বিষয়ক কাব্যের রসাস্বাদন করেন, তাঁহাদের আনন্দও অনির্বচনীয়, অতুলনীয়।

প্রাকৃত-কাব্যরস ও অপ্রাকৃত কাব্যরস

প্রাকৃত কাব্যরসিকগণ প্রাকৃত কাব্যের রসাস্বাদনজনিত আনন্দকে "ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর"

বলিয়া থাকেন; "ব্রহ্মাস্বাদ" বলেন না, ব্রহ্মাস্বাদের সহোদর বা তুল্য" বলিয়া থাকেন। একটী বিষয়ে কাব্যরসের আস্বাদনে এবং ব্রহ্মানন্দের আস্বাদনে তুল্যতা আছে বলিয়াই বোধ হয় তাঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন—সেই একটী বিষয় হইতেছে অন্যবিষয়ে অননুসন্ধিৎসা। নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দে যিনি নিমগ্ন হয়েন, ব্রহ্মের কথাও তাঁহার মনে থাকে না, নিজের কথাও মনে থাকে না; কেবল ব্রহ্মানন্দের কথাই তাঁহার মনে থাকে, ব্রহ্মানন্দের আস্বাদনেই তিনি তন্ময় হইয়া থাকেন। তদ্রূপ, সহৃদয় সামাজিকও কাব্যরসের আস্বাদনেই তন্ময়তা লাভ করিয়া থাকেন, অন্যকোনও বিষয়েই তাঁহার কোনওরূপ অনুসন্ধান থাকে না। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ এবং প্রাকৃত কাব্যরসের আস্বাদনজনিত আনন্দ স্বরূপে এক রকম নহে। ব্রহ্মানন্দ হইতেছে চিন্ময় আনন্দ, স্বরূপতঃই আনন্দ; প্রাকৃত কাব্যরসের আস্বাদনজনিত আনন্দ তাহা নহে; ইহা হইতেছে প্রাকৃতসত্ত্বগুণজাত চিত্ত-প্রসন্নতা।

কিন্তু ভগবদ্‌বিষয়ক অপ্রাকৃত কাব্যরসের আস্বাদন-জনিত আনন্দ "ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর" তো নহেই, "ব্রহ্মানন্দও" নহে। অপ্রাকৃত কাব্যরসেব আস্বাদন-জনিত আনন্দের তুলনায় ব্রহ্মানন্দ হইতেছে গোষ্পদের তুল্য। ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া ধ্রুব বলিয়াছিলেন—"ত্বৎসাক্ষাৎ-করণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে। সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো॥ হরিভক্তি-সুধোদয়।—হে জগদ্‌গুরো! তোমার সাক্ষাৎকার-জনিত বিশুদ্ধ আনন্দের সমুদ্রে অবস্থিত আমার নিকট ব্রহ্মানন্দও গোষ্পদের তুল্য মনে হইতেছে।" নির্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দও প্রকৃত আনন্দ; পরিমাণেও ইহা বিভু। "ভূমৈব সুখম্।" কিন্তু ইহা হইতেছে আনন্দ-বৈচিত্রীহীন, রসতরঙ্গহীন, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের তুল্য; বৈচিত্রীহীনতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ইহাকে গোষ্পদতুল্য বলা হইয়াছে। ভগবদনুভূতিজনিত আনন্দ হইতেছে অনন্ত-বৈচিত্রীময়; ভগবদনভূতি-জনিত বিশুদ্ধ আনন্দের মহাসমুদ্রে অনন্ত আনন্দ-বৈচিত্রী লহরীরূপে খেলা করিয়াথাকে। সমুদ্রেই তরঙ্গের উদ্ভব হয়; গোষ্পদস্থিত জলে তরঙ্গ থাকে না। অপ্রাকৃত কাব্যরসের আস্বাদনজনিত আনন্দ হইতেছে রসস্বরূপ পরব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতিজনিত আনন্দ। শ্রীধ্রুবের উক্তি হইতেও তদ্রূপই জানা যায়।

"যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্মধ্যানাদ্‌ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মাভূৎ কিংবান্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥—শ্রীভা, ৪।৯।১০॥

—(ধ্রুব বলিয়াছেন) হে নাথ! আপনার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া, অথবা আপনার জনগণের (ভক্তদের) কথা শ্রবণ করিয়া মানবগণ যে আনন্দ প্রাপ্ত হয়, স্বরূপ-সুখপূর্ণ ব্রহ্মেও (ব্রহ্মানুভবেও) সে আনন্দ নাই। সুতরাং কালের অসিদ্বারা খণ্ডিত স্বর্গ হইতে পতিত জনগণের যে সুখসম্ভাবনা নাই, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামিমহোদয়ের সম্পাদিত প্রীতিসন্দর্ভের অনুবাদ।"

ব্রহ্মানন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন শ্রীল শুকদেব ভগবানের গুণমহিমা-কথার শ্রবণমাত্রেই সেই কথার শ্রবণজনিত আনন্দে বিভোর হইয়া ব্রহ্মানন্দকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন। "স্বসুখনিভৃতচেতা-স্তদ্‌ব্যুদস্তান্যভাবোঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্॥ শ্রীভা, ১২।১২।৬৯॥"

জন্মাবধি ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন চতুঃসন শ্রীভগবানের চরণসংলগ্ন তুলসীর গন্ধে আত্মহারা হইয়া ব্রহ্মানন্দের কথা ভুলিয়া গিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

"নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং কিন্ত্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ॥
কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নস্তাচ্চেতোঽলিবদ্ যদি নু তে পদয়ো রমেত।
বাচশ্চ নস্তুলসিবদ্ যদি তেঽঙ্ঘ্রিশোভাঃ পূর্য্যেত তে গুণগণৈর্যদি কর্ণরন্ধ্রঃ॥
—শ্রীভা, ৩।১৫।৪৮-৪৯॥

—হে প্রভো! তোমার যশঃ পরম-রমণীয় ও নিরতিশয় পবিত্র; এজন্য কীর্ত্তনযোগ্য ও তীর্থস্বরূপ। তোমার চরণাশ্রিত যে সকল কুশলব্যক্তি তোমার কথার রসজ্ঞ, তাঁহারা তোমার আত্যন্তিক প্রসঙ্গরূপ যে মোক্ষ, তাহাকেও আদর করেন না, অন্য—ইন্দ্রাদি-পদের কথা আর কি? ফলতঃ ইন্দ্রাদি-পক্ষে তোমার ভ্রূভঙ্গিমাত্রে ভয় নিহিত আছে। যদি আমাদের চিত্ত ভ্রমরের নায় তোমার চরণকমলে রমণ করে, যদি আমাদের বাক্য তুলসীর ন্যায় তোমার চরণসম্বন্ধেই শোভা পায়, যদি আমাদের কর্ণ তোমার গুণসমূহে পূর্ণ হয়, তাহা হইলে নিজের অশুভ-কর্ম্মফলে আমাদের যথেষ্ট নরক-ভোগ হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই।"

ভগবচ্চরণ-দর্শনজনিত, 'ভগবদ্গুণাদির কীর্ত্তনজনিত আনন্দ এতই প্রচুর যে, তাহা তীব্র নরকযন্ত্রণাকেও যে ভুলাইয়া দিতে পারে, শ্রীসনকাদির উল্লিখিত উক্তি হইতে তাহাই জানা গেল।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি॥

—এই ব্রহ্মানন্দকে পরার্দ্ধগুণীকৃত করিলে যাহা হয়, তাহাও ভক্তিসুখসমুদ্রের পরমাণুতুল্য হইবে না।"

প্রাকৃত কাব্যরসের আস্বাদন যে-ব্রহ্মানন্দের তুল্য, সেই ব্রহ্মানন্দ যে ভক্তিসুখের (অর্থাৎ অপ্রাকৃত-ভগবদ্বিষয়ক কাব্যের আস্বাদনজনিত সুখের) তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে তাহাই জানা গেল।

বস্তুতঃ ভগবদ্বিষয়ক অপ্রাকৃত কাব্যরসের আস্বাদনে রসিক ভক্ত অনন্তরস-বৈচিত্রীরূপ তরঙ্গবিক্ষুব্ধ বিশাল বিশুদ্ধ আনন্দসমুদ্রে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইতে হইতে অন্য সমস্তই ভুলিয়া যায়েন, পরমতম এবং চরমতম আনন্দ লাভ করেন।

১৫৮। রসাস্বাদন-যোগ্যতা। সহৃদয় সামাজিক।

ক। প্রাকৃত কাব্যরসের আস্বাদনযোগ্যতা

কাব্য রসাত্মক হইলেও যে কোনও লোক কাব্যরসের আস্বাদন লাভ করিতে পারে না। আস্বাদনের যোগ্যতা থাকা চাই। এই যোগ্যতা হইতেছে চিত্তের অবস্থা-বিশেষ।

সাহিত্যদর্পণকার বলেন—"ন জায়তে তদাস্বাদো বিনা রত্যাদিবাসনাম্॥ ৩৷৯॥—রত্যাদি-বাসনা না থাকিলে রসাস্বাদ হয় না।"

রত্যাদি-বাসনা হইতেছে রত্যাদি-বিষয়ক সংস্কার। কোনও রতিবিষয়ে যাঁহার কোনও সংস্কারই নাই, তিনি সেই রতিবিষয়ক কাব্যের আস্বাদনে সমর্থ নহেন। যিনি জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী, স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি প্রীতিবিষয়ে তাঁহার কোনওরূপ সংস্কার নাই; তাদৃশী প্রীতি বা রতি যে কাব্যের বিষয়, তিনি সেই কাব্যের রসাস্বাদন করিতে পারেন না।

সাহিতদর্পণ বলেন—যে রত্যাদিবাসনা থাকিলে রসাস্বাদন সম্ভব, সেই বাসনা হইতেছে দুই রকমের—আধুনিকী এবং প্রাক্তনী। এই উভয় রূপ বাসনা থাকিলেই রসাস্বাদন সম্ভব। কেবল আধুনিকী, বা কেবল প্রাক্তনী বাসনাই রসাস্বাদনের হেতু নহে। যদি কেবল প্রাক্তনী বাসনারই রসাস্বাদন-হেতুত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বেদাভ্যাসজড় মীমাংসকাদিরও রসাস্বাদন হইতে পারিত; কিন্তু তাহা হয় না। আর, যদি কেবল আধুনিকী বাসনারই হেতুত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সরাগ ব্যক্তিরও যে কোনও কোনও স্থলে কাব্যশ্রবণাদিতে রসাস্বাদনের অভাব দেখা যায়, তাহার কোনও যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। "তত্র যদি আদ্যা ন স্যাৎ, তদা শ্রোত্রিয়জরন্মীমাংসকাদীনামপি সা স্যাৎ। যদি দ্বিতীয়া ন স্যাৎ, তদা যদ্‌রাগিণামপি কেষাঞ্চিদ্‌বোধো ন দৃশ্যতে তন্ন স্যাৎ॥ সাহিত্যদর্পণ॥"

এ-সম্বন্ধে ধর্ম্মদত্তও বলিয়াছেন,

"সবাসনানাং সভ্যানাং রসস্যাস্বাদনং ভবেৎ।
নির্বাসনাস্তু রঙ্গান্তঃ কাষ্ঠকুড্যাশ্মসন্নিভাঃ॥ সাহিত্যদর্পণধৃত প্রমাণ॥

—যে সকল সভ্য (সামাজিক) বাসনাবিশিষ্ট (প্রাক্তনী ও আধুনিকী বাসনাবিশিষ্ট), তাঁহাদেরই রসের আস্বাদন হয়; যাঁহাদের তদ্রূপ বাসনা নাই, তাঁহারা রঙ্গশালার মধ্যে শুষ্ককাষ্ঠভিত্তির, অথবা পাষাণের তুল্য (অর্থাৎ রঙ্গশালায় অবস্থিত শুষ্ককাষ্ঠ বা পাষাণ যেমন অভিনীত কাব্যের রস আস্বাদন করিতে পারে না, তাঁহারাও তেমনি কাব্যরসের কোনও আস্বাদনই পায়েন না।"

বস্তুতঃ যে বিষয়ে যাহার কোনও সংস্কারই নাই, সাক্ষাতে দেখিলেও সেই বিষয় তাহার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারে না।

কিন্তু কেবল প্রাক্তন এবং আধুনিক সংস্কার থাকিলেই যে বাস্তব কাব্যরসের আস্বাদন পাওয়া যায়, তাহাও নহে। কাব্যরসের আস্বাদন করিতে হইলে কাব্যবর্ণিত বিষয়ের সম্যক্ বোধের বা জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহাতে চিত্তের একাগ্রতা থাকা আবশ্যক, তন্ময়তা লাভ আবশ্যক। তজ্জন্য প্রয়োজন চিত্তের নির্ম্মলতা। চিত্তে যদি রজোগুণের প্রাধান্য থাকে, তাহা হইলে চিত্তের বিক্ষেপ জন্মিবে, একাগ্রতা বা তন্ময়তা সম্ভব হইবে না। তমোগুণের প্রাধান্য থাকিলে কাব্যবর্ণিত বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান জন্মিবে না। সুতরাং সামাজিকের চিত্ত রজস্তমোবিবর্জিত হওয়া আবশ্যক। রজস্তমোহীন সত্ত্বগুণ থাকিলে চিত্ত হইবে

নির্ম্মল। সত্ত্ব উদাসীন বলিয়া চিত্তের বিক্ষেপ জন্মাইবেনা, "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্" বলিয়া কাব্যবর্ণিত বিষয়ের জ্ঞান জন্মাইবে, অনুধাবনে চিত্তের সামর্থ্য জন্মাইবে ; আর, সত্ত্ব স্বচ্ছস্বভাব বলিয়া সত্ত্বান্বিত চিত্তে কাব্যবর্ণিত রসের প্রতিফলন সম্ভব হইবে ; তাহাতেই সামাজিকের পক্ষে রসের আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে। এইরূপে দেখা গেল —রতিবিষয়ে সামাজিকের যদি প্রাক্তনী এবং আধুনিকী বাসনা থাকে এবং সামাজিকের চিত্ত যদি রজস্তমোহীন-সত্ত্বগুণান্বিত হয়, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে কাব্যরসের আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে। এতাদৃশ সামাজিককেই সৎ-সামাজিক বা সহৃদয় সামাজিক বলা হয়। সাহিত্যদর্পণ তাহাই বলিয়াছেন। যথা,

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ ॥
লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ।
স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ ॥
রজস্তমোভ্যামস্পৃষ্টং মনঃ সত্ত্বমিহোচ্যতে ॥৩।২॥

খ। অপ্রাকৃত বা ভক্তিরসের আস্বাদনযোগ্যতা

ভক্তিরসসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন—

এই রস-আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে।
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস-আস্বাদনে ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২৩।৫১॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুও তাহাই বলিয়াছেন ঃ—

সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে ।।২।৫।৭৮।।

—এই ভক্তিরস অভক্তগণের পক্ষে সর্ব্বপ্রকারেই দুষ্প্রাপ্য ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজই যাঁহাদের সর্ব্বস্ব, সেই ভক্তগণই ইহা নিরন্তর আস্বাদন করিতে পারেন।"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু আরও বলিয়াছেন—

"ফল্গুবৈরাগ্যনির্দ্দগ্ধাঃ শুষ্কজ্ঞানাশ্চ হৈতুকাঃ।
মীমাংসকা বিশেষেণ ভক্ত্যাস্বাদবহির্মুখাঃ ॥২।৫।৭৬॥

—যাঁহারা ফল্গুবৈরাগ্যে দগ্ধ হইয়াছেন (ভক্তিবিষয়ে আদর পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল বৈরাগ্যমাত্র ধারণ করিয়াছেন), যাঁহারা হেতুবাদী শুষ্কজ্ঞান (যাঁহারা ভক্তির প্রতি অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক কেবল তর্ক-মাত্রেই নিষ্ঠা ধারণ করিয়াছেন) এবং যাঁহারা মীমাংসক (অর্থাৎ পূর্ব্বমীমাংসার অনুসরণে কর্ম্মকাণ্ড-পরায়ণ এবং উত্তর-মীমাংসান্তর্গত নির্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু), ভক্তিরসের আস্বাদনে তাঁহারা বহির্মুখ।"

উল্লিখিতরূপ কথা কেন বলা হইল, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

"প্রাক্তন্যাধুনিকী চাস্তি যস্য সদ্ভক্তিবাসনা। এষ ভক্তিরসাস্বাদ স্তস্যৈব হৃদি জায়তে ॥২।১।৩॥
ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্। শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্॥
জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াম্। প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাম্॥
ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা। রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাম্॥
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি। প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্ ॥২।১।৪॥

—প্রাক্তনী (পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মের) এবং আধুনিকী (বর্ত্তমান জন্মের)-এই উভয়বিধ সদ্ভক্তিবাসনা শুদ্ধ-ভক্তিবাসনা) যাঁহার আছে, তাঁহারই হৃদয়ে এই ভক্তিরসের আস্বাদ জন্মে।

সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে যাঁহাদের (চিত্ত হইতে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাদিরূপ) দোষসমূহ বিদূরিত হইয়াছে, সুতরাং যাঁহাদের চিত্ত প্রসন্ন (অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব-যোগ্য এবং শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাববশতঃ) উজ্জ্বল হইয়াছে, যাঁহারা শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধীয় বিষয়েই অনুরক্ত, রসজ্ঞ-ভক্তদিগের সঙ্গলাভেই যাঁহারা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করেন, শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মে ভক্তিরূপ সুখসম্পত্তিকেই যাঁহারা জীবন-সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করেন এবং যাঁহারা প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধনসমূহেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন—সেই সমস্ত ভক্তের হৃদয়ে বিরাজিতা—প্রাক্তন ও আধুনিক সংস্কার-যুগলদ্বারা উজ্জ্বলা (হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ বলিয়া স্বতঃই) আনন্দরূপা যে রতি (শ্রীকৃষ্ণরতি), তাহা—অনুভবরূপ পথগত শ্রীকৃষ্ণাদি-বিভাবাদি দ্বারা (অনুভব-লব্ধ বিভাব-অনুভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া) আস্বাদ্যতা (রসরূপতা) প্রাপ্ত হইয়া প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে (অর্থাৎ তাহার আস্বাদনে অপূর্ব্ব আনন্দ-চমৎকারিতার অনুভব হয়)।"

প্রাকৃত কাব্যরসের আস্বাদনযোগ্যতাসম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণ বলিয়াছেন, প্রাক্তন এবং আধুনিক রতিসংস্কার অপরিহার্য্য। আর অপ্রাকৃত কাব্যরসের বা ভক্তিরসের আস্বাদনযোগ্যতাসম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন, প্রাক্তনী ও আধুনিকী ভক্তিবাসনা অপরিহার্য্যা। প্রাক্তনী এবং আধুনিকী ভক্তিবাসনাসম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"ইদমপি প্রায়িকম্। তাৎপর্য্যন্তু রত্যতিশয় এব জ্ঞেয়ঃ।—প্রাক্তনী (পূর্ব্বজন্মের) এবং আধুনিকী (ইহ জন্মের) ভক্তি-বাসনার কথা যে বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে প্রায়িক; তাৎপর্য্য হইতেছে—রতির আতিশয্য বা প্রাচুর্য্য।" রতির প্রাচুর্য্য থাকিলে আধুনিকী ভক্তিবাসনাও রসাস্বাদনের যোগ্যতা দান করিতে পারে। ইহা হইতে জানা গেল—প্রাকৃত রসই হউক, কি অপ্রাকৃত রসই হউক, যে রতি রসরূপে পরিণত হয়, সামাজিকের চিত্তে সেই রতির প্রাচুর্য্য অপরিহার্য্য।

প্রাকৃত রসের আস্বাদন-সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, সামাজিকের চিত্ত রজস্তমোহীন সত্ত্বগুণান্বিত হওয়া অত্যাবশ্যক। আর, অপ্রাকৃত বা ভক্তিরসের আস্বাদন-সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—

"ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্"-সামাজিকগণের পক্ষেই ভক্তিরসের আস্বাদন সম্ভব। অর্থাৎ, সাধনভক্তির প্রভাবে যাঁহাদের ভুক্তিমুক্তি-বাসনাদিরূপ দোষসমূহ বিদূরিত হইয়াছে—সুতরাং যাঁহাদের চিত্ত প্রসন্ন (শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব যোগ্য এবং শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাববশতঃ সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন এবং সমুজ্জ্বল) হইয়াছে, তাঁহারাই ভক্তিরসের আস্বাদনের পক্ষে যোগ্য। সাধনভক্তির প্রভাবে মায়িক রজঃ, তমঃ এবং সত্ত্বগুণও দূরীভূত হইয়া গেলেই চিত্তে হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষ শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়; চিত্ত তখন শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়া শুদ্ধসত্ত্বাত্মক হয়। এই শুদ্ধসত্ত্ব কিন্তু রজস্তমোহীন মায়িক সত্ত্ব নহে ; কেননা, মায়িক সত্ত্বগুণ জড় বলিয়া স্বরূপতঃ অশুদ্ধ। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুকথিত শুদ্ধসত্ত্ব হইতেছে চিন্ময়ী হ্লাদিনীশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ। এই শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবেই চিত্ত সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন এবং সমুজ্জ্বল হইয়া থাকে। এতাদৃশ শুদ্ধসত্ত্বই ভক্তিরসাস্বাদনের যোগ্যতা দান করিতে সমর্থ।

কবিকর্ণপূরও তাঁহার অলঙ্কারকৌস্তুভে বলিয়াছেন ঃ—

"আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽস্তি ধর্ম্মঃ কশ্চন চেতসঃ।
রজস্তমোভ্যাং হীনস্য শুদ্ধসত্ত্বতয়া সতঃ ॥৫।৩॥

—(স্থায়ী ভাবের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে) সামাজিকের যে চিত্ত রজস্তমোহীন হইয়া শুদ্ধসত্ত্বরূপে অবস্থিতি করে, সেই চিত্তের আস্বাদাঙ্কুর-কন্দরূপ (যাহা রসাস্বাদনের কারণীভূত, তদ্রূপ) একটী ধর্ম্ম আছে (সেই ধর্ম্মকেই বিজ্ঞগণ স্থায়ী ভাব বলেন)।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"ধর্ম ইতি রজস্তমোভ্যাং রহিতস্য শুদ্ধসত্ত্বতয়া সতো বিদ্যমানস্য চেতসঃ কশ্চন ধর্ম এব স্থায়ী। রজস্তমসোরভাবেন সামাজিকানামবিদ্যারাহিত্যং স্বত এবায়াতম্, অতস্তেষাং শুদ্ধসত্ত্বমপি ন মায়াবৃত্তিরূপম্, অপি তু চিদ্রূপমেব। অতএব তেষাং রসাস্বাদঃ কশ্চিত্তত্তন্নিষ্ঠধর্ম্মোঽপি হ্লাদিনীশক্তেরানন্দাত্মকবৃত্তিরূপ এব, ন তু জড়াত্মকঃ। তথাত্বে সতি স্থায়িভাবস্বরূপস্য জড়াত্মকতাদৃশধর্মস্য বিভাবাদিভিঃ কারণৈরানন্দাত্মক-রসরূপত্বানুপপত্তেঃ, ন হি জড়পরিণাম-স্বরূপ আনন্দো ভবতীতি ॥"

টীকার তাৎপর্য্য। মূল শ্লোকে সামাজিকের চিত্তকে রজস্তমোরহিত এবং শুদ্ধসত্ত্বরূপে অবস্থিত বলা হইয়াছে। যে চিত্ত রজস্তমোরহিত, তাহা যে অবিদ্যারহিত (মায়াবৃত্তিশূন্য), তাহা সহজেই জানা যায়। সুতরাং সেই চিত্তের শুদ্ধসত্ত্বও মায়াবৃত্তিরূপ হইতে পারে না ; কেননা, অবিদ্যা-রহিত চিত্তে মায়ারই অভাব। এই শুদ্ধসত্ত্ব মায়ার বৃত্তি নহে বলিয়া ইহা হইবে চিদ্রূপ। অতএব, সেই চিত্তনিষ্ঠ ধর্ম এবং রসাস্বাদও হইবে হ্লাদিনীশক্তির আনন্দাত্মিকা বৃত্তিবিশেষ, তাহা জড়াত্মক হইবে না। তাহা যদি জড়াত্মক হয়, তাহা হইলে, বিভাবাদি কারণের যোগে চিত্তের জড়াত্মকধর্মরূপ স্থায়ী ভাব কখনও আনন্দাত্মক রসরূপে পরিণত হইতে পারে না ; কেননা, আনন্দ কখনও জড়ের পরিণাম নহে।

এইরূপে দেখা গেল- রজঃ ও তমোগুণের কথা দূরে, যে চিত্তে মায়িক সত্ত্বগুণও থাকে, সেই চিত্ত ভক্তিরসাস্বাদনের যোগ্য নহে ; মায়িক গুণত্রয় দূরীভূত হইয়া গেলে চিত্ত যখন হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষ জড়াতীত চিন্ময় শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করে, তখনই সেই চিত্তের পক্ষে ভক্তিরসের আস্বাদন সম্ভব। পরবর্তী ১৭৩-খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৫৯। কাব্যে রস ও রসের সংখ্যা

ভরতমুনি তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে নাট্যকাব্যে আটটী রস স্বীকার করিয়াছেন—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস এবং অদ্ভুত।

শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্‌ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ ॥৬।১৫॥

কাব্যপ্রকাশও ভরতের উক্তির উল্লেখ করিয়া এই আটটী রসের কথাই বলিয়াছেন। ৪।৪৪॥

লোচনটীকাকার আরও একটী রসের কথা বলিয়াছেন—শান্তরস। এইরূপে লৌকিক-রসশাস্ত্রবিদ্‌গণের মতে রস হইল মোট নয়টী।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কিন্তু পাঁচটী মুখ্য এবং সাতটী গৌণ—এই দ্বাদশটী রস স্বীকার করিয়াছেন। মুখ্য পাঁচটী রস হইতেছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর বা শৃঙ্গার। আর, সাতটী গৌণরস হইতেছে—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস।

গৌড়ীয় আচার্য্যগণের স্বীকৃত দ্বাদশটী রসই অপ্রাকৃত ভক্তিরস। ভগবদ্‌বিষয়া রতি (বা ভক্তি) অনুকূল বিভাবাদির সহিত মিলিত হইলে যে রসের উদ্ভব হয়, তাহাই ভক্তিরস।

লৌকিক-রসবিদ্‌গণের স্বীকৃত রসগুলি হইতেছে প্রাকৃত রস। প্রাকৃত জীববিষয়া রতি অনুকূল বিভাবাদির সহিত মিলিত হইলে যে রসের উদয় হয়, তাহাই প্রাকৃত রস।

অষ্টম অধ্যায়

রস-নিষ্পত্তি

১৬০। ভরতমুনির মত

রসনিষ্পত্তি-সম্বন্ধে ভরতমুনি তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে লিখিয়াছেন—"বিভাবানুভাবব্যভিচারি-সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ—বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সংযোগে রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে।"

তাৎপর্য্য হইতেছে এই :—রতির সহিত বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাবের সংযোগ হইলে রতি রসরূপে পরিণত হয়। সাত্ত্বিক ভাবেরও অনুভাবত্ব আছে বলিয়াই বোধহয় ভরতমুনি সাত্ত্বিকভাবের পৃথক্ উল্লেখ করেন নাই; বোধহয় তিনি অনুভাবের মধ্যেই সাত্ত্বিক ভাবকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

যাহা হউক, উল্লিখিত উক্তির পরে ভরতমুনি লিখিয়াছেন—"কো বা দৃষ্টান্ত ইতি চেৎ—উচ্যতে। যথা নানাব্যঞ্জনৌষধিদ্রব্যসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ, তথা নানাভাবোপগমাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ। যথা গুড়াদিভিঃ দ্রব্যৈর্ব্যঞ্জনৈরোষধীভিশ্চ ষড়্রসা নির্বর্ত্ত্যন্তে এবং নানাভাবোপহিতা অপি স্থায়িনো ভাবা রসত্বমাপ্নুবন্তি।—'(বিভাবাদির সংযোগে যে রসনিষ্পত্তি হয়, তাহার) দৃষ্টান্ত কি?' ইহা যদি বলা হয়, তাহা হইলে বলা হইতেছে। যেমন নানাবিধ ব্যঞ্জন ও ওষধিদ্রব্যের সংযোগে (ভোজ্য) রসের নিষ্পত্তি হয়, তদ্রূপ নানাবিধ ভাবের উপগমে (কাব্য-) রসের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। যেমন গুড়াদি দ্রব্যদ্বারা, ব্যঞ্জনদ্বারা এবং ওষধিদ্বারা ষড়্বিধ রসের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ নানাবিধ ভাবের দ্বারা উপহিত হইয়া স্থায়িভাবসমূহও রসত্ব প্রাপ্ত হয়।"

ব্যঞ্জনাদির দৃষ্টান্তে বুঝা যাইতেছে—স্থায়িভাবের সহিত বিভাবাদির মিলন হইলেই স্থায়িভাব রসত্ব প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু ভরতমুনিকথিত "বিভাবানুভাবব্যভিচারি-সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ"-এই বাক্যটীর অন্তর্গত "সংযোগ" এবং "নিষ্পত্তি"—এই শব্দদ্বয়ের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য ভিন্ন ভিন্ন অভিমত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ভট্টলোল্লট, শ্রীশঙ্কুক, ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্তই প্রধান। তাঁহারা "নিষ্পত্তি"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন, যথাক্রমে—উৎপত্তি, অনুমিতি, ভুক্তি এবং অভিব্যক্তি। এজন্য তাঁহাদের মতবাদও যথাক্রমে উৎপত্তিবাদ, অনুমিতিবাদ, ভুক্তিবাদ এবং অভিব্যক্তিবাদ বলিয়া পরিচিত। সংক্ষেপে এ-সমস্ত মতবাদের আলোচনা করা হইতেছে।

১৬১। লোল্লটভট্টের উৎপত্তিবাদ

লোল্লটভট্টের উৎপত্তিবাদ-সম্বন্ধে কাব্যপ্রকাশে (চতুর্থউল্লাসে) লিখিত হইয়াছে—

"বিভাবৈর্ললনোদ্যানাদিভিরালম্বনোদ্দীপনকারণৈ রত্যাদিকোভাবো জনিতঃ, অনুভাবৈঃ কটাক্ষ-ভুজাক্ষেপ -প্রভৃতিভিঃ কার্য্যৈঃ প্রতীতিযোগ্যঃ কৃতঃ ব্যভিচারিভির্নির্বেদাদিভিঃ সহকারিভিরুপচিতো মুখ্যয়া বৃত্ত্যা রামাদাবনুকার্য্যে তদ্রূপতানুসন্ধানান্নর্ত্তকেঽপি প্রতীয়মানো রস ইতি ভট্টলোল্লটপ্রভৃতয়ঃ।

—ললনাদি আলম্বন-বিভাব এবং উদ্যানাদি উদ্দীপন-বিভাবরূপ কারণের দ্বারা রত্যাদি ভাবের উৎপত্তি হয়; কটাক্ষ-ভুজবিক্ষেপাদি অনুভাবরূপ কার্য্যদ্বারা তাহা প্রতীতির যোগ্য হয়; নির্বেদাদি ব্যভিচারিভাবরূপ সহকারী কারণের দ্বারা উপচিত (পরিপুষ্ট) হইয়া ইহা (রত্যাদিভাব) রসরূপে পরিণত হয়। মুখ্যতঃ রামাদি অনুকার্য্যেই এই রসের উৎপত্তি হয়; অনুকর্ত্তা নট রামাদি অনুকার্য্যের অনুকরণ করে বলিয়া অনুকর্ত্তাতেই তাহা অবস্থিত বলিয়া মনে হয়।"

তাৎপর্য্য হইতেছে এই ঃ—রামসীতা-বিষয়ক কাব্য অবলম্বন করিয়া বিবেচনা করা হইতেছে। রামচন্দ্রের সীতাবিষয়িণী রতির আশ্রয়ালম্বন হইতেছেন রামচন্দ্র এবং বিষয়ালম্বন হইতেছেন সীতা। উভয়েই আলম্বন-বিভাব। আর মনোরম উদ্যানাদি হইতেছে উদ্দীপন-বিভাব, উদ্যানাদি রতিকে উদ্দীপিত করে। সীতার দর্শনাদিতে এবং উদ্যানাদি উদ্দীপন বিভাবের ফলে রামচন্দ্রের সীতাবিষয়িণী রতির উৎপত্তি (উদয়) হয়। এই রতির কার্য্য হইতেছে কটাক্ষ-ভুজাক্ষেপাদি অনুভাব। রামচন্দ্রে সীতাবিষয়িণী রতি উদিত হইলে তিনি সীতার প্রতি কটাক্ষাদি নিক্ষেপ করেন, সীতাকে আলিঙ্গন করার জন্য বাহু-প্রসারণাদি করেন; রামচন্দ্রে যে সীতাবিষয়িণী রতির উদয় হইয়াছে, ইহাদ্বারাই তাহা জানা যায়। আবার নির্বেদাদি ব্যভিচারিভাবের দ্বারা এই রতি পরিপুষ্টি লাভ করিয়া রসরূপে পরিণত হয়। এই রসের উৎপত্তি হয় বাস্তবিক রামচন্দ্রে। নাটকের অভিনয়ে রামচন্দ্রই অনুকার্য্য; রঙ্গমঞ্চে রামচন্দ্রের ভূমিকা যিনি অভিনয় করেন, তাঁহাতে বাস্তবিক রসের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু অভিনয়-দর্শনকারী সামাজিক স্বীয় তন্ময়তাবশতঃ অনুকর্ত্তাকে (অভিনেতাকেই) রামচন্দ্র মনে করিয়া, রামচন্দ্রে যে রসের উৎপত্তি হইয়াছে, অনুকর্ত্তাতেই সেই রসের অবস্থিতি বলিয়া মনে করেন। অনুকর্ত্তা নট অনুকার্য্য রামচন্দ্রেরই হাব-ভাব-কটাক্ষ-বাহুসঞ্চালনাদির অনুকরণ করেন বলিয়া সামাজিকের নিকটে অনুকর্ত্তা ও অনুকার্য্য এতদুভয়ের অভেদ-প্রতীতি জন্মে।

ভট্টলোল্লট ভরতমুনি-প্রোক্ত "নিষ্পত্তি"-শব্দের অর্থ ধরিয়াছেন—"উৎপত্তি" এবং "সংযোগ" শব্দের অর্থ ধরিয়াছেন—"সম্বন্ধ।" রসের সহিত ললনা-(সীতা-) রূপ আলম্বন-বিভাবের এবং উদ্যানাদিরূপ উদ্দীপন-বিভাবের সম্বন্ধ হইতেছে জন্য-জনক-সম্বন্ধ; রস হইতেছে "জন্য—উৎপাদ্য" এবং বিভাব হইতেছে তাহার "জনক—উৎপাদক।" এই বিভাব হইতেছে রসের কারণ। আর, রসের সহিত কটাক্ষ-ভুজাক্ষেপাদি অনুভাবের সম্বন্ধ হইতেছে জ্ঞাপ্য-জ্ঞাপক-সম্বন্ধ; রস হইতেছে জ্ঞাপ্য (জানাইবার বিষয়) এবং কটাক্ষাদি হইতেছে তাহার জ্ঞাপক। তারপর, নির্বেদাদি ব্যভিচারিভাবের সহিত রসের সম্বন্ধ হইতেছে পোষ্য-পোষক-সম্বন্ধ; রস হইতেছে পোষ্য এবং ব্যভিচারিভাব হইতেছে তাহার পোষক; কেননা, ব্যভিচারিভাবের দ্বারা রতি পরিপুষ্ট হইয়া

রসরূপে পরিণত হয়। এই ব্যভিচারিভাব হইল রসের সহকারী কারণ। এইরূপে ভট্টলোল্লট দেখাইলেন—বিভাব-অনুভাবাদির সহিত সম্বন্ধ হওয়াতেই রসের উৎপত্তি হইয়া থাকে। রস আগে ছিলনা, বিভাবাদির সহিত সম্বন্ধের ফলেই রসের উৎপত্তি হয়।

কাব্যপ্রকাশের টীকাকার মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার মহোদয় লিখিয়াছেন—"সংযোগাদিতি একজ্ঞানবিষয়ীভাবরূপান্মিলনাদিত্যর্থঃ। মিলিতৈরেব তৈ রসবোধজননস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ।—সংযোগ হইতেছে একজ্ঞানবিষয়ীভাবরূপ মিলন। বিভাবাদির মিলনেই রসবোধ জন্মে বলিয়া বলা হইয়াছে।" তাহা হইলে সংযোগ (বা সম্বন্ধ)-শব্দের অর্থ হইল মিলন, রতির সহিত বিভাবাদির মিলন, যে মিলনে বিভাবাদির পৃথক্ পৃথক্ অনুভব হয় না, সকলের সম্মিলিত একটী রূপেরই (এক রসরূপেরই) অনুভব হয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—ভট্টলোল্লটের মতে উল্লিখিতরূপে অনুকার্য্যেই রসের উৎপত্তি হয়; অনুকার্য্যের সহিত অনুকর্ত্তার অভেদ-মনন-বশতঃ সামাজিক মনে করেন, অনুকর্ত্তাতেই সেই রস বিদ্যমান। তাহা হইলে সামাজিক কিরূপে সেই রসের আস্বাদন করেন? সামাজিকে তো সেই রস নাই।

এ-সম্বন্ধে টীকাকার ন্যায়ালঙ্কারমহোদয় বলেন—"রামঃ সীতাবিষয়ক-রতিমানিত্যাকারক-জ্ঞানসম্বন্ধেনৈব সামাজিকবৃত্তিত্বাদেব সামাজিকা রসবন্তঃ।" অর্থাৎ "রামচন্দ্র হইতেছেন সীতাবিষয়ক-রতিমান্"—সামাজিকের মধ্যে এইরূপ জ্ঞান জন্মে; সেই জ্ঞানের সম্বন্ধবশতঃ সামাজিক রসাস্বাদন করেন।

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—অনুকার্য্য ও অনুকর্ত্তার অভেদমননবশতঃ সামাজিক অনুকর্ত্তাকেই রামচন্দ্র বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহাকেই সীতাবিষয়ক-অনুরাগবান্ মনে করেন। বাস্তবিক অনুকর্ত্তাতে সীতাবিষয়ক অনুরাগ নাই; সামাজিকের এতাদৃশ জ্ঞান ভ্রান্তিমাত্র, মিথ্যা। মিথ্যাবস্তুর আস্বাদন কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তরে ঝাল্‌কিকার তাঁহার টীকায় বলিয়াছেন—"যথা অসত্যপি সর্পে সর্পতয়াব-লোকিতাৎ দাম্নোঽপি ভীতিরুদেতি, তথা সীতাবিষয়িণী অনুরাগরূপা রামরতিরবিদ্যমানাপি নর্ত্তকে নাট্যনৈপুণ্যেন তস্মিন্ স্থিতেব প্রতীয়মানা সহৃদয়হৃদয়ে চমৎকারমর্পয়ন্ত্যেব রসপদবীমধিরোহতীতি।"

তাৎপর্য্য। কাহারও কাহারও সময়বিশেষে এবং স্থলবিশেষে রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়া থাকে। যে-স্থলে সর্পভ্রম হয়, সে-স্থলে বাস্তবিক সর্প নাই, আছে রজ্জু; তথাপি দর্শক রজ্জুকেই সর্প মনে করে বলিয়া সেই রজ্জ হইতেই তাহার চিত্তে ভয়ের উদয় হয়। সর্পসম্বন্ধে দর্শকের পূর্ব্বসংস্কার আছে বলিয়াই এইরূপ হয়। তদ্রূপ, অনুকর্ত্তা নর্ত্তকে রামচন্দ্রের সীতাবিষয়িণী অনুরাগরূপা রতি না থাকিলেও অনুকর্ত্তার নাট্যনৈপুণ্যবশতঃ অনুকর্ত্তা নটেই সেই রতি আছে বলিয়া সহৃদয় সামাজিক মনে করেন, তাহাতেই সেই রতি চমৎকারময় রসরূপে আস্বাদিত হয়। সামাজিকের চিত্তে রতিবিষয়ক সংস্কার থাকে বলিয়াই ইহা সম্ভব হয়।

১৬২। শ্রীশঙ্কুকের অনুমিতিবাদ

শ্রীরামচন্দ্রবিষয়ক কোনও দৃশ্যকাব্য অবলম্বন করিয়া শ্রীশঙ্কুকের অভিমতটীর আলোচনা করা হইতেছে। শ্রীশঙ্কুকের মতে "নিষ্পত্তি"-শব্দের অর্থ হইতেছে "অনুমিতি বা অনুমান" এবং "সংযোগ"-শব্দের অর্থ হইতেছে "সম্বন্ধ।" নৈয়ায়িকের অনুমান-ব্যাপারটী হইতেছে এইরূপ। আর্দ্রকাষ্ঠের সহিত অগ্নির সংযোগ হইলে ধূমের উৎপত্তি হয়। অগ্নিব্যতীত ধূমের উৎপত্তি হইতে পারে না; ধূমের সহিত অগ্নির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এজন্য কোনও স্থলে ধূম দেখিলেই অনুমান করা হয়—সে-স্থানে অগ্নি আছে। ধূমের অনুরূপ কুজ্‌ঝটিকা দেখিলেও কখনও কখনও কুজ্‌ঝটিকা-স্থলে অগ্নির অস্তিত্ব অনুমিত হয়। এইরূপ স্থলে বাস্তবিক ধূম নাই, আছে কুজ্‌ঝটিকা; অগ্নিও নাই। তথাপি অগ্নির অস্তিত্বের অনুমান করা হয়। এ-স্থলে অগ্নি ও কুজ্‌ঝটিকার মধ্যে "গম্য-গমক"-সম্বন্ধ বিদ্যমান। ধূমরূপে প্রতীয়মান কুজ্‌ঝটিকা হইতেছে "গমক—অগ্নির অস্তিত্বের অনুমাপক", আর অগ্নি হইতেছে "গম্য—ধূমরূপ কুজ্‌ঝটিকার অনুমাপ্য।"

তদ্রূপ, শ্রীরামচন্দ্রবিষয়ক কোনও দৃশ্যকাব্যের অভিনয়ে যিনি রামচন্দ্রের অনুকর্ত্তা (রাম-চন্দ্রের ভূমিকায় অভিনেতা), তাঁহার অভিনয়-চাতুর্য্যে সামাজিক তাঁহাকেই রামচন্দ্র বলিয়া মনে করেন। রামচন্দ্রের সীতাবিষয়ক অনুরাগও (স্থায়ী ভাব) অনুকর্ত্তায় নাই; বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাব বাস্তবিক অনুকর্ত্তায় নাই, আছে অনুকার্য্য রামচন্দ্রে। কৃত্রিম উপায়ে অনুকর্ত্তা নট সেগুলির অনুকরণ করেন মাত্র। তথাপি সামাজিক মনে করেন—এ-সমস্ত বিভাবাদি অনুকর্ত্তা কৃত্রিম রামচন্দ্রেরই; অবশ্য তিনি কৃত্রিম রামচন্দ্রকে কৃত্রিম বলিয়া মনে করেন না, সত্য রামচন্দ্র বলিয়াই মনে করেন। ধূমের সহিত অগ্নির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া যেমন কোনও স্থলে ধূম দেখিলেই অগ্নির অস্তিত্বের অনুমান করা হয়, তদ্রূপ বিভাবাদির সহিত স্থায়ী ভাবের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া, অনুকর্ত্তায় বিভাবাদি দেখিয়া সামাজিক অনুমান করেন—অনুকর্ত্তাতেই স্থায়িভাব বিদ্যমান। যদিও ইহা অনুমানমাত্র, তথাপি কিন্তু ইহা সাধারণ অনুমান হইতে বিলক্ষণ। অন্য অনুমানে বস্তুর অস্তিত্বের জ্ঞানমাত্র হয়; কিন্তু এই অনুমানে বস্তু-সৌন্দর্য্যের জ্ঞান জন্মে। অনুকর্ত্তা তাঁহার অভিনেয় বিষয়ের শিক্ষা এবং পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করেন; তাহার ফলে তাঁহার অনুকৃত বিভাবাদি এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া প্রকটিত হয়। সামাজিক তাঁহার বাসনার বা পূর্ব্বসংস্কারের প্রভাবে তাহার আস্বাদন করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করেন। ইহাই সামাজিকের রসাস্বাদন। এ-স্থলে বিভাবাদি হইতেছে "গমক—বা রসের অনুমাপক", স্থায়ীভাব হইতেছে "গম্য—অনুমাপ্য" এবং সামাজিকের রসপ্রতীতি হইতেছে "অনুমিতি।" এই অনুমিতিকেই চমৎকার-প্রতীতিরূপা চর্বণা বলা হয়; চর্বণাদ্বারা স্থায়িভাব বিষয়ীকৃত হইলেই তাহা রস হয়। চর্বণা হইতেছে সামাজিকের; সুতরাং রসের প্রতীতিও সামাজিকের। স্থায়িভাব থাকে অনুকার্য্যে, বিভাবাদি থাকে অনুকর্ত্তায় (কেননা, অনু-কর্ত্তাই বিভাবাদির অনুকরণ করেন) এবং রসপ্রতীতি সামাজিকে।

শ্রীশঙ্কুকের অনুমিতিবাদ সম্বন্ধে কাব্যপ্রকাশ যাহা বলিয়াছেন, তাহারই তাৎপর্য্য এ-স্থলে কথিত হইল। কাব্যপ্রকাশ বলেন—

—শিক্ষাভ্যাসনিবর্ত্তিতস্বকার্য্যপ্রকটনেন চ নটেনৈব প্রকাশিতৈঃ কারণকার্য্য-সহকারিভিঃ কৃত্রিমৈরপি তথাঽনভিমন্যমানৈর্বিভাবাদিশব্দব্যপদেশ্যৈঃ সংযোগাৎ গম্যগমকভাবরূপাদ্ অনুমীয়মানোঽপি বস্তুসৌন্দর্য্যবলাদ্ রসনীয়ত্বেনান্যানুমীয়মানবিলক্ষণঃ স্থায়িত্বেন সংভাব্যমানো রত্যাদির্ভাবস্তত্রা-সন্নপি সামাজিকানাং বাসনয়া চর্ব্যমানো রস ইতি শ্রীশঙ্কুকঃ।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—স্থায়িভাব থাকে বাস্তবিক অনুকার্য্যে, অনুকর্ত্তা নটে তাহা নাই। অনুকর্ত্তায় তাহার অস্তিত্বের অনুমানমাত্র করা হয়। যাহা বস্তুতঃই অবিদ্যমান, তাহার রসত্ব-প্রতীতি কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ?

উত্তরে বক্তব্য এই ঃ—অনুকর্ত্তা বাস্তবিক অনুকার্য্য নহে এবং অনুকার্য্যের স্থায়িভাবও অনুকর্ত্তায় নাই—ইহা সত্য। কিন্তু সামাজিক অনুকর্ত্তাকেই অনুকার্য্য মনে করেন এবং অনুকার্য্যের স্থায়িভাবও অনুকর্ত্তায় বিদ্যমান বলিয়া মনে করেন। এ-বিষয়ে অভিনয়-দর্শন-কালে তাঁহার কোনও সংশয়ও কখনও জাগেনা। সামাজিকের এতাদৃশ জ্ঞান অবাস্তব হইলেও তাহা রসসৃষ্টির বিঘ্ন জন্মায় না। কেননা, সামাজিক তাহাকে অবাস্তব বলিয়া মনে করেন না। রসানুমিতি হইতেছে প্রতীতি-মাত্র। বাস্তব বস্তু যেমন প্রতীতি জন্মায়, অবাস্তব বস্তুও যদি তেমনি প্রতীতি জন্মাইতে পারে, তাহা হইলে বাস্তব-অবাস্তব-বিচারেরই বা কি প্রয়োজন ? যদি বলা যায়—অবাস্তব বস্তু কিরূপে প্রতীতি জন্মাইতে পারে ? তাহাহইলে বলা হইতেছে যে—শ্রীশঙ্কুকের অনুমানে কেবল মাত্র বস্তুর জ্ঞান জন্মেনা, প্রত্যুত বস্তুসৌন্দর্য্যের জ্ঞান জন্মে ; অনুকর্ত্তার নাট্যনৈপুণ্যে যে সৌন্দর্য্য প্রকটিত হয়, তাহাই সবাসন সামাজিকের পক্ষে রসপ্রতীতির আনুকূল্য বিধান করিয়া থাকে। রসানুভূতি-বিষয়ে বাস্তব অপেক্ষা অবাস্তবের একটা বিশেষত্ব আছে। বাস্তব হইতেছে দেশকালাদিতে সীমাবদ্ধ ; কিন্তু সহৃদয় সামাজিকের চর্বণা অবাস্তবকে—সামাজিক যাহাকে বাস্তব বলিয়াই মনে করেন, সেই অবাস্তবকে—দেশকালাদির অতীতেও লইয়া যাইতে পারে। অনুমিতিবাদসম্বন্ধে আলঙ্কারিক রুয্যক তাঁহার ব্যক্তিবিবেক-ব্যাখ্যানে এইরূপ কথাই বলিয়াছেন—"অতঃ প্রতীতিসারত্বাৎ কাব্যস্য অনুমেয়গতং বাস্তবাবাস্তবত্বমপ্রয়োজকম্। উভয়থা চমৎকারলক্ষণার্থক্রিয়াসিদ্ধেঃ। প্রত্যুত অবাস্তবত্বে যথা সিধ্যতি, ন তথা বাস্তবত্বে—ইতি কাব্যানুমিতেরেষানুমানান্তরবিলক্ষণতা—ইতি অনুমানবাদিনোঽয়মভিপ্রায়ঃ॥"

১৬৫। ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ

ভট্টনায়কের অভিমতসম্বন্ধে কাব্যপ্রকাশ বলেন—"কাব্যে নাট্যে অভিধাতো দ্বিতীয়েন বিভাবাদিসাধারণীকরণাত্মনা ভাবকত্ব-ব্যাপারেণ ভাব্যমানঃ স্থায়ী সত্ত্বোদ্রেকপ্রকাশানন্দময়সংবিদ্বি-শ্রান্তি-সতত্ত্বেন ভোগেন ভুজ্যতে ইতি ভট্টনায়কঃ॥ কাব্যপ্রকাশ, চতুর্থ উল্লাস॥"

তাৎপর্য্য। ভট্টনায়কের মতে কাব্যে ও নাট্যে শব্দের তিনটী ব্যাপার আছে—অভিধা, ভাবকত্ব এবং ভোজকত্ব। তাঁহার মতে লক্ষণাও অভিধার অন্তর্ভুক্ত ; কেননা, অভিধাবৃত্তিলব্ধ অর্থের সহিত লক্ষণাবৃত্তিলব্ধ অর্থের সম্বন্ধ আছে।

ভাবকত্ব হইতেছে সাধারণীকরণ—যাহা সাধারণ নয়, তাহাকে সাধারণ করা। ভাবকত্ব-ব্যাপারের প্রভাবে অসাধারণ বিভাবাদি সাধারণ বিভাবাদি রূপে প্রতীত হয়। যেমন, শ্রীরামচন্দ্র-বিষয়ক নাট্যে রাম ও সীতা হইতেছেন আলম্বন বিভাব--রাম আশ্রয়ালম্বন, সীতা বিষয়ালম্বন। অভিধা-ব্যাপারে আশ্রয়ালম্বন বলিতে রামকেই বুঝায় এবং বিষয়ালম্বন বলিতে সীতাকেই বুঝায় ; কিন্তু ভাবকত্ব-ব্যাপারের প্রভাবে রামের পরিবর্ত্তে পুরুষমাত্রের এবং সীতার পরিবর্ত্তে নারীমাত্রের প্রতীতি জন্মে ; সঙ্গে সঙ্গে রামের সীতাবিষয়ক অনুরাগও পুরুষের নারীবিষয়ক অনুরাগরূপে প্রতীত হয়। যাহা ছিল ব্যষ্টিগত, ভাবকত্ব-ব্যাপারের প্রভাবে তাহা হইয়া পড়ে নৈর্ব্যষ্টিক, সর্ব্বগত (Universal)। উদ্দীপন বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারী ভাবও তদ্রূপ ভাবকত্ব-ব্যাপারের প্রভাবে অভিধা বৃত্তির বিশিষ্ট-অর্থকে পরিহার করিয়া অবিশিষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়। উদ্দীপন বিভাব উদ্যানাদি স্থান, কি দিবা-রাত্রি-সন্ধ্যা-আদি সময়,—অভিধাব্যাপারলব্ধ বিশেষ স্থান-কাল না বুঝাইয়া সাধারণ স্থান-কালরূপে প্রতীয়মান হয়, সার্ব্বত্রিক এবং সার্ব্বকালিক রূপে প্রতীত হয়। রামচন্দ্রের বা সীতার হাস্য, কটাক্ষ, অশ্রুপ্রভৃতি অনুভাব এবং হর্ষ-শোকাদি সঞ্চারী ভাবও ভাবকত্ব-ব্যাপারের প্রভাবে রামচন্দ্রের বা সীতার হাস্য-কটাক্ষাদি, বা হর্ষ-শোকাদিরূপে প্রতীত হয় না ; প্রতীত হয়—যে কোনও নায়কের বা যে-কোনও নায়িকার হাস্য-কটাক্ষাদি, বা হর্ষ-শোকাদিরূপে। এইরূপে, অভিধা-বৃত্তির প্রভাবে বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারী ভাবের যে বিশেষত্বের প্রতীতি জন্মে, ভাবকত্ব-ব্যাপারের প্রভাবে সেই বিশেষত্বের প্রতীতি বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহার স্থলে একটী অবিশেষ বা সাধারণ ভাবের—সার্ব্বজনীন, সার্ব্বভৌম, সার্ব্বকালিক ভাবের—প্রতীতি জন্মে। ভাবকত্বের প্রভাবে, যাহা ছিল অসাধারণ বা ব্যষ্টিগত, তাহা হইয়া পড়ে সাধারণ বা নৈর্ব্যষ্টিক (Universal)। ইহাকেই বলে **সাধারণীকরণ।**

তারপর ভোজকত্ব। সাধারণীকরণের পরে, সাধারণীকৃত বিভাবাদি ভোজকত্বব্যাপারের প্রভাবে সামাজিকের চিত্তে সত্ত্বের উদ্রেক করিয়া সাধারণীকৃতা রতির ভোগ (ভুক্তি) বা সাক্ষাৎকার জন্মায়, সামাজিককর্ত্তৃক আস্বাদন জন্মায়। ভোজকত্বব্যাপার সামাজিকের চিত্তের রজঃ ও তমোগুণের ক্রিয়াকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণের প্রাধান্য জন্মায়। রজঃ ও তমঃ অভিভূত হওয়ায় এবং সত্ত্বের প্রাধান্য হওয়ায় চিত্ত স্থির হয়, চিত্তের বিক্ষেপাদি থাকে না, চিত্ত বিষয়-বিশেষের গ্রহণে সমর্থ হয়, সাধারণীকৃত বিভাবাদিতে আবিষ্ট হইতে পারে। এই অবস্থায় অন্য কোনও বিষয়ে সামাজিকের অনুসন্ধান থাকেনা। রসানুভূতিতেই চিত্ত তখন নিবিষ্ট থাকে, বিশ্রান্তি লাভ করে। এইরূপে ভোজ্যভোজকত্ব ভাবের সংযোগ বা সম্বন্ধবশতঃই (সাধারণীকৃত বিভাবাদি হইতেছে

ভোজক বা রসনিষ্পত্তির করণ এবং রস হইতেছে ভোজ্য বা আস্বাদ্য) রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

ভট্টনায়কের মতে "নিষ্পত্তি"-শব্দের অর্থ হইতেছে "ভুক্তি" এবং "সংযোগ"-শব্দের অর্থ হইতেছে "সম্বন্ধ।"

১৬৪। অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ

কাব্যপ্রকাশের চতুর্থ উল্লাসে শ্রীপাদ অভিনবগুপ্তের অভিমত সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ :—

সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে রতি পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত। কতকগুলি কারণে সেই রতি অভিব্যক্ত বা উদ্বুদ্ধ হয়। কাব্যনাটকাদিতে সেই কারণগুলিকে বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাব বলা হয়। তাহা হইলে জানা গেল—বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাবের প্রভাবেই সহৃদয় সামাজিকের চিত্তস্থিত রতি বা স্থায়িভাব উদ্বুদ্ধ বা অভিব্যক্ত হয়। সামাজিক যখন শ্রব্যকাব্য শ্রবণ করেন, বা দৃশ্যকাব্য দর্শন করেন, তখন ভাবকত্ব-ব্যাপারের প্রভাবে বিভাবাদি সাধারণীকৃত হইয়া পড়ে এবং সাধারণীকৃত বিভাবাদির প্রভাবে সামাজিকের চিত্তের বিকাশ বা স্ফারতা জন্মে। সামাজিকের স্থায়িভাব রতিও সাধারণীকৃত হইয়া পড়ে। সামাজিক তখন ব্যষ্টিজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন ; তাঁহার জ্ঞানসত্তা তখন সাধারণে, অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ে বা নৈর্ব্যষ্টিকে, নিমজ্জিত হইয়া পড়ে। এইরূপে সাধারণ ভাবে যে রতি অভিব্যক্ত হয়, তাহা সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে লোকাতীত আনন্দরূপে অনুভূত হয় এবং তখনই তাহাকে রস বলা হয়। ইহা হইতে বুঝা গেল, রসাস্বাদ হইতেছে রসের অভিব্যক্তিমাত্র এবং ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাবের সংযোগ বা সম্বন্ধ-বশতঃই রসের এইরূপ অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। এ-স্থলে বিভাবাদি হইতেছে ব্যঞ্জক—অভিব্যক্তির উপায় এবং রস হইতেছে ব্যঙ্গ্য—অভিব্যক্ত বস্তু। ইহাই অভিব্যক্তিবাদ।

অভিনবগুপ্তপাদের মতে রস বিভাবাদির কার্য্য নহে, বিভাবাদি রসের উৎপাদক নহে, বিভাবাদিও রসের কারণ নহে। কেননা, সাধারণতঃ দেখা যায়—ঘটাদি কার্য্যবস্তু ঘটনির্ম্মাণের পরে দণ্ডাদি কারণবস্তুর অপসারণের পরেও বিদ্যমান থাকে। বিভাবাদি যদি রসের কারণ হইত এবং রস যদি বিভাবাদির কার্য্য হইত, তাহাহইলে বিভাবাদি যখন তিরোহিত হয়, তখনও রস থাকিত ; কিন্তু তাহা থাকে না ; বিভাবাদি দূরীভূত হইলে রসও দূরীভূত হইয়া যায়।

রস হইতেছে অভিব্যক্ত বস্তু, জ্ঞাপ্য বস্তু নহে ; কেন না, রস হইতেছে সিদ্ধবস্তু ; ঘট যেমন সিদ্ধ বস্তু, আলোকের সহায়তায় তাহাকে জানা যায়, আলোক যেমন ঘটকে অভিব্যক্ত বা প্রকাশ করে, তদ্রূপ বিভাবাদিও সিদ্ধবস্তু রসকে অভিব্যক্ত করে মাত্র।

নির্বিকল্পজ্ঞানে (বিশেষত্বহীন জ্ঞানে) রসের অনুভব হয় না ; কেননা, যতক্ষণ বিভাব,

অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাব বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণই রসও বিদ্যমান থাকে ; সুতরাং বিভাবাদি বিশেষবস্তুর অনুসন্ধানের উপরেই রসের অস্তিত্ব নির্ভর করে। আবার সবিকল্প (বিশেষত্বময়) জ্ঞানেও রসের অনুভব হয় না ; কেননা, রস হইতেছে বস্তুতঃ রসের নিজের আস্বাদনমাত্র। এই আস্বাদনের সময়ে মন সর্ব্বতোভাবে আস্বাদনেই নিমগ্ন থাকে, অন্য কোনও বিষয়েই মনের অনুসন্ধান থাকেনা।

প্রশ্ন হইতে পারে—ভট্টনায়কের ন্যায় অভিনবগুপ্তও ভাবকত্বব্যাপার স্বীকার করিয়াছেন। এই অবস্থায়, ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদের এবং অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদের পার্থক্য কোথায় ? উত্তরে বলা যায়—ভট্টনায়কের মতে রসরূপে পরিণত যে রতি সামাজিক আস্বাদন করেন, সামাজিকের চিত্তে সেই রতির অস্তিত্ব নাই ; কিন্তু অভিনবগুপ্ত বলেন—বাসনারূপে সামাজিকের চিত্তে সেই রতি পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান। ইহাই পার্থক্য।

অভিনবগুপ্তের মতে ভরতপ্রোক্ত "নিষ্পত্তি"-শব্দের অর্থ হইতেছে "অভিব্যক্তি" এবং "সংযোগ"-শব্দের অর্থ হইতেছে "সম্বন্ধ", স্থায়িভাবের সহিত বিভাবাদির ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক ভাবরূপ সম্বন্ধ।

১৬৫। গৌড়ীয়মতে রসনিষ্পত্তি

ক। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন,

প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রীমিলনে। কৃষ্ণভক্তিরস-স্বরূপ পায় পরিণামে ॥
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী। স্থায়িভাব রস হয় মিলি এই চারি ॥
দধি যেন খণ্ড-মরিচ-কর্পূর-মিলনে। 'রসালাখ্য' রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে॥
—শ্রীচৈ, চ, ২।২৩।২৭-২৯॥

ইহা ভরতমুনির উক্তির অনুরূপই (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি হইতে বুঝা যায়—ভরতমুনিকথিত "সংযোগ"-শব্দের অর্থ হইতেছে "মিলন" এবং "নিষ্পত্তি"-শব্দের অর্থ হইতেছে "পরিণাম।" বিভাবানুভাবাদি সামগ্রীর মিলনে স্থায়িভাব রসরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়।

খ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও তাহাই বলিয়াছেন :—

অথাস্যাঃ কেশবরতের্লক্ষিতায়া নিগদ্যতে। সামগ্রীপরিপোষেণ পরমা রসরূপতা ॥
বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ। স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ।
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ ॥২।১।১-২ ॥

তাৎপর্য্য। কৃষ্ণরতিরূপ স্থায়িভাব বিভাবাদিসামগ্রীদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া রসরূপতা প্রাপ্ত হয়। শ্রবণাদির প্রভাবে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারিভাবের দ্বারা ভক্তগণের হৃদয়ে স্বাদ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া (চমৎকার-বিশেষরূপে পরিপুষ্ট হইয়া) স্থায়িভাব ভক্তিরস হইয়া থাকে।

ভক্তচিত্তেই শ্রীকৃষ্ণরতি বিরাজিত ; ভক্তচিত্তস্থিত কৃষ্ণরতিরূপ স্থায়িভাব বিভাবাদি সামগ্রীর সহিত মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিত্ব প্রাপ্ত হইয়া রসরূপে পরিণত হয়। ভক্ত তাহা আস্বাদন করেন।

বিভাবাদির যোগে কিরূপে কৃষ্ণরতি রসে পরিণত হয়, তৎসম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন ঃ—

"রতির্দ্বিধাপি কৃষ্ণাদ্যৈঃ শ্রুতৈরবগতৈঃ স্মৃতৈঃ। তৈর্বিভাবাদিতাং যদ্ভিস্তদ্ভক্তেষু রসো ভবেৎ॥
যথা দধ্যাদিকং দ্রব্যং শর্করা-মরিচাদিভিঃ। সংযোজনবিশেষেণ রসালাখ্যো রসো ভবেৎ॥
তদত্র সর্ব্বথা সাক্ষাৎ কৃষ্ণাদ্যনুভবাদ্ভূতঃ। প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারো ভক্তৈঃ কোঽপ্যনুরস্যতে॥
স রত্যাদিবিভাবাদ্যৈরেকীভাবময়োঽপি সন্। জ্ঞপ্ততত্তদ্বিশেষশ্চ তত্তদুদ্ভেদতো ভবেৎ॥

যথাচোক্তম্।

প্রতীয়মানাঃ প্রথমং বিভাবাদ্যাস্তু ভাগশঃ। গচ্ছন্তো রসরূপত্বং মিলিতা যান্ত্যখণ্ডতাম্।
যথা মরিচখণ্ডাদেরেকীভাবে প্রপানকে। উদ্ভাসং কস্যচিৎ কাপি বিভাবাদেস্তথা রসে॥ ইতি॥
রতেঃ কারণভূতা যে কৃষ্ণকৃষ্ণপ্রিয়াদয়ঃ। স্তম্ভাদ্যাঃ কার্য্যভূতাশ্চ নির্ব্বেদাদ্যাঃ সহায়কাঃ॥
হিত্বা কারণকার্য্যাদিশব্দবাচ্যত্বমত্র তে। রসোদ্বোধে বিভাবাদিব্যপদেশত্বমাপ্নুয়ুঃ॥ ২।৫।৪৫॥

—মুখ্যা ও গৌণীভেদে কৃষ্ণরতি দুই প্রকার হইলেও অভিনয়াদিতে শ্রুত, অবগত এবং স্মৃত কৃষ্ণাদি-দ্বারা বিভাবিতা প্রাপ্ত হইয়া (কৃষ্ণত্বাদিরূপে সাক্ষাৎ অনুভূত হইয়া, অতএব বিভাবতা ও অনুভাবতা প্রাপ্ত হইয়া) সেই রতি কৃষ্ণভক্তে রসস্বরূপ হইয়া থাকে। যেমন, দধিপ্রভৃতি দ্রব্য শর্করা ও মরিচাদির সহিত যথাযথ ভাগবিশেষে সংযোজিত হইলে রসালানামক রসে পরিণত হয়, তেমনি সর্বথা কৃষ্ণাদির সাক্ষাৎ অনুভব হইতে উদ্ভূত এক অপূর্ব্ব প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারময়-রস ভক্তগণকর্ত্তৃক আস্বাদনীয় হয়। সেই রস রতি এবং বিভাবাদির সহিত একীভাবময় হইয়াও সেই সেই রতিবিভাবাদির উদ্‌ভেদবশতঃ রতিবিভাদিবিশেষরূপেও অনুভূত হয় (অর্থাৎ চরমদশায় রতিবিভাবাদির একীভাব হইলেও তাহার মধ্যে সূক্ষ্মরূপে রতিবিভাদিরও অনুভব হইয়া থাকে)। এ সম্বন্ধে প্রাচীনগণও বলিয়াছেন—'প্রথমে বিভাবাদি ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয় ; পরে একত্র মিলিত হইয়া রসরূপত্ব প্রাপ্ত হইলে অখণ্ডত্ব প্রাপ্ত হয়। যেমন, শর্করা-মরিচাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া একীভাব প্রাপ্ত প্রপানকের (পানীয়দ্রব্যের) আস্বাদনে কোনও কোনও ব্যক্তির নিকটে শর্করা-মরিচাদি কোনও কোনও দ্রব্যের প্রকাশ হইয়া থাকে (অর্থাৎ প্রপানকের আস্বাদনকালে কেহ কেহ শর্করা বা মরিচাদির আস্বাদনও পাইয়া থাকেন), রসসম্বন্ধেও তদ্রূপ (অর্থাৎ বিভাবাদির সহিত একীভূত হইয়া কৃষ্ণরতি যখন রসস্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন সেই রসের আস্বাদনকালেও বিভাবাদির পৃথক্ অনুভবও হয়।)' রতির কারণভূতা যে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণপ্রিয়-(কৃষ্ণভক্ত-) গণ, কার্য্যভূত যে স্তম্ভাদি, এবং নির্ব্বেদাদি যে সহায়ক, রসোদ্রেকে তাহারা সকলেই কার্য্যকারণাদি শব্দবাচ্যত্ব পরিত্যাগ করিয়া বিভাবাদি

আখ্যা প্রাপ্ত হয়। (টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—প্রাকৃত ঘট-পটাদির যেরূপ কার্য্য-কারণতা থাকে, অপ্রাকৃত এবং নিত্য রতিবিভাবাদির তদ্রূপ কার্য্যকারণতা অসম্ভব। অতএব রতিবিভাবাদির কার্য্যকারণতার পরিবর্ত্তে বিভাবাদি আখ্যা—ইহাই বুঝিতে হইবে)।”

ইহার পরে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—বিভাব রতিকে বিভাবিত করে, অর্থাৎ তত্তদাস্বাদ-বিশেষের জন্য অতিশয় যোগ্যতা দান করে; সাত্ত্বিকভাবসমূহ এবং কটাক্ষাদি অনুভাবসমূহ সেই বিভাবিতা রতিকে অনুভব করায়, অর্থাৎ মনে তাহার আস্বাদাতিশয্য বিস্তার করে; আর নির্ব্বেদাদি সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবসমূহ সেই বিভাবিতা এবং অনুভাবিতা রতিকে সঞ্চারিত করে এবং বিচিত্রতা প্রাপ্ত করায়। কোনও কোনও কাব্যনাট্য-শাস্ত্রানুরাগী বলেন যে, ভগবৎসম্বন্ধী কাব্যনাট্যের সেবাই (অনুশীলনই) হইতেছে পূর্ব্বোক্ত ভাবাদির বিভাবাদিত্ববিষয়ে একমাত্র হেতু; কিন্তু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মতে, অতর্ক্য এবং অদ্ভুত মাধুর্য্যসম্পৎশালিনী কৃষ্ণরতির প্রভাবই হইতেছে বিভাবাদিত্বের উত্তম কারণ। কৃষ্ণরতি হইতেছে হ্লাদিনীশক্তির বিলাসবিশেষ; এজন্য তাহার স্বরূপ হইতেছে অপ্রাকৃত—সুতরাং অবিচিন্ত্য, যুক্তিতর্কের অগোচর। যাহা প্রকৃতির অতীত, অপ্রাকৃত, অচিন্ত্য, যুক্তিতর্কের দ্বারা তাহার সম্বন্ধে কিছুই নির্ণয় করা যায় না। মহাভারত-উদ্যমপর্ব্বের “অচিন্ত্যাঃ খলুঃ যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রাকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥”-এই প্রমাণবাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক শারীরকভাষ্যকার শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ পণ্ডিতবর্গও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। সমুদ্র যেমন স্বীয় জলের দ্বারা মেঘসমূহকে পরিপূর্ণ করিয়া সেই মেঘসমূহকর্ত্তৃক বর্ষিত জলের দ্বারা রত্নালয় হয়, তদ্রূপ এই মনোহরা কৃষ্ণরতি কৃষ্ণাদিকে বিভাবতা প্রাপ্ত করাইয়া সেই বিভাবিত কৃষ্ণাদিদ্বারাই নিজেকে স্পষ্টরূপে সম্বর্দ্ধিত করে।

বিভাবতাদীনানীয় কৃষ্ণাদীন্ মঞ্জুলা রতিঃ। এতৈরেব তথাভূতৈঃ স্বং সম্বর্দ্ধয়তি স্ফুটম্॥
যথা স্বৈরেব সলিলৈঃ পরিপূর্য্য বলাহকান্। রত্নালয়ো ভবত্যেভির্বৃষ্টৈস্তৈরেব বারিধিঃ॥

—ভ, র, সি, ২।৫।৫২॥

কেহ যদি বলেন—রতির কারণত্ব স্বীকার করিলে কাব্যনাট্য তো ব্যর্থ হইয়া পড়ে? তদুত্তরে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিতেছেন—কাব্যাদির অর্থ-চর্ব্বণাভিজ্ঞ কোনও হরিভক্তের নূতন রত্যঙ্কুর উৎপন্ন হইলে তাঁহার সম্বন্ধে ভগবদ্‌বিষয়ক কাব্যনাট্যাদি যে বিভাবত্বাদির কারণ হয়, তাহাও যৎকিঞ্চিৎমাত্র, (অর্থাৎ যে কৃষ্ণভক্তের চিত্তে সবেমাত্র কৃষ্ণরতির আবির্ভাব হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক কাব্যনাট্যাদির অর্থ-চর্বনার ফলে তাঁহার পক্ষে কৃষ্ণাদির বিভাবত্বাদি জন্মিতে পারে বটে; কিন্তু এ-স্থলেও কাব্যনাট্যাদির অর্থচর্বণাই—সুতরাং কাব্যনাট্যাদিই—যে কৃষ্ণাদির বিভাবত্বাদির একমাত্র হেতু, তাহা নহে; তাঁহার চিত্তে আবির্ভূতা কৃষ্ণরতিই মুখ্য হেতু; কাব্যনাট্যাদির হেতুত্ব অতি সামান্য; (কেননা, চিত্তে কৃষ্ণরতির আবির্ভাব না হইলে কাব্যনাট্যাদির অনুশীলনে কৃষ্ণাদি বিভাবতা প্রাপ্ত হইতে পারে না)। যদি বলা

যায়—কেবলমাত্র রত্যঙ্কুরেই যদি কাব্যনাট্যের কিঞ্চিৎ সার্থকতা থাকে, তাহা হইলে প্রেম-প্রণয়-রাগাদি আরূঢ় ভাবের বেলায় কি কাব্যনাট্যাদির কোনও প্রয়োজনই নাই? তদুত্তরে বলা হইয়াছে—হরিসম্বন্ধিনী কথার কিঞ্চিন্মাত্র শ্রবণেই তাদৃশ সাধুভক্তদের রসাস্বাদ হইয়া থাকে; কাব্যনাট্যাদিদ্বারা অনুভবের বা আস্বাদনের প্রাচুর্য্য হয়; অর্থাৎ রসাস্বাদবিষয়ে কাব্যনাট্যের কারণত্ব যথাকথঞ্চিৎ মাত্র; বিভাবাদির বিভাবত্ব-প্রাপণে রতির প্রভাবই হইতেছে হেতু, কাব্যনাট্যের প্রভাব হেতু নহে।

মাধুর্য্যাদির আশ্রয় বলিয়া রতি কৃষ্ণাদিকে প্রকাশ করে; আবার মাধুর্য্যাদির আশ্রয়ভূত কৃষ্ণাদিও রতিকে বিস্তীর্ণ করিয়া থাকে। অতএব এ-স্থলে বিভাবাদি-চতুষ্টয়ের (বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব এবং ব্যভিচারী ভাবের) এবং রতির—এই উভয়ের নিরন্তর পরস্পর সহায়কত্ব দৃষ্ট হয়।

মাধুর্য্যাদ্যাশ্রয়ত্বেন কৃষ্ণাদীংস্তন্বুতে রতিঃ। তথানুভূয়মানাস্তে বিস্তীর্ণাং কুর্ব্বতে রতিম্ ॥
অতস্তস্য বিভাবাদিচতুষ্কস্য রতেরপি। অত্র সহায়কং ব্যক্তমিথোঽজস্রমবেক্ষ্যতে ॥

—ভ, র, সি, ২।৫।৫৫॥

কিন্তু বিভাবাদির অনৌচিত্যরূপ বৈরূপ্য উপস্থিত হইলে এই রতির প্রভাবও সঙ্কুচিত হইয়া যায় (এ-স্থলে বিভাব হইতেছে কৃষ্ণভক্তবিশেষ এবং কৃষ্ণ। তাঁহাদের অনৌচিত্যরূপ বৈরূপ্য হইতেছে এই:—দৃশ্যকাব্যে যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের অনুকরণ করেন, তাঁহাদের বৈরূপ্য; যেমন, যিনি শ্রীরাধার অনুকর্ত্তা, তাঁহার বয়স যদি শ্রীকৃষ্ণের অনুকর্ত্তার বয়স অপেক্ষা বেশী হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে বৈরূপ্য। এইরূপ অবস্থায় রতি সঙ্কুচিত হইয়া যায়, পুষ্টি লাভ করেনা। তদ্রূপ, শ্রব্যকাব্য-বর্ণনেও বিভাবাদি যথাযথরূপে বর্ণিত না হইলে রতি সঙ্কুচিত হইয়া যায়)।

অলৌকিকী প্রকৃতিদ্বারা এই সুদুরূহা রসস্থিতি হইয়া থাকে, যে রসস্থিতিতে ভাবসমূহ (বিভাবাদি এবং রত্যাদি) সামান্যাকারে বা সাধারণভাবে স্পষ্টরূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। এই ভাব-সমূহের স্বরূপ-সম্বন্ধনিয়মের যে অনির্ণয়, পূর্ব্বপণ্ডিতগণ তাহাকেই ভাবসমূহের সাধারণ্য বলিয়া থাকেন। শ্রীভরতমুনিও বলিয়াছেন—"শক্তিরস্তি বিভাবাদেঃ কাপি সাধারণী কৃতৌ। প্রমাতা তদভেদেন স্বং যয়া প্রতিপদ্যতে ॥—ক্রিয়াতে বিভাবাদির এমন এক সাধারণী শক্তি আছে, যাহার প্রভাবে প্রমাতা (তাদৃশ কাব্যাদির অনুভবকর্ত্তা ধ্বনিজ্ঞ ভক্ত—সহৃদয় সামাজিক) প্রাচীনভক্তের সহিত নিজের অভেদ মনন করেন।"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী উল্লিখিত উক্তির তাৎপর্য্য এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন:—কোনও সময়ে সংলোকদিগের মধ্যে রামায়ণ-পাঠ-কালে হনুমানের সমুদ্র-লঙ্ঘনের বিবরণ শুনিয়া কোনও সহৃদয় ভক্ত হনুমানের ভাবে আবিষ্ট হইয়া লজ্জাসঙ্কোচ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সভামধ্যে নিজেই সমুদ্রলঙ্ঘনার্থ কুর্দ্দন করিয়াছেন (এ-স্থলে অর্ব্বাচীন ভক্ত সহৃদয় সামাজিক নিজেকেই প্রাচীনভক্ত হনুমান বলিয়া মনে করিয়াছেন, উভয়ের ভাব সাধারণ্য লাভ করিয়াছে)। দৃশ্যনাট্যেও দশরথের রূপধারী (দশরথের অনুকর্ত্তা) সহৃদয় নট, 'রাম বনে গমন করিয়াছেন'-একথা

শুনিয়া দশরথের ভাবের আবেশে নিজেই রামচন্দ্রের শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন (এ-স্থলেও অনুকার্য্য দশরথের সহিত সহৃদয় অনুকর্ত্তার অভেদ-মনন—উভয়ের ভাবের সাধারণীকরণ)। এ-সকল স্থলে তাদৃশী রতিই প্রাচীন ভক্তদিগের ভাবের সহিত অর্বাচীন ভক্তদের ভাবের সাধারণ্য আনয়ন করে, যদ্দ্বারা রসস্থিতিও তাদৃশী হইয়া থাকে। এ-সমস্ত ভাবের স্ব-পর-সম্বন্ধ নিয়মের অনির্ণয়ই (নির্ণয়াভাবই) হইতেছে ভাবসমূহের সাধারণীকরণ। এ-স্থলে ভাবসমূহ বলিতে বিভাবাদি এবং রত্যাদিকে বুঝায়। ইহা কি পরের, না কি পরের নয়, ইহা কি আমার, না কি আমার নয়—এইরূপ যে সংশয়, আপন-পর-সম্বন্ধ-নিয়মের অনিশ্চয়তা, ইহাকেই সাধারণীকরণ বলা হয়। ভরতমুনি-বাক্যের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—ভরতমুনির বাক্যে কিন্তু ভেদাংশ স্বয়ং আছেই; অভেদাংশেই বিভাবাদির শক্তি। "মুনিবাক্যে তু ভেদাংশঃ স্বয়মস্ত্যেবেত্যভেদাংশ এব তু বিভাবাদেঃ শক্তিরিতি ভাবঃ।"

(১) রসনিষ্পত্তির প্রক্রিয়াসম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উক্তির সার মর্ম্ম

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু কৃষ্ণরতির (কৃষ্ণবিষয়িণী রতির) কথাই বলিয়াছেন। এই কৃষ্ণরতি হইতেছে হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি—সুতরাং অপ্রাকৃত, মায়াতীত, চিৎস্বরূপা এবং অপ্রাকৃত চিৎস্বরূপা বলিয়া অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্না; হ্লাদিনীর বৃত্তি বলিয়া এই কৃষ্ণরতি স্বরূপতঃই আনন্দরূপা, পরম-আস্বাদ্যা। ভক্তচিত্তেই এই কৃষ্ণরতির অবস্থিতি। এই রতির বিষয় হইতেছেন অসমোর্দ্ধ-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণ; শ্রীকৃষ্ণই এই রতির বিষয়ালম্বন বিভাব এবং বংশীস্বরাদি উদ্দীপন বিভাব। হাস্য-ক্রন্দনাদি অনুভাব এবং অশ্রু-কম্পাদি সাত্ত্বিক ভাব; ভরতমুনি-কথিত অনুভাবের মধ্যেই গৌড়ীয় মতের অনুভাব এবং সাত্ত্বিকভাব অন্তর্ভুক্ত। নির্বেদ-হর্ষাদি হইতেছে এই রতির সঞ্চারিভাব।

রসনিষ্পত্তির প্রক্রিয়া হইতেছে এইরূপঃ—কৃষ্ণরতি স্বীয় প্রভাবেই বিভাবাদিকে বিভাবত্বাদি দান করে। ভক্তচিত্তে কৃষ্ণবিষয়িণী রতি আছে বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের বিভাবত্ব সম্ভব হয়; কৃষ্ণরতি না থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ বিভাব হইতে পারেন না। ভক্তচিত্তের রতি কৃষ্ণকে বিভাবত্ব দান করে; একথার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—রতি কৃষ্ণকে ভক্তচিত্তের নিকটে প্রকাশ করে। রতির বিষয়রূপে অনুভব করায়, রতির অনুকূল ভাবে কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিকে অনুভব করায়। এই অবস্থাতেই বলা হয়, রতি কৃষ্ণরূপ বিভাবকে বিভাবিত করিয়াছে। এই বিভাবিত কৃষ্ণই আবার রতিকে সম্বর্দ্ধিত বা উচ্ছ্বসিত করে। এ-স্থলে দেখা গেল—বিভাবের বিভাবত্ব-প্রাপণে রতির সহায়তা আছে; আবার রতির সম্বর্দ্ধনেও বিভাবিত বিভাবের সহায়তা আছে; এই সহায় পারস্পরিক।

উদ্দীপন-সম্বন্ধেও তদ্রূপ। রতিই স্বীয় প্রভাবে বংশীস্বরাদি উদ্দীপন-বিভাবকে বিভাবত্ব দান করে। যাহা কৃষ্ণস্মৃতিকে উদ্দীপিত করে, তাহাই উদ্দীপন; ভক্তের চিত্তে কৃষ্ণরতি আছে বলিয়াই তাহা (বংশীস্বরাদি) কৃষ্ণস্মৃতিকে উদ্দীপিত করিতে পারে, কৃষ্ণরতির অভাবে তাহা সম্ভব নয়; সুতরাং উদ্দীপন-বিভাবত্বের হেতুই হইল কৃষ্ণরতি। কৃষ্ণরতি স্বীয় প্রভাবে বংশীস্বরাদিকে উদ্দীপন-

বিভাবত্ব দান করে—বংশীস্বরাদিকে উদ্দীপনরূপে অনুভব করায়, কৃষ্ণস্মৃতির সহিত বিজড়িত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিকেও ভক্তচিত্তে উদ্দীপিত—সমুজ্জ্বল ভাবে প্রতীয়মান—করায়। এই অবস্থাতেই বলা হয়—বংশীস্বরাদি উদ্দীপন-বিভাব বিভাবিত হইয়াছে। এই বিভাবিত উদ্দীপনও আবার ভক্তচিত্তের রতিকে সম্বর্দ্ধিত বা উল্লসিত করিয়া থাকে। এ-স্থলেও রতি এবং বিভাব পরস্পরের সহায়।

বিভাবের দ্বারা রতি উল্লিখিতরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে বলা হয়—কৃষ্ণরতি বিভাবের দ্বারা বিভাবিত হইয়াছে।

কটাক্ষাদি অনুভাব এবং অশ্রুকম্পাদি সাত্ত্বিক ভাবও কৃষ্ণরতিদ্বারাই অনুভাবত্ব এবং সাত্ত্বিক-ভাবত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের দ্বারাও কৃষ্ণরতি অনুভাবিত হইয়া থাকে ; অর্থাৎ তাহারা পূর্ব্বোক্ত-রূপে বিভাবিতা কৃষ্ণরতিতে আস্বাদ-প্রাচুর্য্য বিস্তার করিয়া থাকে—ভক্তের চিত্তে রতিকে পরম আস্বাদ্যরূপে অনুভব করায়।

নির্বেদাদি সঞ্চারিভাবসমূহ আবার পূর্ব্বোক্তরূপে বিভাবিতা এবং অনুভাবিতা কৃষ্ণরতিকে সঞ্চারিত করে এবং বিচিত্রতা দান করিয়া থাকে।

সমুদ্রস্থিত ঝিনুকে রত্ন জন্মে বলিয়া সমুদ্রকে রত্নালয় বলা হয়। কিন্তু সমুদ্রে ঝিনুক থাকিলেও মেঘের জল না পাইলে ঝিনুকে রত্ন জন্মেনা,—সুতরাং সমুদ্রও রত্নালয় হইতে পারেনা। সমুদ্র মেঘের জল কিরূপে পাইতে পারে ? সমুদ্র নিজেই বাষ্পরূপে স্বীয় জল পাঠাইয়া মেঘকে পরিপুষ্ট করে ; মেঘ যখন সেই জল বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করে, তখন সমুদ্র তাহা পায় এবং তখনই সমুদ্র রত্নালয় হয়। তদ্রূপ, কৃষ্ণরতিতে রসরূপত্বের যোগ্যতা আছে ; যোগ্যতা থাকিলেও রতি কেবল এই যোগ্যতা-বশতঃই রসরূপে পরিণত হয় না। স্বীয় অচিন্ত্যপ্রভাবে কৃষ্ণরতি বিভাবাদিকে বিভাবাদিত্ব দান করিয়া পরিপুষ্ট করে ; সেই পরিপুষ্ট বিভাবাদি দ্বারাই নিজে বিভাবিতা, অনুভাবিতা, সঞ্চারিতা এবং বৈচিত্র্যময়ী হইয়া রসরূপতা ধারণ করে।

রসালারূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা দধির আছে ; তথাপি কিন্তু শর্করা-মরিচাদির সহিত মিলিত হইলেই দধি রসালাতে পরিণত হয়, আপনা-আপনি পরিণত হয় না। তদ্রূপ রতিও উল্লিখিতরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়াই রসরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। এ-স্থলে রতি ও বিভাবাদি একীভাব প্রাপ্ত হয়। রসালার আস্বাদনে কেবলমাত্র দধির, বা শর্করার বা মরিচাদির আস্বাদন পাওয়া যায় না ; দধি, শর্করা ও মরিচের সম্মিলিত আস্বাদনের অনুভব হয়। তদ্রূপ, কৃষ্ণরতি যখন রসরূপত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার আস্বাদনে কেবলমাত্র রতির বা বিভাবাদির পৃথক্ আস্বাদন অনুভূত হয়না, সমস্তের সম্মিলিত আস্বাদই অনুভূত হয়। রসালার আস্বাদনে দধি-শর্করাদির সম্মিলিত আস্বাদ অনুভূত হইলেও সেই আস্বাদনের মধ্যেই যেমন সূক্ষ্মরূপে শর্করাদির আস্বাদও অনুভূত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণরতি যখন রসরূপত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার আস্বাদনে রতি-বিভাবাদির সম্মিলিত আস্বাদ

অনুভূত হইলেও সূক্ষ্মরূপে বিভাবাদির অনুভবও হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত-দাষ্টান্তিকের ধর্ম্ম হইতেই তাহা জানা যায়।

গৌড়ীয়মতে এবং ভট্টনায়কাদির মতে সাধারণীকরণ

রতি-বিভাবাদির উল্লিখিতরূপে যে মিলন, তাহাকেই একীভাব বা সাধারণীকরণ বলা হয়। কিন্তু এই সাধারণীকরণ ভট্টনায়কাদির সাধারণীকরণ হইতে বিলক্ষণ বলিয়া মনে হয়। ভট্ট-নায়কাদির সাধারণীকরণে দৃশ্যকাব্যে রামের রামত্ব লুপ্ত হইয়া যায়, রাম আর রাম থাকেন না, তিনি পর্য্যবসিত হইয়া যায়েন পুরুষমাত্রে ; সীতাও পর্য্যবসিত হইয়া যায়েন নারীমাত্রে। তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য কিছু থাকে না। কিন্তু গৌড়ীয়মতের সাধারণীকরণে কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব বা বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হইয়া যায় না। কৃষ্ণের কৃষ্ণত্ব বা বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হইয়া গেলে, কৃষ্ণ সাধারণ-পুরুষবিশেষে পর্য্যবসিত হইলে কৃষ্ণরতিরই অস্তিত্ব থাকেনা : কেননা, কৃষ্ণকে বা কৃষ্ণের বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করিয়াই কৃষ্ণরতি ; ইহা হইতেছে কৃষ্ণবিষয়িণী রতি, যে-কোনও পুরুষবিষয়িণী রতি নহে। কৃষ্ণের বা কৃষ্ণের বিশেষত্বের অভাবে কৃষ্ণরতিরই অভাব হইয়া পড়ে। কৃষ্ণরতির স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই ইহা যে-কোনও পুরুষবিষয়িণী রতিতে পরিণত হইতে পারেনা। কৃষ্ণরতির অভাব হইলে কি-ই বা রসরূপে পরিণত হইবে? ভট্টনায়কাদির মতে উদ্দীপনবিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারিভাবাদিও সাধারণীকরণে তাহাদের স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলে; উদ্দীপন বিভাব এবং অনুভাবাদির সহিত বিষয়ালম্বন-বিভাবের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই বিষয়ালম্বন-বিভাব যখন বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলে, তখন উদ্দীপনাদিও স্ব-স্ব-বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলে। কিন্তু গৌড়ীয় মতে বিষয়ালম্বন-বিভাব শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয়না বলিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তাঁহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট উদ্দীপনাদিও তাহাদের বৈশিষ্ট্য হারায় না। বিভাবাদির সাধারণীকরণ-সম্বন্ধে ভরতমুনির "শক্তিরস্তি বিভাবাদেঃ"-ইত্যাদি বাক্যের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাহাই প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন—"মুনিবাক্যে তু ভেদাংশঃ স্বয়মস্ত্যেবেত্যভেদাংশ এব তু বিভাবাদেঃ শক্তিরিতি ভাবঃ॥— ভরতমুনির বাক্যে ভেদাংশ স্বয়ং আছেই; অভেদাংশেই বিভাবাদির শক্তি।" বিভাবাদির ভেদাংশের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে অভেদাংশের কথা বলা হইতেছে। রতির অচিন্ত্য-শক্তিতে বিভাব-অনুভাবাদির যে বৈশিষ্ট্য জন্মে এবং এতাদৃশ বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত বিভাব-অনুভাবাদির প্রভাবে রতিরও যে বৈশিষ্ট্য, রতির এবং বিভাবাদির এই বৈশিষ্ট্যের মূল হইতেছে একই কৃষ্ণরতি বা কৃষ্ণরতির প্রভাব। মূল এক এবং অভিন্ন বলিয়া রতির এবং বিভাবাদির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ভেদ নাই। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যেরই একীভাব বা সাধারণীকরণ হইয়া থাকে।

উল্লিখিতরূপ সাধারণীকরণের ফলে—অর্থাৎ রতি, বিভাব, অনুভাবাদির আস্বাদ্যত্বের সম্মিলনে আনন্দরূপা কৃষ্ণরতি এক অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করিয়া রসরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। দধির সহিত শর্করা-মরিচাদির মিলনে যে রসালা হয়, সে-স্থলেও দধি, শর্করা ও মরিচাদির আস্বাদেরই মিলন ; সম্মিলিত আস্বাদের নামই রস।

কিন্তু ভক্ত সামাজিক যখন নিবিড়ভাবে রসাস্বাদনে নিবিষ্ট হয়েন, তখন কেবলমাত্র রসাস্বাদনেই তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি তন্ময়তা লাভ করে ; তখন বিভাবাদির কথা তাঁহার মনে পড়ে না ; বিভাবাদি স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলে বলিয়াই যে এইরূপ হয়, তাহা নহে ; বিভাবাদি-বিষয়ে সামাজিকের অননুসন্ধানই ইহার কারণ।

গৌড়ীয়মত ও ভরত-মত

রসনিষ্পত্তির প্রক্রিয়া-বিষয়ে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও ভরতের নাট্যশাস্ত্রের কোনও পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু দধি, শর্করা ও মরিচাদির সম্মিলনে রসালার উৎপত্তিবিষয়ক দৃষ্টান্তে যাহা জানাইতে চাহিয়াছেন, ভরতমুনি তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে নানাবিধ দ্রব্যের সম্মিলনে ব্যঞ্জনের উৎপত্তিবিষয়ক দৃষ্টান্তেও তাহাই জানাইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"বিভাবানুভাবব্যভিচারি-সংযোগাদ্‌রসনিষ্পত্তিঃ। কো বা দৃষ্টান্ত ইতি চেৎ—উচ্যতে। যথা নানাব্যঞ্জনৌষধিদ্রব্য-সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ, তথা নানাভাবোপগমাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ। যথা গুড়াদিভিঃ দ্রব্যৈর্ব্যঞ্জনৈরোষধিভিশ্চ ষড়্‌রসা নির্বত্যন্তে এবং নানাভাবোপহিতা অপি স্থায়িনো ভাবা রসত্বমাপ্নুবন্তি॥—বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাবের সংযোগে রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে। তাহাতে দৃষ্টান্ত কি ? দৃষ্টান্ত এই ঃ—নানাবিধ ব্যঞ্জন এবং ওষধিদ্রব্যসংযোগে যেমন (ভোজ্য)-রসনিষ্পত্তি হয়, তদ্রূপ নানাবিধ ভাবের উপগমে (সংযোগে) রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে। যেমন, গুড়াদিদ্রব্য, ব্যঞ্জন ও ওষধিদ্বারা ষড়্‌রস নির্বর্ত্তিত হয়, তদ্রূপ স্থায়িভাবও নানাবিধ ভাবের মিলনে রসত্ব প্রাপ্ত হয়।" ভক্তিরসামৃতসিন্ধু রতির এবং বিভাবাদি-চতুষ্কের পরস্পর সহায়কত্বের কথা বলিয়াছেন। ভরতমুনিও নাট্যশাস্ত্রে তাহাই বলিয়াছেন। "নানাদ্রব্যৈর্বহুবিধৈর্ব্যঞ্জনং ভাব্যতে যথা। এবং ভাবা ভাবয়ন্তি রসানভিনয়ৈঃ সহ ॥৬।৩৫॥ ব্যঞ্জনৌষধিসংযোগাদ্ যথা ন স্বাদুতা ভবেৎ। এবং ভাবা রসাশ্চৈব ভাবয়ন্তি পরস্পরম্ ॥ ৬।৩৬॥" এইরূপে দেখা গেল—রসনিষ্পত্তির প্রক্রিয়া-সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং ভরতের নাট্যশাস্ত্রের মতের ঐক্য আছে।

গ। **প্রীতিসন্দর্ভ**

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"এষা চ প্রীতির্লৌকিককাব্যবিদাং রত্যাদিবৎ কারণকার্য্যসহায়ৈর্মিলিত্বা রসাবস্থামাপ্নুবতী স্বয়ং স্থায়ীভাব উচ্যতে। কারণাদ্যাশ্চ ক্রমেণ বিভাবানুভাবব্যভিচারিণ উচ্যন্তে। তত্র তস্যা ভাবত্বং প্রীতিরূপত্বাদেব। স্থায়িত্বঞ্চ বিরুদ্ধৈরবিরুদ্ধৈর্বা ভাবৈর্বিচ্ছিদ্যতে ন যঃ। আত্মভাবং নয়ত্যন্যান্ স স্থায়ী লবণাকর ইতি রসশাস্ত্রীয়লক্ষণব্যাপ্তেঃ। অন্যেষাং বিভাবত্বাদিকঞ্চ তদ্বিভাবনাদিগুণেন দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ। ততঃ কারণাদি-স্ফূর্ত্তিবিশেষব্যক্তস্ফূর্ত্তি-বিশেষা তন্মিলিতা ভগবৎপ্রীতিস্তদীয়প্রীতিরসময় উচ্যতে। ভক্তিময়ো রসো ভক্তিরসঃ ইতি চ। যথাহুঃ, ভাবা এবাভিসম্পন্নাঃ প্রযান্তি রসরূপতাম্ ইতি ॥১১০॥—এই (কৃষ্ণবিষয়িণী) প্রীতি লৌকিক

কাব্যবিদ্‌গণের রত্যাদির মত ; কারণ, কার্য্য ও সহায়ের সহিত মিলিত হইয়া যখন রসাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন ইহা নিজে স্থায়িভাব বলিয়া কথিত হয়। বিভাবকে কারণ, অনুভাবকে কার্য্য এবং ব্যভিচারীকে সহায় বলে। প্রীতিরূপতাহেতুই ভগবৎপ্রীতির ভাবত্ব; আর বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ভাবসমূহদ্বারা যাহা বিচ্ছেদপ্রাপ্ত হয় না, প্রত্যুত যাহা অন্য বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ভাবসকলকে আত্মভাব প্রাপ্ত করায়, তাহা স্থায়ী—যেমন লবণাকরে যাহা পড়ে, তাহাই যেমন লবণময় হইয়া যায়, তদ্রূপ বিরুদ্ধ এবং অবিরুদ্ধ সকল ভাবই স্থায়িভাবে পর্য্যবসিত হয়'—রসশাস্ত্রোক্ত এই স্থায়িলক্ষণ ভগবৎ-প্রীতিতে বর্ত্তমান আছে বলিয়া তাহার স্থায়িত্ব নিশ্চিত হইতেছে। ভগবৎ-প্রীতির বিভাবনাদি-গুণদ্বারা অন্য (রসোপকরণ) সকলের বিভাবত্বাদি সম্ভব হয়—তাহা পরে দেখান হইবে। এই কারণেও তাহার স্থায়িভাবরূপতা নিশ্চিত হইতে পারে। কারণাদির স্ফূর্ত্তিবিশেষদ্বারা স্ফূর্ত্তিবিশেষপ্রাপ্তা (রসরূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা প্রাপ্তা) ভগবৎ-প্রীতি উক্ত কারণাদির সহিত মিলিত হইয়া তদীয় প্রীতিরসময় (রসবিশেষ) বলিয়া কথিত হয়। ইহা ভক্তিময় রস ; এজন্য ইহাকে ভক্তিরসও বলে। রসশাস্ত্রেও এইরূপ কথা বলা হইয়াছে যে—'অভিসম্পন্ন (রসরূপতাপ্রাপ্তির যোগ্যতাপ্রাপ্ত) ভাবমূসহ রসরূপতা প্রাপ্ত হয়।'—প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপালগোস্বামি-মহোদয়-সম্পাদিত সংস্করণের অনুবাদ।"

ভগবৎ-প্রীতির বিভাবনাদিগুণসম্বন্ধে পরে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—"তদেবমলৌকিকত্বাদিনামনুকার্য্যেঽপি রসে রসত্বাপাদনশক্তৌ সত্যাং প্রীতিকারণাদয়স্তে তদাপি বিভাবাদ্যাখ্যাং ভজন্তে। তথৈব হি তেষাং তত্তদাখ্যা। যথোক্তম্—'বিভাবনং রত্যাদের্বিশেষেণাস্বাদাঙ্কুরযোগ্যতামানয়নম্। অনুভাবনম্ এবং ভূতস্য রত্যাদিঃ সমনন্তরমেব রসাদিরূপতয়া ভাবনম্। সঞ্চারণং তথাভূতস্য তস্যৈব সম্যক্ চারণমিতি ॥ ১১১॥—তাহা হইলে অলৌকিকত্বাদিহেতু, অনুকার্য্যেও রসের মধ্যে রসত্বপ্রাপ্তি করাইবার শক্তি থাকায়, প্রীতির উক্ত কারণাদি তখনও বিভাবাদি আখ্যাযুক্ত থাকে। সে সকলের সেই সেই আখ্যা তদ্রূপেই হইয়া থাকে। যথা, রসশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—'বিভাবন—রত্যাদির আস্বাদাঙ্কুর-যোগ্যতা আনয়ন। অনুভাবন—এই প্রকার রত্যাদির অব্যবহিত পরেই রসাদিরূপে রূপান্তরিত করা। সঞ্চারণ—সেই রত্যাদিরই সম্যক্ রূপে চারণ—চালন করা।'—প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপালগোস্বামি-মহোদয়ের সংস্করণের অনুবাদ।"

অর্থাৎ "বিভাব রত্যাদিতে আস্বাদনের অঙ্কুর অর্থাৎ আরম্ভাবস্থা আনয়ন করে ; অনন্তর অনুভাব তাহাকে রসরূপে পরিণত করে ; ব্যভিচারিভাব রসাবস্থায় উন্মুখ স্থায়িভাবরূপ অমৃত-সমুদ্রকে চালিত অর্থাৎ তরঙ্গায়িত করে। সঞ্চারিভাব রসোদ্বোধের সহকারী কারণ—যাহা না হইলে রসোদ্বোধ অসম্ভব হয়। রসোদ্বোধের পূর্ব্বেই সঞ্চারিভাব রত্যাদিকে চালনা করে, রসকে নহে—তাহা হইতে পারে না। ইহাতে রসাবস্থায় উন্মুখ রত্যাদির চমৎকারিতা সিদ্ধ হয়।—প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামিমহোদয়-সংস্করণের বিবৃতি।"

উল্লিখিত প্রীতিসন্দর্ভ-বাক্য হইতে বুঝা যাইতেছে-- রসনিষ্পত্তির প্রক্রিয়া-বিষয়ে প্রীতিসন্দর্ভ ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ঐক্য আছে।

(১) পরিণামবাদ

রসনিষ্পত্তি-সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে যাহা বলিয়াছেন (৭।১৬৪-ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এবং প্রীতিসন্দর্ভেও তাহারই বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। "প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রী মিলনে। কৃষ্ণভক্তি রসস্বরূপ পায় পরিণামে॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২৩।২৭॥"— বিভাব অনুভাব, সাত্ত্বিক ভাব ও ব্যভিচারি ভাব-এই চতুর্বিধ সামগ্রীর সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণরতি রসরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয় ; দধি যেমন শর্করা-মরিচাদির সহিত মিলিত হইয়া রসালারূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ। কৃষ্ণরতির এই পরিণামে কৃষ্ণরতি কিন্তু অবিকৃতই থাকে ; কেননা, যে-সমস্ত সামগ্রীর (বিভাবাদির) সহিত মিলনে কৃষ্ণরতি রসরূপে পরিণত হয়, সে-সমস্ত সামগ্রীর অন্তর্দ্ধানে রতি অন্তর্হিত হয় না, রতি তখনও ভক্তচিত্তে পূর্ব্ববৎই থাকে। বস্তুতঃ এই পরিণাম হইতেছে - রতি ও বিভাবাদির পূর্ব্বকথিত বৈশিষ্ট্যেরই পরিণাম, বৈশিষ্ট্যসমূহের সম্মিলন হইতে জাত পরিণাম। দধি, শর্করা ও মরিচাদির আস্বাদের সম্মিলনে যে রসালার আস্বাদ জন্মে, সে-স্থলেও দধি-শর্করাদির আস্বাদরূপ বৈশিষ্ট্যের মিলনজনিত পরিণামই হইতেছে রসালার আস্বাদ। এতাদৃশ পরিণামকে পর্য্যবসানও বলা যায়।

ভরতমুনির "বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিরিতি"-বাক্যের অনুসরণেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ রসনিষ্পত্তি-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের আলোচনা হইতে জানা গেল— তাঁহারা "সংযোগ"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন "মিলন" এবং "নিষ্পত্তি"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন "পরিণাম।" সুতরাং তাঁহাদের মতবাদকে "পরিণামবাদ" ও বলা যায়।

ঘ। অলঙ্কারকৌস্তুভ

ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রের "বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিরিতি॥"-এই বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া কবি কর্ণপূর তাঁহার অলঙ্কারকৌস্তুভের পঞ্চমকিরণে বলিয়াছেন—"বিভাবয়তি উৎপাদয়তীতি বিভাবঃ কারণম্। অনু পশ্চাদ্ভাবো ভবনং যস্য সোঽনুভাবঃ কার্য্যম্। বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরিতুং শীলং যস্যেতি ব্যভিচারী সহকারী। এতেষাং সংযোগাৎ সম্বন্ধাৎ রসস্য নিষ্পত্তিরভিব্যক্তিঃ। কারণকার্য্যসহকারিত্বেন লোকে যা রসনিষ্পত্তিসামগ্রী, সৈব কাব্যে নাট্যে চ বিভাবাদিব্যপদেশা ভবতীতি সম্প্রদায়ঃ। কারণমত্র নিমিত্তম্।—যাহা বিভাবিত বা উৎপাদিত করে, তাহাকে বলে বিভাব ; এই বিভাব হইতেছে কারণ। অনু অর্থাৎ পশ্চাৎ ভাব বা উৎপত্তি হয় যাহার, তাহা হইতেছে অনুভাব ; এই অনুভাব হইতেছে কার্য্য। বিশেষরূপে অভিমুখে চরণই স্বভাব যাহার, তাহা হইতেছে ব্যভিচারী ; এই ব্যভিচারীই হইতেছে সহকারী। ইহাদের সংযোগ বা সম্বন্ধবশতঃই রসনিষ্পত্তি অর্থাৎ রসের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। কারণ ও কার্য্যের সহকারিতায় লোকে যাহা

রসনিষ্পত্তির সামগ্রী বলিয়া কথিত হয়, কাব্যে ও নাট্যে তাহাকেই বিভাবাদি বলা হয় ; ইহাই সম্প্রদায়-সম্মত সিদ্ধান্ত। এ-স্থলে কারণশব্দে নিমিত্ত কারণ বুঝায়।"

ইহার পরে কর্ণপূর লিখিয়াছেন—

"বিভাবো দ্বিবিধঃ স্যাদালম্বনোদ্দীপনাখ্যয়া।
আলম্বনং তদেব স্যাৎ স্থায়িনামাশ্রয়ো হি যৎ ॥
যত্তানেবোদ্দীপয়তি তদুদ্দীপনমিষ্যতে।
এভিরেব ব্যঞ্জকৈস্ত ত্রিভিরুদ্রেকমাগতৈঃ।
আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ী রসায়তে ॥

এতেন রসস্য কারণকার্য্যাদীনি নৈতানি, অপি তু অনুভাবস্য কার্য্যস্য, কারণং বিভাবঃ। ব্যভিচারী যঃ সোঽপি অনুভাবস্য সহকারী। ত্রয় এব সমুদিতাঃ সন্তঃ স্থায়িনং রসীভাবমাপাদয়ন্তি। স্থায়ী সমবায়িকারণং আলম্বনোদ্দীপন-বিভাবৌ নিমিত্তকারণম্। স্থায়িনো বিকারবিশেষাঽসমবায়িকারণং রসাভিব্যক্তেরেব ভবতি, ন তু রসস্য ॥ অ, কৌ, ৫।১॥—বিভাব দুই রকমের—আলম্বন ও উদ্দীপন। যাহা স্থায়িভাব-সমূহের আশ্রয়, তাহা হইতেছে আলম্বন বিভাব ; আর যাহা সেই স্থায়িভাবসমূহকে উদ্দীপিত করে, তাহা হইতেছে উদ্দীপন বিভাব। বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী-এই তিনটী ব্যঞ্জক উদ্রেক প্রাপ্ত হইয়া রসাস্বাদাঙ্কুরের (রসাস্বাদরূপ কার্য্যের) বীজস্বরূপ স্থায়িভাবকে রসায়িত (রসরূপে পরিণত) করে। ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, এই বিভাবাদি রসের কারণ-কার্য্যাদি নহে ; বরং বিভাবই অনুভাবরূপ কার্য্যের কারণ। ব্যভিচারীও অনুভাবের সহকারীমাত্র। (বিভাব. অনুভাব ও ব্যভিচারী)-এই তিনটী সমুদিত হইয়া স্থায়িভাবকে রসরূপত্ব প্রাপ্ত করায় ; অতএব স্থায়ী ভাব হইতেছে সমবায়িকারণ, আলম্বনবিভাব ও উদ্দীপন-বিভাব হইতেছে নিমিত্ত-কারণ এবং স্থায়ী ভাবের বিকারবিশেষ হইতেছে অসমবায়িকারণ। ইহারা রসের অভিব্যক্তিরই কারণ, কিন্তু রসের কারণ নহে।"

অলঙ্কারকৌস্তুভের উল্লিখিত বাক্য হইতে জানা যায়, ভরতমুনিপ্রোক্ত "সংযোগ"-শব্দের অর্থ কর্ণপূর করিয়াছেন "সম্বন্ধ" এবং "নিষ্পত্তি"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন "অভিব্যক্তি।"—"এতেষাং সংযোগাৎ সম্বন্ধাদ্ রসস্য নিষ্পত্তিরভিব্যক্তিঃ।" আবার বিভাব ও অনুভাবাদির কথা বলিয়াও তিনি বিভাবাদিকে "ব্যঞ্জক" বলিয়াছেন। "এভিরেব ব্যঞ্জকৈস্ত-ইত্যাদি।" এ-সমস্ত কারণে মনে হয়—তিনি যেন অভিনবগুপ্তপাদের "অভিব্যক্তিবাদই" স্বীকার করিয়াছেন। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে রসনিষ্পত্তির যে প্রক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত কর্ণপূরের ঐক্য থাকে না।

কিন্তু পরে রসনিষ্পত্তির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁহার অলঙ্কারকৌস্তুভের পঞ্চমকিরণেই তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা অভিব্যক্তিবাদের অনুকূল নহে। অপ্রাকৃত বীররস-প্রসঙ্গে, আলম্বন বিভাব, উদ্দীপন

বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাবের কথা বলিয়া কবিকর্ণপূর বলিয়াছেন—"এতৈঃ পরিপুষ্টঃ স্থায়ী রসতাং প্রাপ্তঃ।—এ-সমস্তদ্বারা (অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের দ্বারা) পরিপুষ্ট হইয়া স্থায়িভাব রসতা প্রাপ্ত হয়।" অভিব্যক্তিতে পরিপুষ্টি বুঝায় না ; যাহা অনভিব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা অভিব্যক্ত বা প্রকট হয়— ইহাই হইতেছে অভিব্যক্তির তাৎপর্য্য। "পরিপুষ্টি" বলিতে, যাহা অপরিপুষ্ট ছিল, তাহার পরিপুষ্টি বা উচ্ছলন বুঝায় ; ইহা "অভিব্যক্তির" কার্য্য হইতে পারে না। ইহা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকথিত প্রক্রিয়াই সূচিত করিতেছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—রতি বা স্থায়িভাব বিভাবাদিকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়া বিভাবাদির সেই বৈশিষ্ট্যদ্বারাই নিজে এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য ধারণ করে ; কৃষ্ণরতির বা স্থায়িভাবের এই বৈশিষ্ট্যই হইতেছে তাহার পুষ্টি। যাহা পূর্ব্বে ছিল, তাহার উপরে অনুকূল নূতন কিছুর যোগ হইলেই পরিপুষ্টি সম্ভব। অভিব্যক্তি নূতন কিছু দেয় না, যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহাকে মাত্রই প্রকাশ করে। কৃষ্ণরতিদ্বারা বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত বিভাবাদি স্থায়িভাবকে নূতন কিছু দিয়া—স্থায়িভাবকে এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য দিয়া—তাহাকে পরিপুষ্ট করে। বীররস-প্রসঙ্গে বিভাবাদি-দ্বারা স্থায়িভাবের পরিপুষ্টির কথা বলিয়া কবিকর্ণপূর রসনিষ্পত্তির প্রক্রিয়াসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-কথিত প্রক্রিয়ারই ঐক্য দৃষ্ট হয়, অভিব্যক্তিবাদের সহিত ঐক্য দৃষ্ট হয় না।

আবার বীভৎস-রসপ্রসঙ্গেও কবিকর্ণপূর বিভাবাদিদ্বারা স্থায়িভাবের পরিপুষ্টির কথাই বলিয়াছেন, অভিব্যক্তির কথা বলেন নাই। "এতৈঃ পরিপুষ্টা জুগুপ্সা-ইত্যাদি। - এ-সমস্ত বিভাবাদি-দ্বারা পরিপুষ্টা জুগুপ্‌সা—ইত্যাদি।"

ভয়ানক-রস-প্রসঙ্গেও তিনি বিভাবাদির কথা বলিয়া পরে বলিয়াছেন—"এষ চ কৃষ্ণালম্বনত্বাৎ সামগ্রীসান্নিধ্যেনানুকার্য্যেঽপি রসতাং প্রাক্ প্রাপ্ত এব।—শ্রীকৃষ্ণ আলম্বন বলিয়া সামগ্রীর (অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাবের) সান্নিধ্যবশতঃ অনুকার্য্যে ইহা (স্থায়িভাব) পূর্ব্বেই রসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।" এ-স্থলেও স্থায়িভাবের সহিত বিভাবাদির সান্নিধ্যবশতঃই (অর্থাৎ মিলনবশতঃই) স্থায়িভাবের রসত্বপ্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, বিভাবাদিদ্বারা রসের অভিব্যক্তির কথা বলা হয় নাই।

আবার, শান্তরস-প্রসঙ্গেও কর্ণপূর বিভাবাদি সামগ্রীর সান্নিধ্যবশতঃ স্থায়িভাবের রসত্ব-প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন। "পারিভাষিকোঽপি ভাবঃ স্থায়ী সন্ তত্তদ্‌বিভাবাদি-সামগ্রীসমবেতো ভূত্বা ভক্তিরস ইতি।"

শৃঙ্গার-রস-প্রসঙ্গেও কবিকর্ণপূর উল্লিখিত প্রক্রিয়ার অনুসরণ করিয়াছেন।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে দেখা গেল—রসনিষ্পত্তির প্রক্রিয়া-সম্বন্ধে কবিকর্ণপূর তাঁহার অলঙ্কারকৌস্তুভে পরে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকথিত প্রক্রিয়ারই ঐক্য আছে, অভিনবগুপ্তপাদের অভিব্যক্তিবাদের ঐক্য নাই। তথাপি যে তিনি প্রথমে অভিব্যক্তিবাদের কথা বলিয়াছেন, তাহার কারণ এইরূপ বলিয়া মনে হয় যে—প্রথমে তিনি প্রাকৃত আলঙ্কারিক অভিনব-

গুপ্তপাদাদির অভিমত ব্যক্ত করিয়া পরে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য অভিনবগুপ্তপাদাদির অভিব্যক্তিবাদের সমালোচনাও তিনি করেন নাই। অভিনবগুপ্তপাদাদির অভিমতের উল্লেখ করিয়া পরে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াই তিনি জানাইয়াছেন যে, তিনি অভিনবগুপ্তপাদের অভিমতের অনুসরণ করেন নাই, স্বীয় মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন।

অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে কবিকর্ণপূরের উক্তির টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও বলিয়াছেন — যদিও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বিভাব-স্থায়িভাব-রসাদির যে সমস্ত প্রক্রিয়া কথিত হইয়াছে, অলঙ্কার-কৌস্তভে আলঙ্কারিকদিগের মতের অনুরোধে তদপেক্ষা ভিন্ন প্রক্রিয়া কথিত হইয়াছে —সুতরাং যদিও কোনও কোনও প্রক্রিয়া অত্যন্ত বিচারসহ নহে,—তথাপি অপ্রাকৃত মুখ্যরসের প্রসঙ্গে একই প্রক্রিয়াই (অর্থাৎ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রক্রিয়াই) কথিত হইয়াছে ; সুতরাং অসামঞ্জস্য (অর্থাৎ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সহিত অলঙ্কারকৌস্তভের অসামঞ্জস্য) কিছু নাই—ইহাই বুঝিতে হইবে। "যদ্যপি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ বিভাবস্থায়িভাবরসাদীনাং যা যাঃ প্রক্রিয়াঃ কথিতাঃ, তদ্ভিন্না এবাত্র গ্রন্থে প্রক্রিয়া আলঙ্কারিকাণামনুরোধেনোক্তাঃ, অতএব কাচিৎ কাচিৎ প্রক্রিয়া নাত্যন্তবিচারসহাপি, তথাপি অপ্রাকৃতমুখ্যরসবর্ণনপ্রসঙ্গে একৈব প্রক্রিয়া ভবতীতি নাসমঞ্জসমিতি জ্ঞেয়ম্।"

এইরূপে বুঝা গেল—রসনিষ্পত্তির প্রক্রিয়াসম্বন্ধে অলঙ্কারকৌস্তভের সহিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বাস্তবিক অনৈক্য কিছু নাই। এ-বিষয়ে সকল গৌড়ীয় আচার্য্যেরই মতের ঐক্য আছে।

১৬৬। রসনিষ্পত্তিসম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা

ভরতমুনির মতে নানাবিধ ব্যঞ্জন এবং ওষধির মিলনে যেমন ভোজ্যরসের নিষ্পত্তি হয়, অথবা গুড়াদিদ্রব্য, ব্যঞ্জন এবং ওষধির মিলনে যেমন ষড়্‌রসের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ রতির সহিত বিভাবাদির মিলনে রসের উদ্ভব হয়, (৭।১৬০-অনু)। রতি ও বিভাবাদি—এ-সমস্তের আস্বাদের সম্মিলনেই চমৎকারিত্বময় রস উদ্ভূত হয়। সামাজিক তাহা আস্বাদন করেন ; সামাজিকেই রতি বিদ্যমান।

ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদে রসের নিষ্পত্তি হয় অনুকার্য্যে ; অনুকর্ত্তায় রসের উৎপত্তি হয় না ; কিন্তু সামাজিক অনুকর্ত্তাকে অনুকার্য্য মনে করিয়া, অনুকার্য্যে যে রসের উৎপত্তি হয়, অনুকর্ত্তাতেই সেই রসের অবস্থিতি বলিয়া মনে করেন (৭।১৬১-অনু)। কিন্তু সামাজিক কিরূপে এই রসের আস্বাদন করেন, ভট্টলোল্লট তাহা বলেন নাই। সামাজিকে যখন রসের উৎপত্তি হয় না, অনুকর্ত্তাতেই রসের অবস্থিতি বলিয়া যখন তিনি মনে করেন, তখন সামাজিকের পক্ষে রসাস্বাদন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। কোনও স্থানে সুপক্ক সুস্বাদু আম আছে মনে করিলেই কি আমের আস্বাদন পাওয়া যায় ?

শ্রীশঙ্কুকের অনুমিতিবাদে, বিভাবাদি থাকে অনুকার্য্যে, অনুকর্ত্তায় থাকেনা। তথাপি অনুকর্ত্তা তাঁহার শিক্ষাপ্রভাবে বিভাবাদির অনুকরণ করেন বলিয়া সামাজিক অনুমান করেন যে,

অনুকর্ত্তাতেই বিভাবাদি এবং রস বিদ্যমান। সামাজিক তাঁহার বাসনার বা পূর্ব্বসংস্কারের প্রভাবে তাহার আস্বাদন করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করেন (৭।১৬২-অনু)। কিন্তু যে বস্তুর অস্তিত্বের অনুমান মাত্র করা হয়, তাহাও অন্যত্র, নিজের মধ্যে নহে, সামাজিকের পক্ষে তাহার আস্বাদন কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। আমগাছ দেখিয়া সেই গাছে সুপক্ক সুমিষ্ট আম আছে, এইরূপ অনুমানমাত্র করিলেই কি, আম্ররসের আস্বাদনের সংস্কার যাঁহার আছে, তাঁহার পক্ষেও আমের আস্বাদন সম্ভব ?

ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদে, ভাবকত্ব-ব্যাপারের প্রভাবে রতি-বিভাবাদি সাধারণীকৃত হয় এবং সাধারণীকৃত বিভাবাদি সামাজিকের চিত্তে সত্ত্বের উদ্রেক করিয়া সাধারণীকৃতা রতির ভুক্তি বা সাক্ষাৎকার জন্মায়, সামাজিককর্ত্তৃক আস্বাদন জন্মায় (৭।১৬৩-অনু)। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই যে—

প্রথমতঃ, ভাবকত্ব বা সাধারণীকরণ। এই সাধারণীকরণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সামাজিক রঙ্গমঞ্চে রামবেশে সজ্জিত অনুকর্ত্তাকে দেখিতেছেন, সীতার অনুকর্ত্তাকেও দেখিতেছেন। ইনি রাম নহেন, পুরুষমাত্র, কিম্বা ইনি সীতা নহেন, নারীমাত্র—সামাজিকের মনে এইরূপ ভাব কিরূপে জাগিতে পারে ? দিনের বেলার, বা রাত্রিবেলার ঘটনা অভিনীত হইতে থাকিলে রঙ্গমঞ্চকেও এমন ভাবে সজ্জিত করা হয়, যাহাতে দর্শক দিবা বা রাত্রি বলিয়া মনে করিতে পারেন। এই অবস্থায় রামকেই বা কিরূপে পুরুষমাত্র, সীতাকে নারীমাত্র এবং দিবারাত্রিকে সময়মাত্র মনে হইতে পারে? যদি বলা যায়—প্রদর্শিত বিভাবাদির প্রভাবে এইরূপ হইতে পারে। তাহাও সম্ভব নয়। কেননা, রামের অনুকর্ত্তা রামের যে-সমস্ত আচরণের অনুকরণ করেন, সেই সমস্ত আচরণে সামাজিকের মনে —ইনি রাম, সীতাবিষয়ে রতিমান—এই রূপ ভাবই জাগ্রত হয় ; ইনি রাম নহেন, পুরুষ বিশেষ, তাঁহার সীতাবিষয়া রতিও বস্তুতঃ সীতাবিষয়া রতি নহে, পরন্তু নারীমাত্র-বিষয়া রতি, ইনি সীতা নহেন, পরন্তু নারীমাত্র—এইরূপ ভাব জাগ্রত হওয়ার কোনও হেতুই নাই ; অনুকর্ত্তাদের আচরণই এতাদৃশ সাধারণীকরণের প্রতিকূল।

দ্বিতীয়তঃ, ভোজকত্ব। ভোজকত্বের দুইটী ব্যাপার—সামাজিকের মধ্যে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য উৎপাদন এবং সাধারণীকৃত বিভাবাদিকর্ত্তৃক সাধারণীকৃতা রতির উপভোগ বা আস্বাদন উৎপাদন। রজঃ ও তমঃ গুণদ্বয়কে নির্জ্জিত করিতে পারিলেই সত্ত্বগুণের প্রাধান্য জন্মিতে পারে ; কিন্তু সাধারণীকৃত বিভাবাদি কিরূপে রজস্তমোগুণকে নির্জ্জিত করিতে পারে? রজস্তমঃ হইতেছে মায়ার গুণ—সুতরাং বস্তুতঃ মায়া ; আর ভট্টনায়ককথিত প্রাকৃতকাব্যের বিভাবাদিও মায়ার কার্য্য—সুতরাং বস্তুতঃ মায়া। মায়া মায়াকে নির্জ্জিত করিতে পারে না ; অগ্নি অন্য বস্তুকে দগ্ধ করিয়া নষ্ট করিতে পারে ; কিন্তু নিজেকে দগ্ধ করিয়া নষ্ট করিতে পারে না। এইরূপে দেখা গেল—সাধারণীকৃত বিভাবাদি সামাজিকের চিত্তে রজস্তমোগুণকে নির্জ্জিত করিয়া সত্ত্বগুণের প্রাধান্য জন্মাইতে পারে না। যদি তর্কের অনুরোধে

স্বীকারও করা যায় যে, উল্লিখিতরূপ সত্ত্বগুণ-প্রাধান্য-জনন সম্ভব, তাহা হইলেও সাধারণীকৃত বিভাবাদি সাধারণীকৃতা রতিকে কিরূপে সামাজিককর্তৃক উপভোগ করাইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। রতি থাকে রতির যায়গায়, বিভাবাদি থাকে বিভাবাদির যায়গায়, সামাজিক থাকে সামাজিকের যায়গায়। এই অবস্থায় বিভাবাদি কিরূপে রতিকে সামাজিকের অনুভবের গোচরে আনিতে পারে? আবার ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদে সামাজিকে রতির অস্তিত্ব নাই; সামাজিক কিরূপে রসের আস্বাদন পাইবেন?

তৃতীয়তঃ, রতি কিরূপে রসত্ব লাভ করে, তাহাও ভট্টনায়ক বলেন নাই। তিনি কেবল রতির সাধারণীকরণের কথাই বলিয়াছেন। রতি সাধারণীকৃতা হইলেই কি অস্বাদ্যত্ব লাভ করে?

ভট্টনায়কাদি প্রাকৃত-রসবিদ্‌গণের রতি হইতেছে প্রাকৃত-বিভাবগত; সুতরাং তাহাও প্রাকৃত। রতি হইতেছে বিভাবের চিত্তবৃত্তিবিশেষ; বিভাব প্রাকৃত বলিয়া তাহার চিত্তও প্রাকৃত, চিত্তের বৃত্তিও প্রাকৃত। এই প্রাকৃতচিত্তবৃত্তিরূপা রতি ব্যষ্টিগতত্ব পরিত্যাগ করিয়া যখন নৈর্ব্যষ্টিকত্ব লাভ করে, তখনও তাহা প্রাকৃতই থাকিয়া যায়, অপ্রাকৃত হইয়া যায় না। কেননা, সাধারণীকৃতা রতি বিশেষ আধারকে পরিত্যাগ করিয়া আধারবিষয়ে নির্বিশেষ মাত্র হইয়া যায়, তাহার স্বরূপ ত্যাগ করে না, স্বরূপ ত্যাগ করার কোনও হেতুও দৃষ্ট হয় না। কে বা কি-ই বা রতির স্বরূপ ত্যাগ করাইবে? যদি বলা যায়—সামাজিকের চিত্ত রতিকে যেমন সাধারণীকৃত করে, তদ্রূপ তাহার স্বরূপ ত্যাগ করাইতেও পারে? উত্তরে বলা যায়—সামাজিকের চিত্ত রতির প্রাকৃতত্বকে অপ্রাকৃতত্বে পরিণত করিতে পারেনা; কেননা, সামাজিকের চিত্ত নিজেই প্রাকৃত, সত্ত্বগুণ-প্রধান হইলেও প্রাকৃত। প্রাকৃত বস্তু কাহারও প্রাকৃতত্ব ঘুচাইতে পারে না। আবার, এই সাধারণীকৃতা রতি তাহার বিশেষ আধারকে ত্যাগ করিয়া সার্ব্বত্রিকত্ব এবং সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিলেও, অর্থাৎ তাহার আধারের পরিধি সর্ব্বব্যাপক হইলেও, এই সর্ব্বব্যাপক আধারও প্রাকৃতই থাকিয়া যায়, তাহাও অপ্রাকৃতত্ব লাভ করেনা, সর্ব্বব্যাপকত্ব লাভেরও কোনও কারণ দৃষ্ট হয় না। এইরূপে দেখা যায়—সাধারণীকৃতা রতি সর্ব্বতো-ভাবে প্রাকৃতই থাকে। প্রাকৃত বস্তু মাত্রই অল্প—সীমাবদ্ধ, দেশ-কালাদিতে সীমাবদ্ধ। সুতরাং সাধারণীকৃতা রতিতে সুখ বা আনন্দ থাকিতে পারে না, কেননা, শ্রুতি বলেন—"নাল্পে সুখমস্তি।" সুখ হইতেছে ভূমাবস্তু। "ভূমৈব সুখম্।" সাধারণীকৃতা রতি যখন ভূমাত্ব লাভ করিতে পারে না, তখন তাহা সুখস্বরূপও হইতে পারে না, তাহাতে সুখও থাকিতে পারে না।—সুতরাং সাধারণীকৃতা হইলেও প্রাকৃত রতি বস্তুতঃ আস্বাদ্য হইতে পারে না। আস্বাদ্য হইতে পারে না বলিয়া তাহার রসত্বও সিদ্ধ হইতে পারে না; কেননা, রস হইতেছে চমৎকারি-সুখ। "চমৎকারি সুখং রসঃ।"

অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদে, সামাজিকে রতি পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত। এই রতিতে বা স্থায়িভাবে রসত্ব বিদ্যমান, তবে এই রসত্ব থাকে অনভিব্যক্ত, প্রচ্ছন্ন; বিভাবাদি এই অনভিব্যক্ত

রসত্বকে অভিব্যক্ত করে। অভিব্যক্তিবাদেও সাধারণীকরণ স্বীকৃত। বিভাবাদিও সাধারণীকৃত হয়, সামাজিকের রতিও সাধারণীকৃত হয়। সাধারণীকৃত বিভাবাদি সামাজিকের চিত্তস্থিত সাধারণীকৃতা রতিকে অভিব্যক্ত করে ; তখন সামাজিক তাহার আস্বাদন করেন (৭।১৬৪-অনু)।

ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্তের মতের পার্থক্য হইতেছে এই যে—প্রথমতঃ, ভট্টনায়কের মতে সামাজিকে রতি নাই, অভিনবগুপ্তের মতে সামাজিকে রতি আছে। ভট্টনায়কের মতে সাধারণীকৃত বিভাবাদি সাধারণীকৃতা রতিকে রতিহীন সামাজিককর্তৃক ভোগ করায়, অভিনবগুপ্তের মতে সাধারণীকৃত বিভাবাদি সামাজিকের চিত্তস্থিত সাধারণীকৃতা রতিকে অভিব্যক্ত করে। সাধারণীকরণসম্বন্ধে উভয়ের মতের ঐক্য আছে।

ভট্টনায়কের অভিমতের আলোচনায় সাধারণীকরণ-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, অভিনবগুপ্তের সাধারণীকরণ-সম্বন্ধেও তাহা প্রযুজ্য।

অভিনবগুপ্তের মতে সামাজিকের রতিতেই অনভিব্যক্ত বা প্রচ্ছন্নভাবে রসত্ব বিরাজিত, বিভাবাদি প্রচ্ছন্ন রসত্বকে অভিব্যক্ত করে। বিভাবাদি নূতন কিছু সৃষ্টি করেনা ; যাহা অগোচরীভূত ছিল তাহাকে গোচরীভূত করে মাত্র।

যদিও ভট্টলোল্লট, শ্রীশঙ্কুক, ভট্টনায়ক এবং অভিনব গুপ্ত—ইঁহাদের সকলেই রসনিষ্পত্তি-সম্বন্ধে ভরতমুনির সূত্রটীকে ভিত্তি করিয়াই স্ব-স্ব মতের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের কেহই ভরতসূত্রের তাৎপর্য্য-জ্ঞাপক ভরত-প্রদর্শিত ব্যঞ্জনের এবং ষড়্‌রসের দৃষ্টান্তদ্বয়ের তাৎপর্য্যের অনুসরণ করেন নাই বলিয়াই মনে হয়। ভরতের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তদ্বয়ের তাৎপর্য্য একই ; সেই তাৎপর্য্য উৎপত্তিবাদ, বা অনুমিতিবাদ, বা ভুক্তিবাদ, অথবা অভিব্যক্তিবাদের অনুকূল বলিয়া মনে হয় না। ভট্টনায়কের এবং অভিনবগুপ্তের সাধারণীকরণ যে ভরতমুনির দৃষ্টান্তদ্বয়ের সহিত সঙ্গতিহীন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। যিনি ব্যঞ্জনের বা ষড়্‌রসের আস্বাদন করেন, তিনি নৈর্ব্যষ্টিক রসের আস্বাদন করেন না, বস্তুবিশেষের আস্বাদন করিতেছেন বলিয়াই মনে করেন ; ব্যঞ্জনের উপাদানীভূত বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন আস্বাদন অবশ্য তিনি পৃথক্ ভাবে অনুভব করেন না, তাহাদের সম্মিলিত আস্বাদ্যত্বের অনুভবই তিনি করেন এবং সূক্ষ্মভাবে উপাদানভূত বস্তুবিশেষের—যেমন মরিচ বা লঙ্কাদির—আস্বাদনও তিনি অনুভব করেন। ইহা অবশ্যই ভট্টনায়কের বা অভিনবগুপ্তের সাধারণীকরণের অনুকূল নহে। ইহা অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদের অনুকূল বলিয়াও মনে হয় না। কেননা, ভরতমুনির ষড়্‌রসের দৃষ্টান্তে বলা হইয়াছে—গুড়াদি দ্রব্যের সহিত ব্যঞ্জন এবং ওষধির মিলনে যেমন ষড়্‌রসের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ নানাবিধ ভাবের (বিভাবানুভাবাদির) মিলনে স্থায়িভাব রসত্ব প্রাপ্ত হয়। এ-স্থলে গুড়াদিকে স্থায়িভাব-স্থানীয় এবং ব্যঞ্জনৌষধি-প্রভৃতিকে বিভাবানুভাবাদি-স্থানীয় মনে করা হইয়াছে। গুড়াদিতে প্রচ্ছন্নভাবে যদি ব্যঞ্জনৌষধি প্রভৃতির স্বাদ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলেই এই দৃষ্টান্তের সহিত অভিব্যক্তিবাদের সঙ্গতি থাকিতে পারে। কিন্তু গুড়াদিতে ব্যঞ্জনৌষধাদির স্বাদ

থাকে না। ভরতমুনির দৃষ্টান্তের অনুরূপ যে দৃষ্টান্ত (শর্করা-মরিচাদির সহিত মিলনে দধির রসালাত্ব-প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত) গৌড়ীয় আচার্য্যগণকর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে, অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করিলে সেই দৃষ্টান্তেরও সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না ; কেননা, দধির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত মরিচের স্বাদ রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেও পাওয়া যায় না।

গৌড়ীয় আচার্য্যগণের পরিণামবাদ যে ভরতমুনির প্রদর্শিত দৃষ্টান্তদ্বয়ের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ; ভট্টনায়কাদির সাধারণীকরণ এবং ভরতের বা গৌড়ীয় মতের সাধারণীকরণও যে এক নহে, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে [৭।১৬৫-খ (১) অনু]।

ভরতমুনির সূত্রকে অবলম্বন করিয়াই যখন বিভিন্ন আচার্য্য বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তখন সহজেই বুঝা যায়, ভরতমুনির প্রামাণ্যত্ব সকলেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। রসনিষ্পত্তিসম্বন্ধে ভরতমুনির অভিমত তিনি তাঁহার দৃষ্টান্তেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সেই দৃষ্টান্তের সহিত যে মতবাদের সঙ্গতি থাকিবে, তাহাই হইবে ভরতমুনিসম্মত এবং নিরবদ্য অভিমত। উল্লিখিত আলোচনা হইতে মনে হয়—গৌড়ীয় আচার্য্যদের অভিমতই ভরতমুনিসম্মত এবং নিরবদ্য।

১৬৭। দৃশ্যকাব্যে রসনিষ্পত্তির পাত্র

অনুসন্ধিৎসুর মনে স্বভাবতঃই একটী প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, কাহার মধ্যে রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে ? অনুকার্য্যে ? না অনুকর্ত্তায় ? না কি সামাজিকে ? না কি সকলের মধ্যেই ?

শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। দৃশ্যকাব্য দুই রকমের—লৌকিক বা প্রকৃত দৃশ্যকাব্য এবং অলৌকিক বা অপ্রাকৃত দৃশ্যকাব্য। এই উভয় রকমের কাব্যসম্বন্ধেই তিনি আলোচনা করিয়াছেন।

ক। লৌকিক দৃশ্যকাব্য। লৌকিক-নাট্যরসবিদ্গণের অভিমত

লৌকিক দৃশ্যকাব্যসম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—

"তত্র লৌকিকনাট্যবিদামপি পক্ষচতুষ্কম্। রসস্য মুখ্যয়া বৃত্ত্যানুকার্য্যে প্রাচীনে নায়ক এব বৃত্তিঃ। নটে তূপচারাদিত্যেকঃ পক্ষঃ। পূর্বত্র লৌকিকত্বাৎ পারিমিত্যাদ্ভয়াদিসান্তরায়ত্বাচ্চানুকর্ত্তরি নট এব দ্বিতীয়ঃ। তস্য শিক্ষামাত্রেণ শূন্যচিত্ততয়ৈব তদনুকর্ত্তৃত্বাৎ সামাজিকেষ্বেবেতি তৃতীয়ঃ। যদি চ দ্বিতীয়ে সচেতস্ত্বং তদোভয়ত্রাপি কথং ন স্যাদিতি চতুর্থঃ। ইতি॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥১১১॥

—রসনিষ্পত্তিবিষয়ে লৌকিক-নাট্যরসবিদ্গণের চারিটী পক্ষ (রসনিষ্পত্তির পাত্র) আছে। অনুকার্য্য প্রাচীন নায়কেই মুখ্যাবৃত্তিতে রসের প্রবৃত্তি ; আর নটে (অনুকর্ত্তায়) তাহার উপচার বা আরোপ মাত্র। প্রাচীন নায়ক অনুকার্য্যে মুখ্যাবৃত্তিতে রসের প্রাবৃত্তি বলিয়া অনুকার্য্য হইল একটী পক্ষ (রসনিষ্পত্তির পাত্র)। অনুকার্য্য প্রাচীন নায়কে লৌকিকত্ব, পারিমিত্য এবং ভয়াদি অন্তরায় আছে বলিয়া অনুকর্ত্তা নটেই রসোদয়। এই নট হইল দ্বিতীয় পক্ষ। আবার অনুকর্ত্তা নট শূন্যচিত্ত

(রসবাসনাহীন বা রতিহীন); কেবল শিক্ষাপ্রভাবেই অনুকর্ত্তা অনুকার্য্যের অনুকরণ করিয়া থাকে বলিয়া সামাজিকেই রসোদয় ; সুতরাং সামাজিক হইল তৃতীয় পক্ষ। অনুকর্ত্তা নট যদি সহৃদয় হয়, তাহা হইলে নট ও সামাজিক—এই উভয়েই কেন রসোদয় হইবে না ? ইহা হইল চতুর্থ পক্ষ।”

তাৎপর্য্য। কোন্ কোন্ ব্যক্তিতে রসনিষ্পত্তি বা রসোদয় হইতে পারে, শ্রীজীবপাদ তৎসম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমে তিনি লৌকিক নাট্যরসবিদ্গণের কথা বলিয়াছেন। লৌকিক জগতের নায়ক-নায়িকাদিকে অবলম্বন করিয়া যে নাট্য রচিত হয়, শ্রীজীবগোস্বামী তাহাকে লৌকিক (অর্থাৎ প্রাকৃত) নাট্য বলিয়াছেন এবং তাদৃশ নাট্যরসবিচারে যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহাদিগকে তিনি লৌকিক-নাট্যরসবিৎ বলিয়াছেন।

লৌকিক-নাট্যরসবিদ্গণ চারি রকম ব্যক্তিতে রসোদয়ের—সুতরাং রসাস্বাদনের সম্ভাবনার—কথা আলোচনা করিয়াছেন ; যথা—(১) অনুকার্য্য, (২) শূন্যচিত্ত অনুকর্ত্তা, (৩) সহৃদয় অনুকর্ত্তা এবং (৪) সামাজিক।

প্রাচীন নায়কে (যাঁহাকে এবং যাঁহার সঙ্গিগণকে অনুকার্য্য বলা হয়, তাঁহাতে) অবস্থিতা রতি সাক্ষাদ্ভাবে উদ্দীপন-বিভাবাদির সহিত মিলিত হয় ; এজন্য তাঁহাতে মুখ্যভাবে রসোদয়ের সম্ভাবনা। অনুকর্ত্তা নট হইতেছেন শূন্যচিত্ত, অর্থাৎ সাধারণতঃ তাঁহার পক্ষে সবাসন হওয়ার প্রয়োজন নাই (ইহাই লৌকিক নাট্যরসবিদ্গণের অভিমত)। কেবল শিক্ষালব্ধ অভিনয়-চাতুর্য্যের ফলেই তিনি তাঁহার অনুকার্য্যের আচরণের অনুকরণ করেন। এজন্য মুখ্যভাবে তাঁহাতে রসোদয় সম্ভব নয় ; তাঁহাতে অনুকার্য্যের ভাব আরোপিত হয় মাত্র। এজন্য অনুকর্ত্তায় রসোদয় উপচারিত বা আরোপিত মাত্র।

(১) অনুকার্য্যে রসনিষ্পত্তি হয় না

লৌকিক-রসবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন—অনুকার্য্যে রসনিষ্পত্তি বিচারসহ নহে ; কেননা, তাঁহাতে লৌকিকত্ব, পারিমিত্য এবং ভয়াদি অন্তরায় বিদ্যমান।

“পারিমিত্যাল্লৌকিকত্বাৎ সান্তরায়তয়া তথা।
অনুকার্য্যস্য রত্যাদেরুদ্বোধো ন রসোভবেৎ॥ সাহিত্যদর্পণ ॥১।১৮॥

—পারিমিত্য, লৌকিকত্ব এবং সান্তরায়তাবশতঃ অনুকার্য্যে রত্যাদি হইতে রসের উদ্বোধ হয় না।”

এ-স্থলে পারিমিত্যাদি-শব্দের তাৎপর্য্য কি, তাহা বিবেচিত হইতেছে। সাহিত্যদর্পণের টীকাকার শ্রীল রামচরণ তর্কবাগীশ মহাশয় লিখিয়াছেন—“পারিমিত্যাৎ নায়কমাত্রগতত্বেন অল্পত্বাৎ।—পারিমিত্য-শব্দের অর্থ হইতেছে, নায়কমাত্রগত বলিয়া অল্পত্ব।” নায়ক—অনুকার্য্য। অনুকার্য্যের রত্যাদি হইতেছে পরিমিত বা অল্প, অপ্রচুর ; কেননা, তাহা কেবল অনুকার্য্যেই অবস্থিত ; সুতরাং অনুকার্য্যমাত্রগত রত্যাদি রসে পরিণত হইতে পারে না ; কেননা, রস নানা সামাজিকগত বলিয়া অপরিমিত, প্রচুর। “রসস্য তু নানাসামাজিকগতত্বেন তদসম্ভবাদিতি ভাবঃ॥ টীকা॥” তাৎপর্য্য

এই যে—নাট্যাভিনয়-দর্শন-কালে বহু বা অপরিমিত-সংখ্যক সামাজিক রসের আস্বাদন করিয়া থাকেন। রস অপরিমিত না হইলে অপরিমিত-সংখ্যক সামাজিকের পক্ষে তাহার আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে না; সুতরাং রস যে অপরিমিত, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে; রসকে অপরিমিত হইতে হইলে রত্যাদিরও অপরিমিত হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু রত্যাদি কেবলমাত্র অনুকার্য্যগত বলিয়া তাহা অপরিমিত হইতে পারে না, তাহা হইবে পরিমিত, অল্প। পরিমিত বা অল্পপরিমাণ রত্যাদির পক্ষে অপরিমিত রসে পরিণতি অসম্ভব। সুতরাং অনুকার্য্যের অল্পপরিমিত রত্যাদি কখনও রসে পরিণত হইতে পারে না, অনুকার্য্যে রসোদয়ও হইতে পারে না।

লৌকিকত্ব-সম্বন্ধে টীকাকার তর্কবাগীশমহোদয় লিখিয়াছেন—"লৌকিকত্বাদিতি। রসস্যালৌকিকত্বমলৌকিকবিভাদিজন্যত্বাদ্ বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ চাবগন্তব্যম্॥—অলৌকিক বিভাবাদিদ্বারা নিষ্পন্ন বলিয়া রস যে অলৌকিক, তাহা বক্ষ্যমাণ প্রকার হইতে জানা যায়। (সুতরাং অলৌকিক রস লৌকিক রত্যাদি হইতে উদিত হইতে পারে না)।" এ-স্থলে রত্যাদিকে লৌকিক বলার হেতু বোধহয় এই। লৌকিক রসশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ ভগবদ্বিষয়ক রস স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে অনুকার্য্যগণ হইতেছে নর বা নারী—লোকবিশেষ। অনুকার্য্যগণ কোনও অভিনয়দর্শন করেন না; সুতরাং তাঁহাদের রত্যাদি তাঁহাদের নিকটে সাধারণীকৃত হইয়া নৈর্ব্যষ্টিক হইতে পারে না। তাঁহারা নিজেদের রত্যাদিই নিজেদের মধ্যে ব্যষ্টিগত ভাবে প্রকাশ করেন। সুতরাং তাঁহাদের রত্যাদিও হইয়া পড়ে লোকবিশেষের রত্যাদি, লৌকিক। লৌকিক বা ব্যষ্টিগত বলিয়া, সাধারণীকৃত হয় না বলিয়া, তাঁহাদের রত্যাদি রসে পরিণত হইতে পারে না; কেননা, লৌকিক-রসশাস্ত্রবেত্তাদের মতে সাধারণীকৃতরত্যাদির মিলনেই রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে। টীকাকার তর্কবাগীশমহাশয় যে বিভাবাদিকে অলৌকিক বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—বিভাবাদি ব্যষ্টিত্ব বা বিশেষত্ব হারাইয়া সাধারণীকৃত নৈর্ব্যষ্টিক (বা নির্বিশেষ) হয় বলিয়াই অলৌকিক বলা হয়।

সান্তরায়তা-সম্বন্ধে টীকাকার বলিয়াছেন—"সান্তরায়তয়া নাট্যকাব্যদর্শন-শ্রবণপ্রতিকূলতয়া।—নাট্যদর্শন এবং কাব্যশ্রবণের প্রতিকূলতাই হইতেছে অন্তরায়। (এইরূপ অন্তরায়বশতঃ রত্যাদি রসে পরিণত হইতে পারেনা)।" নাট্যদর্শন করিয়া এবং শ্রব্যকাব্য শ্রবণ করিয়াই সামাজিক রসাস্বাদন করেন। কিন্তু অনুকার্য্য তো নাট্যদর্শন করেন না, কাব্য শ্রবণও করেন না; সুতরাং তাঁহার মধ্যে রসোদয় হইতে পারে না। কাব্যশ্রবণের এবং নাট্যদর্শনের অভাব হইতেছে অনুকার্য্যের পক্ষে রসোদয়ের অন্তরায়।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—অনুকার্য্যে রসোদয় হইতে পারে না।

আলোচনা

টীকাকার তর্কবাগীশ-মহোদয় সাহিত্যদর্পণের উল্লিখিত শ্লোকের যে তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়।

সামাজিকের রসাস্বাদন-পদ্ধতিকে ভিত্তি করিয়াই তিনি শ্লোকের মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। সামাজিক যে পদ্ধতিতে রসাস্বাদন করেন, অনুকার্য্যের পক্ষে সেই পদ্ধতির অনুসরণ হয় না বলিয়াই অনুকার্য্যে রসোদয় হয় না—ইহাই হইতেছে তাঁহার টীকার তাৎপর্য্য।

কিন্তু সামাজিক রসাস্বাদন করেন—নাটকের অভিনয়-দর্শন-কালে। অভিনয়ে অনুকার্য্য উপস্থিত থাকেন না। নল-দময়ন্তী-বিষয়ক নাটকের অভিনয়-কালে নল বা দময়ন্তী—কেহই উপস্থিত থাকেন না ; উপস্থিত থাকেন নল-দময়ন্তীর অনুকর্ত্তারা। নল-দময়ন্তী হইতেছেন অনুকার্য্য ; তাঁহারা যখন অভিনয়-কালে উপস্থিত থাকেন না, তখন অভিনয়-দর্শনে তাঁহাদের মধ্যে রসোদয়ের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। (ইহাতে বুঝা যায়—সাহিত্যদর্পণের "অনুকার্য্য"-শব্দে প্রাচীন-নায়ক-নায়িকাদিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। নল-দময়ন্তীবিষয়ক নাট্যে নল এবং দময়ন্তী হইতেছেন প্রাচীন নায়ক-নায়িকা ; অভিনয়ের ব্যাপারে তাঁহাদের আচরণের অনুকরণ করা হয় বলিয়া তাঁহাদিগকে অনুকার্য্য বলা হইয়াছে)। ইহাই যদি সাহিত্যদর্পণের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে প্রস্তাবিত বিষয় হইবে এই যে—নাটকবর্ণিত যে ঘটনাগুলি রঙ্গমঞ্চে অনুকর্ত্তৃগণকর্ত্তৃক অভিনীত হয় এবং যে-সমস্ত ঘটনার অভিনয়ের দর্শন করিয়া সামাজিক রসাস্বাদন করেন, সাক্ষাদ্‌ভাবে সশরীরে উপস্থিত থাকিয়া সে-সমস্ত ঘটনা যাঁহারা নিষ্পাদিত করিয়াছেন এবং অভিনয়-ব্যাপারে যাঁহাদিগকে অনুকার্য্য বলা হয়, বাস্তব ঘটনার সংঘটন-কালে তাঁহাদের মধ্যে রসোদয় হইয়াছিল কি না? পূর্ব্বোল্লিখিত প্রীতিসন্দর্ভ-বাক্যের অন্তর্গত "প্রাচীনে নায়ক এব বৃত্তিঃ"-বাক্যে এইরূপ অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যাঁহারা সাক্ষাদ্‌ভাবে সশরীরে উপস্থিত থাকিয়া নাটকবর্ণিত ঘটনার সংঘটন করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রাচীন নায়ক-নায়িকাদি ; অনুকার্য্য-শব্দে এতাদৃশ প্রাচীন নায়কাদিই যদি সাহিত্যদর্পণের অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে—প্রাচীন নায়কাদি সাক্ষাদ্‌ভাবে সশরীরে উপস্থিত থাকিয়া যখন নাটকবর্ণিত ঘটনা সম্পাদিত করিয়াছিলেন, লৌকিকত্ব-পারিমিত্য-সান্তরায়ত্ববশতঃ তাঁহাদের মধ্যে তখন রসোদয় হইতে পারে নাই।

ইহাই যদি প্রস্তাবিত বিষয় হয়, তাহা হইলে লৌকিকত্বাদি-শব্দের তাৎপর্য্য কি হইলে সঙ্গতি রক্ষা হইতে পারে, তাহা বিবেচিত হইতেছে।

লৌকিক নাট্যকাব্যের নায়ক-নায়িকাদি হইতেছে লৌকিক, অর্থাৎ প্রাকৃতজীব ; উদ্দীপনাদিও লৌকিক, অর্থাৎ প্রাকৃত ; লৌকিক নায়ক-নায়িকাদির রতিও হইতেছে লৌকিক, অর্থাৎ প্রাকৃত। প্রাকৃত বলিয়া রতি-বিভাবাদি সমস্তই হইতেছে মায়িক গুণময়—সুতরাং পরিমিত, বা অল্প, দেশে অল্প, কালে অল্প, অর্থাৎ সসীম। কেননা, প্রাকৃত গুণময় বস্তুমাত্রই অল্প বা সসীম। লৌকিক রত্যাদিতে সুখও অল্প, অত্যন্ত অপ্রচুর। এজন্য লৌকিক রত্যাদির মিলনে রস উৎপন্ন হইতে পারে না; কেননা, সুখের প্রাচুর্য্যেই রস।

আবার, লৌকিক বিভাবাদির ভয়াদি অন্তরায়ও আছে। মৃত্যুর ভয়. হিংস্র জন্তু হইতে ভয়, শত্রু প্রভৃতি হইতে ভয়, রোগ-শোকাদির ভয়, বজ্রপাতাদি প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ হইতে ভয়।

আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত বিঘ্নও উপস্থিত হইতে পারে। এ-সমস্ত ভয় ও বিঘ্ন রতিকে সঙ্কুচিত করে। লৌকিক রত্যাদিতে স্বভাবতঃই সুখের অত্যন্ত অপ্রাচুর্য্য ; ভয়-বিঘ্নাদিদ্বারা সঙ্কুচিত হইলে অপ্রাচুর্য্য আরও বর্দ্ধিত হয়। অত্যন্ত অপ্রচুর সুখবিশিষ্ট রত্যাদির মিলনে সুখপ্রাচুর্য্যময় রসের উদয় হইতে পারে না।

উল্লিখিত কারণসমূহবশতঃ প্রাচীন নায়কাদিতে (অভিনয়-ব্যাপারে যাহাদিগকে অনুকার্য্য বলা হয়, তাহাদের মধ্যে) রতির উদয় হইতে পারে না । পরবর্ত্তী ১৬৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(২) শূন্যচিত্ত অনুকর্ত্তায় রসনিষ্পত্তি হয় না

লৌকিক-নাট্যশাস্ত্রবিদ্‌গণের মতে শূন্যচিত্ত অনুকর্ত্তায়ও রসোদয় হইতে পারেনা। সাহিত্য-দর্পণ বলেন,

"শিক্ষাভ্যাসাদিমাত্রেণ রাঘবাদেঃস্বরূপতাম্।
দর্শয়ন্ নর্ত্তকো নৈব রসস্যাস্বাদকো ভবেৎ ॥৩।১৯॥

—অভিনয়-শিক্ষকাদির নিকটে অভিনয়-শিক্ষা লাভ করিয়া এবং পুনঃ পুনঃ তাহার অভ্যাস করিয়া নট (অনুকর্ত্তা) রাঘবাদির স্বরূপতা দেখাইয়া থাকেন ; কিন্তু তিনি স্বয়ং কখনও রসের আস্বাদন করিতে পারেন না।"

শূন্যচিত্ত অনুকর্ত্তায় রতিবাসনা নাই। শিক্ষা এবং পুনঃপুনঃ অনুশীলনের ফলে অভিনয়-চাতুর্য্য লাভ করিয়া তিনি সামাজিকের সাক্ষাতে অনুকার্য্যের আচরণাদির অনুকরণ করেন মাত্র। নিজের মধ্যে রতিবাসনা নাই বলিয়া তাঁহার মধ্যে রসোদয়ের সম্ভাবনা নাই ; কেননা, যে রতি রসে পরিণত হয়, সেই রতিই তাঁহার মধ্যে নাই।

(৩) সবাসন অনুকর্ত্তায় রসোদয় হইতে পারে

অনুকর্ত্তা নিজে যদি সবাসন বা সহৃদয় হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার মধ্যে রসোদয় হইতে পারে এবং তিনি রসের আস্বাদন করিতে পারেন। কেননা, যে রতি রসে পরিণত হয়, সেই রতি তাঁহার মধ্যে আছে। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণ বলেন,

"কিঞ্চ, কাব্যার্থভাবনেনায়মপি সভ্যপদাস্পদম্ ॥৩।২০॥

—কাব্যার্থের ভাবনা বা ধ্যান করিতে করিতে অনুকর্ত্তাও সভ্যপদাস্পদ হয়েন।"

শূন্যচিত্ত অনুকর্ত্তায় রতি নাই বলিয়া তিনি কাব্যবর্ণিত বিষয়ের ভাবনা বা ধ্যান করেন না, করিতে পারেনও না ; কেবল অভিনয়-প্রদর্শনেই তিনি ব্যাপৃত থাকেন ; কিন্তু অনুকর্ত্তা যদি সহৃদয় হয়েন, তাঁহার মধ্যে যদি রতি থাকে, তাহা হইলে রতির স্বভাব-বশতঃই অভিনয়-বিষয়ে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং তিনি সেই বিষয়ের চিন্তা বা ভাবনা করেন—অভিনয়-দর্শক সভ্য, বা সামাজিক যেমন করেন, তদ্রূপ। সুতরাং তিনি তখন সভ্য বা সামাজিকই হইয়া পড়েন, তাঁহার পক্ষে তখন রসাস্বাদও সম্ভবপর হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে—অনুকর্ত্তায় যদি রসোদয় হয়, তাহা হইলে রসাস্বাদনেই তো তিনি তন্ময়তা লাভ করিবেন ; এই অবস্থায় তাঁহার পক্ষে অভিনয় কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

উত্তরে বলা যায়—অনুকর্ত্তা যে অনুকার্য্যের আচরণাদির অনুকরণ করেন, তাঁহার সহিত অনুকর্ত্তার অভেদমনন হয় ; সেই অনুকার্য্যের ভাবে বিভাবিত হইয়া তিনি অনুকর্ত্তার অনুকরণ করিয়া থাকেন। রসাস্বাদানে তন্ময়তা লাভ করিলেও অনুকর্ত্তার সহিত অভেদ-মনন-বশতঃ অভিনয়-শিক্ষাজনিত সংস্কারবশতঃ তিনি অনুকার্য্যের আচরণাদির অনুকরণ করিয়া থাকেন। জীবন্মুক্ত পুরুষের চিত্ত তাঁহার ইষ্টদেবে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইলেও তিনি যেমন লোকের মত কখনও কখনও সাংসারিক কার্য্যাদিও করেন, অথচ সে-সকল কার্য্যে যেমন তাঁহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ সহৃদয় অনুকর্ত্তার মন রসাস্বাদনে তন্ময় হইলেও সংস্কারবশতঃ তিনি অভিনয় করিয়া যায়েন, সেই অভিনয়ে তাঁহার বুদ্ধি লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন হয় না।

(৪) সামাজিকে রসোদয় হইয়া থাকে

সহৃদয় সামাজিকে যে রসোদয় হইয়া থাকে, এ-বিষয়ে কোনওরূপ মতভেদ নাই। বস্তুতঃ সহৃদয় সামাজিকের চিত্ত-বিনোদনের জন্যই কবি কাব্যরচনা করেন। দশরূপকেও কথিত আছে—"কিঞ্চ ন কাব্যং রামাদীনাং রসজননায় কবিভিঃ প্রবর্ত্ত্যতে, অপি তু সহৃদয়ানানন্দয়িতুম্—রামাদির মধ্যে রসোৎপাদনের জন্য কবি কাব্য রচনা করেন না ; সহৃদয়দিগকে আনন্দ দান করার জন্যই কবি কাব্য রচনা করেন।"

খ। অলৌকিক দৃশ্যকাব্য। গৌড়ীয়মত

পূর্ব্ব আলোচনায় দেখা গিয়াছে, লৌকিক-নাট্যশাস্ত্রবিদ্‌গণ অনুকার্য্যে এবং অনুকর্ত্তায় রসোদয় স্বীকার করেন না ; তাঁহারা কেবল সামাজিকে এবং সামাজিক-ধর্ম্মবিশিষ্ট সহৃদয় অনুকর্ত্তাতেই রসনিষ্পত্তি স্বীকার করেন। অলৌকিক বা ভগবদ্‌বিষয়ক দৃশ্যকাব্যসম্বন্ধে তাঁহারা কোনওরূপ আলোচনা করেন নাই। যেহেতু, তাঁহাদের মতে ভগবদ্‌বিষয়া রতি রসত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না (পরবর্ত্তী ৭।১৭২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

পক্ষান্তরে ভগবদ্‌রসতত্ত্ববিদ্ গৌড়ীয় আচার্য্যগণ লৌকিকী রতির রসতাপত্তি স্বীকার করেন না (পরবর্ত্তী ১৭১-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তাঁহাদের মতে কেবলমাত্র ভগবদ্‌বিষয়া রতিই রসরূপে পরিণত হইতে পারে। গৌড়ীয় মতে অলৌকিক বা ভগবদ্‌বিষয়ক দৃশ্যকাব্যে অনুকার্য্য (অর্থাৎ প্রাচীন নায়কাদি), অনুকর্ত্তা এবং সামাজিক—সকলের মধ্যেই রসনিষ্পত্তি হইতে পারে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—

"শ্রীভাগবতানান্তু সর্বত্রৈব তৎপ্রীতিময়রসস্বীকারঃ। লৌকিকত্বাদিহেতোরভাবাৎ। তত্রাপি বিশেষতোঽনুকার্য্যেষু তৎপরিকরেষু যেষাং নিত্যমেব হৃদয়মধ্যারূঢ়ঃ পূর্ণো রসোঽনুকর্ত্রাদিষু সঞ্চরতি তত্র ভগবৎপ্রীতেরলৌকিকত্বমপরিমিতত্বঞ্চ স্বত এব সিদ্ধম্। ন তু লৌকিকরত্যাদিবৎ কাব্যক্লৃপ্তম্। তচ্চ

স্বরূপনিরূপণে স্থাপিতম্। ভয়াদ্যনবচ্ছেদ্যত্বম্ শ্রীপ্রহ্লাদাদৌ শ্রীব্রজদেব্যাদৌ চ ব্যক্তম্। জন্মান্তরাব্যবচ্ছেদ্যত্বং শ্রীবৃত্রগজেন্দ্রাদৌ দৃষ্টম্। শ্রীভরতাদৌ বা। কিং বহুনা, ব্রহ্মানন্দাদ্যনবচ্ছেদ্যত্বমপি শ্রীশুকাদৌ প্রসিদ্ধম্ ॥১১১॥

—ভগবদ্‌বিষয়ক-রসবিদ্‌গণ সর্ব্বত্রই (অনুকার্য্যে, অনুকর্ত্তায় এবং সামাজিকে, অর্থাৎ সকলের মধ্যেই) ভগবৎ-প্রীতিময় রস স্বীকার করেন। কেননা, এ-সকল স্থলে লৌকিকত্বাদি হেতুর অভাব (পারিমিত্য এবং ভয়াদি অন্তরায় নাই)। তাঁহাদের মধ্যে আবার অনুকার্য্যে এবং তাঁহার পরিকরগণে বিশেষভাবে রসোদয় স্বীকার করা যায়; তাঁহাদের হৃদয়ারূঢ় পরিপূর্ণরস অনুকর্ত্রাদিতেও সঞ্চারিত হয়; তাহাতে ভগবৎ-প্রীতির অলৌকিকত্ব এবং অপরিমিতত্ব আপনা হইতেই সিদ্ধ হইতেছে। ভগবৎ-প্রীতি যে লৌকিকী রত্যাদির মত কাব্যকল্পিত নহে, তাহা প্রীতির স্বরূপ-লক্ষণ-নিরূপণ-প্রসঙ্গে স্থাপিত হইয়াছে (ভগবৎ-প্রীতি বা ভক্তি হইতেছে হ্লাদিনী-সংবিৎ-প্রধানা স্বরূপ-শক্তি, নিত্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অবস্থিত, ভগবৎ-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া ভক্তচিত্তে প্রীতিরূপে অবস্থান করে; সুতরাং ইহা জন্য-পদার্থ নহে, পরন্তু নিত্যসিদ্ধ। আবার ইহা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি নহে বলিয়া এবং হ্লাদিনীর বৃত্তি বলিয়া স্বতঃই আস্বাদ্য এবং অপরিমিত এবং লোকাতীত। পক্ষান্তরে, লৌকিকী রতি হইতেছে কবিকর্ত্তৃক কাব্যে কল্পিত বস্তুমাত্র; প্রাকৃত জীবের চিত্তবৃত্তিরূপে কল্পিত বলিয়া তাহা পরিমিত, অনিত্য এবং স্বরূপতঃ আনন্দরূপত্বহীন। কবি তাঁহার কবিত্ব-প্রতিভার বলে রত্যাদি রসোপকরণে অপূর্ব সৌন্দর্য্য দান করেন বলিয়াই তাহা সহৃদয় সামাজিকের আস্বাদ্য হয়। ভগবৎ-প্রীতি কিন্তু কেবল কবিপ্রতিভার সৃষ্টি নহে; ইহা নিত্যসিদ্ধ, স্বরূপতঃ আনন্দময়)। (প্রাকৃত বা লৌকিকী রতির মতন) ভগবৎ-প্রীতি ভয়াদিদ্বারাও অবচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না; শ্রীপ্রহ্লাদাদিই তাঁহার প্রমাণ (ভগবানে প্রহ্লাদের প্রীতি ছিল বলিয়া তাঁহার পিতা ভগবদ্‌বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে অগ্নিকুণ্ডে, হিংস্রজন্তুর মুখে, হস্তিপদতলে, বিষধরের মুখে, উচ্চপর্ব্বতাদি হইতে ভূতলে, নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ-সমস্ত ভয়ের কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও প্রহ্লাদের ভগবদ্‌বিষয়া প্রীতি কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই)। লোকভয়, ধর্ম্মভয়, গুরুগঞ্জনাদির ভয়ও ব্রজদেবীদিগের কৃষ্ণপ্রীতিকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। মৃত্যুর পরে জন্মান্তরাদিতেও যে ভগবৎ-প্রীতির অবচ্ছেদ হয় না, শ্রীবৃত্র-গজেন্দ্রাদি এবং শ্রীভরতমহারাজই তাহার প্রমাণ (শ্রীবৃত্রাসুর পূর্বজন্মে ছিলেন চিত্রকেতু-নামক রাজা; তখনই ভগবানে তাঁহার প্রীতির উদয় হয়। পরে শ্রীপার্বতীর শাপে তিনি বৃত্রনামক অসুর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন; তথাপি তাঁহার ভগবৎপ্রীতি অক্ষুণ্ণ ছিল। শ্রীগজেন্দ্র পূর্বজন্মে ছিলেন ইন্দ্রদ্যুম্ন-নামক রাজা; সেই সময়েই তাঁহার ভগবৎ-প্রীতির উদয় হয়। অগস্ত্যের শাপে হস্তিরূপে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার ভগবৎ-প্রীতি অক্ষুণ্ণ ছিল। রাজর্ষি ভরত যে ভগবৎ-প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী মৃগজন্মে এবং তাহারও পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ-দেহে জন্মেও তাঁহার সেই প্রীতি নষ্ট হয় নাই)। অধিক বলার কি প্রয়োজন? ব্রহ্মানন্দদ্বারাও যে ভগবৎ-প্রীতি অচ্ছেদ্যা থাকে, শ্রীশুকদেবাদিতেই তাহা প্রসিদ্ধ আছে (যে ব্রহ্মানন্দ আপনাকে

পর্য্যন্ত ভুলাইয়া দেয়, সেই ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকিয়াও শ্রীশুকদেবের ভগবৎ-প্রীতি ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ব্রহ্মানন্দকে উপেক্ষা করিয়াও তিনি ভগবৎ-প্রীতিরসে নিমগ্ন হইয়াছিলেন)।”

উল্লিখিত উক্তি এবং পরমভাগবতদিগের উদাহরণ হইতে জানা যায়—ভক্তচিত্তের ভগবৎ-প্রীতিকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে, এতাদৃশ কোনও বিঘ্ন কোথাও নাই। সুতরাং লৌকিক-রতিসম্বন্ধে যে-সমস্ত অন্তরায় আছে, ভগবৎ-প্রীতিসম্বন্ধে সে-সমস্ত অন্তরায় কোনও প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে না। ভগবৎ-প্রীতির অপ্রাকৃতত্ব, নিত্যত্ব, সত্যত্ব এবং আনন্দরূপত্বও প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং ভগবৎ-প্রীতি যে লৌকিকত্বাদি-দোষবর্জিত, তাহাই জানা গেল। এইরূপে জানা গেল—ভগবৎ-প্রীতি হইতেছে লৌকিকী রতি হইতে সর্বতোভাবে বিলক্ষণ। এতাদৃশী প্রীতি ভগবানে এবং তাঁহার পরিকরগণে নিত্য বিরাজিত ; সুতরাং অনুকূল বিভাবাদির যোগে তাঁহাদের মধ্যে যে বিশেষভাবেই রসোদয় হয়, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ভগবদ্বিষয়ক কাব্যে তাঁহারাই অনুকার্য্য (প্রাচীন নায়ক-নায়িকাদি)। এইরূপে দেখা গেল, ভগবদ্বিষয়ক নাট্যে অনুকার্য্যেও রসোদয় হইয়া থাকে।

আবার, গৌড়ীয় আচার্য্যগণ বলেন, ভগবদ্বিষয়ক নাট্যে অনুকর্ত্তারও ভক্ত হওয়া প্রয়োজন ; অন্যথা তিনি অনুকার্য্যের অনুকরণে অসমর্থ হইবেন। ভগবানের কৃপায়, ভগবৎ-প্রীতির অচিন্ত্য প্রভাবে, অনুকার্য্যগত পরিপূর্ণ রসও অনুকর্ত্তাতে সঞ্চারিত হইয়া থাকে ; সুতরাং ভগবদ্বিষয়ক নাট্যে অনুকর্ত্তাতেও রসোদয় হইয়া থাকে। ভক্ত-অনুকর্ত্তার অভিনয়কৌশল কেবল শিক্ষা হইতে প্রাপ্ত নহে ; অনুকর্ত্তার চিত্তস্থিত ভক্তিই তাহার অচিন্ত্যশক্তিতে অনুকর্ত্তৃদ্বারা অভিনয় প্রকাশ করিয়া থাকে। শ্রীবাসপণ্ডিত-হরিদাসঠাকুরাদির দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু যে কৃষ্ণলীলার অভিনয় করাইয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীবাস-হরিদাসাদি কোনওরূপ শিক্ষারই অভ্যাস করেন নাই ; অথচ তাঁহাদের অভিনয় সর্ব্বচিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

ভগবদ্বিষয়ক নাট্যের সামাজিকগণও ভক্ত। ভক্তির কৃপায় তাঁহাদের চিত্তেও অনুকার্য্যগত বা অনুকর্ত্তৃগত রসের সঞ্চার হইয়া থাকে, তাঁহারাও রসের আস্বাদন করিয়া থাকেন।

এইরূপে দেখা গেল—ভগবদ্বিষয়ক নাট্যে অনুকার্য্য, অনুকর্ত্তা এবং সামাজিক—সকলের মধ্যেই রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী ১৭০ খ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

বলাবাহুল্য, এ-স্থলে অনুকার্য্য বলিতে প্রাচীন নায়ক-নায়িকাদিকেই (ভগবান্ ও তাঁহার পরিকরবৃন্দ—সাক্ষাদ্ভাবে যাঁহারা লীলার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকেই) বুঝাইতেছে। নাট্যে তাঁহাদের অনুষ্ঠিত লীলাই বর্ণিত হয় এবং নাট্যের অভিনয়-কালে তাঁহাদিগকেই অনুকার্য্য বলা হয়।

১৬৮। অলৌকিক শ্রব্যকাব্যে রস নিষ্পত্তির পাত্র

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে অলৌকিক (অর্থাৎ ভগবদ্বিষয়ক) শ্রব্যকাব্যে রসনিষ্পত্তির স্থানের কথাও বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"শ্রব্যকাব্যেষ্বপি বর্ণনীয়-বর্ণক-শ্রোতৃভেদেন যথাযথং বোদ্ধব্যঃ। কিঞ্চাত্র প্রায়স্তদপেক্ষা রত্যঙ্কুরবতামেব। প্রেমাদিমতান্তু যথাকথঞ্চিৎ স্মরণমপি তত্র হেতুঃ। যেষাং ষড়্জাদিময়স্বরমাত্রমপি তত্র হেতুর্ভবতি ॥১১১॥

—শ্রব্যকাব্যেও বর্ণনীয় বিষয়, বর্ণক (কথক) ও শ্রোতা যথাযোগ্য হইলে রসোদয় হইতে পারে। কিন্তু এ-স্থলে, যাঁহারা রত্যঙ্কুরবান্, প্রায়শঃ তাঁহাদের পক্ষেই কাব্য-শ্রবণাদির অপেক্ষা। যাঁহারা প্রেমাদিমান্, তাঁহাদের পক্ষে সেই অপেক্ষা নাই ; যথাকথঞ্চিৎ ভগবৎ-স্মৃতিই তাঁহাদের রসোদয়ের হেতু হইয়া থাকে ; অধিক আর কি বক্তব্য—ষড়্জাদি সপ্তস্বরের আলাপ মাত্রও তাঁহাদের রসোদয়ের হেতু হইয়া থাকে।"

তাৎপর্য্য। "রত্যঙ্কুরবতাম্ —রত্যঙ্কুরবান্" এবং "প্রেমাদিমতাম্--প্রেমাদিমান্"— এই শব্দদ্বয় হইতেই বুঝা যায়, শ্রীজীবপাদ এ-স্থলে ভগবদ্‌বিষয়ক শ্রব্যকাব্যের কথাই বলিয়াছেন। রসোদয়ের জন্য এই তিনেরই (অর্থাৎ কাব্যের, কথকের এবং শ্রোতার) যথাযোগ্য (রসোদয়ের উপযোগী) হওয়া আবশ্যক। কাব্যের যোগ্যতা হইতেছে এই যে—কাব্যে ধ্বনি, রস, অলঙ্কারাদি থাকিবে এবং কাব্য হইবে নির্দোষ। মহাভারত, রামায়ণ, শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি এবং বৈষ্ণব-মহাজনদের পদাবলীরূপ গীতি-কাব্যও হইতেছে এতাদৃশ যোগ কাব্য। বর্ণকের (অর্থাৎ কথকের বা গায়কের) যোগ্যতা হইতেছে এই যে, তিনিও ভক্ত হইবেন (সর্ব্ববিধ অনর্থ-নিবৃত্তির পরে যাঁহার চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তিনিই ভক্ত ; বক্তা বা গায়ক এতাদৃশ ভক্ত হইবেন) ; নচেৎ তিনি কাব্যকথিত বিষয় শ্রোতাদের নিকটে প্রকট করিতে পারিবেন না। কাব্যবর্ণিত রসের অনুভব যাঁহার হয় না, তিনি সেই রসকে শ্রোতাদের নিকটে প্রকাশ করিতে পারেন না ; ভক্তব্যতীত অপর কেহই ভক্তিরসের অনুভব পাইতে পারেন না ; এজন্য কথক বা গায়কের ভক্ত হওয়া প্রয়োজন। কথকে বা গায়কেও রসোদয় হইয়া থাকে ; নিজের অনুভূত রসই তিনি উদ্‌গীরিত করেন। শ্রোতার পক্ষেও তাদৃশ ভক্ত হওয়া প্রয়োজন ; নচেৎ, তিনি বক্তার বা গায়কের উদ্‌গীরিত রসের অনুভব লাভ করিতে পারিবেন না ; ভক্তিই ভক্তিরসের অনুভব জন্মায়।

এইরূপে দেখা গেল—যোগ্য বক্তা বা যোগ্য গায়ক এবং যোগ্য শ্রোতা-উভয়ের মধ্যেই রস-নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

ভক্তির আবির্ভাবের ভেদে ভক্তেরও রকম-ভেদ আছে। যাঁহার চিত্তে রত্যঙ্কুর বা প্রেমাঙ্কুরের মাত্র উদয় হয়, তিনিও ভক্ত ; আবার সেই রত্যঙ্কুর গাঢ়তা লাভ করিয়া যাঁহাদের চিত্তে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়াদি অবস্থা লাভ করে, তাঁহারাও ভক্ত। যাঁহাদের চিত্তে রত্যঙ্কুরমাত্র উদিত হইয়াছে, কিন্তু সেই রত্যঙ্কুর প্রেমাদি অবস্থা লাভ করে নাই, রসোদয়ের জন্য যোগ্য বক্তার বা গায়কের মুখে ভগবদ্‌বিষয়ক কাব্যের শ্রবণ তাঁহাদের পক্ষে প্রায়শঃ অত্যাবশ্যক। কিন্তু যাঁহাদের চিত্তে প্রেমাদি আবির্ভূত হইয়াছে, কাব্যাদি-শ্রবণের অপেক্ষা তাঁহাদের নাই ; অর্থাৎ রসোদয়ের জন্য কাব্যাদির শ্রবণ

তাঁহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য নহে। যে কোনও রূপে ভগবানের কথা মনে পড়িলেই তাঁহাদের চিত্তে রসোদয় হয় এবং তাঁহারা রসাস্বাদন করিয়া থাকেন। এমন কি,—সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি-এই সপ্তস্বরের (যাহার কোনও অর্থবোধ হয়না, তাহার) শ্রবণ বা গান মাত্রেই তাঁহাদের চিত্তে রসোদয় হইরা থাকে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ইহার সমর্থক নারদ-প্রহ্লাদাদির উদাহরণও দিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে নারদসম্বন্ধে শ্রীল শুকদেবগোস্বামী বলিয়াছেন,

স্বরব্রহ্মণি নির্ভাতহৃষীকেশপদাম্বুজে।
অখণ্ডং চিত্তমাবেশ্য লোকাননুচরন্মুনিঃ॥৬।৫।২২॥

—দেবর্ষি নারদ স্বরব্রহ্মে (ষড়্জাদি গানে) সাক্ষাৎকৃত হৃষীকেশ ভগবানের চরণকমলে আপনার মনকে সম্যক্‌রূপে আবিষ্ট করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে নানা লোকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।”

বীণাযন্ত্রে উচ্চারিত ষড়্জাদিময় স্বরের প্রভাবেই নারদ স্বীয় চিত্তে সর্ব্বচিত্তাকর্ষক শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎকৃত ভগবানের চরণকমলে স্বীয় চিত্তকে সম্যক্‌রূপে আবিষ্ট করিয়া তিনি ভক্তিরসের আস্বাদন লাভ করিয়াছেন।

ক। বিভাবাদি সামগ্রীচতুষ্টয়ের কোনও কোনওটীর অবিদ্যমানতাতেও রসনিষ্পত্তি হইতে পারে

প্রশ্ন হইতে পারে—বিভাবাদির যোগেই স্থায়িভাব ভগবদ্রতি রসাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভগবানের স্মৃতিমাত্রে বা সপ্তস্বর-গানমাত্রে যাঁহাদের চিত্তে রসোদয় হয় বলিয়া বলা হইল, তাঁহাদের চিত্তে যে স্থায়িভাব ভগবৎ-প্রীতি আছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য; কিন্তু সেই প্রীতিকে রসাবস্থা দান করার উপযোগী বিভাবাদি কোথা হইতে আইসে ?

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—“ততঃ প্রেমাদিভাব এব তেষু সর্বাং সামগ্রীমুদ্‌ভাবয়তি॥—প্রেমাদি ভাবই তাদৃশ ভক্তগণের (বিভাবাদি) সমস্ত রসসামগ্রী উদ্‌ভাবিত করিয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীপ্রহ্লাদ। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, প্রহ্লাদের প্রসঙ্গে শ্রীনারদ বলিয়াছেন—

“ক্বচিদ্রুদতি বৈকুণ্ঠচিন্তাশবলচেতনঃ। ক্বচিদ্ধসতি তচ্চিন্তাহ্লাদ উদ্‌গায়তি ক্বচিৎ॥
নদতি ক্বচিদুৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি ক্বচিৎ। ক্বচিত্তদ্‌ভাবনাযুক্তস্তন্ময়োঽনুচকার হ॥
ক্বচিদুৎপুলকস্তূষ্ণীমাস্তে সংস্পর্শনির্বৃতঃ। অস্পন্দপ্রণয়ানন্দসলিলামীলিতেক্ষণঃ॥

—শ্রীভা, ৭।৪।৩৯—৪১॥

—শ্রীভগবানের চিন্তায় কখনও বা প্রহ্লাদের চেতনা ক্ষুভিত হইত; তাহার ফলে তিনি রোদন করিতেন। ভগবানের চিন্তায় আনন্দের উদয় হইলে কখনও বা তিনি হাস্য করিতেন, কখনও বা উচ্চস্বরে গান করিতেন। ভগবদ্দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া কখনও বা তিনি চীৎকার করিতেন; কখনও বা নির্লজ্জ হইয়া নৃত্য করিতেন। কখনও বা প্রগাঢ়-ভগবচ্চিন্তায় তন্ময় হইয়া ভগবানের চেষ্টার অনুকরণ করিতেন। কখনও বা ভগবৎ-সংস্পর্শ অনুভব করিয়া আনন্দিত হইতেন এবং পুলক-

পূর্ণ দেহে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। কখনও বা অচল (স্থির) প্রণয়জনিত আনন্দে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় সজল হইয়া নিমীলিত হইত।”

এই উদাহরণে দেখা যায়—বিষয়ালম্বনবিভাব ভগবান্, নৃত্যরোদনাদি অনুভাব, অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাব এবং হর্ষাদি (আনন্দাদি) ব্যভিচারী ভাব—প্রহ্লাদের স্থায়িভাব ভগবৎ-প্রীতির প্রভাবে সমস্ত রসসামগ্রীই উদ্ভাবিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—“লৌকিকরসজ্ঞৈরপি হীনাঙ্গত্বেঽপি তত্তদঙ্গসমাক্ষেপাদ্রসনিষ্পত্তিরভিমতা ॥১১১॥—হীনাঙ্গ হইলেও (অর্থাৎ রসনিষ্পত্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহের মধ্যে কোনও সামগ্রীর অভাব থাকিলেও) তত্তদঙ্গদ্বারা আক্ষিপ্ত হইয়া (অর্থাৎ যে-সমস্ত সামগ্রী বর্ত্তমান আছে, তাহাদের দ্বারা অবিদ্যমান সামগ্রীও আকৃষ্ট হইয়া) রসনিষ্পত্তি করিয়া থাকে—ইহা লৌকিক রসজ্ঞগণও স্বীকার করিয়া থাকেন।” শ্রীজীবপাদের এই উক্তির ধ্বনি এই যে—লৌকিক রসেও যখন কোনও অঙ্গের অভাব থাকিলে রসনিষ্পত্তি সম্ভব বলিয়া লৌকিক রসজ্ঞগণও স্বীকার করেন, তখন অলৌকিক (অপ্রাকৃত ভগবৎসম্বন্ধীয়) রসে বিভাবাদি বিদ্যমান না থাকিলেও ভক্তের ভগবৎ-প্রীতির অচিন্ত্য প্রভাবে সমাকৃষ্ট হইয়া তাহারা যে আবির্ভূত হইতে পারে এবং আবির্ভূত হইয়া স্থায়িভাবের সহিত মিলিত হইয়া যে রসনিষ্পত্তি করিতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহের কি অবকাশ থাকিতে পারে?

(১) লৌকিক-রসবিদ্‌গণের অভিমত

রতির সঙ্গে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারি ভাবের মিলন হইলেই রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে ; এই চারিটী সামগ্রীর সকলগুলি বিদ্যমান না থাকিলেও যে, কেবলমাত্র একটী বা দুইটী বিদ্যমান থাকিলেও যে, রসনিষ্পত্তি হইতে পারে, একথা যে লৌকিক-রসবিদ্‌গণও স্বীকার করেন, সাহিত্যদর্পণে তাহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়। সাহিত্যদর্পণ বলেন,

“সদ্ভাবশ্চেদ্ বিভাবাদের্দ্বয়োরেকস্য বা ভবেৎ।
ঝটিত্যন্যসমাক্ষেপে তদা দোষো ন বিদ্যতে॥৩।১৭॥

—বিভাবাদি সামগ্রী-চতুষ্টয়ের দুইটীর বা একটীর সদ্ভাব (বিদ্যমানতা) যদি থাকে (অন্য সামগ্রীগুলির সদ্ভাব যদি না থাকে, তাহা হইলেও), তখন ঝটিতি অন্য (অবিদ্যমান) সামগ্রীগুলির সমাক্ষেপ হয় বলিয়া (রসনিষ্পত্তি-বিষয়ে) কোনও দোষ থাকে না।”

যে দুইটী বা একটী সামগ্রী বিদ্যমান থাকে, তাহাদের সহিত মিলিত হইয়াই যে রতি রসে পরিণত হয়, তাহা নহে ; বিদ্যমান সামগ্রীগুলির দর্শনে বা শ্রবণে তৎক্ষণাৎ অবিদ্যমান সামগ্রীগুলিও সমাক্ষিপ্ত বা ব্যঞ্জিত হইয়া থাকে ; তাহাতে সামগ্রীচতুষ্টয়েরই বিদ্যমানতা সিদ্ধ হয় ; তখন তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া রতি রসরূপে পরিণত হয়।

১৬৯। লৌকিক কাব্যে রসাস্বাদন-পদ্ধতি

লোকের চিত্তে সাধারণতঃ মায়িক সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-এই তিনটী গুণের ধর্ম্ম বিরাজমান। রজঃ ও তমঃ হইতেছে কাম-লোভাদির মূলীভূত কারণ। রজোগুণ চিত্তবিক্ষেপ জন্মায়; তমোগুণ অজ্ঞান জন্মায়। চিত্তে এই দুইটী গুণের প্রাধান্য থাকিলে চিত্ত স্থির থাকিতে পারে না, অভিনিবেশ-পূর্ব্বক কোনও বিষয়ের অনুধাবনও করা যায় না। কাব্যরসবিদ্‌গণের মতে, অলৌকিক কাব্যার্থের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিতে করিতেই রজস্তমোগুণদ্বয় অভিভূত হয় এবং সত্ত্বের উদ্রেক হয়। সত্ত্বগুণ চিত্তকে চঞ্চল করে না, ইন্দ্রিয়ভোগ্য-বহির্ব্যাপারে চিত্তকে চালিত করে না। "বাহ্যমেয়বিমুখতাপাদকঃ কশ্চনান্তরো ধর্ম্মঃ সত্ত্বম্। তস্যোদ্রেকঃ রজস্তমসো অভিভূয়াবির্ভাবঃ। অত্র চ হেতুস্তথাবিধা-লৌকিককাব্যার্থপরিশীলনম্॥ সাহিত্যদর্পণ ॥৩।২॥" সামাজিকের চিত্তে রজস্তমোবিহীন সত্ত্বের (মায়িক সত্ত্বের) উদ্রেক হইলেই রসাস্বাদন সম্ভব হয়।

সামাজিক কিরূপে রসের আস্বাদন করেন ? "স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ॥ সাহিত্য-দর্পণ ॥৩।২॥" অর্থাৎ লোকের দেহ (আকার) নিজের স্বরূপ (জীবাত্মা) হইতে ভিন্ন হইলেও যেমন দেহের স্থূলতায় লোক মনে করে "আমি স্থূল", দে র রোগে মনে করে "আমার রোগ হইয়াছে"-ইত্যাদি, দেহ ও দেহীকে যেমন অভিন্ন মনে করে, তদ্রূপ (স্বাকারবৎ) অভিন্নত্বের জ্ঞানে (জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-ভেদ মনে না করিয়া) সামাজিক রসের আস্বাদন করিয়া থাকেন। "স্বাকারবদিতি। যথা স্বস্মাদ্-ভিন্নোঽপি স্বদেহঃ, অহং স্থূল ইত্যাদি ভেদোল্লেখাভাবেন প্রতীয়তে, তথা রসোঽপি জ্ঞাতৃজ্ঞানভেদো-ল্লেখাভাবেনাস্বাদ্যত ইত্যর্থঃ॥ টীকায় শ্রীল রামচরণতর্কবাগীশ॥"

রস এবং রসের আস্বাদন—একই অভিন্ন বস্তু; কেবল উপচার-বশতঃই—"রস আস্বাদন করে"-এইরূপ ভেদের উল্লেখ করা হয়।

বাহ্যবিষয় হইতে যাঁহার মন সম্পূর্ণরূপে ব্যাবৃত্ত হইয়াছে, সেই সমাধিপ্রাপ্ত যোগী যেমন ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ প্রাক্তন শুভাদৃষ্টবশতঃ পুণ্যবান্ লোকই রস-সন্ততির (অর্থাৎ চিত্তচমৎকারকারী অবিচ্ছিন্ন আনন্দ-প্রবাহরূপ রসের) আস্বাদন করিয়া থাকেন। সাহিত্যদর্পণের "সত্ত্বোদ্রেকাদ্....লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ॥" ইত্যাদি ৩।২-শ্লোক-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—"কৈশ্চিদিতি প্রাক্তনপুণ্যশালিভিঃ; যদুক্তম্—'পুণ্যবন্তঃ প্রমিণন্তি যোগিবদ্‌রসসন্ততিম্। ইতি॥" (সম্পূর্ণ শ্লোক এবং তাহার তাৎপর্য্য পরবর্ত্তী ১৭১ ক অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।

সামাজিকের চিত্তে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইলে নাট্যের অভিনয়-দর্শনের, কিম্বা শ্রব্যকাব্যের শ্রবণের, ফলে বিভাবাদি তাঁহার, বা তাঁহার চিত্তের, সাক্ষাতে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। তখন রতি-বিভাবাদির সাধারণীকরণ হয়। অভিনীত বা শ্রুত বিষয়ে গাঢ় অভিনিবেশবশতঃ সামাজিকের মনে এইরূপ ভাব জাগ্রত হয় যে—রতি এবং বিভাবাদি তাহাদের ব্যষ্টিগতত্ব পরিত্যাগ করিয়া নৈর্ব্যষ্টিক হইয়া গিয়াছে,

রামচন্দ্রবিষয়ক কাব্যের অভিনয়-দর্শনে সামাজিক মনে করেন—রামচন্দ্র আর রামচন্দ্র নহেন, তিনি পুরুষমাত্র, সীতা আর জনক-নন্দিনী সীতা নহেন, তিনি নারীমাত্র; রামচন্দ্রের সীতাবিষয়া রতি যেন হইয়া পড়িয়াছে পুরুষের নারীবিষয়া রতি; সীতার রামচন্দ্রবিষয়া রতি হইয়া পড়িয়াছে নারীর পুরুষ-বিষয়া রতি, ইত্যাদি। উদ্দীপন বিভাবাদিও তাহাদের স্থানাদিগত বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করিয়া বৈশিষ্ট্যহীন—সাধারণ—হইয়া পড়ে। ইহাই রতি-বিভাবাদির সাধারণীকরণ। এইরূপ সাধারণীকরণের প্রভাবে সামাজিকও নিজেকে রামাদির সহিত এবং নিজের রতিকে রামাদির রতির সহিত অভিন্ন মনে করেন—"আমি রাম, সীতাবিষয়ক রতিমান্", অথবা "আমি সীতা, রামবিষয়ে রতিমতী"-ইত্যাদি মনে করেন। তাহার ফলে রামাদির আচরণকেও নিজের আচরণ মনে করেন—"আমিই রাবণের নিগ্রহ করিতেছি", হনুমানের সহিত অভেদ-মনন হইলে "আমিই সমুদ্র-লঙ্ঘন করিতেছি"—ইত্যাদি মনে করেন।

> ব্যাপারোঽস্তি বিভাবাদের্নাম্না সাধারণীকৃতিঃ।
> তৎপ্রভাবেণ যস্যাসন্ পাথোধিপ্লবনাদয়ঃ।
> প্রমাতা তদভেদেন স্বাত্মানং প্রতিপদ্যতে॥ সাহিত্যদর্পণ ।৩।১০॥

তখন সাধারণীকৃত বিভাবাদির সহিত মিলনে সাধারণীকৃতা রতি যে রসে পরিণত হয়, সামাজিকের চিত্তে সেই রসের সাক্ষাৎকার হয়, সামাজিক রসাস্বাদন করেন।

লৌকিক-রসশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের মতে ইহাই হইতেছে সাধারণভাবে সামাজিকের রসাস্বাদন-পদ্ধতি।

১৭০। অলৌকিক কাব্যে রসাস্বাদন-পদ্ধতি

লৌকিক-রসশাস্ত্রবিদ্‌গণ অলৌকিক বা ভগবদ্‌বিষয়ক কাব্যে রসাস্বাদন-পদ্ধতি-সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করেন নাই; কেননা, তাঁহারা ভগবদ্‌বিষয়া রতির রসতাপত্তি স্বীকার করেন না (পরবর্ত্তী ১৭২ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। গৌড়ীয় আচার্য্যগণ ভাগবতী রতির রসতাপত্তি স্বীকার করেন এবং ভগবদ্‌বিষয়ক রসের আস্বাদন-পদ্ধতি-সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। অলৌকিক কাব্য দুই রকমের—শ্রব্য এবং দৃশ্য। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর প্রীতিসন্দর্ভের আনুগত্যে এই দুই রকম কাব্যে রসাস্বাদন-পদ্ধতি পৃথক্ ভাবে আলোচিত হইতেছে।

ক। শ্রব্যকাব্যে

শ্রব্যকাব্যের শ্রোতা দ্বিবিধ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, একমাত্র ভক্তই ভগবৎ-প্রীতিরস আস্বাদনের যোগ্য। ভগবৎ-প্রীতিরসিক ভক্ত দুই রকমের—লীলান্তঃপাতী এবং লীলান্তঃপাতিতাভিমানী। "কিঞ্চ ভগবৎ-প্রীতি-রসিকা দ্বিবিধাঃ; তদীয়লীলান্তঃপাতিনস্তদন্তঃপাতিতাভিমানিনশ্চ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥১১১॥"

ভগবৎ-পরিকরগণই হইতেছেন ভগবল্লীলান্তঃপাতী ভগবৎ-প্রীতিরসিক ভক্ত। তাঁহারা প্রেমাদিমান্—প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগাদি সান্দ্র প্রেমস্তরসমূহ তাঁহাদের চিত্তে নিত্য বিরাজিত। পূর্ব্বকথিত প্রকারে, অর্থাৎ ভগবৎ-স্মৃতিমাত্রে, এমন কি ষড়্‌জাদিময় স্বরমাত্রেই, আপনা-আপনিই তাঁহাদের চিত্তে রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে। "তত্র পূর্ব্বেষাং প্রাক্তনযুক্ত্যা স্বত এব সিদ্ধো রসঃ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥" সুতরাং তাঁহাদের রসাস্বাদনও আপনা-আপনিই হইয়া থাকে।

যাঁহারা বাস্তবিক লীলাপরিকর নহেন, অথচ নিজেদিগকে লীলাপরিকর বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা হইতেছন লীলান্তঃপাতিতাভিমানী। স্বীয় ভাবানুকূল অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহেই এইরূপ অভিমান সম্ভবপর হয়, যথাবস্থিত দেহে নহে; কেননা, সাধকের যথাবস্থিত দেহ স্বীয় অভীষ্ট-সেবার অনুকূল নহে। যেমন, কান্তাভাবের সাধকভক্ত অন্তশ্চিন্তিত মঞ্জরীদেহেই কোনও নিত্যসিদ্ধা মঞ্জরীর আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলায় সেবা করিতেছেন বলিয়া চিন্তা করেন; যথাবস্থিত দেহে সেবা করিতেছেন বলিয়া চিন্তা করেন না তদ্রূপ চিন্তার বিধানও নাই। অন্যান্য ভাবের সাধকভক্ত-সম্বন্ধেও তদ্রূপ। সুতরাং অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহেই সাধকভক্ত নিজেকে লীলান্তঃপাতী বলিয়া অভিমান করেন।

এইরূপ লীলান্তঃপাতিতাভিমানী প্রীতিরসিকদের গতি দুই রকমের—স্বীয় অভীষ্ট ভগবল্লীলান্তঃ-পাতী পরিকরদের সহিত ভগবচ্চরিত-শ্রবণাদিদ্বারা যাঁহাদের রসোদয় হয়, তাঁহাদের এক রকম গতি এবং ভগবানের মাধুর্য্যশ্রবণাদিদ্বারা যাঁহাদের রসোদয় হয়, তাঁহাদের এক রকম গতি। "উত্তরেষান্তু দ্বিবিধা গতিঃ। তত্তল্লীলান্তঃপাতিসহিত-ভগবচ্চরিতশ্রবণাদিনৈকা। ভগবন্মাধুর্য্যশ্রবণাদিনা চান্যা॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ১১১॥"

(১) ভগবচ্চরিত্রশ্রবণকারী লীলান্তঃপাতিতাভিমানী শ্রোতার রসাস্বাদন

উল্লিখিত দুই শ্রেণীর প্রীতিরসিকদের মধ্যে প্রথমোক্ত শ্রেণীর (অর্থাৎ যাঁহারা ভগচ্চরিত্র-শ্রবণদ্বারা রসাস্বাদন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের) রসাস্বাদন-পদ্ধতির কথা বলা হইতেছে।

যাঁহাদের সহিত লীলার কথা শ্রবণ করা হয় (অর্থাৎ শ্রব্যকাব্যে কথকের মুখে, অথবা গীতিকাব্যে গায়কের মুখে ভগবানের যে লীলার কথা শ্রবণ করা হয়, যে-সমস্ত পরিকরের সহিত ভগবান্ সেই লীলা করিয়াছেন), তাঁহারা তিন রকমের হইতে পারেন—শ্রোতা সামাজিকের সহিত সমবাসনাবিশিষ্ট, ভিন্নবাসনাবিশিষ্ট এবং বিরুদ্ধ-বাসনাবিশিষ্ট। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ ভাবের পরিকরদের সহিত ভগবান্ লীলা করিয়া থাকেন। যে লীলার কথা শ্রবণ করা হয়, সেই লীলার পরিকরের যে ভাব, শ্রোতা সামাজিকেরও যদি সেই ভাবই হয়, তাহা হইলে সামাজিক হইবেন পরিকরের সহিত সমবাসনা-বিশিষ্ট। পরিকরের ভাব হইতে সামাজিক শ্রোতার ভাব যদি ভিন্ন হয়—যেমন পরিকর যদি দাস্যভাব-বিশিষ্ট হয়েন এবং শ্রোতা যদি সখ্যভাববিশিষ্ট হয়েন—তাহা হইলে শ্রোতা এবং পরিকর হইবেন পরস্পর ভিন্ন-বাসনাবিশিষ্ট। আর, তাঁহাদের ভাব যদি পরস্পর বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাঁহারা হইবেন বিরুদ্ধবাসনাবিশিষ্ট। যেমন, বৎসল, বীভৎস, শান্ত, রৌদ্র ও

ভয়ানক হইতেছে মধুর ভাবের বিরুদ্ধ। যদি মধুর ভাবের লীলার কথা শ্রবণ করা হয়, তাহাহইলে সেই লীলার পরিকরগণ হইবেন মধুর বা কান্তাভাববিশিষ্ট ; শ্রোতা যদি বাৎসল্যভাবশিষ্ট, বা শান্তভাব-বিশিষ্ট হয়েন, তাহা হইলে পরিকরগণ এবং শ্রোতা হইবেন পরস্পর বিরুদ্ধ ভাববিশিষ্ট।

যে-লীলার কথা শ্রবণ করা হয়, সেই লীলার অন্তঃপাতী পরিকর যদি সামাজিক শ্রোতার সমবাসনাবিশিষ্ট হয়েন, তাহা হইলে সদৃশ ভাব নিজেই তাদৃশত্বাভিমানী রসিকভক্তে সেই লীলান্তঃপাতী পরিকরবিশেষের বিভাবাদির সাধারণীকরণ করে, অর্থাৎ পরিকর ও সামাজিক-উভয়ের বিভাবাদির সাধারণীকরণ হয়। "যদি সমানবাসনস্তল্লীলান্তঃপাতী ভবেৎ, তদা স্বয়ং সদৃশো ভাবএব তস্য তল্লীলান্তঃ-পাতিবিশেষস্য বিভাবাদিকং তাদৃশত্বাভিমানিনি সাধারণীকরোতি॥ প্রীতিসন্দর্ভেঃ ॥১১১॥" এতাদৃশ সাধারণীকরণের কথা সাহিত্যদর্পণেও দৃষ্ট হয়। "পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ। তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে॥ ৩।১২॥—পরের (অনুকার্য্যের, বা লীলাপরিকরের)? না, পরের নহে। আমার (সামাজিকের)? না, আমার নহে। রসাস্বাদবিষয়ে বিভাবাদির পরিচ্ছেদ নাই।" সাহিত্যদর্পণের এই উক্তি হইতে জানা গেল—রসিক সামাজিক বিভাবাদিকে পরেরও মনে করিতে পারেন না, নিজেরও মনে করিতে পারেন না। সেই সময়ে তাঁহার এমনই এক তন্ময়তা জন্মে যে, তিনি মনে করেন—কাব্যকথিত ব্যাপার যেন তাঁহার সম্বন্ধেই ঘটিতেছে ; আবার তাঁহার আত্মস্মৃতি বিলুপ্ত হয় না বলিয়া, সেই ব্যাপার যে তাঁহার নহে, এইরূপ প্রতীতিও তাঁহার থাকে। ইহাই হইতেছে সাধারণীকরণ।

তাৎপর্য্য বোধহয় এইরূপ। সামাজিক মনে করেন—অন্তশ্চিন্তিত দেহে তিনিও শ্রুত-লীলায় পরিকররূপে অবস্থিত আছেন। তখন তাঁহার স্বীয় চিত্তস্থিত ভগবৎ-প্রীতির প্রভাবে তাঁহার সমবাসনাবিশিষ্ট পরিকরের বিভাবাদি তাঁহাতে সাধারণীকৃত হয় ; তাহার ফলে তাঁহার চিত্তস্থিত ভগবৎ-প্রীতি রসরূপে পরিণত হয়। অন্তশ্চিন্তিত দেহের চিন্তায় তিনি তন্ময়তা লাভ করেন বলিয়া অর্থাৎ অন্তশ্চিন্তিত দেহের সহিত নিজের তাদাত্ম্য বা অভেদমনন করেন বলিয়া অন্তশ্চিন্তিত দেহের রসানুভূতি তাঁহার নিজের যথাবস্থিত দেহের রসানুভূতিতেই পর্য্যবসিত হয়।

আর লীলান্তঃপাতী পরিকর এবং সামাজিক শ্রোতা যদি ভিন্নবাসনা-বিশিষ্ট হয়েন, তাহা হইলে বিভাব, অনুভাব এবং সঞ্চারিভাবসমূহের প্রায়শঃই সাধারণ্য হইয়া থাকে; তাহার ফলে শ্রোতা সামাজিকের ভাবের উদ্দীপনমাত্র হয় ; কিন্তু রসোদয় হয় না, অর্থাৎ শ্রোতা সামাজিকের ভগবৎ-প্রীতি উদ্দীপিত হয় বটে, কিন্তু রসে পরিণত হয় না। "যদি তু বিলক্ষণবাসনস্তদা বিভাবানাং সঞ্চারিণামনুভাবানাঞ্চ প্রায়শ এব সাধারণ্যং ভবতি। তেন তদ্ভাববিশেষস্যোদ্দীপনমাত্রং স্যাৎ, ন তু রসোদয়ঃ।" এ-স্থলে, বিভাবাদি সামাজিকের প্রীতির প্রতিকূল না হইলেও অনুকূল নহে বলিয়া তাঁহাদের ভগবৎ-প্রীতির সহিত বিভাবাদির সংযোগ হয় না, এজন্য সেই প্রীতি রসে পরিণত হইতে পারে না।

আবার, লীলান্তঃপাতী পরিকর এবং সামাজিক শ্রোতা যদি বিরুদ্ধ-বাসনাবিশিষ্ট হয়েন—যেমন পরিকর যদি বাৎসল্যভাবময় এবং সামাজিক যদি মধুরভাববিশিষ্ট হয়েন—তাহাহইলে বাৎসল্যাদি দর্শনে সামাজিকের প্রীতিসামান্যের (শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ভক্তমাত্রেরই যে সাধারণ-প্রীতি আছে, তাহার) উদ্দীপন হয়, কিন্তু ভাববিশেষের (সামাজিকের যে ভাব, সেই ভাবের) উদ্দীপন হয় না, রসোদ্বোধও জন্মেনা। "যদি তু বিরুদ্ধবাসনঃ স্যাৎ, যথা বৎসলেন প্রেয়সী, তদাপি তস্য প্রীতিসামান্যস্য এব বাৎসল্যাদিদর্শনেনোদ্দীপনং ভবতি, ন ভাববিশেষস্য, ন চ রসোদ্বোধো জায়তে ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১১১॥"

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা গেল—যে-সকল লীলান্তঃপাতিতাভিমানী ভক্ত ভগবচ্চরিত্র শ্রবণাদি করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা লীলাপরিকর-বিশেষের সহিত সমবাসনাবিশিষ্ট, তাঁহাদের পক্ষেই রসাস্বাদন সম্ভব; কিন্তু যাঁহারা ভিন্নবাসনাবিশিষ্ট, বা বিরুদ্ধবাসনাবিশিষ্ট, তাঁহাদের পক্ষে কাব্যকথিত শ্রব্যলীলার শ্রবণে রসাস্বাদন সম্ভব নহে।

(২) ভগবন্মাধুর্য্যাদি-শ্রবণকারী লীলান্তঃপাতিতাভিমানী শ্রোতার রসাস্বাদন

এক্ষণে দ্বিতীয় শ্রেণীর সামাজিক ভক্তদের (অর্থাৎ যে-সকল লীলান্তঃপাতিতাভিমানী ভক্ত ভগবন্মাধুর্য্য-শ্রবণাদি করেন, তাঁহাদের) রসাস্বাদন-পদ্ধতির কথা বলা হইতেছে। তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"অথোত্তরত্র শ্রীভগবান্মাধুর্য্যাদিশ্রবণাদৌ তত্তল্লীলান্তঃপাতিবৎ স্বতন্ত্র এব রসোদ্‌বোধ ইতি॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥১১১॥—আর, উত্তরত্র (দ্বিতীয় শ্রেণীর) ভক্তগণে (কথক বা গায়কের মুখে) শ্রীভগবানের মাধুর্য্যাদির কথা শ্রবণে, লীলান্তঃপাতী পরিকর ভক্তগণের মতন স্বতন্ত্রভাবেই রসোদ্‌বোধ হইয়া থাকে।"

শ্রব্যকাব্যে যে-লীলা বর্ণিত হইয়াছে, সেই লীলার পরিকর ভক্তগণ সেই লীলাতেই বিদ্যমান। শ্রীভগবানের মাধুর্য্যাদি তাঁহারা সাক্ষাদ্‌ভাবেই দর্শন করেন এবং বিভাব, অনুভাবাদিও সাক্ষাদ্‌ভাবেই সেই লীলায় বিরাজিত বলিয়া তাহাদের প্রভাবও তাঁহারা সাক্ষাদ্‌ভাবেই অনুভব করেন। তাহার ফলে তাঁহাদের চিত্তস্থিত ভগবৎ-প্রীতি বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া অন্যনিরপেক্ষভাবেই রসে পরিণত হয় এবং সেই রস তাঁহারা অন্যনিরপেক্ষভাবেই আস্বাদন করিয়া থাকেন। যে-সকল লীলান্তঃপাতিতাভিমানী ভক্ত সেই লীলার কথা শ্রবণ করেন, অন্তশ্চিন্তিতদেহে তাঁহারাও সেই লীলায় পরিকররূপে উপস্থিত থাকেন বলিয়া মনে করেন এবং শ্রীভগবানের মাধুর্য্যাদির কথা শ্রবণ করিয়া অন্তশ্চিন্তিতদেহে সেই মাধুর্য্যাদিও দর্শন করেন বলিয়া মনে করেন। অন্তশ্চিন্তিত দেহে তাঁহারাও নিজেদিগকে পরিকর বলিয়া মনে করেন বলিয়া, যে প্রণালীতে পরিকরগণ রসাস্বাদন করিয়া থাকেন, তাঁহারাও সেই প্রণালীতেই রসাস্বাদন করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রব্যকাব্যের বক্তা বা গায়কও ভক্ত; সুতরাং তাঁহাতেও রসোদয় হইতে পারে এবং তিনিও রসের আস্বাদন করিতে পারেন। রসাস্বাদকরূপে বক্তা বা গায়কও সামাজিকের তুল্য; সুতরাং শ্রোতা সামাজিকের রসাস্বাদন-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, বক্তা বা গায়কের সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য।

খ। দৃশ্যকাব্যে

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—দৃশ্যকাব্যে অনুকার্য্য, অনুকর্ত্তা এবং সামাজিক—এই তিনেই রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে। ইহাও বলা হইয়াছে যে, আনুকার্য্যেই মুখ্যরূপে রসোদয় হইয়া থাকে এবং অনুকার্য্য তাহার আস্বাদন করেন।

ভগবদ্‌বিষয়ক কাব্যে ভগবান্ এবং তাঁহার পরিকর ভক্তগণ এই—উভয়ই অনুকার্য্য ; অনুকর্ত্তৃ-নটগণ ভগবানের আচরণেরও অনুকরণ করেন এবং পরিকরবর্গের আচরণেরও অনুকরণ করিয়া থাকেন।

অ। অনুকার্য্যে রসনিষ্পত্তি

কাব্যে যে লীলা বর্ণিত হয়, সেই লীলায় ভগবান্ নিজে এবং তাঁহার পরিকরবর্গ সাক্ষাদ্‌-ভাবে উপস্থিত থাকেন। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব এবং ব্যভিচারিভাবও সাক্ষাদ্‌ভাবে, অকৃত্রিমরূপে বর্ত্তমান থাকে। রতি এবং বিভাবাদি সাক্ষাদ্‌ভাবেই পরস্পরের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। এইরূপে প্রভাবান্বিত বিভাবাদির মিলনে অনুকার্য্যের (অর্থাৎ মূল নায়ক-নায়িকাদির) মধ্যে রসোদয় হইয়া থাকে এবং অনুকার্য্য (অর্থাৎ মূল নায়ক-নায়িকাদি) তাহার আস্বাদন করেন।

করুণ বা শোকাদির রসত্ব

এক্ষণে অনুকার্য্যে রসনিষ্পত্তি-সম্বন্ধে একটী আপত্তি হইতে পারে এই যে, বিয়োগাত্মক বা করুণরসাত্মক নাট্যে অনুকার্য্যে কিরূপে রস-নিষ্পত্তি সম্ভব হয় ? বিয়োগাত্মক নাট্যে অনুকার্য্য থাকেন বিরহ-দুঃখে নিমগ্ন ; তখন আস্বাদ-সুখময় রসের নিষ্পত্তি কিরূপে হইতে পারে ? করুণ-রসাত্মক নাট্যে করুণ-রসের স্থায়িভাব হইতেছে শোক , অনুকার্য্য থাকেন শোকবিহ্বল অবস্থায় ; সুতরাং অনুকার্য্যে কিরূপে করুণ-রস-নিষ্পত্তি সম্ভব হইতে পারে ?

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—"কিঞ্চ স্বাভাবিকা-লৌকিকত্বে সতি যথা লৌকিকরসবিদাং লৌকিকেভ্যোঽপি কাব্যসংশ্রয়াদলৌকিকশক্তিং দধানেভ্যো বিভাবাদ্যাখ্যাপ্রাপ্তকারণাদিভ্যঃ শোকাদাবপি সুখমেব জায়তে ইতি রসতাপত্তিস্তথৈবাস্মাভির্বিয়োগা-দাবপি মন্তব্যম্। তত্র বহিস্তদীয়বিয়োগময়দুঃখেঽপি পরমানন্দঘনস্য ভগবতস্তদ্ভাবস্য চ হৃদি স্ফূর্ত্তির্বিদ্যত এব। পরমানন্দঘনত্বঞ্চ তয়োস্ত্যক্তুমশক্যত্বাৎ। ততঃ ক্ষুধাতুরাণামত্যুষ্ণমধুরদুগ্ধবন্ন তত্র রসত্বব্যাঘাতঃ। তদা তদ্ভাবস্য পরমানন্দরূপস্যাপি বিয়োগদুঃখনিমিত্তত্বং চন্দ্রাদীনাং তাপত্বমিব জ্ঞেয়ম্। তথা তস্য দুঃখস্য চ ভাবানন্দজন্যত্বাদায়ত্যাং সংযোগসুখপোষকত্বাচ্চ সুখান্তঃপাত এব। তথা তদীয়স্য করুণস্যাপি রসস্য সর্বজ্ঞবচনাদিরচিতপ্রাপ্ত্যাশাময়ত্বাৎ সংযোগবিশেষত্বাত্তত্র তথৈব গতিঃ সিদ্ধা। তদেবমনুকার্য্যে রসোদয়ঃ সিদ্ধঃ। স এব চ মুখ্যঃ ॥১১১॥—আর কাব্যসংশ্রয়ে অলৌকিক-শক্তিসমন্বিত বিভাবাদি-আখ্যাপ্রাপ্ত কারণাদি লৌকিক-রসোপকরণসমূহ হইতে লৌকিক-রসবিদ্‌গণের শোকাদিতেও সুখ জন্মে—ইহাতে যেমন রসতাপত্তি সম্ভব হয়, তেমন ভগবৎ-প্রীতিরসে রসোপকরণসমূহ স্বভাবতঃ

অলৌকিক হওয়ায় বিয়োগোদিতেও অনুকার্য্য ও তাঁহার পরিকরগণমধ্যে রসোদ্বোধ মনে করিতে হইবে। তাহাতে কখনও বাহিরে শ্রীভগবানের বিয়োগদুঃখ বর্ত্তমান থাকিলেও হৃদয়ে পরমানন্দঘন ভগবান্ ও তাঁহার ভাবের স্ফূর্ত্তি নিশ্চয়ই থাকে। উভয়ই (অর্থাৎ শ্রীভগবান্ ও তাঁহার ভাব প্রীতি নিজ নিজ স্বরূপনিষ্ঠ) পরমানন্দঘনত্ব ত্যাগ করিতে অসমর্থ; এই জন্য ভগবৎ-প্রীতিতে বিয়োগাদিতেও পরমানন্দ থাকা সম্ভব। সেই কারণে ক্ষুধাতুরের অত্যুষ্ণ অথচ মধুর দুগ্ধান্নের মত বিয়োগে রসত্বের ব্যাঘাত ঘটেনা। যেমন, চন্দ্রের কিরণ স্বভাবতঃ শীতল হইলেও বিরহী তাহাতে সন্তপ্ত হয়, তেমন ভগবৎ-প্রীতি পরমানন্দরূপা হইলেও বিয়োগকালে তজ্জনিত দুঃখের হেতু হয়। তেমন আবার সেই দুঃখ ভাবানন্দ-জনিত এবং ভাবি-সংযোগসুখের পোষক হওয়ায়, তাহা সুখেরই অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ ভগবদ্বিষয়ক করুণরসও সর্বজ্ঞবচনাদি-রচিত প্রত্যাশাময় হওয়ায় এবং শেষভাগে সংযোগ বর্ত্তমান থাকায়, তাহাতে সেই প্রকার গতি (সুখান্তর্ভুক্ততা) সিদ্ধ হইতেছে। এই প্রকারে অনুকার্য্যে রসোদয় সিদ্ধ হইল। অনুকার্য্যে যে রসোদয়, তাহা মুখ্য।—প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল-গোস্বামি মহোদয়-সংস্করণের অনুবাদ।”

উল্লিখিত উক্তির তাৎপর্য্য প্রকাশ করা হইতেছে।

(১) প্রথমতঃ. বিরহ-দশায় রসনিষ্পত্তি। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায়, তখন ব্রজে নন্দ-যশোদাদি, বা শ্রীরাধা-ললিতাদি, সকলেই শ্রীকৃষ্ণবিরহ-দুঃখ-সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকেন। তথাপি তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিতে পারেন না; শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহাদের প্রীতির স্বভাবেই এইরূপ হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি এবং শ্রীকৃষ্ণচিন্তার গাঢ়তায় তাঁহাদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিও হইয়া থাকে; বাহিরে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দেখেন না বটে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের চিত্তে সর্বদা বিরাজমান। আবার, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়া প্রীতিও তাঁহাদের চিত্তে নিত্য বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন আনন্দস্বরূপ, পরমানন্দঘন; তাঁহার এই পরমানন্দঘনত্ব হইতেছে তাঁহার স্বরূপভূত; সুতরাং তাহা কখনও তাঁহাকে ত্যাগ করেনা; অগ্নির স্বরূপভূতা দাহিকাশক্তি যেমন কখনও অগ্নিকে ত্যাগ করেনা, তদ্রূপ। আবার, কৃষ্ণপ্রীতিও হ্লাদিনীর বৃত্তি বলিয়া আনন্দরূপা; কৃষ্ণপ্রীতির এই পরমানন্দরূপত্বও তাহার স্বরূপভূত—সুতরাং তাহা কখনও প্রীতিকে ত্যাগ করিতে পারে না। হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত পরমানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণ এবং পরমানন্দস্বরূপা কৃষ্ণপ্রাতি তাঁহাদের চিত্তে বিরাজিত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহ-দশাতেও তাঁহাদের চিত্তে পরমানন্দ বিদ্যমান থাকে। “বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়।” অতিমধুর পায়সান্ন অত্যন্ত উষ্ণ হইলেও ক্ষুধাতুর ব্যক্তির নিকটে, অত্যুষ্ণতা সত্বেও, যেমন পরম আস্বাদ্য বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ বাহিরে কৃষ্ণবিরহ-জনিত দুঃখের জ্বালা থাকিলেও ভিতরে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দঘনত্ব এবং কৃষ্ণপ্রাতির পরমানন্দরূপত্ব বিরাজিত বলিয়া বিরহ-অবস্থাতেও কৃষ্ণভক্ত পরমানন্দ অনুভব করেন। জন্য বিরহেও কৃষ্ণপ্রীতির রসত্ব-প্রাপ্তিতে ব্যাঘাত হয় না।

প্রশ্ন হইতে পারে—তবে বাহিরেই বা দুঃখ কেন? তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে—চন্দ্রের

কিরণ স্বভাবতঃ শীতল হইলেও বিরহী তাহাতে সন্তপ্ত হয়। তদ্রূপ ভগবৎ-প্রীতি পরমানন্দরূপা হইলেও বিয়োগ-সময়ে বিয়োগজনিত দুঃখের হেতু হইয়া থাকে। কিন্তু এই দুঃখকেও সুখের অন্তর্ভুক্ত বলা যায়; কেননা, ইহা হইতেছে ভাবানন্দজনিত এবং ভাবী সুখের পোষক। ইহার উৎপত্তির মূলও হইতেছে ভাবানন্দ—আনন্দরূপা কৃষ্ণপ্রীতি এবং ইহার পর্য্যবসানও কৃষ্ণের সহিত মিলনজনিত পরমানন্দে। এইরূপে দেখা গেল—বিয়োগদশাতেও অনুকার্য্যে রসোদয় হইতে পারে।

(২) দ্বিতীয়তঃ, **করুণে রসনিষ্পত্তি**। প্রীতির বিষয় ভগবানের সহিত বিচ্ছেদের আশঙ্কায়, বা তাঁহার কোনওরূপ অনিষ্টের আশঙ্কায় করুণ-ভাবের উদয় হয়। তখনও আনন্দরূপা কৃষ্ণপ্রীতি হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে এবং ভিতরে এবং বাহিরেও কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি বিরাজিত থাকে। আবার, লীলাশক্তির প্রেরণায় কোনও সর্বজ্ঞ ব্যক্তি আসিয়া সান্ত্বনা দান করিয়া থাকেন; অবশেষে প্রীত্যাস্পদের সহিত মিলনও হয়—পর্য্যবসান হয় মিলন-সম্ভাবনার আনন্দে এবং পরে মিলনজনিত আনন্দে। এইরূপে, সুখের সম্ভাবনা এবং সদ্ভাববশতঃ করুণভাবের অনুকার্য্যেও রসোদয় হইতে পারে।

(৩) **শ্রবণজাত অনুরাগ অপেক্ষা দর্শনজাত অনুরাগের উৎকর্ষ**

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অনুকার্য্যে যে রসোদয় হয়, তাহা মুখ্য; কেননা, শ্রবণজাত অনুরাগ হইতে দর্শনজাত অনুরাগই শ্রেষ্ঠ। "স এব মুখ্যঃ। শ্রবণজানুরাগাদ্দর্শনজানুরাগস্য শ্রেষ্ঠত্বাৎ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥" কাব্যে যে লীলা বর্ণিত হয়, সেই লীলায় ভগবান্ নিজে এবং তাঁহার পরিকরবর্গ সাক্ষাদ্‌ভাবে বর্ত্তমান থাকেন, তাঁহারা সাক্ষাদ্‌ভাবে পরস্পরকে দর্শন করেন, পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা বলেন এবং ভাবানুরূপ আচরণ করিয়া থাকেন। বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাবাদিও সাক্ষাদ্‌ভাবে—অকৃত্রিমরূপে—বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং বিভাবাদির সাক্ষাদ্‌ভাবে সংযোগের ফলেই অনুকার্য্যের অনুরাগ বা রতি উদ্বুদ্ধ হইয়া রসে পরিণত হয়। কিন্তু অনুকর্ত্তার বা সামাজিকের অনুরাগ জন্মে অনুকার্য্যবিষয়ক কথাদির শ্রবণ হইতে, বাস্তব বিভাবাদির সহিত অনুকর্ত্তার বা সামাজিকের সম্বন্ধ থাকে না। এজন্য অনুকর্ত্তাদির অনুরাগ হইতে অনুকার্য্যের অনুরাগ শ্রেষ্ঠ এবং অনুকার্য্যে যে রসোদয় হয়, তাহাই মুখ্যরস।

শ্রবণজাত অনুরাগ অপেক্ষা দর্শনজাত অনুরাগের শ্রেষ্ঠত্ব-সম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে একটী উদাহরণও দিয়াছেন।

"শ্রুতমাত্রোঽপি যঃ স্ত্রীণাং প্রসহ্যাকর্ষতে মনঃ।
উরুগায়োরুগীতো বা পশ্যন্তীনাং কুতঃ পুনঃ॥ শ্রীভা, ১০।৯০।২৬॥

—ব্রহ্মাদি শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ যাঁহার চরিত্র গান করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রবণমাত্রে (কেবল তাঁহার কথা শুনিলেই) বলপূর্ব্বক নারীগণের মন হরণ করেন; যে মহিষীগণ তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন, তাঁহাদের মন যে অপহৃত হইয়াছে, তাহা কি আবার বলিতে হইবে?"

শ্রীজীবপাদ এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত উদ্ধবোক্তিরও ইঙ্গিত দিয়াছেন।

"তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম্। কর্ণপীযূষমাস্বাদ্য ত্যজত্যন্যস্পৃহাং জনঃ॥

শয্যাসনাটনস্থান-স্নানক্রীড়াশনাদিষু। কথং ত্বাং প্রিয়মাত্মানং বয়ং ভক্তাস্ত্যজেম হি॥

—শ্রীভা, ১১।৬।৪৪-৪৫॥

—(উদ্ধব বলিয়াছেন) হে কৃষ্ণ! তোমার লীলাসমূহ মানবগণের পরম-মঙ্গলজনক এবং কর্ণের পক্ষে অমৃততুল্য। তাহার আস্বাদন করিয়া লোকগণ অন্য অভিলাষ পরিত্যাগ করে। (এ-পর্য্যন্ত ভগবল্লীলা-কথার শ্রবণের ফল বলা হইল। লীলাকথা-শ্রবণের ফলে লোকগণের কৃষ্ণেই অনুরাগ জন্মে, অন্য বস্তুতে অনুরাগ দূরীভূত হইয়া যায়)। তুমি আমাদের প্রিয়, আত্মা (প্রাণের প্রাণ); আমরা তোমার ভক্ত। শয়ন, আসন, গমন, উপবেশন. স্নান, ক্রীড়া ও ভোজনকালে আমরা কিরূপে তোমাকে বিস্মৃত হইব? (এ-স্থলে উদ্ধবাদির পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদ্দর্শনজাত অনুরাগের কথা বলা হইয়াছে। শ্লোকোক্তি হইতেই শ্রবণজাত অনুরাগ অপেক্ষা দর্শনজাত অনুরাগের উৎকর্ষ জানা যায়)।"

অ। অনুকর্ত্তায় রসনিষ্পত্তি

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন--"অথানুকর্ত্তাপ্যত্র ভক্ত এব সম্মতঃ। অন্যেষাং সম্যক্ তদনু-করণাসামর্থ্যাৎ। ততস্তত্রাপি তদ্রসোদয়ঃ স্যাদেব। কিন্তু ভক্তের্ভক্তবিষয়কো ভগবদ্রসঃ প্রায়ো নোদয়তে ভক্তিবিরোধাদেব। ততো নানুক্রিয়তে চ। তদনুভবশ্চ ভগবৎ-সম্বন্ধিত্বেনৈব ভবতি; নাত্মীয়ত্বেন। স চ ভক্তরসোদ্দীপকত্বেনৈব চরিতার্থতামাপদ্যতে। ততঃ ক্বচিচ্ছুদ্ধভক্তানামপি যদি তদনুভাবানুকরণং স্যাত্তদা তদীয়ত্বেনৈব তৈস্তদ্ভাব্যতে ন তু স্বীয়ত্বেনেতি সমাধেয়ম্। যত্র তু ভক্ত্যবিরোধঃ, যথা গদাদিতুল্যভাবানাং বসুদেবাদৌ, তত্রোদয়তেঽপি॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ॥১১১॥

—ভগবদ্বিষয়ক দৃশ্যকাব্যে অনুকর্ত্তাও ভক্তই স্বীকৃত হয়। ভক্তভিন্ন অন্যজন সম্পূর্ণরূপে তাঁহার (অনুকার্য্যের) অনুকরণ করিতে সমর্থ হয়না। সেই হেতু (অনুকর্ত্তা ভক্তহেতু) তাহাতেও (অনুকর্ত্তাতেও) ভগবদ্বিষয়ক রসোদয় হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি হইতে ভক্তবিষয়ক ভগবদ্রস প্রায়ই উদিত হয় না; কারণ, তাহা ভক্তিবিরোধী। তজ্জন্য ভগবদ্রসের অনুকরণও করা হয় না। তাহার (ভগবদ্রসের) অনুভব ভগবৎ-সম্বন্ধিরূপেই হয়, নিজসম্পর্কিতরূপে নহে। সেই অনুভব ভক্তগত রসের উদ্দীপনরূপেই চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং কোনস্থলে শুদ্ধভক্তগণেরও যদি ভগবদনুভাব (ভগবল্লীলার কার্য্য) অনুকরণ উপস্থিত হয়, তবে তাঁহারা তদীয় (ভগবৎ-সম্পর্কিত) রূপেই সেই অনুভাব প্রকাশ করেন, স্বীয় রূপে নহে—এইরূপ সমাধান করিতে হইবে। যেস্থলে ভক্তির বিরোধ ঘটেনা, সে স্থলে উদয় হইতেও পারে। যথা, গদপ্রভৃতির তুল্য যাঁহাদের ভাব, তাঁহাদের বসুদেবাদি-বিষয়ে রসোদয় হইতে পারে।—প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামি-মহোদয়-সংস্করণের অনুবাদ।"

তাৎপর্য্য এই। ভগবদ্বিষয়ক নাট্যে অনুকার্য্যদের মধ্যে ভগবান্‌ও থাকেন, তাঁহার পরিকর-

গণও থাকেন। যেমন, শ্রীরামচন্দ্রবিষয়ক নাট্যে ভগবান্ রামচন্দ্রও অনুকার্য্য, তাঁহার পরিকর ভক্ত হনুমান্‌ও অনুকার্য্য। ভক্ত এবং ভগবান্-উভয়েই উভয়ের প্রতি প্রীতি পোষণ করেন। হনুমানের প্রীতির বিষয় হইতেছেন রামচন্দ্র এবং রামচন্দ্রের প্রীতির বিষয় হইতেছেন হনুমান্। হনুমানের প্রতি রামচন্দ্রের এই প্রীতি হইতেছে ভক্তবিষয়া প্রীতি ; এই প্রীতি যখন রসে পরিণত হয়, তখন তাহাকে বলা হয় ভগবদ্‌রস, অর্থাৎ ভগবান্ রামচন্দ্রকর্তৃক আস্বাদ্য রস।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—অনুকর্ত্তাও ভক্ত ; ভক্ত বলিয়া তাঁহার ভক্তি বা প্রীতি হইবে ভগবদ্-বিষয়া। যে অনুকর্ত্তা হনুমানের ভূমিকা অভিনয় করিবেন, তাঁহার প্রীতি এবং হনুমানের প্রীতি একই জাতীয়া—উভয়েই রামচন্দ্রবিষয়া ; সুতরাং হনুমানের চিত্তে যেরূপ রামচন্দ্রবিষয়ক দাস্যরসের উদয় হয়, হনুমানের অনুকর্ত্তার চিত্তেও সেইরূপ রামচন্দ্রবিষয়ক দাস্যরসের উদয় হইতে পারে এবং অনুকর্ত্তা তাহা রামচন্দ্রবিষয়ক দাস্যরসরূপেই আস্বাদন করিতে পারেন। এ-স্থলে হনুমানের রতির সঙ্গে হনুমানের অনুকর্ত্তার রতির কোনও বিরোধ নাই। যেহেতু, উভয়েই এক জাতীয়।

কিন্তু যিনি রামচন্দ্রের ভূমিকা অভিনয় করিবেন, তাঁহার কিরূপ রসাস্বাদন হইবে? তিনি কি ভগবদ্‌রস—অর্থাৎ ভগবান্ রামচন্দ্র যে রসের আস্বাদন করেন, সেই রসই—আস্বাদন করিবেন? শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিতেছেন—"ভক্তৈর্ভক্তবিষয়কো ভগবদ্‌রসঃ প্রায়ো নোদয়তে ভক্তিবিরোধাদেব॥ —ভক্তবিষয়ক ভগবদ্‌রস ভক্তি হইতে প্রায়শঃ উদিত হয় না ; কেননা, তাহা ভক্তিবিরোধী।" ইহা হইতে জানা গেল—রামচন্দ্রের অনুকর্ত্তা নটে ভগবদ্‌রস—রামচন্দ্র যে রসের আস্বাদন করেন, সেই রস—উদিত হয় না, সুতরাং অনুকর্ত্তা সেই রসের আস্বাদনও করেন না। কিন্তু কেন? ইহার হেতু হইতেছে এই। রামচন্দ্রের অনুকর্ত্তা ভক্ত বলিয়া তাঁহার চিত্তে আছে ভগবদ্‌বিষয়া রতি ; ভক্তবিষয়া (হনুমদ্‌বিষয়া) রতি তাঁহাতে নাই। আর, রামচন্দ্রে আছে ভক্তবিষয়া (হনুমদ্‌বিষয়া) রতি, ভগবদ্‌বিষয়া রতি রামচন্দ্রে নাই। রামচন্দ্রে ভক্তবিষয়া রতি বিরাজিত বলিয়া তাহা যখন রসে পরিণত হয়, তখন সেই রসও হইবে ভক্তবিষয়ক রস। কিন্তু রামচন্দ্রের অনুকর্ত্তা নটে ভক্তবিষয়া রতি নাই বলিয়া ভক্তবিষয়ক রসও তাঁহাতে জন্মিতে পারে না। অনুকর্ত্তায় যে রতি নাই, তাঁহার মধ্যে সেই রতি কিরূপে রসে পরিণত হইবে? যদি বলা যায়,—অনুকর্ত্তায় যে ভগবদ্‌বিষয়া রতি আছে, রামচন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয়-কালে তাহাই ভক্তবিষয়া রতিতে পরিণত হইতে পারে ; সুতরাং অনুকর্ত্তাতেও ভক্তবিষয়ক রসের উৎপত্তি হইতে পারে। উত্তরে বলা যায়—ভগবদ্‌বিষয়া রতি কখনও ভক্তবিষয়া রতিতে পরিণত হইতে পারে না ; কেননা, এই দুইটী রতি হইতেছে পরস্পর-বিরুদ্ধ-গতিবিশিষ্টা—ভগবানের ভক্তবিষয়া রতির গতি হইতেছে ভক্তের দিকে ; আর ভক্তের ভগবদ্‌বিষয়া রতির গতি হইতেছে তাহার বিপরীত দিকে, ভগবানের দিকে। আবার, ভক্তির স্বরূপগত ধর্ম্মই এই যে. সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা ভগবান্‌ই হইয়া থাকেন তাহার বিষয় ; অন্য কিছুই কখনও তাহার বিষয় হয় না—কোনও ভক্ত কখনও তাহার বিষয় হইতে পারে না। ভক্তির এতাদৃশ স্বভাববশতঃ, ভক্ত

সকল সময়ে এবং সকল অবস্থায় নিজেকে ভগবানের ভক্ত বা দাস বলিয়াই অভিমান পোষণ করেন, কখনও নিজেকে ভগবান্ বলিয়া মনে করেন না। নিজেকে ভগবান্ বলিয়া মনে করা হইবে ভক্তি-বিরোধী। এ-সমস্ত কারণে রামচন্দ্রের অনুকর্ত্তার চিত্তে ভক্তবিষয়ক ভগবদ্রসের আবির্ভাব হইতে পারে না।

প্রশ্ন হইতে পারে—রামচন্দ্রের অনুকর্ত্তা যদি নিজেকে ভগবান্ রামচন্দ্র বলিয়া মনে করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি রামচন্দ্রের অনুকরণ করিবেন কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"ততো নানুক্রিয়তে চ॥—সেজন্য ভগবদ্রসের অনুকরণও হয় না।" রামচন্দ্রের অঙ্গভঙ্গি-কথাবার্ত্তার অনুকরণ করা হইতে পারে; কিন্তু রামচন্দ্র যে ভক্তবিষয়ক রসের অনুভব করেন, তাহার অনুকরণ হয় না, অনুকর্ত্তার পক্ষে সেই রসের আস্বাদন হয় না। অনুকর্ত্তার পক্ষে ভগবদ্-রসের অনুভব ভগবৎ-সম্বন্ধিরূপেই হয়, নিজসম্পর্কিতরূপে হয় না; অর্থাৎ "ভক্তের প্রীতি ভগবান্ কিরূপ আস্বাদন করেন"—এতাদৃশ অনুভবই অনুকর্ত্তা ভক্তের চিত্তে জাগ্রত হয়, ভগবানের অনুভূত রস তিনি নিজের আস্বাদ্য রস বলিয়া অনুভব করেন না। অনুকর্ত্তার চিত্তগত ভক্তির প্রভাবেই ভগবান্ এবং তাঁহার অনুকর্ত্তা—এই উভয়ের সাধারণীকরণ হয় না।

ভগবদ্রসের ভগবৎ-সম্বন্ধিরূপে যে অনুভব, তাহা ভক্তচিত্তস্থ রসের উদ্দীপনরূপেই চরিতার্থতা লাভ করে; অর্থাৎ ভক্তবিষয়ক রসের আস্বাদনে ভগবানের উল্লাসাতিশয্যের কথা ভাবিয়া অনুকর্ত্তা-ভক্তের ভগবদ্বিষয়ক অনুরাগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; তাহার ফলে তাঁহার চিত্তে ভক্তিরস উদ্দীপিত হইয়া থাকে।

শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"অনুকর্ত্তাভক্তে ভক্তবিষয়ক ভগবদ্রস প্রায়শঃ উদিত হয় না। অনুকর্ত্তায় ভগবদ্রসের উদয় হয় না বলিয়া সেই রসের অনুকরণও হয় না।" এ-স্থলে "প্রায়শঃ"-শব্দ হইতে বুঝা যায়—কখনও কখনও ভগবদ্রসের অনুকরণ হইয়া থাকে। যে-স্থলে ভগবদ্রসের অনুকরণ হয়, সে-স্থলে কোন্ ভাবের আবেশে অনুকর্ত্তা ভগবদ্রসের অনুকরণ করেন? শ্রীজীবপাদ বলেন—কোনও স্থলে শুদ্ধভক্তগণের দ্বারাও যদি ভগবদনুভাবের (ভগবানের কার্য্যাদির) অনুকরণ করা হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—তাঁহারা ভগবৎ-সম্পর্কিতরূপেই সেই অনুভাবের প্রকাশ করেন, স্বীয়রূপে নহে। অর্থাৎ ভগবান্ কি কি অনুভাব প্রকাশ করিয়াছেন, অনুকর্ত্তা শুদ্ধভক্ত তাহাই দেখান; "ভগবানুরূপে আমি এ সমস্ত অনুভাব প্রকাশ করিতেছি"—ইহা তিনি মনে করেন না; কেননা, এতাদৃশ ভাব হইতেছে অনুকর্ত্তার চিত্তস্থিত ভক্তির বিরোধী।

ই। সামাজিকে রসনিষ্পত্তি

দৃশ্যকাব্যে সামাজিকের রসনিষ্পত্তির পদ্ধতিও শ্রব্যকাব্যে সামাজিকের রসনিষ্পত্তি-পদ্ধতির অনুরূপই।

নবম অধ্যায়

ভক্তিরস

১৭১। গৌড়ীয় মতে লৌকিক-রত্যাদির রসস্বরূপতা-প্রাপ্তি অস্বীকৃত

লৌকিক-রসশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ লৌকিকী রতির সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে লৌকিকী রতি বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া রসরূপে পরিণত হয়।

কিন্তু গৌড়ীয় আচার্য্যগণ বলেন—রস হইতেছে বহিরন্তঃকরণের ব্যাপারান্তর-রোধক চমৎকারি সুখ। লৌকিক বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া লৌকিকী রতি এতাদৃশ রসে পরিণত হইতে পারেনা। ইহার হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

লৌকিকী রতি হইতেছে কোনও প্রাকৃত লোকের চিত্তবৃত্তিবিশেষ। তাহার চিত্তও প্রাকৃত—মায়িক-গুণময়; সেই চিত্তের বৃত্তি যে রতি, তাহাও হইবে প্রাকৃত—মায়িক-গুণময়। যাহা প্রাকৃত, তাহা স্বরূপেই "অল্প"—দেশে অল্প, কালে অল্প—অর্থাৎ সীমাবদ্ধ। তাহা পরিমাণে অল্প, তাহা অল্পকালস্থায়ী—তাহার উৎপত্তি আছে, বিনাশ আছে। তাহা দেশ এবং কালে সীমাবদ্ধ—সসীম। যাহা বাস্তব সুখ, তাহা "অল্প" নহে, "অল্প"-বস্তুতে সুখ থাকিতেও পারেনা; কেননা, সুখ হইতেছে "ভূমা"-বস্তু, অসীম বস্তু। এজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—"নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখম্।" এইরূপে দেখা গেল—লৌকিকী রতি সসীম বলিয়া তাহা সুখস্বরূপও নয়, তাহাতে সুখ থাকিতেও পারে না। যাহা নিজে সুখরূপ নহে, যাহাতে সুখ নাইও, তাহা কিরূপে সুখাত্মক রসে পরিণত হইতে পারে?

যদি বলা যায়—লৌকিকী রতি নিজে সুখরূপা না হইলেও এবং তাহাতে সুখ না থাকিলেও বিভাবাদির যোগে তাহা সুখাত্মক রসে পরিণত হইতে পারে। তাহাও সম্ভব নয়; কেননা, লৌকিক বিভাবাদিও প্রাকৃত—সুতরাং অল্প, সসীম এবং সসীম বলিয়া সুখরূপও নহে, সুখ বিভাবাদিতে থাকিতেও পারে না। যাহা নিজে সুখ নহে, সুখ যাহাতে নাইও, তাহার সহিত মিলিত হইলেই বা সুখশূন্যা রতি কিরূপে সুখাত্মক রসে পরিণত হইবে? এজন্যই শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"তস্মাল্লৌকিকস্যৈব বিভাবাদেঃ রসজনকত্বং ন শ্রদ্ধেয়ম্॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১১০॥—সেজন্য লৌকিক বিভাবাদির রসজনকত্ব শ্রদ্ধেয় নহে॥"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এই প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন—"কিঞ্চ লৌকিকস্য রত্যাদেঃ সুখরূপত্বং যথাকথঞ্চিদেব। বস্তুবিচারে দুঃখপর্য্যবসায়িত্বাৎ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১১০॥—লৌকিক-রত্যাদির সুখরূপতা যৎসামান্য; কেননা, বস্তুবিচারে (রতি ও বিভাবাদির স্বরূপের কথা বিবেচনা করিলে দেখা যায়, তাহা) দুঃখেই পর্য্যবসিত হয়।"

এই উক্তির সমর্থনে তিনি শ্রীভগবানের একটী উক্তিরও উল্লেখ করিয়াছেন।

"সুখং দুঃখ-সুখাত্যয়ঃ দুঃখং কামসুখাপেক্ষা ॥শ্রীভা, ১১।১৯।৪১॥
—(শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন) প্রাকৃত সুখ-দুঃখের ধ্বংসের নাম সুখ (বিষয়ভোগ সুখ নহে) ; কাম-সুখের (বিষয়ভোগজনিত সুখের) অপেক্ষাই হইতেছে দুঃখ।"

লৌকিকী রতি হইতেছে বিষয়-ভোগ-বাসনা ; এই বাসনাকে ভগবান্ দুঃখ-নামে অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রাকৃত জীবের স্বর্গসুখকেও সংসার-দুঃখ বলিয়াছেন। "কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥ কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥ শ্রীচৈ, চ ২।২০।১০৪-৫॥" স্বর্গসুখকে সংসার-দুঃখ বলার হেতু এই যে, স্বর্গও হইতেছে "অল্প—সসীম" বস্তু, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ; তাহারও উৎপত্তি আছে, বিনাশ আছে। এজন্য স্বর্গে সুখ থাকিতে পারে না। "নাল্পে সুখমস্তি।" তাহাতে যাহা আছে, তাহাও "অল্প", জড়, চিদ্‌বিরোধী ; চিদ্‌বিরোধী বলিয়া সুখবিরোধী ; কেননা, ভূমাবস্তু সুখ হইতেছে চিদ্‌বস্তু ; একমাত্র চিদ্‌বস্তুই ভূমা হইতে পারে। যাহা সুখবিরোধী, তাহাই দুঃখ। এজন্য স্বর্গসুখকেও বস্তুবিচারে দুঃখ বলা হইয়াছে।

উপরে উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন—লৌকিক সুখ-দুঃখের ধ্বংসই হইতেছে সুখ। চিত্তে যদি শম-গুণের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলেই লৌকিক সুখ-দুঃখের অবসান হইতে পারে। কিন্তু শম-গুণ কি ? তাহাও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন—"শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ ॥ শ্রীভা, ১১।১৯।৩৬॥—ভগবানে যে বুদ্ধির নিষ্ঠতা, তাহার নাম শম।" ভগবানে যাঁহার বুদ্ধি নিষ্ঠা লাভ করে, অন্য কোনও বিষয়ে—লৌকিক সুখ-দুঃখেও—তাঁহার বুদ্ধির গতি থাকে না ; আনন্দস্বরূপ—সুখস্বরূপ—ভগবানে বুদ্ধির নিষ্ঠাবশতঃ তিনি সুখই অনুভব করেন। তখন তাঁহার সমস্ত লৌকিক সুখদুঃখের অবসান হয়। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কুতশ্চন ॥ শ্রুতি॥"

শ্রীজীবপাদ আরও বলিয়াছেন—"তত্তন্নিন্দা ভাগবতরসশ্লাঘা চ শ্রীনারদবাক্যে—লৌকিক রসোপকরণসমূহের (লৌকিক রতি-বিভাবাদির) নিন্দা এবং ভাগবত-রসের প্রশংসা শ্রীনারদের বাক্য হইতেও জানা যায়।"

"ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিক্ক্ষয়াঃ ॥
তদ্বাগ্‌বিসর্গো জগতাঘবিপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যচ্ছৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥ শ্রীভা, ১।৫।১০-১১॥

—যে গ্রন্থ গুণালঙ্কারাদিযুক্ত বিচিত্র পদে রচিত হয়, অথচ যাহাতে জগৎ-পবিত্রকারী শ্রীহরির যশের কথা থাকেনা, জ্ঞানিগণ সেই গ্রন্থকে কাকতীর্থ (কাকতুল্য কামী লোকগণের রতি-স্থল) মনে করেন। সত্ত্বপ্রধানচিত্ত পরমহংসগণ তাহাতে কখনও রমণ (আনন্দ অনুভব) করেন না। যাহাতে অসম্পূর্ণ-

অর্থবোধক পদসকল বিন্যস্ত থাকিলেও প্রতিশ্লোকে অনন্ত ভগবানের যশঃ-প্রকাশক এবং সাধুগণের শ্রবণীয়, গ্রহণীয় এবং কীর্ত্তনীয় নামসমূহ সন্নিবিষ্ট থাকে, তাদৃশ বাক্যপ্রয়োগই জনসমূহের পাপনাশক (সুতরাং আনন্দদায়ক) হইয়া থাকে।"

শ্রীরুক্মিণীদেবীর বাক্য হইতেও লৌকিক-রত্যাদির নিন্দার কথা জানা যায়। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,

"ত্বক্-শ্মশ্রু-রোম-নখ-কেশ-পিনদ্ধমন্ত-
মাংসাস্থি-রক্ত-কৃমি-বিট্-কফ-পিত্ত-বাতম্।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতির্বিমূঢ়া
যা তে পদাব্জ-মকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী॥ শ্রীভা, ১০।৬০।৪৫॥

—যে স্ত্রী আপনার পাদপদ্মের মকরন্দ আঘ্রাণ করিতে পারে নাই, সেই মূঢ়মতি স্ত্রীলোক বাহিরে ত্বক্, শ্মশ্রু, রোম, নখ ও কেশদ্বারা আচ্ছাদিত এবং ভিতরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, বাত, পিত্ত এবং কফের দ্বারা পূরিত জীবিত শবদেহকে কান্তজ্ঞানে ভজন করে।" এ-স্থলে বিভাবের বিরূপতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

এ-সমস্তের উল্লেখ করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—

"তস্মাল্লৌকিকস্যৈব বিভাবাদেঃ রসজনকত্বং ন শ্রদ্ধেয়ম্। তজ্জনকত্বে চ সর্বত্র বীভৎসজনকত্বমেব সিধ্যতি॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥১১০॥—এ-সমস্ত কারণে লৌকিক বিভাবাদির রসজনকত্ব শ্রদ্ধেয় নহে। যদি তাহাদের রসজনকত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে বীভৎস-রসজনকত্বই সিদ্ধ হয়।"

পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে—লৌকিকী রতি সুখরূপাও নহে, তাহার মধ্যেও সুখ নাই; সুতরাং লৌকিকী রতির স্বরূপ-যোগত্যা (রসরূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা) থাকিতে পারে না এবং তজ্জন্য তাহা রসরূপেও পরিণত হইতে পারে না। উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্যসমূহ হইতে জানা গেল—লৌকিকী রতির বিভাবাদিরও রসজনকত্ব নাই। কেননা, লৌকিকী রতির আশ্রয় এবং বিষয় —উভয়ই হইতেছে প্রাকৃত জীব। প্রাকৃত জীবের জন্ম-মৃত্যু আছে, রোগ-শোকাদি আছে; সুতরাং প্রাকৃতজীবসম্বন্ধিনী রতিরও বিচ্ছিত্তি আছে; যাহার বিচ্ছিত্তি আছে, তাহাকে স্থায়ী ভাব বলা সঙ্গত হয় না। আবার, প্রাকৃত জীবের কৃমি-কীট-বাতপিত্ত-কফ-পূরিত দেহের কথা মনে পড়িলে চিত্তে সুখের উদ্রেক হয় না, কেবল ঘৃণারই উদ্রেক হয়। এজন্য লৌকিক বিভাবাদির রসজনকত্ব থাকিতে পারে না। এইরূপে দেখা গেল, লৌকিকী রতির রসনিষ্পত্তি অসম্ভব।

ক। পূর্বপক্ষ ও সমাধান

কেহ বলিতে পারেন—লৌকিকী রতি যে পরমাস্বাদ্য রসে পরিণত হইতে পারে না, তাহা স্বীকার করা যায় না। কেননা, সাহিত্যদর্পণে দৃষ্ট হয়,

"সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ॥
লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ।
স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ॥
রজস্তমোভ্যামস্পৃষ্টং মনঃ সত্ত্বমিহোচ্যতে॥৩।২॥

—রসের স্বরূপ হইতেছে এই যে—ইহা অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, আনন্দচিন্ময়, বেদ্যান্তর-স্পর্শশূন্য, ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর এবং লোকোত্তর-চমৎকার-প্রাণ। সহৃদয় সামাজিকগণ সত্ত্বোদ্রেকবশতঃ স্বাকারবৎ অভিন্নত্ব-জ্ঞানে এই রসের আস্বাদন করেন। এ-স্থলে রজস্তমোদ্বারা অস্পৃষ্ট মনকেই সত্ত্ব বলা হইয়াছে।"

এ-স্থলে লৌকিক-রত্যাদি হইতে উদ্ভূত রসের কথাই বলা হইয়াছে।

এই রস হইতেছে "অখণ্ড"-অর্থাৎ "একীভূত"। বিভাবাদি যে সমস্ত সামগ্রীর মিলনে রতি রসরূপত্ব লাভ করে, সে-সমস্ত সামগ্রীর পৃথক্ পৃথক্ অনুভব হয় না, তাহাদের সম্মিলিত বা একীভূত আস্বাদ্যত্বেরই অনুভব হয়।

এই রস আবার "স্বপ্রকাশ"—অর্থাৎ এই রস জ্ঞানান্তরের দ্বারা প্রকাশ্য নহে; রসোৎপত্তির যাহা কারণ, তাহাদ্বারাই রস প্রকাশিত হয়।

এই রস "আনন্দচিন্ময়"—অর্থাৎ আনন্দময় ও চিন্ময়। "চিন্ময়"-শব্দপ্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণ বলিয়াছেন—"চিন্ময় ইতি স্বরূপার্থে ময়ট্—চিৎ-শব্দের উত্তর স্বরূপার্থে ময়ট্-প্রত্যয় করিয়া চিন্ময়-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।" অর্থাৎ রসের স্বরূপ হইতেছে চিৎ।

"বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য"—যখন রসের আস্বাদন হয়, তখন রসাস্বাদনব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ের প্রতিই অনুসন্ধান থাকে না, অন্য কোনও বিষয়েরই জ্ঞান থাকে না; মন একমাত্র রসাস্বাদনেই তন্ময়তা লাভ করে।

"ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর"—ব্রহ্মের আস্বাদের তুল্য। ইহা বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যত্বেরই ফল। যিনি আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের আস্বাদন লাভ করেন, তিনি যেমন কেবল ব্রহ্মাস্বাদনেই তন্ময়তা লাভ করেন, অন্য কোনও বিষয়েই যেমন তাঁহার অনুসন্ধান থাকেনা, যিনি রসের আস্বাদন করেন, তিনিও তেমনি কেবল রসাস্বাদনেই তন্ময়তা লাভ করেন, অন্যবিষয়ের জ্ঞান তাঁহার থাকে না। "ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারতুল্যঃ। টীকায় শ্রীল রামচরণ তর্কবাগীশ॥"

"লোকোত্তর-চমৎকারপ্রাণ",—রসের প্রাণ বা সার বস্তু হইতেছে "লোকোত্তর-চমৎকার।" কিন্তু "লোকোত্তর-চমৎকার" কি? টীকায় শ্রীল রামচরণ তর্কবাগীশ মহোদয় লিখিয়াছেন—"লোকাতীতার্থাকলনেন কিমেতদিতি জ্ঞানধারাজননে চিত্তস্য দীর্ঘপ্রায়ত্বং চিত্তবিস্তারঃ॥" তাৎপর্য্য—লৌকিক জগতে অন্য কোনও বস্তুর আস্বাদনে যে সুখ জন্মে, রসের আস্বাদনজনিত সুখ তাহা অপেক্ষা অপূর্ব বৈশিষ্ট্যময়—কেননা, রসাস্বাদনজনিত সুখ অন্যবস্তু-বিস্মারক। কি-

এই লোকাতীত সুখটী কি ? তাহা জানিবার জন্য চিন্তাধারা বা জ্ঞানধারা জন্মে ; তাহার ফলে চিত্তও দীর্ঘপ্রায়—বিস্তৃত হইয়া পড়ে। চিত্তের এই যে বিস্তার বা স্ফারতা, তাহারই নাম চমৎকার ; লোকাতীতবস্তু-বিষয়ে এই চমৎকার জন্মে বলিয়া ইহাকে লোকাতীতচমৎকার বলা হয়।

সাহিত্যদর্পণের উল্লিখিত শ্লোকে—অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, আনন্দচিন্ময় প্রভৃতি পদে রসের স্বরূপের কথা বলা হইয়াছে। আবার, সামাজিক কিরূপে সেই রসের আস্বাদন করেন, তাহাও বলা হইয়াছে—"সত্ত্বোদ্রেকাৎ স্বাকারবদভিন্নত্বেন অয়ং রসঃ আস্বাদ্যতে"-বাক্যে। এই বাক্যের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করা হইতেছে।

সত্ত্বের উদ্রেক হইলেই সামাজিকের পক্ষে রসের আস্বাদন সম্ভব হইতে পারে। সত্ত্ব কি ? "রজস্তমোভ্যামস্পৃষ্টং মনঃ সত্ত্বম্- রজঃ ও তমো দ্বারা অস্পৃষ্ট মনকে সত্ত্ব বলে।" মায়ার তিনটী গুণ আছে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। রজোগুণ চিত্তবিক্ষেপাদি জন্মায় ; তমোগুণ অজ্ঞানাদি জন্মায়। সত্ত্বগুণ স্বচ্ছ, উদাসীন, অর্থাৎ চিত্তবিক্ষেপাদি বা অজ্ঞানাদি জন্মায় না। রজঃ ও তমঃ অভিভূত হইলে চিত্তে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য জন্মে। রজস্তমোগুণের স্পর্শশূন্য সত্ত্বগুণ-প্রধান চিত্তকেই সাহিত্যদর্পণ "সত্ত্ব" বলিয়াছেন। এতাদৃশ সত্ত্বের উদ্রেক হইলেই, অর্থাৎ রজস্তমোগুণের তিরোভাবে কেবল সত্ত্বগুণের দ্বারা চিত্ত অধিকৃত হইলেই সামাজিকের পক্ষে রসের আস্বাদন সম্ভব। তখন চিত্তের স্থিরতা জন্মে।

তখন কিরূপে রসাস্বাদন হয় ? "স্বাকারবদভিন্নত্বেন।" স্বাকার = স্ব + আকার। স্ব – জীবস্বরূপ, জীবাত্মা। আকার—রূপ, দেহ। জীবস্বরূপ এবং জীবের দেহ বাস্তবিক এক বা অভিন্ন নহে ; তথাপি লোক দেহকেই "আমি" বলিয়া মনে করে, দেহ এবং দেহীকে অভিন্ন মনে করে। তদ্রূপ—স্বাকারবৎ-অভিন্নত্বের জ্ঞানে—জ্ঞাতৃজ্ঞানভেদ-জ্ঞানহীন হইয়া—সামাজিক রসাস্বাদন করিয়া থাকেন।

এক্ষণে পূর্বপক্ষের প্রশ্ন হইতেছে এই যে—লৌকিকী রতি যে রসত্ব লাভ করে এবং রসত্ব লাভ করিয়া আনন্দময় এবং চিন্ময় হয়, তখন তাহার আস্বাদ যে ব্রহ্মাস্বাদের তুল্য হইয়া থাকে এবং সত্ত্বগুণাধিকৃত-চিত্ত সামাজিক যে তাহার আস্বাদনে অন্য সমস্ত ভুলিয়া যায়েন—একথা তো সাহিত্যদর্পণ বলিয়াছেন। সুতরাং লৌকিকী রতি যে রসরূপে পরিণত হইতে পারে না, একথা কিরূপে বিশ্বাস করা যায় ?

উত্তরে বক্তব্য এই। পূর্বেই বলা হইয়াছে—লৌকিক বিভাবাদি এবং লৌকিকী রতি জড়াতীত নহে ; তাহারা জড়—সুতরাং "অল্প" ; "অল্প" বলিয়া তাহারা সুখস্বরূপও নয়, তাহাদের মধ্যেও সুখ থাকিতে পারে না ; তাহাদের সম্মিলনে যাহার উৎপত্তি হয়, তাহাও সুখস্বরূপ বা আনন্দ-স্বরূপ হইতে পারে না। রতি-বিভাবাদি চিদ্‌বিরোধী জড় বলিয়া চিৎস্বরূপ হইতে পারে না ; তাহাদের সম্মিলনে যে বস্তুর উদ্ভব হয়, তাহাও চিৎস্বরূপ হইতে পারে না। বস্তুবিচারে জড়বস্তুও স্বরূপতঃ দুঃখ, তাহা সুখ নয়। সুতরাং লৌকিক-রতি-বিভাবাদির সম্মিলনে যাহার উদ্ভব হয়, তাহা

বাস্তবিক সুখাত্মক রস হইতে পারে না। তথাপি যে সাহিত্যদর্পণ তাহাকে আনন্দস্বরূপ এবং চিৎস্বরূপ বলিয়াছেন, তাহার হেতু এই।

দধি-শর্করাদি প্রাকৃত বস্তুর আস্বাদনে, কিম্বা তাহাদের সম্মিলনে প্রস্তুত রসালার আস্বাদনে, আমরা যে সুখ অনুভব করি, তাহা বাস্তব সুখ নহে; তাহা হইতেছে সত্ত্বগুণজাত চিত্তপ্রসাদ; আমাদের উপভোগ্য বলিয়াই তাহাকে আমরা সুখ বলি। তাহা স্বরূপতঃ সুখ নহে, উপচারবশতঃই তাহাকে সুখ বলা হয়। কাব্যাদির আস্বাদনে সত্ত্বগুণপ্রধান চিত্তে যে চিত্তপ্রসাদ জন্মে, তাহাকেও উপচারবশতঃই সুখ বা আনন্দ বলা হয়। বস্তুবিচারে তাহা কিন্তু সুখ বা আনন্দ নহে; সুতরাং বস্তুবিচারে তাহাকে আনন্দস্বরূপও বলা যায় না। কবির সুনির্বাচিত শব্দযোজনায়, বা বর্ণনাকৌশলে এবং কথকের বা গায়কের প্রকাশন-বিদগ্ধতায়, কিম্বা অনুকর্ত্তার অভিনয়-চাতুর্য্যে সত্ত্বগুণপ্রধান সামাজিকের বা শ্রোতার চিত্তপ্রসাদ এমন ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে যে, লৌকিক জগতের অন্য বস্তুর আস্বাদনে তদ্রূপ হয় না; তাহাতেই চমৎকৃতির এবং লোকাতীতত্বের ভাব জন্মে। যাহা লোকাতীত জড়াতীত, তাহাই চিৎ। অদ্ভুত চিত্তপ্রসাদ লোকাতীত বলিয়া মনে হয় বলিয়াই তাহাকে চিৎস্বরূপ বলিয়া মনে হয়; এই চিৎস্বরূপত্বও ঔপচারিক, বাস্তব নহে। এইরূপে বুঝা গেল—লৌকিক-রত্যাদির সম্মিলনে যে বস্তুর উদ্ভব হয়, বস্তুবিচারে তাহাকে রস বলা যায় না, উপচারবশতঃই তাহাকে রস বলা যায়।

যদি বলা যায়—জীবাত্মা তো চিৎস্বরূপ বলিয়া আনন্দাত্মক। সত্ত্বগুণও স্বচ্ছ। সামাজিকের চিত্ত যখন কেবল সত্ত্বগুণের দ্বারা আবৃত থাকে, তখন স্বচ্ছ সত্ত্বগুণের ভিতর দিয়া চিত্তস্থিত আনন্দাত্মক জীবাত্মার আনন্দরশ্মি স্ফুরিত হইতে পারে এবং তাহাই রতি-বিভাবাদিকে আনন্দাত্মক করিয়া সামাজিকের পক্ষে আস্বাদ্য রসরূপে পরিণত করিতে পারে। কিন্তু ইহাও বিচারসহ নহে। কেননা,

প্রথমতঃ, জীবাত্মা আনন্দাত্মক হইলেও অতি ক্ষুদ্র, অণুপরিমিত। তাহার আনন্দরশ্মিও অতি ক্ষীণ। অতি ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অন্য বস্তুর উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। অণুপরিমিত জীবাত্মা আনন্দাত্মক হইলেও জড়স্বরূপ লৌকিক-রতিবিভাবাদির উপর বিশেষ কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, তাহাদিগকে আনন্দাত্মক করিতে পারে না। গোধূমচূর্ণের সহিত এক কণিকা শর্করা মিশ্রিত হইলে গোধূমচূর্ণ শর্করার স্বাদ প্রাপ্ত হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, আনন্দাত্মক জীবাত্মার আনন্দরশ্মি রতি-বিভাবাদিকেও আনন্দাত্মক করিয়া আস্বাদ্য করিতে পারে, তাহা হইলেও এই আস্বাদ্যত্ব হইবে জীবাত্মার আনন্দরশ্মির, রতি-বিভাবাদির নহে। গোধূমচূর্ণের সহিত বহুল পরিমাণ শর্করা মিশ্রিত হইলে সেই শর্করামিশ্রিত গোধূমচূর্ণের যে মিষ্টত্ব অনুভূত হয়, তাহাও শর্করারই মিষ্টত্ব, গোধূমচূর্ণের মিষ্টত্ব নহে; শর্করামিশ্রিত গোধূমচূর্ণ শর্করা হইয়া যায় না, মিষ্টত্বও ধারণ করে না। তদ্রূপ, আনন্দাত্মক জীবাত্মার আনন্দরশ্মি লৌকিক-রত্যাদির সহিত মিশ্রিত হইয়া রত্যাদিকে আস্বাদ্য করিয়া তুলি

সেই আস্বাদ্যত্ব হইবে জীবাত্মার আনন্দরশ্মির, তাহা রত্যাদির আস্বাদ্যত্ব হইবে না ; সুতরাং এই অবস্থায় রত্যাদি যে রসরূপে পরিণত হয়, তাহা বলা সঙ্গত হয় না। শর্করামণ্ডিত তিক্ত ঔষধবটীকা গলাধঃকরণসময়ে মিষ্ট বলিয়াই মনে হয় ; কিন্তু এই মিষ্টত্ব ঔষধবটীকার নহে, বটীকার আবরণ শর্করারই এই মিষ্টত্ব ; বটীকা মিষ্ট—সুতরাং আস্বাদ্য—হইয়া যায় না।

যে চিত্তে রজস্তমোগুণ নাই, কেবল সত্ত্ব আছে, সেই চিত্তও গুণময় ; কেননা, সত্ত্বও ত্রিগুণময়ী মায়ার গুণ, ইহাও বন্ধন জন্মায়। সত্ত্বগুণও "সুখসঙ্গেন বধ্নাতি ॥ গীতা ॥" গুণময় চিত্ত দেহাত্ম-বুদ্ধিবশতঃ গুণময় বস্তুর আস্বাদনের জন্যই লালায়িত ; এবং গুণময় বস্তুর আস্বাদনে সত্ত্বগুণের প্রভাবে যে চিত্তপ্রসাদ জন্মে, তাহাকেই সুখ বলিয়া মনে করে। সত্ত্বপ্রধানচিত্ত সামাজিক গুণময় লৌকিক রত্যাদির আস্বাদনজনিত চিত্তপ্রসাদকেই সুখ বলিয়া মনে করে এবং রতিও বিভাবাদির যোগে রসরূপে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে করে। বাস্তবিক লৌকিক রত্যাদি বস্তুবিচারে রসরূপে পরিণত হয় না, হইতে পারেও না। লৌকিক-রত্যাদির স্বরূপই হইতেছে রসত্ব-বিরোধী।

আবার যদি বলা যায়—জগতের সমস্ত বস্তুই তো চিজ্জড়-মিশ্রিত ; শুদ্ধ অবিমিশ্র জড় কোনও বস্তুই জগতে নাই। লৌকিক-রত্যাদিও চিজ্জড়-মিশ্রিত। লোকের চিত্ত রজস্তমোগুণের আবরণে আচ্ছাদিত বলিয়া কোনও বস্তুর চিদংশ অনুভূত হয় না। সেই আবরণ যখন দূরীভূত হইয়া যায়, তখন সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয় ; সত্ত্বগুণ স্বচ্ছ বলিয়া চিজ্জড়াত্মক লৌকিক-রত্যাদির চিদংশ, অর্থাৎ লৌকিক রত্যাদির আকারে আকারিত চিদংশ, অনুভবের বিষয় হইতে পারে। তাহাদের সম্মিলিত আকারেরও অনুভব হইতে পারে। তাহাদের সম্মিলিত আকারই রস এবং তাহা চিন্মাত্র বলিয়া স্বরূপতঃ সুখস্বরূপ ; তাহা রসরূপে গৃহীত হইবে না কেন ?

উত্তরে বক্তব্য এই। লৌকিক জগতে সমস্ত বস্তুই—সুতরাং লৌকিক-রত্যাদিও—যে চিজ্জড়মিশ্রিত, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু জাগতিক প্রত্যেক বস্তুতেই চিৎ-এর বা চৈতন্যাংশের কার্য্য হইতেছে সেই বস্তুর উপাদানীভূত মায়িকগুণত্রয়ের উপাদানত্ব-সিদ্ধি, সেই বস্তুরূপে তাহার আকারত্ব-সিদ্ধি, বস্তুর গুণাদি-সিদ্ধি। উপাদানত্বাদি-সিদ্ধির জন্য যতটুকু চৈতন্যাংশের প্রয়োজন, ততটুকু চৈতন্যাংশই সেই বস্তুতে থাকে, তদতিরিক্ত থাকে না ; জলের উৎপত্তির জন্য যতটুকু উদ্‌জান এবং অম্লজানের প্রয়োজন, ততটুকু উদ্‌জান এবং অম্লজানই জলে যেমন থাকে, তদতিরিক্ত যেমন থাকে না, তদ্রূপ। অতিরিক্ত চৈতন্যাংশ যদি কোনও বস্তুতে থাকিত, তাহা হইলে প্রস্তরখণ্ড বা শুষ্ককাষ্ঠখণ্ডেরও অন্যনিরপেক্ষ-ভাবে গতি থাকিত ; চৈতন্য গতিশীল ; অতিরিক্ত চৈতন্যাংশ তাহার ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া প্রস্তরখণ্ড বা কাষ্ঠখণ্ডকে গতি দান করিত। যবক্ষার বা কুইনাইনও অতিরিক্ত চিদংশের প্রভাবে কিছু মিষ্টত্ব লাভ করিত। তাহা যখন দৃষ্ট হয় না, তখন স্বীকার করিতেই হইবে—চিজ্জড়মিশ্রিত প্রাকৃত বস্তুতে অতিরিক্ত চৈতন্যাংশ নাই ; যাহা কিছু আছে, প্রাকৃত স্তর উপাদানত্ব, আকারত্বাদি দানের কার্য্যেই তাহার সমস্ত সামর্থ্য নিয়োজিত, জড়ের সঙ্গে মিশ্রিত

হইয়া তাহাও জড়ধর্ম্মী হইয়া রহিয়াছে। মহাপ্রলয়ে যখন ত্রিগুণময়ী জড়মায়া হইতে সেই চৈতন্যাংশ অপসারিত হয়, তখনই মায়া সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় স্বরূপে—শুদ্ধ জড়রূপে—অবস্থান করে।

সুতরাং লৌকিক-রত্যাদি চিজ্জড়-মিশ্রিত বলিয়া স্বচ্ছস্বভাব সত্ত্বগুণের উদ্রেকে তাহাদের চিদংশ অনুভূত হইতে পারে না ; কেননা, লৌকিক বস্তুতে চিদংশের পৃথক্ সত্ত্বা নাই, প্রয়োজনাতিরিক্ত চিদংশও নাই। তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, চিদংশের অনুভব হয়, তাহা হইলেও যে লৌকিক রত্যাদির অনুভব হয়, তাহা বলা যায় না ; কেননা, লৌকিক রত্যাদির অঙ্গীভূত চিদংশেরই অনুভব হয়, চিজ্জড়মিশ্রিত রত্যাদির অনুভব হয় না। চিজ্জড়মিশ্রিত রত্যাদিই হইতেছে রসের উপকরণ। সেই উপকরণে চৈতন্যাংশের পৃথক্ অনুভব হইতে পারে না ; কেননা, তাহাতে চৈতন্যাংশের পৃথক্ সত্ত্বা নাই। সুখস্বরূপ চৈতন্যাংশ কোনও প্রাকৃত বস্তুকে সুখস্বরূপও করে না। যবক্ষারে বা কুইনাইনেও জড়ের সঙ্গে চৈতন্যাংশ বিদ্যমান ; তথাপি যবক্ষার বা কুইনাইনে মিষ্টত্ব নাই, যবক্ষারের বা কুইনাইনের আস্বাদনেও সুখ জন্মে না—সত্ত্বোদ্রিক্ত-চিত্ত ব্যক্তিরও না।

রজস্তমোগুণের আবরণ দূরীভবনের পরে সত্ত্বোদ্রেক হইলেই যদি সামাজিক চিজ্জড়মিশ্রিত লৌকিক রত্যাদির চিদংশের অনুভব পাইতেন, তাহা হইলে তাদৃশ যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও সময়ে যে কোনও চিজ্জড়মিশ্রিত বস্তুর—এমন কি যবক্ষার বা কুইনাইনের—চিদংশের আস্বাদনেই মিষ্টত্বের বা সুখের অনুভব লাভ করিতে পারিতেন, জীবন্মুক্ত লোকগণও যবক্ষারাদি তিক্তবস্তুর আস্বাদনে পরমানন্দ অনুভব করিতেন। কিন্তু তাহা কখনও দৃষ্ট হয় না।

এইরূপে দেখা গেল—লৌকিক রত্যাদি চিজ্জড়মিশ্রিত বলিয়া চৈতন্যাংশের প্রভাবে তাহারা সুখরূপত্ব লাভ করিতে পারে না—সুতরাং তাহাদের মিলনেও সুখাত্মক রসের উদয় হইতে পারে না।

তবে লৌকিক কাব্যের দর্শন-শ্রবণাদির ফলে সহৃদয় সামাজিক যে আনন্দ অনুভব করেন, তাহা হইতেছে সত্ত্বগুণজাত চিত্তপ্রসাদ—অনুকর্ত্তার অভিনয়-চাতুর্য্যে এবং কথকের কথন-নৈপুণ্যে তাহা অপূর্ব্ব চমৎকারিত্ব প্রাপ্ত হয় বলিয়াই সেই চিত্তপ্রসাদ উচ্ছ্বাসময় হইয়া থাকে এবং তাহাকেই রস বলা হয়। বস্তুতঃ ইহা রস নহে, উপচারবশতঃই ইহাকে রস বলা হয়।

১৭২। লৌকিক-রসবিদ্‌গণের মতে ভক্তির রসতাপ্রাপ্তি অস্বীকৃত

দেবাদিবিষয়া রতি

গৌড়ীয় আচার্য্যগণ যেমন লৌকিক রত্যাদির রসতাপত্তি স্বীকার করেন না, তেমনি আবার লৌকিক-রসশাস্ত্রবিদ্‌গণও ভক্তির, বা ভগবদ্‌বিষয়া রতির রসতাপত্তি স্বীকার করেন না। তাঁহারা মনে করেন, ভগবান্ হইতেছেন দেবতা। তাঁহারা দেবাদিবিষয়া রতিকে "ভাব" বলেন—সামগ্রীর অভাবে যাহা রসে পরিণত হইতে পারে না। (পরবর্ত্তী ৭।৩০১-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

কাব্যপ্রকাশ বলিয়াছেন—"রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাঽঞ্জিতঃ। ভাবঃ প্রোক্তঃ॥ ৪।৪৮॥—দেবাদিবিষয়া রতিকে এবং ব্যঞ্জিত ব্যভিচারীকে ভাব বলা হয়।"

কাব্যপ্রকাশের উল্লিখিত বাক্যের ব্যাখায় টীকাকার ঝাল্‌কিকার বলিয়াছেন—“রতির্রিতি সকলস্থায়িভাবোপলক্ষণম্। দেবাদিবিষয়েত্যপি অপ্রাপ্তরসাবস্থোপলক্ষণম্। তথা-শব্দশ্চার্থে। তেন দেবাদিবিষয়া সর্বপ্রকারা, কান্তাদিবিষয়াপি অপুষ্টা রতিঃ, হাসাদয়শ্চ অপ্রাপ্তরসাবস্থাঃ, বিভাবাদিভিঃ প্রাধান্যেনাঞ্জিতো ব্যঞ্জিতো ব্যভিচারী চ ভাবঃ প্রোক্তঃ ভাবপদাভিধেয়ঃ কথিত ইতি সূত্রার্থঃ।—এ-স্থলে ‘রতি’-শব্দে সমস্ত স্থায়িভাবই উপলক্ষিত হইয়াছে। ‘দেবাদিবিষয়া’-পদেও অপ্রাপ্তরসাবস্থা উপলক্ষিত হইয়াছে। ‘তথা’-শব্দ ‘চ’-কারের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং দেবাদিবিষয়া সর্বপ্রকার রতি, কান্তাদিবিষয়া অপুষ্টা রতিও, অপ্রাপ্ত-রসাবস্থা হাসাদি এবং বিভাবাদিদ্বারা প্রধানভাবে ব্যঞ্জিত ব্যভিচারীও ভাবপদবাচ্য। ইহাই হইতেছে সূত্রের অর্থ।”

কাব্যপ্রকাশের প্রদীপটীকাতেও বলা হইয়াছে—

“রত্যাদিশ্চেন্নিরঙ্গঃ স্যাদ্‌দেবাদিবিষয়োঽথবা।
অন্যাঙ্গভাবভাগ্‌ বা স্যান্ন তদা স্থায়িশব্দভাক্‌॥

—রত্যাদি যদি নিরঙ্গ (অঙ্গহীন) হয়, অথবা দেবাদিবিষয়ক হয়, অথবা অন্যের অঙ্গভাগভাক্‌ হয়, তাহা হইলে স্থায়ি-পদবাচ্য হয় না।”

রসগঙ্গাধর হইতে আচার্য্য জগন্নাথের উক্তিও এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হইতেছে ঃ—

“অথ কথমেত এব রসাঃ। ভগবদালম্বনস্য রোমাঞ্চাশ্রুপাতাদিভিরনুভাবিতস্য হর্ষাদিভিঃ পোষিতস্য ভাগবতাদিপুরাণ-শ্রবণ-সময়ে ভগবদ্‌ভক্তৈরনুভূয়মানস্য ভক্তিরসস্য দুরপহ্নবাৎ। ভগবদনুরাগ-রূপা ভক্তিশ্চাত্র স্থায়িভাবঃ। ন চাসৌ শান্তরসেঽন্তর্ভাবমর্হতি। অনুরাগস্য বৈরাগ্য-বিরুদ্ধত্বাৎ। উচ্যতে। ভক্তের্দেবাদিবিষয়রতিত্বেন ভাবান্তর্গততয়া রসত্বানুপপত্তেঃ।—(যদি কেহ বলেন যে) এই কয়েকটীই (শৃঙ্গারাদি কেবল নয়টীই) মাত্র কেন রস হইবে? ভগবান্‌ যাহার বিষয়ালম্বন, রোমাঞ্চ-অশ্রুপাতাদি যাহার অনুভাব, হর্ষাদি ব্যভিচারিভাবের দ্বারা যাহা পরিপুষ্ট, ভাগবতাদি-পুরাণ-শ্রবণ-সময়ে ভগবদ্‌ভক্তগণ যাহার অনুভব করেন (অর্থাৎ ভাগবতাদি-পুরাণ-শ্রবণ যাহার উদ্দীপন), সেই ভক্তিরসের অপহ্নব (অস্বীকার) করা যায় না (অর্থাৎ ভক্তিরস কেন স্বীকৃত হইবে না?)। এ-স্থলে ভগবদনুরাগরূপা ভক্তি হইতেছে স্থায়িভাব এবং রসোৎপাদক আলম্বন-বিভাব, উদ্দীপন-বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারিভাবও এ-স্থলে বিদ্যমান। এ-সমস্তের যোগে স্থায়িভাব ভক্তি কেন রসে পরিণত হইবে না? (ইহা অবশ্যই রসে পরিণত হইবে। তবে) এই ভক্তিরসকে (পূর্বকথিত নয়টী রসের অন্তর্গত) শান্তরসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করাও সঙ্গত নয়; কেননা, (ভক্তিরসের স্থায়িভাব হইতেছে অনুরাগ, বৈরাগ্য হইতেছে শান্তরসের মূল;) অনুরাগ বৈরাগ্যের বিরুদ্ধ বস্তু (সুতরাং ভক্তিরস একটী স্বতন্ত্র রসরূপেই পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে রসগঙ্গাধর বলিতেছেন, (ভক্তিরসকে কেন স্বীকার করা হয় না, তাহা) বলা হইতেছে। ভক্তি হইতেছে দেবাদিবিষয়া রতি; দেবাদিবিষয়া রতি হইতেছে ভাবের অন্তর্ভুক্ত; এজন্য ভক্তির রসত্ব উপপন্ন হইতে পারে না।”

শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার ভক্তিরসায়নের "রতির্দেবাদিবিষয়া"-ইত্যাদি ২।৭৫-শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"সঞ্চারিণঃ প্রধানানি দেবাদিবিষয়া রতিঃ। উদ্বুদ্ধমাত্রঃ স্থায়ী চ ভাব ইত্যভিধীয়তে॥" ইত্যুক্তরীত্যা যত্র সঞ্চারিণো ভাবাঃ প্রাধান্যেনাভিব্যক্তাঃ, রতিশ্চ দেবাদিবিষয়ে প্রবৃত্তা স্থায়িনো ভাবাশ্চ বিভাবাদিভিরপুষ্টতয়া রসরূপতামনাপদ্যমানাঃ স্যুঃ, তত্র তে ভাব-শব্দবাচ্যা ভবন্তি, ন রসশব্দবাচ্যাঃ, ইতি যদ্যপি বিশ্বনাথাদিভিরালঙ্কারিকৈরুক্তম্" ইত্যাদি।"

তাৎপর্য্য হইতেছে এই ঃ—যদিও সাহিত্য-দর্পণকারাদি আলঙ্কারিকগণ বলেন—প্রাধান্যপ্রাপ্ত সঞ্চারিভাবসমূহ, দেবাদিবিষয়া রতি এবং যে স্থায়িভাব উন্মুখমাত্র হইয়াছে, কিন্তু বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারিভাবের দ্বারা পুষ্টি লাভ করে নাই, তাহা—ইহারা হইতেছে 'ভাব'-শব্দবাচ্য, রসশব্দবাচ্য নহে-ইত্যাদি।

এই উক্তি হইতেও জানা গেল—সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রভৃতি লৌকিক আলঙ্কারিকগণের মতেও দেবাদিবিষয়া রতি হইতেছে "ভাব", ইহা রস নহে।

কিন্তু "ভাব" বলিতে কি বুঝায়, "রস" বলিতেই বা কি বুঝায়, তাহা জানা দরকার ; নচেৎ লৌকিক আলঙ্কারিকদের উল্লিখিত উক্তির সারবত্তা আছে কিনা, তাহা বুঝা যাইবে না।

উপরে শ্রীপাদ মধুসূদন স্বরস্বতীর "সঞ্চারিণঃ প্রধানানি"-ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে—"উদ্বুদ্ধমাত্রঃ স্থায়ী চ ভাব ইত্যভিধীয়তে॥—যে স্থায়িভাব সবেমাত্র উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাহাকেও ভাব বলা হয়।"

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভাব ও রসের পার্থক্যসম্বন্ধে বলিয়াছেন—
"ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ। হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥

ভাবনায়াঃ পদে যস্তু বুধেনানন্যবুদ্ধিনা। ভাব্যতে গাঢ়সংস্কারৈশ্চিত্তে ভাবঃ স কথ্যতে॥২।৫।৭৯।
—ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তে যাহা চমৎকারাতিশয় রূপে অত্যধিকরূপে আস্বাদিত হয়, তাহাকে বলে রস। আর, অনন্যবুদ্ধি পণ্ডিতগণ ভাবনার পদে রাখিয়া গাঢ় সংস্কারের দ্বারা চিত্তে যাহার ভাবনা করেন, তাহাকে বলে ভাব।"

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—"বিভাবাদিদ্বারা প্রথমে ভাবসাক্ষাৎকার জন্মে ; তাহার পরে ভাবস্বরূপ হয় ; তাহার পরে সে-সমস্ত বিভাবাদিদ্বারা রস-সাক্ষাৎকার হয়—ইহাই হইতেছে ক্রম। উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ে রতি ও রসের দশাবিশেষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তাহাদের ভেদের কথা বলা হইয়াছে। বিভাব-ব্যভিচারিভাবসমূহের ভাবনামার্গ পরিত্যাগ করিয়াই রসের আস্বাদন হয়। রস কি রকম ? রতি (ভাব) অপেক্ষা অতিশয় চমৎকারজনক। ভাব কিন্তু বিভাব-ব্যভিচারী প্রভৃতির ভাবনাস্পদ চিত্তে ভাবিত হয় (অর্থাৎ ভাবনাদ্বারাই আস্বাদ্য হয়)। রসসাক্ষাৎকার-কালে বিভাবাদির স্বতন্ত্রভাবে অনুভব হয় না ; রতি (ভাব)-সাক্ষাৎকার-কালে কিন্তু বিভাবাদির স্বতন্ত্ররূপে অনুভব হ

রস-সাক্ষাৎকার অপেক্ষা রতি (ভাব)-সাক্ষাৎকারে গাঢ়ত্বের অভাব—ইহাই হইতেছে রতি বা ভাব এবং রসের ভেদ।"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী টীকায় লিখিয়াছেন—

"সমাধিধ্যানয়োরেবানয়োর্ভেদ ইতি ভাবঃ।—সমাধি এবং ধ্যানের মধ্যে যে ভেদ, রস এবং ভাবের মধ্যেও তদ্রূপ ভেদ।" সমাধি-অবস্থায় যেমন ধ্যেয়-বস্তুব্যতীত অন্য কোনও বস্তুর বোধ থাকেনা, তদ্রূপ রসাস্বাদন-কালেও বিভাবাদির পৃথক্ জ্ঞান থাকে না। আবার, ধ্যানকালে যেমন অন্য বস্তুর ভাবনাও আসে, তদ্রূপ ভাবের সাক্ষাৎকারকালেও বিভাবাদির ভাবনা থাকে।

এইরূপে বুঝা গেল—ভাব হইতেছে রসের প্রথম অবস্থা—যাহা বিভাবাদির ভাবনাদ্বারা ভাবস্বরূপত্ব (রসরূপে পরিণতির যোগ্যতা) প্রাপ্ত হয় এবং পরে বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া রসরূপে পরিণত হয়। এই ভাবকে চিত্তের সর্বপ্রথম বিক্রিয়াও বলা যায়।

সাহিত্যদর্পণও বলিয়াছেন, "নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া॥ জন্মতঃ প্রভৃতি নির্বিকারে মনসি উদ্বুদ্ধমাত্রো বিকারোভাবঃ॥৩।১০০॥—নির্বিকারাত্মক চিত্তে প্রথম যে বিক্রিয়া জন্মে, তাহাকে ভাব বলে। জন্মাবধি মনে উদ্বুদ্ধমাত্র যে বিকার, তাহাই ভাব।" কিন্তু সাহিত্যদর্পণ-কথিত এই ভাব হইতেছে নায়িকাদের ভাব-হাব-হেলা-প্রভৃতি বিংশতি অলঙ্কারের অন্তর্গত ভাব। তথাপি উদ্বুদ্ধমাত্রত্বাংশে মধুসূদনস্বরস্বতীপাদের উক্তির সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আছে।

সরস্বতীপাদের উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—স্থায়িভাব রতি (যাহা বিভাবাদিদ্বারা পুষ্টিলাভ করে নাই, সেই রতি) যেমন ভাব-শব্দবাচ্য, কিন্তু রস-শব্দবাচ্য হইতে পারে না, দেবাদিবিষয়া রতিও তদ্রূপ কেবল ভাব-শব্দবাচ্য, কিন্তু রস-শব্দবাচ্য হইতে পারে না—ইহাই হইতেছে প্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণের অভিমত।

কিন্তু উদ্বুদ্ধমাত্র-অবস্থাতে স্থায়িভাব রতি রসপদ-বাচ্য না হইলেও যখন বিভাবাদিদ্বারা পুষ্টি লাভ করে, তখন তাহা রসত্ব লাভ করিতে পারে। দেবাদিবিষয়া রতি কি বিভাবাদি-রসসামগ্রীর সহিত মিলিত হইয়া রসত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না? প্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণের অভিমত এই যে—দেবাদিবিষয়া রতি কখনও রসে পরিণত হইতে পারে না। ইহাতে বুঝা যায়—দেবাদিবিষয়া রতি কখনও বিভাবাদি-সামগ্রীর সহিত মিলিত হইতে পারে না। কিন্তু কেন? এই কেন'র উত্তর পাওয়ার চেষ্টা করা হইতেছে।

দেব বা দেবতা তুই রকমের—ঈশ্বর-তত্ত্ব এবং জীবতত্ত্ব। "যস্য দেবে পরা ভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ", "এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো", "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্‌কে "দেব" এবং "দেবতা' বলা হইয়াছে। পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ অনাদিকাল হইতে বাসুদেব, নারায়ণ, রাম, নৃসিংহ,

সদাশিবাদি যে-সকল অনন্ত গুণাতীত ভগবৎ-স্বরূপরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত, তাঁহারাও "দেব" বা "দেবতা।" ইঁহারা হইতেছেন ঈশ্বর-তত্ত্ব দেব বা দেবতা, আনন্দঘনবিগ্রহ।

"তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্॥ শ্বেতাশ্বতর ।৬।৭॥"-বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর "দেবতানাং"-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—'দেবতানামীন্দ্রাদীনাম্'—ইন্দ্রাদি দেবতা। এ-স্থলে ইন্দ্রাদিকে দেবতা বা দেব বলা হইয়াছে। ইন্দ্র কিন্তু ঈশ্বর-তত্ত্ব নহেন; তিনি জীবতত্ত্ব। এইরূপে জীবকোটি ব্রহ্মা এবং জীবকোটি শিবও জীবতত্ত্ব, অথচ দেবতা। এ-সমস্ত দেবতা হইতেছেন জীবতত্ত্ব।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—"দেবাদিবিষয়া রতিঃ"-পদে কোন্ রকমের দেবতা আলঙ্কারিকদের অভিপ্রেত? ঈশ্বরতত্ত্ব দেবতা? না কি জীবতত্ত্ব দেবতা?

তাহা নির্ণয় করিতে হইলে রতির স্বরূপের কথা চিন্তা করিতে হইবে। লৌকিক-রস-কোবিদ্গণ সর্বত্রই রজস্তমোহীন-সত্ত্বগুণান্বিত-চিত্ত সামাজিকের কথাই বলিয়াছেন; এতাদৃশ সামাজিকের চিত্ত সত্ত্বগুণান্বিত বলিয়া সেই চিত্তের বৃত্তিবিশেষরূপা রতিও সত্ত্বগুণময়ী; সত্ত্বগুণও মায়িকগুণ; সুতরাং সত্ত্বগুণময়ী রতিও হইবে মায়িকী, মায়িকগুণময়ী। গুণাতীত ভগবৎস্বরূপ মায়িক-গুণময়ী রতির বিষয় হইতে পারেন না। মায়িক-গুণময় চিত্তে গুণাতীত ভগবদ্বিষয়া রতির অঙ্কুরও জন্মিতে পারে না। চিত্ত হইতে মায়ার রজঃ, তমঃ এবং সত্ত্ব—এই তিনটী গুণ সম্যক্রূপে অপসারিত হইলেই তাহাতে ভক্তিরূপা ভগবদ্বিষয়া রতির প্রথম আবির্ভাব হইতে পারে, তৎপূর্ব্বে নহে। ইহা হইতে বুঝা গেল—লৌকিক-রসকোবিদ্গণ কোনও স্থলেই যখন মায়িক-গুণাতীত-চিত্ত সামাজিকের কথা বলেন নাই, সর্বত্রই যখন তাঁহারা সত্ত্বগুণান্বিতচিত্ত (অর্থাৎ মায়িক-গুণময়চিত্ত) সামাজিকের কথাই বলিয়াছেন, তখন "দেবাদিবিষয়া রতিঃ"-স্থলে "দেব"-শব্দে কোনও গুণাতীত ভগবৎস্বরূপরূপ (অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্ব) দেবতা তাঁহাদের অভিপ্রেত হইতে পারে না। জীবতত্ত্ব ইন্দ্রাদিদেবতাই তাঁহাদের অভিপ্রেত।

ইহার সমর্থক অন্য বিষয়ও আছে। ইন্দ্রাদি জীবতত্ত্বদেবতাগণ মোক্ষ দিতে পারেন না, গুণময় ভোগ্যদ্রব্যাদি দিতে পারেন। যতক্ষণ চিত্তে মায়িক গুণ থাকিবে, ততক্ষণ দেহেন্দ্রিয়াদির ভোগের বাসনাও থাকিবে। সত্ত্বগুণ দেহভোগ্য সুখাদিতে আসক্তি জন্মাইয়া বন্ধন জন্মায়, এজন্য সত্ত্বগুণ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—"সুখসঙ্গেন বধ্নাতি॥ গীতা॥" মায়িক গুণান্বিত-চিত্ত লোকগণ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু লাভের জন্য ইন্দ্রাদি দেবতার পূজাদি করিয়া থাকেন, ইন্দ্রাদি জীবতত্ত্ব দেবতার সম্বন্ধে তাঁহাদের চিত্তে রতির উদয় হইতে পারে। সামাজিকগণের চিত্ত সত্ত্বগুণান্বিত বলিয়া প্রাকৃত বস্তুর ভোগজনিত সুখের আশায় ইন্দ্রাদি জীবতত্ত্ব দেবতায় রতিযুক্ত হইতে পারে।

কিন্তু এইরূপে ইন্দ্রাদি-জীবতত্ত্ব-দেবতা-বিষয়া রতি অনুকূল বিভাবাদির সহিত মিলিত হইতে পারে না। তাহার হেতু এই:—

ইন্দ্রাদি দেবতা সামাজিকের ন্যায় স্বরূপতঃ জীব হইলেও কিন্তু দেবতা; সামাজিক কিন্তু দেবতা

নহেন। দেবতা বলিয়া ইন্দ্রাদি জীবতত্ত্ব দেবতাগণ হইতেছেন দেবচরিত্র, তাঁহারা মনুষ্যচরিত্র নহেন, অর্থাৎ তাঁহাদের আচরণ সাধারণ মানুষের আচরণের মত নহে ; তাঁহাদের মধ্যে কিছু ঐশ্বর্য্যের বিকাশও আছে --যাহা সাধারণ মানুষে নাই। এজন্য ইন্দ্রাদিদেবতারূপ বিভাবাদি মনুষ্যচরিত সামাজিকের লৌকিকী রতির অনুকূল হইতে পারে না এবং সেই রতির পরিপোষকও হইতে পারে না। সেই রতি যতটুকু প্রথমে উদ্বুদ্ধ হয়, ততটুকুমাত্রই থাকিয়া যায়, বৰ্দ্ধিত বা পরিপুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা কেননা, পরিপোষক-সামগ্রী বিভাবাদির অভাব। বিভাবাদি থাকিলেও সেই বিভাবাদি রতির অনুকূল নহে বলিয়া রতির যখন পোষক নয়, তখন রতির পক্ষে সেই বিভাবাদি না থাকার তুল্যই। আবার, সামাজিকের রতি স্বরূপে "অত্যল্প" বলিয়া আপনা-আপনিও তাহা পরিপুষ্ট হইতে পারে না।

এজন্যই লৌকিক-রসকোবিদ্‌গণ বলিয়াছেন—দেবাদিবিষয়া রতি ভাবমাত্র ; অর্থাৎ চিত্তের প্রথমবিক্রিয়ামাত্র, সামগ্রীর অভাবে ইহা রসত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল—প্রাকৃত আলঙ্কারিকদের কথিত দেবাদিবিষয়া রতি যদি জীবতত্ত্ব-ইন্দ্রাদিবিষয়া রতি হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের উক্তির সারবত্তা থাকিতে পারে।

এজন্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—"যত্তু প্রাকৃতরসিকৈঃ রসসামগ্রীবিরহাদ্‌ভক্তৌ রসত্বং নেষ্টং তৎ খলু প্রাকৃতদেবাদি-বিষয়মেব সম্ভবেৎ॥—প্রাকৃত রসিকগণ যে রস-সামগ্রীর অভাবশতঃ ভক্তিতে রসত্ব স্বীকার করেন না, তাহা প্রাকৃত দেবাদি-বিষয়েই সম্ভবপর হইতে পারে ; অর্থাৎ প্রাকৃত (জীবতত্ত্ব)-দেবাদিবিষয়া ভক্তিতে রসসামগ্রীর অভাবনিবন্ধন রসনিষ্পত্তি অসম্ভব হইতে পারে।"

শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীও তাঁহার ভক্তিরসায়নে তাহাই বলিয়াছেন।

"রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথোর্জিতঃ।
ভাবঃ প্রোক্তো রসো নেতি যদুক্তং রসকোবিদৈঃ॥
দেবান্তরেষু জীবত্বাৎ পরানন্দাপ্রকাশনাৎ।
তদ্‌যোজ্যং পরমানন্দরূপে ন পরমাত্মনি॥ ২।৭৫-৭৬॥

—প্রাকৃত রসকোবিদ্‌গণ যে বলেন—দেবাদিবিষয়া রতি এবং উর্জিত ব্যভিচারিভাবসমূহ ভাব-নামেই কথিত হয়, রস নহে, তাহা কেবল জীব বলিয়া যাঁহাদের মধ্যে পরানন্দের প্রকাশ নাই, সেই সমস্ত অন্যদেব সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মা ভগবানে তাহা প্রযোজ্য নহে।"

অগ্নিপুরাণ বলিয়াছেন—"ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জিতঃ। ভাবয়ন্তে রসানেভির্ভাব্যন্তে চ রসা ইতি ॥৩৩৮।১২॥" ভরতমুনিও তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে সে-কথাই বলিয়াছেন—"ন ভাবহীনোঽস্তি রসো ন ভাবো রসবর্জিতঃ। পরস্পরকৃতা সিদ্ধিস্তয়োরভিনয়ে ভবেৎ ॥৬।৩৬॥" এই উক্তি হইতে জানা গেল—রসবর্জিত কোনও ভাব নাই। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে দেববিষয়া রতিরূপ যে ভাব, তাহাই বা রসবর্জিত হইবে কেন ?

শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার ভক্তিরসায়নের ২।৭৫-৭৬-শ্লোকদ্বয়ের টীকায় "ন ভাবহীনোঽস্তি রসো" ইত্যাদি পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"ইত্যাদ্যালঙ্কারিক-বচন পরম্পরা-পর্য্যালোচনয়া ভাবানামপি গৌণবৃত্ত্যৈব রসরূপত্বম্, ন তু মুখ্যয়া বৃত্ত্যেতি স্থিতম্, তথাপি ক্ষুদ্রানন্দভাজি দেবতান্তরে তথা ভবন্ত্যপি পরমানন্দঘনে ভগবতি প্রবৃত্তা চমৎকারাতিশয়ং প্রকটয়ন্তী কথং ন রসরূপতামাপদ্যেত, অত উক্তম্—দেবতান্তরেষু তদ্‌যোজ্যমিতি।—আলঙ্কারিকগণের উল্লিখিত বচন-পরম্পরার পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায়, গৌণবৃত্তিতেই ভাবসমূহেরও রসরূপত্ব মুখ্যবৃত্তিতে নহে; তথাপি ক্ষুদ্রানন্দবিশিষ্ট দেবতান্তরে রতি ভাবপদ-বাচ্যা হইলেও পরমানন্দঘন ভগবানে প্রবৃত্তা রতি চমৎকারাতিশয় প্রকটিত করিয়া কেন রসরূপতা প্রাপ্ত হইবেনা? এজন্যই বলা হইয়াছে—দেবতান্তরেই তাহা প্রযোজ্য।"

তাৎপর্য্য এইরূপ বলিয়া মনে হয়। রসবর্জিত ভাব নাই বলিয়া, ক্ষুদ্রানন্দবিশিষ্ট দেবতান্তর-বিষয়া রতিকে যখন ভাব বলা হইয়াছে, তখন সেই ভাবও রসবর্জিত নহে; তবে তাহার রসত্ব সিদ্ধ হয় গৌণবৃত্তিতে, মুখ্যবৃত্তিতে নহে। কিন্তু পরমানন্দঘন ভগবানে যে রতি, তাহাও ভাবই; কিন্তু সেই ভাবরূপা রতি পবমানন্দঘন ভগবানে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া, চমৎকারাতিশয় প্রকটিত করে বলিয়, মুখ্যাবৃত্তিতেই তাহার রসত্ব সিদ্ধ হয়। ক্ষুদ্রানন্দ দেবতান্তরে ভাব চমৎকারাতিশয় প্রকটিত করিতে পারে না; তথাপি ভাব রসবর্জিত নহে বলিয়া সেই ভাবেও রস আছে; তবে তাহা অতি সামান্য; এজন্য তাহার রসত্ব গৌণ (পরবর্ত্তী আলোচনার সর্বশেষ অংশ দ্রষ্টব্য)।

রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত-পুরাণাদিও যে রসশাস্ত্র, প্রাকৃত-রসশাস্ত্রবিদ্‌গণও তাহা স্বীকার করিয়াছেন (ধ্বন্যালোক ও লোচন ॥৪।৫॥)। এই সকল ভগবদ্‌বিষয়ক কাব্যে শ্রীকৃষ্ণকে বা শ্রীরাম-চন্দ্রকে যে তাঁহারা মানুষ বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহাও নহে, ভগবান্‌রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন—ধ্বন্যালোকের ৪।৫-অনুচ্ছেদোক্ত "ভগবান্‌ বাসুদেবশ্চ", "পরমার্থসত্যস্বরূপস্তু ভগবান্‌ বাসুদেবোঽত্র কীর্ত্ত্যতে", "বাসুদেবাদিসংজ্ঞাভিধেয়ত্বেন চাপরিমিতশক্ত্যাস্পদং পরং ব্রহ্ম গীতাদিপ্রদেশান্তরেষু তদভিধানত্বেন লব্ধপ্রসিদ্ধিমাথুরপ্রাদুর্ভাবানুকৃতসকলস্বরূপং বিবক্ষিতম্", "রামায়ণাদিষু চানয়া সংজ্ঞয়া ভগবন্মূর্ত্ত্যন্তরে ব্যবহারদর্শনাৎ"—ইত্যাদি উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। রামায়ণ-মহাভারতাদিতে বর্ণিত ভগবল্লীলায় কি রসের উদ্রেক হয় নাই? তাহা না হইয়া থাকিলে রামায়ণ-মহাভারতাদি রসশাস্ত্র হইতে পারে কিরূপে? মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জুন কি বিস্ময়-রসের অনুভব করেন নাই? বিশ্বরূপ-দর্শন-কালে পূর্ববর্ত্তী সখ্যভাবানুকূল তাঁহার যে সমস্ত আচরণকে ধৃষ্টতা মনে করিয়া অর্জুন ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সে-সমস্ত সখ্যভাবানুরূপ আচরণ-কালে তিনি কি সখ্যরসের অনুভব করেন নাই? রামায়ণ-বর্ণিত লীলায় শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত হনুমানের রামচন্দ্রবিষয়া রতি কি দাস্যরসে পরিণত হয় নাই?

যদি বলা যায়—ভগবল্লীলায় ভগবানের পরিকর অর্জুন-হনুমানাদির যথাবস্থিত দেহে ভগবদ্-

বিষয়া রতি হয় তো রসত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে ; কিন্তু সামাজিকের যথাবস্থিত দেহে ভগবদ্‌বিষয়িণী যে রতির উদয় হয়, তাহা রসে পরিণত হইতে পারে না ; কেননা, তাহা বিভাবানুভাবাদি দ্বারা পুষ্ট হয় না। তাহা হইলে বলা যায়—"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥"—এই শ্রীমদ্‌ভাগবত-(১১।২।৪০)-শ্লোকে যখন দেখা যায়—সাধক ভক্তের যথাবস্থিত দেহে সাধনের ফলে চিত্তে ভগবদ্‌বিষয়ক অনুরাগ উদিত হইলে বিভাব-অনুভাবাদিদ্বারা তাঁহার রতি পুষ্টি লাভ করে, তখন কিরূপে স্বীকার করা যায় যে, ভগবদ্‌বিষয়া রতি রসপোষক সামগ্রীর দ্বারা পুষ্ট হয় না এবং রসে পরিণত হয় না ?

যাহা বাস্তবিক ভক্তি, তাহা হইতেছে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি, চিন্ময়ী। সচ্চিদানন্দ ভগবান্ তাহার বিষয় হইতে পারেন এবং অপ্রাকৃত বিভাবাদিদ্বারা তাহা পুষ্টি লাভ করিয়া রসত্ব লাভও করিতে পারে। লৌকিকী রতি এবং অলৌকিকী ভগবদ্‌বিষয়া রতির স্বরূপও এক রকম নহে, ধর্ম্মও এক রকম নহে। লৌকিকী রতির ন্যায় ভক্তি অল্পও নহে ; কেননা, স্বরূপ-শক্তি হইতেছে বিভু ; স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি বলিয়া ভক্তিও বিভু। শ্রুতিও বলেন—"ভক্তিরেব ভূয়সী।"

সামাজিকের লৌকিকী রতি গুণময়ী, মায়িক-সত্ত্বগুণ-প্রধানা। গুণময়ী বলিয়া গুণাতীত সচ্চিদানন্দ ভগবান্ তাহার বিষয় হইতে পারেন না, অপ্রাকৃত বিভাবাদির সহিতও তাহার সংযোগ হইতে পারে না। সামাজিক তাঁহার লৌকিকী রতির সহায়তায় যখন শ্রীরামচন্দ্রাদিবিষয়ক লৌকিক কাব্য আস্বাদন করেন, সাধারণীকরণের দ্বারা রামাদিকেও পুরুষাদিরূপে পরিণত করিয়াই তিনি আস্বাদন করেন। তাঁহার এই আস্বাদনও হইয়া পড়ে প্রাকৃত রসের আস্বাদন, ভগবৎ-সম্বন্ধীয় রসের আস্বাদন নহে। কিন্তু ভক্ত-সামাজিকের ভক্তিরূপা ভগবদ্‌বিষয়া রতি স্বীয় স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই রামাদি-ভগবৎ-স্বরূপকে ভগবৎ-স্বরূপত্ব হারাইয়া পুরুষ-বিশেষরূপে প্রতীয়মান করায় না। এজন্য তাঁহার পক্ষে ভক্তিরসের আস্বাদন সম্ভব হয়। আবার, সামাজিকের লৌকিকী গুণময়ী রতিও তাহার স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই সাধারণীকরণদ্বারা ভগবান্‌কেও পুরুষবিশেষরূপে প্রতীয়মান করায়। এজন্য তাঁহার পক্ষে লৌকিকী রতির রসত্বই অনুভূত হয়। অপ্রাকৃত ভক্তিরসের আস্বাদন তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়।

প্রাকৃত-রস-কোবিদ্‌গণ যে ভক্তির রসত্ব স্বীকার করেন না, তাহার কারণ এইরূপ বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা মায়িক-সত্ত্বগুণান্বিত-চিত্ত সামাজিকদের রসাস্বাদনের কথাই বলিয়াছেন। প্রাকৃত রসই তাদৃশ সামাজিকদের আস্বাদ্য হইতে পারে ; তাঁহাদের রতি গুণময়ী বলিয়া গুণাতীত ভক্তিরসের আস্বাদন তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁহাদের আস্বাদ্য রসের আলোচনাতেই ঐকান্তিক আগ্রহ বশতঃ প্রাকৃত-রসবিদ্‌গণ অপ্রাকৃত ভক্তিরস-সম্বন্ধীয় আলোচনার অবকাশ পায়েন নাই। প্রাকৃত সামাজিকগণের পক্ষে ভক্তি আস্বাদ্য হইতে পারেনা বলিয়াই তাঁহারা ভক্তির রসত্ব স্বীকার করেন নাই।

এই প্রসঙ্গে পরবর্ত্তী ৭।৩০১-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ক। **শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীর অভিমত**

শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার ভক্তিরসায়নে ভক্তির বা ভগবদ্‌বিষয়া রতির যেমন রসতাপত্তি স্বীকার করিয়াছেন, তেমনি লৌকিকী রতিরও রসতাপত্তি স্বীকার করিয়াছেন; তবে লৌকিকী রতির রসত্ব যে ভক্তির রসত্ব অপেক্ষা ন্যূন, তিনি তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। লোকিক রসবিদ্‌গণ ভক্তির রসত্ব স্বীকার করেন না; গৌড়ীয় আচার্য্যগণ লৌকিকী রতির রসত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু সরস্বতীপাদ উভয়েরই রসত্ব স্বীকার করেন; সুতরাং তাঁহাকে মধ্যপন্থী বলা যায়।

কিন্তু তিনি যে ভাবে লৌকিকী রতির রসত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহার সহিত শ্রুতিস্মৃতির সঙ্গতি নাই। ইহা বুঝিতে হইলে রতি-সম্বন্ধে এবং জীবতত্ত্ব-সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জানা দরকার।

তাঁহার ভক্তিরসায়নে তিনি বলিয়াছেন,

চিত্তদ্রব্যং হি জতুবৎ স্বভাবাৎ কঠিনাত্মকম্।
তাপকৈর্বিষয়ৈর্যোগে দ্রবত্বং প্রতিপদ্যতে ॥১।৪॥

—চিত্তরূপ দ্রব্যটী স্বভাবতঃই গালার মত কঠিন। তাপক-বিষয়ের যোগে তাহা দ্রবত্ব প্রাপ্ত হয়।"

তাপক-বিষয় কি, তাহাও তিনি পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিয়াছেন।

"কাম-ক্রোধ-ভয়-স্নেহ-হর্ষ-শোক-দয়াদয়ঃ।
তাপকাশ্চিত্তজতুনস্তচ্ছান্তৌ কঠিনন্তু তৎ ॥১।৫॥

—কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, হর্ষ, শোক, দয়া প্রভৃতি হইতেছে চিত্তরূপ জতুর তাপক (অর্থাৎ এ-সমস্তের যোগে চিত্তরূপ জতু বা গালা দ্রবীভূত হয়); তাহাদের উপশমে চিত্ত কঠিন হইয়া পড়ে।"

ইহার পরে বাসনা-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,

"দ্রুতে চিত্তে বিনিক্ষিপ্তঃ স্বাকারো যস্তু বস্তুনঃ।
সংস্কার-বাসনা-ভাব-ভাবনা-শব্দভাগসৌ ॥১।৬॥

—দ্রবীভূত চিত্তে দৃশ্যবস্তুর যে আকার বিনিক্ষিপ্ত (গৃহীত) হয়, তাহাকে সংস্কার, বা বাসনা, বা ভাব, বা ভাবনা বলে।"

তিনি আরও বলিয়াছেন,

দ্রবতায়াং প্রবিষ্টং সদ্ যৎ কাঠিন্যদশাং গতম্।
চেতঃ পুনর্দ্রুতৌ সত্যামপি তন্নৈব মুঞ্চতি ॥১।৮॥

—যে বস্তু দ্রবীভূত চিত্তে প্রবিষ্ট হইয়া চিত্তের কাঠিন্যাবস্থাপর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে এবং পুনরায় (অন্য দৃশ্যবস্তুর আকারযোগে) দ্রবীভূত সেই চিত্তে অপর বস্তু প্রতিভাত হইলেও চিত্ত তখন সেই প্রথমে প্রবিষ্ট বস্তুটীর স্বরূপ পরিত্যাগ করে না, উহা তখনও পূর্ব্ববৎই প্রকাশমান থাকে; এই কারণে ঐ অবস্থাকে 'বাসনা' নামে অভিহিত করা হয়।"

ইহার পরে তিনি বলিয়াছেন,

"স্থায়িভাবগিরাতোঽসৌ বস্ত্বাকারোঽভিধীয়তে।
ব্যক্তশ্চ রসতামেতি পরানন্দতয়া পুনঃ ॥ ১।৯॥

(—দ্রবীভূত চিত্তে প্রবিষ্ট বিষয়ের আকারটী অবিনাশী বলিয়া) চিত্তমধ্যে প্রবিষ্ট বস্তুবিশেষের যে আকার, অর্থাৎ চিত্তের যে বিষয়াকারতা, তাহাকেই স্থায়িভাব বলে। সেই ভাবই বিভাবাদিদ্বারা পরমানন্দরূপে অভিব্যক্ত হইয়া রস-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।"

যে-বস্তুর দর্শনাদিতে কাম-ক্রোধাদি তাপক-ভাবের উদয় হয়, সেই বস্তুর দর্শনাদিতে তাপক-ভাবের উদয়ে চিত্ত দ্রবীভূত হয়; দ্রবীভূত চিত্তে সেই বস্তু প্রবিষ্ট বা গৃহীত হয়; চিত্ত সেই বস্তুর আকারে আকারিত হয়। বস্তুর আকার-প্রাপ্ত যে চিত্ত, তাহাকেই সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন—বাসনা, বা রতি, বা ভাব। এই আকারটী চিত্তের সর্বাবস্থাতে বিদ্যমান থাকে বলিয়া, চিত্তে অন্য কোনও বস্তু গৃহীত হইলেও এই আকার বিনষ্ট হয় না বলিয়া, অর্থাৎ এই আকাররূপ বাসনা বা ভাবটী স্থায়ী বলিয়া, তাহাকে তিনি স্থায়িভাব বলিয়াছেন। এই স্থায়িভাবই বিভাবাদিযোগে রসে পরিণত হয়।

"ভগবান্ পরমানন্দস্বরূপঃ স্বয়মেব হি।
মনোগতস্তদাকার-রসতামেতি পুষ্কলম্ ॥১।১০॥

—পরমানন্দস্বরূপ ভগবান্ নিজেই প্রথমে মনোমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, অর্থাৎ গৃহীত হইয়া, স্থায়িভাবত্ব প্রাপ্ত হয়েন, পরে পরিপূর্ণ রসত্ব প্রাপ্ত হয়েন।"

ভগবান্ পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া চিত্তে ভাবরূপে অবস্থিত ভগবদাকারেরও পরমানন্দত্ব স্বীকার করিলে ভগবদাকাররূপ স্থায়িভাব হয়তো রসরূপে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু লৌকিকী রতির বিষয় কান্তাদি তো পরমানন্দস্বরূপ নহে; চিত্তে গৃহীত কান্তাদির আকাররূপ স্থায়িভাব কিরূপে আনন্দাত্মক রসরূপে পরিণত হইতে পারে? ইহার উত্তরে সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন,

"কান্তাদিবিষয়েঽপ্যস্তি কারণং সুখচিদ্ঘনম্।
কার্য্যাকারতয়া ভেদেঽপ্যাবৃতং মায়য়া স্বতঃ ॥১।১১॥

—কান্তাদিবিষয়েও সুখচিদ্ঘন ভগবান্ই কারণ; কান্তাদি হইতেছে তাঁহার কার্য্য। বিভিন্ন বস্তুতে তিনিই কার্য্যাকারে বিদ্যমান; তিনিই কার্য্যাকারে বিদ্যমান থাকিলেও স্বতঃই মায়াদ্বারা আবৃত (এজন্য পরমানন্দরূপে প্রতীতির গোচর হয়েন না)।"

এই শ্লোকের টীকায় সরস্বতীপাদ যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই:—

"শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্র হইতে জানা যায়—পরমানন্দস্বরূপ ভগবান্ ব্রহ্মই জগতের উপাদান-কারণ। পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই জগতের কারণ, জগৎ হইতেছে তাঁহার কার্য্য। "তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ॥ ২।১।১৫॥"-ব্রহ্মসূত্র হইতে জানা যায়—কার্য্য ও কারণ অভিন্ন। জগদ্রূপ কার্য্য কারণরূপ পরমানন্দঘন ভগবান্ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া জগৎ এবং জগতিস্থ ভূতসমূহও পরমানন্দরূপ। কিন্তু জগতিস্থ

ভূতসমূহ পরমানন্দ-স্বরূপ হইলেও মায়াদ্বারা আবৃত বলিয়া পরমানন্দরূপে প্রতীতিগোচর হয় না। মায়ার দুইটী বৃত্তি --আবরণাত্মিকা এবং বিক্ষেপাত্মিকা। আবরণাত্মিকা বৃত্তি বস্তুর স্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখে ; জগতিস্থ ভূতসমূহ অখণ্ড আনস্বরূপ হইলেও মায়ার আবরণাত্মিকাবৃত্তিদ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া ভূতসমূহের অখণ্ডানন্দরূপত্ব অনুভূত হয় না। আর, বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি—অকার্য্যকেও কার্য্যরূপে প্রতীত করায়; অর্থাৎ জগতিস্থ ভূতসমূহ অখণ্ড আনন্দস্বরূপ বলিয়া জন্য বা উৎপাদ্য বস্তুও নহে, বিকারী বস্তুও নহে ; মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা শক্তিতেই তাহাদিগকে উৎপন্ন (সৃষ্ট) এবং বিকারী বলিয়া মনে হয়।”

এইরূপে জানা গেল—ভূতসমূহ বস্তুতঃ পরমানন্দস্বরূপ হইলেও মায়াদ্বারা আবৃত বলিয়া তাহাদের পরমানন্দস্বরূপত্ব প্রতীতির গোচর হয় না। তাহা কিরূপে প্রতীতির গোচর হইতে পারে ? তৎসম্বন্ধে সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন,

“সদজ্ঞাতঞ্চ তদ্‌ব্রহ্ম মেয়ং কান্তাদিমানতঃ।
মায়াবৃত্তিতিরোধানে বৃত্ত্যা সত্ত্বস্থয়া ক্ষণম্ ॥১।১২॥

--স্ত্রী-প্রভৃতি বিষয়ে প্রযুক্ত প্রমাণদ্বারা মনের সাত্ত্বিক বৃত্তি উপস্থিত হয় ; সেই বৃত্তিদ্বারা মায়াকৃত আবরণ—যে আবরণের ফলে চিদানন্দ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ হইত না, তাহা—নিবারিত হয় ; তখন সেই অবিজ্ঞাত সৎব্রহ্মও মেয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন। [ইহাতে চিদানন্দের প্রতীতি এবং অজ্ঞাত-জ্ঞাপকরূপে প্রমাণেরও প্রামাণ্য সিদ্ধ হইল]॥—মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।”

উক্ত শ্লোকের টীকায় সরস্বতীপাদ যাহা বলিয়াছেন, তাহার সাংখ্য-বেদান্ততীর্থমহোদয়ের অনুবাদও এ-স্থলে প্রদত্ত হইতেছে।

“লোকের অবিজ্ঞাপিত বিষয় বিজ্ঞাপিত করে—জানাইয়া দেয় বলিয়াই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের প্রামাণ্য ; নচেৎ স্মৃতিরও (স্মরণেরও) প্রামাণ্য হইতে পারে ? স্বপ্রকাশরূপে প্রকাশমান চৈতন্যই একমাত্র অবিজ্ঞাত বস্তু, অর্থাৎ মায়াদ্বারা আবৃত, কিন্তু জড় পদার্থ সেরূপ নহে ; কারণ, অচেতন জড় পদার্থের প্রকাশই সম্ভব হয় না ; এইজন্য উহার আবরণেও কোন কার্য্য সম্ভব হইতে পারে না ; [কেননা, প্রকাশেরই আবরণ হইতে পারে, অপ্রকাশের আবার আবরণ কি ?]; এই কারণেই জড়স্বভাব কামিনী প্রভৃতি বিষয়ে প্রবৃত্ত প্রমাণসমূহের অজ্ঞাত-জ্ঞাপকত্ব-রূপেই প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়া থাকে ; তদনুরোধে বলিতে হইবে যে, প্রত্যেক বস্তুনিষ্ঠ চৈতন্যই প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয়, (শুদ্ধ জড়বস্তু নহে)। তাহা না হইলে প্রমাণসমূহের প্রামাণ্যই হইতে পারে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত অনুসারে বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইতে যে অপরোক্ষ সাত্ত্বিক মনোবৃত্তি সমুদ্ভূত হয়, তদ্দ্বারা আবরণ বিনষ্ট হইলে পর সেই সেই বিষয়বিশিষ্টরূপে চৈতন্যই প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যেরও আশ্রয়ভূত যে পরমানন্দস্বরূপ চৈতন্য, তৎকালে সেই চৈতন্যের

অনুভূতি হয় না; এই কারণেই (অনুভবকর্ত্তার) তৎক্ষণাৎ মুক্তি (সদ্যোমুক্তি) সম্ভবপর হয় না, এবং উহার স্বপ্রকাশত্বেরও হানি হয় না [তাৎপর্য্য—ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ। সেই চৈতন্য স্বরূপতঃ এক। বৈদান্তিক সেই একই চৈতন্যের তিন প্রকার বিভাগ কল্পনা করিয়া থাকেন। যথা—১। প্রমাণ চৈতন্য, ২। প্রমেয়চৈতন্য, ও ৩। প্রমাতৃচৈতন্য। তন্মধ্যে মনোবৃত্তিগত চৈতন্যের নাম প্রমাণচৈতন্য। ঘট-পটাদি বিষয়গত চৈতন্যের নাম প্রমেয় চৈতন্য (বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য)। আর জীবচৈতন্যের নাম প্রামাতৃচৈতন্য। লৌকিক রসে কেবল বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যাংশমাত্রের স্ফুরণ হয়, আর ভক্তিরসে পূর্ণ চিদানন্দের স্ফুরণ হয়, এই কারণে লৌকিক রস অপেক্ষা ভক্তিরসের শ্রেষ্ঠতা।]"

ইহার পরে শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন,

"অতস্তদেব ভাবত্বং মনসি প্রতিপদ্যতে।
কিঞ্চিন্ন্যূনাঞ্চ রসতাং যাতি জাড্য-বিমিশ্রণাৎ ॥১।১১॥

—যেহেতু মায়ার আবরণ অপনীত হইলে পর, বিষয়চৈতন্যও জ্ঞাত হয়, সেই হেতু তখন সেই চৈতন্য মনোমধ্যে ভাবরূপে প্রকাশমান হয় এবং তাহাই রসভাব প্রাপ্ত হয়। জড়বিষয়ের সঙ্গে মিশ্রিত থাকায় সেই রস ভক্তিরস অপেক্ষা কিছু ন্যূন হয় মাত্র ॥ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থমহাশয়ের অনুবাদ।"

(১) আলোচনা

উপরে উদ্ধৃত শ্লোককয়টীতে সরস্বতীপাদ যাহা বলিয়াছেন, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

প্রথমতঃ, তিনি বলিয়াছেন—ব্রহ্মই জগতের কারণ এবং জগৎ হইতেছে তাঁহার কার্য্য। কার্য্য ও কারণ অভিন্ন। কারণরূপ ব্রহ্ম পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন কার্য্যরূপ জগৎও—জগতিস্থ জীবাদি সমস্তই— বাস্তবিক পরমানন্দস্বরূপ।

ব্রহ্ম জগতের কারণ এবং জগৎ তাঁহার কার্য্য-ইহা শাস্ত্রসম্মত; কিন্তু কার্য্যরূপ জগৎ যে আনন্দস্বরূপ, ইহা যে শ্রুতি-স্মৃতি-ব্রহ্মসূত্রসম্মত নহে, জীবতত্ত্ব-সৃষ্টিতত্ত্ব-কথন-প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। শাস্ত্রসম্মত নহে বলিয়া এই অভিমত আদরণীয় হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, কান্তাদি জীবনিচয় প্রকৃতপক্ষে পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া পরমানন্দস্বরূপ হইলেও মায়ার আবরণাত্মিকা শক্তিতে তাহাদের পরমানন্দস্বরূপত্ব আবৃত হইয়া থাকে; এজন্য তাহা প্রতীতির গোচরীভূত হয় না।

কিন্তু সরস্বতীপাদের কথিত মায়া কি বৈদিকী মায়া? না কি শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত অবৈদিকী বৌদ্ধ-মায়া? বৈদিকী মায়া ব্রহ্মের পরমানন্দস্বরূপত্বকে আবৃত করিতে পারে না—একথাই শ্রুতি বলেন। সুতরাং এই অভিমতও গ্রহণীয় হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, কান্তাদি-বিষয়বস্তু প্রকৃত পক্ষে অখণ্ড পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইলেও সেই-অখণ্ড

পরমানন্দ কান্তাদি-বিষয়বস্তুদ্বারা অবচ্ছিন্ন ; সুতরাং কান্তাদি-বিষয়বস্তুতে ব্রহ্মের চৈতন্য অখণ্ড নহে ; চৈতন্যাংশমাত্র অবস্থিত।

কিন্তু সর্ব্বগত ব্রহ্মের অবচ্ছেদ যে সম্ভবপর নহে, অবচ্ছেদবাদ-প্রসঙ্গে তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং সরস্বতীপাদের এই অভিমত গ্রহণীয় হইতে পারে না।

চতুর্থতঃ, সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন—"প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইতে যে অপরোক্ষ সাত্ত্বিক মনোবৃত্তি সমুদ্ভূত হয়, তদ্দ্বারা আবরণ বিনষ্ট হইলে পর সেই সেই বিষয়নিষ্ঠরূপে চৈতন্যই প্রকাশ পাইয়া থাকে।" তাৎপর্য্য বোধহয় এই যে—কান্তাপ্রভৃতি-বিষয়বস্তুর দর্শনে সাত্ত্বিক মনোবৃত্তির উদয় হয় ; সেই সাত্ত্বিক মনোবৃত্তির প্রভাবে মায়ার আবরণাত্মিকা শক্তির আবরণ দূরীভূত হয় ; তখন ক্যান্তাদি-বিষয়বস্তুনিষ্ঠ চৈতন্যাংশ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

যদি উল্লিখিতরূপই সরস্বতীপাদের অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে এই যে—কান্তাদি-বিষয়নিষ্ঠ যে চৈতন্যাংশ মায়াদ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে, কান্তাদি-বিষয়ের প্রত্যক্ষে বা দর্শনাদিতেই যদি প্রত্যক্ষকর্ত্তার চিত্তে সাত্ত্বিকী মনোবৃত্তির উদয় হয়, তাহা হইলে যে-কোনও ব্যক্তিই কান্তাদি-বিষয়বস্তুর প্রত্যক্ষ করিবেন, তাঁহারই কি সাত্ত্বিক-মনোবৃত্তির উদয় হইবে ? আবার সাত্ত্বিক-মনোবৃত্তির প্রভাবেই যদি মায়ার আবরণ অপসারিত হইয়া কান্তাদিনিষ্ঠ চৈতন্যাংশ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয়, তাহা হইলে যে-কোনও লোকেরই কি তাহা হইতে পারে ? ইহা স্বীকার করিতে গেলে—কান্তাদি-বিষয়বস্তুর প্রত্যক্ষ করিয়া যে-কোনও লোকই বিষয়বস্তুগত চৈতন্যাংশের অনুভবে আনন্দ অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু জগতে এইরূপ ব্যাপার দৃষ্ট হয় না।

পঞ্চমতঃ, সরস্বতীপাদ বলেন—জীবের চিত্ত স্বভাবতঃ কঠিন ; কিন্তু কাম-ক্রোধাদি তাপক বস্তুর সংযোগে তাহা দ্রবীভূত হয়। এই দ্রবীভূত চিত্তে দৃশ্যমান কান্তাদিবিষয়বস্তুর আকার প্রবিষ্ট বা গৃহীত হয়। এই গৃহীত আকারই হইতেছে সংস্কার, বা বাসনা, বা ভাব, বা ভাবনা। চিত্ত আবার কঠিন হইলেও গৃহীত আকার বিনষ্ট হয় না ; তাহাই রসাস্বাদন-বিষয়ে স্থায়িভাব বলিয়া কথিত হয়।

তাৎপর্য্য বোধ হয় এই :—কান্তাদি কোনও বিষয়বস্তুর দর্শনে যদি দর্শনকর্ত্তার চিত্তে সেই বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কাম-ক্রোধাদি জন্মে, তাহা হইলে তাহার চিত্ত দ্রবীভূত হয় এবং সেই দ্রবীভূত চিত্তে সেই বিষয়বস্তুর আকার স্থায়িরূপে গৃহীত হয়। কিন্তু এই ভাবে যে চিত্ত দ্রবীভূত হয় এবং দ্রবীভূত চিত্তে যে বিষয়-বস্তুর আকার গৃহীত হয়, তাহার সমর্থক কোনও শাস্ত্রীয় প্রমাণ সরস্বতীপাদ উদ্ধৃত করেন নাই। জতুর বা লাক্ষার দৃষ্টান্তই তাঁহার একমাত্র প্রমাণ। শাস্ত্রীয় প্রমাণ ব্যতীত কোনও সিদ্ধান্ত আদরণীয় হইতে পারে না। তিনি যে দৃষ্টান্তকে প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতেও দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় না। একথা বলার হেতু এই।

প্রথমতঃ, দ্রবীভূত লাক্ষার সঙ্গে কোনও বস্তুর স্পর্শ এবং দৃঢ়ভাবে সংযোগ হইলেই তাহাতে সেই বস্তুর প্রতিকৃতি গৃহীত হইতে পারে, স্পর্শ এবং সংযোগ না হইলে প্রতিকৃতি গৃহীত হয়না ; যে প্রতিকৃতি গৃহীত হয়, তাহাও বস্তুর আকারের উল্টা।

কিন্তু সরস্বতীপাদ-কথিত দ্রবীভূত চিত্তের সঙ্গে কান্তাদি-বিষয়বস্তুর সাক্ষাৎ সংযোগ হয় না ; বিষয়বস্তু থাকে দ্রবীভূত চিত্তের বহির্দেশে, দূরে। এই অবস্থায় কিরূপে চিত্তে বস্তুর আকার গৃহীত হইতে পারে ?

দ্বিতীয়তঃ, দ্রবীভূত লাক্ষায় বস্তুর যে আকার গৃহীত হয়, লাক্ষা কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইলেও সেই আকার থাকে বটে ; কিন্তু লাক্ষা যদি আবার অগ্নিসংযোগে দ্রবীভূত হয়, তখন পূর্বগৃহীত আকার থাকেনা। কিন্তু সরস্বতীপাদের মতে দ্রবীভূত চিত্তে গৃহীত বস্তুর আকার নষ্ট হয় না, চিত্ত পুনরায় কঠিন হইলেও তাহা থাকে এবং সেই চিত্ত পুনরায় দ্রবীভূত হইলেও কিন্তু পূর্বগৃহীত সেই আকার বিলুপ্ত হয় না। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? এ-স্থলেও দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় না।

এইরূপে দেখা গেল – যে দৃষ্টান্তটী তাঁহার অভিমতের সমর্থনে একমাত্র প্রমাণ, তাহার সহিত দার্ষ্টান্তিকের সামাঞ্জস্য না থাকায় তাঁহার অভিমত গ্রহণীয় হইতে পারে না।

আরও বক্তব্য আছে। সরস্বতীপাদের মতে কান্তাদি-বিষয়বস্তুর দর্শনাদিতে যদি সেই বস্তু-সম্বন্ধে কাম-ক্রোধাদি তাপক বস্তুর উদ্ভব হয়, তাহা হইলে চিত্ত দ্রবীভূত হয় এবং সেই দ্রবীভূত চিত্তে গৃহীত সেই বস্তুর আকারই হইতেছে সংস্কার। ইহাতে বুঝা গেল—বস্তুর দর্শনাদির সময়ে বা পরেই সংস্কারের উদ্ভব ; তাহার পূর্বে সংস্কার থাকে না। কান্তাদি-বিষয়বস্তুর দর্শনাদিতে সকলেরই যে কাম-ক্রোধাদির উদয় হয়, তাহা নহে। কাহারও হয়, কাহারও হয় না। ইহার হেতু কি? গীতা বলিয়াছেন—কাম-ক্রোধ রজোগুণ হইতেই জন্মে। "কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।" রজোগুণ-প্রধান কর্ম্মসংস্কার যাহার চিত্তে পূর্ব হইতেই বিদ্যমান, কোনও বস্তুর দর্শনাদিতে তাহার চিত্তেই কাম-ক্রোধের উদয় হইতে পারে। ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে কাম-ক্রোধাদির জন্য পূর্বসংস্কার অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা স্বীকার করিতে গেলে দ্রবীভূতচিত্তে গৃহীত বস্তুর আকারই যে সংস্কার, তাহা স্বীকার করা যায় না। দ্রবীভূত চিত্তে গৃহীত বস্তুর আকারকেই যদি প্রথম সংস্কার বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে দ্রবীভবনের হেতু যে কাম-ক্রোধাদি, তাহা স্বীকার করা যায় না , কেননা, পূর্বসংস্কার স্বীকার না করিলে কাম-ক্রোধাদির হেতুও পাওয়া যায়না।

যদি বলা যায়—কাম-ক্রোধাদির হেতু যে পূর্বসংস্কার, সরস্বতীপাদ তাহা স্পষ্ট ভাবে না বলিলেও স্পষ্টভাবে তাহা তিনি অস্বীকারও করেন নাই ; সুতরাং বুঝিতে হইবে—পূর্ব্বসংস্কার তাঁহার অস্বীকৃত নহে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে তিনি যে বলিয়াছেন—দ্রবীভূত চিত্তে গৃহীত দৃশ্যবস্তুর আকারই সংস্কার, তাহা সমীচীন হয়না। ইহা প্রথম সংস্কার নহে।

আবার যদি বলা যায়—যে পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ কাম-ক্রোধাদির উদয় হয়, ইহা সেই সংস্কার নহে ; ইহা হইতেছে কান্তাদিবিষয়-সম্বন্ধীয় সংস্কার। তাহা হইলেও বক্তব্য এই যে—যে সংস্কারবশতঃ কান্তাদি-বিষয়ে কাম-ক্রোধাদির উদয় হয়, তাহা যদি কান্তাদি-বিষয়ক সংস্কার না হয়, তাহা হইলে কান্তাদিবিষয়ের দর্শনাদিতেও কাম-ক্রোধাদির উদয় হইতে পারে না। যে সংস্কার কান্তাদি-বিষয়ে

প্রীতিময়, বা অনুকূল, সে-ই সংস্কারের ফলেই কান্তাদি-বিষয়ে কামরূপ তাপক ভাবের উদয় হইতে পারে ; যে সংস্কার কান্তাদি-বিষয়ের প্রতিকূল, সেই সংস্কারের ফলেই কান্তাদিবিষয়ে ক্রোধের উদ্রেক হইতে পারে। সুতরাং কান্তাদি-বিষয়ের দর্শনাদিতে যে সংস্কার জন্মে, তাহা নূতন কোনও সংস্কার নহে, তাহা হইতেছে পূর্বসংস্কারেরই উদ্বুদ্ধ বা উচ্ছ্বসিত অবস্থা।

এইরূপে দেখা গেল—যে ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া সরস্বতীপাদ লৌকিকী রতির রসত্বপ্রাপ্তি প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রসম্মতও নহে, যুক্তিসঙ্গতও নহে। তিনি যাহাকে লৌকিকী রতি মনে করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক লৌকিকী রতিও নহে। সুতরাং তাঁহার কথিত লৌকিকী রতির রসতাপত্তিও স্বীকৃত হইতে পারে না। লৌকিকী রতির রসতাপ্রাপ্তির যোগ্যতা নাই। সুতরাং শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীকে মধ্যপন্থাবলম্বী বলাও সঙ্গত হয়না।

সরস্বতীপাদ তাঁহার ভক্তিরসায়নে যে প্রণালীতে লৌকিকী রতির রসতাপত্তি প্রদর্শনের প্রয়াস পাইয়াছেন, সেই প্রণালীর অনুসরণেই তিনি জীবতত্ত্ব প্রাকৃত-দেবতাদি-বিষয়েও গৌণ রসতাপত্তির কথা বলিয়াছেন ; কিন্তু উল্লিখিত যুক্তিবশতঃ তাহাও বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না।

১৭৩। ভক্তির রসত্ব। গৌড়ীয় মত

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—প্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণ লৌকিকী রতিরই রসতাপত্তি স্বীকার করেন, ভক্তির বা ভগবদ্‌বিষয়া রতির রসতাপত্তি স্বীকার করেন না! আবার, অপ্রাকৃত-রসকোবিদ্ গৌড়ীয় আচার্য্যগণ লৌকিকী রতির রসত্ব স্বীকার করেন না ; তাঁহারা ভক্তিরই রসত্ব স্বীকার করেন। শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী ভক্তির রসত্ব যেমন স্বীকার করিয়াছেন, তেমনি আবার লৌকিকী রতির রসত্বও স্বীকার করিয়াছেন ; কিন্তু যে প্রণালীতে তিনি লৌকিকী রতির রসত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা যে বিচারসহ নহে, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ বোপদেব তাঁহার মুক্তাফল-নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—"ব্যাসাদিভির্বর্ণিতস্য বিষ্ণোর্বিষ্ণুভক্তানাং বা চরিত্রস্য নবরসাত্মকস্য শ্রবণাদিনা জনিতশ্চমৎকারো ভক্তিরসঃ ॥১১।২—ব্যাস-প্রভৃতিদ্বারা বর্ণিত বিষ্ণুর বা বিষ্ণুভক্তগণের নব-রসাত্মক (হাস, শৃঙ্গার, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত, অদ্ভুত ও বীর—এই নবরসাত্মক) চরিত্র (চরিত-কথা) শ্রবণাদিদ্বারা (শ্রবণ, কীর্ত্তন, অভিনয়াদিতে দর্শনাদিদ্বারা) চমৎকার ভক্তিরস জন্মে।"

এ-স্থলে বোপদেব পরিষ্কার ভাবেই "ভক্তিরস"-শব্দটীর উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবানের লীলা এবং সেই লীলায় ভগবৎ-পার্ষদ ভক্তগণের আচরণাদির কথা শ্রবণ করিলে, কিম্বা অভিনয়াদিতে তৎসমস্তের দর্শন করিলে, যোগ্য সামাজিকের চিত্তে যে ভক্তিরসের আবির্ভাব হয়, তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন।

"মুক্তাফল" হইতেছে শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটী প্রকরণ-গ্রন্থ ; শ্রীমদ্‌ভাগবতই এই প্রকরণ-

গ্রন্থের উপজীব্য। সুতরাং এই গ্রন্থে উল্লিখিত "বিষ্ণোর্বিষ্ণুভক্তানাং বা চরিত্রস্ত"-ইত্যাদি বাক্যে বিষ্ণু-শব্দে শ্রীকৃষ্ণ এবং বিষ্ণুভক্ত-শব্দে শ্রীকৃষ্ণপরিকরগণই যে মুখ্যভাবে লক্ষিত হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

শ্রীপাদ হেমাদ্রি উল্লিখিত মুক্তাফল-গ্রন্থের এক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন ; তাহার নাম— কৈবল্যদীপিকা। এই কৈবল্যদীপিকা-টীকাতে তিনি ভক্তিরস-সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। কৈবল্যদীপিকায় লিখিত হইয়াছে—"সৈব পরাং প্রকর্ষরেখামাপন্না রসঃ। যদাহুঃ ভাবা এবাভিসম্পন্নাঃ প্রয়ান্তি রসতামিতি। ভক্তিরসানুভবাচ্চ ভক্তঃ। যথা তৃপ্ত্যনুভবাৎ তৃপ্ত ইত্যুচ্যতে॥ ১১।২॥—তাহাই (অর্থাৎ সেই ভক্তিই) পরম প্রকর্ষরেখা প্রাপ্ত হইয়া রস-নামে অভিহিত হয়। এজন্যই বলা হয়— ভাবসকল অভিসম্পন্ন হইয়া (প্রৌঢ়াবস্থা লাভ করিয়া) রসতা প্রাপ্ত হয়। যিনি তৃপ্তি অনুভব করেন, তাঁহাকে যেমন তৃপ্ত বলা হয়, তদ্রূপ যিনি ভক্তিরসের অনুভব করেন, তাঁহাকে বলা হয় ভক্ত।"

বোপদেব বা হেমাদ্রির পূর্ববর্ত্তী কোনও আচার্য্য ভক্তিরসের উল্লেখ করিয়াছেন কিনা, তাহা এখন বলা যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত এবং তাঁহারই নিকটে ভক্তিরসাদি-বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী ভক্তি এবং ভক্তিরস সম্বন্ধে যেরূপ বিস্তৃত এবং বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ দিয়াছেন, তাৎপূর্ববর্ত্তী কোনও আচার্য্য সেইরূপ আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না।

ক। ভক্তিরসের দার্শনিক ভিত্তি, পারমার্থিকতা এবং লোভনীয়তা

শ্রুতি পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্‌কে রসস্বরূপ বলিয়াছেন—"রসো বৈ সঃ।" তিনি রসরূপে পরমতম আস্বাদ্য এবং রসিকরূপে পরমতম আস্বাদক। তিনি স্বরূপানন্দের আস্বাদন করেন এবং ভক্তের চিত্তস্থিত প্রেমরস-নির্য্যাস বা ভক্তিরস-নির্য্যাসও আস্বাদন করেন। তাহাতেই তাঁহার রস-স্বরূপত্ব। তাঁহার ভক্তগণ তাঁহার মাধুর্য্যরসের এবং লীলারসের আস্বাদন করিয়া পরমানন্দে পরিপ্লুত হইয়া পড়েন। রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের সঙ্গে নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া মায়াবদ্ধ সংসারী জীবগণের মধ্যেও চিরন্তনী সুখবাসনা বিদ্যমান। রসস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রাপ্তিতে, তাঁহার মাধুর্য্যের অনুভবে এবং লীলারসের অনুভবেই জীবের চিরন্তনী সুখবাসনার চরমা তৃপ্তি জন্মিতে পারে, অন্য কোনও উপায়ে তাহা সম্ভব নয়—ইহাও শ্রুতি বলিয়া গিয়াছেন। "রসং হ্যেবায়াং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" শুদ্ধাভক্তিমার্গের সাধনেই জীব উল্লিখিতরূপ আনন্দিত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। প্রিয়রূপে পরব্রহ্মের উপাসনাই হইতেছে শুদ্ধাভক্তির সাধন। এজন্য বৃহদারণ্যক-শ্রুতিও প্রিয়রূপে তাঁহার উপাসনার কথা বলিয়া গিয়াছেন। "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত ইতি।" এইরূপে দেখা গেল—রসস্বরূপ এবং প্রিয়স্বরূপ পরব্রহ্ম ভগবানের মাধুর্য্যরসের এবং লীলারসের আস্বাদন-প্রাপ্তিই হইতেছে জীবের চরমতম এবং হার্দতম লক্ষ্য এবং ইহাই হইতেছে পারমার্থিক দর্শন-শাস্ত্রেরও চরমতম লক্ষ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু অতি সমুজ্জ্বল ভাবে সেই লক্ষ্যটীকে লোক-চিত্তের সাক্ষাতে উপস্থিত করিয়াছেন এবং সেই লক্ষ্যটীতে পৌঁছিবার উপায়ের কথা শ্রীপাদ রূপ-সনাতনের

নিকটে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং তদনুকূল শাস্ত্রাদি প্রচারের জন্যও তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে তদনুকূল শক্তিও সঞ্চারিত করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষার এবং উপদেশের অনুসরণেই তাঁহারা ভক্তিশাস্ত্ররস শাস্ত্রাদি প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীই ভক্তিসম্বন্ধে এবং ভক্তিরসসম্বন্ধে তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এবং উজ্জ্বলনীলমণিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর আনুগত্যে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীপাদ জীব-গোস্বামীও উক্তগ্রন্থদ্বয়ের টীকায় ও ষট্‌সন্দর্ভে ভক্তিরস-সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদিগকেই ভক্তিরস-প্রস্থানের মূল আচার্য্য বলা যায়। তাঁহাদের আলোচনার মূল ভিত্তি হইতেছে শ্রুতি-স্মৃতি, পারমার্থিক দর্শন এবং লক্ষ্য হইতেছে শ্রুতির বা পারমার্থিক দর্শনের চরমতম লক্ষ্য বস্তু।

বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছেন রসস্বরূপ পরব্রহ্ম। "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ"-বাক্যে রসস্বরূপ পরব্রহ্ম নিজেই তাহা অর্জুনের নিকটে বলিয়া গিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের প্রতিপাদ্য হইতেছেন মুখ্যতঃ সেই রসস্বরূপ পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্। সেই রসস্বরূপকে পাওয়ার অধিকার যে জীবের আছে, তাহা জানাইবার জন্যই জীবতত্ত্বাদি অন্যান্য তত্ত্বের আলোচনা; এই আলোচনা হইতেছে রসস্বরূপ-ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনার আনুষঙ্গিক। চরমতম লক্ষ্য রসাস্বাদন—ভক্তিরসের আস্বাদন। গৌড়ীয় আচার্য্যদের দার্শনিক আলোচনার মূলও রসস্বরূপ পরব্রহ্ম, পর্য্যবসানও রসস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রাপ্তিতে। ভক্তিব্যতীত তাঁহাকে পাওয়া যায় না। "ভক্ত্যা মামভিজানাতি", "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ", "ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ", "যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ"-ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যই তাহার প্রমাণ। এজন্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভক্তিসম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন এবং ভক্তিরসের আস্বাদনেই যে জীব পরম কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে, শ্রুতি-স্মৃতির আনুগত্যে তাহাও দেখাইয়াছেন এজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণকেই ভক্তিরস-প্রস্থানের মূল আচার্য্য বলা যায়।

গৌড়ীয় আচার্য্যগণ ভক্তিরসকে যে কেবল দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহাই নহে; সুদৃঢ় এবং নীরন্ধ্র দার্শনিক প্রাচীরের আবরণেও সুরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

লৌকিক-রসকোবিদ্‌গণ লৌকিকী রতি হইতে উদ্ভূত প্রাকৃতরসকে লৌকিক দর্শনের ভিত্তিতেই, লৌকিক-জগতের মায়াবদ্ধজীবের মায়িকী মনোবৃত্তির অনুকূল ভাবেই, প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহাদের আলোচনা পারমার্থিকতাকে বর্জন করিয়াই অগ্রসর হইয়াছে। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত রস—প্রাকৃত রস—কেবল মায়াবদ্ধ লোকেরই আস্বাদ্য। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবা-চার্য্যদের আলোচনা পারমার্থিক দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত; জীবের বাস্তব সুখই তাঁহাদের লক্ষ্য; প্রাকৃত জগতের প্রাকৃত-রসের আস্বাদনজনিত সুখ বাস্তব সুখ নহে; তাহা বরং বন্ধনজনক, কখনও বন্ধন-মোচক নহে। যতদিন মায়ার বন্ধন থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত বাস্তব সুখের সন্ধান তো পাওয়া যাইবেই না, অনুসন্ধানের মনোবৃত্তিও জাগিবে না। এজন্য পরমার্থতত্ত্বদর্শী গৌড়ীয় আচার্য্যগণ অপ্রাকৃত পরমার্থ-রসের

সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন ; অপ্রাকৃত পরমার্থ-রসের অনুভবেই জীবের চিরন্তনী সুখবাসনার চরমা তৃপ্তি জন্মিতে পারে ; প্রাকৃত রসের আস্বাদনে তাহা অসম্ভব তো বটেই, প্রাকৃতরসের আস্বাদন-লালসা যে জীবকে বাস্তব রসের দিকে অগ্রসর হওয়ার রাস্তা হইতে বহুদূরে সরাইয়া লইয়া যায়, তাহাও তাঁহারা অঙ্গুলিনির্দেশপূর্বক দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রাকৃত-রসের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া বাস্তব সুখের প্রতি জীবের চিত্তকে উন্মুখ করার জন্য তাঁহারা প্রাকৃত রসের স্বরূপের কথাও বলিয়াছেন এবং ভক্তিরসের লোভনীয়তার কথাও বলিয়াছেন।

"নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনাপশুঘ্নাৎ ॥ শ্রীভা, ১০।১।৪॥

—গততৃষ্ণ মুক্ত পুরুষগণও যে ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন (আনন্দ অনুভব করেন বলিয়াই মুক্তগণও ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন), যে ভগবদ্গুণকীর্ত্তন ভবরোগের ঔষধিতুল্য (মোক্ষ লাভের উপায় বলিয়া মুমুক্ষুগণও যে ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন), এবং যে ভগবদ্গুণকথা কর্ণ ও মনের অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক (সুতরাং বিষয়িগণের পক্ষেও যাহা চিত্তাকর্ষক), পশুঘ্নব্যতীত অপর কোন্ ব্যক্তি সেই ভগবদ্গুণানুবাদ হইতে বিরত থাকে ? (শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর নিকটে মহারাজ পরীক্ষিতের উক্তি)।"

মুক্ত বা মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ প্রাকৃত রসের আস্বাদনের জন্য লোলুপ নহেন ; প্রাকৃত রসের আস্বাদনে তাঁহারা আনন্দও পায়েন না ; কিন্তু তাঁহারা ভগবৎকথার আস্বাদনে আনন্দ পাইয়া থাকেন। ইহাতেই প্রাকৃত রস অপেক্ষা ভগবৎ-কথার উৎকর্ষ ও লোভনীয়ত্ব সূচিত হইতেছে। মুক্ত এবং মুমুক্ষুগণ ভগবৎ-কথায় যে আনন্দ পাইয়া থাকেন, তাহা কিন্তু ভক্তিসুখ নহে ; কেননা, তাঁহারা ভক্তিকামী নহেন ; মোক্ষ-প্রাপ্তির সাধনে আনুষঙ্গিক ভাবেই তাঁহারা সাধনভক্তির অনুশীলন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের চিত্তে ততটুকু ভক্তিরই প্রকাশ, যতটুকু তাঁহাদের মোক্ষদানের জন্য আবশ্যক। ভক্তির বা ভক্তিরসের জন্য তাঁহাদের লালসা নাই। তথাপি তাঁহারা ভগবৎ-কথায় যে আনন্দ পায়েন, তাহা হইতেছে ভগবৎ-কথার স্বরূপগত আনন্দ। মিশ্রী খাওয়ার জন্য যাঁহার লালসা নাই, তিনিও মিশ্রীর মিষ্টত্ব অনুভব করিয়া থাকেন।

আর, যাঁহারা বিষয়ী, বিষয়গত প্রাকৃত সুখের জন্যই যাঁহারা লালায়িত, তাঁহারা প্রাকৃত রসের আস্বাদনে আনন্দ পাইয়া থাকেন। ভগবদ্বিষয়ক রসের জন্য তাঁহাদের লালসা নাই। তাঁহারাও কিন্তু ভদবৎ-কথায় আনন্দ পাইয়া থাকেন। ইহাও ভগবৎ-কথার স্বরূপগত ধর্ম্মের পরিচায়ক। প্রাকৃত রসের স্বরূপগত আনন্দ নাই।

এই আলোচনা হইতে প্রাকৃত রস অপেক্ষা ভগবৎ-কথার পরমোৎকর্ষ এবং পরম-লোভনীয়ত্বের কথা জানা গেল।

আনন্দস্বরূপ রসস্বরূপ ভগবান্ এবং তাঁহার চরিত-কথা—উভয়েই স্বরূপগত-আনন্দ আছে।

এজন্য ভগবৎ-কাহিনী যে-সমস্ত গ্রন্থে বিদ্যমান, সে-সমস্ত গ্রন্থকে রসগ্রন্থ বলা হয় এবং এজন্যই প্রাকৃত রসবিদ্‌গণও রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদিকে রসশাস্ত্র বলিয়া থাকেন। এই সমস্তগ্রন্থে ভগবৎ-সম্বন্ধীয় রসের কথা বিবৃত হইয়াছে বলিয়াই তাঁহারা রসশাস্ত্র বলিয়া অভিহিত। তাহাদের মধ্যে আবার শ্রীমদ্‌ ভাগবতকে কেবল রস শাস্ত্র নয়, পরন্তু "রস" বলা হয়।

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥ শ্রীভা, ১।১।৩॥"

—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন :—"ইদানীন্তু ন কেবলং সর্বশাস্ত্রেভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বাদস্য শ্রবণং বিধীয়তে, অপি তু সর্বশাস্ত্রফলমিদম্, অতঃ পরমাদরেণ সেব্যমিত্যাহ নিগমেতি। নিগমো বেদঃ, স এব কল্পতরুঃ সর্বপুরুষার্থোপায়ত্বাৎ, তস্য ফলমিদং ভাগবতং নাম। তং তু বৈকুণ্ঠগতং নারদেনানীয় মহ্যং দত্তং, ময়া চ শুকস্য মুখে নিহিতং, তচ্চ তন্মুখাদ্‌ ভুবি গলিতং শিষ্য-প্রশিষ্যাদিরূপ পল্লবপরম্পরয়া শনৈরখণ্ডমেবাবতীর্ণং ন তুচ্ছনিপাতেন স্ফুটিতমিত্যর্থঃ। এতচ্চ ভবিষ্যদপি ভূতবন্নির্দ্দিষ্টম্ অনাগতাখ্যানেনৈবাস্য প্রবৃত্তেঃ। অতএবামৃতরূপেণ দ্রবেণ সংযুতম্। লোকে হি শুকমুখভ্রষ্টং ফলমমৃতমিব স্বাদু ভবতীতি প্রসিদ্ধম্। অত্র শুকঃ শাস্ত্রস্য মুনিঃ। অমৃতং পরমানন্দঃ স এব দ্রবো রসঃ। রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতীতি শ্রুতেঃ। অতঃ হে রসিকাঃ রসজ্ঞাঃ তত্রাপি ভাবুকাঃ হে রসবিশেষ-ভাবনাচতুরাঃ অহো ভুবি গলিতমিত্যলভ্যলাভোক্তিঃ। ইদং ভাগবতং নাম ফলং মুহুঃ পিবত। ননু ত্বগষ্ঠ্যাদিকং বিহায় ফলাদ্‌ রসঃ পীয়তে, ফলং কথমেব পাতব্যম্? তত্রাহ। রসং রসরূপম্, অতস্ত্বগষ্ঠ্যাদের্হেয়াংশস্যাভাবাৎ ফলমেব কৃৎস্নং পিবত। অত্র চ রসতাদাত্ম্যবিবক্ষয়া রসবত্ত্বস্যাবিবক্ষিতত্বাৎ অগুণবচনেঽপি রসশব্দে মতুপঃ প্রাপ্ত্যভাবাৎ তেন বিনৈব রসং ফলমিতি সামানাধিকরণ্যম্। তত্র ফলমিত্যুক্তেঃ পানাসম্ভবো হেয়াংশপ্রাসক্তিশ্চ ভবেদিতি তন্নিবৃত্ত্যর্থং রসমিত্যুক্তম্। রসমিত্যুক্তেঽপি গলিতস্য পাতুমশক্যত্বাৎ ফলমিতি দ্রষ্টব্যম্। ন চ ভাগবতামৃতপানং মোক্ষেঽপি ত্যাজ্যমিত্যাহ আলয়ং লয়ো মোক্ষম্ অভিবিধাবাকারঃ লয়মভিব্যাপ্য, নহীদং স্বর্গাদিসুখবন্মুক্তৈরুপেক্ষ্যতে কিন্তু সেব্যত এব। বক্ষ্যতি হি—আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ ইত্যাদি।"

স্বামিপাদ এই টীকায় পূর্বোল্লিখিত শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্লোকের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন। টীকার তাৎপর্য্যই শ্লোকের তাৎপর্য্য। টীকার তাৎপর্য্য এই :—

"কেবল সর্বশাস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই যে শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্রবণের বিধান, তাহা নহে; ইহা হইতেছে সমস্ত শাস্ত্রের ফল; এজন্য ইহা যে পরমাদরে সেব্য, তাহা দেখাইবার নিমিত্তই এই শ্লোকটী বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতেছে নিগম-কল্পতরুর ফল। নিগম অর্থ বেদ। কল্পতরু যেমন সর্বাভীষ্ট-প্রদ, বেদও তদ্রূপ জীবের সর্বাভীষ্ট-প্রদ। কর্মিগণ চাহেন ইহকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখ; বেদের কর্মকাণ্ডের অনুসরণে তৎসমস্ত পাওয়া যাইতে পারে।

যোগী চাহেন পরমাত্মার সহিত মিলন, জ্ঞানী চাহেন সাযুজ্য মুক্তি, ভক্ত চাহেন ভগবৎ-সেবা, শুদ্ধভক্ত চাহেন রসিক-শেখর ব্রজেন্দ্র-নন্দনের প্রেম-সেবা। বেদের জ্ঞানকাণ্ডের অনুসরণে এই সমস্তই পাওয়া যাইতে পারে। এজন্য বেদ হইতেছে সকল লোকের সকল রকম অভীষ্ট-প্রদ। এজন্য বেদকে কল্পতরু বলা হইয়াছে। এতাদৃশ নিগম-কল্পতরুর ফল হইতেছে শ্রীমদ্‌ভাগবত। এই নিগম-কল্পতরুর বহু শাখা-প্রশাখা—বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শাখার অগ্রভাগেই ফল থাকে। সর্বোচ্চ শাখার—যাহা বৈকুণ্ঠে অবস্থিত, তাহার—অগ্রভাগেই শ্রীমদ্‌ভাগবতরূপ ফল অবস্থিত ছিল। নারদ তাহা আনিয়া ব্যাসদেবকে দিয়াছেন (বৈকুণ্ঠেশ্বর ভগবান্ চতুঃশ্লোকীরূপে ব্রহ্মার নিকটে শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন; ব্রহ্মার নিকট হইতে নারদ তাহা পাইয়াছেন এবং ব্যাসদেবের নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন)। ব্যাসদেব তাহা শ্রীশুকদেবের মুখে নিহিত করিয়াছেন। শুকদেবের মুখ হইতে বিগলিত হইয়া তাহা শুকদেবের শিষ্য-প্রশিষ্যাদিরূপ পল্লব-পরম্পরায় ধীরে ধীরে অখণ্ডরূপেই এই ভুবনে অবতীর্ণ হইয়াছে—উচ্চ স্থান হইতে নিপতিত হইয়া স্ফুটিত হয় নাই, অখণ্ডই রহিয়াছে। শুকমুখ হইতে বিগলিত হওয়ায় ইহা অমৃতরূপ দ্রবের (তরল পদার্থের) সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। জগতে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, শুকপক্ষি-মুখ হইতে ভ্রষ্ট ফল অমৃতের ন্যায় স্বাদু হয়। এই শ্রীমদ্‌ভাগবতরূপ ফল-প্রসঙ্গে শুক হইতেছে পরম-ভাগবতোত্তম রসিকচূড়ামণি শুকমুনি; আর দ্রব রস হইতেছে পরমানন্দ। শ্রুতিও বলিয়াছেন—'তিনি রসস্বরূপ; রসস্বরূপকে পাইলেই লোক আনন্দী হইতে পারে।' (তাৎপর্য্য এই যে—ভগবৎ-কথা স্বরূপতঃ আনন্দময় হইলেও তাহা যখন রসিক ভক্তের মুখ হইতে নির্গত হয়, তখন সেই রসিক ভক্তের চিত্তস্থিত ভগবদ্‌ভক্তিরসের দ্বারা পরিসিঞ্চিত হইয়া তাহা অপূর্বরূপে আস্বাদ্য হইয়া পড়ে)। শুকমুখ হইতে বিগলিত বলিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতরূপ ফল পরমানন্দরূপ দ্রবরসে পরিসিঞ্চিত এবং পরিমণ্ডিত হইয়া জগতে আবির্ভূত হইয়াছে। "গলিত ফল"-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে—জগতের পক্ষে এই ফল অলভ্যই ছিল; শুকমুখ হইতে বিগলিত হওয়াতেই তাহা জগতের পক্ষে লভ্য হইয়াছে। হে রসিক ভক্তগণ! হে ভাবুক (রসবিশেষ-ভাবনাচতুর) ভক্তগণ! এই ভাগবতরূপ ফল তোমরা মুহুর্মুহুঃ পান কর (পিবত)। প্রশ্ন হইতে পারে—ফল কিরূপে পানীয় হইতে পারে? ফলের মধ্যে বাকল থাকে, আঠি থাকে, আঁশ থাকে। এ-সমস্তের সহিত ফল তো পান করা যায় না? বাকল, আঠি, আঁশ ত্যাগ করিয়া ফলের রসই পান করা যায়। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে—এই শ্রীমদ্‌ভাগবত অষ্ঠি-বল্কলাদি-বিশিষ্ট ফল নহে, ইহাতে অষ্ঠি-বল্কলাদি পরিবর্জনীয় হেয়াংশ নাই, ইহা কেবলই রস—রসবিশিষ্ট নহে, রস। জগতে যে সমস্ত স্বাদু ফল দৃষ্ট হয়, সে-সমস্ত হইতেছে রসবিশিষ্ট-অষ্ঠিবল্কলাদি হেয়াংশের সহিত সংযুক্ত-রসবিশিষ্ট; কিন্তু এই অপূর্ব ফলে অষ্ঠিবল্কলাদি হেয়াংশ নাই, ইহা কেবলই রস। হে রসিক! হে ভাবুক! মোক্ষ পর্য্যন্ত (আলয়ং) ইহা পান কর। স্বর্গাদি-সুখের ন্যায় ইহা মুক্তগণকর্তৃক উপেক্ষণীয় নহে; মুক্তগণও ইহা পান করেন। 'আত্মরামাশ্চ মুনয়ঃ'-ইত্যাদি শ্লোকই তাহার প্রমাণ।"

শ্রীমদ্‌ভাগবত যে কেবলই রস, তাহাই এই ভাগবত-শ্লোক হইতে জানা গেল। ইহা পরমোৎকর্ষময়, পরম-লোভনীয় ; এজন্য অন্য প্রাকৃত সুখের কথা দূরে, স্বর্গাদি-লোকের সুখকেও যাঁহারা উপেক্ষা করেন, সেই মুক্তপুরুষগণও পরম আদরের সহিত এই রস পান করিয়া থাকেন।

প্রাকৃত রসের আস্বাদনজনিত আনন্দ অপেক্ষা ভক্তিরসের আস্বাদনজনিত আনন্দ যে পরমোৎকর্ষময় এবং পরম লোভনীয়, তাহা পূর্বেও (৭।১৫৭ খ অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে। প্রাকৃত-রসের আনন্দ হইতেছে ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর—ব্রহ্মাস্বাদের তুল্য, ব্রহ্মানন্দও নহে ; কিন্তু ভক্তির আনন্দ ব্রহ্মানন্দ-তুচ্ছকারী।

খ। ভক্তিরসের আস্বাদক বা সামাজিক

প্রাকৃত রসকোবিদ্‌গণ বলেন—যাঁহারা সবাসন, অর্থাৎ কাব্যে বর্ণিত রসের অনুকূল রতির সম্বন্ধে পূর্বসংস্কার যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের চিত্ত যদি রজস্তমোবর্জিত সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহারা প্রাকৃত কাব্যের রস আস্বাদন করিতে পারেন (৭।১৫৮ ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। প্রাকৃত রসবিদ্‌গণ রজস্তমোহীন সত্ত্বকে শুদ্ধসত্ত্ব বা "বিশুদ্ধ সত্ত্ব" বলিতে পারেন ; কিন্তু বস্তুবিচারে তাহা বিশুদ্ধ নহে। কেননা, একমাত্র চিদ্‌বস্তুই হইতেছে প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ বস্তু ; চিদ্‌বিরোধী জড়বস্তুমাত্রই অশুদ্ধ। মায়া জড়বস্তু বলিয়া স্বরূপতঃ অশুদ্ধ ; মায়িক গুণত্রয়—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-ইহাদের প্রত্যেকেই মায়িক বা জড় বলিয়া স্বরূপতঃ অশুদ্ধ ; সুতরাং রজস্তমোহীন সত্ত্বও বস্তুবিচারে অশুদ্ধ। রজস্তমোহীন সত্ত্বকে কেবল আপেক্ষিক ভাবেই শুদ্ধ বলা যায়—রজঃ ও তমঃ অপেক্ষা শুদ্ধ। রজঃ এবং তমঃ চিত্ত-বিক্ষেপ এবং অজ্ঞান জন্মায় ; সত্ত্ব তাহা জন্মায় না। সত্ত্ব স্বচ্ছ, রজস্তমঃ স্বচ্ছ নহে। এই দিক্‌দিয়া রজস্তমঃ অপেক্ষা সত্ত্বের উৎকর্ষ। রজস্তমঃ হীনকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মায়, সত্ত্ব তাহা জন্মায় না। এ-সমস্ত কারণে রজস্তমঃ অপেক্ষা সত্ত্বের উৎকর্ষ আছে বলিয়া সত্ত্বকে, কেবল আপেক্ষিক ভাবে, শুদ্ধ বলা যায় ; বস্তুতঃ তাহা শুদ্ধ নহে। রজস্তমোহীন সত্ত্ব যে বাস্তবিক অশুদ্ধ, তাহার প্রমাণ এই যে—তাদৃশ সত্ত্বান্বিত চিত্ত কেবল প্রাকৃত—গুণময়, সুতরাং বাস্তবিক অশুদ্ধ—রসেরই আস্বাদন পাইতে পারে, চিন্ময়—সুতরাং বিশুদ্ধ—ভক্তিরসের আস্বাদন পাইতে পারে না।

অপ্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণের মতে যাঁহার চিত্তে শুদ্ধ বা বিশুদ্ধ সত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে, তিনিই ভক্তিরসের আস্বাদক হইতে পারেন। তাঁহাদের কথিত বিশুদ্ধসত্ত্ব কিন্তু রজস্তমোহীন মায়িক সত্ত্ব নহে। এই বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইতেছে স্বরূপশক্তির বৃত্তি—সুতরাং চিদ্রূপ। "শুদ্ধসত্ত্বং নাম বা ভগবতঃ সর্বপ্রকাশিকা স্বরূপশক্তেঃ সংবিদাখ্যা বৃত্তিঃ। ন তু মায়াবৃত্তিবিশেষঃ॥ ভ, র, সি, ১।২।১-শ্লোকটীকায় শ্রীজীবগোস্বামী॥" শুদ্ধাভক্তির বা নির্গুণাভক্তির সাধনে মায়িক রজঃ, তমঃ এবং সত্ত্ব-এই গুণত্রয় অপসারিত হইলেই চিত্তে এতাদৃশ শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয় এবং এই শুদ্ধসত্ত্বই স্বরূপশক্তির বিলাস-বিশেষ ভক্তি নামে অভিহিত হয়।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন —

প্রাক্তন্যাধুনিকী চাস্তি যস্য সদ্ভক্তিবাসনা।
এষ ভক্তিরসাস্বাদ স্তস্যৈব হৃদি জায়তে ॥২।১।৩॥
ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্।
শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্ ॥
জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াম্।
প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাম্ ॥
ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা।
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাম্ ॥
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি।
প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্ ॥২।১।৪।”

অনুবাদ ৭।১৫৮ খ-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

শেষোক্ত শ্লোকচতুষ্টয়ে রসাস্বাদনের উপযোগী সাধন, রসাস্বাদনের সহায় এবং প্রকারের কথা বলা হইয়াছে।

(১) রসাস্বাদনের সাধন

যদ্দ্বারা ভক্তিরসাস্বাদনের যোগ্যতা লাভ করিতে পারা যায়, তাহাই হইতেছে রসাস্বাদনের সাধন। পূর্বোক্ত “ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং ··অনুতিষ্ঠতাম্”-বাক্যে এই সাধনের কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ যে-পর্য্যন্ত অনর্থনিবৃত্তি না হয়, সে-পর্য্যন্ত সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে অনর্থনিবৃত্তি হইয়া গেলে মায়িক গুণত্রয়ের অপগমে চিত্ত হইতে ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাদি সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইয়া গেলেই চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্যতা লাভ করিবে। চিত্তের এইরূপ অবস্থা হইলে তখন সেই চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের (হ্লাদিনী-সংবিৎ-প্রধানা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষের) আবির্ভাব হইবে এবং শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইলেই সেই চিত্ত সর্বজ্ঞান-সম্পন্ন হইবে—শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়া স্বপ্রকাশ শুদ্ধসত্ত্বের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, অগ্নির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহ যেমন অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তদ্রূপ।

শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত চিত্ত উজ্জ্বলতা ধারণ করিলেই যে রসাস্বাদনের যোগ্যতা সম্যক্‌রূপে লাভ হইবে, তাহা নহে। রসাস্বাদনের পক্ষে আরও কতকগুলি জিনিস আবশ্যক। প্রথমতঃ, শ্রীভাগবত-রক্ত (শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধীয় বস্তুতে বা বিষয়ে অনুরক্ত) হইতে হইবে; অনুরক্তি হইল মনের বৃত্তি; যে পর্য্যন্ত ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বস্তুতে—তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে, তাঁহার সেবা-পরিচর্য্যাদিতে—আপনা-আপনিই মনের অনুরক্তি না জন্মিবে, সেই পর্য্যন্ত রসাস্বাদনের যোগ্যতা লাভ হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, রসিকাসঙ্গ-রঙ্গিত্ব; যিনি হৃদয়ে ভক্তিরসের আস্বাদন করিয়া

থাকেন, তাঁহাকে বলে রসিকভক্ত। এই প্রকার রসজ্ঞ এবং রস-আস্বাদক ভক্তের সঙ্গ-প্রভাবে যে পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব আনন্দের অনুভব না হইবে এবং এই আনন্দের লোভে তাদৃশ-ভক্তসঙ্গের জন্য যে পর্য্যন্ত লালসা না জন্মিবে, সে পর্য্যন্ত রসাস্বাদনের যোগ্যতা লাভ হইবে না। ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বস্তুতে পূর্ব্বোক্তরূপ অনুরক্তি এবং রসিকভক্তের সঙ্গে আনন্দানুভব না হইলে ভক্তিরস আস্বাদনে যোগ্যতা না জন্মিবার হেতু এই যে, রতির প্রাচুর্য্য না থাকিলে ভক্তিরসের আস্বাদন অসম্ভব এবং রতির প্রাচুর্য্য না থাকিলে ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বস্তুতে পূর্ব্বোক্তরূপ অনুরক্তি এবং রসিক-ভক্ত-সঙ্গেও পূর্ব্বোক্তরূপ আনন্দ জন্মিতে পারে না। চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের জলেই তরঙ্গ উত্থিত হয়, সামান্য কূপোদকে তরঙ্গ উত্থিত হয় না। তদ্রূপ, ভক্তহৃদয়ে রতির প্রাচুর্য্য থাকিলেই ভগবৎ-সম্বন্ধি বস্তুদর্শনে বা রসিক-ভক্তের সঙ্গলাভে রতি তরঙ্গায়িত হইয়া ভক্তকে আনন্দানুভব করাইতে পারে এবং তত্তদ্‌বস্তুতে অনুরক্ত করাইতে পারে। এইরূপ আনন্দানুভবের এবং অনুরক্তির অভাব রতি-প্রাচুর্য্যের অভাবই সূচিত করে এবং রতি-প্রাচুর্য্যের অভাবই রসাস্বাদন-যোগ্যতার অভাব সূচিত করে। প্রেমের অন্তরঙ্গ-সাধনের অনুষ্ঠানে রতির প্রাচুর্য্য জন্মিতে পারে। তৃতীয়তঃ, যে পর্য্যন্ত শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মে ভক্তিসুখকেই জীবনের একমাত্র সম্পত্তি বলিয়া মনে না হইবে – সুতরাং সংসারের অন্য সুখাদি বা অন্য বিষয়াদি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, মলবৎ ত্যাজ্য বলিয়া মনে না হইবে—সেই পর্য্যন্ত রসাস্বাদনের যোগ্যতা লাভ হইবে না ; কারণ, যে পর্য্যন্ত ভক্তিসুখকেই জীবন-সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে না হইবে, সেই পর্য্যন্তই রসাস্বাদনের উপযোগী রতি-প্রাচুর্য্যের অভাব আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। চতুর্থতঃ, অন্তরঙ্গ সাধনসমূহের অনুষ্ঠান—যে সমস্ত সাধনে প্রেমের উন্মেষ বা বিকাশ হইতে পারে,—তাহাদের অনুষ্ঠান।

প্রেমের অন্তরঙ্গ-সাধন সম্বন্ধে শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতের "তদ্ধি তত্তদ্‌ব্রজক্রীড়াধ্যানগানপ্রধানয়া ভক্ত্যা সম্পদ্যতে প্রেষ্ঠ-নামসঙ্কীর্ত্তনোজ্জ্বলম্। ২।৫।২১৮॥"-এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদসনাতন-গোস্বামী স্বয়ং লিখিয়াছেন—"তাসাং ব্রজক্রীড়ানাং ভগবদ্‌গোকুল-লীলানাং ধ্যানং চিন্তনং গানং সঙ্কীর্ত্তনং তে প্রধানে মুখ্যে যস্যাস্তয়া ভক্ত্যা নবপ্রকারয়া প্রেম সম্পদ্যতে সুসিদ্ধতি। তত্রৈব বিশেষমেবাহ, প্রেষ্ঠস্য নিজেষ্টতমদেবস্য প্রেষ্ঠানাং বা নিজপ্রিয়তমানাং ভগবন্নাম্নাং সঙ্কীর্ত্তনেন উজ্জ্বলং প্রকাশমানং শুদ্ধং বা। গানেত্যুক্ত্যা নামসঙ্কীর্ত্তনে প্রাপ্তেঽপি নিজপ্রিয়তমনামসঙ্কীর্ত্তনস্য প্রেমান্তরঙ্গতরসাধনত্বেন পুনর্বিশেষেণ নির্দ্দেশঃ।"—এই টীকার মর্ম্ম এই যে—যে ভজনাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার চিন্তা এবং সঙ্কীর্ত্তনই মুখ্যভাবে বর্ত্তমান, সেই নববিধা ভক্তিই প্রেমের অন্তরঙ্গ-সাধন ; তন্মধ্যে আবার বিশেষত্ব এই যে—স্বীয় ইষ্টতমদেবের নামকীর্ত্তন, অথবা ভগবন্নামসমূহের মধ্যে যে সকল নাম নিজের অত্যন্ত প্রিয়, সে সকল নামের কীর্ত্তনই প্রেমের অন্তরঙ্গতর সাধন।

এ-সকল সাধনে রতির প্রাচুর্য্য সাধিত হয়।

(২) রসাস্বাদনের সহায়

যদ্দ্বারা রসাস্বাদনের সহায়তা হয়, যাহা রসাস্বাদনের আনুকূল্যবিধান করে, তাহাই

রসাস্বাদনের সহায়। শ্লোকোক্ত সংস্কারযুগলই হইল রসাস্বাদনের সহায়।--"সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা"—কৃষ্ণরতিটী সংস্কারযুগলদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত হয়, মধুরতর হয়, সুতরাং আস্বাদন-বৈচিত্রী লাভ করে। সুতরাং ঐ সংস্কারযুগলই হইল ভক্তিরস-আস্বাদনের সহায়। কিন্তু ঐ সংস্কার দুইটী কি ? প্রাক্তনী ও আধুনিকী ভক্তিবাসনা।

যাহা আস্বাদনের বিচিত্রতা বা চমৎকারিতা সম্পাদন করে, তাহাই আস্বাদনের সহায়। ক্ষুধা বা ভোজনের ইচ্ছাই ভোজ্যরস-আস্বাদনের চমৎকারিতা বিধান করে ; কারণ, ক্ষুধা না থাকিলে অতি উপাদেয় বস্তুও তৃপ্তিদায়ক হয় না। আবার, ক্ষুধার তীব্রতা যত বেশী হইবে, ভোজ্যরসও ততই রমণীয় বলিয়া মনে হইবে। ভক্তিরসটীর আস্বাদনের নিমিত্ত যদি বাসনা না থাকে, তাহা হইলে তাহার আস্বাদনে আনন্দ পাওয়া যায় না। "সবাসনানাং সভ্যানাং রসস্যাস্বাদনং ভবেৎ। নির্বাসনাস্তু রঙ্গান্তঃ কাষ্ঠকুড্যাশ্মি-সন্নিভাঃ ॥—ধর্ম্মদত্ত।" এজন্য ভক্তিরস-আস্বাদনের পক্ষে ভক্তিবাসনা অপরিহার্য্যা ; এই ভক্তি-বাসনা যতই গাঢ় হইবে, আস্বাদনও ততই মধুর হইবে। আধুনিকী ভক্তি-বাসনাও আস্বাদনের মধুরতা বিধান করিতে পারে সত্য ; কিন্তু প্রাক্তনী অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত ভক্তিবাসনা যদি থাকে, তাহা হইলে বাসনার গাঢ়তা ও তীব্রতা বশতঃ আস্বাদনেরও অপূর্ব্ব চমৎকারিতা জন্মিয়া থাকে। এজন্যই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে প্রাক্তনী ও আধুনিকী-উভয়বিধ ভক্তিবাসনাকেই ভক্তিরস-আস্বাদনের সহায় বলা হইয়াছে। "প্রাক্তন্যাধুনিকী চাস্তি যস্য সদ্ভক্তিবাসনা। এষ ভক্তিরসাস্বাদ স্তস্যৈব হৃদি জায়তে ॥ ২।১।৩॥" প্রাক্তনী ভক্তিবাসনা না থাকিলে যে ভক্তিরস আস্বাদনের যোগ্যতাই জন্মিবে না, তাহা বোধহয় এই শ্লোকের অভিপ্রায় নহে। যদি আধুনিকী ভক্তিবাসনাও অত্যন্ত বলবতী হয়, অর্থাৎ যদি কোনও বিশেষ সৌভাগ্যবশতঃ কাহারও কৃষ্ণরতি অত্যধিকরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আধুনিকী ভক্তিবাসনাকেই উৎকণ্ঠাময়ী করিয়া তোলে, তাহা হইলে বোধ হয় প্রাক্তনী ভক্তি-বাসনা না থাকিলেও রসাস্বাদন সম্ভব হইতে পারে ; রতির আধিক্যই মূল উদ্দেশ্য ; রতির আধিক্যই রসাস্বাদনের প্রধান সহায়। উল্লিখিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ২।১।৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবও একথাই লিখিয়াছেন—"ইদমপি প্রায়িকম্ তাৎপর্য্যন্তু রত্যতিশয় এব জ্ঞেয়ঃ ॥"

ভক্তিবাসনা অন্য এক ভাবেও রসাস্বাদনের আনুকূল্য করিয়া থাকে ; ইহা কৃষ্ণরতিকে রূপ বা আকার দান করিয়া থাকে। ভক্তিবাসনা হইল সেবার বাসনা। সকলের ভক্তিবাসনা বা সেবার বাসনা সমান নহে ; কেহ ভগবান্‌কে পরমাত্মারূপে পাইতে চাহেন ; কেহ দাসরূপে, কেহ বা সখা-আদিরূপে তাঁহার সেবা করিতে ইচ্ছা করেন ; এইরূপে বিভিন্ন ভক্তের ভক্তিবাসনা বা ভক্তিসংস্কার বিভিন্ন। শুদ্ধসত্ত্ব যখন সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, তখন একইরূপে আবির্ভূত হয় ; সাধকের বাসনা বা সংস্কারের দ্বারা আকারিত হইয়া বিভিন্ন—শান্ত-দাস্যাদি বিভিন্ন—রতিরূপে পরিণত হয়। একই দুধ যেমন ভোক্তার ইচ্ছানুসারে দধি, ক্ষীর, ছানা, মাখনাদিতে পরিণত হয়, তদ্রূপ, বিভিন্ন ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত একই শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তদের বিভিন্ন ভক্তিবাসনা অনুসারে শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি,

বাৎসল্যরতি ও মধুর-রতিতে পরিণত হয়। অথবা, জ্বাল দেওয়া একই চিনিকে বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট ছাঁচে ঢালিলে যেমন বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়, তদ্রূপ একই শুদ্ধসত্ত্ব বিভিন্ন সেবা-বাসনাময় চিত্তে আবির্ভূত হইয়া শান্ত-দাস্যাদি বিভিন্ন রতিরূপে পরিণত হয়। ভক্তিবাসনাই ভক্তের চিত্তকে বৈশিষ্ট্য দান করে; বিভিন্ন বর্ণের স্ফটিক-পাত্রে প্রতিবিম্বিত হইয়া একই সূর্য্য যেমন বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ পাত্রের (ভক্তচিত্তের) বৈশিষ্ট্যানুসারে ভক্তচিত্তে আবির্ভূত কৃষ্ণরতিও শান্তাদি বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয়। "বৈশিষ্ট্যং পাত্রবৈশিষ্ট্যাৎ রতিরেষোপগচ্ছতি। যথার্কঃ প্রতিবিম্বাত্মা স্ফটিকাদিষু বস্তুষু॥ ভ, র, সি, ২।৫।৪॥" যাহা হউক, শান্ত-দাস্যাদি রতিই রসের স্থায়িভাব; সুতরাং ভক্তের ভক্তি-বাসনাই শুদ্ধসত্ত্বকে স্থায়িভাবত্ব দান করিয়া রসাস্বাদনের আনুকূল্য বিধান করিয়া থাকে এবং রতিকে স্থায়িভাবত্ব দান করে বলিয়া এই আনুকূল্যকে মুখ্য আনুকূল্যই বলা যায়।

(৩) ভক্তিরসাস্বাদনের প্রকার

পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকে এই প্রকারের কথা বলা হইয়াছে—"রতিরানন্দরূপৈব···আপদ্যতে পরাম্॥"-বাক্যে; অর্থাৎ সংস্কার-যুগলোজ্জ্বলা অত্যাধিক্যপ্রাপ্তা কৃষ্ণরতি যদি ভক্তের অনুভব-লব্ধ বিভাব-অনুভাবাদি সামগ্রীর সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলেই অপূর্ব্ব স্বাদুতা লাভ করিয়া ভক্তকে আস্বাদন-চমৎকারিতা দান করিতে পারে।

ভক্তিরস আস্বাদনের প্রকারটী বলিতে যাইয়া, ভক্তি কিরূপে রসে পরিণত হয়, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত শ্লোক-সমূহে তাহা বলিয়াছেন। বাস্তবিক ইহা বুঝিতে না পারিলে আস্বাদনের প্রকারটীও বুঝা যাইবে কিনা সন্দেহ। **রতিরানন্দরূপৈব**—হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি বলিয়া কৃষ্ণরতি স্বতঃই আনন্দ-স্বরূপা—সতঃই আস্বাদনীয়া। কিন্তু স্বতঃ আস্বাদনীয় হইলেও কেবলমাত্র রতিতে আস্বাদন-চমৎকারিতা নাই; এজন্য কেবলমাত্র রতিকে রস বলা যায় না; কারণ, চমৎকারিতাই রসের সার; চমৎকারিতা না থাকিলে কোনও আস্বাদ্য বস্তুই রস বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। "রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসো রসঃ।—অলঙ্কার-কৌস্তুভ।৫।৭॥" দধি একটা আস্বাদ্য বস্তু—দধির নিজের একটা স্বাদ আছে; কিন্তু এই স্বাদে আনন্দ জন্মাইলেও আনন্দ-চমৎকারিতা জন্মায় না; তাই কেবল দধিকে রস বলা যায় না। দধির সঙ্গে যদি চিনি মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে তাহার স্বাদাধিক্য জন্মে; তাহার সঙ্গে যদি আবার কর্পূর, এলাচি, ঘৃত, মধু প্রভৃতি মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে অপূর্ব্ব স্বাদ ও সৌগন্ধাদিবশতঃ তাহার আস্বাদনে একরূপ আনন্দ-চমৎকারিতা জন্মে; তখন তাহা রসরূপে পরিণত হইয়াছে বলা যায়। এইরূপে, অন্য অনুকূল বস্তুর সংযোগে দধি যেমন অপূর্ব্ব আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করিয়া রসরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণরতিও অন্য অনুকূল বস্তুর সংযোগে অপূর্ব্ব-আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করিয়া রসরূপে পরিণত হইতে পারে।

আনন্দস্বরূপা ভক্তির নিজেরই একটা স্বাদ আছে—নিজেই আনন্দ দান করিতে পারে; এবং

বিভিন্ন প্রাকৃত বস্তুতে জীব যে যে আনন্দ পায়, তাহাদের সমষ্টিভূত আনন্দ অপেক্ষাও—আনন্দস্বরূপা কৃষ্ণরতির সাক্ষাৎকারজনিত আনন্দ—জাতিতে এবং স্বাদাধিক্যে—কোটি কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ; তথাপি এই একমাত্র কৃষ্ণরতিকে ভক্তিশাস্ত্র রস বলে না; কারণ, ইহাতে ইহার জাতি ও স্বাদ-বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ আস্বাদন-চমৎকারিতা নাই। কিন্তু ইহার সহিত যদি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের মিলন হয়, তাহা হইলে—কেবল কৃষ্ণরতির আস্বাদনে যে আনন্দ পাওয়া যায় এবং অন্যান্য অনেক আস্বাদ্য বস্তুর আস্বাদনে ভক্ত যে আনন্দ পাইতে পারেন, তাহাদের সমষ্টিভূত আনন্দ অপেক্ষাও কোটী কোটীগুণ আনন্দ এবং অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় এমন এক আনন্দ-চমৎকারিতা জন্মিবে, যাহার ফলে ভক্তের অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের সমস্ত অনুভব-শক্তি সম্পূর্ণরূপে একমাত্র ঐ অপূর্ব্ব আনন্দে এবং অনির্ব্বচনীয় আস্বাদন-চমৎকারিতাতেই কেন্দ্রীভূত হইবে; তখনই কৃষ্ণরতি রসরূপে পরিণত হইয়াছে বলা হইবে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—রজস্তমোহীন প্রাকৃত সত্ত্বগুণান্বিত চিত্ত ভক্তিরসের আস্বাদনের যোগ্য নহে। সাধনের ফলে চিত্ত হইতে মায়িক গুণত্রয়ের অপগমে চিত্তে যখন হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ শুদ্ধসত্ত্বের বা ভক্তির আবির্ভাব হয়, তখনই লোক ভক্তিরসের আস্বাদন-যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫৮ খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

গ। ভক্তির রসতাপত্তি-যোগ্যতা

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহাতে ভক্তির এবং ভক্তিরসেব মহিমার কথা এবং ভক্তি-রসাস্বাদনের যোগ্যতার কথাই জানা গেল। কিন্তু ভক্তির বা ভগবদ্‌বিষয়া রতির রসরূপে পরিণতির যোগ্যতা থাকিলে তো তাহা রসরূপে পরিণত হইয়া যোগ্য সামাজিকের আস্বাদ্য হইতে পারে। যদি সেই যোগ্যতা না থাকে, তাহা হইলে ভক্তিরসের এবং ভক্তিরসাস্বাদনের মহিমা-কথনের কোনও সার্থকতা থাকিতে পারে না। রসরূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা ভক্তির আছে কিনা?

রসরূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা যে ভক্তির আছে, শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর প্রীতিসন্দর্ভের আনুগত্যে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রীজীবপাদ তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—"সামগ্রী তু রসত্বাপত্তৌ ত্রিবিধা; স্বরূপ-যোগ্যতা পরিকরযোগ্যতা পুরুষযোগ্যতা চ। তত্র লৌকিকেঽপি রসে রত্যাদেঃ স্থায়িনঃ স্বরূপ-যোগ্যতা, স্থায়িভাবরূপত্বাৎ সুখতাদাত্ম্যাঙ্গীকারাদেব চ। ভগবৎপ্রীতৌ তু স্থায়িভাবত্বং তদ্বিধাশেষ-সুখতরঙ্গার্ণবব্রহ্মসুখাদধিকতমত্বঞ্চ প্রতিপাদিতমেব। তথা তত্র কারণাদয়স্তৎপরিকরাশ্চ লৌকিকত্বাদ্‌ বিভাবনাদিষু স্বতোঽক্ষমাঃ, কিন্তু সৎকবিনিবদ্ধচাতুর্য্যাদেবালৌকিকত্বমাপন্না স্তত যোগ্যা ভবন্তি। অত্র তু তে স্বত এবালৌকিকাদ্ভুতরূপত্বেন দর্শিতা দর্শনীয়াশ্চ। পুরুষযোগ্যতা চ শ্রীপ্রহ্লাদাদীনামিব তাদৃশ-বাসনা। তাং বিনা চ লৌকিককাব্যেনাপি তন্নিষ্পত্তিং ন মন্যতে॥—রসত্বপ্রাপ্তিতে সামগ্রী হইতেছে তিন প্রকার—স্বরূপযোগ্যতা, পরিকরযোগ্যতা এবং পুরুষযোগ্যতা। লৌকিক রসেও স্থায়িভাবরূপত্ব

এবং সুখতাদাত্ম্য অঙ্গীকার করিয়াই রত্যাদি স্থায়ীর স্বরূপযোগ্যতা প্রতিপন্ন হয়। ভগবৎ-প্রীতিতে স্থায়িভাবত্ব এবং তদ্রূপ (লৌকিক-প্রীতির সুখের ন্যায়) অশেষ সুখতরঙ্গের সমুদ্ররূপ ব্রহ্মসুখ হইতেও অধিকতমত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। তেমন আবার লৌকিকী রতিতে কারণাদি রসপরিকর লৌকিক বলিয়া বিভাবনাদিতে স্বভাবতঃই অক্ষম ; কেবল সৎকবির গ্রন্থনচাতুর্য্যেই অলৌকিত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিভাবনাদির যোগ্য হয়। আর, ভগবৎ-প্রীতিতে কারণাদি পরিকর স্বভাবতঃই যে অলৌকিক অদ্ভুতরূপ, তাহা দেখান হইয়াছে, আরও দেখান যায়। পুরুষযোগ্যতা হইতেছে শ্রীপ্রহ্লাদাদির ন্যায় বলবতী প্রীতিবাসনা ; তদ্রূপ বাসনাব্যতীত লৌকিক কাব্যের দ্বারাও রসনিষ্পত্তি হয় বলিয়া মনে করা হয় না।”

স্থায়িভাবরূপা রতি বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া রসরূপে পরিণত হয়। স্থায়িভাবরূপা রতিই হইল রসতাপত্তি-ব্যাপারে মুখ্যা, বিভাবাদি হইতেছে তাহার সহায় এবং সহায় বলিয়া পরিকর ; পরিকরের সহায়তাতেই কার্য্যসিদ্ধি হয়।

রতিতে যদি স্থায়িভাবযোগ্যতা না থাকে, তাহা হইলে বিভাবাদির যোগেও তাহা রসে পরিণত হইতে পারে না। সুতরাং রসনিষ্পত্তির জন্য রতির পক্ষে স্থায়িভাবযোগ্যতা অপরিহার্য্যা। রতির এই স্থায়িভাবযোগ্যতাকেই স্বরূপযোগ্যতা বলা হইয়াছে।

রতির স্থায়িভাবযোগ্যতা (বা স্বরূপযোগ্যতা) থাকিলেও বিভাবাদিরূপ পরিকরবর্গের যদি স্থায়িভাবের পুষ্টিবিধানের যোগ্যতা না থাকে, তাহা হইলেও তাহাদের যোগে স্থায়িভাব রসে পরিণত হইতে পারে না। বিভাবাদিরূপ পরিকরদের এতাদৃশী যোগ্যতাকেই পরিকর-যোগ্যতা বলা হইয়াছে।

রতির স্বরূপযোগ্যতা (স্থায়িভাবযোগ্যতা) এবং বিভাবাদি-পরিকরদের রতির পুষ্টিকারিণী যোগ্যতা থাকিলে তাহাদের পরস্পর মিলনে রসোৎপত্তি হইতে পারে। কিন্তু যে-রতি রসে পরিণত হয়, তাহার আশ্রয়েরও যোগ্যতা থাকা আবশ্যক, তাঁহার চিত্তও রতির আবির্ভাবের যোগ্য হওয়া দরকার। ইহাকেই পুরুষ-যোগ্যতা বলা হইয়াছে।

এসমস্ত হইল সাধারণ কথা ; প্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণ প্রাকৃতরস-সম্বন্ধেও উল্লিখিত যোগ্যতাত্রয়ের আবশ্যকতা স্বীকার করেন। তাহারাই হইল রতির রসত্বপ্রাপ্তিবিষয়ে সামগ্রী।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, ভক্তিরস-বিষয়ে ভক্তির বা কৃষ্ণরতির এবং বিভাবাদির তাদৃশী যোগ্যতা আছে কিনা ; যদি থাকে, তাহা হইলেই ভক্তির রসতাপত্তি উপপন্ন হইতে পারে ; নচেৎ তাহা হইবে না। ভক্তিরস-বিষয়েও যে উল্লিখিত সামগ্রীত্রয়ের সদ্‌ভাব আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) ভক্তির স্থায়িভাবত্ব

ভক্তির বা ভগবদ্‌বিষয়া রতির যে স্বরূপযোগ্যতা, বা স্থায়িভাবযোগ্যতা আছে, প্রথমে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

স্থায়িভাবের লক্ষণ

স্থায়িভাবের লক্ষণ কি ? সাহিত্যদর্পণ বলেন,

"অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ।
আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ীতি সম্মতঃ॥
যদুক্তম্—স্রক্ সূত্রবৃত্ত্যা ভাবানামন্যেষামনুগামকঃ।
ন তিরোধীয়তে স্থায়ী তৈরসৌ পুষ্যতে পরম্॥ ইতি॥ ৩।১৭৮॥

—আস্বাদাঙ্কুরের মূলস্বরূপ যে ভাবকে বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ ভাবসমূহ তিরোহিত করিতে পারে না, তাহাকে স্থায়িভাব বলে। প্রাচীনগণও বলিয়াছেন—পুষ্পসমূহের অন্তর্নিহিত সূত্রের ন্যায় যাহা অন্য ভাবসমূহকে শেষ পর্য্যন্ত অনুসরণ করে এবং অপরাপর ভাবসমূহদ্বারা যাহা তিরোহিত হয় না, বরং পরম পুষ্টি লাভ করে, তাহাকেই স্থায়ী ভাব বলে।"

প্রাকৃত রসের স্থায়িভাবসম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণের উল্লিখিত উক্তি হইতে জানা গেল—যে ভাবটী (বা চিত্তবৃত্তিটী) কাব্যের শেষ পর্য্যন্ত (পুষ্পমালার সূত্রের ন্যায়) অবিচ্ছিন্ন ভাবে বর্ত্তমান থাকে, যাহা বিরুদ্ধ বা অবিরুদ্ধ ভাবের দ্বারা তিরোহিত (লুপ্ত) হয় না, বরং বিরুদ্ধভাবের দ্বারা পুষ্টিই লাভ করিয়া থাকে এবং যাহা রসাস্বাদনের বীজস্বরূপ, সেই ভাবটীকে বলে স্থায়ী ভাব। আস্বাদাঙ্কুরকন্দ (রসাস্বাদনের বীজ) বলিয়া ইহা যে সুখতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত, তাহাই জানা গেল ; কেননা, স্থায়িভাবই যখন বিভাবাদির যোগে সুখপ্রাচুর্য্যময় রসে পরিণত হয়, তখন স্থায়িভাবও সুখতাদাত্ম্যপ্রাপ্তই হইবে।

অপ্রাকৃত-রসকোবিদ্ গৌড়ীয় আচার্য্যগণ স্থায়িভাবের যে লক্ষণ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাও উল্লিখিতরূপই। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্।
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ী ভাব উচ্যতে॥
স্থায়ী ভাবোত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ।
মুখ্যা গৌণী চ সা দ্বেধা রসজ্ঞৈঃ পরিকীর্ত্তিতা॥
শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা রতির্মুখ্যেতি কীর্ত্তিতা॥২।৫।১-৩॥

—হাস্যপ্রভৃতি অবিরুদ্ধ এবং ক্রোধ প্রভৃতি বিরুদ্ধ ভাবসমূহকে বশীভূত করিয়া যে ভাব মহারাজের ন্যায় বিরাজ করে, তাহাকে স্থায়ী ভাব বলে। এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিকেই স্থায়ী ভাব বলা হইয়াছে। মুখ্যা ও গৌণী ভেদে সেই রতি দুইরকমের বলিয়া রসজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন। মুখ্যা রতি হইতেছে শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা (অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের বা হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ এবং তজ্জন্য স্বয়ংই সুখস্বরূপ)।" ৭।১১৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

এইরূপে দেখা গেল—স্থায়ী ভাবের লক্ষণ সম্বন্ধে প্রাকৃত-রসবিদ্গণ যাহা বলিয়াছেন, অপ্রাকৃত-রসবিদ্গণও তাহাই বলিয়াছেন। উভয় মতেই অবিচ্ছিন্ন স্থায়িত্ব, সুখস্বরূপত্ব এবং বিরুদ্ধা-

বিরুদ্ধভাবসমূহের বশীকারিত্ব হইতেছে স্থায়ী ভাবের লক্ষণ। (সাহিত্যদর্পণ অবশ্য স্পষ্টকথায় এতাদৃশ বশীকরণত্বের কথা বলেন নাই; কিন্তু যাহা বলিয়াছেন, তাহা বশীকরণত্বেই পর্য্যবসিত হয়। বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ভাবসমূহকর্তৃক স্থায়িভাবের পুষ্টিবিধানেই সেই সমস্ত ভাবের বশীকরণত্ব সূচিত হইতেছে। অবিরুদ্ধ বলিতে সুহৃৎ এবং তটস্থ উভয়কেই বুঝায়। তটস্থ হিত বা অহিত কিছুই করে না; বশীভূত হইলে হিত করে। সুহৃৎ বন্ধুস্থানীয়, অহিত করে না; বশীভূত হইলে হিত করে। বিরুদ্ধ ভাব তো সর্বদা অহিত করার জন্যই ব্যস্ত; কিন্তু বশীভূত হইলে তাহাও হিত সাধন করে। বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ ভাবসমূহ সম্বন্ধে যখন স্থায়িভাবের পুষ্টিবিধানরূপ হিতসাধনের কথা বলা হইয়াছে, তখন সহজেই বুঝা যায়, তাহারা স্থায়িভাবের বশীভূত হইয়াছে)।

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিতে, বা ভক্তিতে যে উল্লিখিত সমস্ত লক্ষণই বিদ্যমান, এক্ষণে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

ভক্তির অবিচ্ছিন্ন স্থায়িত্ব

ভক্তের চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হইলে তাহার যে তিরোভাব হয় না, তাহা পূর্বেই (৫।৫২-ঘ অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে। ইহাতেই ভক্তির অবিচ্ছিন্ন স্থায়িত্ব সূচিত হইতেছে। ভক্তি হইতেছে অবিচ্ছিত্তি-স্বভাবা।

ভক্তির সুখরূপত্ব

প্রাকৃত-রসবিদ্গণের কথিত স্থায়িভাবের সুখ যে বাস্তবিক সুখ নহে, পরন্ত সত্ত্বগুণজাত চিত্তপ্রসাদ, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (৭।১৭১-অনু)। অথচ স্থায়ি-ভাবের এই চিত্তপ্রসাদকেই তাঁহারা "আস্বাদাঙ্কুরকন্দ—রসাস্বাদের বীজ" বলেন এবং এই স্থায়িভাব যখন বিভাবাদির যোগে রসরূপে পরিণত হয়, তখন সেই রসের আস্বাদন-জনিত আনন্দকে তাঁহারা "ব্রহ্মাস্বাদসহোদর—ব্রহ্মাস্বাদের তুল্য" বলিয়া থাকেন।

কিন্তু ভক্তির সুখ যে ব্রহ্মানন্দতিরস্কারী, তাহাও পূর্বে (৭।১৭৩-ক-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে। হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি বলিয়া ভক্তি নিজেই সুখস্বরূপ। "রতিরানন্দরূপৈব ॥ ভ, র, সি, ॥২।১।৪॥"॥, কেবল সুখের সহিত তাদত্ম্যপ্রাপ্ত নয়।

ভক্তির বিরুদ্ধাবিরুদ্ধভাবসমূহের বশীকারিত্ব

বাৎসল্যভক্তি-সম্বন্ধে একটী উদাহরণ উল্লিখিত হইতেছে।

"কুমারস্তে মল্লীকুসুমসুকুমারঃ প্রিয়তমে গরিষ্ঠোহয়ং কেশী গিরিবদিতি মে বেল্লতি মনঃ।
শিবং ভূয়াৎ পশ্যোন্নমিতভুজমেধ মুর্হুরমুং খলং ক্ষুন্দন্ কুর্য্যাং ব্রজমতিতরাং শালিনমহম্ ॥
অত্র বিদ্বিষৌ বীরভয়ানকৌ বৎসলং পুষ্ণীত ॥ ভ, র, সি, ৪।৫।৫৩॥

—(নন্দমহারাজ যশোদামাতাকে বলিলেন) প্রিয়তমে! তোমার পুত্র মল্লীকুসুমের ন্যায় কোমল! কিন্তু এই কেশীদানব পর্বতের ন্যায় গুরুতর কঠিন। এজন্য আমার মন অতিশয় কম্পিত হইতেছে।

কল্যাণ হউক। দেখ, বলীবর্দ্দবন্ধস্তম্ভসদৃশ আমার এই ভুজদ্বয় উত্তোলন করিয়া আমি এই ব্রজমণ্ডলকে সুস্থির করিতেছি।”

এ-স্থলে শত্রুরূপ (অর্থাৎ বৎসলের বিরুদ্ধ) বীর ও ভয়ানক ভাবদ্বয় শ্রীনন্দের বাৎসল্য-রতির বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া, বাৎসল্যরতিকে বিলুপ্ত না করিয়া, তাহার বশ্যতা স্বীকারপূর্ব্বক পুষ্টি-বিধান করিয়াছে। ইহাদ্বারা বাৎসল্য-রতির স্থায়িভাবত্ব প্রতিপাদিত হইল।

যাহা বিরুদ্ধ ভাবসমূহকেও বশীভূত করিতে পারে, তাহা যে অবিরুদ্ধভাবকেও বশীকরণের সামর্থ্য রাখে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

ভক্তির রূপবহুলতা

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—প্রাকৃত-রসশাস্ত্রে এবং অপ্রাকৃত-রসশাস্ত্রেও রতির স্থায়িভাবত্ব-প্রাপ্তির পক্ষে যে তিনটী লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে, কৃষ্ণবিষয়া রতিতে বা ভক্তিতে সেই তিনটী লক্ষণের প্রত্যেকটীই বিদ্যমান আছে। সুতরাং ভক্তির স্থায়িভাবত্ব-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহেরই অবকাশ নাই।

প্রাকৃত-রসবিদ্‌গণ স্থায়িভাবের আর একটী লক্ষণের কথাও বলিয়াছেন—রূপবহুলতা। লোচনটীকাকার শ্রীপাদ অভিনব গুপ্ত বলেন—

“বহূনাং চিত্তবৃত্তিরূপাণাং ভাবানাং মধ্যে যস্য বহুলং রূপং যথোপলভ্যতে স স্থায়ী ভাবঃ। স চ রসো রসীকরণযোগ্যঃ॥—ভাব হইতেছে চিত্তের বৃত্তিবিশেষ; চিত্তবৃত্তিরূপ ভাব বহু থাকিতে পারে; এতাদৃশ বহু ভাবের মধ্যে যে ভাবের বহুলরূপ উপলব্ধ হয়, তাহাই স্থায়িভাব। রসীকরণ-যোগ্যতা আছে বলিয়া তাহাকেও রস বলা হয়।”

ভক্তিরসকোবিদ্‌গণও ইহা স্বীকার করেন। ইহার সমর্থনে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

“রসানাং সমবেতানাং যস্য রূপং ভবেদ্ বহু।
স মন্তব্যো রসঃ স্থায়ী শেষাঃ সঞ্চারিণো মতাঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৩৫॥

—সমবেত রসসমূহের মধ্যে যাহার রূপ বহু হয়, তাহাকে স্থায়ী রস (ভাব) বলে; অন্য রসগুলিকে সঞ্চারী বলা হয়।”

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচনের উদ্ধৃতি হইতেই বুঝা যায়—গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভক্তির রূপবাহুল্য স্বীকার করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভক্তির যে রূপবাহুল্য আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

একই কৃষ্ণবিষয়া রতি বা ভক্তি যে ভক্তভেদে শান্তাদি পাঁচটী মুখ্যারতিরূপে অভিব্যক্ত হয়, তাহাতেই ভক্তির রূপবাহুল্য প্রমাণিত হইতেছে। একই কৃষ্ণবিষয়া রতি সুবল-মধুমঙ্গলাদিতে সখ্যরতি, নন্দ-যশোদাদিতে বাৎসল্যরতি এবং ব্রজসুন্দরীগণে কান্তা-রতির রূপ ধারণ করিয়া থাকে। হাসাদি সাতটী গৌণী রতিও ভক্তির রূপবাহুল্যের পরিচায়ক।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে (১১০-অনুচ্ছেদে) শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, শ্রীধরস্বামিপাদ এই শ্লোকের টীকায় শান্তাদি পাঁচটী পৃথক্ পৃথক্ রতি দেখাইয়াছেন।

"মল্লানামাশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্।
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥ শ্রীভা, ১০।৪৩।১৭॥

—(অক্রূরের সঙ্গে মথুরায় যাওয়ার পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন অগ্রজ বলদেবের সহিত কংস-রঙ্গস্থলে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার দর্শনে বিভিন্ন লোকের চিত্তে যে বিভিন্ন ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিয়া শ্রীশুকদেব-গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছেন) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজের সহিত রঙ্গস্থলে গমন করিলে সে-স্থলে তিনি মল্লগণের অশনি (বজ্র), নরদিগের নরবর, স্ত্রীলোকদিগের মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প, গোপদিগের স্বজন, অসৎ নৃপতিগণের শাসনকর্তা, স্বীয় পিতামাতার শিশু, ভোজপতি কংসের সাক্ষাৎ মৃত্যু, অবিদ্বজ্জন-গণের বিরাট, যোগীদিগের পরমতত্ত্ব এবং বৃষ্ণিগণের পরম-দেবতা রূপে প্রকাশ পাইয়াছিলেন।"

টীকায় স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"তত্র শৃঙ্গারাদিসর্ববরসকদম্বমূর্ত্তির্ভগবান্ তত্তদভিপ্রায়ানুসারেণ বভৌ, ন সাকল্যেন সর্বেষামিত্যাহ মল্লানামিতি। মল্লাদীনামজ্ঞানাং দৃষ্টৄণাম্ অশন্যাদিরূপেণ দশধা বিদিতঃ সন্ সাগ্রজো রঙ্গং গত ইত্যন্বয়ঃ। মল্লাদিম্বভিব্যক্তা রসাঃ ক্রমেণ শ্লোকেন নিবধ্যন্তে। রৌদ্রোঽদ্ভুতশ্চ শৃঙ্গারো হাস্যং বীরো দয়া তথা। ভয়ানকশ্চ বীভৎসঃ শান্তঃ সপ্রেমভক্তিকঃ॥ অবিদুষাং বিরাট্ বিকলঃ অপর্য্যাপ্তো রাজত্ত ইতি তথা। অনেন বীভৎসঃ উক্তঃ বিকলত্বঞ্চ ক্ব বজ্রসার-সর্বাঙ্গাবিত্যাদিনা বক্ষ্যতে॥"

তাৎপর্য্য। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন শৃঙ্গারাদি-সর্ববরসকদম্বমূর্ত্তি; সকলের নিকটেই যে সমস্তরসের সাকল্যে অভিব্যক্তি হইয়াছে, তাহা নহে; দর্শনকারীদের অভিপ্রায়ানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দর্শকের নিকটে ভিন্ন ভিন্ন রসের অভিব্যক্তি হইয়াছে। মল্ল, অজ্ঞ-প্রভৃতি দশ রকম দর্শকের নিকটে দশ রকম রস অভিব্যক্ত হইয়াছে। সেই দশ রকম রস হইতেছে—রৌদ্র, অদ্ভুত, শৃঙ্গার, হাস্য (সখ্য), বীর, দয়া, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত এবং সপ্রেমভক্তিক। অবিদ্বান্দিগের বীভৎস রস।

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী প্রীতিসন্দর্ভের ১০০-অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন—"এই শ্লোকে প্রতিকূল-জ্ঞান (শত্রুবুদ্ধিসম্পন্ন), মূঢ় ও বিদ্বান্-এই ত্রিবিধ ব্যক্তির কথা বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে নিরুপাধি-প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিরোধ-প্রকাশ-কথায় মল্লগণ, কংসপক্ষীয় অসৎ-রাজগণ ও স্বয়ং কংস প্রতিকূল-জ্ঞান। 'অবিদ্বানের পক্ষে বিরাট্'-পৃথক্ ভাবে এইরূপ উল্লেখ করায়, যাহারা (সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে) বিরাট্ জ্ঞান করে, তাহারা মূঢ়। আর, পারিশেষ্য প্রমাণে অর্থাৎ এ-স্থলে

ত্রিবিধ জনের কথা বলা হইয়াছিল, তন্মধ্যে দুই প্রকার লোকের কথা বলা হওয়ায় বাকী যাঁহারা রহিলেন, তাঁহারা বিদ্বান্। এ-স্থলে বিরাট্ বলিতে বিরাটের (স্থূল-পঞ্চভূতের) অংশ ভৌতিক দেহ —সাধারণ নরবালক বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণে তাহাদের (অবিদ্বজ্জনগণের) মূঢ়তা, ভগবদ্-যাচ্ঞায় শ্রদ্ধাহীন যাজ্ঞিক বিপ্রগণের সদৃশ। ইহাদের কেহ কেহ ভগবদবজ্ঞাতা—দ্বেষ্টা নহে, প্রীতিমান্ও নহে। উক্ত মূঢ়গণের শ্রীকৃষ্ণে ভৌতিকত্ব (পাঞ্চভৌতিক দেহধারী সাধারণ মানব)-স্ফূর্ত্তিতে ভক্তগণের ঘৃণা জন্মে ; এজন্য শ্রীভগবান্ বীভৎস-রসও পোষণ করেন। (ঘৃণ্যবস্তু অবলম্বন করিয়াই বীভৎস রস নিষ্পন্ন হয়। শ্রীভগবানে কখনও কাহারও তাদৃশ প্রতীতি হয় না ; তবে তাঁহাকে যাহারা পাঞ্চভৌতিক দেহধারী মনে করে, তাহাদের স্ফূর্ত্তির প্রতি ভক্তগণের ঘৃণার উদ্রেক হয়। ঘৃণাবৃত্তির উদয়ে বীভৎসরস নিষ্পন্ন হয়। উক্তরূপে ভগবৎ-সম্বন্ধে মূঢ়গণের স্ফূর্ত্তির প্রতি ভক্তগণের ঘৃণার উদ্রেক হওয়ায় তিনি বীভৎস-রসও পোষণ করেন—বলা হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে ঐ রসনিষ্পত্তি অসম্ভব ছিল ; এইরূপে সেই অসম্ভাবনা পরিহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি—তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন)।—প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামিসম্পাদিত সংস্করণের অনুবাদ।”

যাহা হউক, উল্লিখিত শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভের ১১০-অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন—“স্ত্রীগণের শৃঙ্গার। সমবয়স্ক গোপগণের (স্বামিপাদের টীকায়) ভ্রাস্তশব্দদ্বারা সূচিত পরিহাসময় সখ্য যাহাতে স্থায়ী, সেই সখ্যময় প্রেয় (সখ্য)। সুতরাং তাঁহার (স্বামিপাদের) শ্লোকস্থিত গোপ-শব্দে শ্রীদামাদিকে বুঝাইতেছে। মাতাপিতার দয়া—যাহার অপর নাম বাৎসল্য, সেই বাৎসল্য যাহাতে স্থায়ী, তাহা বৎসল রস। যোগিগণের জ্ঞানভক্তিময় শান্ত। বৃষ্ণিগণের ভক্তিময় (দাস্য) রস। তদ্রূপ, নরগণের সামান্য-প্রীতিময় রস প্রদর্শিত হইয়াছে। অদ্ভুতত্ব সমস্ত রসেরই প্রাণহেতু নরগণে অদ্ভুতরসের উল্লেখ করা হইয়াছে ; শান্তাদির বৈশিষ্ট্যাভাবে অদ্ভুতই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।—উল্লিখিত প্রীতিসন্দর্ভের অনুবাদ।”

শ্রীজীবপাদ এ-স্থলে প্রসঙ্গতঃ শান্তাদি পাঁচটী মুখ্যরসের কথাই বলিয়াছেন। স্বামিপাদ কয়েকটী গৌণরসেরও উল্লেখ করিয়াছেন। রৌদ্র-বীভৎসাদি গৌণরসের স্থায়িভাব রৌদ্রাদি প্রীতিবিরোধী বলিয়া শ্রীজীবপাদ সেগুলির গণনা করেন নাই।

যাহা হউক, এই শ্লোক হইতেও ভগবদ্বিষয়া রতির বা ভক্তির রূপবহুলতার কথা জানা গেল।

এইরূপে দেখা গেল—প্রাকৃত রসবিদ্গণ স্থায়িভাবের যে কয়টী লক্ষণের কথা বলিয়াছেন, সেই কয়টী লক্ষণের প্রত্যেকটীই ভগবদ্বিষয়া রতিতে বা ভক্তিতে বিদ্যমান। সুতরাং ভক্তির স্থায়িভাবত্ব অস্বীকার করার কোনও হেতুই থাকিতে পারে না।

এ পর্য্যন্ত স্থায়িভাবের স্বরূপযোগ্যতার কথা আলোচিত হইয়াছে এবং প্রদর্শিত হইয়াছে যে, স্থায়িভাবের স্বরূপযোগ্যতা আছে। এক্ষণে শ্রীজীবপাদ-কথিত পরিকর-যোগ্যতার বিষয় আলোচিত হইতেছে।

(২) পরিকর-যোগ্যতা

ভক্তির রসতাপত্তি-বিষয়ে পরিকরদের, অর্থাৎ বিভাবাদির, বা কারণসমূহের যোগ্যতা আছে কিনা, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে।

বিভাবাদির যোগ্যতা হইতেছে—ভক্তিদ্বারা বিভাবিত বা পরিপুষ্ট হওয়ার যোগ্যতা এবং পরিপুষ্টির পরে ভক্তির পুষ্টিসাধনের যোগ্যতা।

বিভাব দুই রকমের—আলম্বন এবং উদ্দীপন। আলম্বন-বিভাব আবার দুই রকমের—আশ্রয়ালম্বন এবং বিষয়ালম্বন। যিনি ভক্তির বিষয়, তিনি হইতেছেন বিষয়ালম্বন-বিভাব। আর যাঁহার মধ্যে ভক্তি থাকে, তিনি হইতেছেন আশ্রয়ালম্বন; পুরুষযোগ্যতা-প্রসঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। এস্থলে কেবল বিষয়ালম্বনের কথা বিবেচিত হইতেছে।

ভগবদ্‌বিষয়া রতির বা ভক্তির বিষয়ালম্বন হইতেছেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ। জীবতত্ত্ব নহেন, লৌকিক কোনও বস্তুও নহেন ; তিনি স্বভাবতঃই অলৌকিক।

উদ্দীপন-বিভাব হইতেছে—বংশীস্বরাদি, ময়ূরপুচ্ছাদি, মেঘাদি। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি বা ভূষণধ্বনি প্রভৃতিও অলৌকিক, অপ্রাকৃত বস্তু। তাঁহার বংশী এবং ভূষণাদিও অলৌকিক, অপ্রাকৃত, তাঁহা হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন (১।১।৭৭ অনু); সুতরাং তাহারাও তত্ত্বতঃ আনন্দস্বরূপ। বেণুনামক দুইটী বাঁশের পরস্পর সংঘর্ষে যে শব্দের উদ্ভব হয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি জাগ্রত করিয়াই উদ্দীপন হয়। “পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন ॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৪।২০৮॥”-এ-স্থলে মূল উদ্দীপনত্ব হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির—যাহা স্বরূপতঃ আনন্দ; বেণু-নামক বংশদ্বয়ের সংঘর্ষজনিত ধ্বনি হইতেছে উপলক্ষ্যমাত্র—গৌণ বা ঔপচারিক উদ্দীপন। তরুণতমাল, বা মেঘাদি, বা ময়ূর-পুচ্ছাদির উদ্দীপনত্বও তদ্রূপ। তরুণতমালাদি শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি-উদ্দীপনের উপলক্ষ্য মাত্র।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীকৃষ্ণাদি সমস্ত বিভাবই আনন্দস্বরূপ, অলৌকিক।

তারপর অনুভাবাদি। অনুভাবাদির উদ্ভবও হয় আনন্দরূপা কৃষ্ণরতি হইতে; চিত্তে কৃষ্ণরতি না থাকিলে অনুভাবাদির উদ্ভব হইতে পারে না। আনন্দরূপা কৃষ্ণরতির সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া স্পর্শমণিন্যায়ে তাহারাও আনন্দরূপতা প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণভক্তির সহিত যাহার সম্বন্ধ জন্মে, তাহাও অলৌকিকত্ব, অপ্রাকৃতত্ব এবং চিন্ময়ত্ব লাভ করে। ভক্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত প্রাকৃত দ্রব্যও যে অপ্রাকৃতত্ব লাভ করে—যেমন মহাপ্রসাদাদি, ইহা অতি প্রসিদ্ধ এবং শাস্ত্রসম্মত।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীকৃষ্ণরতি-সম্বন্ধীয় বিভাবাদি রসকারণ বা রসপরিকরসমূহ হইতেছে স্বরূপতঃই অলৌকিক এবং অদ্ভুত, অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন, আনন্দরূপ। এজন্য এই বিভাবাদি এবং কৃষ্ণরতি বা ভক্তি পরস্পরের সহিত মিলিত হইলে পরস্পরকে উচ্ছ্বসিত করিতে, পরস্পরের সুখরূপত্ব

বর্দ্ধিত করিতে, সমর্থ। জলের সহিত জল মিলিত হইলে জলের পরিমাণ যে বর্দ্ধিত হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

প্রাকৃত-রতিসম্বন্ধীয় বিভাবাদি সমস্তই লৌকিক, স্বরূপতঃ সুখ বা আনন্দ নহে। লৌকিকী রতিও প্রাকৃত বস্তু, স্বরূপতঃ আনন্দ নহে। তথাপি প্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণ তাহাদের বিভাবাদিত্ব যখন স্বীকার করেন, তখন অপ্রাকৃত এবং স্বরূপতঃ আনন্দরূপা ভক্তি এবং অলৌকিক এবং স্বরূপতঃ সুখরূপ বিভাবাদির পরিকর-যোগ্যতা যে তাঁহারা স্বীকার করিতে চাহেন না, ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। সৎকবির গ্রন্থনচাতুর্য্যে, বা অনুকর্ত্তার অভিনয়-চাতুর্য্যেই লৌকিক বিভাবাদি চমৎকারিত্ব ধারণ করে; বস্তুবিচারে তাহাদের চমৎকারিত্ব নাই। কিন্তু পূর্বপ্রদর্শিত শ্রীকৃষ্ণাদি অলৌকিক বিভাবাদি আনন্দরূপ বলিয়া স্বতঃই তাহাদের আস্বাদ্যত্ব এবং চমৎকারিত্ব আছে। সুতরাং তাহাদের পরিকর-যোগ্যতা সম্বন্ধে আপত্তির কোনও হেতুই থাকিতে পারে না। "তথা তত্র কারণাদয়স্তৎপরিকরাশ্চ লৌকিকত্বাদ্‌-বিভাবনাদিষু স্বতোঽক্ষমাঃ; কিন্তু সৎকবিনিবদ্ধচাতুর্য্যাদেব অলৌকিকত্বমাপন্নাস্তত্র যোগ্যা ভবন্তি। অত্র তু তে স্বত এবালৌকিকাদ্‌ভুতরূপত্বেন দর্শিতা দর্শনীয়াশ্চ ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥ ১১০॥"

(৩) পুরুষ-যোগ্যতা

এক্ষণে পুরুষ-যোগ্যতার বিষয় আলোচিত হইতেছে। এ-স্থলে "পুরুষ" বলিতে রতির আশ্রয়কে বা আশ্রয়ালম্বন-বিভাবকে বুঝায়। রতির আশ্রয় যিনি, তিনিই রসাস্বাদন করেন; সুতরাং এ-স্থলে "পুরুষ" বলিতে রসাস্বাদক সামাজিককেই বুঝাইতেছে। পুরুষযোগ্যতা হইতেছে—সামাজিকের রসাস্বাদন-যোগ্যতা। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"পুরুষযোগ্যতা চ শ্রীপ্রহ্লাদাদীনামিব তাদৃশবাসনা।—শ্রীপ্রহ্লাদাদির ন্যায় ভক্তিবাসনাই হইতেছে পুরুষযোগ্যতা।"

প্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণও বলেন—"ন জায়তে তদাস্বাদো বিনা রত্যাদিবাসনাম্‌॥ বাসনা চেদানীন্তনী প্রাক্তনী চ রসাস্বাদহেতুঃ॥ সাহিত্যদর্পণ॥ ৩।৮॥—রত্যাদি-বাসনাব্যতীত রসাস্বাদ জন্মেনা। আধুনিকী এবং প্রাক্তনী বাসনাই হইতেছে রসাস্বাদনের হেতু।"

প্রাকৃত রসকোবিদ্‌গণের কথিত প্রাকৃত রসসম্বন্ধিনী বাসনা হইতেছে প্রাকৃত রত্যাদি। ভক্তিরস-কোবিদ্‌গণের কথিত ভক্তিরস-সম্বন্ধিনী বাসনা হইতেছে ভক্তিবাসনা।—প্রাক্তনী এবং আধুনিকী ভক্তিবাসনা। "প্রাক্তন্যাধুনিকী চাস্তি যস্য সদ্ভক্তিবাসনা। এষ ভক্তিরসাস্বাদ স্তস্যৈব হৃদি জায়তে॥ ভ, র, সি, ২।১।৩॥"

প্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণের মতে সামাজিকের চিত্তে রজস্তমোহীন সত্ত্বের উদ্রেক হইলেই রসাস্বাদন সম্ভব। "সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ। বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ॥ লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ। স্বাকারবদভিন্নত্বেনায়মাস্বাদ্যতে রসঃ॥ রজস্তমো-ভ্যামাস্পৃষ্টং মনঃ সত্ত্বমিহোচ্যতে॥ সাহিত্যদর্পণ ॥৩।২॥ (পূর্ববর্ত্তী ৭।১৭১-ক অনুচ্ছেদে অনুবাদাদি দ্রষ্টব্য)।"

প্রাকৃত-রসবিষয়ে রজস্তমোহীন প্রাকৃত বা গুণময় সত্ত্বই হইতেছে রসাস্বাদনের হেতু ; ভক্তিরসে কিন্তু প্রাকৃত সত্ত্ব রসাস্বাদনের হেতু নহে ; কেননা, প্রাকৃত-সত্ত্বগুণান্বিত চিত্তও গুণময় বলিয়া তাহাতে নির্গুণা ভক্তির আবির্ভাব হইতে পারেনা,—সুতরাং ভক্তিবাসনাও থাকিতে পারে না। যথাবিহিত সাধনের প্রভাবে যখন মায়িক সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণই সম্যক্রূপে তিরোহিত হয়, তখন হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষ শুদ্ধসত্ত্ব চিত্তে আবির্ভূত হয় এবং চিত্তের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করে। এই শুদ্ধসত্ত্বাত্মক চিত্তেই ভক্তির আবির্ভাব হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবোহ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥ শ্রীভা, ৪।৩।২৩॥"

শ্রীজীবপাদের টীকা :—বিশুদ্ধং স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বাজ্জাড্যাংশেনাপি রহিতমিতি বিশেষে শুদ্ধং তদেব বসুদেবশব্দেনোক্তম্। কুতস্তস্য সত্ত্বতা বসুদেবতা বা তদাহ। যদ্ যস্মাৎ তত্র তস্মিন পুমান্ বাসুদেব ইয়তে প্রকাশতে। ইত্যাদি।

টীকানুযায়ী শ্লোকার্থ। স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া যাহাতে জাড্যাংশ নাই (জড় মায়ার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ কিছুই নাই), সুতরাং যাহা বিশেষরূপে শুদ্ধ, অর্থাৎ বিশুদ্ধ, তাদৃশ যে সত্ত্ব, তাহাকে বসুদেব বলা হয়। এই বসুদেবে বা বিশুদ্ধসত্ত্বে অধোক্ষজ (ইন্দ্রিয়াতীত) ভগবান্ বাসুদেব অনাবৃত ভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

তাৎপর্য্য হইল এই যে—বিশুদ্ধসত্ত্ব হইতেছে স্বরূপশক্তির বৃত্তি ; স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া ইহার সহিত জড় মায়ার বা মায়িক গুণত্রয়ের স্পর্শ নাই। এতাদৃশ বিশুদ্ধসত্ত্বান্বিত চিত্তেই ভক্তির আবির্ভাব হইতে পারে এবং ভক্তির আবির্ভাব হইলেই অধোক্ষজ ভগবান্ তাহাতে প্রকাশ পায়েন। "বিজ্ঞানঘন আনন্দঘনঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি॥ গোপালোত্তরতাপনী শ্রুতিঃ॥ ১৮॥"

এইরূপে দেখা গেল—যাঁহার চিত্ত হইতে মায়িকগুণত্রয় সম্যক্রূপে দূরীভূত হইয়াছে এবং গুণত্রয়ের অপসরণের পরে যাঁহার চিত্তে স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ বিশুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে, তিনিই ভক্তিরসের আস্বাদনের যোগ্য। লৌকিক-রসবিদ্গণ-কথিত প্রাকৃত-সত্ত্বগুণান্বিত-চিত্ত ব্যক্তি ভক্তিরসের আস্বাদনের যোগ্য নহে। সুতরাং প্রাকৃত-রসকোবিদ্গণের সামাজিক অপেক্ষা অপ্রাকৃত ভক্তিরস-কোবিদ্গণের সামাজিকের যে পরমোৎকর্ষ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। প্রাকৃত-রসের সামাজিকের রতি স্বরূপতঃ আস্বাদ্য নহে ; সত্ত্বগুণজাত চিত্তপ্রসন্নতার সহিত যুক্ত হইয়াই তাহা কিঞ্চিৎ আস্বাদ্য হয় ; কিন্তু ভক্তিরসের সামাজিকের ভক্তিরূপা রতি হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি বলিয়া স্বতঃই আনন্দরূপা—সুতরাং স্বতঃই আস্বাদ্যা।

পুরুষযোগ্যতা-সম্বন্ধে প্রাকৃত-রসকোবিদ্গণের ন্যায় ভক্তিরস-কোবিদ্গণও প্রাক্তনী ও আধুনিকী বাসনার বিদ্যমানতা স্বীকার করেন। তবে তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে—প্রাকৃত-

রসকোবিদ্‌গণ প্রাকৃত-রত্যাদি-বাসনার কথা বলেন, যাহা বস্তুগতভাবে আস্বাদ্য নহে; আর ভক্তিরসকোবিদ্‌গণ ভক্তিবাসনার কথা বলেন—যাহা স্বরূপতঃই সুখস্বরূপ এবং স্বরূপতঃই আস্বাদ্য।

এইরূপে দেখা গেল—ভক্তিরসে পুরুষযোগ্যতা-সম্বন্ধেও আপত্তির কোনও কারণ থাকিতে পারে না।

রতির রসতাপত্তির জন্য স্বরূপযোগ্যতা, পরিকরযোগ্যতা, এবং পুরুষযোগ্যতা—এই তিনটী সামগ্রীর অত্যাবশ্যকত্ব প্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণ যেমন স্বীকার করেন, ভক্তিরসকোবিদ্‌গণও তেমনি স্বীকার করেন। পূর্বোল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—ভক্তি বা কৃষ্ণরতি-বিষয়েও উল্লিখিত সামগ্রীত্রয় বিদ্যমান এবং অত্যুৎকর্ষেই বিদ্যমান। সুতরাং ভক্তির রসতাপত্তি-সম্বন্ধে কোনওরূপ সন্দেহেরই অবকাশ থাকিতে পারে না।

ঘ। প্রাচীনদের অভিমত

প্রাচীনদের মধ্যে বোপদেব এবং হেমাদ্রি যে ভক্তির রসত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে (৭।১৭৩-অনু)।

শ্রীলক্ষ্মীধরও তাঁহার শ্রীভগবন্নামকৌমুদীর তৃতীয় পরিচ্ছেদে ভক্তিরসের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে বিষ্ণুপুরাণের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"যন্নামকীর্ত্তনং ভক্ত্যা বিলাপনমনুত্তমম্।
মৈত্রেয়াশেষপাপানাং ধাতুনামিব পাবকঃ॥

—হে মৈত্রেয়! ভক্তির সহিত ভগবানের নামকীর্ত্তন করিলে অশেষ পাপ সম্যক্‌রূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; অগ্নি যেমন ধাতুদ্রব্যের সমস্ত মলিনতা দূরীভূত করে, তদ্রূপ।"

ইহার পরে শ্রীলক্ষ্মীধর বলিয়াছেন—"অত্র চ ভক্তিশব্দেন ভগবদালম্বনো রত্যাখ্যঃ স্থায়িভাবোঽভিধীয়তে। ন ভজনমাত্রং তস্য কীর্ত্তনশব্দেনোপায়েষূপাত্তত্বাৎ।—এ-স্থলে, ভক্তি-শব্দে, ভগবান্ যাহার আলম্বন-বিষয়, তাদৃশ রতিনামক স্থায়িভাবের কথাই বলা হইয়াছে, ভজনমাত্রকে বলা হয় নাই। কেননা, 'কীর্ত্তন'-শব্দদ্বারাই উপায়সকলের মধ্যে তাহার কথা বলা হইয়াছে।"

শ্রীলক্ষ্মীধর এ-স্থলে ভগবদ্‌বিষয়া রতির (অর্থাৎ ভক্তির) স্থায়িভাবত্বের কথা বলিয়াছেন। ভক্তি যদি স্থায়িভাব হয়, তাহা হইলে তাহার রসতাপত্তির যোগ্যতাও থাকিবে।

শ্রীধরস্বামিপাদও পূর্বোদ্ধৃত "মল্লানামশনি"-ইত্যাদি শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্লোক-প্রসঙ্গে কৃষ্ণবিষয়া রতির রসতাপত্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন। "ভক্তির বহুলতা" কথন-প্রসঙ্গে পূর্বেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রাচীন আচার্য্য সুদেব প্রভৃতিও ভক্তিরস স্বীকার করিয়াছেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে তাহা জানা যায়।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উক্তি :—

"শ্রীধরস্বামিভিঃ স্পষ্টময়মেব রসোত্তমঃ। রঙ্গপ্রসঙ্গে সপ্রেমভক্তিকাখ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

রতিস্থায়িতয়া নামকৌমুদীকৃদ্‌ভিরপ্যসৌ। শান্তত্বেনায়মেবাদ্ধা সুদেবাদ্যৈশ্চ বর্ণিতঃ ॥ ৩২।১॥

—কংসরঙ্গস্থলের বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীধরস্বামিপাদ স্পষ্টভাবেই এই সপ্রেমভক্তি-নামক রসকে উত্তম রস বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভগবন্নামকৌমুদীকার শ্রীলক্ষ্মীধর ইহাকে স্থায়িরতি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সুদেবাদি আচার্য্যগণ ইহাকে শান্তরস বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।"

১৭৪। রসের অলৌকিকত্ব

প্রাকৃত-রসাচার্য্যগণ প্রাকৃত-রসকে অলৌকিক রস বলেন। অপ্রাকৃত-রসাচার্য্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ অপ্রাকৃত ভক্তিরসকেই অলৌকিক বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই উভয়ের অলৌকিকত্বের স্বরূপ বা তাৎপর্য্য এক রকম নহে। উভয়রূপ অলৌকিকত্বের পার্থক্য কি, তাহা বিবেচিত হইতেছে।

লৌকিকী রতি যে-রসে পরিণত হয় বলিয়া প্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণ বলেন, তাহাকে প্রাকৃত রস বলার হেতু এই যে—এই রসে রতি-বিভাবাদি সমস্তই হইতেছে প্রাকৃত বা মায়িক বস্তু। আর ভক্তিরসকে অপ্রাকৃত বলার হেতু এই যে—এই রসে ভগবদ্‌বিষয়া রতি এবং বিভাবাদি সমস্তই অপ্রাকৃত, মায়াতীত।

ক। প্রাকৃতরসের অলৌকিকত্বের স্বরূপ

প্রাকৃত-রসের অলৌকিত্ব-বিচারে কেহ কেহ রসনিষ্পত্তির এবং রসাস্বাদনের প্রক্রিয়ার অলৌকিকত্বের কথাই বিচার করিয়াছেন। কোনও কোনও রসকোবিদ্ প্রাকৃত রসকেও অলৌকিক বলেন। এই দুইটী বিষয়ের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করা হইতেছে।

(১) রসনিষ্পত্তির এবং রসাস্বাদনের প্রক্রিয়ার অলৌকিকত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা

পূর্বে (পূর্ববর্ত্তী ১৬১-১৬৪-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, প্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণের মধ্যে রসনিষ্পত্তি-সম্বন্ধে চারি রকমের মতবাদ প্রচলিত আছে—ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ, শ্রীশঙ্কুকের অনুমিতিবাদ, ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ এবং অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ। এ-স্থলে এই চারিটী মতবাদের পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা করা হইতেছে।

ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ

এই মতে রসের উৎপত্তি হয় অনুকার্য্যে। অনুকর্ত্তার অনুকরণ-চাতুর্য্যের ফলে সামাজিক অনুকার্য্য ও অনুকর্ত্তার অভেদ-মনন করেন এবং অনুকর্ত্তাতেই রসের উৎপত্তি বলিয়াও মনে করেন। সামাজিক অনুকর্ত্তৃগত রসের আস্বাদন করেন। সামাজিকে রতির অস্তিত্ব আছে বলিয়া এই মতবাদ হইতে জানা যায় না (৭।১৬১-অনুচ্ছেদ)।

এ-স্থলে অলৌকিকত্ব হইতেছে এই :—

প্রথমতঃ, লৌকিক জগতে দেখা যায়, যাহার আম্ররস আস্বাদনের সংস্কার বা তদ্রূপ সংস্কারজাত বাসনা নাই, তাহার পক্ষে আম্ররসের আস্বাদন হয় না। কিন্তু উৎপত্তিবাদে রতিহীন অর্থাৎ রসাস্বাদনের সংস্কার বা সংস্কারজাত বাসনাহীন সামাজিকও রসাস্বাদন করিয়া থাকে। এতাদৃশ ব্যাপার লৌকিকী রীতিতে দৃষ্ট হয় না বলিয়া ইহাকে অলৌকিক বলা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, যদি কোনও নিপুণ মৃৎশিল্পী মৃত্তিকাদ্বারা একটী আম্রবৃক্ষ রচনা করেন এবং সুপক্ক এবং সুমিষ্ট আম্রের আকারে তাহাতে মৃৎপিণ্ড সংযোজিত করেন, তাহা হইলে সেই আম্রবৃক্ষকে এবং আম্রকে কোনও লোক হয়তো প্রকৃত আম্রবৃক্ষ এবং প্রকৃত আম্র বলিয়া মনে করিতে পারে ; কিন্তু সেই লোক সেই আম্র তাহার আয়ত্তের মধ্যে নহে বলিয়া সেই আম্রের রস আস্বাদন করিতে পারে না। ইহাই লৌকিকী রীতি। কিন্তু ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদে, কৃত্রিম অনুকর্ত্তৃরূপ অনুকার্য্যে রসের অস্তিত্ব আছে মনে করিয়া, সেই রস সামাজিকের আয়ত্তের মধ্যে না থাকিলেও সামাজিক তাহা আস্বাদন করিয়া থাকে। লৌকিকী রীতির অনুরূপ নহে বলিয়া এই রসাস্বাদন-ব্যাপারকেও অলৌকিক বলা যায়।

এইরূপে দেখা গেল—উৎপত্তিবাদে রসাস্বাদনের প্রক্রিয়াটীই অলৌকিক ; রসের অলৌকিকত্ব-সম্বন্ধে উৎপত্তিবাদ হইতে কিছু জানা যায় না।

শ্রীশঙ্কুকের অনুমিতিবাদ

এইমতে রতি বা স্থায়িভাব থাকে অনুকার্য্যে ; অনুকর্ত্তা তাঁহার অভিনয়-চাতুর্য্যদ্বারা অনুকার্য্যের যে-সমস্ত আচরণের অনুকরণ করেন, সেই সমস্ত অনুকার্য্যের রত্যাদির অনুরূপ বলিয়া, ধূম দেখিলে যেমন অগ্নির অস্তিত্বের অনুমান হয়, অনুকৃত আচরণাদি দেখিয়া সামাজিকও অনুমান করেন—অনুকর্ত্তাতেই রস বিদ্যমান ; তিনি অনুকর্ত্তাকেই অনুকার্য্য বলিয়াও মনে করেন। সামাজিক সবাসন বলিয়া অনুকর্ত্তাতে অনুমিত রসের আস্বাদন করিয়া থাকেন। সামাজিকের এই অনুমান লৌকিক জগতের সাধারণ অনুমান হইতে বিলক্ষণ , কেননা, লৌকিক জগতের অনুমানে বস্তুর অস্তিত্বের জ্ঞান মাত্র হয়, বস্তুসৌন্দর্য্যের জ্ঞান হয় না ; কিন্তু এ-স্থলে সামাজিকের অনুমানে বস্তুসৌন্দর্য্যের জ্ঞানও জন্মে (৭।১৬২-অনু)।

এ-স্থলে অলৌকিকত্ব হইতেছে এই :—

প্রথমতঃ, লৌকিক জগতের অনুমানে কেবল বস্তুর অস্তিত্বের জ্ঞান জন্মে; বস্তুসৌন্দর্য্যের জ্ঞান বা অনুভূতি জন্মেনা; ধূম দেখিলে ধূম্রস্থানে অগ্নি বিদ্যমান বলিয়াই অনুমান করা হয় ; কিন্তু সেই অগ্নির উত্তাপাদি অনুভূত হয় না। ইহাই লৌকিকী রীতি। কিন্তু শ্রীশঙ্কুকের অনুমিতিবাদে, অনুকর্ত্তায় যে-রসের অস্তিত্বের অনুমান করা হয়, তাহার সৌন্দর্য্যাদির—সুখময়ত্বাদির—জ্ঞানও জন্মে (নচেৎ সামাজিকের পক্ষে তাহা আস্বাদনীয় হইতে পারে না)। এইরূপ ব্যাপার লৌকিকী রীতির অনুরূপ নহে বলিয়া ইহাকে অলৌকিক বলা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, লৌকিক জগতে অনুমিত বস্তুর আস্বাদন অসম্ভব ; কেননা, অনুমিত বস্তুর সঙ্গে আস্বাদক ইন্দ্রিয়ের সান্নিধ্য থাকেনা। বৃক্ষে আম্রের অস্তিত্ব আছে। এই অনুমান জন্মিলেও এবং সেই আম্র সুস্বাদু বলিয়া মনে হইলেও, তাহার আস্বাদন কাহারও পক্ষে, এমন কি আম্ররসের আস্বাদন-বিষয়ে বাসনা যাহার আছে, তাহার পক্ষেও—সম্ভব নয় ; কেননা, অনুমিত আম্রের সহিত রসনার যোগ হয় না। ইহাই লৌকিকী রীতি। কিন্তু শ্রীশঙ্কুকের অনুমিতিবাদে, অনুকর্ত্তায় রসের এবং রসসৌন্দর্য্যের অস্তিত্বের অনুমান জন্মিলেই সামাজিক তাহার আস্বাদন পাইয়া থাকেন। লৌকিকী রীতির অনুরূপ-নহে বলিয়া এই ব্যাপারকেও অলৌকিক বলা যায়।

এইরূপে দেখা গেল—অনুমিতিবাদে রসাস্বাদনের প্রক্রিয়াটীই অলৌকিক ; রসের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে অনুমিতিবাদ হইতে কিছু জানা যায় না।

ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ

ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদে রসনিষ্পত্তির পদ্ধতি হইতেছে এই ঃ—সাধারণীকরণের প্রভাবে রতি, বিভাব, অনুভাবাদি তাহাদের ব্যষ্টিগতত্ব পরিত্যাগ করিয়া নৈর্ব্যষ্টিক (universal) হইয়া পড়ে, তাহাদের বিশেষত্বের প্রতীতি লুপ্ত হইয়া যায়, তাহারা অবিশেষ রূপে—সার্বজনীন, সার্বভৌম, সার্ব-কালিক রূপে—প্রতীত হয়। এইরূপে সাধারণীকৃত বিভাবাদি সাধারণীকৃতা রতির সহিত সংযোগ প্রাপ্ত হইলে রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে (৭।১৬৩-অনু)।

এ-স্থলে অর্থাৎ রসনিষ্পত্তিবিষয়ে, অলৌকিকত্ব হইতেছে—লোকবিশেষগতত্বহীনতা। যাহা লোকবিশেষগত (personal) নহে, তাহাই অলৌকিক (impersonal বা universal)-

রসাস্বাদনের প্রক্রিয়া হইতেছে এই ঃ—সাধারণীকৃত বিভাবাদি ভোজকত্ব-ব্যাপারের প্রভাবে সামাজিকের চিত্তে সত্ত্বের উদ্রেক করিয়া সামাজিকের দ্বারা সাধারণীকৃতা রতির ভোগ জন্মায়। রজস্তমোহীন সত্ত্বের উদ্রেকে সামাজিক সাধারণীকৃত বিভাবাদিতে আবিষ্ট হইয়া পড়ে, তাহাতেই তাহার রসসাক্ষাৎকার হয় (৭।১৬৩-অনু)।

এ-স্থলে অর্থাৎ রসাস্বাদনের প্রক্রিয়ার অলৌকিকত্ব হইতেছে এইরূপ ঃ—

প্রথমতঃ, লৌকিক জগতে দেখা যায়—কোনও সাধুলোক স্বীয় সঙ্গ এবং উপদেশাদি দ্বারা লোকের চিত্তে সত্ত্বগুণের উদ্রেক করিতে পারেন। সাধারণ লোক তাহা পারে না। ভট্টনায়কের সাধারণীকরণে, কাব্যবর্ণিত নায়ক-নায়িকাদি বস্তুতঃ সাধু হইয়া থাকিলেও, সাধারণীকরণের ফলে হইয়া পড়েন সাধারণ নায়ক-নায়িকা, তাঁহাদের সাধুত্বাদি বিশেষত্ব আর থাকে না। তাঁহারা কিরূপে সামাজিকের চিত্তে সত্ত্বগুণের উদ্রেক করিবেন? সাধারণীকৃত বিভাবাদির সম্বন্ধেও সেই কথা। লৌকিক জগতে ইহা অসম্ভব হইলেও ভট্টনায়কের মতে কাব্যে ইহা সম্ভব। লৌকিকী রীতির অনুরূপ নহে বলিয়া সত্ত্বোদ্রেক-ব্যাপারের প্রক্রিয়াটীকে অলৌকিক বলা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, লৌকিক জগতে দেখা যায়—বিশেষ বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই সর্ব প্রকারের

প্রতীতি জন্মে। মিশ্রীর মিষ্টত্বের প্রতীতি জন্মে মিশ্রীকে আশ্রয় করিয়া ; মিশ্রী একটী বিশেষ বস্তু। ভট্টনায়কের মতে রসের আস্বাদনে বিশিষ্ট কিছু নাই, সমস্তই অবিশেষ, বা সাধারণীকৃত। ইহা লৌকিকী রীতির অনুরূপ নহে বলিয়া অলৌকিক বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।

এইরূপে দেখা গেল—ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদে রসনিষ্পত্তির এবং রসাস্বাদনের প্রক্রিয়াই অলৌকিক ; রসের অলৌকিকত্ব-সম্বন্ধে এই মতবাদ হইতে কিছু জানা যায় না।

অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ

অভিব্যক্তিবাদেও ভুক্তিবাদের ন্যায় সাধারণীকরণ স্বীকৃত। সামাজিকের রতিও সাধারণীকৃতা হইয়া পড়ে। সামাজিকও ব্যষ্টিজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন ; তাঁহার জ্ঞানসত্তাও নৈর্ব্যষ্টিকে নিমজ্জিত হইয়া পড়ে। সাধারণীকৃত বিভাবাদির প্রভাবে সামাজিকের সাধারণীকৃতা রতি রসরূপে অভিব্যক্ত হয় (৭।১৬৪-অনু)।

এ-স্থলে অলৌকিকত্ব হইতেছে এইরূপঃ—

প্রথমতঃ, সাধারণীকরণের ফলে রসনিষ্পত্তির অলৌকিকত্বের কথা ভুক্তিবাদ-প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ রসাস্বাদন-প্রক্রিয়ায়, এই মতেও রসের আস্বাদনে বিশিষ্ট কিছু নাই, সমস্তই অবিশেষ বা সাধারণীকৃত। এই রসাস্বাদন-প্রক্রিয়ার অলৌকিকত্বের কথাও ভুক্তিবাদ-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, লৌকিক-জগতে দেখা যায়—কোনও বস্তুর আস্বাদন-ব্যাপারে "আমি আস্বাদন করিতেছি"—এইরূপ জ্ঞান আস্বাদকের থাকে। কিন্তু অভিনবগুপ্তের মতে রসাস্বাদক সামাজিক তাঁহার ব্যষ্টিজ্ঞান—"আমি আস্বাদন করি"-এইরূপ জ্ঞান হারাইয়া ফেলেন। এইরূপ ভাবে আস্বাদনের প্রক্রিয়া লৌকিকী রীতির অনুরূপ নহে বলিয়া অলৌকিক বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।

এইরূপে দেখা গেল—অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদেও রসনিষ্পত্তির প্রক্রিয়া এবং রসাস্বাদনের প্রক্রিয়াই অলৌকিক ; রসের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে এই মতবাদ হইতে কিছু জানা যায় না।

আলোচনা

রসনিষ্পত্তিসম্বন্ধে চতুর্বিধ মতবাদের আলোচনায় রসনিষ্পত্তির এবং রসাস্বাদনের প্রক্রিয়াকে যে অলৌকিক বলা হইয়াছে, তাহাও বাস্তবিক অলৌকিক নহে ; কেননা, তাহাও লৌকিক জগতেই সিদ্ধ হয়। অবশ্য এতাদৃশী প্রক্রিয়া অতিবিরল—সাধারণ নহে, অসাধারণ। এজন্য ইহাকে অলৌকিক বলা হয়। এইরূপ অলৌকিকত্বের দৃষ্টান্ত জগতে আরও দৃষ্ট হয়। আমরা সর্বত্র দেখি, খেজুর গাছের একটী মাথা ; কিন্তু কদাচিৎ পাঁচ-ছয়টী মাথাবিশিষ্ট খেজুর গাছও লৌকিক জগতে দৃষ্ট হয় ; কাদাচিৎক বলিয়া সাধারণতঃ ইহাকে অলৌকিক বলিয়া থাকি ; কিন্তু ইহা বাস্তবিক অলৌকিক নহে ; কেননা, লৌকিক জগতেই ইহা দৃষ্ট হয় এবং দর্শনার্থী সকল লোকেই ইহা দেখিতে পারে।

নারীর গর্ভে সাধারণতঃ একমস্তক-বিশিষ্ট নরশিশুর জন্মের কথাই আমরা জানি ; কিন্তু কদাচিৎ ইহার ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয় ; এই ব্যতিক্রমকে আমরা অলৌকিক আখ্যা দিয়া থাকি ; কিন্তু পূর্বোক্ত কারণে ইহাও বাস্তবিক অলৌকিক নহে, লৌকিকই।

সুতরাং প্রাকৃত-রসবিদ্‌গণের মতে যে প্রক্রিয়া অলৌকিক, বাস্তবিক তাহা অলৌকিক নহে ; তাহাও লৌকিকই, অতিবিরল বলিয়াই তাহাকে অলৌকিক বলা হয়। এই অলৌকিকত্ব হইতেছে ঔপচারিক।

রসনিষ্পত্তি এবং রসাস্বাদন-বিষয়ে সত্য বস্তু হইতেছে এই যে—রস সিদ্ধ হয় এবং সামাজিক তাহা আস্বাদন করেন। সামাজিক যে তাহা আস্বাদন করেন, তাঁহার অনুভূতিই তাহার প্রমাণ। তিনি যাহা আস্বাদন করেন, তাহা আস্বাদ্য বলিয়াই তাহার আস্বাদনে তিনি আনন্দ অনুভব করেন ; সুতরাং তাঁহার আস্বাদ্য রসও যে সত্য, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। এই দুইটী বস্তুই প্রত্যক্ষের গোচরীভূত,—সুতরাং অনস্বীকার্য্য।

কিন্তু কিরূপে রসনিষ্পত্তি হয় এবং কিরূপেই বা সামাজিক তাহার আস্বাদন করেন—তাহা কাহারও প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত নহে। রসনিষ্পত্তির এবং রসাস্বাদনের প্রক্রিয়া নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়াই ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। সকলের মতের যখন ঐক্য নাই, তখন ইহাই বুঝা যায় যে, তাঁহাদের মতবাদে অসঙ্গতি কিছু আছে। সেই অসঙ্গতিকে ঢাকিবার জন্য, অসম্ভবকে সম্ভবরূপে প্রচার করিবার জন্যই, যে তাঁহারা অলৌকিকত্বের আশ্রয় নিয়াছেন, তাহাও হইতে পারে।

(২) রসের অলৌকিকত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা

পূর্বোক্ত বিভিন্ন মতবাদের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, কোনও মতবাদেই প্রাকৃত রসের অলৌকিকত্ব-সম্বন্ধে কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু সমস্ত প্রাকৃত রসকোবিদ্‌গণই প্রাকৃতরসকে অলৌকিক বলিয়াছেন। প্রাকৃত রসের আস্বাদনকেও তাঁহারা "ব্রহ্মাস্বাদসহোদর—ব্রহ্মাস্বাদের তুল্য" বলিয়াছেন। জগতের অন্য কোনও বস্তুর আস্বাদনকে তাঁহারা "ব্রহ্মাস্বাদসহোদর" বলেন নাই। ইহাতেই বুঝা যায়—লৌকিক জগতে অন্য বস্তুর আস্বাদনে যে আনন্দ পাওয়া যায়, কাব্যরসের আস্বাদনে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী অদ্ভুত আনন্দ পাওয়া যায়। তথাপি ইহা লৌকিক আনন্দই ; কেননা, প্রাকৃত রসের উপকরণগুলি সমস্তই লৌকিক ; লৌকিক উপকরণে অলৌকিক—লোকাতীত-বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে না। কাব্যে প্রাকৃত রসের আস্বাদনজনিত আনন্দ যেরূপ প্রাচুর্য্যময়, অন্য বস্তুর আস্বাদনজনিত আনন্দ তদ্রূপ প্রাচুর্য্যময় নহে বলিয়াই তাহাকে অলৌকিক বা ব্রহ্মাস্বাদসহোদর বলা হয়। এই অলৌকিকত্বও রসনিষ্পত্তি-রসাস্বাদন-প্রক্রিয়ার অলৌকিকত্বের ন্যায় ঔপচারিক। একথা বলার হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে—লৌকিক কাহাকে বলে। যাহা লৌকিক জগতে দৃষ্ট হয়, তাহাই লৌকিক। লৌকিক জগতের সমস্ত বস্তুই চিজ্জড়-মিশ্রিত ; চিজ্জড়-মিশ্রিত হইলেও চিদংশ থাকে

প্রচ্ছন্ন। লৌকিক জগতের সমস্ত বস্তুই মায়িক—জড়রূপা মায়ার জড়-গুণত্রয় হইতে উদ্ভূত। জড়-গুণত্রয়ের নিজস্ব কোনও কার্য্যসামর্থ্য নাই বলিয়া তাহাদিগকে কার্য্যসামর্থ্য দেওয়ার জন্যই চিৎ-এর সংযোগ। জড়বস্তুকে বস্তুত্ব এবং বস্তুধর্ম্ম দেওয়াই এ-স্থলে চিৎ-এর কার্য্য ; বস্তুত্ব এবং বস্তুধর্ম্ম দেওয়ার জন্য যতটুকু চিদংশের প্রয়োজন, ততটুকু চিদংশই বস্তুতে থাকে, তাহাও প্রচ্ছন্ন ভাবে। চিদংশ প্রচ্ছন্ন থাকে বলিয়াই চিজ্জড়মিশ্রিত বস্তুকেও জড়বস্তুই বলা হয়। লৌকিক জগতের সমস্ত বস্তুই এতাদৃশ জড় ; জড়বস্তুতে চিদংশ অনভিব্যক্ত বলিয়া ইহা স্বরূপতঃ "অল্প—সীমাবদ্ধ।" ইহা বাস্তব সুখ নহে, সুখ ইহাতে নাইও ; কেননা, "নাল্পে সুখমস্তি" ; যেহেতু, "ভূমৈব সুখম্—সুখ হইতেছে ভূমা, অসীম।" এতাদৃশই হইতেছে লৌকিক বস্তুর স্বরূপ।

আর যাহা, উল্লিখিতরূপ (অর্থাৎ চিজ্জড়মিশ্রিত হইলেও চিদংশ প্রচ্ছন্ন বলিয়া যাহা জড়ধর্ম্মী, তাদৃশ) জড় বস্তু নহে—সুতরাং লৌকিক বস্তু নহে, তাহাই হইতেছে বস্তুবিচারে লোকাতীত বা অলৌকিক বস্তু। তাহা কিরূপ ?

জড়ের স্থান কেবল প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অতীত স্থানে মায়া নাই, সুতরাং মায়িক বা চিজ্জড়মিশ্রিত বস্তুও নাই। মায়া নাই বলিয়া তাহা হইবে কেবলই চিৎ এবং চিৎ বলিয়া "অনল্প" এবং "অনল্প" বলিয়া ভূমা, অসীম—সুতরাং সুখস্বরূপ। বস্তুগতভাবে যাহা মায়াতীত, চিন্ময়—সুতরাং বাস্তব-সুখস্বরূপ, তাহাই হইতেছে বাস্তবিক অলৌকিক।

কিন্তু প্রাকৃত রসের সমস্ত উপাদানই—রতি, বিভাবাদি সমস্তই—লৌকিক, মায়াময়—সুতরাং বস্তুগতভাবে তাহারা সুখ তো নহেই, সুখ তাহাদের মধ্যে নাইও। সুতরাং তাহাদের সম্মিলনে বাস্তব সুখের উদ্ভবও হইতে পারে না ; তবে যাহা সুখ বলিয়া মনে হয়, তাহা হইতেছে সত্ত্বগুণজাত চিত্তপ্রসাদ। সামাজিকে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকে বলিয়া চিত্তপ্রসাদেরও প্রাচুর্য্য ; এই চিত্তপ্রসাদের প্রাচুর্য্যকেই ব্রহ্মাস্বাদসহোদর রস বলা হয় এবং লৌকিক জগতের অন্যান্য বস্তুর আস্বাদনে এইরূপ চিত্তপ্রসাদের প্রাচুর্য্য নাই বলিয়া ইহাকে অলৌকিক বলা হয় ; সুতরাং প্রাকৃত রসের এই অলৌকিকত্ব হইতেছে ঔপচারিক, বাস্তব নহে।

এ-সমস্ত কারণেই ভক্তিরসবিদ্ গৌড়ীয় আচার্য্যগণ প্রাকৃত রসকে লৌকিক রস বলিয়া থাকেন। ইহা বাস্তবিক রস—বাস্তব-সুখাত্মক রস—নহে বলিয়া তাঁহারা লৌকিকী রতির রসতাপত্তিও স্বীকার করেন না।

খ। ভক্তিরসের অলৌকিকত্বের স্বরূপ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যাহা অপ্রাকৃত, মায়াতীত, চিন্ময়, তাহাই বাস্তবিক অলৌকিক। ভক্তিরস হইতেছে এই জাতীয় অলৌকিক বস্তু। একথা বলার হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

ভগবদ্‌বিষয়া রতি বা ভক্তি বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়াই ভক্তিরসে পরিণত হয়। সুতরাং ভক্তিরসকে অলৌকিক হইতে হইলে ভক্তিকে এবং বিভাবাদিকেও অলৌকিক হইতে হইবে। বিভাব

আবার তিন রকমের—বিষয়ালম্বন-বিভাব, আশ্রয়ালম্বন-বিভাব এবং উদ্দীপন-বিভাব। ভগবদ্‌বিষয়া রতি বা ভক্তি, বিভাব, অনুভাবাদি সমস্তই যে অলৌকিক, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনায় তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) ভক্তির অলৌকিকত্ব

ভগবদ্‌বিষয়া রতি বা ভক্তি হইতেছে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি, সম্যক্‌রূপে জাড্যাংশবিবর্জিত—সুতরাং চিন্ময় এবং সুখস্বরূপ। "রতিরানন্দরূপৈব ॥ ভ, র, সি, ॥" সুতরাং ইহা বস্তুতঃই অলৌকিক।

(২) বিভাবের অলৌকিকত্ব

বিষয়ালম্বন বিভাবের অলৌকিকত্ব

ভক্তির বা ভগবদ্‌বিষয়া রতির বিষয় হইতেছেন ভগবান্। ভগবান্ হইতেছেন সচ্চিদানন্দ—আনন্দস্বরূপ, সুখস্বরূপ। আনন্দ বা সুখব্যতীত অপর কিছুই তাঁহাতে নাই ; জড়রূপা মায়ার ছায়াও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং স্বরূপতঃই তিনি অলৌকিক। তাঁহার অসমোর্দ্ধাতিশায়িনী ভগবত্তাও তাঁহার অলৌকিকত্বের পরিচায়ক। "তত্রালম্বনকারণস্য শ্রীভগবতোঽসমোর্দ্ধাতিশয়ি ভগবত্তাদেব সিদ্ধম্ ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১১১॥"

আশ্রয়ালম্বন-বিভাবের অলৌকিকত্ব

ভক্তির বা ভগবদ্‌বিষয়া রতির আশ্রয় হইতেছেন ভগবানের পরিকরবর্গ। ভগবানের পরিকরগণও তাঁহারই তুল্য। যাঁহারা অনাদিসিদ্ধ পরিকর, তাঁহারা হইতেছেন ভগবানেরই স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ, বা তাঁহার অংশ—সুতরাং বস্তুবিচারেই অলৌকিক। যাঁহারা সাধনসিদ্ধ পরিকর-তাঁহারাও লৌকিক জীব বা লৌকিক জীবতুল্য নহেন ; তাঁহাদের দেহাদি হইতেছে শুদ্ধসত্ত্বময়—চিন্ময় ; শ্রুতিস্মৃতি হইতেই তাহা জানা যায়। সুতরাং বস্তুবিচারে তাঁহারাও—সমস্ত ভগবৎ-পরিকরই—অলৌকিক। "তৎপরিকরস্য চ তত্তুল্যত্বাদেব। তচ্চ শ্রুতিপুরাণাদি-দুন্দুভিঘোষিতম্ ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১১১॥"

উদ্দীপন-বিভাবের অলৌকিকত্ব

উদ্দীপক বস্তুর মধ্যে কতকগুলি হইতেছে ভগবানের স্বরূপভূত, কতকগুলি ভগবৎ-সম্পর্কিত, এবং কতকগুলি আগন্তুক, অর্থাৎ স্বরূপভূতও নহে, ভগবৎ-সম্পর্কিতও নহে। পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এ-সমস্তের অলৌকিকত্ব প্রদর্শিত হইতেছে।

ভগবানের স্বরূপভূত এবং ভগবৎ-সম্পর্কিত উদ্দীপন

শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, প্রসাধন (সজ্জাদি), হাস্য, অঙ্গগন্ধ, বংশী, শৃঙ্গ, শঙ্খ, পদচিহ্ন, ধাম বা লীলাস্থল, তুলসী, বৈষ্ণব বা ভক্ত, শ্রীভাগবত প্রভৃতি হইতেছে উদ্দীপন। ইহারা শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিকে উদ্দীপিত করিয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের গুণ-চেষ্টাদি তাঁহার স্বরূপভূত—সুতরাং চিদানন্দ। "কৃষ্ণনাম কৃষ্ণগুণ কৃষ্ণলীলাবৃন্দ। কৃষ্ণের স্বরূপসম সব চিদানন্দ ; শ্রীচৈ, চ, ২।১৭।১৩০॥" তাঁহার বস্ত্রালঙ্কারাদি সমস্তই তাঁহার স্বরূপভূত (১।১।৭৭-অনু)। তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখনও তিনি তাঁহার

স্বরূপভূত-বস্তুসমূহের সহিতই অবতীর্ণ হয়েন, তখনও তাঁহার বংশী, শিঙ্গা, বস্ত্রাভরণাদি এবং তাঁহার গুণচেষ্টাদি তাঁহার স্বরূপভূতই থাকে। সুতরাং এই সমস্তই চিদানন্দ, মায়াস্পর্শহীন—অলৌকিক; যেহেতু, তাহারা লৌকিক জগতের কোনও বস্তু নহে।

আর, ভগবৎ-সম্পর্কিত বস্তুকে "তদীয়" বলা হয়। "তদীয়—তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত। শ্রীচৈ, ২।২২।৭১॥" তাঁহার ধাম বা লীলাস্থলও চিন্ময় এবং বিভু (১।১।৯৭, ১০১ অনু), লৌকিক জগতের কোনও বস্তু নহে। তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে আত্মপ্রকট করেন, তখন তাঁহার ধামও প্রকটিত হয় (১।১।১০২-অনু) এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থ যে-স্থলে তিনি লীলা করেন, সেই স্থানও তাঁহার প্রকটিত ধামের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া তদ্রূপত্ব লাভ করে ; সুতরাং তাঁহার ধামও চিন্ময়—অলৌকিক। তুলসী-প্রভৃতি তাঁহার স্বরূপভূত না হইলেও তাঁহার সহিত যখন কোনওরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়, তখন তাহারাও চিত্তাকর্ষক আনন্দরূপত্ব—সুতরাং অলৌকিকত্ব—লাভ করে।

স্বরূপভূত উদ্দীপন-সমূহের এবং ভগবৎ-সম্পর্কিত উদ্দীপন-সমূহের অলৌকিকত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"অথোদ্দীপনকারণানাং তদীয়ানাঞ্চ তদীয়ত্বাৎ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ১১১॥—উদ্দীপন-কারণসমূহের এবং ভগবৎ-সম্পর্কিত বলিয়া তদীয়বস্তুসমূহের অলৌকিকত্ব সিদ্ধ হইতেছে ; কেননা, তাহারা তদীয় (অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপভূত এবং তাঁহার সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট)।"

উল্লিখিত উদ্দীপন-কারণসমূহেব প্রভাবও যে অলৌকিক, শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে তদ্বিষয়ে কয়েকটী উদাহরণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,

"তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দকিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥ শ্রীভা, ৩।১৫।৪৩॥

—কমলনয়ন শ্রীহরির চরণস্থিত কমলকেশরমিশ্রা তুলসীর সুগন্ধযুক্ত বায়ু ব্রহ্মানন্দসেবী সনকাদির নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদেরও চিত্ততনুর ক্ষোভ জন্মাইয়াছিল।"

এই শ্লোক হইতে জানা গেল—ভগবানের চরণে অর্পিত তুলসী তাঁহার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়ায় এমনই এক অদ্ভুত চিত্তাকর্ষকত্ব লাভ করিয়াছিল যে, ব্রহ্মানন্দসেবী আত্মারাম সনকাদির—জগতের কোনও বস্তুই যাঁহাদের চিত্তবিক্ষোভ জন্মাইতে পারেনা, তাঁহাদেরও—চিত্ততনুর ক্ষোভ জন্মাইয়াছিল। ইহাতে ভগবচ্চরণে অর্পিত তুলসীর প্রভাবের অলৌকিকত্ব প্রদর্শিত হইল।

"গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপমেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য॥ শ্রীভা, ১০।৪৪।১৪॥

—(শ্রীকৃষ্ণদর্শনে মথুরানাগরীদের উক্তি) গোপীগণ কি অনির্বচনীয় তপস্যাই করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা ইঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) নিত্য-নবায়মান মনোহর রূপ নিরন্তর নয়ন ভরিয়া পান করিয়া থাকেন। এই রূপ হইতেছে লাবণ্যের সার ; ইহার সমান বা অধিক লাবণ্য আর কোথাও নাই। এই রূপ অনন্যসিদ্ধ (স্বতঃসিদ্ধ) এবং যশঃ, ঐশ্বর্য্য ও সমস্ত শ্রীর একান্ত আশ্রয়। ইহা অতি দুর্ল্লভ।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণরূপের অসমোর্দ্ধতা, যশঃ-শ্রী-ঐশ্বর্য্যের একান্ত আশ্রয়ত্ব এবং অনন্যসিদ্ধত্ব দ্বারা এই রূপের অলৌকিকত্ব সিদ্ধ হইতেছে। কেননা, লৌকিক জগতে এতাদৃশ রূপ দুর্ল্লভ এবং জগতিস্থ রূপের উল্লিখিতরূপ প্রভাবও দুর্ল্লভ।

"কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়ত-বেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥ শ্রীভা, ১০।২৯।৪০॥

—(শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া গোপীগণ বলিয়াছেন) হে অঙ্গ! ত্রিলোকে এমন কোন্ রমণী আছেন, যিনি তোমার কলপদায়ত বেণুগীত-শ্রবণে সম্যক্‌রূপে মোহিত হইয়া আর্য্যপথ হইতে বিচলিত না হয়েন? তোমার এই রূপে ত্রৈলোক্য-সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ দেখিয়া গো, হরিণ, পক্ষী এবং বৃক্ষ-সকলও পুলকে পূর্ণ হয়।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণরূপের অলৌকিকত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। এতাদৃশ প্রভাব-সম্পন্ন কোনও বস্তুই লৌকিক জগতে দৃষ্ট হয় না।

"বিবিধগোপচরণেষু বিদগ্ধো বেণুবাদ্য" ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৩৫।১৪॥' এবং "সবনশস্তদুপধার্য্য সুরেশাঃ শক্রশর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ"-ইত্যাদি শ্রীভা ১০।৩৫।১৫॥-শ্লোকদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াও শ্রীপাদ জীবগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির প্রভাবের অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এই শ্লোকদ্বয়ে বলা হইয়াছে—"বারম্বার শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি শুনিয়া ইন্দ্র, শিব, ব্রহ্মা-প্রমুখ দেবেশ্বরগণের কন্দর ও চিত্ত আনত হয়; তাঁহারা বিজ্ঞ হইলেও সেই স্বরালাপের ভেদ নির্ণয় করিতে না পারিয়া মোহ প্রাপ্ত হয়েন।" লৌকিক জগতের কোনও বেণুধ্বনিরই এতাদৃশ প্রভাব নাই।

আগন্তুক উদ্দীপন-বিভাবের অলৌকিকত্ব

এপর্য্যন্ত ভগবানের স্বরূপভূত এবং ভগবৎ-সম্পর্কিত উদ্দীপন-বস্তুসমূহের অলৌকিকত্বের কথা বলা হইয়াছে। এ-সমস্ত ব্যতীত আবার এমন সব বস্তুও আছে, যাহারা ভগবানের স্বরূপভূতও নহে, ভগবৎ-সম্পর্কিতও নহে; অথচ সময় সময় কৃষ্ণরতির উদ্দীপক হইয়া থাকে—যেমন মেঘাদি। শ্রীজীবপাদ এ-সমস্ত বস্তুকে "আগন্তুক" বলিয়াছেন। তিনি বলেন—ভগবানের শক্তিদ্বারা উপবৃংহিত (বর্দ্ধিত) হইয়া স্বরূপভূত-বস্তুর সাদৃশ্যবশতঃ ভগবৎ-স্ফূর্ত্তিময়তা দ্বারা এ-সমস্ত আগন্তুক বস্তু অলৌকিকী দশা প্রাপ্ত হয়। "আগন্তুকা অপি তচ্ছক্ত্যুপবৃংহিতত্বেন সাদৃশ্যাৎ তৎস্ফূর্ত্তিময়ত্বেন চালৌকিকীং দশামাপ্লুবন্তি॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ১১১॥" মেঘের সহিত, বা তরুণ-তমালের সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত রূপের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে; এজন্য মেঘের বা তরুণ-তমালের দর্শনে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিমান্ ভক্তের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি জাগ্রত হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিও হইতে পারে। কিন্তু কেবল মেঘ বা তরুণ-তমালই তাহা করিতে পারে না। মেঘাদির বর্ণ বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের নিকটে অতি তুচ্ছ। শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেই

মেঘাদির বর্ণ পরিপুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের সাদৃশ্য লাভ করে এবং তখনই উদ্দীপক হইতে পারে। সময়-বিশেষে প্রীতিমান্ ভক্তকে রসাস্বাদন করাইবার জন্যও মেঘাদিতে সেই শক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে; ইহা লীলাশক্তিরই প্রভাব। এই অবস্থায় মেঘাদি লৌকিক বস্তুও অলৌকিক প্রভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে কয়েকটী প্রমাণ-শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,

"প্রাবৃট্ শ্রিয়ঞ্চ তাং বীক্ষ্য সর্ব্বভূতমুদাবহাম্।
ভগবান্ পূজয়াঞ্চক্রে আত্মশক্ত্যুপবৃংহিতাম্॥ শ্রীভা, ১০।২০।৩১॥

—(শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন) সর্ব্বভূতের সুখাবহ বর্ষাসৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়শক্তি-দ্বারা পরিপুষ্ট সেই শোভার সমাদর করিলেন।"

বর্ষার সৌন্দর্য্য সর্বসাধারণ লোকের সুখাবহ হইতে পারে; কিন্তু সুখস্বরূপ এবং সুখদাতা ভগবানের পক্ষে সুখাবহ হইতে পারে না; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণশক্তিদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া লৌকিক বর্ষাসৌন্দর্য্যও তাঁহার সুখাবহ হইতে পারে। এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইল যে—শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ শ্রীকৃষ্ণশক্তি লৌকিক বর্ষাসৌন্দর্য্যে সঞ্চারিত হইয়া সেই সৌন্দর্য্যের পুষ্টিবিধান করিয়া থাকে।

উল্লিখিত শ্রীশুকোক্তি হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণশক্তি লৌকিক বস্তুরও সৌন্দর্য্যাদিকে উপবৃংহিত-বা পরিপুষ্ট করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-বিধানই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণশক্তির স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য। উল্লিখিত স্থলে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-বর্দ্ধনের জন্য সেই শক্তি বর্ষার শোভাকে বর্দ্ধিত করিয়াছে। এই ভাবে দেখা যায়, মেঘাদি লৌকিক বস্তুর সৌন্দর্য্যাদি বর্দ্ধনের সামর্থ্যও শ্রীকৃষ্ণশক্তির আছে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণশক্তিদ্বারা মেঘাদি আগন্তুক বস্তুর সৌন্দর্য্যাদি উপবৃংহিত হইলে তাহারা উদ্দীপন-বিভাবে পরিণত হয়। শ্রীকৃষ্ণশক্তির যে এতাদৃশ সামর্থ্য আছে, উল্লিখিত শ্রীশুকোক্তিই তাহার প্রমাণ। উদ্দীপন প্রস্তুত করিয়া ভক্তের কৃষ্ণবিষয়া রতিকে উদ্দীপিত করিলে রসপুষ্টির আনুকূল্য হয়, রসের আস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ লাভ করেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণশক্তি যে মেঘাদি লৌকিক বস্তুর সৌন্দর্য্যকে পরিপুষ্ট করিয়া তাহাদিগকে উদ্দীপনত্ব দান করে, তাহার পর্য্যবসানও শ্রীকৃষ্ণসুখে। ভক্তচিত্ত-বিনোদনও শ্রীকৃষ্ণশক্তির কার্য্য; কেননা, তাহাতেও ভক্তচিত্ত-বিনোদন-ব্রত শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ।

মেঘাদি আগন্তুক বস্তুও এইরূপে ভগবচ্ছক্তিদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া ভক্তচিত্তস্থিত রতির উদ্দীপক হইয়া থাকে। ভগবচ্ছক্তির সহায়তা ব্যতীত লৌকিক মেঘাদি উদ্দীপক হইতে পারে না; অলৌকিকী ভগবচ্ছক্তির কৃপাতেই তাহারা অলৌকিকত্ব লাভ করে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—ভগবদ্‌বিষয়া রতি স্বরূপতঃই অলৌকিক। তাহার বিষয়ালম্বন-বিভাব এবং আশ্রয়ালম্বন-বিভাবরূপ ভগবৎ-পরিকরগণও স্বরূপতঃ অলৌকিক। ভগবানের স্বরূপভূত উদ্দীপন-বিভাবগুলিও স্বরূপতঃ অলৌকিক। যে-সমস্ত উদ্দীপন-বিভাব ভগবানের স্বরূপভূত নহে, ভগবৎ-সম্পর্কিত হইয়া তাহারাও অলৌকিক প্রভাব প্রাপ্ত হয়। যে সমস্ত আগন্তুক উদ্দীপন-

বিভাব ভগবানের স্বরূপভূতও নয়, ভগবৎ-সম্পর্কিতও নয়, ভগবানের শক্তিদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া তাহারাও অলৌকিকী দশা প্রাপ্ত হয়।

মেঘাদি লৌকিক বস্তু যে অলৌকিকী দশা প্রাপ্ত হইয়া উদ্দীপক হয়, সেই অলৌকিকত্বও ঔপচারিক নহে। কেননা, এ-স্থলে লৌকিক মেঘের সৌন্দর্য্য বাস্তবিক উদ্দীপন নহে, কৃষ্ণশক্তিদ্বারা বর্দ্ধিত-সৌন্দর্য্যই—কৃষ্ণশক্তি মেঘের উপরে যে সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিয়াছে, তাহাই, অর্থাৎ মেঘের নিজের সৌন্দর্য্যের অতিরিক্ত যে সৌন্দর্য্য কৃষ্ণশক্তি ঢালিয়া দিয়াছে, তাহাই—হইতেছে বাস্তবিক উদ্দীপন। কৃষ্ণশক্তিই এই অতিরিক্ত সৌন্দর্য্যরূপে নিজেকে প্রকটিত করিয়াছে; ইহা স্বরূপতঃই অলৌকিক; কেননা, কৃষ্ণশক্তি স্বরূপতঃ অলৌকিকী। মেঘ বা মেঘের সৌন্দর্য্য এ-স্থলে উপলক্ষ্য মাত্র; মেঘের বা মেঘের সৌন্দর্য্যের উদ্দীপনত্ব ঔপচারিক। বাস্তব-উদ্দীপন যে অতিরিক্ত সৌন্দর্য্য, তাহাই আগন্তুক, তাহা মেঘে ছিলনা। এজন্য ইহাকে আগন্তুক উদ্দীপন-বিভাব বলা হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল— ভগবদ্‌বিষয়া রতি এবং তাহার বিভাব, সমস্তই অলৌকিক—কতকগুলি বিভাব স্বরূপতঃই অলৌকিক, কতকগুলি ভগবৎ-সম্পর্কবশতঃ এবং কতকগুলি ভগবানের শক্তির প্রভাবে অলৌকিক প্রভাব প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।১৫ (৫)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

রসের কারণরূপ বিভাবসকল যে অলৌকিক, তাহা প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে অনুভাব বিবেচিত হইতেছে।

(২) অনুভাবের অলৌকিকত্ব

অলঙ্কারশাস্ত্রে সাধারণতঃ রতি বা স্থায়িভাব, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব-এই চারিটীই রসের উপকরণরূপে উল্লিখিত হয়; সাত্ত্বিক ভাবের পৃথক্ উল্লেখ সাধারণতঃ দৃষ্ট হয় না। ইহার হেতু এই যে, অশ্রু-কম্প-পুলকাদি অন্য সাত্ত্বিক ভাবেরও অনুভাবত্ব আছে। "সাত্ত্বিকা অপি যেঽন্যেঽষ্টৌ তেঽপি যান্ত্যনুভাবতাম্॥ অ, কৌ, ৫।৬৫॥"

অনুভাব হইতেছে চিত্তস্থ ভাবসকলের প্রকাশক বাহ্যিক ব্যাপার। চিত্তস্থ ভাব দৃশ্যমান নহে; তাহার প্রভাবে বাহিরে যে সকল ব্যাপার বা ক্রিয়া অভিব্যক্ত হয়, তাহাদিগকেই অনুভাব বলে। এই অনুভাব দুই রকমের—উদ্ভাস্বর এবং সাত্ত্বিক। নৃত্য, বিলুণ্ঠন, চীৎকার, উচ্চৈঃস্বরে রোদনাদি হইতেছে উদ্ভাস্বর অনুভাব। আর, অশ্রু-কম্প-পুলকাদি হইতেছে সাত্ত্বিক অনুভাব বা সাত্ত্বিক ভাব। উভয়েরই অনুভাবত্ব আছে বলিয়া অলঙ্কারশাস্ত্রে উদ্ভাস্বর এবং সাত্ত্বিক এই উভয়কেই এক সঙ্গে অনুভাব বলা হয়।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—কারণরূপ বিভাবসমূহ যেমন অলৌকিক, কার্য্যরূপ পুলকাদি অনুভাবসকলও তেমনি অলৌকিক। "তথা কার্য্যরূপাঃ পুলকাদয়োঽপ্যলৌকিকাঃ॥১১১॥" তিনি বলিয়াছেন—"যে খলু অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাম্-ইত্যাদৌ তর্বাদিষ্বপ্যদ্ভুবন্তো মনুষ্যেষু স্বস্যাত্যদ্ভুতোদয়মেব জ্ঞাপয়ন্তি ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১১১॥—(শ্রীমদ্‌ভাগবতের

১০।২১।১৯-শ্লোক হইতে জানা যায়) শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি-শ্রবণের ফলে জঙ্গমসমূহের অস্পন্দন (স্তম্ভ-নামক সাত্ত্বিক ভাব), আর বৃক্ষসকলের পুলকোদ্গম হইয়াছিল। এই শ্লোক-প্রমাণ হইতে জানা যায়, স্তম্ভ-পুলকাদি যে সকল অনুভাব বৃক্ষাদিতে উৎপন্ন হয়, মনুষ্যগণে সে সকল অত্যদ্ভুতরূপেই উদিত হয়।” তাৎপর্য্য এই যে— ইন্দ্রিয়শূন্য বৃক্ষাদিও যাহাতে পুলকে পূর্ণ হয়, ইন্দ্রিয়-শক্তির পরমোৎকর্ষ-সমন্বিত মানুষে যে তাহা স্তম্ভ-পুলকাদি অনুভাবের অত্যদ্ভুতত্ব প্রকাশ করিবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায় ? অন্যান্য অনুভাবও এই প্রকারের। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে ময়ূরগণ নৃত্য করে, যমুনার জল স্তম্ভিত হয়, প্রস্তর দ্রবীভূত হয়। লৌকিক জগতে এ-রূপ ব্যাপার দৃষ্ট হয় না। এজন্য ভগবদ্‌বিষয়া রতির অনুভাব-সকলও অলৌকিক, লোকাতীত-প্রভাবসম্পন্ন।

উল্লিখিত উদাহরণে দেখা যায়—বেণুধ্বনির ফলেই স্তম্ভ-পুলকাদির উদয় হয়। বেণুধ্বনি হইতেছে উদ্দীপন-বিভাব। তাহার ফলে যখন স্তম্ভ-পুলকাদির উদয় হয়, তখন বুঝিতে হইবে, স্তম্ভ-পুলকাদি অনুভাব হইতেছে বেণুধ্বনির কার্য্য এবং বেণুধ্বনিরূপ উদ্দীপন-বিভাব হইতেছে তাহার কারণ।

উল্লিখিত স্থলে অনুভাবের অলৌকিকত্বের হেতু হইতেছে লৌকিক-ব্যাপার-বিলক্ষণতা ; লৌকিক-জগতে এতাদৃশ ব্যাপার দৃষ্ট হয় না বলিয়াই অনুভাবকে অলৌকিক বলা হইয়াছে। কিন্তু এই অনুভাবসমূহ স্বরূপতঃও অলৌকিক ; কেননা, স্বরূপতঃ অলৌকিক বিভাবাদি হইতে তাহাদের উদ্ভব।

(৩) সঞ্চারিভাবের অলৌকিকত্ব

নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্যাদি তেত্রিশটী হইতেছে সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব। এ-সমস্ত হইতেছে রসোৎপত্তির সহায়। ভক্তিরসে এ-সমস্তও অলৌকিক। “এবং নির্ব্বেদাদ্যাঃ সহায়াশ্চালৌকিকা মন্তব্যাঃ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১১১॥—এই প্রকারে নির্ব্বেদাদি-সহায়সকলকেও অলৌকিক বলিয়া মনে করিতে হইবে।” এ-স্থলেও লোকবিলক্ষণতাবশতঃ অলৌকিকত্ব। দু’-একটী উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

শারদীয়-রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে, হৃদয়-ভ্রান্তিজনিত উন্মাদবশতঃ বিরহিণী গোপীগণ সমবেতকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের গান করিতে লাগিলেন। এ-স্থলে উন্মাদ-নামক সঞ্চারিভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। “উন্মাদো হৃদয়ভ্রান্তৌ। গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা ইত্যাদি॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ৩৪৫॥” লৌকিক জগতে এইরূপ ব্যাপার দৃষ্ট হয় না।

উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“গোপীগণের প্রিয়সকলের মধ্যে আমিই প্রিয়তম। আমি দূরে গমন করিলে, আমাকে স্মরণ করিয়া তাঁহারা মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়েন, আমার বিরহজনিত উৎকণ্ঠায় তাঁহারা বিহ্বল হইয়া থাকেন।” এ-স্থলে অপস্মার-নামক সঞ্চারিভাবের কথা বলা হইয়াছে। মনোলয়ে অপস্মার। “অপস্মারো মনোলয়ে। ময়ি তাঃ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্ত্রিয়ঃ। স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহৌৎকণ্ঠ্যবিহ্বলাঃ॥ (শ্রীভাঃ, ১০।৪৬।৫)॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ৩৪৬॥” লৌকিক জগতে এইরূপ ব্যাপার দৃষ্ট হয় না।

সঞ্চারিভাবসমূহকে স্বরূপতঃও অলৌকিক বলা যায় ; কেননা, ইহাদের উদ্ভব হয় স্বরূপতঃ অলৌকিকী কৃষ্ণবিষয়া রতি হইতে।

(৪) **বিভাবাদির স্বরূপগত অলৌকিকত্ব**

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—"ক্বচিত্তু সর্ব্বেষামপি স্বত এবালৌকিকত্বম্ ॥১১১॥—কোনও কোনও স্থলে (অপ্রকট ধামে) সকলেরই (বিভাবাদি সকলেরই) স্বতঃসিদ্ধ অলৌকিকত্ব দৃষ্ট হয়।" ইহার প্রমাণরূপে তিনি ব্রহ্মসংহিতার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,

"শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী।
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ সরতি সুরভিভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥ ব্রহ্মসংহিতা ॥ ৫।৬৭-৬৮ ॥

—(ব্রহ্মা বলিয়াছেন) যে স্থলে কান্তা হইতেছেন লক্ষ্মীগণ, কান্ত হইতেছেন পরম-পুরুষ (পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ), বৃক্ষসকল হইতেছে কল্পতরু (সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ), ভূমি হইতেছে চিন্তামণিগণময়ী, জল হইতেছে অমৃত, কথা হইতেছে গান (গানের ন্যায় পরম-মধুর), গমন হইতেছে নাট্য (নাট্যের মত রস-বিধায়ক), বংশী হইতেছে প্রিয়সখী (বংশী প্রিয়সখীর কার্য্য করে), জ্যোতিঃও হইতেছে পরম-চিদানন্দ এবং পরম-আস্বাদ্যও, যে-স্থানে সুরভিসমূহ হইতে সুমহান্ ক্ষীরসমুদ্র প্রবাহিত হয় এবং নিমেষার্দ্ধ সময়ও অতীত হয় না, আমি (ব্রহ্মা) সেই শ্বেতদ্বীপকে ভজন করি—যে শ্বেতদীপকে এই জগতিস্থ অল্প কতিপয় সাধুপুরুষ গোলোক বলিয়া অবগত আছেন।"

এই শ্লোকে অপ্রকট ভগবদ্ধাম-গোলোকের কথা বলা হইয়াছে। সে-স্থানে বিষয়ালম্বন-বিভাব হইতেছেন সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ; আশ্রয়ালম্বন-বিভাব শ্রীকৃষ্ণকান্তাগণ—যাঁহারা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, সুতরাং সচ্চিদানন্দ; আর, সে-স্থানে যাঁহারা বিরাজিত, তাঁহাদের কথা, গমনাগমন এবং তত্রত্য ভূমি, জল, জ্যোতিঃ, সুরভি-গাভীসমূহ এবং বংশী প্রভৃতি উদ্দীপন-বিভাবসমূহও স্বরূপতঃ চিন্ময়, আনন্দ-স্বরূপ। এ-সমস্তের উপলক্ষণে অনুভাব-সঞ্চারিভাবসমূহেরও স্বরূপতঃ চিন্ময়ত্ব সূচিত হইতেছে। এইরূপে দেখা গেল—অপ্রকট গোলোকের বিভাবাদি সমস্তই বস্তুবিচারে চিন্ময়, আনন্দ-স্বরূপ—সুতরাং স্বতঃই অলৌকিক। প্রকট ধামে আগন্তুক উদ্দীপন লৌকিক মেঘাদি আছে; কিন্তু অপ্রকটে তাহাও নাই; তত্রত্য মেঘাদিও স্বরূপতঃ চিন্ময়—সুতরাং স্বতঃই অলৌকিক।

(৫) **উপসংহার**

রতিনামক স্থায়িভাব যে বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া রসরূপে পরিণত হয়, তাহা

প্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণও স্বীকার করেন। বস্তুবিচারে প্রাকৃত-রসের উপকরণ রতি-বিভাবাদি যে অলৌকিক নহে, তাহারা যে লৌকিকই, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (৭।১৭৪ক-অনু)। উপচার-বশতঃই তাহাদিগকে অলৌকিক বলা হয়। প্রাকৃত-রসকোবিদ্‌গণের অভিমত রসনিষ্পত্তির আলোচনায় ইহাও দেখা গিয়াছে যে, রসনিষ্পত্তিসম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদে রসনিষ্পত্তির এবং রসাস্বাদনের প্রক্রিয়াই অলৌকিক ; রসের অলৌকিকত্বসম্বন্ধে এই সকল মতবাদ হইতে কিছু জানা যায় না। রসনিষ্পত্তির এবং রসাস্বাদনের প্রক্রিয়ার অলৌকিকত্বও যে ঔপচারিক, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। কেবল ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরত্ব-খ্যাপন করিয়াই তাঁহারা প্রাকৃত-রসের অলৌকিকত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। এতাদৃশ অলৌকিকত্বও যে ঔপচারিক, তাহাও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভক্তিরসের অলৌকিকত্ব কিন্তু অন্যরূপ। ভক্তিরসের উপকরণ—ভক্তিরূপ স্থায়িভাব, আশ্রয়ালম্বন-বিভাব, বিষয়ালম্বন-বিভাব, উদ্দীপন-বিভাব, অনুভাব (উদ্‌ভাস্বর ও সাত্ত্বিক) এবং সঞ্চারিভাব—এই সমস্তই যে স্বরূপতঃ অলৌকিক, তাহাদের প্রভাবও যে অলৌকিক, পূর্ববর্তী আলোচনায় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের সম্মিলনে যে রসের উদয় হয়, তাহাও যে স্বরূপতঃ অলৌকিক—লোকাতীত, মায়াতীত, চিন্ময়, তাহাতে সন্দেহের কোনও অবকাশই থাকিতে পারে না। বিভিন্ন অলৌকিক চিন্ময় বস্তুর মিলনে উৎপন্ন বস্তু কখনও লৌকিক বা অচিৎ—জড়—হইতে পারে না। ভক্তিরসের প্রভাবও যে অলৌকিক, তাহার প্রমাণ এই যে, ইহা ব্রহ্মানন্দ-তিরস্কারী।

দশম অধ্যায়

রস-সমূহের মিত্রতা, শক্রতা এবং তটস্থতা, অঙ্গাঙ্গিত্ব, বিরসতাদি।

১৭৫। রসসমূহের মিত্রতা ও শক্রতা

লৌকিক জগতে দেখা যায়, যদি কেহ সর্ব্বতোভাবে আমাদের আনুকূল্য করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা আমাদের মিত্র বলিয়া থাকি। আবার যদি কেহ সর্ব্বদাই আমাদের প্রাতিকূল্য বা অনিষ্টাদি করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমাদের শক্র বলিয়া থাকি। রসের ব্যাপারেও এইরূপ শক্র বা মিত্র আছে।

যদি কোনও রস অপর রসের আনুকূল্য করে, পুষ্টিবিধান করে, তাহা হইলে সেই পুষ্টিবিধায়ক রসকে অপর (পুষ্টিপ্রাপ্ত) রসের মিত্র বলা হয়। আবার, যদি কোনও রস অপর রসের প্রাতিকূল্য করে—অপর রসকে সঙ্কুচিত করিয়া নিজেরই প্রাধান্য বিস্তার করে—তাহা হইলে সেই প্রতিকূল (বা রসবিঘাতক) রসকে অপর রসের শক্র বলা হয়।

১৭৬। বিভিন্ন রসের মিত্ররস ও শক্ররস

কোন্ কোন্ রস কোন্ কোন্ রসের মিত্র এবং কোন্ কোন্ রস কোন্ কোন্ রসের শক্র, নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক-সমূহে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তাহা বলিয়াছেন।

মিত্র ও সুহৃৎ একার্থক এবং শক্র, প্রতিপক্ষ, বৈরী ও একার্থক। বৈরীকে বিরুদ্ধও বলা হয়।

"শান্তস্য প্রীতি-বীভৎস-ধর্ম্মবীরাঃ সুহৃদ্বরাঃ।
অদ্ভুতশ্চৈষ বিজ্ঞেয়ঃ প্রীতাদিষু চতুর্ষ্বপি ॥
দ্বিষন্নস্য শুচির্যুদ্ধবীরো রৌদ্রো ভয়ানকঃ ॥
সুহৃৎ প্রীতস্য বীভৎসঃ শান্তো বীরদ্বয়ং তথা।
বৈরী শুচির্যুদ্ধবীরো রৌদ্রশ্চৈকবিভাবকঃ ॥
প্রেয়সস্তু শুচির্হাস্যো যুদ্ধবীরঃ সুহৃদ্বরাঃ।
দ্বিষো বৎসল-বীভৎস-রৌদ্রা ভীষ্মশ্চ পূর্ব্ববৎ ॥
বৎসলস্য সুহৃদ্ধাস্যঃ করুণো ভীষ্মভিত্তথা।
শক্রঃ শুচির্যুদ্ধবীরঃ প্রীতো রৌদ্রশ্চ পূর্ব্ববৎ ॥
শুচের্হাস্যস্তথা প্রেয়ান্ সুহৃদস্য প্রকীর্ত্তিতঃ।
দ্বিষো বৎসল-বীভৎস-শান্ত-রৌদ্র-ভয়ানকাঃ

প্রাহুরেকস্য সুহৃদং বীরযুগ্মং পরে রিপুম্ ॥
মিত্রং হাস্যস্য বীভৎসঃ শুচিঃ-প্রেয়ান্ সবৎসলঃ।
প্রতিপক্ষস্তু করুণস্তথা প্রোক্তো ভয়ানকঃ ॥
অদ্ভুতস্য সুহৃদ্বীরঃ পঞ্চ শান্তাদয়স্তথা।
প্রতিপক্ষো ভবেদস্য রৌদ্রো বীভৎস এব চ ॥
বীরস্য ত্বদ্ভুতো হাস্যঃ প্রেয়ান্ প্রীতস্তথা সুহৃৎ।
ভয়ানকো বিপক্ষোঽস্য কস্যচিচ্ছান্ত এব চ ॥
করুণস্য সুহৃদ্-রৌদ্রো বৎসলশ্চ বিলোক্যতে।
বৈরী হাস্যোঽস্য সম্ভোগশৃঙ্গারশ্চাদ্ভুতস্তথা ॥
রৌদ্রস্য করুণঃ প্রোক্তো বীরশ্চাপি সুহৃদ্বরঃ।
প্রতিপক্ষস্তু হাস্যোঽস্য শৃঙ্গারো ভীষণোঽপি চ ॥
ভয়ানকস বীভৎসঃ করুণশ্চ সুহৃদ্বরঃ।
দ্বিষস্তু বীর-শৃঙ্গার-হাস্য-রৌদ্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
বীভৎসস্য ভবেচ্ছান্তো হাস্যঃ প্রীতস্তথা সুহৃৎ।
শত্রুঃ শুচিস্তথা প্রেয়ান্ জ্ঞেয়া যুক্ত্যা পরে চ তে ॥—৪।৮।২-১৪॥

অনুবাদ

ক। শান্তরসের শত্রু-মিত্র

প্রীত (দাস্য), বীভৎস, ধর্ম্মবীর* ও অদ্ভুত—ইহারা হইতেছে শান্তরসের সুহৃদ্বর (মিত্র)। বীভৎস, ধর্ম্মবীর ও অদ্ভুত—ইহারা প্রীতাদি চারিটী রসেরও (অর্থাৎ দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর রসেরও) সুহৃদ্বর। শান্তরসের শত্রু হইতেছে—শুচি (মধুর), যুদ্ধবীর, রৌদ্র ও ভয়ানক।

খ। দাস্যরসের শত্রু-মিত্র

প্রীতরসে (দাস্যরসে) বীভৎস, শান্ত, বীরদ্বয় (অর্থাৎ ধর্ম্মবীর ও দানবীর) হইতেছে সুহৃদ্ (মিত্র); আর, মধুর এবং কৃষ্ণবিভাবক (সাক্ষাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন) যুদ্ধবীর ও রৌদ্র হইতেছে প্রীতরসের (দাস্যরসের) শত্রু। (কৃষ্ণবিভাবক যুদ্ধবীর হইতেছে—আমি কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিব, —এইরূপ ভাব; আর কৃষ্ণবিভাবক রৌদ্র হইতেছে—কৃষ্ণের প্রতি কোপময় ভাব। এই দুইটীই দাস্যরস-বিরোধী। টীকায় শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন, এ-স্থলে যে-সমস্ত রসের কথা বলা হইল না, সে-সমস্ত রসের স্থলেও এই রীতিতেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে)।

---

* বীর-রসের চারিটী ভেদ আছে—যুদ্ধবীর, দানবীর, দয়াবীর, এবং ধর্ম্মবীর। "যুদ্ধ-দান-দয়া-ধর্ম্মৈশ্চতুর্দ্ধা বীর উচ্যতে ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১॥"

গ। সখ্যরসের শত্রু-মিত্র

প্রেয়োরসে (সখ্যরসে) মধুর, হাস্য ও (কৃষ্ণবিষয়াশ্রয়তাময়) যুদ্ধবীর হইতেছে সুহৃদ্বর (মিত্র) ; আর, বৎসল, বীভৎস এবং পূর্ব্ববৎ (কৃষ্ণবিভাবক) রৌদ্র ও ভয়ানক হইতেছে শত্রু।

ঘ। বৎসল-রসের শত্রু-মিত্র

বৎসল-রসে হাস্য, করুণ এবং ভীষ্মভিৎ (অসুর-বিষয়ক-ভয়ানক-ভেদ) হইতেছে সুহৃৎ (মিত্র) ; আর, মধুর, প্রীত (বৎসলের কৃষ্ণবিষয়ক দাস্য) এবং পূর্ব্ববৎ (অর্থাৎ কৃষ্ণ-বিভাবক, কৃষ্ণের সহিত পারস্পরিক) যুদ্ধবীর ও (কৃষ্ণবিভাবক, অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রতি কোপময়) রৌদ্র হইতেছে শত্রু।

ঙ। মধুর রসের শত্রু-মিত্র

মধুর-রসে হাস্য ও প্রেয় (সখ্য) হইতেছে সুহৃৎ (মিত্র) ; আর, বৎসল, বীভৎস, শান্ত, রৌদ্র ও ভয়ানক হইতেছে শত্রু।

কেহ কেহ বলেন—মধুর-রসে একমাত্র বীরদ্বয়ই (অর্থাৎ যুদ্ধবীর ও ধর্ম্মবীরই) হইতেছে সুহৃৎ বা মিত্র ; তদ্ভিন্ন অন্য সমস্তই শত্রু (ইহা শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর অভিমত নহে)।

চ। হাস্যরসের শত্রু-মিত্র

হাস্যরসে বীভৎস, মধুর ও বৎসল হইতেছে মিত্র (এ-স্থলে বীভৎস-শব্দে কৃত-বীভৎসিত-বেশ এবং বিদূষকাদি-লক্ষণ ভক্তান্তরের দর্শনজাত বীভৎসকেই বুঝাইতেছে ; অত্যন্ত-বীভৎসিত-দৌর্গন্ধাদি-দর্শনজাত বীভৎস অভিপ্রেত নহে , অর্থাৎ অন্য কোনও ভক্ত যদি বিদূষকাদির ন্যায় বীভৎসজনক বেশ-ভূষাদি ধারণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার দর্শনে যে বীভৎসের উদয় হয়, সেই বীভৎসই হইতেছে হাস্যরসের মিত্র ; অত্যন্ত অপ্রিয় দৌর্গন্ধাদির অনুভবে যে বীভৎসের উদয় হয়, তাহা হাস্যরসের মিত্র নহে)। আর, করুণ ও ভয়ানক হইতেছে হাস্যরসের শত্রু।

ছ। অদ্ভুত-রসের শত্রু-মিত্র

অদ্ভুত-রসে বীর ও শান্তাদি পাঁচটী (শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর) হইতেছে মিত্র এবং রৌদ্র ও বীভৎস হইতেছে শত্রু। টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—অন্য অলৌকিক বস্তুর অনুভব হইতে জাত চমৎকারের ভীষণ ও বীভৎসের অনুভবে রসের বিঘ্ন হয় বলিয়াই এ-স্থলে রৌদ্র ও বীভৎসকে শত্রু বলা হইয়াছে ; তাহাদের স্বচমৎকার নিষিদ্ধ নহে ; কেননা, তাহাতে "রসে সারশ্চমৎকারঃ"-ইত্যাদি বাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়।

জ। বীর-রসের শত্রু-মিত্র

বীররসে অদ্ভুত, হাস্য, সখ্য ও দাস্য হইতেছে মিত্র। আর, ভয়ানক হইতেছে শত্রু। কাহারও কাহারও মতে শান্তও বীররসের শত্রু।

ঝ। করুণ রসের শত্রু-মিত্র

করুণ-রসে রৌদ্র এবং বৎসল হইতেছে মিত্র (এ-স্থলে "রৌদ্র" বলিতে, পূর্ব্বে কোনও সময়ে স্বীয়-প্রিয়জনের পীড়ন দর্শনাদিতে পূর্ব্বেই যে রৌদ্রের উদয় হইয়াছিল, তাহার স্মরণকে বুঝায় ; বর্ত্তমান

রৌদ্রকে বুঝায় না ; কেননা, তাহা ভয়মাত্র জন্মায়)। আর, হাস্য, অদ্ভুত এবং সম্ভোগ-শৃঙ্গার হইতেছে শত্রু (টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—অনেক রকম শৃঙ্গারের মধ্যে সম্ভোগাত্মক শৃঙ্গারই হইতেছে করুণরসের বৈরী)।

ঞ। রৌদ্র-রসের শত্রু-মিত্র

রৌদ্ররসে করুণ এবং বীর হইতেছে মিত্র এবং হাস্য, শৃঙ্গার এবং ভয়ানক হইতেছে শত্রু।

ট। ভয়ানক রসের শত্রু-মিত্র

ভয়ানক রসে বীভৎস এবং করুণ হইতেছে মিত্র এবং বীর, শৃঙ্গার, হাস্য এবং রৌদ্র হইতেছে শত্রু।

ঠ। বীভৎস রসের শত্রু-মিত্র

বীভৎস রসে শান্ত, হাস্য ও প্রীত (দাস্য) হইতেছে মিত্র ; আর, মধুর ও প্রেয়ান্ (সখ্য) হইতেছে শত্রু এবং যুক্তিদ্বারা অন্য যে-সমস্তরসের শত্রুতা উপলব্ধি হয়, তাহারাও বীভৎসের শত্রু। টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—বিদূষকাদিকৃত কুবেশাদিতে যে হাস্যের উদয় হয়, সেই হাস্যই হইতেছে বীভৎসের মিত্র, সর্ব্বপ্রকার হাস্য নহে।

১৭৭। বিভিন্ন রসের তটস্থ রস

লৌকিক জগতে আমরা দেখি, যে-ব্যক্তি আমাদের মিত্রও নহেন, শত্রুও নহেন, যিনি আমাদের ইষ্টও করেন না, অনিষ্টও করেন না, তাঁহাকে আমরা আমাদের তটস্থ পক্ষ বা উদাসীন পক্ষ বলিয়া থাকি। তদ্রূপ, যে রস অপর রসের ইষ্টও করে না, অনিষ্টও করে না—পুষ্টিবিধানও করে না, সঙ্কোচ-সাধনও করে না—তাহাকে বলা হয়, সেই অপর রসের পক্ষে তটস্থ বা উদাসীন রস।

তটস্থরস-সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"কথিতেভ্যঃ পরে যে স্যুস্তে তটস্থাঃ সতাং মতাঃ ॥৪।৭।১৫॥

—বিভিন্ন রসের শত্রু-মিত্র-কথন-প্রসঙ্গে কোনও বিশেষ রস সম্পর্কে যে-সমস্ত রসকে সেই বিশষ রসের মিত্র বলা হইয়াছে এবং যে-সমস্ত রসকে তাহার শত্রু বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত মিত্ররস এবং শত্রুরস ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত রসই হইতেছে সেই বিশেষ রস-সম্পর্কে তটস্থ রস।"

যেমন পূর্ব্বে (১৭৬ক অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে দাস্য, বীভৎস, ধর্ম্মবীর ও অদ্ভুত হইতেছে শান্তরসের মিত্র এবং মধুর, যুদ্ধবীর, রৌদ্র ও ভয়ানক হইতেছে শান্তরসের শত্রু। এই সমস্ত রস—অর্থাৎ দাস্য, বীভৎস, ধর্ম্মবীর, অদ্ভুত, মধুর, যুদ্ধবীর, রৌদ্র এবং ভয়ানক রস— ব্যতীত অন্য সমস্ত রসই হইতেছে শান্তরসের পক্ষে তটস্থ বা উদাসীন। এইরূপে দেখা গেল—সখ্য, বাৎসল্য. হাস্য, করুণ, দানবীর হইতেছে শান্তরসের পক্ষে তটস্থ বা উদাসীন রস।

মোট রস হইতেছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এবং হাস্য, অদ্ভুত, বীর (বীররসের

চারিটী বৈচিত্রী—যুদ্ধবীর, দানবীর, দয়াবীর এবং ধর্ম্মবীর), করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস। শান্ত-রসের পক্ষে তটস্থ-রস-নির্ণয়-প্রসঙ্গে যে রীতির অনুসরণ করা হইয়াছে, সেই রীতিতে অন্যান্য রসেরও তটস্থ রস নির্ণয় করিতে হইবে।

১৭৮। রসসমূহের অঙ্গাঙ্গিত্ব

মিত্রকৃত্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন, কোনও রস তাহার মিত্ররসের সহিত মিশ্রিত হইলে সম্যক্‌রূপে আস্বাদ্য হয়। "সুহৃদা মিশ্রণং সম্যগাস্বাদ্যং কুরুতে রসম্ ॥৪।৮।১৫॥"

"দ্বয়োস্তু মিশ্রণে সাম্যং দুঃশকং স্যাত্তুলাধৃতম্।
তস্মাদঙ্গাঙ্গিভাবেন মেলনং বিদুষাং মতম্ ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।১৬॥

—দুইটী রসের মিশ্রণ হইলে তুলাদণ্ডধৃত বস্তুর ন্যায় তাহাদের সমতা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এজন্য পণ্ডিতগণ অঙ্গাঙ্গিভাবেই তাহাদের একত্র ভাবনা করেন।"

অর্থাৎ যে দুইটী রসের মিশ্রণ হয়, তাহাদের একটীকে অঙ্গী রস এবং অপরটীকে তাহার অঙ্গরস বলিয়া মনে করা হয়। যে রসটী অন্য রসের দ্বারা পুষ্টি লাভ করে, তাহাকে অঙ্গী রস এবং অপরটীকে তাহার অঙ্গরস মনে করা হয়।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুও বলিয়াছেন—মুখ্যই হউক, বা গৌণই হউক, যে রস যে স্থলে অঙ্গী হইবে, সে-স্থলে সেই রসের সুহৃদ্ রসকেই অঙ্গ বলিয়া মনে করিতে হইবে।

ভবেন্মুখ্যোঽথ বা গৌণো রসোঽঙ্গী কিল যত্র যঃ।
কর্ত্তব্যং তত্র তস্যাঙ্গং সুহৃদেব রসো বুধৈঃ ॥ ৪।৪।১৬ ॥

রসসমূহের অঙ্গাঙ্গিত্বের সাধারণ লক্ষণ সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু যাহা বলিয়াছেন, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

"সোঽঙ্গী সর্ব্বাতিগো যঃ স্যান্মুখ্যো গৌণোঽথবা রসঃ।
স এবাঙ্গং ভবেদঙ্গিপোষী সঞ্চারিতাং ব্রজন্ ॥৪।৮।৩৪॥

—(বহু রসের মিলনে মুখ্যরস বা গৌণরস হইতে পারে ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে) মুখ্যই হউক বা গৌণই হউক, যে রসটী আস্বাদ্যত্বে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষময় (সর্ব্বাতিগ) হয়, তাহা হইবে অঙ্গী ; আর যে রস সঞ্চারিতা প্রাপ্ত হইয়া অঙ্গী রসের পুষ্টিবিধান করে, তাহা হইবে অঙ্গ।"

নাট্যাচার্য্যগণও বলিয়াছেন :—

"এক এব ভবেৎ স্থায়ী রসো মুখ্যতমো হি যঃ।
রসাস্তদনুযায়িত্বাদন্যে স্যুর্ব্যভিচারিণঃ ॥৪।৮।৩৪॥

—রস-সমূহের মধ্যে যে রস মুখ্যতম, সেইটী মাত্র স্থায়ী (অঙ্গী) ; তাহার অনুগামী বলিয়া অন্য রসগুলি হইবে ব্যভিচারী (অঙ্গ)।"

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরও বলেন ঃ—

"রসানাং সমবেতানাং যস্য রূপং ভবেদ্বহু।

স মন্তব্যো রসঃ স্থায়ী শেষাঃ সঞ্চারিণো মতাঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৩৫॥

—একত্র সমবেত রসসমূহের মধ্যে যাহার রূপ বহু (অধিক) হইবে, তাহাকে স্থায়ী (অঙ্গী) বলিয়া মনে করিতে হইবে; আর অবশিষ্ট রসসমূহকে (স্থায়ীর বা অঙ্গীর পোষক বলিয়া) সঞ্চারী (অঙ্গ) বলিয়া মনে করিতে হইবে।"

"স্তোকাদ্বিভাবনাজ্জাতঃ সংপ্রাপ্য ব্যভিচারিতাম্।

পুষ্ণন্নিজপ্রভুং মুখ্যং গৌণস্তত্রৈব লীয়তে॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৩৫॥

—স্বল্প বিভাবনা হইতে উৎপন্ন গৌণরস (অঙ্গরস) ব্যভিচারিতা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রভু (অঙ্গী) মুখ্য রসকে পুষ্ট করিয়া সেই মুখ্য রসেই লীন হয় (অর্থাৎ প্রপানক রসে মরীচাদির ন্যায় লীন হইয়া আস্বাদ্য হয়)।"

"প্রোদ্যন্ বিভাবনোৎকর্ষাৎ পুষ্টিং মুখ্যেন লম্ভিতঃ।

কুঞ্চতা নিজনাথেন গে গোপ্যঙ্গিত্বমশ্নুতে॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৩৫॥

—বিভাবনার উৎকর্ষ হইতে উদিত গৌণরসও সঙ্কুচিত নিজনাথ মুখ্যরসের দ্বারা পুষ্টি লাভ করিয়া অঙ্গিত্ব প্রাপ্ত হয়। (এ স্থলে সঙ্কুচিত মুখ্যরসই হয় অঙ্গ)।"

"মুখ্যস্ত্বঙ্গত্বমাসাদ্য পুষ্ণন্নিন্দ্রমুপেন্দ্রবৎ।

গৌণমেবাঙ্গিনং কৃত্বা নিগূঢ়নিজবৈভবঃ॥

অনাদিবাসনোদ্ভাসবাসিতে ভক্তচেতসি।

ভাত্যেব নতু লীনঃ স্যাদেষ সঞ্চারিগৌণবৎ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৩৬॥

—উপেন্দ্র (বা বামনদেব নিজে ইন্দ্র অপেক্ষা ক্ষুদ্রত্ব অঙ্গীকার করিয়া) যেমন ইন্দ্রকে পোষণ করেন, তদ্রূপ মুখ্য রস স্বীয় প্রভাব গোপন করিয়া অঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়া গৌণরসকে পুষ্ট করিয়া গৌণরসের অঙ্গিত্ব বিধান করে এবং অনাদি-বাসনোদ্ভাসিতবাসিত (পূর্ব্বসিদ্ধ ভক্তিবাসনা বিশিষ্ট) ভক্তচিত্তে শোভা পায়, কিন্তু গৌণ সঞ্চারীর ন্যায় লীন হয় না।"

পূর্ব্ববর্ত্তী "স্তোকাদ্বিভাবনাজ্জাতঃ" ইত্যাদি ভ, র, সি, ৪।৮।৩৪-শ্লোকে বলা হইয়াছে—অঙ্গরূপে গৌণরস অঙ্গী মুখ্যরসকে পুষ্ট করিয়া সেই মুখ্যরসেই লীন হয়। এ-স্থলে বলা হইল—মুখ্যরস যখন অঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুষ্টিবিধানপূর্ব্বক গৌণরসকে অঙ্গী করে, তখন কিন্তু অঙ্গ মুখ্যরস অঙ্গী গৌণরসে লীন হয় না; ভক্তের চিত্তে তাহা বিরাজিত থাকে।

"অঙ্গী মুখ্যঃ স্বমত্রাঙ্গৈর্ভাবৈস্তৈরভিবর্দ্ধয়ন্।

স্বজাতীয়ৈর্বিজাতীয়ৈঃ স্বতন্ত্রঃ সন্ বিরাজতে॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৩৭॥

—অঙ্গী মুখ্যরস স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় (শত্রুবর্জিত) ভাব-সকলদ্বারা নিজেকে সম্যক্‌রূপে

বর্দ্ধিত (পরিপুষ্ট) করিয়া স্বতন্ত্ররূপে (অন্য কোনও ভাবের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া) প্রকাশ পায়।”

অর্থাৎ মুখ্যরস যখন অঙ্গী হয়, তখন স্বজাতীয়-বিজাতীয় সমস্ত ভাবকে স্বীয় বশে আনিয়া তাহাদের দ্বারা নিজে পুষ্টি লাভ করে, তাহাদিগকে অঙ্গতা দান করে।

“যস্য মুখস্য যো ভক্তো ভবেন্নিত্যনিজাশ্রয়ঃ।
অঙ্গী স এব তত্র স্যান্মুখ্যোঽপ্যন্যোঽঙ্গতাং ব্রজেৎ ॥৪।৮।৩৮॥

—যিনি যে-মুখ্যরসের ভক্ত, তিনি নিত্য আপনার নিজ রসেরই আশ্রিত হয়েন ; তাঁহার সম্বন্ধে সেই রসই অঙ্গী হয় ; অন্য মুখ্য রসসমূহ অঙ্গতা লাভ করে।”

“আস্বাদোদ্রেকহেতুত্বমঙ্গস্যাঙ্গত্বমঙ্গিনি।
তদ্বিনা তস্য সম্পাতো বৈফল্যায়ৈব কল্পতে॥
যথা মৃষ্টরসালায়াং যবসাদেঃ কথঞ্চন।
তচ্চর্ব্বণে ভবেদেব সতৃণাভ্যবহারিতা॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৩৯॥

—অঙ্গরস যদি অঙ্গীরসের আস্বাদাতিশয়ের হেতু হয়, তাহা হইলেই তাহার অঙ্গতা সার্থক হয় ; তাহা না হইলে তাহার মিলন হয় কেবল বৈফল্য মাত্র (অসার্থক)। সুমিষ্ট রসালায় তৃণাদি পতিত হইলে সেই তৃণাদির সহিত রসালার চর্ব্বণ করিলে যেমন সতৃণাভ্যবহারিতা (তৃণের সহিত উত্তম ভোজন-কর্ত্তৃকতা) হয়, তদ্রূপ।”

উপরে উদ্ধৃত উক্তিসমূহ হইতে যাহা জানা গেল, তাহার সার মর্ম্ম হইতেছে এই :—যদি একাধিক রসের একত্র মিলন হয়, তাহা হইলে অন্য রসসমূহের দ্বারা পুষ্টি লাভ করিয়া যে রসটী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আস্বাদ্য হয়, সেই রসটী হইবে অঙ্গী এবং অন্য রসগুলি হইবে তাহার অঙ্গ। পোষ্য-পোষক সম্বন্ধ না থাকিলে অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধও থাকিবেনা।

শান্তাদি মুখ্যরসও অঙ্গী হইতে পারে এবং হাস্যাদি গৌণরসও অঙ্গী হইতে পারে। পৃথক্ ভাবে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

মুখ্যরস-সমূহের অঙ্গিত্ব

১৭৯। অঙ্গী মুখ্যরসের অঙ্গরস

যে সমস্ত রস কোনও মুখ্যরসের সুহৃদ্ বা মিত্র, তাহারা মুখ্য রসও হইতে পারে, গৌণরসও হইতে পারে। মিত্ররসেই যখন অঙ্গত্ব, তখন মুখ্যরসের অঙ্গ—মিত্র মুখ্যরসও হইতে পারে, মিত্র গৌণ-রসও হইতে পারে। কোনও মিত্ররস মুখ্যরস বলিয়া যে অঙ্গী মুখ্যরসের অঙ্গ হইতে পারেনা, তাহা নহে।

“অথাঙ্গিত্বং প্রথমতো মুখ্যানামিহ লিখ্যতে।
অঙ্গতাং যত্র সুহৃদো মুখ্যা গৌণাশ্চ বিভ্রতি॥ ভ, র, সি, ৪।৮।১৬॥

—প্রথমতঃ এ-স্থলে মুখ্যরসসমূহের অঙ্গিত্ব লিখিত হইতেছে—যে স্থলে মুখ্য এবং গৌণ-উভয়বিধ সুহৃদ্‌রসই অঙ্গতা ধারণ করিয়া থাকে।”

যাহা হউক, মুখ্য শান্তরসের মিত্র হইতেছে—মুখ্য দাস্য, বীভৎস, ধর্ম্মবীর ও অদ্ভুত। মুখ্য শান্ত যে-স্থলে অঙ্গী, সে-স্থলে এ-সমস্ত মিত্ররস হইবে তাহার অঙ্গ। ক্রমশঃ তাহার উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

ক। অঙ্গী মুখ্য শান্তরসে মুখ্য দাস্যরসের অঙ্গতা

“জীবস্ফুলিঙ্গবহ্নের্মহসো ঘনচিৎস্বরূপস্য।
তস্য পদাম্বুজযুগলং কিংবা সম্বাহয়িষ্যামি॥
—অত্র মুখ্যেঽঙ্গিনি মুখ্যস্যাঙ্গতা॥ ভ, র, সি, ৪।৮।১৭॥

—পরব্রহ্ম হইতেছেন চিদ্‌ঘনস্বরূপ এবং স্বপ্রকাশ; জীব হইতেছে অগ্নির স্ফুলিঙ্গের তুল্য অতিক্ষুদ্র। এতাদৃশ ক্ষুদ্র জীব আমি কি সেই পরব্রহ্মের পদাম্বুজযুগলের সম্বাহন করিতে পারিব?—এ-স্থলে অঙ্গী মুখ্য শান্তরসের অঙ্গ হইতেছে মুখ্য দাস্যরস।”

এ-স্থলে জীব-ব্রহ্মের অংশাংশিত্ব ব্যক্ত হইয়াছে; সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম হইতেছেন অংশী, জীব হইতেছে তাঁহার অংশ। অংশ হইলেও অতি ক্ষুদ্র অংশ। পরব্রহ্ম হইতেছেন অপরিমিত জ্বলদগ্নিরাশির তুল্য, আর জীব হইতেছে তাহার একটী ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গের তুল্য। অংশ এবং অংশীর মধ্যে নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বলিয়া অংশীই যেমন অংশের আলম্বন, তদ্রূপ অংশী পরব্রহ্মও হইতেছেন উল্লিখিত শ্লোকের বক্তা জীবের আলম্বন। বক্তা জীব নিজেকে অতিক্ষুদ্র মনে করিতেছেন এবং পরব্রহ্মকে সর্ববৃহত্তম তত্ত্ব বলিয়া মনে করিতেছেন; সুতরাং তাঁহার চিত্তে পরব্রহ্মের অপরিমিত ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান বিরাজিত; ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান বিরাজিত বলিয়া পরব্রহ্ম-সম্বন্ধে তাঁহার মমত্ববুদ্ধি জাগিতে পারে না। পরব্রহ্মকে নিজের আলম্বন মনে করায়, পরব্রহ্মে তাঁহার নিষ্ঠা সূচিত হইতেছে; কিন্তু এই নিষ্ঠা ঐশ্বর্য্য-প্রাধান্যজ্ঞানময়ী এবং মমত্ববুদ্ধিহীনা বলিয়া শান্ত ভাবেরই পরিচয় দিতেছে।

আবার, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরব্রহ্মের পদাম্বুজযুগলের সম্বাহনের বাসনাতে দাস্যভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে; কেননা, পদসেবা দাস্যেরই পরিচায়ক। এইরূপে দেখা যাইতেছে, বক্তায় শান্তের সহিত দাস্যের মিলন হইয়াছে। দধির সহিত সীতা-মরীচাদির মিশ্রণ হইলে দধির আস্বাদ্যত্বের উৎকর্ষ সাধিত হয়; এ-স্থলে শান্তের সহিত দাস্যের মিশ্রণেও শান্তের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। শান্তে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের প্রাধান্য এবং মমত্ববুদ্ধির অভাব বলিয়া সেবাবাসনা বিশেষ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে না; এ-স্থলে দাস্যের সহিত মিলনে সেবাবাসনা পরিস্ফুট হইয়াছে; ইহাই শান্তের উৎকর্ষ এবং দাস্যের প্রভাবেই এই উৎকর্ষ। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে—এ-স্থলে কি শান্তেরই প্রাধান্য? না কি, দাস্যেরই প্রাধান্য? অঙ্গী কে এবং অঙ্গই বা কে? “তস্য পদাম্বুজযুগলং কিংবা সম্বাহয়িষ্যামি”-বাক্য হইতেই তাহা নির্ণীত হইতে পারে। “পদকমলের সম্বাহন কি আমার পক্ষে সম্ভব হইবে?”—এই উক্তি

হইতেই জানা যাইতেছে যে, সেবাবাসনা উদ্বুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ঐশ্বর্য্য-প্রাধান্য-জ্ঞানজনিত সঙ্কোচ দূরীভূত হয় নাই ; এই সঙ্কোচ শান্তেরই লক্ষণ। সুতরাং শান্তের সহিত দাস্যের মিলন সত্ত্বেও শান্ত ক্ষুণ্ণ হয় নাই ;—অতএব শান্তই অঙ্গী, দাস্য হইতেছে তাহার অঙ্গ। মমত্ববুদ্ধি নাই বলিয়া পদসেবা-বাসনার তাৎপর্য্য হইতেছে—আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের পদস্পর্শজনিত আনন্দ-লাভের বাসনা ; পাদসম্বাহন-দ্বারা পরব্রহ্মের আনন্দবিধান ইহার তাৎপর্য্য নহে ; যাঁহার প্রতি মমত্ববুদ্ধি নাই, তাঁহার আনন্দ-বিধানের বাসনা থাকিতে পারে না।

এ-স্থলে দেখা গেল—মিত্ররূপে মুখ্য দাস্যরসও মুখ্য শান্তরসের অঙ্গ হইয়াছে।

খ। অঙ্গী মুখ্য শান্তরসে গৌণ বীভৎসের অঙ্গতা

"অহমিহ কফশুক্রশোণিতানাং পৃথুকুতুপে কুতুকী রতঃ শরীরে।
শিব শিব পরমাত্মনো দুরাত্মা সুখবপুষঃ স্মরণেঽপি মন্থরোঽস্মি॥

—অত্র মুখ্য এব গৌণস্য॥ ভ, র, সি, ৪।৮।১৮॥

—অহো! চর্ম্মাচ্ছাদিত এই কফ-শুক্র-শোণিতময় দেহে বিচিত্র বিষয়সুখের আস্বাদনের জন্যই আমি উৎসাহী। শিব! শিব! আমি অত্যন্ত দুরাত্মা ; সুখময়বিগ্রহ পরমাত্মার স্মরণবিষয়েও আমি মন্থর (আগ্রহশূন্য) হইয়াছি।—এ স্থলে মুখ্য শান্তের অঙ্গ হইল গৌণ বীভৎস।"

এ স্থলেও আনন্দঘনবিগ্রহ পরমাত্মা হইতেছেন আলম্বন। পরব্রহ্ম-পরমাত্মা-জ্ঞানের প্রাধান্যবশতঃ মমত্ববুদ্ধির অভাব—সুতরাং শান্ত ভাব। তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে "কফ-শুক্র-শোণিতময় দেহের" দ্বারা লক্ষিত বীভৎস। স্বীয় "দুরাত্মতার"—অর্থাৎ অতিহীনতার জ্ঞান এবং পরমাত্মার স্মরণেও মন্থরতার উক্তিতে শান্তেরই প্রাধান্য সূচিত হইতেছে। অতএব এ-স্থলে মুখ্য শান্তই অঙ্গী, গৌণ বীভৎস হইতেছে তাহার অঙ্গ।

গ। অঙ্গী মুখ্য শান্তরসে মুখ্য দাস্য এবং গৌণ অদ্ভুত ও বীভৎস রসের অঙ্গতা

"হিত্বাস্মিন্ পিশিতোপনদ্ধরুধিরক্লিন্নে মুদং বিগ্রহে
প্রীত্যুৎসিক্তমনাঃ কদাহমসকৃদ্দুস্তর্কচর্য্যাস্পদম্।
আসীনং পুরটাসনোপরি পরং ব্রহ্মাম্বুদশ্যামলং
সেবিষ্যে চলচারুচামর-মরুৎ-সঞ্চার-চাতুর্য্যতঃ॥

—অত্র মুখ্য এব মুখ্যস্য গৌণয়োশ্চ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।২০॥

—মাংসবদ্ধ এবং রুধিরক্লিন্ন দেহেতে প্রীতি পরিত্যাগ করিয়া কখন আমি প্রীতিদ্বারা উৎসিক্তমনা হইয়া চলন্ত-চামরের বায়ুসঞ্চারণ-চাতুর্য্যের দ্বারা—যাঁহার আচরণ যুক্তিতর্কের অগোচর এবং যিনি স্বর্ণসিংহাসনের উপরে উপবিষ্ট, সেই নীরদ-শ্যামল পরব্রহ্মের সেবা করিব?"

এ-স্থলে "পরং ব্রহ্ম"-শব্দে শান্তরস, "দুস্তর্কচর্য্যাস্পদম্—যাঁহার আচরণ যুক্তিতর্কের অগোচর"-শব্দে অদ্ভুত রস, "পিশিতোপনদ্ধরুধিরক্লিন্নে বিগ্রহে—মাংসবদ্ধ এবং রুধিরক্লিন্নদেহে"-বীভৎস

রস এবং "চামর-সেবা-বাসনায়", মুখ্য দাস্যরস সূচিত হইয়াছে। মুখ্য শান্তরসই অঙ্গী এবং মুখ্য দাস্য ও গৌণ অদ্ভুত এবং গৌণ বীভৎস হইতেছে তাহার অঙ্গ।

১৮০। অঙ্গী মুখ্যদাস্যরসের অঙ্গরস

মুখ্য দাস্য রসের মিত্র হইতেছে বীভৎস, শান্ত, বীরদ্বয় (ধর্ম্মবীর ও দানবীর)। এই মিত্র রসগুলি যে মুখ্যদাস্যরসের অঙ্গ হয়, তাহার উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

ক। অঙ্গী মুখ্য দাস্যরসে মুখ্য শান্তরসের অঙ্গতা

"নিরবিদ্যতয়া সপদ্যহং নিরবদ্যঃ প্রতিপাদ্য-মাধুরীম্।
অরবিন্দবিলোচনং কদা প্রভুমিন্দীবরসুন্দরং ভজে॥ ভ, র, সি, ৪।৮।২১॥

—অত্র মুখ্যে মুখ্যস্য ॥

—অবিদ্যারাহিত্যদ্বারা নিরবদ্য (নির্ম্মল) হইয়া কখন আমি স্বতঃসিদ্ধমাধুরী-বিশিষ্ট অরবিন্দলোচন ইন্দীবরসুন্দর প্রভুর সেবা করিব ?"

এ-স্থলে "নিরবিদ্যতয়া"-শব্দে শান্তরস এবং "সেবাবাসনায়" দাস্যরস সূচিত হইয়াছে। "প্রতিপাদ্য-মাধুরী", "অরবিন্দবিলোচন" এবং "ইন্দীবরসুন্দর"-শব্দত্রয়ে আলম্বন প্রভুর সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যজ্ঞানের কথাই জানা যায়, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের কথা জানা যায় না। এতাদৃশ সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যময় প্রভুর সেবার বাসনাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বলিয়া এ-স্থলে দাস্যেরই অঙ্গিত্ব ; শান্ত হইতেছে তাহার অঙ্গ। ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান নাই বলিয়া মমত্ববুদ্ধি সূচিত হইতেছে ; সুতরাং এ-স্থলে সেবার তাৎপর্য্য হইতেছে প্রভুর প্রীতিবিধান।

এই উদাহরণে দেখা গেল—মুখ্য শান্তরস মুখ্যদাস্যরসের অঙ্গ হইয়াছে।

খ। অঙ্গী মুখ্য দাস্যরসে গৌণ বীভৎসের অঙ্গতা

"স্মরন্ প্রভুপদাম্ভোজং নটন্নটতি বৈষ্ণবঃ।
যস্য দৃষ্ট্যা পদ্মিনীনামপি সুষ্ঠু হৃণীয়তে॥ ভ, র, সি, ৪।৮।২২॥

—অত্র মুখ্যে গৌণস্য ॥

—প্রভুর চরণকমল স্মরণপূর্ব্বক বৈষ্ণব ব্যক্তি নৃত্য করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেছেন। পদ্মিনীদিগের দর্শনেও তাঁহার সম্যক্রূপে ঘৃণার উদয় হইতেছে।"

এ-স্থলে "প্রভুর পদাম্ভোজের স্মরণে নৃত্য"-দ্বারা দাস্য এবং "পদ্মিনীদিগের দর্শনেও ঘৃণা"-দ্বারা বীভৎস সূচিত হইতেছে। মুখ্য দাস্য হইতেছে অঙ্গী ; কেননা, তাহারই প্রাধান্য ; গৌণবীভৎস হইতেছে তাহার অঙ্গ।

গ। অঙ্গী মুখ্যদাস্যরসে বীভৎস-শান্ত-বীররসের অঙ্গতা

"তনোতি মুখবিক্রিয়াং যুবতিসঙ্গরঙ্গোদয়ে
ন তৃপ্যতি ন সর্ব্বতঃ সুখময়ে সমাধাবপি।

ন সিদ্ধিষু চ লালসাং বহতি লভ্যমানাস্বপি
প্রভো তব পদার্চ্চনে পরমুপৈতি তৃষ্ণাং মনঃ ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।২৩॥

—হে প্রভো! পূর্বে যে যুবতীসঙ্গে আনন্দ অনুভব করিতাম, সে-কথা মনে পড়িলে এখন আমার (ঘৃণায়) মুখবিকৃতি জন্মে। সুখময় ব্রহ্মসমাধি লাভের জন্য যে শ্রবণ-মননাদি, তাহাতেও আমার মন তৃপ্তি লাভ করিতেছে না। লভ্যমানা (সমুপস্থিত) সিদ্ধিসমূহের জন্যও আমার মনে লালসা নাই। হে প্রভো! কেবল তোমার চরণার্চ্চনের জন্যই আমার মনে বলবতী তৃষ্ণা।"

এ-স্থলে "শ্রীকৃষ্ণচরণার্চ্চনের জন্য বলবতী তৃষ্ণা"-দ্বারা দাস্য, "যুবতীসঙ্গ-সুখের স্মরণে মুখবিকৃতি"-দ্বারা বীভৎস, "ব্রহ্মসমাধি-হেতুক শ্রবণ-মননাদিতেও অতৃপ্তি"-দ্বারা শান্ত এবং "লভ্যমানা সিদ্ধিতে লালসাভাবের—প্রাপ্তবস্তুরও পরিত্যাগের"-দ্বারা দানবীর সূচিত হইয়াছে। দাস্যেরই প্রাধান্য—সুতরাং দাস্যরস হইতেছে অঙ্গী; আর শান্ত, বীভৎস এবং দানবীর হইতেছে তাহার অঙ্গ।

১৮১। অঙ্গী মুখ্য সখ্যরসের অঙ্গরস

মুখ্য সখ্যরসের মিত্র হইতেছে মধুর, হাস্য ও যুদ্ধবীর। ইহাদের অঙ্গতা উদাহৃত হইতেছে।

ক। অঙ্গী মুখ্য সখ্যরসে মুখ্য মধুররসের অঙ্গতা

"ধন্যানাং কিল মূর্দ্ধন্যাঃ সুবলামূর্ব্রজাবলাঃ।
অধরং পিঞ্ছচূড়স্য চলাশ্চুলুকয়ন্তি যাঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।২৫॥

—হে সুবল! যে-সকল ব্রজবালা শিখিপুচ্ছচূড় শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধা পান করেন, তাঁহারা ধন্য রমণীগণের মধ্যে অগ্রগণ্যা।"

কৃষ্ণসখা সুবলের উল্লেখে মুখ্য সখ্যরস সূচিত হইতেছে। ব্রজরমণীগণকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধাপানের কথায় মধুররস সূচিত হইতেছে। টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—এ-স্থলে মধুর-রসের অনুমোদনই করা হইয়াছে, সম্ভোগেচ্ছা সূচিত হয় নাই। সুতরাং সখ্যরসেরই অঙ্গিত্ব; মধুররস হইতেছে সখ্যের অঙ্গ।

খ। অঙ্গী মুখ্য সখ্যরসে গৌণ হাস্যের অঙ্গতা

"দৃশোস্তরলিতৈরলং ব্রজ নিবৃত্য মুগ্ধে ব্রজং
বিতর্কয়সি মাং যথা নহি তথাস্মি কিং ভূরিণা।
ইতীরয়তি মাধবে নববিলাসিনীং ছদ্মনা
দদর্শ সুবলো বলদ্বিকচদৃষ্টিরস্যাননম্॥ ভ, র, সি, ৪।৮।২৫॥

—(কোনও ব্রজসুন্দরীর প্রতি পরিহাসের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) 'মুগ্ধে! নয়নদ্বয়কে তরলিত (চঞ্চল) করিয়া আর কি হইবে? প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ব্রজে গমন কর; আমাকে যাহা মনে করিতেছ,

আমি তাহা নহি ; আর অধিক প্রয়োজন নাই।'—ছলপূর্ব্বক নববিলাসিনীর প্রতি মাধব এ-কথা বলিলে সুবল হাস্যোৎফুল্ল বিস্ফারিত নেত্রে শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।”

এ-স্থলে মধুর-রসসম্বন্ধিনী কথা শুনিয়া সখ্যভাবাপন্ন সুবলের হাস্যোদয় হইয়াছে। অঙ্গী হইল সখ্যরস এবং হাস্য হইতেছে তাহার অঙ্গ।

গ। অঙ্গী মুখ্য সখ্যরসে মুখ্য মধুরের এবং গৌণ হাস্যের অঙ্গতা

“মিহিরদুহিতুরুদ্যদ্‌বঞ্জুলং মঞ্জুতীরং প্রবিশতি সুবলোঽয়ং রাধিকাবেশগূঢ়ঃ।
সরভসমভিপশ্যন্ কৃষ্ণমভ্যুত্থিতং যঃ স্মিতবিকশিতগণ্ডং স্বীয়মাস্যং বৃণোতি॥
—ভ, র, সি, ৪।৮।২৬॥

—শ্রীরাধিকার বেশের দ্বারা স্বীয় বেশ গোপন করিয়া সুবল মনোহর অশোকবৃক্ষ-শোভিত কালিন্দী-কুলে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ হর্ষভরে গাত্রোত্থান করিলে সুবল হাস্যবিকশিত-গণ্ডবিশিষ্ট স্বীয় বদন আবৃত করিলেন।”

এ-স্থলে মুখ্য সখ্য হইতেছে অঙ্গী এবং মুখ্য মধুর ও গৌণ হাস্য হইতেছে তাহার অঙ্গ।

১৮২। অঙ্গী মুখ্য বৎসলরসের অঙ্গরস

মুখ্য বৎসলরসের মিত্র হইতেছে হাস্য, করুণ ও ভীষ্মভিৎ (অসুর-বিষয়ক ভয়ানক-ভেদ)। ইহাদের অঙ্গতা প্রদর্শিত হইতেছে।

ক। অঙ্গী মুখ্য বৎসলে গৌণ করুণের অঙ্গতা

“নিরাতপত্রঃ কান্তারে সন্ততং মুক্তপাদুকঃ।
বৎসানবতি বৎসো মে হন্ত সন্তপ্যতে মনঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।২৭॥

—(যশোদা-মাতা বলিতেছেন) হায়! ছত্রহীন ও পাদুকাশূন্য বাছা আমার বনমধ্যে সর্ব্বদা বৎস-চারণ করিতেছে ; সেজন্য আমার মন অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছে।”

সঙ্গে ছত্র নাই ; তাই রৌদ্রের উত্তাপ হইতে কৃষ্ণের কষ্ট হইতেছে মনে করিয়া যশোদামাতার শোক। আবার কৃষ্ণের চরণে পাদুকাও নাই ; তাই বনভ্রমণ-সময়ে কণ্টকাদিদ্বারা কৃষ্ণের পদতল বিদ্ধ হওয়ার আশঙ্কাতেও মাতার শোক। এজন্য করুণের উদয়। এ-স্থলে বাৎসল্যের সহিত করুণের মিশ্রণ। বাৎসল্যেরই প্রাধান্য। বাৎসল্য হইতেছে অঙ্গী, গৌণ করুণ তাহার অঙ্গ। করুণ বাৎসল্যকে উচ্ছ্বসিত করিয়াছে।

খ। অঙ্গী মুখ্যবৎসলে গৌণ হাস্যের অঙ্গতা

“পুত্রস্তে নবনীতপিণ্ডমতনুং মুষ্ণন্মমান্তর্গৃহাদ্-
বিন্যস্যাপসসার তস্য কণিকাং নিদ্রাণডিম্ভাননে।
ইত্যুক্তা কুলবৃদ্ধয়া সুতমুখে দৃষ্টিং বিভুগ্নভ্রূণি
স্মেরাং নিক্ষিপতী সদা ভবতু বঃ ক্ষেমায় গোষ্ঠেশ্বরী॥ ভ, র, সি ॥৪।৮।২৭॥

—কোনও কুলবৃদ্ধা যশোদামাতাকে বলিলেন—যশোদে ! তোমার পুত্র আমার গৃহাভ্যন্তর হইতে স্থূল নবনীতপিণ্ড অপহরণ করিয়া, আমার গৃহে নিদ্রিত বালকের মুখে তাহার এক কণিকা স্থাপন করিয়া, পলায়ন করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া, যিনি স্বীয় পুত্রের কুটিল ভ্রূবিশিষ্ট মুখের প্রতি সহাস্য-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই গোষ্ঠেশ্বরী তোমাদের কল্যাণ বিধান করুন।"

কুলবৃদ্ধার বাক্যে তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অসূয়ার উদয়ে ভ্রূকুটি। কুলবৃদ্ধার কথা শুনিয়া যশোদামাতার যে হাস্যের উদয় হইয়াছে, তাহা তাঁহার বাৎসল্যের পুষ্টিবিধান করিয়াছে। এ-স্থলে বাৎসল্য হইতেছে অঙ্গী, গৌণ হাস্য তাহার অঙ্গ।

গ। **অঙ্গী মুখ্য বৎসলে গৌণ ভয়ানক, অদ্ভুত, হাস্য এবং করুণের অঙ্গতা**

"কম্প্রা স্বেদিনি চূর্ণকুন্তলতটে স্ফারেক্ষণা তুঙ্গিতে
সব্যে দোষ্ণি বিকাশিগণ্ডফলকা লীলাস্যভঙ্গীশতে।
বিভ্রাণস্য হরের্গিরীন্দ্রমুদয়দ্বাষ্পাচিরোর্দ্ধস্থিতৌ
পাতু প্রস্নবসিচ্যমাণসিচয়া বিশ্বং ব্রজাধিশ্বরী॥ ভ, র, সি, ৪।৮।২৮॥

—শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন-পর্বত ধারণ করিলে তাঁহার চূর্ণকুন্তল-তটে ঘর্ম্মবারি দর্শন করিয়া (কৃষ্ণহস্ত হইতে গোবর্দ্ধনের পতন আশঙ্কা করিয়া ভয়ে) যশোদামাতা কম্পিতা হইলেন ; পরে যখন দেখিলেন, গোবর্দ্ধন-ধারণার্থ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় বাম বাহু ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়াছেন, তখন (সপ্তবর্ষীয় বালকের সাহস দর্শন করিয়া বিস্ময়ে) যশোদামাতার নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত হইল। তারপর যখন দেখিলেন, সহচর বালকদের সঙ্গে হাস্য-পরিহাসাদি শত শত লীলায় শ্রীকৃষ্ণের মুখে নানাবিধ ভঙ্গী প্রকাশ পাইতেছে, তখন যশোদারও হাস্যের উদয় হইল, তাহার ফলে তাঁহারও গণ্ডফলক প্রফুল্লতা ধারণ করিল। পরে যখন দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বামবাহু বহুকাল (সপ্তাহকাল) পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে অবস্থিত রহিয়াছে, তখন (করুণের উদয়ে) যশোদামাতার বসন গলিত বাষ্পবারিধারাদ্বারা আর্দ্র হইয়া গেল। এতাদৃশী ব্রজাধিশ্বরী যশোদা বিশ্বকে রক্ষা করুন।"

এ-স্থলে গোবর্দ্ধনের পতনাশঙ্কায় বাৎসল্যবতী যশোদার কম্প—ভয় (ভয়ানক) রস সূচিত করিতেছে। সপ্তবর্ষীয় বালকের গোবর্দ্ধন-ধারণে বিস্ময় (অদ্ভুত), সহচর বালকদের সঙ্গে হাস্য-পরিহাসজনিত শ্রীকৃষ্ণের মুখভঙ্গী দর্শনে হাস্য এবং দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের ঊর্দ্ধস্থিত বাম হস্তে পর্বতের অবস্থিতি দর্শনে যশোদার বাষ্পবারি করুণ-রসের সূচনা করিতেছে। এইরূপে দেখা গেল, যশোদার বৎসলরসের সঙ্গে এ-স্থলে গৌণ ভয়ানক, অদ্ভুত, হাস্য ও করুণ রসের মিশ্রণ হইয়াছে। বাৎসল্যেরই প্রাধান্য, অন্যান্য রসের দ্বারা বাৎসল্যই পুষ্টি লাভ করিয়াছে। বাৎসল্য হইল অঙ্গী এবং গৌণ ভয়ানকাদি তাহার অঙ্গ।

শুদ্ধ বাৎসল্যে কোনও মুখ্যরসের অঙ্গতা নাই

"কেবলে বৎসলে নাস্তি মুখ্যস্য খলু সৌহৃদম্।

অতোঽত্র বৎসলে তস্য নতরাং লিখিতাঙ্গতা ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।২৯॥

—শুদ্ধ বৎসলরসে মুখ্য রসের সৌহৃদ্য নাই ; এজন্য বৎসল-রসে মুখ্য রসের অঙ্গতা লিখিত হইল না।"

[কেবলে শুদ্ধে বৎসলে—টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী]

১৮৩। অঙ্গী মুখ্য মধুর রসের অঙ্গরস

মধুর রসের মিত্র হইতেছে হাস্য ও প্রেয় (সখ্য) ; ইহাদের অঙ্গতা প্রদর্শিত হইতেছে।

ক। অঙ্গী মুখ্য মধুর রসে মুখ্য সখ্যের অঙ্গতা

"মদ্বেশশীলিততনোঃ সুবলস্য পশ্য বিন্যস্য মঞ্জুভুজমূর্দ্ধ্নি ভুজং মুকুন্দঃ।

রোমাঞ্চ-কঞ্চুকজুষঃ স্ফুটমস্য কর্ণে সন্দেশমর্পয়তি তন্বি মদর্থমেব ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৩০॥

—(শ্রীরাধা তাঁহার সখীকে বলিতেছেন) তন্বি ! দেখ, আমার বেশধারী পুলকাকুল-কলেবর সুবলের স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভুজ অর্পণ পূর্ব্বক স্পষ্টরূপে তাঁহার কর্ণে আমার নিমিত্তই কোনও সন্দেশ (সংবাদ) অর্পণ করিতেছেন।"

নর্ম্মবশতঃই সুবল শ্রীরাধার বেশ ধারণ করিয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় নর্ম্মসখা। সুবলের সখ্য এ-স্থলে শ্রীরাধার মধুররসের পুষ্টি সাধন করিয়াছে। এ-স্থলে মধুর-রস হইতেছে অঙ্গী, সখ্য তাহার অঙ্গ।

ঘ। অঙ্গী মুখ্য মধুর রসে গৌণ হাস্যের অঙ্গতা

"স্বসাস্মি তব নির্দ্দয়ে পরিচিনোষি ন ত্বং কুতঃ

কুরু প্রণয়নির্ভরং মম কৃশাঙ্গি কণ্ঠগ্রহম্।

ইতি ব্রুবতি পেশলং যুবতিবেষগূঢ়ে হরৌ

কৃতং স্মিতমভিজ্ঞয়া গুরুপুরস্তয়া রাধয়া ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৩১॥

—'হে নির্দ্দয়ে ! আমি তোমার ভগিনী, কেন তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না ; হে কৃশাঙ্গি ! প্রণয়-নির্ভরে আমার কণ্ঠ ধারণ কর।'—যুবতী রমণীর বেশে আত্মগোপন করিয়া শ্রীহরি উল্লিখিতরূপ মনোজ্ঞ বাক্য প্রয়োগ করিলে (শ্রীকৃষ্ণই যে ঐ বেশে আসিয়াছেন, তাহা) জানিতে পারিয়াও শ্রীরাধা গুরুজনের সমক্ষে ঈষৎ হাস্য করিলেন।"

এ স্থলে গৌণ হাস্য হইতেছে মুখ্য মধুরের অঙ্গ।

গ। অঙ্গী মুখ্য মধুররসে মুখ্য সখ্য ও গৌণ বীররসের অঙ্গতা

"মুকুন্দোঽয়ং চন্দ্রাবলিবদনচন্দ্রে চটুলভে স্মরস্মেরামারাদ্দৃশমসকলামর্পয়তি চ।

ভুজমংসে সখ্যুঃ পুলকিনি দধানঃ ফণিনিভামিভারিক্ষ্বেড়াভির্যদনুজমুদ্‌যোজয়তি চ ॥

—ভ, র, সি, ৪।৮।৩২॥

—(চন্দ্রাবলীর সখী মনে মনে ভাবিতেছেন) কি আশ্চর্য্য ! দূর হইতে চন্দ্রাবলীর চঞ্চল-তারকাবিশিষ্ট বদনচন্দ্রে কন্দর্পভাব-প্রকাশক-হাস্যপূর্ণ অসম্পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে স্বীয় সখার পুলকান্বিত স্কন্ধদেশে স্বীয় ভুজঙ্গসদৃশ-ভুজলতা স্থাপনপূর্ব্বক এই মুকুন্দ সিংহনাদদ্বারা বৃষাসুরকে যুদ্ধে উদ্‌যুক্ত করিতেছেন।”

এ-স্থলে চন্দ্রাবলীর সখী শ্রীকৃষ্ণ এবং চন্দ্রাবলীর মধুরভাবকে অবলম্বন করিয়াই উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন ; সুতরাং মধুর-রসই অঙ্গী। সখার পুলকান্বিত স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের ভুজ-সংস্থাপনে সখ্য এবং সিংহনাদদ্বারা বৃষাসুরকে যুদ্ধে আহ্বানের দ্বারা বীররস প্রদর্শিত হইয়াছে। সখ্য ও বীর হইতেছে এ-স্থলে মধুররসের অঙ্গ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর উক্তি অনুসারে বীররস মধুর-রসের মিত্র নহে ; সুতরাং বীররস মধুর-রসের অঙ্গ হইতে পারে না ; কিন্তু এ-স্থলে গৌণ বীররসকে মধুর-রসের অঙ্গরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার হেতু কি ? উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ মুকুন্দদাস গোস্বামী বলিয়াছেন—“অত্র বীরস্য মিত্রত্বং পরমতমপি স্বীকৃতম্॥—পরমতও স্বীকার করিয়া এ-স্থলে বীররসের মিত্রত্ব—সুতরাং অঙ্গত্ব—প্রদর্শিত হইয়াছে।” মধুর-রসের পক্ষে বীর-রসের মিত্রত্ব শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর অভিমত নহে ; পরমতের অনুসরণেই তিনি এই উদাহরণ দিয়াছেন।

১৭৯ হইতে ১৮৩ অনুচ্ছেদ পর্য্যন্ত শান্তাদি মুখ্যরস-সমূহের অঙ্গিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে হাস্যাদি গৌণরসসমূহের অঙ্গিত্ব প্রদর্শিত হইতেছে।

গৌণরস-সমূহের অঙ্গিত্ব

১৮৪। গৌণ হাস্যরসের অঙ্গরসসমূহ

গৌণ হাস্যরসের মিত্র হইতেছে মধুর, বৎসল ও বীভৎস। ইহাদের অঙ্গতা প্রদর্শিত হইতেছে।

ক। অঙ্গী গৌণ হাস্যরসে মুখ্য মধুর-রসের অঙ্গতা

“মদনান্ধতয়া ত্রিবক্রয়া প্রসভং পীতপটাঞ্চলে ধৃতে।
অদধাদ্‌বিনতং জনাগ্রতো হরিরুৎফুল্লকপোলমাননম্॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৩২॥

—কামান্ধা কুব্জা জনসমূহের সম্মুখে হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের পীতবসনের অঞ্চল ধারণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ প্রফুল্ল-গণ্ডবিশিষ্ট স্বীয় বদন অবনত করিলেন।”

বহুলোকের অগ্রভাগে তিনস্থানে বক্রা কুব্জা কামান্ধা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিয়াছেন—ইহা সকলেরই হাস্যোৎপাদক, হাস্যরস ; এই হাস্যরসই এ-স্থলে অঙ্গী। কুব্জার কামান্ধতা এবং শ্রীকৃষ্ণের উৎফুল্লবদনের অবলম্বনে মধুররস সূচিত হইতেছে ; এই মধুর হইতেছে হাস্যের অঙ্গ।

খ। অঙ্গী গৌণ হাস্য রসে মুখ্য বৎসলের অঙ্গতা

“লগ্নস্তে নিতরাং দৃশোরপি যুগে কিং ধাতুরাগো ঘনঃ
প্রাতঃ পুত্র বলস্য বা কিমসিতং বাসস্ত্বয়াঙ্গে ধৃতম্।

ইত্যাকর্ণ্য পুরো ব্রজেশগৃহিণীবাচং স্ফুরন্নাসিকা
দূতী সঙ্কুচদীক্ষণাবহসিতং জাতা ন রোদ্ধুং ক্ষমা॥ ভ, র, সি, ৪।১।৯॥

—(রাত্রিকালে শ্রীরাধার সহিত বিহারকালে শ্রীকৃষ্ণের নয়নদ্বয়ে শ্রীরাধার তাম্বূলরাগ লিপ্ত হইয়াছে; গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে ভ্রমবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নীল বসনটীকেও স্বীয় উত্তরীয় মনে করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। প্রাতঃকালে তিনি যখন স্বগৃহে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া বাৎসল্যময়ী যশোদামাতা তাঁহাকে বলিলেন) 'হে পুত্র! তোমার নয়নযুগলে কি ঘন-ধাতুরাগ সংলগ্ন হইয়াছে? (তাম্বূলরাগকেই যশোদামাতা ধাতুরাগ মনে করিয়াছেন)। তুমি কি বলরামের নীলাম্বর পরিধান করিয়াছ?' ব্রজেশ্বরগৃহিণীর এই কথা শুনিয়া তাঁহার সম্মুখে অবস্থিতা দূতীর নাসিকা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, নেত্র সঙ্কুচিত হইল, তিনি আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না।"

এ-স্থলে অঙ্গী হাস্যকে পরিপুষ্ট করিয়াছে যশোদামাতার বাৎসল্যময়ী কথা। হাস্য হইতেছে অঙ্গী, বাৎসল্য তাহার অঙ্গ।

গ। অঙ্গী গৌণ হাস্যরসে বীভৎসের অঙ্গতা

"শিম্বীলম্বিকুচাসি দর্দ্দুরবধূবিস্পর্দ্ধি-নাসাকৃতি-
স্ত্বং জীর্য্যদ্দুলিদৃষ্টিরোষ্ঠতুলিতাঙ্গরা মৃদঙ্গোদরী।
কা ত্বত্তঃ কুটিলে পরাস্তি জটিলাপুত্রি ক্ষিতৌ সুন্দরী
পুণ্যেন ব্রজসুভ্রুবাং তব ধৃতিং হর্ত্তুং ন বংশী ক্ষমা॥ ভ, র, সি, ৪।১।১১॥

—হে কুটিলে! তোমার কুচদ্বয় শিম্বীর ন্যায় লম্বমান; তোমার নাসিকার শোভা ভেকবধূকেও তিরস্কার করিতেছে; তোমার দৃষ্টি জীর্ণকচ্ছপীর ন্যায় মনোহর; তোমার ওষ্ঠ অঙ্গারের সহিত তুলনা ধারণ করিয়াছে; উদরও মৃদঙ্গের ন্যায় শোভমান। অতএব হে জটিলাপুত্রি? ব্রজসুন্দরীদিগের মধ্যে তোমার ন্যায় সুন্দরী জগতে আর কে আছে? তোমার পুণ্যবলে বংশীও তোমার ধৈর্য্য হরণ করিতে অসমর্থ।"

এ-স্থলে সমস্ত উক্তিই হাস্যোদ্দীপক; হাস্যই অঙ্গী। কুটীলার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা শুনিলে বীভৎসেরই উদয় হয়। বীভৎস হইতেছে অঙ্গ।

১৮৫। অঙ্গী গৌণ বীররসে মুখ্য সখ্যরসের অঙ্গতা

"সেনান্যং বিজিতমবেক্ষ্য ভদ্রসেনং মাং যোদ্ধুং মিলসি পুরঃ কথং বিশাল।
রামাণাং শতমপি নোদ্ভটোরুধামা শ্রীদামা গণয়তি রে ত্বমত্র কোঽসি॥
—ভ, র, সি, ৪।৮।৩২॥

—অরে বিশাল! আমার সেনাপতি ভদ্রসেনকে পরাজিত দেখিয়া যুদ্ধবাসনায় আমার সম্মুখে আসিয়া

মিলিত হইতেছিস্ কেন? উদ্ভটতেজা এই শ্রীদাম শত শত রামকেও (বলরামকেও) গণনার মধ্যে আনয়ন করে না, তুই কোথাকার কে?"

এ-স্থলে বীররসই অঙ্গী। আর, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীদামের সখ্য হইতেছে তাহার অঙ্গ। শ্রীদাম হইতেছেন বলরামের প্রতিযোদ্ধা, কৃষ্ণপক্ষীয়।

১৮৬। অঙ্গী গৌণ রৌদ্ররসে মুখ্য সখ্য ও গৌণ বীরের অঙ্গতা

"যদুনন্দন নিন্দনোদ্ধতং শিশুপালং সমরে জিঘাংসুভিঃ।
অতিলোহিতলোচনোৎপলৈর্জগৃহে পাণ্ডুসুতৈর্বরায়ুধম্॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৩৩॥

— হে যদুনন্দন! তোমার নিন্দায় উদ্ধত শিশুপালকে যুদ্ধে হনন করিবার জন্য ক্রোধভরে অতিলোহিত-লোচন পাণ্ডুপুত্রগণ উত্তমোত্তম অস্ত্রসমূহ ধারণ করিয়াছিলেন।"

"অতিলোহিত-লোচন"-শব্দে ক্রোধ বা রৌদ্ররস এবং অস্ত্রধারণে বীররস সূচিত হইয়াছে। যদুনন্দনের প্রতি সখ্যবশতঃই কৃষ্ণনিন্দাশ্রবণে অধীর হইয়া পাণ্ডুপুত্রগণ অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। এ-স্থলে গৌণ রৌদ্র হইতেছে অঙ্গী এবং মুখ্য সখ্য ও গৌণ বীর হইতেছে তাহার অঙ্গ।

১৮৭। অঙ্গী গৌণ অদ্ভুতরসে মুখ্য সখ্যের এবং গৌণ বীর ও হাস্যের অঙ্গতা

"মিত্রানীকবৃতং গদায়ুধি গুরুম্মন্যং প্রলম্বদ্বিষং
যষ্ট্যা দুর্ব্বলয়া বিজিত্য পুরতঃ সোল্লুণ্ঠমুদ্‌গায়তঃ।
শ্রীদাম্নঃ কিল বীক্ষ্য কেলি-সমরাটোপোৎসবে পাটবং
কৃষ্ণঃ ফুল্লকপোলকঃ পুলকবান্ বিস্ফারদৃষ্টির্বভৌ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৩৪॥

—শ্রীদাম মিত্রমণ্ডলীপরিবৃত এবং গদাযুদ্ধে গুরুম্মন্য প্রলম্বারি বলদেবকে দুর্ব্বল যষ্টিদ্বারা পরাজিত করিয়া অগ্রভাগে সোল্লুণ্ঠ-উচ্চস্বরে গান করিতে থাকিলে, যুদ্ধলীলায় শ্রীদামের পটুতা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ফুল্লগণ্ড, পুলকান্বিত এবং বিস্ফারিতনেত্র হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।"

উল্লিখিত শ্লোকটী হইতেছে অন্য কোনও সখার উক্তি; রসনিষ্পত্তিও বক্তা সখার মধ্যেই, শ্রীকৃষ্ণে নহে; কেননা, প্রকরণ হইতেছে ভক্তিরস-বিষয়ক। ভক্তের (এ-স্থলে সখার) মধ্যেই কৃষ্ণবিষয়িণী রতি বা ভক্তি থাকে, সেই রতিই রসে পরিণত হয়।

দুর্ব্বল যষ্টিদ্বারা মিত্রমণ্ডলীপরিবৃত এবং গদাযুদ্ধবিশারদ মহাবলশালী বলরামের পরাজয় হইতেছে বিস্ময়োৎপাদক, অদ্ভুতরসের পরিচায়ক; ইহা শ্রীকৃষ্ণকেও বিস্মিত করিয়াছে; তাই শ্রীকৃষ্ণের নেত্র বিস্ফারিত হইয়াছে। এই অদ্ভুত রসই এ-স্থলে অঙ্গী। বক্তা সখার সখ্য-রস, শ্রীদামের সোল্লুণ্ঠ উচ্চ গানে তাঁহার হাস্য এবং কৃষ্ণপক্ষীয় শ্রীদামের বিজয়ে বীর-রস—যাহা বক্তা সখার মধ্যেও সঞ্চারিত হইয়াছে। এ-স্থলে সখ্য, বীর ও হাস্য হইতেছে অদ্ভুতের অঙ্গ।

ইহার পরে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"এবমন্যস্য গৌণস্য জ্ঞেয়া কবিভিরঙ্গিতা।
তথাত্র মুখ্যগৌণানাং রসানামঙ্গতাপি চ ॥৪।৮।৩৪॥

—এইরূপে অন্য গৌণরসের অঙ্গিতা এবং মুখ্য ও গৌণরসের অঙ্গতা জানিতে হইবে।"

১৪৮। বৈরিকৃত্য। বিরসতা

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে—কোনও কোনও মুখ্য বা গৌণ রস যদি অপর কোনও মুখ্য বা গৌণ রসের সুহৃদ্ বা মিত্র হয়, তাহা হইলে তাহাদের সহিত মিলনে শেষোক্ত মুখ্য বা গৌণরসের আস্বাদ বিশেষরূপে পুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। এই আস্বাদের পুষ্টিই হইতেছে সে সমস্ত মিত্ররসের সুহৃৎকৃত্য বা মিত্রকৃত্য।

কিন্তু কোনও রস যদি তাহার বৈরী বা শত্রু রসের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে সেই মিলনের ফল কি হইবে, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন ঃ—

"জনয়ত্যেব বৈরস্যং রসানাং বৈরিণা যুতিঃ।
সুমৃষ্টপানকাদীনাং ক্ষারতিক্তাদিনা যথা ॥৪।৮।৩৭॥

—সুমিষ্ট পানকাদির সহিত ক্ষার-তিক্তাদির মিলন যেমন বিস্বাদ জন্মায়, তদ্রূপ, বৈরী বা শত্রু রসের সহিত মিলিত হইলে রসসমূহও বিরসতা প্রাপ্ত হয়।"

এ-সম্বন্ধে কয়েকটী উদাহরণ উল্লিখিত হইতেছে।

ক। শান্তরসে মধুর রসের বৈরিতা

"ব্রহ্মিষ্ঠায়া নিষ্ফলং মে ব্যতীতঃ কালো ভূয়ান্ হা সমাধিব্রতেন।
সান্দ্রানন্দং তন্ময়া ব্রহ্মমূর্ত্তং কোণেনাক্ষ্ণঃ সাচিসব্যস্য নৈক্ষি ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৩৯॥

—(কোনও রমণী বলিতেছেন) হায় ! সমাধিব্রতদ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠায় আমার বহু কাল নিষ্ফলে গত হইল ; আমি সেই সান্দ্রানন্দ মূর্ত্ত ব্রহ্মকে (শ্রীকৃষ্ণকে) বামনয়নের কোণেও দর্শন করিতে পারিলাম না।"

এ-স্থলে ব্রহ্মনিষ্ঠা সাধিকার সমাধিদ্বারা শান্ত-রস সূচিত হইয়াছে। বামনেত্রকোণে শ্রীকৃষ্ণদর্শনের ইচ্ছায় মধুর-রস সূচিত হইতেছে। শান্তরসের বৈরী হইতেছে মধুর-রস। শান্তের সহিত মধুরের মিলনে এ-স্থলে বিরসতার উৎপত্তি হইয়াছে। শান্তের শান্তত্ব—পরব্রহ্ম-পরমাত্মা-জ্ঞান—ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার স্থলে মমত্ববুদ্ধিমূলক কান্তত্বের জ্ঞান আসিয়া পড়িয়াছে।

খ। দাস্যরসে মধুর-রসের বৈরিতা

"ক্ষণমপি পিতৃকোটিবৎসলং তং সুরমুনিবন্দিতপাদমিন্দিরেশম্।
অভিলষতি বরাঙ্গনানখাঙ্কৈঃ স্ফুরিততনুং প্রভুমীক্ষিতুং মনো মে ॥ ভ,র,সি, ৪।৮।৩৯॥

—যিনি কোটি কোটি পিতা অপেক্ষাও বৎসল, দেবমুনিগণ যাঁহার চরণ বন্দনা করিতেছেন, যিনি

লক্ষ্মীপতি, এবং যাঁহার তনু বরাঙ্গনাগণের নখচিহ্নে সুশোভিত, ক্ষণকাল সেই প্রভুকে দর্শন করার জন্য আমার মন অভিলাষ করিতেছে।”

এ স্থলে “বরাঙ্গনানখাঙ্কৈঃ”-ইত্যাদি বাক্যে মধুর রস এবং অন্যান্য বাক্যে দাস্যরস সূচিত হইয়াছে। দাস্যেরই প্রাধান্য ; দাস্যের বৈরী মধুর রসের দ্বারা দাস্য বিরসতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

গ। সখ্যরসে বাৎসল্যরসের বৈরিতা

“দোর্ভ্যামর্গলদীর্ঘাভ্যাং সখে পরিরভস্ব মাম্।
শিরঃ কৃষ্ণ তবাঘ্রায় বিহরিষ্যে ততস্ত্বয়া॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৩৯॥

—সখে! অর্গলসদৃশ দীর্ঘ ভুজযুগলের দ্বারা আমাকে আলিঙ্গন কর (এ স্থলে সখ্যরস)। হে কৃষ্ণ! তোমার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া (এ স্থলে বৎসল রস) পরে তোমার সঙ্গে বিহার করিব।”

এ স্থলে বৈরী বৎসলের দ্বারা সখ্যরস বিরসতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ঘ। বৎসলরসে দাস্যরসের বৈরিতা

“যং সমস্তনিগমাঃ পরমেশং সাত্বতাস্তু ভগবন্তমুশন্তি।
তৎ সুতেতি বত সাহসীকী ত্বাং ব্যাজিহীর্ষতু কথং মম জিহ্বা॥
—ভ, র, সি ৪।৯।৪০॥

—সমস্ত নিগমার্থের সমন্বয়কর্ত্তা বৈদান্তিকগণ যাঁহাকে পরমেশ্বর বলিয়া থাকেন, পঞ্চরাত্রের অনুসরণকারী সাত্বতগণ যাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া মান্য করেন (এই দুই বাক্যে দাস্যরস সূচিত হইয়াছে), সেই তোমাকে ‘সুত’ বলিয়া (বৎসলরস) সম্বোধন করিতে আমার জিহ্বা কিরূপে সাহসিনী হইবে?”

এ স্থলে বৈরী দাস্যরস বৎসলরসের বিরসতা জন্মাইয়াছে।

ঙ। মধুর রসে বৎসলের বৈরিতা

“চিরং জীবেতি সংযুজ্য কাচিদাশীর্ভিরচ্যুতম্।
কৈলাসস্থা বিলাসেন কামুকী পরিষস্বজে॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৪১॥

—কৈলাসস্থা কোনও কামুকী স্ত্রীলোক ‘হে কৃষ্ণ! তুমি চিরজীবী হও’—এইরূপ আশীর্বাদ-বাক্য প্রয়োগ করিয়া বিলাসভরে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন।”

এ স্থলে আলিঙ্গনদ্বারা মধুর রস সূচিত হইতেছে ; কিন্তু তাহা বিরসতা প্রাপ্ত হইয়াছে, আশীর্ব্বাদ-সূচিত বৎসলের দ্বারা।

চ। মধুরের গন্ধমাত্রও বৎসলের বিরসতা-জনক

“শুচেঃ সম্বন্ধগন্ধোঽপি কথঞ্চিদ্ যদি বৎসলে।
ক্বচিদ্ ভবেত্ততঃ সুষ্ঠু বৈরস্যায়ৈব কল্পতে॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৪১॥

—শুদ্ধ বৎসলরসে যদি কখনও মধুর-রসের সম্বন্ধের গন্ধও থাকে, তাহা হইলে সেই বৎসলরস সুষ্ঠুরূপে বিরসতা প্রাপ্ত হয়।" [শুচি=মধুর রস]

ছ। মধুরে বীভৎসের বৈরিতা

"পিশিতাসৃঙ্‌ময়ী নাহং সত্যমস্মি তবোচিতা।
স্বাপাঙ্গবিদ্ধাং শ্যামাঙ্গ কৃপয়াঙ্গীকুরুষ্ব মাম্‌॥ ভ. র, সি ৪।৮।৪১॥

—হে শ্যামাঙ্গ! রক্তমাংসময়ী এই আমি যদিও তোমার যোগ্যা নহি, তথাপি তোমার অপাঙ্গবিদ্ধা আমাকে কৃপা করিয়া অঙ্গীকার কর।"

এ স্থলে "স্বাপাঙ্গবিদ্ধাং মাম্‌" ইত্যাদি বাক্যে মধুর রস সূচিত হইয়াছে; কিন্তু "পিসিতা-সৃঙ্‌ময়ী—রক্তমাংসময়ী" ইত্যাদি বাক্যে সূচিত বীভৎস রস সেই মধুর রসকে বিরস করিয়াছে।

১৮৯। রসবিরোধিতার রসাভাস-কক্ষায় পর্য্যবসান

বৈরী রসের দ্বারা বিভিন্ন রসের বিরসতার কয়েকটী উদাহরণ দিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন ঃ—

"এবমন্যাপি বিজ্ঞেয়া প্রাজ্ঞৈ রসবিরোধিতা।
প্রায়েণায়ং রসাভাস-কক্ষায়াং পর্য্যবস্যতি ॥৪।৮।৪২॥

—প্রাজ্ঞব্যক্তিগণ এইরূপে (১৮৮-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত উদাহরণ-সমূহে প্রদর্শিত রূপে) অন্যান্য রকম রসবিরোধিতাও (বিরসতা) অবগত হইবেন। এই রসবিরোধিতা (বিরসতা) প্রায়শঃ রসাভাস-কক্ষায় পর্য্যবসিত হয়।"

শ্লোকস্থ "প্রায়েণ"-শব্দপ্রসঙ্গে টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"প্রায়েণেতি কেচিদ্রসাভাসাদপ্যধমকক্ষায়াং পর্য্যবস্যন্তীত্যর্থঃ॥—শ্লোকস্থ 'প্রায়'-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, কোনও কোনও বৈরস্য রসাভাস হইতেও অধম কক্ষায় পর্য্যবসিত হয়।" রসাভাস সম্বন্ধে আলোচনা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

১৯০। বৈরি-রসাদির যোগেও বিরসতার ব্যতিক্রম

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কোনও রস তাহার বৈরী রসের সহিত মিলিত হইলে তাহা বিরসতা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু স্থলবিশেষে ইহার ব্যতিক্রমও হয়; অর্থাৎ বৈরিরসাদির মিলনে কোনও কোনও স্থলে রস বিরসতা প্রাপ্ত হয় না।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন ঃ—

"দ্বয়োরেকতরস্যেহ বাধ্যত্বেনোপবর্ণনে।
স্মর্য্যমাণতয়াপ্যুক্তৌ সাম্যেন বচনেঽপি চ।

রসান্তরেণ ব্যবধৌ তটস্থেন প্রিয়েণ বা।
বিষয়াশ্রয়ভেদে চ গৌণেন দ্বিষতা সহ।
ইত্যাদিষু ন বৈরস্যং বৈরিণো জনয়েদ্ যুতিঃ ॥৪।৮।৪৩॥

—দুইটী রসের মধ্যে একের বাধ্যত্বরূপে (বাধাযোগ্যত্বরূপে) উপবর্ণনে (অর্থাৎ যুক্তিসম্বলিত নিরূপণে), স্মরণের যোগ্যতারূপ উক্তিতে, সাম্যবচনে, রসান্তর তটস্থ দ্বারা বা সুহৃদের দ্বারা ব্যবধানে, গৌণ বৈরীর সহিত বিষয় ও আশ্রয়-ভেদে-ইত্যাদি স্থলে সংযোগ বিরসতা জন্মায় না।"

কয়েকটী উদাহরণের দ্বারা উল্লিখিত বিষয়টী স্পষ্টীকৃত হইতেছে।

ক। **একতরের বাধ্যত্বরূপে বর্ণন**

"প্রত্যাহৃত্য মুনিঃ ক্ষণং বিষয়তো যস্মিন্মনো ধিৎসতি
বালাসৌ বিষয়েষু ধিৎসতি ততঃ প্রত্যাহরন্তী মনঃ।
যস্য স্ফূর্ত্তিলবায় হন্ত হৃদয়ে যোগী সমুৎকণ্ঠতে
মুগ্ধেয়ং কিল তস্য পশ্য হৃদয়ান্নিষ্ক্রান্তিমাকাঙ্ক্ষতি॥

—ভ, র, সি, ৮।৪।৪৪॥ বিদগ্ধমাধব-বাক্য॥

—(শ্রীরাধার প্রেমোৎকর্ষ খ্যাপনের নিমিত্ত পৌর্ণমাসীদেবী নান্দীমুখীকে বলিয়াছেন) দেখ কি আশ্চর্য্য! মুনিগণ মনকে বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ক্ষণকালের জন্য যে শ্রীকৃষ্ণে ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, এই বালা রাধিকা কিনা স্বীয় মনকে সেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বিষয়ে ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন! হা কষ্ট! যোগিগণ হৃদয়মধ্যে যাঁহার স্ফূর্ত্তিলেশমাত্র লাভের জন্য সমুৎকণ্ঠিত, এই মুগ্ধা রাধিকা কি না তাঁহাকে হৃদয় হইতে বহিষ্কৃত করার জন্য অভিলাষ করিতেছেন!"

এ-স্থলে মধুর-রসের উৎকর্ষ-খ্যাপনের জন্য (মুনিগণের ও যোগীদের) বাধ্যত্বরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। মধুর রসের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে বলিয়া বৈরী শান্তরসের (মুনিগণের ও যোগীদের শান্তরসের) সহিত মিলনেও মধুরের বিরসতা জন্মে নাই।

খ। **স্মর্য্যমাণত্বরূপে বর্ণন**

"স এষ বৈহাসিকতাবিনোদৈর্ব্রজস্য হাসোদ্গমসন্বিধাতা।
ফণীশ্বরেণাদ্য বিকৃষ্যমাণঃ করোতি হা নঃ পরিদেবনানি॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৪৬॥

—(কালিয়নাগকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া কোনও গোপ দুঃখের সহিত বলিয়াছেন) যিনি পরিহাসকের কৌতুকদ্বারা ব্রজস্থ সকলের হাস্যোৎপাদন করিতেন, হায়! সেই শ্রীকৃষ্ণ অদ্য ফণীশ্বর-কালিয়কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া আমাদের বিলাপ বিস্তার করিতেছেন।"

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"যদিও অসুরকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের পরাভব সম্ভব নহে, সুতরাং পরাভবজনিত বিলাপও সম্ভব নহে, তথাপি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য গোপের শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ-বন্ধন-জনিত স্নেহবশতঃ বিলাপের অনুমান—ইহাই বুঝিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে পরিহাস-কৌতুকের দ্বারা

ব্রজবাসীদের হাস্যোৎপাদন করিতেন ; এক্ষণে তাঁহাকে কালিয়কর্তৃক বেষ্টিত দেখিয়া পূর্ব্বকথার স্মরণে করুণ-রসের উদয় হইয়াছে। করুণ-রসের সহিত হাস্যরসের বিরোধ থাকা সত্ত্বেও করুণ এ-স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী হাস্যরসের স্মরণ করাইয়া দিতেছে বলিয়া বিরসতা হয় নাই।

গ। সাম্যবচনে বর্ণন

"বিশ্রান্তষোড়শকলা নির্ব্বিকল্পা নিরাবৃতিঃ।
সুখাত্মা ভবতী রাধে ! ব্রহ্মবিদ্যেব রাজতে ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৪৭॥

—(সুরতান্তে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য) হে রাধে ! তোমার ষোড়শকলাত্মক শৃঙ্গার (সজ্জা) বিশ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছে। (ব্রহ্মবিদ্যাপক্ষে, ষোড়শ-কলাত্মক লিঙ্গশরীর বিশ্রাম প্রাপ্ত, অর্থাৎ নিরুদ্যম, হইয়াছে)। তুমি নির্ব্বিকল্পা হইয়াছ (অর্থাৎ, ইনি শ্রীরাধা, না কি অন্য কেহ—এইরূপ বিকল্পরহিতা হইয়াছ ; কেননা, প্রত্যক্ষরূপেই তুমি শ্রীরাধা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছ)। (ব্রহ্মবিদ্যাপক্ষে, ভেদরহিতা হইয়াছ। প্রত্যক্ষরূপে নির্ণয়ের হেতু এই)। তুমি নিরাবৃতা—লতাদি বা বস্ত্রাদির দ্বারা ব্যবধানরহিতা ; অর্থাৎ লতাদি বা বস্ত্রাদিদ্বারা তুমি আবৃতা নহ বলিয়া তোমার সমস্ত অঙ্গই পরিষ্কাররূপে দৃশ্যমান হইতেছে ; নির্ভুল ভাবেই নির্ণয় করা যায় যে, তুমি শ্রীরাধাই। (ব্রহ্মবিদ্যাপক্ষে, ব্রহ্মানুভব-প্রাপ্তা)। এইরূপে তুমি ব্রহ্মবিদ্যার ন্যায়ই বিরাজিত।"

ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন-পরায়ণ সাধক আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের অনুভব প্রাপ্ত হইলে যেমন তাঁহার ষোড়শকলাত্মক দেহ চেষ্টাশূন্য হইয়া পড়ে, তাঁহার সমস্ত ভেদজ্ঞান যেমন তিরোহিত হয়, তাঁহার যেমন মায়িকগুণের কোনও আবরণ থাকেনা, তিনি যেমন ব্রহ্মানন্দের অনুভবে নিজেকে আনন্দ-নিমগ্ন মনে করেন, তদ্রূপ, শ্রীরাধার ষোড়শকলাত্মক শৃঙ্গার (সাজসজ্জাও) বিশ্রামপ্রাপ্ত হইয়াছে (সাজসজ্জা নিস্পন্দ হইয়াছে), বস্ত্রাদির আবরণ নাই বলিয়া, তিনি যে শ্রীরাধা, তাহাও পরিষ্কাররূপে নির্ণয় করা যায় এবং তিনি যে পরমানন্দ-সমুদ্রে নিমগ্না, তাহাও পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়।

এ-স্থলে ব্রহ্মানুভবীর শান্তরসের সঙ্গে শ্রীরাধার মধুরসের প্রভাবের সাম্য বিদ্যমান। শান্ত-রস মধুর-রসের বৈরী হইলেও এ-স্থলে মধুর-রসের বিরসতা জন্মায় নাই, বরং শান্তরস স্বীয় প্রভাবের সাম্যদ্বারা মধুর-রসের প্রভাবকে পরিস্ফুট করিয়াছে।

ঘ। রসান্তরের দ্বারা ব্যবধানে বিরসতা জন্মেনা

"ত্বং কাঽসি শান্তা কিমিহান্তরীক্ষে দ্রষ্টুং পরং ব্রহ্ম কুতস্ততাক্ষী।
অস্যাতিরূপাৎ কিমিবাকুলাত্মা রম্ভে সমারম্ভি ভিদা স্মরেণ ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৪৮॥

—(রম্ভানাম্নী কোনও অপ্‌সরা অপর এক অপ্‌সরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন) তুমি কে ? (জিজ্ঞাসিতা অপ্‌সরা বলিলেন) আমি শান্তা (অর্থাৎ আমি শান্তিরতিমতী)। (রম্ভা তখন বলিলেন) তুমি এই আকাশে কেন ? (অপর অপ্‌সরা উত্তরে বলিলেন) পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য। (একথা শুনিয়া রম্ভা বলিলেন) তোমার নয়ন বিস্ফারিত হইয়াছে কেন ? (তখন অপর অপ্‌সরা বলিলেন)

ইহার অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় রূপমাধুর্য্য দর্শন করিয়া। (তখন রম্ভা আবার বলিলেন) তোমাকে আকুলাত্মার মতন দেখাইতেছে কেন? (অপর অপ্‌সরা বলিলেন)-রম্ভে! ভেদাভেদ-কর্ত্তা কন্দর্প আমাকে আকুলাত্মা করিতে আরম্ভ করিয়াছে (তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের অনির্ব্বচনীয় অদ্ভুত রূপের দর্শনে অদ্যাবধি আমার কন্দর্পের আরম্ভ হইয়াছে)।"

এস্থলে অদ্ভুত-রসের দ্বারা মধুর-রসের ব্যবধান। শ্রীকৃষ্ণরূপের অদ্ভুততা অপ্‌সরার শান্তি-রতিকে আচ্ছাদিত করিয়া মধুর-রতিকে উদ্ভাবিত করিয়াছে। এজন্য এ-স্থলে বিরসতা হয় নাই।

ঙ। বিষয়-ভিন্নত্ব দ্বারা বিরসতা জন্মেনা

কোনও রস তাহার বৈরীরসের সহিত মিলিত হইলে যদি রসদ্বয়ের বিষয় ভিন্ন হয়, তাহা হইলে বিরসতা জন্মিবেনা।

"ত্বক্-শ্মশ্রু-রোম-নখ-কেশ-পিনদ্ধমন্ত
　মাংসাস্থি-রক্ত-কৃমি বিট্-কফ-পিত্ত-বাতম্।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতির্বিমূঢ়া
　যা তে পদাব্জ-মকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী॥ শ্রীভা, ১০।৬০।৪৫॥

—(শ্রীরুক্মিণী দেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন) যে স্ত্রীলোক আপনার পদারবিন্দের মকরন্দের আঘ্রাণ পায় নাই, সেই অতি বিমূঢ় স্ত্রীলোকই বাহিরে ত্বক্, শ্মশ্রু, রোম, নখ ও কেশের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং ভিতরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ, পিত্ত ও বায়ু দ্বারা পরিপূরিত জীবদ্দশায় শবতুল্য দেহকে কান্ত মনে করিয়া ভজনা করে।"

এ স্থলে রুক্মিণীর শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক মধুর-রস; আর প্রাকৃত রমণীর প্রাকৃত পুরুষবিষয়ক বীভৎস-রস। বিষয় ভিন্ন বলিয়া এ স্থলে বিরসতা জন্মে নাই।

চ। আশ্রয়-ভিন্নত্ব বিরসতা-জনক নহে

যদি দুইটী রসের আশ্রয় ভিন্ন হয়, তাহা হইলে একটী অপরটীর বৈরী হইলেও বিরসতা জন্মিবেনা।

"বিজয়িনমজিতং বিলোক্য রঙ্গস্থলভুবি সংভৃতসাংযুগীনলীলম্।
পশুপ-সবয়সাং বপূংষি ভেজুঃ পুলককুলং দ্বিষতাং তু কালিমানম্॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৫০।

—রঙ্গস্থলে সম্যক্‌রূপে যুদ্ধলীলাপরায়ণ অজিত শ্রীকৃষ্ণকে বিজয়ী দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের সমবয়স্ক গোপ-বালকদিগের দেহ আনন্দে পুলকপূর্ণ হইল; কিন্তু কংসপক্ষীয় কৃষ্ণবিদ্বেষীদিগের দেহ ভয়ে কালিমা ধারণ করিল।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের সমবয়স্ক গোপবালকদিগের বীররস; আর কৃষ্ণবিদ্বেষীদের ভয়ানক-রস। বীররসের বৈরী হইতেছে ভয়ানক রস। বীররসের আশ্রয় গোপবালকগণ; ভয়ানক-রসের আশ্রয় হইতেছে কৃষ্ণবিদ্বেষিগণ। দুইটী রসের আশ্রয় ভিন্ন বলিয়া এ-স্থলে বিরসতা জন্মে নাই।

ছ। মুখ্যরসদ্বয়ের বৈরিতা বিষয়াশ্রয়-ভেদে বিরসতা-জনক

পূর্ব্ববর্ত্তী ঙ-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে, বিষয় ভিন্ন বলিয়া মধুর-রস বীভৎস-রসের যোগে বিরসতা প্রাপ্ত হয় না। এ-স্থলে মধুর-রস হইতেছে মুখ্য রস ; আর তাহার বৈরী বীভৎস হইতেছে গৌণ-রস। যদি বিষয় ভিন্ন হয়, তাহা হইলে মুখ্যরস বৈরী গৌণরসের দ্বারা বিরসতা প্রাপ্ত হয় না।

আর পূর্ব্ববর্ত্তী চ-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে—আশ্রয় ভিন্ন বলিয়া বীররস তাহার বৈরী ভয়ানকরসের দ্বারা বিরসতা প্রাপ্ত হয় না। এ স্থলে দুইটীই গৌণরস।

এক্ষণে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিতেছেন :

"বিষয়াশ্রয়ভেদেঽপি মুখ্যেন দ্বিষতা সহ।
সঙ্গতিঃ কিল মুখ্যস্য বৈরস্যায়ৈব জায়তে ॥৪৷৮৷৪৯॥

—দুইটী মুখ্যরসের মধ্যে যদি একটী অপরটীর বৈরী হয়, তাহা হইলে বিষয়ের ভেদেও বিরসতা জন্মিবে, আশ্রয়ের ভেদেও বিরসতা জন্মিবে, (পূর্ব্বপ্রদর্শিত উদাহরণ হইতে জানা যায়—বৈরীরসটী যদি গৌণরস হয়, তাহাহইলে তাহার সহিত মিলনে বিষয়াশ্রয়-ভেদে মুখ্যরসের বিরসতা জন্মিবেনা)।"

উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) বিষয়ভেদেও মুখ্যের সহিত বৈরী মুখ্যের মিলনে বিরসতা

"বিমোচয়ার্গলবন্ধং বিলম্বং তাত নাচর।
যামি কাশ্যগৃহং যূনা মনঃ শ্যামেন মে হৃতম্ ॥ ভ, র, সি, ৪৷৮৷৫০॥

—(কোনও মথুরাবাসিনী তাঁহার পিতাকে বলিলেন) বাবা ! শীঘ্র দ্বারের অর্গল-বন্ধন বিমুক্ত করুন, বিলম্ব করিবেন না। আমি সান্দীপনি মুনির গৃহে গমন করিব ; সে-স্থানে অবস্থিত শ্যামযুবা (শ্রীকৃষ্ণ) আমার মন হরণ করিয়াছেন।"

এ-স্থলে মথুরাবাসিনীর পিতৃবিষয়ক-দাস্যরতি, আর কৃষ্ণবিষয়ক-মধুররতি। উভয়ই মুখ্যা রতি ; বিষয় ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও উভয়ই মুখ্যা রতি বলিয়া এ-স্থলে বিরসতা জন্মিয়াছে। মধুর হইতেছে দাস্যের বৈরী।

(২) আশ্রয়ভেদেও মুখ্যের সহিত বৈরী মুখ্যের মিলনে বিরসতা

"রুক্মিণীকুচকাশ্মীরপঙ্কিলোরঃস্থলং কদা।
সদানন্দং পরংব্রহ্ম দৃষ্ট্যা সেবিষ্যতে ময়া ॥ ভ, র, সি, ৪৷৮৷৫২॥

—যাঁহার বক্ষঃস্থল রুক্মিণীর কুচস্থ কুঙ্কুমদ্বারা পঙ্কিল হইয়াছে, সেই সদানন্দ পরব্রহ্মকে কবে আমি দৃষ্টিদ্বারা সেবা করিব ?"

এ-স্থলে রুক্মিণীর মধুর-রস, রুক্মিণী হইতেছেন মধুর-রসের আশ্রয়। আর, বক্তার শান্তরস ; তিনি শান্তরসের আশ্রয়। রস দুইটীর আশ্রয় ভিন্ন ; তথাপি তাহারা উভয়েই মুখ্য বলিয়া মধুররসের দ্বারা শান্তরসের বিরসতা জন্মিয়াছে।

(৩) মতান্তর

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন :—

"অনুরক্তধিয়ো ভক্তাঃ কেচন জ্ঞানবর্ত্মনি।
শান্তস্যাশ্রয়ভিন্নত্বে বৈরস্যং নানুমন্যতে ॥৪।৮।৫২॥

—জ্ঞানমার্গে অনুরক্ত কতিপয় ভক্ত শান্তরসের আশ্রয় ভিন্ন হইলে বিরসতা স্বীকার করেন না।"

অর্থাৎ মুখ্য শান্তরসের যে আশ্রয়, তাহার বৈরী কোনও মুখ্যরসের যদি সেই আশ্রয় না হয়, তাহা হইলে বৈরী মুখ্যরসের সহিত মিলনে শান্ত বিরসতা প্রাপ্ত হইবে না। ইহা হইতেছে জ্ঞানমার্গে অনুরক্ত কোনও কোনও ভক্তের অভিমত। এই মতানুসারে পূর্ব্ববর্ত্তী (২) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 'রুক্মিণীকুচকাশ্মীর"-ইত্যাদি শ্লোকোক্তিতে শান্তরসের বিরসতা জন্মিবেনা। ইহা কিন্তু ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুকার শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর অভিপ্রেত নহে।

জ। **অঙ্গিরসের পুষ্টির নিমিত্ত পরস্পর বৈরী রসদ্বয়ের মিলন দোষাবহ নহে**

"ভৃত্যয়োর্নায়কস্যেব নিসর্গদ্বেষিণোরপি।
অঙ্গয়োরঙ্গিনঃ পুষ্ট্যৈ ভবেদেকত্র সঙ্গতিঃ ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৫২॥

—প্রভুর সেবার নিমিত্ত স্বভাবতঃই পরস্পর-বিদ্বেষী ভৃত্যদ্বয়ের একত্র মিলন যেমন সঙ্গত হয়, তদ্রূপ অঙ্গিরসের পুষ্টির নিমিত্ত পরস্পর-বৈরী দুইটী অঙ্গরসের একত্র মিলনও সঙ্গত হয় (অর্থাৎ দোষাবহ হয় না)।" যথা,

"কুমারস্তে মল্লীকুসুম-সুকুমারঃ প্রিয়তমে
গরিষ্ঠোঽয়ং কেশী গিরিবদিতি মে বিল্লতি মনঃ।
শিবং ভূয়াৎ পশ্যোন্নমিতভুজমেধির্মুহুরমুং
খলং ক্ষুন্দন্ কুর্য্যাং ব্রজমতিতরাং শালিনমহম্ ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৫৩॥

—(নন্দ-মহারাজ যশোদামাতাকে বলিলেন) হে প্রিয়তমে! তোমার পুত্রটী মল্লীকুসুমের ন্যায় সুকোমল; কিন্তু এই কেশী-দানব পর্ব্বতের ন্যায় অতি কঠিন। এজন্য (ভয়ে) আমার মন কম্পিত হইতেছে। কল্যাণ হউক; দেখ, আমি স্তম্ভসদৃশ আমার এই ভুজদ্বয় মুহুর্মুহু উত্তোলন করিয়া এই কেশীকে বিচূর্ণিত করিয়া ব্রজমণ্ডলকে সুস্থির করিতেছি (এ-স্থলে বীররস)।"

এ-স্থলে নন্দমহারাজের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বাৎসল্যরস। তাহাই হইতেছে অঙ্গী রস। ভয়ানক ও বীর রস পরস্পর বিদ্বেষী বা বৈরী হইলেও এ-স্থলে অঙ্গরূপে তাহারা বাৎসল্যের পুষ্টিবিধান করিয়াছে, বাৎসল্যের বিরসতা জন্মায় নাই।

ঝ। **পরস্পর বৈরিভাবদ্বয় একই আশ্রয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উদিত হইলে স্থলবিশেষে দোষাবহ হয় না।**

দুইটী ভাব যদি পরস্পরের বৈরী হয়, তাহাহইলে একই আশ্রয়ে একই সময়ে তাহাদের উদয়

হইলে বিরসতা জন্মে (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৮৮-ঘ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ; কিন্তু তাদৃশ দুইটী ভাব যদি একই আশ্রয়ে বিভিন্ন সময়ে উদিত হয়, তাহা হইলে বিরসতা জন্মেনা।

"মিথো বৈরাবপি দ্বৌ যৌ ভাবৌ ধর্ম্মসুতাদিষু।
কালাদিভেদাৎ প্রাকট্যং তৌ বিন্দন্তৌ ন দুষ্যতঃ। ভ, র, সি, ৪।৮।৫৫।

—ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরাদিতে পরস্পর-বৈরী দুইটী ভাব দৃষ্ট হয় ; কিন্তু তাহারা কালভেদে (যথাকালে) প্রাকট্য লাভ করে ; এজন্য দূষণীয় নহে।"

যুধিষ্ঠিরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক দাস্য, বাৎসল্য এবং সখ্যও দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণকে যুধিষ্ঠির ঈশ্বর বলিয়া জানেন ; ঈশ্বরবুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহার দাস্য ভাব। যুধিষ্ঠির আবার শ্রীকৃষ্ণের পিতৃস্বসাপুত্র, বয়সেও বড় ; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বয়ঃকনিষ্ঠ ; জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়া যুধিষ্ঠিরের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বাৎসল্য। কিন্তু অতিজ্যেষ্ঠ নহেন বলিয়া বলদেবের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহার সখ্যভাব। বৎসল হইতেছে সখ্যের বৈরী। তথাপি একই সময়ে তাহারা প্রকটিত হয় না বলিয়া বিরসতা জন্মেনা।

ঞ। মহাভাবে বিরুদ্ধভাবের সহিত মিলনে মধুররস বিরসতা প্রাপ্ত হয় না

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"অধিরূঢ়ে মহাভাবে বিরুদ্ধৈর্বিরসা যুতিঃ।
ন স্যাদিত্যুজ্জ্বলে রাধাকৃষ্ণয়োর্দর্শিতং পুরা ॥৪।৮।৫৬।

—অধিরূঢ় মহাভাবে বিরুদ্ধভাব সকলের সহিত মিলন হইলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুর রসে বিরসতা জন্মেনা ; তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।"

উদাহরণ যথা :—

"ঘোরা খণ্ডিতশঙ্খচূড়মজিরং রুন্ধে শিবা তামসী
ব্রহ্মিষ্ঠশ্বসনঃ শমস্তুতিকথা প্রালেয়মাসিঞ্চতি।
অগ্রে রামঃ সুধারুচির্বিজয়তে কৃষ্ণপ্রমোদোচিতং
রাধায়াস্তদপি প্রফুল্লমভজন্ ম্লানিং না ভাবাম্বুজম্॥ ভ, র, সি, ৩।৫।১৫॥

—ক্রীড়াপ্রাঙ্গনস্থ যক্ষ-শঙ্খচূড়ের খণ্ডিত দেহকে তমোগুণময়ী ভয়ঙ্করা শিবা সকল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মনিষ্ঠগণরূপ পবন শান্তিবোধক স্তুতিকথারূপ হিম সেচন করিতেছে। সম্মুখে বলরাম-রূপ চন্দ্র বিরাজিত। তথাপি শ্রীকৃষ্ণের প্রমোদের অনুকূল শ্রীরাধার ভাবপদ্ম মলিন না হইয়া প্রফুল্লই রহিয়াছে।"

শ্রীরাধার ভাবকে অম্বুজ (কমল) বলা হইয়াছে। অম্বুজপক্ষে অর্থ হইবে—"(রুন্ধে শিবা তামসী = রুন্ধেঽশিবা তামসী = রুন্ধে অশিবা তামসী) ক্রীড়াপ্রাঙ্গনরূপ সরোবরে যক্ষ-শঙ্খচূড়ের খণ্ডিত দেহকে অমঙ্গলরূপা রাত্রির ঘোর অন্ধকার বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাহাতে আবার ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণাদির স্তুতিকথারূপ পবন হিম বর্ষণ করিতেছে, বলরামরূপ চন্দ্রও বিদ্যমান।" এই সমস্তই

অম্বুজের প্রতিকূল। দিবাভাগে সূর্য্যের উপস্থিতিতে সূর্য্যালোকের মধ্যেই অম্বুজ (কমল) প্রস্ফুটিত হয়, প্রফুল্লতা ধারণ করে ; অন্ধকারময়ী রজনীতে, কিম্বা চন্দ্রের দর্শনে, বিশেষতঃ শীতল বায়ুপ্রবাহে, কমল ম্লান হইয়া যায়, কখনও প্রফুল্লতা ধারণ করে না। কিন্তু শ্রীরাধার ভাবরূপ কমল গাঢ় অন্ধকার, শীতল পবন এবং চন্দ্রের বিদ্যমানতাতেও ম্লান হয় না, বরং প্রফুল্লতা ধারণ করে। এস্থলে বিশেষোক্তিনামক অলঙ্কার।

যাহাহউক, অধিরূঢ়-মহাভাবতী শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক মধুর-ভাব-সম্বন্ধে এ-স্থলে বিবেচ্য হইতেছে এইঃ—"ঘোরা খণ্ডিত-শঙ্খচূড়ম্...তামসী"-বাক্যে ভয়ানক-ভাব, "ব্রহ্মনিষ্ঠ-শ্বসনঃ"-ইত্যাদি বাক্যে শান্তভাব এবং "রামঃ সুধারুচিঃ"-ইত্যাদি বাক্যে বৎসল-ভাব সূচিত হইয়াছে; এই তিনটী (ভয়ানক, শান্ত ও বৎসল) হইতেছে মধুর-ভাবের বিরোধী। তিনটী বিরুদ্ধভাবের সহিত মিলনেও এ-স্থলে অধিরূঢ়-মহাভাববতী শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক মধুর-ভাব ম্লানতা প্রাপ্ত হয় নাই, বরং ঔজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছে।

ট। কোনও কোনও স্থলে অচিন্ত্যমহাশক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ-শিরোমণি-শ্রীকৃষ্ণে রসাবলীর সমাবেশ আস্বাদ্য হয়

"ক্বাপ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ মহাপুরুষশেখরে।
রসাবলিসমাবেশঃ স্বাদায়ৈবোপজায়তে ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৫৭॥

—কোনও কোনও স্থলে অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ-শিরোমণিতে রস-সমূহের সমাবেশ আস্বাদনের নিমিত্তই হইয়া থাকে।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"ক্বাপীতি। বিষয়ত্বেন প্রায়ঃ স্বাদো ন বিহন্যতে আশ্রয়ত্বেঽপি স্বাদায়ৈব স্যাদিত্যর্থঃ ।।—শ্রীকৃষ্ণ যখন সর্ব্বরসের বিষয় হয়েন, তখন প্রায়শঃ স্বাদের হানি হয়না ; আর শ্রীকৃষ্ণ যখন সমস্ত রসের আশ্রয় হয়েন, তখনও স্বাদের নিমিত্তই হইয়া থাকে।"

শ্রীপাদ মুকুন্দদাস গোস্বামিমহোদয় তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন--"ক্বাপীতি। দেশকালপাত্র-বিশেষ এব, ন সর্ব্বত্র। × × × বিভাবাদের্বৈরূপ্যাদ্ রসাভাস-পর্য্যবসায়িন এবেতি ॥—দেশকালপাত্র-বিশেষেই রসাবলীর সমবায় আস্বাদ্য হয়, সর্ব্বত্র নহে। × × × বিভাবাদির বৈরূপ্য হইলে রসাভাসেই পর্য্যবসিত হয়।"

এইরূপে বুঝা গেল--শ্রীকৃষ্ণ যদি রস-সমূহের বিষয় হয়েন, অথবা আশ্রয় হয়েন, তাহা হইলেই রসাবলীর সমাবেশ আস্বাদ্য হইতে পারে। উদাহরণের দ্বারা বিবৃত হইতেছে।

(১) **রসসমূহের বিষয়ত্বে**

"দৈত্যাচার্য্যাস্তদাস্যে বিকৃতিমরুণতাং মল্লবর্য্যাঃ সখায়ো
গণ্ডৌন্নত্যং খলেশাঃ প্রলয়মৃষিগণা ধ্যানমুষ্ণাস্রমম্বাঃ।
রোমাঞ্চং সাংযুগীনাং কমপি নবচমৎকারমন্তঃস্থরেশা
লাস্যং দাসাঃ কটাক্ষং যযুরসিতদৃশঃ প্রেক্ষ্য রঙ্গে মুকুন্দম্ ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৫৮॥

—শ্রীকৃষ্ণ কংসরঙ্গস্থলে উপনীত হইলে তাঁহার দর্শনে দৈত্যাচার্য্যগণের মুখ বিকৃত হইল, মল্লবর্য্যগণের বদন অরুণবর্ণ হইল, সখাগণের গণ্ড প্রফুল্লতা ধারণ করিল, খলশ্রেষ্ঠগণ প্রলয় প্রাপ্ত হইল (ভয়বশতঃ নষ্টচেষ্ট হইল), ঋষিগণ ধ্যান-নিমগ্ন হইলেন, মাতৃগণ উষ্ণ অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, রণপটু যোদ্ধাগণ রোমাঞ্চ ধারণ করিলেন, দেবেশগণ তাঁহাদের অন্তঃকরণে এক অনির্বচনীয় নবায়মান চমৎকার অনুভব করিলেন, ভৃত্যবর্গ নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং অসিতাপাঙ্গী যুবতীগণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।”

এ-স্থলে (শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে গজরক্ত এবং মদাবলিপ্তত্ব দর্শনে) দৈত্যাচার্য্যগণের মুখ-বিকৃতিতে বীভৎস, মল্লশ্রেষ্ঠগণের মুখের অরুণতায় রৌদ্র, হাস্যের প্রভাবে সখাদিগের গণ্ডের প্রফুল্লতায় হাস্য এবং সখ্য, খলশ্রেষ্ঠদের নষ্ট-চেষ্টতায় ভয়ানক, ঋষিদিগের ধ্যাননিমগ্নতায় শান্ত, দেবক্যাদি মাতৃগণের উষ্ণ অশ্রুতে বৎসল ও করুণ, রণনিপুণদের রোমাঞ্চে যুদ্ধবীর, সুরেশগণের অন্তশ্চমৎকারে অদ্ভুত, অসিতাপাঙ্গী তরুণীদিগের কটাক্ষে মধুর-রস সূচিত হইয়াছে। উল্লিখিত সমস্ত রসেরই বিষয় হইতেছেন অচিন্ত্য-শক্তিময় মহাপুরুষ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ। এ-স্থলে রসের বিরসতা নাই।

(২) রসসমূহের আশ্রয়ত্বে

“স্বস্মিন্ ধূর্য্যেঽপ্যমানী শিশুষু গিরিধৃতাবুদ্যতেষু স্মিতাস্য-
স্থূৎকারী দধ্নি বিস্রে প্রণয়িষু বিবৃত-প্রৌঢ়িরিন্দ্রেঽরুণাক্ষঃ।
গোষ্ঠে সাশ্রুর্বিদূনে গুরুষু হরিমখং প্রাস্য কম্প্রঃ স পায়া-
দাসারে স্ফারদৃষ্টি র্যুবতিষু পুলকী বিভ্রদদ্রিং বিভুর্বঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।৫৭॥

—যিনি গোবর্দ্ধন-ভার বাহক—সুতরাং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—হইয়াও নিরহঙ্কার, গোপশিশুগণ পর্ব্বত ধারণ করিতে উদ্যত হইলে যাঁহার মুখে মন্দহাসি দেখা দিয়াছিল, আমগন্ধ-যুক্ত দধিকে যিনি থূৎকার (ঘৃণা) করেন, গোবর্দ্ধন-ধারণজন্য বলিষ্ঠতার আবিষ্কার দ্বারা সখাগণের মধ্যে যিনি নিজের শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, ইন্দ্রের প্রতি যিনি অরুণ-নয়ন, ইন্দ্রকৃত বাতবর্ষাদ্বারা গোষ্ঠভূমি দুঃখিত হওয়ায় যিনি অশ্রুমোচন করিয়াছিলেন, ইন্দ্রযজ্ঞ নষ্ট করিয়া যিনি গুরুবর্গকে কম্পান্বিত করিয়াছিলেন, জলধারাপাতে বিস্ময়বশতঃ যাঁহার দৃষ্টি বিস্ফারিত হইয়াছিল এবং যিনি যুবতীসমূহে পুলকী হইয়াছিলেন, গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতধারী সেই বিভু শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগকে রক্ষা করুন।”

এ-স্থলে “অমানী”-শব্দে শান্ত, গোপশিশুগণের পর্ব্বত-ধারণের উদ্যম হইতে উদ্ভূত হাসিতে হাস্য, আমগন্ধবিশিষ্ট দধিতে থূৎকারে বীভৎস, সখাগণের মধ্যে বিবৃত-প্রৌঢ়িতে বীর, ইন্দ্রের প্রতি অরুণ-নয়নে রৌদ্র, বাতবর্ষায় ব্রজভূমির দুঃখে অশ্রুমোচনদ্বারা করুণ, ইন্দ্রযজ্ঞ-ভঙ্গ দ্বারা গুরুবর্গের কম্পোৎপাদনে ভয়ানক, জলধারা-দর্শনজাত নয়ন-বিস্ফারণে অদ্ভুত এবং যুবতীসমূহে পুলক দ্বারা মধুর-রস সূচিত হইয়াছে। সমস্ত রসের আশ্রয়ই হইতেছেন অবিচিন্ত্য-শক্তিবিশিষ্ট মহাপুরুষ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ। এ স্থলেও বিরসতা নাই।

একাদশ অধ্যায়

রসাভাস

১৯১। রসাভাস

ক। সাহিত্যদর্পণের উক্তি

সাহিত্যদর্পণ বলেন, "অনৌচিত্যপ্রবৃত্তত্বে আভাসো রসভাবয়োঃ ॥৩।২১৭॥—রস এবং ভাব অনুচিত (অন্যায্য) ভাবে প্রবৃত্ত হইলে রসাভাস এবং ভাবাভাস বলিয়া কথিত হয়।"

এ-স্থলে অনৌচিত্য-শব্দের তাৎপর্য্য-কথন প্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণ বলিয়াছেন—"অনৌচিত্যঞ্চাত্র রসানাং ভরতাদিপ্রণীত-লক্ষণানাং সামগ্রীরহিতত্বে সত্যেকদেশযোগিত্বোপলক্ষণপরং বোধ্যম্ ॥—এ-স্থলে অনৌচিত্য-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে এই—ভরতাদিমুনিগণ-প্রণীত-লক্ষণবিশিষ্ট রসসমূহের যদি সামগ্রী-রাহিত্য জন্মে এবং তাহার ফলে যদি একদেশ-যোগিত্বরূপ উপলক্ষণ আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহা হইবে অনৌচিত্য।" অর্থাৎ ভরতমুনি প্রভৃতি আচার্য্যগণ রসের যে-সমস্ত লক্ষণের কথা, বা সামগ্রীর কথা বলিয়া গিয়াছেন, সে-সমস্ত সামগ্রীর যদি অভাব হয় (অর্থাৎ আলম্বনাদি পদার্থের যোগ্যতা যদি না থাকে) এবং যদি একদেশযোগিত্ব থাকে (অর্থাৎ যদি সমস্ত সামগ্রী না থাকিয়া তাহাদের কিছু অংশ থাকে,—যেমন স্থায়িভাবাদি কিছু অংশ থাকে), তাহা হইলে রসবিষয়ে তাহা হইবে অনুচিত এবং এই-রূপস্থলে রস না হইয়া রসাভাস হইবে। এই অনৌচিত্য-সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণ বলিয়াছেন :—

"উপনায়কসংস্থায়াং মুনিগুরুপত্নীগতায়াঞ্চ।
বহুনায়কবিষয়ায়াং রতৌ তথাঽনুভয়নিষ্ঠায়াম্॥
প্রতিনায়কনিষ্ঠত্বে তদ্বদধমপাত্রতির্য্যগাদিগতে।
শৃঙ্গারেঽনৌচিত্যং রৌদ্রে গুর্ব্বাদিগতকোপে॥
শান্তে চ হীননিষ্ঠে গুর্বাদ্যালম্বনে হাস্যে।
ব্রহ্মবধাদ্যুৎসাহেঽধমপাত্রগতে তথা বীরে॥
উত্তমপাত্রগতত্বে ভয়ানকে জ্ঞেয়মেবমন্যত্র ॥৩।২২০॥

-বিবাহিতা নায়িকার উপপতি-বিষয়া রতি, নায়কের পক্ষে মুনিপত্নী-গুরুপত্নী-বিষয়া রতি, নায়িকার পক্ষে বহু-নায়কবিষয়া রতি, অনুভয়নিষ্ঠা রতি (অর্থাৎ যে-স্থলে নায়কের প্রতি নায়িকার রতি আছে, কিন্তু নায়িকার প্রতি নায়কের রতি নাই ; অথবা নায়িকার প্রতি নায়কের রতি আছে, কিন্তু নায়কের প্রতি নায়িকার রতি নাই, সে-স্থলের রতি), নায়িকার পক্ষে প্রতিনায়ক-নিষ্ঠা রতি (অর্থাৎ নায়কের প্রতিপক্ষবিষয়া রতি), অধমপাত্র-বিষয়া রতি এবং তির্য্যক্প্রাণিবিষয়া রতি—এ-সমস্ত হইতেছে শৃঙ্গার-

রসে অনুচিত। গুরুজনাদির প্রতি ক্রোধ হইতেছে রৌদ্ররসে অনুচিত। হীনপাত্র-বিষয়ক শম হইতেছে শান্তরসে অনুচিত। গুরুজনাদি-বিষয়ক হাস্য—হাস্যরসে অনুচিত। ব্রহ্মবধাদিতে, অথবা অধমপাত্র-বিষয়ে উৎসাহ হইতেছে বীররসে অনুচিত। উত্তম-পাত্রগত ভয়—ভয়ানক-রসে অনুচিত। এই ভাবে অন্যত্রও অনৌচিত্য জানিতে হইবে।”

ভাবাভাস সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণ বলিয়াছেন—“ভাবাভাসো লজ্জাদিকে তু বেশ্যাদিবিষয়ে স্যাৎ ৩।২২১॥—(নির্লজ্জ) বেশ্যাদিবিষয়ে লজ্জাদিকে ভাবাভাস বলে।”

সাহিত্যদর্পণকার রসাভাসের যে সাধারণ লক্ষণের কথা বলিয়াছেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের কথিত রসাভাস-লক্ষণও তদ্রূপই। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

খ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উক্তি

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

“পূর্ব্বমেবানুশিষ্টেন বিকলা রসলক্ষ্মণা।
রসা এব রসাভাসা রসজ্ঞৈরনুকীর্ত্তিতাঃ ॥৪।৯।২॥

—পূর্ব্বোপদিষ্ট রস-লক্ষণদ্বারা রসসমূহ অঙ্গহীন (বিকল) হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে রসাভাস বলিয়া থাকেন।”

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—“রসা ইতি রসত্বেনাপাততঃ প্রতীয়মানা অপীত্যর্থঃ। রসস্য লক্ষ্মণা লক্ষণেন, বিকলা বিভাবাদিষু লক্ষণহীনতয়া হীনাঃ॥—অপাততঃ রসরূপে প্রতীয়মান হইলেও রসের লক্ষণের দ্বারা যদি অঙ্গহীন (বিভাবাদিতে লক্ষণহীনতাদ্বারা হীন) হয়, তাহা হইলে রসাভাস হইবে।” শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও শ্রীজীবপাদের উক্তি সম্যক্‌রূপে উদ্ধৃত করিয়া অবশেষে লিখিয়াছেন—“স্থায়িপ্রভৃতীনাং বৈরূপ্যেণ—স্থায়িভাবাদির বৈরূপ্যের দ্বারা (যদি অঙ্গহীন হয়, তাহা হইলে রসাভাস হইবে)।”

(১) লক্ষণহীন বিভাবাদির সহিত রতির মিলন হইলেই রসাভাস, অন্যথা নহে

পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোকে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—“রসা এব রসাভাসা রসজ্ঞৈরনুকীর্ত্তিতাঃ। —রসজ্ঞগণ রসকেই রসাভাস বলেন।” কিরকম রসকে রসাভাস বলা হয় ? উত্তরে বলা হইয়াছে—“রসলক্ষ্মণা বিকলাঃ—রসের লক্ষণের দ্বারা বিকল বা অঙ্গহীন রসকেই রসাভাস বলা হয়, (যাহা রসের লক্ষণের দ্বারা বিকল নহে, সেই রসকে রসাভাস বলা হয় না)।” শ্রীজীবপাদের টীকা অনুসারে জানা যায়—যাহা আপাততঃ রসরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাতে যদি বিভাবাদির শাস্ত্রকথিত লক্ষণ না থাকে, তাহা হইলে তাহা হইবে রসাভাস। স্থায়িভাব-রতির সহিত বিভাবাদির মিলন হইলেই রসত্ব সিদ্ধি হইতে পারে, মিলন না হইলে রসত্ব সিদ্ধি হইতে পারে না। রসসামগ্রী-সমূহের মধ্যে কোনওটীর যদি শাস্ত্রকথিত লক্ষণ না থাকে, অর্থাৎ কোনওটী যদি বিরূপতা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার সহিত

অন্যান্য সামগ্রীগুলি মিলিত হইলে, রতি রসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া প্রতীতি জন্মিতে পারে বটে ; কিন্তু তাহা রস হইবেনা, হইবে রসাভাস। কিন্তু রতির সহিত বিভাবাদির—বিভাবাদির কোনওটী যদি বিরূপতা প্রাপ্তও হয়, তাহা হইলেও তাহার সহিতও—মিলন না হইলে রসরূপে প্রতীতিও জন্মিতে পারে না। পায়সের সামগ্রী তণ্ডুল, দুগ্ধ, শর্করা, এলাচি, দারুচিনি প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে থাকিলে তাহাদের দর্শনে কাহারও পায়সের প্রতীতি জন্মেনা ; কিন্তু সে-সমস্তকে একত্র করিয়া অগ্নির তাপে পাক করিলেই পায়সের প্রতীতি জন্মিতে পারে ; কিন্তু আস্বাদন করিয়া যদি দেখা যায় যে, প্রতীয়মান পায়সের মধ্যে তিক্ততা আছে, তখন আপাতঃদৃষ্টিতে তাহা পায়স বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ তাহা পায়স নহে; তাহা হইবে পায়সাভাস ; কোনও একটী সামগ্রীর বিরূপতা আছে ; হয়তো দারুচিনির সঙ্গে নিম্ব-বল্কল মিশ্রিত ছিল। তদ্রূপ রতি এবং রসের অন্যান্য সামগ্রীর—তাহাদের মধ্যে কোনওটী বিরূপতা প্রাপ্ত হইলেও তাহাদের—মিলন না হইলে আপাততঃও রসরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে না ; রতি এক স্থানে, বিভাবাদির প্রত্যেকটী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিলে রসের প্রতীতি জন্মিতে পারে না—সুতরাং এতাদৃশ স্থলে রসাভাস হইয়াছে বলিয়াও মনে করা সঙ্গত হইবে না।

এক্ষণে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর আনুগত্যে রসাভাস-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। রসাভাসের বিবিধ বৈচিত্রীসম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যেরূপ আলোচনা করা হইয়াছে, সাহিত্যদর্পণাদিতে সেইরূপ আলোচনা দৃষ্ট হয় না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—বিরসতাও প্রায়সঃ রসাভাস-কক্ষায় পর্য্যবসিত হয় (৭।১৮১-অনু-দ্রষ্টব্য)।

গ। রসাভাস ত্রিবিধ

"স্যুস্ত্রিধোপরসাশ্চানুরসাশ্চাপরসাশ্চ ।
উত্তমা মধ্যমাঃ প্রোক্তাঃ কনিষ্ঠাশ্চেত্যমী ক্রমাৎ ॥ ভ, র, সি, ৪।৯।২॥

—ক্রমে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে রসাভাস তিন রকমের—উপরস, অনুরস ও অপরস।"

পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এই তিন রকম রসাভাসের আলোচনা করা হইতেছে।

১৯২। উপরস

"প্রাপ্তৈঃ স্থায়িবিভাবানুভাবাদ্যৈস্তু বিরূপতাম্।
শান্তাদয়ো রসা এব দ্বাদশোপরসা মতাঃ ॥ ভ, র, সি, ৪।৯।২॥

—বিরূপতা-প্রাপ্ত স্থায়িভাব, বিভাব ও অনুভাবাদির দ্বারা শান্তাদি দ্বাদশ রসই উপরস হইয়া থাকে।"

শান্তাদি পাঁচটী মুখ্যরস এবং হাস্যাদি সাতটী গৌণরস-এই দ্বাদশটী রসেই যদি স্থায়িভাব, বিভাব এবং অনুভাবাদি বৈরূপ্য প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উপরস হইয়া থাকে। ক্রমশঃ উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে।

১৯৩। শান্ত উপরস

"ব্রহ্মভাবাৎ পরব্রহ্মণ্যদ্বৈতাধিক্যযোগতঃ।
তথা বীভৎসভূমাদেঃ শান্তো হ্যপরসো ভবেৎ॥ ভ র সি ৪।৯।৩॥

—(সচ্চিদানন্দবিগ্রহ) পরব্রহ্মে ব্রহ্মভাব (নির্বিশেষতা-দৃষ্টি), অদ্বৈতাধিক্য-যোগ (অর্থাৎ সর্ব্বকারণ ভগবানের সহিত সমস্তের অত্যন্ত অভেদ-মনন) এবং বীভৎস-ভূমাদি (অর্থাৎ নিরন্তর দেহাদিতে জুগুপ্‌সা-ভাবনা এবং চিদচিদ্‌ বিবেক) হইতে শান্ত উপরস হয়। (শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর টীকানুযায়ী অনুবাদ)।"

শ্রুতিস্মৃতি-অনুসারে পরব্রহ্ম হইতেছেন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, সবিশেষ—অনন্ত ঐশ্বর্য্যের এবং অনন্ত মাধুর্য্যের অধিপতি। শ্রীমদ্‌ ভগবদ্‌গীতার "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্‌"-বাক্য হইতে জানা যায়—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের নিদানও হইতেছেন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। এতাদৃশ সবিশেষ পরব্রহ্মে নির্ব্বিশেষতা-দৃষ্টি হইতেছে শান্ত উপরসের একটী হেতু।

আবার সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন জগদাদি সমস্তের কারণ; জগদাদি সমস্তই হইতেছে তাঁহার কার্য্য। কার্য্য ও কারণ কখনও সর্ব্বতোভাবে এক হয় না। যেমন ঘট; ঘটের নিমিত্ত-কারণ হইতেছে কুম্ভকার এবং উপাদান-কারণ হইতেছে মৃত্তিকা। নিমিত্তকারণ কুম্ভকার এবং তাহার কার্য্য ঘট—এক বস্তু নহে; উপাদান-কারণ মৃত্তিকা এবং তাহার কার্য্য ঘট বস্তুবিচারে এক হইলেও গুণাদিতে এক নহে। পরব্রহ্ম হইতেছেন জগদাদির নিমিত্তকারণ এবং উপাদান-কারণ—উভয়ই। নিমিত্ত-কারণ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, জড়বিবর্জিত; তাঁহার কার্য্য জগদাদি কিন্তু চিজ্জড়মিশ্রিত; সুতরাং সর্ব্বতোভাবে এক নহে। উপাদান-কারণ ব্রহ্মও সচ্চিদানন্দ, জড়বিবর্জিত নিত্য, অবিকারী; তাঁহার কার্য্য জগদাদি হইতেছে চিজ্জড়মিশ্রিত, অনিত্য, বিকারী; সুতরাং এস্থলেও কারণ ও কার্য্য সর্ব্বতোভাবে এক নহে। এই অবস্থায় জগদাদি সমস্ত বস্তুর সহিত ব্রহ্মের আত্যন্তিক অভেদ মনন করিলে শান্ত উপরস হয়।

উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

ক। পরব্রহ্মে নির্ব্বিশেষতা-দৃষ্টি

"বিজ্ঞানসুখমাধৌতে সমাধৌ যদুদঞ্চতি।
সুখং দৃষ্টে তদেবাদ্য পুরাণপুরুষে ত্বয়ি॥ ভ, র, সি, ৪।৯।৩॥

—বিজ্ঞান-শোভাদ্বারা বিধৌত সমাধিতে যে সুখের উদয় হয়, অদ্য পুরাণ-পুরুষ তোমার দর্শনেও সেই সুখই উদিত হইতেছে।"

আপাতঃ দৃষ্টিতে এ-স্থলে শান্তরস বলিয়া মনে হয়। ইহা নির্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুর উক্তি। পুরাণ-পুরুষ হইতেছেন—পরব্রহ্ম ভগবান্‌, তিনি সবিশেষ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। সমাধিস্থ অবস্থায় নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুভবে যে আনন্দ, সেই আনন্দকে বলা হইয়াছে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরব্রহ্মের দর্শন-

জনিত আনন্দের সমান। এ-স্থলে পরব্রহ্মে নির্ব্বিশেষতা-দৃষ্টি বশতঃ শান্তরস উপরসতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এ-স্থলে অনুভাবের বৈরূপ্য ; ব্রহ্মানুভব হইতেছে শান্তির ফল বা অনুভাব।

খ। পরব্রহ্মের সহিত আত্যন্তিক অভেদ-মনন

"যত্র যত্র বিষয়ে মম দৃষ্টিস্তং তমেব কলয়ামি ভবন্তম্।

যন্নিরঞ্জনপরাবরবীজং ত্বাং বিনা কিমপি নাপরমস্তি॥ ভ, র, সি, ৪।৯।৩॥

—যে যে বিষয়ে আমার দৃষ্টি পতিত হইতেছে, সেই সেই বিষয়কে তুমি বলিয়াই মনে করিতেছি। যিনি নিরঞ্জন এবং কার্য্যকারণের বীজ, তিনিই তুমি ; তোমাব্যতিরেকে আর অন্য কিছু নাই।"

এ-স্থলে এই দৃশ্যমান জগৎকে পরব্রহ্মের সহিত আত্যন্তিকরূপে অভিন্ন মনে করা হইয়াছে বলিয়া শান্ত উপরস হইয়াছে। এ-স্থলেও অনুভাবের বৈরূপ্য।

বাহুল্যবোধে বীভৎসভূমাদির উদাহরণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উল্লিখিত হয় নাই।

১৯৪। দাস্য উপরস

"কৃষ্ণস্যাগ্রেঽতিধার্ষ্ট্যেন তদ্ভক্তেষ্ববহেলয়া।

স্বাভীষ্টদেবতান্যত্র পরমোৎকর্ষবীক্ষয়া।

মর্য্যাদাতিক্রমাদ্যৈশ্চ প্রীতোপরসতা মতা॥ ভ, র, সি, ৪।৯।৩॥

—শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে অতিশয় ধৃষ্টতা, কৃষ্ণভক্তের প্রতি অবহেলা, নিজের অভীষ্ট দেবতা হইতে অন্য দেবতায় উৎকর্ষ দর্শন এবং মর্য্যাদার অতিক্রমাদি দ্বারা দাস্য (প্রীত) উপরস হয়।"

"প্রথয়ন্ বপুর্ব্বিবশতাং সতাং কুলৈরবধীর্য্যমাণ-নটনোঽপ্যনর্গলঃ।

বিকির প্রভো দৃশমিহেত্যকুণ্ঠবাক্ চটুলো বটুর্ব্যবৃণুতাত্মনো রতিম্॥ ভ, র, সি, ৪।৯।৪॥

—কোনও বটু (ব্রাহ্মণ-বালক) শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিমার অগ্রভাগে নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার নৃত্য সাধুগণ-কর্তৃক নিন্দিত ; তথাপি নৃত্যপ্রসঙ্গে তাঁহার দেহের বিবশতা অত্যল্প হইলেও অত্যধিক বিবশতা দেখাইয়া তিনি নির্লজ্জের ন্যায় অনর্গল নৃত্য করিতেছেন ; আর অকুণ্ঠিত চটুলবাক্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণ-প্রতিমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'হে প্রভো ! আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর।' এই রূপেই তিনি স্বীয় রতি (দাস্যরতি) প্রকাশ করিলেন।"

এ-স্থলে ধৃষ্টতাদ্বারা দাস্যরস উপরসে পরিণত হইয়াছে।

১৯৫। সখ্য উপরস

"একস্মিন্নেব সখ্যেন হরিমিত্রাদ্যবজ্ঞয়া।

যুদ্ধভূমাদিনা চাপি প্রেয়ানুপরসো ভবেৎ॥ ভ, র, সি, ৪।৯।৫॥

—(শ্রীকৃষ্ণ এবং অপর কোনও একজন—ইঁহাদের পরস্পরের প্রতি যদি সখ্য না থাকে, কেবল

একজনের—শ্রীকৃষ্ণেরই—যদি অপরজনের প্রতি সখ্য থাকে, তাহা হইলে এই) এক জনের প্রতি যে সখ্য, তাহা, এবং শ্রীকৃষ্ণের মিত্রাদির প্রতি অবজ্ঞা এবং যুদ্ধাতিশয়—এ-সমস্ত দ্বারা প্রেয়োরস (সখ্যরস) উপরসে পরিণত হয়।"

"সুহৃদিত্যুদিতো ভিয়া চকম্পে ছলিতো নর্ম্মগিরা স্তুতিঞ্চকার।
স নৃপঃ পরিরিপ্সিতো ভুজাভ্যাং হরিণা দণ্ডবদগ্রতঃ পপাত ॥ ভ, র, সি, ৪।৯।৬॥

—শ্রীকৃষ্ণ কোনও রাজাকে সুহৃৎ বলিয়া সম্বোধন করিলে ভয়ে সেই রাজা কম্পিত হইলেন; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি নর্ম্মসূচক পরিহাস বাক্য প্রয়োগ করিলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ভুজদ্বয় দ্বারা আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করিলে সেই রাজা শ্রীকৃষ্ণের অগ্রভাগে দণ্ডের ন্যায় ভূপতিত হইলেন।"

এ-স্থলে রাজার প্রতি শ্রীকৃষ্ণেরই সখ্যভাব; কিন্তু কৃষ্ণের প্রতি রাজার সখ্যভাব নাই। এজন্য এ-স্থলে সখ্যরস উপরসে পরিণত হইয়াছে।

১৯৬। বৎসল উপরস

"সামর্থ্যাধিক্যবিজ্ঞানাল্লালনাদ্যপ্রযত্নতঃ।
করুণস্যাতিরেকাদে স্তুর্ষ্যশ্চোপরসো ভবেৎ ॥ ভ, র, সি, ৪।৯।৬॥

—সামর্থ্যের আধিক্য জ্ঞান, লালনাদিতে অপ্রযত্ন এবং করুণের আতিশয্য হইতে বৎসলরস উপরসে পরিণত হয়।"

"মল্লানাং যদবধি পর্ব্বতোদ্ভটানামুন্মাথং সপদি তবাত্মজাদপশ্যম্।
নোদ্বেগং তদবধি যামি যামি তস্মিন্ দ্রাঘিষ্ঠামপি সমিতিং প্রপদ্যমানে ॥
—ভ, র, সি, ৪।৯।৭॥

—(দেবকীদেবীর প্রতি তাঁহার কোনও সপত্নী ভগিনী বলিয়াছেন) হে ভগিনি! যে অবধি তোমার পুত্রকর্তৃক পর্ব্বত অপেক্ষাও উদ্ভট মল্লগণের সহসা পরাভব দেখিয়াছি, সেই অবধি, প্রবল যুদ্ধেও তাঁহার সম্বন্ধে কোনওরূপ উদ্বেগ অনুভব করি না।"

দেবকীর ভগিনীর শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে বৎসল-রস; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সামর্থ্যের আধিক্য-জ্ঞানে সেই বৎসলরস উপরসে পরিণত হইয়াছে।

১৯৭। মধুর উপরস

স্থায়িভাবের বিরূপতা (একেতে রতি, বহুতে রতি), বিভাবের বিরূপতা, অনুভাবের বিরূপতা, গ্রাম্যত্ব, ধৃষ্টতা প্রভৃতি হইতে মধুর-রস উপরসে পরিণত হয়। ক্রমশঃ উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে।

ক। **স্থায়িভাবের বিরূপতাজনিত উপরস**

"দ্বয়োরেকতরস্যৈব রতির্যা খলু দৃশ্যতে।
যানেকত্র তথৈকস্য স্থায়িনঃ সা বিরূপতা॥
বিভাবস্যৈব বৈরূপ্যং স্থায়িন্যত্রোপচর্য্যতে॥ ভ, র, সি, ৪।৯।৭॥

—নায়ক ও নায়িকা-এতদুভয়ের মধ্যে কেবল একের যে রতি, এবং এক জনের (এক নায়িকার) বহু স্থলে যে রতি, তাহাকেই স্থায়ীর বিরূপতা বলে। এ-সকল স্থলে বিভাবের বিরূপতাই স্থায়ীতে উপচারিত হয়। (স্বরূপতঃ স্থায়ীতে বৈরূপ্যের যোগ হয় না)।"

বিভাবের বৈরূপ্য-সম্বন্ধে টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"বিভাবস্য আলম্বন-রূপস্যৈবেতি, ক্বচিত্তদ্দেহস্য, ক্বচিত্তদন্তঃকরণস্যেত্যর্থঃ। স্বরূপতঃ স্থায়িনো বৈরূপ্যাযোগাৎ—আলম্বন-বিভাবেরই বৈরূপ্য—কোনও স্থলে আলম্বন-বিভাবের দেহের বৈরূপ্য, কোনও স্থলে বা তাঁহার অন্তঃকরণের বৈরূপ্য। কেননা, স্বরূপতঃ স্থায়ীর সহিত বৈরূপ্যের যোগ হয় না।" পরবর্ত্তী উদাহরণে এ-বিষয় পরিস্ফুট হইবে।

(১) **একেতে রতি**

"মন্দস্মিতং প্রকৃতিসিদ্ধমপি ব্যুদস্তং সংগোপিতশ্চ সহজোঽপি দৃশোস্তরঙ্গঃ।
ধূমায়িতে দ্বিজবধূমদনার্ত্তিবহ্নৌ বহ্নায় কাপি গতিমঙ্কুরিতামযাসীৎ॥
—ভ, র, সি, ৪।৯।৮॥ললিতমাধব।৯।৩৬॥

(টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন - এ-স্থলে "দ্বিজবধূ"-শব্দে "যজ্ঞপত্নী" বুঝাইতেছে)।
—দ্বিজবধূদিগের (যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণীগণের) কন্দর্পার্ত্তিরূপ অগ্নি প্রজ্জ্বলনার্থ ধূমায়িত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মন্দহাস্যকেও দূরীকৃত করিলেন এবং তাঁহার নয়নের সহজ তরঙ্গকেও তিনি সংগোপিত করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনের কোনও এক অনির্ব্বচনীয়া শান্ত্যবলম্বিনী গতি অঙ্কুরিতা হইল।"

এ-স্থলে মধুরা রতির আশ্রয়ালম্বন-বিভাব হইতেছেন যজ্ঞপত্নীগণ; তাঁহাদের দেহেরই বৈরূপ্য; কেননা, তাঁহাদের দেহ ছিল ব্রাহ্মণদেহ, গোপনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারের অনুপযোগী। এই দেহবৈরূপ্য তাঁহাদের মধুরারতিকে বিরূপতা দান করিয়াছে এবং গোপনন্দনের পক্ষে ব্রাহ্মণপত্নীদের সহিত বিহার অনুচিত বলিয়া তাহা শ্রীকৃষ্ণের রতিকেও উদ্বুদ্ধ করিতে পারে নাই। সুতরাং এ-স্থলে মধুরা রতি হইতেছে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণপত্নীদের মধ্যে; শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে তাহার অভাব। এজন্য অর্থাৎ আশ্রয়ালম্বন-বিভাব যজ্ঞপত্নীদের দেহের বৈরূপ্য তাঁহাদের মধুর-রসকে উপরসে পরিণত করিয়াছে। তাঁহাদের দেহের বৈরূপ্যই তাঁহাদের রতিতে উপচারিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"অত্যন্তাভাব এবাত্র রতেঃ খলু বিবক্ষিতঃ।
এতস্যাঃ প্রাগভাবে তু শুচির্নোপরসো ভবেৎ॥ ৪।৯।১০॥

—এ-স্থলে রতির আত্যন্তিক অভাবই বিবক্ষিত। এই রতির প্রাগভাব হইলে কিন্তু মধুর-রস উপরস হয় না।”

অত্যন্তাভাব-শব্দের অর্থে শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—“ত্রৈকালিকাসত্তা—ত্রৈকালিকী অসত্তা।” যাহা পূর্ব্বেও ছিলনা, বর্ত্তমানেও নাই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না, তাহাই ত্রৈকালিকী অসত্তা। আর, প্রগভাব হইতেছে—পূর্ব্বে যাহা ছিলনা। “একে রতি”-প্রসঙ্গে একথা বলা হইয়াছে। কোনও নায়িকার যদি কোনও নায়ক-বিষয়ে রতি থাকে, কিন্তু নায়কের মধ্যে যদি সেই নায়িকা-বিষয়া রতির ত্রৈকালিক অভাব হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে মধুর-রস উপরসে পরিণত হওয়ার একটী হেতু ; কিন্তু নায়কের মধ্যে নায়িকা-বিষয়া রতি পূর্ব্বে না থাকিলেও কোনও কারণে পরে যদি তাহা জন্মে, তাহা হইলে “একে রতি”-রূপ বৈরূপ্য আর থাকিবেনা—সুতরাং তখন উপরসরূপ রসাভাসও হইবে না। কিন্তু এ-স্থলে যজ্ঞপত্নী-শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধেই যে প্রাগভাব বলা হইয়াছে, তাহা মনে হয় না ; কেননা, গোপতনয় শ্রীকৃষ্ণের কখনও ব্রাহ্মণদেহবিশিষ্ট-যজ্ঞপত্নীবিষয়া মধুরা রতি জন্মিতে পারে না। “গোপ-জাতি কৃষ্ণ – গোপী প্রেয়সী তাঁহার। দেবী বা অন্যস্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার। শ্রীচৈ, চ, ২।৯।১২৪॥” যজ্ঞপত্নীবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের মধুরা রতির ত্রৈকালিক অভাব, প্রাগভাব কখনও হইতে পারে না। অবশ্য, দেহত্যাগের পরে যজ্ঞপত্নীগণ যদি গোপীদেহ প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের রতি জন্মিতে পারে ; এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে “প্রাগভাব”-শব্দের অসঙ্গতি থাকিবে না।

উল্লিখিত যজ্ঞপত্নীদের উদাহরণ সম্বন্ধে একটী বিষয় প্রণিধানযোগ্য। এ-স্থলে “একেতে রতি”র উদাহরণই দেওয়া হইয়াছে—যজ্ঞপত্নীগণের মধ্যে কৃষ্ণবিষয়া রতি আছে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যজ্ঞপত্নী-বিষয়া রতি নাই। উদ্ধৃত ললিতমাধব-শ্লোকে রসাভাস নাই ; কেননা, যজ্ঞপত্নীদিগের রতি বিষয়ালম্বন-বিভাবের সহিত মিলিত হয় নাই, শ্রীকৃষ্ণ তাহা অঙ্গীকার করেন নাই, সুতরাং এ-স্থলে রসের প্রতীতিও জন্মিতে পারে না বলিয়া রসাভাস হইতে পারে না [পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।১৯১খ (২)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। এই শ্লোকটী হইতেছে ললিতমাধব-নাটকের শ্লোক। ললিতমাধব-নাটকের রচয়িতাও শ্রীপাদ রূপগোস্বামী এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর রচয়িতাও তিনিই। এই শ্লোকটীতে যদি রসাভাস থাকিত, তাহা হইলে তিনি তাহা তাঁহার নাটকে লিপিবদ্ধ করিতেন না এবং লিপিবদ্ধ করিয়াও রসাভাসের দৃষ্টান্তরূপে তাহার উল্লেখ করিতেন না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে কেবল “একেতে রতির” উদাহরণরূপে, রসাভাসের উদাহরণরূপে নহে। উদ্দেশ্য—এই জাতীয় “একেতে রতি” যদি বিভাবাদির সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে তাহা রসরূপে প্রতীয়মান হইলেও রসাভাস হইবে। (পরবর্ত্তী ৭।২০৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(২) **বহুতে রতি**

“গান্ধর্ব্বি কুর্ব্বাণমবেক্ষ্য লীলামগ্রে ধরণ্যাং সখি কামপালম্।
আকর্ণয়ন্তী চ মুকুন্দবেণুং ভিন্নাদ্য সাধ্বি স্মরতো দ্বিধাসি॥ ভ, র, সি, ৪।৯।৯।

—হে গান্ধর্ব্বি ? হে সখি ! হে সাধ্বি ! অগ্রে ধরণীতে কামপালকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া এবং মুকুন্দের বেণুরব শ্রবণ করিয়া তুমি আজ কন্দর্পকর্ত্তৃক দুই ভাগে বিভিন্ন হইয়াছ।”

এ-স্থলে একই নায়িকার দুই জনে মধুরা রতি দেখা যায়—কামপালে এবং মুকুন্দে। এ-স্থলে নায়িকার, অর্থাৎ আশ্রয়ালম্বন-বিভাবের, অন্তঃকরণের বৈরূপ্য ; কেননা, তাঁহার রতি এক জনে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হয় নাই। নায়িকার অন্তঃকরণের বৈরূপ্যবশতঃ এ-স্থলেও তাঁহার মধুর-রস উপরসে পরিণত হইয়াছে। এ-স্থলেও বিভাবের বৈরূপ্যই স্থায়িভাবে উপচারিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে একই নায়িকার বহু নায়কে রতিজনিত উপরসের কথা বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন—একই নায়কের বহু নায়িকাতে তুল্যরতি থাকিলেও মধুররস উপরসে পরিণত হয়।

কেচিত্তু নায়কস্থাপি সর্ব্বথা তুল্যরাগতঃ।
নায়িকাস্বপ্যনেকাসু বদন্ত্যপরসং শুচিম্॥ ভ, র, সি, ৪।৯।১০॥

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—“প্রেম-তারতম্যে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে বহু নায়িকাতে, তাহাদের প্রেম-তারতম্যসম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ, একই নায়কের যদি সমান অনুরাগ জন্মে, তাহা হইলেই কাহারও কাহারও মতে মধুররস উপরসে পরিণত হয়।” ইহা হইতে মনে হয়—বিভিন্ন-প্রেমবৈচিত্রী-বিশিষ্টা বিভিন্ন নায়িকাসম্বন্ধে নায়কের অনুরাগ সমান না হইয়া যদি নায়িকাদের প্রেমানুরূপ ভাবে বিভিন্ন হয়, তাহা হইলে উপরস হইবে না।

খ। বিভাবের বিরূপতাজনিত উপরস

“বৈদগ্ধ্যোজ্জ্বল্যবিরহো বিভাবস্থ বিরূপতা।
লতা-পশু-পুলিন্দীষু বৃদ্ধাস্বপি স বর্ত্ততে॥ ভ, র, সি, ৪।৯।১১॥

—বিদগ্ধতার ঔজ্জ্বল্যের অভাবই হইতেছে বিভাবের বিরূপতা। লতা, পশু, পুলিন্দী ও বৃদ্ধাতেও বৈদগ্ধ্যাদির ঔজ্জ্বল্যের অভাব বিদ্যমান।”

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—“বৈদগ্ধ্যোজ্জ্বল্যের অভাব হইতেছে এ-স্থলে উপলক্ষণমাত্র, গুরুত্বাদিও গ্রহণীয়। যেমন, যজ্ঞপত্ন্যাদির বৈরূপ্য (তাঁহারা ব্রাহ্মণপত্নী বলিয়া বৈশ্য শ্রীকৃষ্ণের গুরুস্থানীয়া ; গুরুত্ববশতঃ যজ্ঞপত্নীদের বৈরূপ্য সিদ্ধ হইয়াছে)। লতাসমূহ বা পশুগণ আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যাদির স্বরূপগত ধর্ম্ম-বশতঃই আনন্দমাত্র অনুভব করে ; এই আনন্দমাত্রকেই মধুরা রতি বলিয়া উৎপ্রেক্ষা করা হয় ; ইহার ঔজ্জ্বল্য নাই। বৃদ্ধাগণ বাস্তব-রতিমতী হইলেও তাঁহাদের বয়সজনিত বৈরূপ্যবশতঃ তাঁহাদের রতি হাসিমাত্রের উদয় করে ; এ-স্থলেও বাস্তব-রতির অভাবে রসাভাসত্ব। পুলিন্দীগণ বাস্তব-রতিমতী হইলেও জাতিগত বৈরূপ্যবশতঃ, যজ্ঞপত্নীগণের ন্যায়, তাহাদের মধুর রসও আভাসত্বে পর্য্যবসিত হয়। লতাদিতে বৈদগ্ধ্য নাই-ই ; বৃদ্ধাগণে বৈদগ্ধ্যের প্রাতিকূল্য দৃষ্ট হয় ; পুলিন্দীগণে বৈদগ্ধ্যের বেশী

সম্ভাবনা নাই। এজন্য তাহাদের বিরূপতা ; এ-স্থলে লতাদি হইতেছে মধুরা রতির আশ্রয়ালম্বন-বিভাব। এই আশ্রয়ালম্বন-বিভাবের বিরূপতায় মধুররস উপরসে পরিণত হয়।

ক্রমশঃ উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

(১) **লতারূপ বিভাবের বৈরূপ্য**

"সখি মধু কিরতী নিশম্য বংশীং মধুমথনেন কটাক্ষিতাথ মৃদ্বী।

মুকুল-পুলকিতা লতাবলীয়ং রতিমিহ পল্লবিতাং হৃদি ব্যনক্তি॥ ভ, র, সি, ৪।৯।১২॥

—সখি! শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক কটাক্ষিতা এই লতাবলী বংশীধ্বনি শুনিয়া মধুবর্ষণ করিতেছে, মুকুলের দ্বারা পুলকিতাও হইয়াছে। তাহারা তাহাদের হৃদয়ে পল্লবিতা রতিই প্রকাশ করিতেছে।"

এ-স্থলে লতাসমূহ হইতেছে এই মধুরা রতির আশ্রয়ালম্বন-বিভাব ; কিন্তু লতার মধ্যে বৈদগ্ধ্যের একান্ত অভাব বলিয়া বিভাবের বৈরূপ্য হইয়াছে ; তাহাতেই এ-স্থলে মধুররস উপরসে পরিণত হইয়াছে।

এ-স্থলে লতাদিগের বাস্তব রতিও নাই। আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য-বশতঃই তাহাদের মধ্যে আনন্দের উদয় হইয়াছে—অগ্নির সান্নিধ্যে গেলে যেমন আপনা-আপনিই উত্তাপের অনুভব হয়, তদ্রূপ। এই আনন্দানুভবকেই রতি বলা হইয়াছে—উৎপ্রেক্ষাদ্বারা।

(২) **পশুরূপ বিভাবের বৈরূপ্য**

"পশ্যাদ্ভুতাস্তুঙ্গমুদঃ কুরঙ্গীঃ পতঙ্গকন্যাপুলিনেঽদ্য ধন্যাঃ।

যাঃ কেশবাঙ্গে তদপাঙ্গপূতাঃ সানঙ্গরঙ্গাং দৃশমর্পয়ন্তি॥ ভ, র, সি, ৪।৯।১৩॥

—হে সখি! যমুনাপুলিনে এই অদ্ভুত হরিণীদিগকে দেখ ; তাহারা ধন্য। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের অপাঙ্গ দৃষ্টিদ্বারা পবিত্র হইয়া আনন্দাতিশয়শালিনী হইয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে অনঙ্গ-তরঙ্গান্বিত-দৃষ্টি অর্পণ করিতেছে।"

লতাসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, এ-স্থলেও তাহাই বক্তব্য।

(৩) **পুলিন্দীরূপ বিভাবের বৈরূপ্য**

"কালিন্দীপুলিনে পশ্য পুলিন্দী পুলকাচিতা।

হরের্দৃক্‌চাপলং বীক্ষ্য সহজং যা বিঘূর্ণতে॥ ভ, র, সি, ৪।৯।১৩॥

—কালিন্দীপুলিনে পুলকান্বিতা পুলিন্দীকে অবলোকন কর ; এই পুলিন্দী শ্রীকৃষ্ণের নয়নের স্বাভাবিক চাপল্য দেখিয়া বিঘূর্ণিত হইয়াছে।"

পুলিন্দীর বৈদগ্ধ্যাদি বিশেষ নাই বলিয়া এ-স্থলে বিভাবের বিরূপতা ; তাহার ফলে মধুর রসের উপরসতা প্রাপ্তি।

(৪) **বৃদ্ধারূপ বিভাবের বৈরূপ্য**

"কজ্জলেন কৃতকেশকালিমা বিল্বযুগ্মরচিতোন্নতস্তনী।

পশ্য গৌরি কিরতী দৃগঞ্চলং স্মেরয়তাঘহরং জরত্যসৌ॥ ভ, র, সি, ৪।৯।১৩॥

—হে গৌরি! দেখ! এই বৃদ্ধা কজ্জলদ্বারা (স্বীয় পক্ব) কেশকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়াছে; তুইটী বিম্বফলদ্বারা নিজের উচ্চ স্তন রচনা করিয়াছে। এতাদৃশী এই বৃদ্ধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অপাঙ্গ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে হাস্যান্বিত করিতেছে।"

এ-সকল স্থলে বৃদ্ধাদিতেই অনুরাগ, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে তাহাদের প্রতি অনুরাগ নাই। এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—

"স্থায়িনোঽত্র বিরূপত্বমেকরাগতয়াপি চেৎ।
ঘটেতাসৌ-বিভাবস্য বিরূপত্বেঽপ্যুদাহৃতিঃ॥ ৪।৯।১৩॥

—এ-স্থলে যদিও এক-রাগতাবশতঃ (এক জনেই রতি আছে বলিয়া) স্থায়িভাবেরই বিরূপত্ব ঘটে [৭।১৯৭-ক (১) অনু], তথাপি বিভাবের বিরূপতা-সম্বন্ধেও এই উদাহরণ। (স্থায়িভাবের বিরূপতাও বাস্তবিক বিভাবেরই বিরূপতা; বিভাবের বিরূপতাই স্থায়িভাবে আরোপিত হয়। সুতরাং স্থায়িভাবের একরাগতারূপ বৈরূপ্যের উদাহরণ বিভাবের বিরূপতার উদাহরণরূপে প্রযুক্ত হইলে দোষের হয় না)।"

(৫) **উপসংহার**

বিভাবের বৈরূপ্য-সম্বন্ধে আলোচনার উপসংহারে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

—আশ্রয়ালম্বনের বাস্তব-মধুররতি, সেই রতির ঔজ্জ্বল্য (সুপরিস্ফুটতা), আশ্রয়ালম্বনের বৈদগ্ধ্য ও সুবেশত্ব (জরতীর ন্যায় কৃত্রিম বেশ নহে)—এই সমস্তই মধুররসের বিভাবত্ব—অর্থাৎ এই সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের রতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে—সুতরাং নায়িকার রতিকে মধুর-রসে পরিণত করিতে পারে। এ-সমস্তের অভাব হইলে নায়িকার মধুরা-রতি বাস্তব রসে পরিণত হয় না, উপরসেই বা রসাভাসেই পরিণত হয়।

শুচিত্বৌজ্জ্বল্যবৈদগ্ধ্যাৎ সুবেশত্বাচ্চ কথ্যতে।
শৃঙ্গারস্য বিভাবত্বমন্যত্রাভাসতা ততঃ॥ ৪।৯।১৩॥

[শুচি—মধুরা রতি]

গ। অনুভাবের বৈরূপ্যজনিত উপরস

"সময়ানাং ব্যতিক্রান্তির্গ্রাম্যত্বং ধৃষ্টতাপি চ।
বৈরূপ্যমনুভাবাদের্মনীষিভিরুদীরিতম্॥ ভ. র, সি, ৪।৯।১৩॥

—সময়ের (আচারের) ব্যতিক্রম, গ্রাম্যত্ব এবং ধৃষ্টতাও—মণীষীরা এ-সমস্তকে অনুভাবাদির বৈরূপ্য বলিয়া থাকেন।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"সময়াঃ আচারাঃ—সময়-শব্দের অর্থ হইতেছে আচার।" শ্রীল মুকুন্দদাস গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অনুভাবাদেরিত্যত্রাদিশব্দাদ্ ব্যভিচারিণামপি বৈরূপ্যম্।—শ্লোকস্থ 'অনুভাবাদি'-শব্দের অন্তর্গত 'আদি'-শব্দে ব্যভিচারিভাবকেও বুঝায়;

যে-সমস্ত কারণে অনুভাব বিরূপতা প্রাপ্ত হয়, সে-সমস্ত কারণে ব্যভিচারিভাবও বিরূপতা প্রাপ্ত হয়।”

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—“সময়ানাম্ আচারাণাং ব্যতিক্রমঃ—খণ্ডিতাদিনায়িকানাং কান্তে রোষব্যঞ্জক-বচনাদয় এব রসশাস্ত্রোক্তাচারাঃ, তথাপি প্রিয়য়া কর্ত্র্যা পুষ্পাদিভিস্তাড়নাদিষু সৎসু পুংসঃ প্রিয়স্য স্মিতাদয় এব আচারাঃ, ন তু রোষোদিতাদয়ঃ, এতেষাং রোষোদিতানামন্যথাভাবঃ॥—সময়ের (অর্থাৎ আচারের) ব্যতিক্রম হইতেছে এইরূপ ; যথা, কান্তের প্রতি খণ্ডিতাদি-নায়িকার রোষব্যঞ্জক-বাক্যাদিই হইতেছে রসশাস্ত্রোক্ত আচার ; প্রিয়া নায়িকা যদি পুষ্পাদি দ্বারা তাঁহার প্রিয় নায়ককে তাড়নাদি করেন, তাহা হইলে সে-স্থলে প্রিয় নায়কের মন্দহাসি প্রভৃতিই হইতেছে আচার, নায়ককর্ত্তৃক রোষব্যঞ্জক বাক্যপ্রয়োগ আচার নহে (তাহা হইবে আচারের ব্যতিক্রম)।”

(১) সময়ের ব্যতিক্রম-জনিত বৈরূপ্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

“সময়াঃ খণ্ডিতাদীনাং প্রিয়ে রোষোদিতাদয়ঃ।
পুংসঃ স্মিতাদয়শ্চাত্র প্রিয়য়া তাড়নাদিষু।
এতেষামন্যথাভাবঃ সময়ানাং ব্যতিক্রমঃ ॥৪।৯।১৪॥

—প্রিয় নায়কের প্রতি রোষব্যঞ্জক-বাক্যাদি হইতেছে খণ্ডিতাদি নায়িকার আচার ; প্রিয়া নায়িকা যদি নায়ককে তাড়নাদি করেন, তাহা হইলে মন্দহাসি-প্রভৃতি হইতেছে নায়কের আচার। এ-সকলের অন্যথাভাব হইলে সময়ের (আচারের) ব্যতিক্রম হয়।”

অর্থাৎ খণ্ডিতাদি নায়িকা নায়কের প্রতি রোষব্যঞ্জক-বাক্যাদি প্রয়োগ না করিয়া যদি মিষ্ট-বাক্যাদি প্রয়োগ করেন, কিম্বা নায়িকাকর্ত্তৃক তাড়নাদিতে নায়ক মন্দহাসি-প্রভৃতি প্রকাশ না করিয়া যদি রুষ্টবাক্যাদি প্রয়োগ করেন, তাহাহইলে সময়ের বা আচারের ব্যতিক্রম হইবে।

একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

“কান্তানখাঙ্কিতোঽপ্যদ্য পরিহৃত্য হরে হ্রিয়ম্।
কৈলাসবাসিনীং দাসীং কৃপাদৃষ্ট্যা ভজস্ব মাম্॥ ভ, র, সি, ৪।৯।১৪॥

—(কোনও কৈলাসবাসিনী নারী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন) হে হরে ! যদিও তোমার দেহে অন্য কান্তার নখচিহ্ন বিরাজিত, তথাপি তজ্জন্য লজ্জা অনুভব না করিয়া তুমি কৃপাদৃষ্টিদ্বারা কৈলাসবাসিনী এই দাসীকে অঙ্গীকার কর।”

অন্যকান্তাকর্ত্তৃক সম্ভোগের চিহ্ন দেখিলে নায়িকার রোষোক্তিই হইতেছে স্বাভাবিক আচার। তাহার পরিবর্ত্তে কৈলাসবাসিনী নারী শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিয়াছেন বলিয়া আচারের ব্যতিক্রম হইয়াছে এবং অনুভাবের বৈরূপ্য জন্মিয়াছে। কৈলাসবাসিনীর মধুরারতি উপরসে পরিণত হইয়াছে। কৈলাস-বাসিনীর কৃষ্ণসঙ্গ-বাসনা হইতেছে এ-স্থলে অনুভাব।

(২) গ্রাম্যত্বজনিত বৈরূপ্য

গ্রাম্যত্ব কাহাকে বলে ? ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"বালশব্দাদ্যুপন্যাসো বিরসোক্তি-প্রপঞ্চনম্।
কটিকণ্ডূতিরিত্যাদ্যং গ্রাম্যত্বং কথিতং বুধৈঃ ॥৪।৯।১৪॥

—বাল-শব্দাদির উপন্যাস, বিরসোক্তির প্রপঞ্চন এবং কটিকণ্ডূয়নাদিকে পণ্ডিতগণ গ্রাম্যত্ব বলিয়া থাকেন।"

"কিং নঃ ফণিকিশোরীণাং ত্বং পুষ্করসদাং সদা।
মুরলীধ্বনিনা নীবীং গোপবাল বিলুম্পসি ॥ ভ, র, সি, ৪।৯।১৫॥

—হে গোপবালক ! আমরা হইতেছি কালিয়হ্রদবাসিনী ফণীকিশোরী ; তুমি কেন সর্ব্বদা মুরলীধ্বনি-দ্বারা আমাদের নীবী খসাইতেছ ?"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে গোপবালক-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে বলিয়া গ্রাম্যত্ব-দোষ হইয়াছে। এজন্য উপরস হইয়াছে।

(৩) ধৃষ্টতাজনিত বৈরূপ্য

"প্রকটপ্রার্থনাদিঃ স্যাৎ সম্ভোগাদেস্তু ধৃষ্টতা ॥ ভ, র, সি, ৪।৯।১৫॥

—সম্ভোগাদির জন্য স্পষ্টরূপে প্রার্থনাদিকে ধৃষ্টতা বলে।"

"কান্ত কৈলাসকুঞ্জোঽয়ং রম্যাহং নবযৌবনা।
ত্বং বিদগ্ধোঽসি গোবিন্দ কিংবা বাচ্যমতঃ পরম্ ॥ ভ, র, সি, ৪।৯।১৫॥

—হে গোবিন্দ ! এই কৈলাসকুঞ্জ ; আমিও রমণীয়া ও নবযৌবনা ; তুমিও বিদগ্ধ ; ইহার পরে আর কি বলিব ?"

এস্থলে স্পষ্টভাবে সম্ভোগেচ্ছা-জ্ঞাপনের দ্বারা অনুভাবের বৈরূপ্য জন্মিয়াছে ; তাহাতে উপরস জন্মিয়াছে।

১৯৮। গৌণ উপরস

যে-সমস্ত কারণে শান্তাদি মুখ্যরসগুলি উপরসে পরিণত হয়, সেই সমস্ত কারণেই হাস্যাদি গৌণ রসগুলিও উপরসে পরিণত হইয়া থাকে।

"এবমেব তু গৌণানাং হাসাদীনামপি স্বয়ম্।
বিজ্ঞেয়োপরসত্বস্য মনীষিভিরুদাহৃতিঃ ॥ ভ, র, সি, ৪।৯।১৫॥

—এইরূপে হাসাদি গৌণরসসমূহের উপরসত্ব পণ্ডিতগণ স্বয়ং অবগত হইবেন।"

১৯৯। অনুরস

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"ভক্তাদিভি র্বিভাবাদ্যৈঃ কৃষ্ণসম্বন্ধবর্জ্জিতৈঃ।
রসা হাসাদয়ঃ সপ্ত শান্তশ্চানুরসা মতাঃ ॥৪।৯।১৬॥

—কৃষ্ণসম্বন্ধবর্জ্জিত ভক্তাদি-বিভাবাদিদ্বারা হাসাদি সপ্ত গৌণরস এবং শান্তরসও অনুরসে পরিণত হয়।”

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—এ-স্থলে ভক্ত-শব্দে (শান্তভক্ত, দাস্যভক্ত, সখ্যভক্ত, বৎসলভক্ত ও কান্তাভক্ত-এই) পাঁচ রকমের ভক্তকে বুঝায়। ভক্তাদিরূপ আলম্বন-বিভাবাদি যদি কৃষ্ণসম্বন্ধবর্জিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা উৎপন্ন রস অনুরস হয় বলিয়াই জানিতে হইবে। আর মূলশ্লোকে যে ‘শান্ত’ বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে শাস্ত্রান্তর-প্রসিদ্ধ রুক্ষ শান্ত। শ্রীল মুকুন্দদাস গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“বিভাবাদ্যৈঃ”-শব্দের অন্তর্গত ‘আদি’-শব্দে অনুভাবাদিকে বুঝাইতেছে। আর ‘শান্ত’-শব্দে (নির্ব্বিশেষ)-ব্রহ্মালম্বন শান্তকে (অর্থাৎ যে শান্তের আলম্বন হইতেছে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, সেই শান্তকে) বুঝাইতেছে।

ক। হাস্য অনুরস

“তাণ্ডবং ব্যধিত হন্ত কক্খটী মর্কটী ভ্রূকুটীভিস্তথোদ্ধুরম্।
যেন পল্লবকদম্বকং বভৌ হাসডম্বরকরম্বিতাননম্॥ ভ, র, সি, ৪।৯।১৭॥

—কক্খটী নাম্নী বানরী ভ্রূকুটীর সহিত উৎকট নৃত্য বিধান করিলে গোপসমূহের হাস্যযুক্ত বদন শোভা পাইতে লাগিল।”

এ-স্থলে আলম্বন-বিভাব মর্কটী তাহার ভ্রূকুটী ও নৃত্য—ইহাদের কোনওটীর সহিতই কৃষ্ণের সম্বন্ধ নাই ; অথচ তাদৃশ নৃত্য হাস্যের উদয় করাইয়াছে। কৃষ্ণসম্বন্ধহীন বলিয়া এ-স্থলে হাস্য রসে পরিণত হয় নাই, অনুরসেই পরিণত হইয়াছে।

খ। অদ্ভুত অনুরস

“ভাণ্ডীরকে বহুধা বিতণ্ডাং বেদান্ততন্ত্রে শুকমণ্ডলস্য।
আকর্ণয়ন্নির্নিমিষাক্ষিপক্ষ্মা রোমাঞ্চিতাঙ্গশ্চ সুরর্ষিরাসীৎ॥ ভ, র সি, ৪।৯।১৮॥

—ভাণ্ডীর-বনস্থিত ঊর্দ্ধগ-লতাতে শুকপক্ষি-সকলের বেদান্ত-শাস্ত্রবিষয়ে বহু প্রকার বিতণ্ডা (বাদবিচার) শুনিয়া দেবর্ষি নারদ নির্নিমিষ-লোচন ও রোমাঞ্চিত-দেহ হইলেন।

শুকপক্ষিসকল কৃষ্ণসম্বন্ধহীন। বেদান্তবিষয়ে তাহাদের বাদবিচার হইতেছে অদ্ভুত ব্যাপার। তাদৃশ শুকসমূহের তাদৃশ বাদবিচার হইতে যে অদ্ভুতরসের উদয় হইয়াছে, তাহা বাস্তব রস নহে ; তাহা হইতেছে অনুরস।

বীরাদি অন্যান্য গৌণরসসমূহও উল্লিখিত কারণে অনুরসে পরিণত হয়।

গ। তটস্থ-ভক্ত্যালম্বনে প্রকটিত হাসাদির অনুরসত্ব

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

“অষ্টাবমী তটস্থেষু প্রাকট্যং যদি বিভ্রতি।
কৃষ্ণাদিভি র্বিভাব্যৈস্তদাপ্যনুরসা মতাঃ॥৪।৯।১৯॥

—উল্লিখিত শান্ত এবং হাস্যাদি সপ্ত-এই আটটী রস যদি কৃষ্ণাদি-বিভাবাদি দ্বারা তটস্থ-ভক্ত্যালম্বনে প্রকটিত হয়, তাহা হইলেও অনুরসই হইবে।”

(তটস্থেষু ভক্ত্যালম্বনেষু-শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী)

২০০। অপরস

“কৃষ্ণ-তৎপ্রতিপক্ষাশ্চেদ্বিষয়াশ্রয়তাং গতাঃ।
হাসাদীনাং তদা তেঽত্র প্রাজ্ঞৈরপরসা মতাঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৯।১৯॥

—কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের বিপক্ষেরা যদি হাস্যাদির বিষয়াশ্রয়তা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে প্রাজ্ঞগণ ঐ হাস্যাদিকে অপরস বলেন।”

ক। হাস্য অপরস

পলায়মানমুদ্বীক্ষ্য চপলায়তলোচনম্।
কৃষ্ণমারাজ্জরাসন্ধঃ সোল্লুণ্ঠমহসীন্মুহুঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৯।২০॥

—জরাসন্ধ দূর হইতে চপলায়ত-লোচন শ্রীকৃষ্ণকে পলায়ন-পরায়ণ দেখিয়া পরিহাস-সহকারে বারম্বার হাসিতে লাগিলেন।”

এ-স্থলে কৃষ্ণ-বিপক্ষ জরাসন্ধের হাসি হইতেছে অপরস। এ-স্থলে জরাসন্ধের অনুগত এবং তাঁহারই ন্যায় অসুর-ভাবাপন্ন অপর কাহারও হাসিও হইবে অপরস। কিন্তু তাঁহাদের প্রতি কোনও ভক্তের উপহাসময় হাস্য হইবে শুদ্ধ হাস্যরস (টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী)।

অদ্ভুতাদি অন্যান্য গৌণরসের অপরসত্বও উল্লিখিতরূপই।

দ্বাদশ অধ্যায়

রসাভাসাভাস, রসোল্লাস ও রসাভাসোল্লাস

২০১। রসাভাসাভাস, রসোল্লাস ও রসাভাসোল্লাস

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভের ১৭৪ অনুচ্ছেদে প্রথমে রসাভাসের কথা বলিয়া তাহার পরে রসোল্লাসের এবং রসাভাসোল্লাসের কথা বলিয়াছেন।

"শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধিষু কাব্যেষু চ রসাস্থাযোগ্যরসান্তরাদিসঙ্গত্যা বাধ্যমানাস্বাদ্যত্বম্ আভাসত্বম্। যত্র তু তৎসঙ্গতির্ভঙ্গিবিশেষেণ যোগ্যস্থ স্থায়িন উৎকর্ষায় ভবতি, তত্র রসোল্লাস এব। কেনাপ্যযোগ্যস্যোৎকর্ষে তু রসভাসাস্যৈবোল্লাস ইতি॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ১৭৪॥

—শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীয় কাব্যসমূহে প্রস্তুত (বর্ণিতব্য) রসের সহিত অযোগ্য (বৈরী প্রভৃতি) অন্যরসের সম্মিলনে আস্বাদ্যত্বের যে ব্যাঘাত জন্মে, তাহাকে বলে **রসাভাস**। আর, যে-স্থলে অযোগ্য রসের সঙ্গতি (সম্মিলন) ভঙ্গিবিশেষদ্বারা যোগ্য স্থায়ীর (স্থায়িভাবের) উৎকর্ষের হেতু হয়, সে-স্থলে রসের উল্লাসই (**রসোল্লাস**) হইয়া থাকে। কোনও কারণে যে-স্থলে অযোগ্য রসই উৎকর্ষ লাভ করে, সে-স্থলে **রসাভাসোল্লাস** হইয়া থাকে।"

কেবল অযোগ্য রসের সম্মিলনেই যে রসাভাস হয়, তাহাই নহে। শ্রীজীবপাদ বলেন— অযোগ্য বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাবাদির সম্মিলনেও রসাভাস হইয়া থাকে।

যাহাহউক, আপাততঃ যাহাকে বিরোধ বলিয়া মনে হয়, অথচ যাহা বাস্তবিক বিরোধ নহে, তাহাকে যেমন বিরোধাভাস বলা হয়, তদ্রূপ আপাততঃ যাহাকে রসাভাস বলিয়া মনে হয়, অথচ বাস্তবিক যাহা রসাভাস নহে (অর্থাৎ অর্থান্তর গ্রহণাদিদ্বারা যাহার রসাভাসত্ব অপনীত হইতে পারে), তাহাকেও **রসাভাসাভাস** বলা যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবত হইতেছে রসস্বরূপ ; তাহাতে রসাভাসাদি থাকিতে পারে না। কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতে এমন কতকগুলি শ্লোক আছে, যাহাদের যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়—ঐ শ্লোকগুলিতে রসাভাসাদি আছে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে এতাদৃশ কয়েকটী শ্লোকের আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঐ শ্লোকগুলিতে রসাভাসাদি নাই—বরং কতকগুলিতে আছে রসোল্লাস।* প্রীতিসন্দর্ভের ১৭৫-২০৩ অনুচ্ছেদসমূহে উদ্ধৃত কয়েকটী শ্লোকের আলোচনা নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে।

---

* ভাবাঃ সর্ব্বে তদাভাসা রসাভাসাশ্চ কেচন। অমী প্রোক্তা রসাভিজ্ঞৈঃ সর্ব্বেঽপি রসনাদ্ রসাঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৯।২১॥—রসাভিজ্ঞগণ বলেন, সমস্ত ভাব, ভাবাভাস এবং কোনও কোনও রসাভাসও—এই সমস্তই আস্বাদ্যত্ববশতঃ রস হইয়া থাকে।

রসাভাসাভাস

২০২। মুখ্যরসের সহিত অযোগ্য মুখ্যরসের মিলনজাত রসাভাসত্বের সমাধান

ক। হস্তিনাপুর-রমণীদের উক্তি

হস্তিনাপুর হইতে শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় আগমন করিতেছিলেন, তখন যুধিষ্ঠিরের অন্তঃপুরস্থা রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের শৌর্য্যবীর্য্য-মাধুর্য্যাদির দর্শনে বিস্মিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি যাহা বলিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতের ১।১০।২১-৩০-শ্লোকসমূহে তাহা গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভের ১৭৪-অনুচ্ছেদে তন্মধ্যে দুইটী শ্লোকের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করিয়াছেন।

"স বৈ কিলায়ং পুরুষঃ পুরাতনো য এক আসীদবিশেষ আত্মনি"-ইত্যাদি।
—শ্রীভা, ১।১০।২১॥

নূনং ব্রত-স্নান-হুতাদিনেশ্বরঃ সমর্চ্চিতো হ্যস্য গৃহিতপাণিভিঃ।
পিবন্তি যাঃ সখ্যধরামৃতং মুহুঃ-ইত্যাদি ॥ শ্রীভা, ১।১০।২৮॥

—একমাত্র যিনি আত্মাতে অবিশেষরূপে (নিষ্প্রপঞ্চে নিজরূপে-স্বামিপাদ) অবস্থিত, এই শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই সেই পুরাণপুরুষ। ইত্যাদি। সখি! ইনি যাঁহাদের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা জন্মান্তরে নিশ্চয়ই ব্রত, স্নান এবং হোমাদিদ্বারা ঈশ্বরের (এই শ্রীকৃষ্ণরূপ ঈশ্বরের—স্বামিপাদ) অর্চ্চনা করিয়াছিলেন; কেননা, ইঁহারা মুহুর্মুহু এই শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পান করিতেছেন। ইত্যাদি।"

এই প্রসঙ্গে প্রীতিসন্দর্ভ বলেন—"জ্ঞানবিবেকাদিপ্রকাশেনাত্র হি শান্ত এবোপক্রান্তঃ। উপসংহৃতশ্চোজ্জ্বলঃ। তেন চাস্য বৎসলনেব মিলনে সঙ্কোচ এবেতি পরস্পরমযোগ্যসঙ্গত্যাভাস্যতে॥ পুরীদাসমহাশয়ের সংস্করণ॥ ১৭৪॥—(যিনি আত্মাতে অবিশেষরূপে অবস্থিত-ইত্যাদি বাক্যে) এ-স্থলে শান্তরসে উপক্রম করা হইয়াছে; কিন্তু (শ্রীকৃষ্ণপত্নীগণ মুহুর্মুহু তাঁহার অধরামৃত পান করিতেছেন—এই বাক্যে) উপসংহার করা হইয়াছে উজ্জ্বল-রসে (মধুর রসে)। এই হেতু, বৎসল-রসের সহিত মধুর-রসের মিলনে যেমন মধুর-রসের সঙ্কোচ হয়, তদ্রূপ এ-স্থলে (শান্ত ও মধুর-এই দুইটী) পরস্পর অযোগ্যরসের মিলনে রসাভাস হইয়াছে।"

কিন্তু রসস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে রসাভাস থাকিতে পারে না। ইহার সমাধান আছে। "অত্র সমাধীয়তে চান্যৈঃ।—'স বৈ কিল' ইত্যাদিকমন্যাসাং বাক্যং; 'নূনম্'-ইত্যাদিকন্তু অন্যাসাম্। 'এবম্বিধা বদন্তীনাম্'-ইত্যাদি (শ্রীভা, ১।১০।৩১) শ্রীসূতবাক্যঞ্চ সর্ব্বানন্দনপরমেবেতি॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ।১৭৪॥—অপরাপর বিজ্ঞগণ এ-স্থলে এইরূপ সমাধান করেন। যথা, 'স বৈ কিল'-ইত্যাদি হইতেছে অন্য রমণীদের বাক্য; 'নূনম্'-ইত্যাদি হইতেছে অন্য রমণীদের বাক্য (অর্থাৎ এই উভয় বাক্য একজনের উক্তি নহে, ভিন্ন ভিন্ন জনের উক্তি)। 'এবম্বিধা বদন্তীনাম্'-ইত্যাদি শ্রীসূতবাক্যও সকলের আনন্দসূচক।"

তাৎপর্য্য এই। উপরে উদ্ধৃত প্রীতিসন্দর্ভবাক্যের "অন্যৈঃ"-শব্দে শ্রীধরস্বামিপাদকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত "স বা কিলায়ং"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১।১০।২১-শ্লোকের টীকার প্রারম্ভে তিনিই লিখিয়াছেন—"তত্র তেজঃ-সৌন্দর্য্যাদ্যতিশয়েন বিস্মিতাভ্যঃ সখীভ্যোঽন্যাঃ স্ত্রিয়ঃ কথয়ন্তি নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যঃ সাক্ষাদীশ্বরত্বাদস্যেতি স বা ইতি চতুর্ভিঃ।—শ্রীকৃষ্ণের তেজঃ-সৌন্দর্য্যাদির আতিশয্য দর্শন করিয়া যে সমস্ত সখী বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্যতীত অন্য রমণীগণ বলিতেছেন—ইনি (শ্রীকৃষ্ণ) ঈশ্বর বলিয়া ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। 'স বৈ কিল'-ইত্যাদি চারিটী শ্লোকে এইরূপ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঈশ্বর-জ্ঞানবিশিষ্ট রমণীগণের কথাই বলা হইয়াছে।" শ্রীধরস্বামিপাদের এই উক্তি হইতে জানা গেল—'স বা কিল'-শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া চারিটী শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বরবুদ্ধি-সম্পন্না (অর্থাৎ শান্তভাবাপন্না) রমণীদের কথা। যে শ্লোকে মধুর-রসের কথা বলা হইয়াছে, সেই 'নূনং ব্রত-স্নান'-ইত্যাদি শ্লোকটী হইতেছে স্বামিপাদ-কথিত চারিটী শ্লোকের পরবর্ত্তী একটী শ্লোক ; সুতরাং এই মধুর-রসাত্মক শ্লোকটী শ্রীকৃষ্ণে ঈশ্বরবুদ্ধিবিশিষ্টা শান্তভাবাপন্না রমণীদের কথা নহে ; যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যাতিশয্যে বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের উক্তিই এই, 'নূনং ব্রত-স্নান'-ইত্যাদি মধুর-রসাত্মক শ্লোকে গ্রথিত হইয়াছে। এইরূপে জানা গেল—শান্তরসাত্মক বাক্যগুলি একশ্রেণীর রমণীদের উক্তি এবং মধুর-রসাত্মক বাক্যগুলি অপর এক শ্রেণীর রমণীদের উক্তি। দুইটী রসের আশ্রয় ভিন্ন হওয়ায় এ-স্থলে দুইটী রসের মিলন হয় নাই—সুতরাং রসাভাসও হয় নাই।

খ। পৃথুমহারাজের উক্তি

"অথাভজে ত্বাখিলপুরুষোত্তমং গুণালয়ং পদ্মকরেব লালসঃ।
অপ্যাবয়োরেকপতিস্পৃধোঃ কলির্ন স্যাৎ কৃতত্বচ্চরণৈকতানয়োঃ॥
জগজ্জনন্যাং জগদীশ বৈশসং স্যাদেব॥ ইত্যাদি॥ শ্রীভা, ৪।২০।২৭-২৮॥

—(পৃথু মহারাজ শ্রীবিষ্ণুকে বলিয়াছেন) আমি লক্ষ্মীর ন্যায় উৎসুক হইয়া অখিল-পুরুষোত্তম এবং গুণালয় তোমারই ভজন করিব। লক্ষ্মী ও আমি—উভয়েই তোমার চরণে একতান ; একই পতির জন্য দুই জনের অভিলাষ হইয়াছে বলিয়া আমাদের দুইজনের মধ্যে কলহ হইবে না তো? জগজ্জননী লক্ষ্মীর সহিত বিরোধ (কলহ) হইলেও আমি তোমার ভজন করিব।"

এ-স্থলে পৃথুমহারাজের উক্তির আরম্ভে দাসভাব-নামক ভক্তিময় রস দৃষ্ট হয় ; প্রকরণ হইতেই পৃথুমহারাজের দাসভাব জানা যায় ; দাসভাব অবলম্বন করিয়াই তিনি শ্রীবিষ্ণুর স্তব করিয়াছেন। সুতরাং উক্তির আরম্ভেই দেখা যায় যোগ্য স্থায়ী দাস্যরতি ; কিন্তু তাঁহার উক্তির পরবর্ত্তী অংশে লক্ষ্মীর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর সেবার বাসনায় মধুরভাব দৃষ্ট হইতেছে। স্থায়িভাব শান্তরতির পক্ষে মধুরভাব হইতেছে অযোগ্য ; সুতরং একই আশ্রয়ে এই দুইয়ের মিলনে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ইহার সমাধান কি ? সমাধান হইতেছে এইরূপ :—

এ-স্থলে পৃথুমহারাজের লক্ষ্মীর ন্যায় কান্তাভাব-বাসনা জন্মে নাই, কিন্তু ভক্তিবাসনাই জন্মিয়াছিল। লক্ষ্মীর ভক্ত্যংশই পৃথুমহারাজের কাম্য, কান্তাভাব কাম্য নহে। ভক্ত্যংশের সাদৃশ্যেই দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য। শ্রীবিষ্ণুর পরম-কৃপাপরিপুষ্ট বলিয়া বীরাখ্য-দাসভাবপ্রাপ্ত পৃথুর পক্ষে ভক্ত্যংশে লক্ষ্মীর সহিত প্রতিযোগিতা অসঙ্গত নহে। অন্যান্যেরা (শ্রীধরস্বামিপাদ)* কিন্তু মনে করেন—পৃথুমহারাজের বাক্য হইতেছে শ্রীবিষ্ণুর দীনবিষয়ক-কৃপাসূচক প্রেমময় বাঙ্‌মাধুর্য্যমাত্র, লক্ষ্মীর সহিত প্রতিযোগিতামূলক নহে। যেহেতু, "করোষি ফল্গ্বপ্যুরু দীনবৎসলঃ॥ শ্রীভা, ৪।২০।২৮॥ "হে বিষ্ণো! দীনবৎসল তুমি দীনের প্রতি দয়া করিয়া দীনের তুচ্ছ কার্য্যকেও বহু বলিয়াই মনে কর"-এই বাক্যে পৃথুমহারাজ নিজেকে তুচ্ছ বলিয়াই মনে করিয়াছেন।

এইরূপ ভক্ত্যংশের সাদৃশ্য অন্যত্রও দৃষ্ট হয়। শ্রীবামনদেব বলি-মহারাজের মস্তকে চরণ অর্পণ করিলে শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন, "নেমং বিরিঞ্চো লভতে প্রসাদং ন শ্রীর্ন শর্ব্বঃ কিমুতাপরেঽন্যে॥ শ্রীভা, ৮।২৩।৬॥—ব্রহ্মা, লক্ষ্মী এবং ইন্দ্রও এই প্রসাদ প্রাপ্ত হয়েন নাই, অন্যের কথা আর কি বলিব?" শ্রীনৃসিংহদেব যখন প্রহ্লাদের নিজের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখনও প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন—

"ক্বাহং রজঃপ্রভব ঈশ তমোঽধিকেঽস্মিন্ জাতঃ সুরেতরকুলে ক্ব তবানুকম্পা।
ন ব্রহ্মণো ন চ ভবস্য ন বৈ রমায়া যন্মে কৃতঃ শিরসি পদ্মকরপ্রসাদঃ॥ শ্রীভা, ৭।৯।২৬॥

—হে ঈশ! যাহাতে তমোগুণের আধিক্য, সেই এই অসুরকুলে জাত এবং রজোগুণ হইতে উৎপন্ন আমিই বা কোথায়? আর তোমার অনুকম্পাই বা কোথায়? আমার মস্তকে তোমার করকমল অর্পণ করিয়া আমার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ, ব্রহ্মা, শিব এবং লক্ষ্মীরও সেই প্রসাদ লাভ হয় নাই।"

শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তিদ্বয়ের তাৎপর্য্য হইতেছে এই। ব্রহ্মা, শিব, বা লক্ষ্মী যে কখনও স্ব-স্ব মস্তকে শ্রীবিষ্ণুর করস্পর্শরূপ সৌভাগ্য লাভ করেন নাই, বা করেন না—ইহা প্রহ্লাদের অভিপ্রেত নহে। তাঁহারাও তাদৃশ প্রসাদ লাভ করেন; কিন্তু যে সময়ে শ্রীবামনদেব আবির্ভূত হইয়া বলি-মহারাজের মস্তকে চরণ অর্পণ করিয়াছিলেন, কিম্বা যখন শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়া প্রহ্লাদের মস্তকে করস্পর্শ করাইয়াছিলেন, সেই সময়ে—ব্রহ্মা, শিব এবং লক্ষ্মী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও—বামনদেব তাঁহাদের মস্তকে পদার্পণ না করিয়া বলিমহারাজের মস্তকেই পদার্পণ করিয়াছেন এবং নৃসিংহদেবও ব্রহ্মাদির মস্তকে কর অর্পণ না করিয়া প্রহ্লাদের মস্তকেই করার্পণ করিয়াছিলেন।

উভয়স্থলেই ভগবানের করের বা চরণের মস্তকে অর্পণ-বিষয়েই সাম্য। ভগবান্ যে ব্রহ্মাদির

---

* তথাপি ইন্দ্রবিরোধে মৎপক্ষপাতবদত্রাপি তব পক্ষপাত এব স্যাদিত্যাহ। ফল্গুতুচ্ছমপি উরু বহু করোষি, যতো দীনেষু বৎসলঃ দয়াবান্। নন্বু ব্রহ্মাদিভিরভিপ্রার্থিতাং শ্রিয়ং বিহায় ময়ি পক্ষপাত এব কথং স্যাৎ? অত আহ। স্বে স্বরূপ এবাভিরতস্য তয়া কিং প্রয়োজনম্? তাং নাদ্রিয়স ইত্যর্থঃ॥ শ্রীভা, ৪।২০।২৮ শ্লোকের স্বামিটীকা॥

মস্তকে কর বা চরণ অর্পণ করেন, তাহাতে ভগবানের প্রতি ব্রহ্মাদির ভক্তিই সূচিত হইতেছে। তিনি যে বলিমহারাজের বা প্রহ্লাদের সম্বন্ধে তদ্রূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতেও বলিমহারাজ এবং প্রহ্লাদের ভক্তিই সূচিত হইতেছে। সুতরাং উল্লিখিত উদাহরণদ্বয়ে ভক্ত্যংশেই ব্রহ্মাদির সহিত বলি এবং প্রহ্লাদের সাদৃশ্য।

এ-সমস্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—পৃথুমহারাজের উক্তিতে যে রসাভাস আছে বলিয়া মনে হয়, তাহা বাস্তবিক রসাভাস নহে। কেননা, পৃথুর স্থায়িভাব দাস্যের সহিত যদি মধুর-ভাবের মিলন হইত, তাহা হইলেই রসাভাস হইত। এ-স্থলে কিন্তু মধুরভাব পৃথুমহারাজের কাম্য নহে, দাস্যই তাঁহার কাম্য। তাঁহাতে মধুর-ভাবের অভাব বলিয়া তদাশ্রিত দাস্যের সহিত মধুরের মিলনই হয় নাই— সুতরাং রসাভাসও হয় নাই।

গ। শ্রীবসুদেবাদি-পিতৃত্বাভিমানীদের প্রসঙ্গ

দেবকী-বসুদেব হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের মাতা-পিতা, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহাদের যোগ্য বৎসল-রতি। কিন্তু কোনও কোনও স্থলে (যেমন কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পরে) তাঁহারা ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছেন বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হয়। ভক্তিভরে স্তব হইতেছে দাস্যরতির পরিচায়ক। পিতামাতার পক্ষে সন্তানবিষয়ে দাস্যরতি অযোগ্য। এ-স্থলে বৎসলের সঙ্গে দাস্যের মিলনে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রীতিসন্দর্ভে ইহার নিম্নলিখিতরূপ সমাধান দৃষ্ট হয়।

"যথৈব শ্রীকৃষ্ণস্তদ্ভক্তসুখব্যঞ্জক-নানালীলার্থং বিরুদ্ধানপি গুণান্ ধারয়তি, ন চ তৈর্বিরুধ্যতে অচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ, তথা তল্লীলাধিকারিণস্তেঽপি। অস্তি চৈষাং তদ্‌যোগ্যতা।× × × ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্য যাদৃশ-লীলাসময়স্তাদৃশ এব ভাবস্তদ্বিধস্যাবির্ভবতি। ততো ন বিরোধোঽপি॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১৭৮॥—শ্রীকৃষ্ণ যেমন তাঁহার ভক্তগণের সুখব্যঞ্জক নানাবিধ লীলার নিমিত্ত নানাবিধ বিরুদ্ধ গুণও ধারণ করেন, তিনি অচিন্ত্য-শক্তিশালী বলিয়া তাহাতে যেমন কোনও বিরোধ ঘটে না, তদ্রূপ তাঁহার লীলাধিকারী পরিকরগণও অনেক বিরুদ্ধ গুণ ধারণ করিয়া থাকেন ; তাদৃশ গুণ ধারণ করিবার যোগ্যতা তাঁহাদের আছে (যেমন শ্রীবলদেবের মধ্যে বৎসল, সখ্য ও দাস্য ভাবও দৃষ্ট হয়)। × × × সেই হেতু শ্রীকৃষ্ণের যখন যেমন লীলা প্রকটিত হয়, সেই পরিকরগণেরও তখন তেমন ভাব উপস্থিত হয় ; এজন্য কোনও বিরোধ ঘটিতে পারে না।"

দেবকী-বসুদেবও শ্রীকৃষ্ণের লীলাধিকারী পরিকর ; তাঁহাদের মধ্যেও বৎসল, দাস্য প্রভৃতি বিবিধ ভাব বর্ত্তমান। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ বলিয়া তাঁহারাও অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন ; যেহেতু স্বরূপশক্তিও অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্না। স্বরূপ-শক্তি বিভ্বী বলিয়া তাঁহারাও বিভু ; বিভু বস্তু পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয় বলিয়া বিভু শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যেমন বহু বিরুদ্ধ-ধর্ম্ম বিরাজমান, তাঁহাদের মধ্যেও বহু বিরুদ্ধ-ভাব বিরাজমান। তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন বলিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের আশ্রয়ত্বে কোনও বিরোধ জন্মেনা। কিন্তু তাঁহারা বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের আশ্রয় হইলেও বিরুদ্ধ-ধর্ম্মসমূহ একই

সময়ে, বা যে-কোনও সময়ে, আবির্ভূত হয় না। ভক্তচিত্তবিনোদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ যখন যে লীলা প্রকটিত করেন এবং সেই লীলায় তিনি যে ভাব প্রকটিত করেন, সেই লীলায় লীলাধিকারী পরিকরগণেরও তদনুরূপ ভাবই প্রকটিত হয়। কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ দেবকী-বসুদেবের সাক্ষাতে তাঁহার ঈশ্বর-রূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন; দেবকী-বসুদেবের মধ্যেও তখন ভক্তিময় দাস্যভাব প্রকটিত হইয়াছিল। যখন দাস্যভাব প্রকটিত হইয়াছিল, ঠিক তখনই বৎসল-ভাবের প্রকটন হয় নাই। আবার যখন বৎসল আবির্ভূত হইয়াছিল, ঠিক তখন দাস্য-ভাবও প্রকটিত হয় নাই। এজন্য কোনও বিরোধ হয় নাই এবং বিরোধ হয় নাই বলিয়া রসাভাসও হয় নাই।

ব্রজরাজের উক্তি

দেবকী-বসুদেবের প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ব্রজরাজ শ্রীনন্দের প্রসঙ্গ উথাপিত করিয়া বলিয়াছেন—"মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুরিত্যাদিকানি শ্রীব্রজেশ্বরাদি-বাক্যানি তু ন তাদৃশানী অভিপ্রায়-বিশেষেণ বৎসলরসস্যৈব পুষ্টতয়া স্থাপয়িষ্যমাণত্বাৎ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥১৭৬॥—উদ্ধবের নিকটে শ্রীব্রজরাজ যে বলিয়াছেন—'আমাদের মনের বৃত্তিসমূহ কৃষ্ণচরণ-কমলাশ্রয় হউক'-এই বাক্যের সমাধান কিন্তু সেইরূপ (দেবকী-বসুদেবের স্তবাদির সমাধানের ন্যায়) নহে; কেননা, অভিপ্রায়-বিশেষের দ্বারা এই বাক্য যে বাৎসল্যরসেরই পোষক, তাহা পরে প্রতিপন্ন করা হইবে।"

শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ লইয়া উদ্ধব যখন ব্রজে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব-খ্যাপন করিয়া নন্দ-যশোদার কৃষ্ণবিরহজনিত মনস্তাপের অপনোদন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। উদ্ধব যখন মথুরায় ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তখন শ্রীনন্দাদি গোপগণ বিবিধ উপায়ন হস্তে লইয়া তাঁহার নিকটে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগবশতঃ অশ্রু মোচন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন,

"মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বনাদিষু॥ শ্রীভা, ১০।৪৭।৬৬॥

—আমাদের মনের সমস্ত বৃত্তি কৃষ্ণপাদাশ্রয়া হউক; আমাদের বাক্য তদীয় নামকীর্ত্তনে এবং আমাদের দেহ তাঁহার প্রণামাদিতে রত হউক।"

যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়, এ-স্থলে শ্রীনন্দাদির যোগ্য বাৎসল্যের সঙ্গে অযোগ্য ভক্তিময়-দাস্যের মিলন হইয়াছে—সুতরাং রসাভাস হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; এই দাস্য বৎসলেরই পুষ্টিবিধান করিয়াছে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী উক্ত শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতেই ইহা প্রতিপন্ন হয়। তিনি লিখিয়াছেনঃ—

"অনুরাগেণ প্রাবোচন্নিত্যুক্তত্বাৎ মনস-ইত্যাদিরনুরাগকৃতেবোক্তির্নৈশ্বর্য্যজ্ঞানকৃতা তস্মাত্ত-দৈশ্বর্য্যপ্রধানং মতমালোক্য স্বান্তর্দুঃখব্যঞ্জকেন ন্যাষীদৎ উর্ব্যামিতি (শ্রীভা, ১০।৪৮।৪) সাক্ষাৎ স্থিতস্য স্বপ্রভোর্গৌরবাৎ ইতি জ্ঞেয়ম্। তদভ্যুপগমবাদেনৈব স্বাভীষ্টং প্রার্থয়ন্তে মনস ইতি দ্বাভ্যাম্। যদি ভবদ্ভিরসাবীশ্বরত্বেনৈব মন্যতে, যদি চাস্মাকং তৎপ্রাপ্তির্দূরত এব, তথৈব তত্রৈবাস্মকং তদুচিতা বৃত্তয়ঃ সর্ব্বাঃ স্যুঃ, ন তু তদুদাসীনা ইত্যর্থঃ।"

তাৎপর্য্য। উদ্ধব স্বীয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে উচ্চ আসনেও বসিতেন না ; কুব্জার গৃহের একটী ব্যাপার হইতে তাহা জানা যায়। উদ্ধবকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন কুব্জার গৃহে গিয়াছিলেন, তখন কুব্জা উভয়কেই বসিবার জন্য আসন দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আসনে বসিলেন ; কিন্তু উদ্ধব কুব্জাপ্রদত্ত উচ্চ আসনে বসিলেন না ; কুব্জার প্রীতির জন্য তিনি কুব্জাপ্রদত্ত আসনের যথোচিত বন্দনা করিয়া ভূতলে উপবেশন করিলেন। ইহাতেই জানা যায়—উদ্ধব স্বীয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গৌরব-বুদ্ধি পোষণ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ব্রজে প্রেরিত হইয়া উদ্ধব যখন নন্দমহাজের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব-খ্যাপন করিলেন, তখন নন্দমহারাজ মনে করিলেন—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গৌরববুদ্ধি পোষণ করেন বলিয়াই উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু উদ্ধবকথিত শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের কথা তাঁহার চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারে নাই ; বাৎসল্যই তাঁহার চিত্তকে পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজিত ছিল। উপরে উদ্ধৃত "মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ"-ইত্যাদি শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক হইতেই তাহা জানা যায়। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—"নন্দাদয়োঽনুরাগেণ প্রাবোচন্নশ্রুলোচনাঃ॥—'মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ'-ইত্যাদি বাক্যগুলি নন্দাদি অনুরাগের সহিতই অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিয়াছিলেন।" শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীনন্দের অন্তঃকরণে অত্যন্ত দুঃখের উদয় হইয়াছিল, তাহাতেই তাহার নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। এই দুঃখের কারণ হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার অনুরাগ, প্রগাঢ় বাৎসল্য। উদ্ধবের কথিত শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের কথা শুনিয়া শ্রীনন্দের চিত্তেও যদি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঈশ্বরত্ববুদ্ধি জন্মিত, তাহা হইলে বাৎসল্যজনিত অনুরাগ তিরোহিত হইয়া যাইত, কৃষ্ণবিরহের কথাও তাঁহার মনে জাগিত না (কেননা, উদ্ধবই বলিয়াছেন—পরমেশ্বর কৃষ্ণের সহিত কাহারও বিচ্ছেদ সম্ভব নহে) এবং কৃষ্ণবিরহের স্মৃতিতে তাঁহার নয়নে অশ্রুধারাও প্রবাহিত হইত না। তথাপি যে তিনি "মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ"-ইত্যাদি কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই। তিনি যুক্তির অনুরোধে উদ্ধবের কথা স্বীকার করিয়াই বলিয়াছেন—"উদ্ধব ! যদি তুমি এই কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়াই মনে কর, যদিও আমাদের পক্ষে তাঁহার (তোমার কথিত ঈশ্বরের) প্রাপ্তি সদূরপরাহত, তথাপি আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তি সেই কৃষ্ণপাদাশ্রয়া হউক, তাঁহা হইতে উদাসীন যেন না হয়।" শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামীও "মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ"-ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

'শুন উদ্ধব ! সত্য কৃষ্ণ আমার তনয়। তেঁহো ঈশ্বর, হেন যদি তোমার মনে লয়॥
তথাপি তাঁহাতে মোর রহু মনোবৃত্তি। তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণে হউক মোর মতি॥

—শ্রীচৈ, চ, ১।৬।৫৪-৫৫॥"

নন্দমহারাজের এই উক্তির তাৎপর্য্য যেন এইরূপ—"উদ্ধব ! কৃষ্ণ-নামে তোমার ভগবান্ যদি কেহ থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার চরণে আমাদের মতি হউক ; কিন্তু যে-কৃষ্ণের সংবাদ লইয়া তুমি আসিয়াছ, সেই কৃষ্ণ হইতেছে আমার পুত্র, সেই কৃষ্ণ ভগবান্ নহেন।"

ইহাতে জানা যায়—শুদ্ধবাৎসল্যই নন্দমহারাজের চিত্তে সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজিত ;

উদ্ধবকথিত শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের কথা তাঁহার চিত্তে ভক্তিময় দাস্যভাব জন্মাইতে পারে নাই ; বরং তাহা নন্দমহারাজের শুদ্ধ বাৎসল্যকে পরিপুষ্টই করিয়াছে। একথা বলার হেতু এই—উদ্ধব-কথিত ঈশ্বর-কৃষ্ণের চরণে নন্দমহারাজের রতি-মতি প্রার্থনায় নন্দমহারাজের অভিপ্রায় হইতেছে—"উদ্ধব! তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণের কৃপায় যেন আমার পুত্র কৃষ্ণের মঙ্গল হয়।"

শ্রীনন্দ ও শ্রীবসুদেবের বাৎসল্যের পার্থক্য

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, বসুদেবের ন্যায় নন্দমহারাজও শ্রীকৃষ্ণের লীলাধিকারী পরিকর ; সুতরাং বসুদেবের ন্যায় নন্দমহারাজের চিত্তেও নানাভাব থাকিতে পারে। তথাপি, বসুদেবের ন্যায় শ্রীনন্দের চিত্তে ভক্তিময় দাস্যভাবের আবির্ভাব হইল না কেন ?

ইহার উত্তর এই। বসুদেব এবং নন্দমহারাজ উভয়েরই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে বাৎসল্য-ভাব ; কিন্তু তাঁহাদের বাৎসল্য-প্রেমের পার্থক্য আছে ; নন্দমহারাজের বাৎসল্য কেবল, অত্যন্ত গাঢ় ; বসুদেবের বাৎসল্য তদ্রূপ নহে। বসুদেবের বাৎসল্য-প্রেম নন্দমহারাজের বাৎসল্য অপেক্ষা কম গাঢ়, কিঞ্চিৎ তরল ; তাই তাহার মধ্যে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রবেশ করিতে পারে ; বসুদেবের চিত্তস্থিত ভক্তিময় দাস্য-ভাবও তাহাকে ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়া নিজেকে আবির্ভূত করিতে পারে ; কিন্তু নন্দমহারাজের বাৎসল্য-প্রেম অত্যন্ত গাঢ় বলিয়া তাহার মধ্যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রবেশ করিতে পারে না, তাঁহার চিত্তস্থিত ভক্তিময় দাস্যও সেই প্রেমকে ভেদ করিয়া আত্মপ্রকট করিতে পারে না। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের কথা-শ্রবণের কথা দূরে, গোবর্দ্ধন-ধারণাদিলীলায় সাক্ষাদ্ ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিলেও নন্দমহারাজের শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান জন্মেনা, তখনও তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নিজের পুত্র বলিয়াই মনে করেন। নন্দমহারাজ কেন, ব্রজের যে-কোনও পরিকরের বিশুদ্ধ নির্ম্মল কেবল প্রেমেরই এইরূপ ধর্ম্ম।

কেবলার শুদ্ধপ্রেম ঐশ্বর্য্য না জনে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলেহ নিজ সম্বন্ধ সে মানে॥ শ্রীচৈ, চ, ১।১৭।১৭২॥

ঘ। শ্রীদামাবিপ্রের উক্তি

শ্রীদামা বিপ্র ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সহাধ্যায়ী ; সান্দিপনী মুনির গৃহে তাঁহারা এক সঙ্গে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের "কৃষ্ণস্যাসীৎ সখা কশ্চিৎ॥ ১০।৮০।৬॥"-শ্লোক হইতে জানা যায়, তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সখা। আবার, "কথয়াঞ্চক্রতুঃ"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৮০।২৭-শ্লোক হইতে জানা যায়, শ্রীদামা যখন দ্বারকায় গিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীদামা উভয়ে উভয়ের হস্তধারণ করিয়া কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন—"করৌ গৃহ্য পরস্পরম্।" ইহাতে উভয়ের সখ্যভাবোচিত ব্যবহারের কথাও জানা যায়। কিন্তু কথাবার্ত্তাপ্রসঙ্গে দ্বারকায় শ্রীদামা বিপ্র শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,

"কিমস্মাভিরনির্বৃত্তং দেবদেব জগদ্গুরো।
ভবতা সত্যকামেন যেষাং বাসো গুরাবভূৎ॥ শ্রীভা, ১০।৮০।৪৪॥

—হে দেবদেব! হে জগদ্‌গুরো! তুমি সত্যকাম। আমরা যখন তোমার সঙ্গে একত্রে গুরুকুলে বাস করিয়াছি, তখন আমাদের আর কি-ই বা অসম্পন্ন রহিয়াছে ?”

শ্রীদামাবিপ্রের এই বাক্যে ভক্তিময় দাস্যরতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে ; তাহাতে তাঁহার সখ্যভাবের সহিত দাস্যভাবের মিলনে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এ-স্থলেও পূর্ব্ববর্ত্তী গ-উপ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শ্রীবলদেবের ভাবের সমাধানের ন্যায় সমাধান করিলে দেখা যাইবে, রসাভাস হয় নাই।

ঙ। **শ্রীরুক্মিণীদেবীর উক্তি**

শ্রীরুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের মহিষী ; শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহার কান্তভাব, মধুর ভাব। কিন্তু তিনি এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,

“ত্বং ন্যস্তদণ্ডমুনিভির্গদিতানুভাব আত্মাত্মদশ্চ জগতামিতি মে বৃতোঽসি ॥
হিত্বা ভবদ্ভ্রুব উদীরিতকালবেগধ্বস্তাশিষোঽজভবনাকপতীন্ কুতোঽন্যে ॥
—শ্রীভা, ১০।৬০।৩৯॥

—আত্মারাম মুনিগণ আপনার মহিমা কীর্ত্তন করেন ; আপনি পরমাত্মা, আত্মদ (মোক্ষসমূহে সেই সেই আবির্ভাব-প্রকাশক—সালোক্যাদি-মুক্তিতে মুক্তপুরুগণ যে-সকল স্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, সে-সকল স্বরূপের প্রকাশক) ; এজন্য আপনার ভ্রূবিক্ষেপে উদিত কালবেগে নষ্টমঙ্গল পদ্মযোনি ও স্বর্গপতি প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়াও আমি আপনাকে বরণ করিয়াছি, অন্যের কথা আর কি বলিব ?”

এ-স্থলে রুক্মিণীর বাক্যে শান্তরতি প্রকাশ পাইয়াছে। শান্তরতি মধুররতির পক্ষে অযোগ্য। রুক্মিণীর যোগ্য স্থায়ী মধুরভাবের সহিত অযোগ্য শান্তরতির মিলনে এ-স্থলে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক রসাভাস হয় নাই। সমাধান এইরূপ। শ্রীরুক্মিণীদেবী হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা ; তিনি পতিব্রতা-শিরোমণি ; এজন্য তাঁহার কান্তভাবে দাসীত্বাভিমানময়ী ভক্তির সম্মিলন যে সমীচীন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারেনা। পতিব্রতা রমণীগণের পতিভক্তি সর্ব্বজন-বিদিত। শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণ-সম্বন্ধে শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন—“দাসী শতা অপি বিভোর্বিদধুঃ স্ম দাস্যম্ ॥ শ্রীভা, ১০।৬১।৬॥—শত শত দাসী বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা (অভ্যর্থনা, আসনপ্রদান, সম্মান, পাদপ্রক্ষালন, তাম্বূলদান. বিশ্রামার্থ ব্যজন, গন্ধ, মাল্য, কেশসংস্কার, শয্যারচনা, স্নান ও উপহারাদি দ্বারা) তাঁহাদের প্রভু শ্রীকৃষ্ণের দাস্য বিধান করিতেন।” ইহাতেও জানা যায়—মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী হইলেও প্রতিব্রতাসুলভ দাস্যাভিমান হৃদয়ে পোষণ করিয়া তাঁহারা দাসীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সেবাও করিতেন। বিশেষতঃ, রুক্মিণী হইতেছেন লক্ষ্মীস্বরূপা। তাঁহার ভক্তি হইতেছে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ও স্বরূপজ্ঞানের সহিত মিশ্রিতা ; তাঁহার কান্তভাবে সেই ভক্তির মিশ্রণ আছে। তজ্জন্য এ-স্থলে সেই ভক্তির পুষ্টিই সাধিত হইয়াছে, রসাভাস হয় নাই।

চ। ব্রজসুন্দরীদিগের উক্তি

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যমাত্রানুভাবময় কেবল-কান্তভাব। তাঁহাদের সান্দ্রতম প্রেমে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রবেশ করিতে পারেনা। কিন্তু শারদীয়-রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেলে, তাঁহারা নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়াও যখন তাঁহাকে পাইলেন না, তখন বিষাদ-ভারাক্রান্ত চিত্তে যমুনা-পুলিনে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া পরমার্ত্তির সহিত তাঁহারা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কয়েকটী কথা এই ঃ—

"ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্ অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে॥ শ্রীভা, ১০।৩১।৪॥

—হে সখে! তুমি নিশ্চয়ই গোপিকা-(যশোদা-) নন্দন নহ; তুমি সমস্ত জীবের অন্তরাত্মদ্রষ্টা পরমাত্মা; জগতের পালনের নিমিত্ত ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াই তুমি সাত্বতকুলে অবতীর্ণ হইয়াছ।"

এই বাক্য হইতে বুঝা যায়--গোপীদিগের চিত্তে শান্তাদি ভাবের উদয় হইয়াছিল। তাঁহাদের শুদ্ধ কান্তভাবের সহিত শান্তাদি ভাবের মিলনে রসাভাস হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন--এ-স্থলে তিরস্কারাদি-শ্লেষপূর্ণ বাগ্‌ভঙ্গিবিশেষই প্রকাশ পাইয়াছে; সুতরাং রসাভাস হয় নাই, রসের উল্লাসই হইয়াছে। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১৭৮॥

পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।১৭০-অনুচ্ছেদে ৫৩৫-৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত শ্লোকের যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা দেখিলেই জানা যাইবে--এই শ্লোকে রসাভাস হয় নাই, প্রত্যুত রসোল্লাসই হইয়াছে।

ছ। ব্রজসুন্দরীগণের বাৎসল্যভাবোচিত আচরণ

শারদীয় রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইয়া গেলে তাঁহার বিরহখিন্না গোপীগণ বনের বিভিন্ন স্থানে তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছিলেন। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন, সেই সময়ে,

"বদ্ধান্যয়া স্রজা কাচিৎ তন্বী তত্র উলূখলে।
ভীতা সুদৃক্‌পিধায়াস্যং ভেজে ভীতিবিড়ম্বনম্॥ শ্রীভা. ১০।৩০।২৩॥

— অন্য এক গোপী উলূখলের অনুকরণকারিণী কোনও গোপীতে এক গোপীকে মাল্যদ্বারা বন্ধন করিলেন। বন্ধনপ্রাপ্তা বরাক্ষী স্বীয় বদন আচ্ছাদন করিয়া ভয়ের অনুকরণ করিলেন।"

এক সময়ে বাৎসল্যময়ী যশোদামাতা রজ্জুদ্বারা বালক শ্রীকৃষ্ণকে উলূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ তখন ভয়ে স্বহস্তে স্বীয় মুখ আচ্ছাদন করিয়াছিলেন। এ-স্থলে কৃষ্ণান্বেষণ-পরায়ণা গোপীগণ সেই লীলার অনুকরণ করিয়াছেন। এক গোপী নিজেকে উলূখলের আকার ধারণ করাইলেন; অপর এক গোপী অন্য এক গোপীকে উলূখলের অনুকরণকারিণী গোপীর সঙ্গে মাল্যদ্বারা বন্ধন করিলেন; তখন বন্ধনপ্রাপ্তা গোপী স্বীয় বদন আচ্ছাদিত করিয়া যেন অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন,

এ-স্থলে দেখা যায়---এক গোপী যশোদামাতার ন্যায়, আর এক গোপীকে কৃষ্ণ মনে করিয়া

বন্ধন করিয়াছেন—শাসন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে ব্রজগোপীদের মধুর-ভাব। বন্ধনকারিণী গোপীতে যশোদার ন্যায় বাৎসল্যের উদয় হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মধুরের সঙ্গে অযোগ্য বাৎসল্যের মিলনে এ-স্থলে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীজীবপাদ বলেন, এ-স্থলেও রসাভাস হয় নাই। একথা বলার হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্লোকস্থ "ভীতিবিড়ম্বনম্"-শব্দপ্রসঙ্গে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"ভীতিবিড়ম্বনং ভয়ানুকরণম্—ভীতিবিড়ম্বন-শব্দের অর্থ হইতেছে ভয়ের অনুকরণ।" যাঁহাকে মাল্যদ্বারা বন্ধন করা হইয়াছে, তিনি বাস্তবিক ভীত হয়েন নাই, তিনি ভয়ের অনুকরণমাত্র—ভীত শ্রীকৃষ্ণের আচরণের অনুকরণমাত্র—করিয়াছিলেন। তদ্রূপ, যিনি তাঁহাকে বাঁধিয়াছিলেন, তিনিও যশোদামাতার আচরণের অনুকরণমাত্র করিয়াছিলেন, যশোদামাতার ন্যায় বাৎসল্যভাব তাঁহার চিত্তে উদিত হয় নাই। উপরে উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকা হইতেই তাহা জানা যায়। "অন্যয়া পূর্ব্বমুক্তৈর্ব্রজেশ্বরী-চেষ্টামাত্রং কুর্ব্বত্যা তন্বী বিরহার্ত্তা সত্ত এব কার্শ্যং প্রাপ্তা। অত্রানুকরণে। অনুকরণে উলূখল ইতি উলূখলানুকারিণ্যাং কস্যাঞ্চিদিত্যর্থঃ। সুদৃগিতি দৃগ্‌ভ্যামপি চকিতবিলোকনাদিনা ভয়মনুচকারেত্যর্থঃ। মুখং পিধায় হস্তাভ্যাং এব বালকভয়স্বভাবঃ ভীতিঃ কৃষ্ণস্য ভয়কার্য্যং কম্পাদি কিঞ্চিদ্‌রোদনবাক্যাদি চ তদনুকরণং ভেজে। এবমন্যাসামপি লীলানুকরণং যথার্হমূহ্যম্।"

এই টীকা হইতে জানা গেল—উলূখলরূপা যে গোপীর সহিত অন্য এক গোপীকে বন্ধন করা হইয়াছিল, তিনিও উলূখলের অনুকরণমাত্র করিয়াছিলেন ; যিনি বন্ধন করিয়াছিলেন, তিনিও ব্রজেশ্বরী যশোদার চেষ্টামাত্র অনুকরণ করিয়াছিলেন, ব্রজেশ্বরীকর্তৃক বন্ধনের অনুকরণমাত্রই করিয়াছিলেন ; আর যাঁহাকে বন্ধন করা হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণবিরহার্ত্তা সেই তন্বীগোপীও নয়নের চকিত-দৃষ্টিদ্বারা, কম্পাদিদ্বারা এবং কিঞ্চিৎ রোদনবাক্যাদিদ্বারা যশোদাবন্ধনজনিত ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত আচরণ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত—ভয়জনিত—আচরণের অনুকরণমাত্র করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই অনুকরণ।

উল্লিখিত শ্লোকে এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী আটটী শ্লোকেও কৃষ্ণবিরহার্ত্তা ব্রজসুন্দরীদিগের কতকগুলি আচরণের কথা বলা হইয়াছে। এই সমস্ত আচরণই যে কেবল অনুকরণমাত্র, তাহা এই সমস্ত শ্লোকের উপক্রমে শ্রীশুকদেবগোস্বামী স্পষ্ট কথাতেই বলিয়া গিয়াছেন।

ইত্যুন্মত্তবচোগোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ।
লীলা ভগবতস্তাস্তাহ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ। শ্রীভা, ১০।৩০।১৪॥

শ্রীশুকদেবের এই উক্তি হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ-বিহ্বলা গোপীগণ তদাত্মিকা (কৃষ্ণাত্মিকা, কৃষ্ণাসক্তচিত্তা) হইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুকরণমাত্র করিয়াছিলেন। "তদাত্মিকা"-শব্দের অর্থে বৈষ্ণবতোষণী লিখিয়াছেন—"তদাত্মিকাঃ তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে আত্মা চিত্তং যাসাং তাঃ গাঢ়তদাসক্তা ইত্যর্থঃ।" তদাত্মিকা-শব্দের অর্থ—শ্রীকৃষ্ণে গাঢ়রূপে আসক্তচিত্তা। গোপীদের এই গাঢ় আসক্তি হইতেছে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাহাদের মধুরভাব হইতে উত্থিত। ইহাতে বুঝা যায়, যখন তাঁহারা বিভিন্ন

লীলার অনুকরণ করিতেছিলেন, তখনও তাঁহাদের চিত্ত তাঁহাদের মধুরভাবের বিষয় তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণেই গাঢ়রূপে আসক্ত ছিল ; এই অবস্থায় যশোদার আচরণের অনুকরণকারিণী কৃষ্ণকান্তা গোপীর চিত্তে মধুরভাবের বিরুদ্ধ বাৎসল্যের উদয় সম্ভব নহে। কৃষ্ণাবিষ্টচিত্ত গোপীগণের চিত্তে কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট সমস্ত লীলার স্মৃতিই জাগ্রত হইয়াছিল ; তাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণে মনের আবেশ রক্ষা করিয়াই তাঁহারা সে-সমস্ত লীলার অনুকরণ করিয়াছিলেন ; অনুকরণ-সময়েও তাঁহাদের চিত্তের গাঢ় কৃষ্ণাবেশ দূরীভূত হয় নাই। ব্যাঘ্রদর্শনজনিত ভয়ে উন্মত্তপ্রায় ব্যক্তি যেমন ব্যাঘ্রের অনুকরণ করে, তাঁহাদের অনুকরণও তদ্রূপ। ব্যাঘ্রদর্শনজনিত ভয়ে উন্মত্তপ্রায় লোক যখন ব্যাঘ্রের অনুকরণ করে, তখনও তাহার চিত্তে ব্যাঘ্রদর্শনজনিত ভয়ই বিদ্যমান থাকে, ব্যাঘ্রের মনের ভাব তাহার চিত্তে জাগ্রত হয় না ; কেননা, তাহার মনের ভাব এবং ব্যাঘ্রের মনের ভাব—খাদ্য-খাদকভাব—পরস্পরবিরোধী। তদ্রূপ কৃষ্ণাবিষ্টচিত্তা গোপী যখন যশোদার আচরণের অনুকরণ করিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার চিত্তে কৃষ্ণবিষয়ক মধুরভাবই বিরাজিত ছিল, তাঁহার চিত্তে যশোদার বাৎসল্যভাবের উদয় হয় নাই ; কেননা, এই দুইটী ভাব পরস্পর বিরুদ্ধ। "যথা স্ববিষয়কভয়োন্মত্তস্য ব্যাঘ্রাদ্যনুকরণম্, অতো ন তদীয়প্রেমবিরুদ্ধ-ভাবযোগঃ। কস্যাশ্চিৎ শ্রীযশোদানুকরণঞ্চ ন স্বেন রত্যাখ্যেন ভাবেন তস্য বাল্যভাবনয়াবৃতত্বাৎ, কিন্তু প্রীতিসামান্যাতিশয়লব্ধকৃষ্ণভাবত্বেন ততো ভয়াদেব। ততস্তস্যাভাবেন ন মাতৃভাবস্পর্শঃ॥ বৈষ্ণবতোষণী॥"

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—যশোদামাতার কার্য্যের অনুকরণে যে গোপী মাল্যদ্বারা অন্যগোপীকে বন্ধন করিয়াছিলেন, তিনি যশোদামাতার আচরণের অনুকরণমাত্র করিয়াছিলেন ; তিনি নিজেকে যশোদা বলিয়াও মনে করেন নাই, যশোদার বাৎসল্যভাবও তাঁহার চিত্তে উদিত হয় নাই ; সুতরাং মধুর-ভাবের সহিত বাৎসল্যের স্পর্শও হয় নাই। মধুরভাবের সহিত বাৎসল্যের স্পর্শ হয় নাই বলিয়া এ-স্থলে রসাভাসও হয় নাই।

জ। ব্রজসুন্দরীদিগের শান্তভাবোচিত আচরণ

শারদীয় মহারাসে অন্তর্ধানের পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনাপুলিনে অবস্থিতা গোপীদের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন কোনও কোনও গোপীর আচরণসম্বন্ধে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন,

"তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদিকৃত্য নিমীল্য চ।
পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতাঃ॥ শ্রীভা, ১০।৩২।৮॥

—কোনও গোপী নেত্ররন্ধ্রদ্বারা তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) হৃদয়ে নিয়া নয়নদ্বয় নিমীলনপূর্ব্বক আলিঙ্গন করতঃ যোগীর ন্যায় পুলকিতাঙ্গী ও আনন্দসংপ্লুতা হইয়া রহিলেন।"

এ-স্থলে "যোগীব—যোগীর ন্যায়"-শব্দে শান্তরস সূচিত হইয়াছে ; সুতরাং গোপীর মধুর ভাবের সহিত শান্তভাবের মিলনে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—এ-স্থলেও রসাভাস হয় নাই।

তিনি বলেন, এ-স্থলে "যোগীব" হইতেছে "যোগি + ইব। যোগি-শব্দ—ক্লীবলিঙ্গ, একবচন, ক্রিয়াবিশেষণ।" "যোগীতি ক্লীবৈকবচনং তচ্চ ক্রিয়াবিশেষণম্॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ১৭৮॥" লজ্জাবশতঃ সেই গোপী যদিও শ্রীকৃষ্ণকে মনোমধ্যে স্থাপন করিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন, তথাপি অত্যন্ত অভিনিবেশবশতঃ যোগি—সংযোগি—যেমন হয়, তেমন আলিঙ্গন করিয়াছেন। "লজ্জয়া যদ্যপি মনসি নিধায়ৈবোপগুহ্যাস্তে তথাপ্যত্যন্তাভিনিবেশেন যোগি সংযোগি যথা স্যাত্তদিবোপগুহ্যাস্তে ইত্যর্থঃ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥১৭৮॥"

তাৎপর্য্য এই। এই শ্লোকে "যোগীব"-শব্দে "যোগীব—যোগমার্গের উপাসকের—ন্যায়" বুঝায় না; সুতরাং শান্তভাবও বুঝায় না। "যোগীব—যোগি + ইব = সংযোগি + ইব।" "যোগি"-ক্রিয়াবিশেষণ, "উপগুহ্যাস্তে-আলিঙ্গন করিলেন"-ক্রিয়ার বিশেষণ। যোগি বা সংযোগি—চিত্তের সহিত সম্যক্‌রূপে যুক্ত যাহাতে হইতে পারে, সেই ভাবে আলিঙ্গন করিলেন। শান্তভাব বুঝায় না বলিয়া এ-স্থলে রসাভাস হয় নাই।

শেষকালে শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"এবমন্যত্রাপি যথাযোগ্যং সমাধেয়ম্॥—এবম্বিধ রসাভাস অন্যত্র দৃষ্ট হইলেও যথোচিত ভাবে সমাধান করিতে হইবে (কেননা, রসস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে রসাভাস থাকিতে পারে না)।"

ঋ। শ্রীবলদেবাদিতে বিরুদ্ধ ভাবের সমাধান

শ্রীবলরামের মধ্যে একাধিক ভাব দৃষ্ট হয়। শঙ্খচূড়-বধের পূর্ব্বে যে হোরিকালীলা হইয়াছিল, তাহাতে প্রেয়সী গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ হোরিকালীলায় বিলসিত ছিলেন। শ্রীবলদেবও সে-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া গানাদি করিয়াছিলেন। এ-স্থলে দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীবলদেবের সখ্যভাব। আবার, শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০।৬৫-অধ্যায় হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে বলদেবকে ব্রজে প্রেরণ করিয়া ব্রজবাসীদিগকে নিজের সংবাদ জানাইয়াছিলেন; সেই সময়ে তিনি বলদেবের যোগেই কৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণের নিকটেও স্বীয় সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন এবং বলদেবও তাঁহাদের নিকটে সেই সংবাদ জানাইয়াছিলেন। এ-স্থলেও শ্রীবলদেবের সখ্যভাব দৃষ্ট হয়। শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বও জানিতেন, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানও তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান ছিল; "বাসুদেবেঽখিলাত্মনি॥ শ্রীভা, ১০।১৩।৩৬॥ শ্রীবলদেবের বাক্য।" তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নিজের প্রভু (ভর্ত্তা) বলিয়াও মনে করিতেন। "প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী॥ শ্রীভা, ১০।১৩।৩৭॥-শ্রীবলদেবের বাক্য।" ইহাতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহার ভক্তিও (স্বীয় দাস্যভাবও) ছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীবলদেবের বাৎসল্য-ভাবও অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। একই বলদেবে এইরূপ একাধিক ভাবের সমাবেশ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

ইহার সমাধান-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভের ১৭৮-অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন—"অথ শ্রীবলদেবাদৌ বিরুদ্ধভাবাবস্থানং চৈবং চিন্ত্যম্। যথৈব শ্রীকৃষ্ণস্তত্তদ্‌ভক্তসুখব্যঞ্জক-

নানালীলার্থং বিরুদ্ধান্‌পি গুণান্‌ ধারয়তি ন চ তৈর্বিরুধ্যতে অচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ, তথা তল্লীলাধিকারিণস্তেঽপি। অস্তি চৈষাং তদ্‌যোগ্যতা। তথা শ্রীবলদেবস্য জ্যেষ্ঠত্বাৎ বৎসলত্বম্‌। একাত্মত্বাদ্বাল্যমারভ্য সহবিহারিত্বাচ্চ সখ্যম্‌। পারমৈশ্বর্য্যজ্ঞানসদ্ভাবাদ্‌ ভক্তত্বমিতি। ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্য যাদৃশলীলাসময়স্তাদৃশ এব ভাবস্তদ্‌বিধস্যাবির্ভবতি। ততো ন বিরোধোঽপি ॥—শ্রীকৃষ্ণ যেমন তাঁহার ভক্তগণের সুখব্যঞ্জক নানা লীলার নিমিত্ত পরস্পর বিরুদ্ধ বহুগুণও ধারণ করিয়া থাকেন, তিনি অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন বলিয়া তাহাতে যেমন কোনও বিরোধ ঘটেনা, তেমনি তাঁহার লীলাধিকারী পরিকরগণও বহু বিরুদ্ধ গুণ ধারণ করিয়া থাকেন। তাদৃশ গুণ ধারণ করিবার যোগ্যতা তাঁহাদের আছে। যথা—শ্রীবলদেবে শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ বলিয়া বৎসল, একাত্মা এবং বাল্যকাল হইতে একসঙ্গে বিহার করিয়াছেন বলিয়া সখ্য এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পরমেশ্বর-জ্ঞান তাঁহাতে আছে বলিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভক্তও (দাস বা সেবকও)। এজন্য, শ্রীকৃষ্ণের লীলা যখন যেমন যেমন ভাবে প্রকটিত হয়, তখন সেই পরিকরবর্গের ভাবও তেমন তেমন ভাবে আবির্ভূত হয়। এজন্য কোনও বিরোধ ঘটিতে পারে না।"

এই প্রসঙ্গে সর্ব্বশেষে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"এবং শ্রীমদুদ্ধবাদীনামপি ব্যাখ্যেয়ম্‌॥—শ্রীউদ্ধবাদি সম্বন্ধেও এই রূপই সমাধান করিতে হইবে।" পূর্ব্ববর্ত্তী গ-উপ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

এপর্য্যন্ত মুখ্যরসের সহিত অযোগ্য মুখ্যরসের সম্মিলনজনিত রসাভাসের সমাধান প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে মুখ্যরসের সহিত অযোগ্য গৌণরসের মিলনজনিত রসাভাসের সমাধান প্রদর্শিত হইতেছে।

২০৩। মুখ্যরসের সহিত অযোগ্য গৌণরসের মিলনজনিত রসাভাসত্বের সমাধান

দেবকী-বসুদেবের আচরণ

কংসবধের পরে কৃষ্ণ-বলরাম যখন দেবকী-বসুদেবের বন্ধনমোচন করিয়া তাঁহাদের চরণে মস্তক স্পর্শ করাইয়া দেবকী-বসুদেবকে নমস্কার করিলেন, তখন,

"দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ॥ শ্রীভা, ১০।৪৪।৫১॥

—দেবকী ও বসুদেব জগদীশ্বর-জ্ঞানে ভীত হইয়া তাঁহাদের চরণে পতিত পুত্রদ্বয়কে আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না।"

দেবকী ও বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের মাতা-পিতা; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে তাঁহাদের মুখ্য বাৎসল্যরস; কিন্তু এক্ষণে জগদীশ্বরবুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণবিভাবিত গৌণ ভয়ানক-রসের আবির্ভাব হইয়াছে; সুতরাং এ-স্থলে মুখ্য বাৎসল্যের সহিত অযোগ্য গৌণ ভয়ানক রসের মিলনে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক রসাভাস হয় নাই। এ-স্থলেও শ্রীবলদেবাদির ভাবের ন্যায় সমাধান করিতে হইবে।

২০৪। গৌণরসের সহিত অযোগ্য গৌণরসের মিলনজনিত রসাভাসত্বের সমাধান

কালীয়দমন-লীলাকালে শ্রীবলদেবের হাস্য

কালীয়দমন-লীলার দিন ব্রজমধ্যে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক উৎপাত-দর্শনে গোচারণে বহির্গত শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে শঙ্কান্বিত হইয়া আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকল ব্রজবাসীই যখন স্বস্বগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, তখন শ্রীবলদেব,

"তাংস্তথা কাতরান্ বীক্ষ্য ভগবান্ মাধবো বলঃ।
প্রহস্য কিঞ্চিন্নোবাচ প্রভাবজ্ঞোঽনুজস্য সঃ॥ শ্রীভা, ১০।১৬।১৫॥

—ভগবান্ (সর্ব্বশক্তিযুক্ত) এবং মাধব (সর্ব্ববিদ্যাপতি) বলদেব তাঁহার অনুজ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব জানিতেন। তাঁহাদিগকে তাদৃশ কাতর দেখিয়া তিনি কেবল হাস্য করিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না।"

শ্রীকৃষ্ণের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া ব্রজবাসীদের চিত্তে করুণ-ভাবের উদয় হইয়াছে ; তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে গৃহ ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন। তাঁহাদের এই করুণ-ভাবের অনুভব করিয়া বলদেবের চিত্তেও করুণ-ভাবের উদয়ই স্বাভাবিক—যোগ্য। বলদেবের এই করুণভাবের সহিত হাস্যের যোগ হইয়াছে। করুণ এবং হাস্য-উভয়ই গৌণরস ; করুণরসের পক্ষে হাস্য অযোগ্য। সুতরাং এ-স্থলে গৌণ করুণরসের সহিত অযোগ্য গৌণ হাস্যের মিলনে রসাভাস হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এই ভাবে ইহার সমাধান করিয়াছেনঃ—নানাভাবযুক্ত শ্রীবলদেবেরও লীলাবিশেষ-পোষণের (এ-স্থলে কালীয়দমন-লীলাপোষণের) রীতি অনুসারে ভাবোদয়হেতু এই রসাভাসের সমাধানও পূর্ব্ববৎ (২০২ ঋ অনুচ্ছেদ)। অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ যেমন নানাভাববিশিষ্ট, তাঁহার লীলাপ্রবর্ত্তক পরিকরভক্তগণও তদ্রূপ নানাভাবযুক্ত। শ্রীবলদেবের হাস্যের কারণ হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব-জ্ঞান। এ-স্থলে ব্রজবাসিগণের প্রাণরক্ষার জন্যই বলদেবের মধ্যে অন্যান্য ভাবকে অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবজ্ঞান উদিত হইয়াছে। তাঁহার হাস্য দেখিয়া তত্রত্য ব্রজবাসীদের চিত্তে এইরূপ জ্ঞান উদিত হইয়াছিল যে—এই বলদেব শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেষ্ঠ এবং মর্ম্মবেত্তা ; তিনি যখন হাসিতেছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের কোনও অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই। তাহাতেই তাঁহারা চিত্তে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন। আবার, ব্রজবাসীদিগের প্রাণরক্ষার জন্য বলদেবের চেষ্টাও দেখা যায়। "কৃষ্ণপ্রাণান্নির্বিশতো নন্দাদীন্ বীক্ষ্য তং হ্রদম্। প্রত্যষেধৎ স ভগবান্ রামঃ কৃষ্ণানুভাববিৎ॥ শ্রীভা, ১০।১৬।২২॥—কৃষ্ণগত-প্রাণ শ্রীনন্দাদিকে কালীয়হ্রদে প্রবেশোদ্যত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রভাববেত্তা ভগবান্ বলরাম তাঁহাদিগকে নিষেধ করিলেন।" তাহার পরে আবার শ্রীকৃষ্ণ যখন কালীয়হ্রদ হইতে উত্থিত হইয়া আসিলেন, তখন তাঁহাকে পাইয়া কৃষ্ণপ্রভাববিদ্ বলরাম অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া হাস্য করিয়াছিলেন। "রামশ্চাচ্যুত-মালিঙ্গ্য জহাসাস্যানুভাববিৎ॥ শ্রীভা, ১০।১০।১৬॥" এ-স্থলে শ্রীবলদেবের হাস্য হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তিরস্কার-ব্যঞ্জক। (এই হাসির ব্যঞ্জনা হইতেছে এইঃ—'ভাই! তুমি কি জাননা, তোমাকে

কালিয়হ্রদের বিষাক্ত জলে প্রবিষ্ট দেখিলে বিষাক্ত জলের প্রভাবের কথা চিন্তা করিয়া এবং কালিয় নাগকর্তৃক আক্রমণের আশঙ্কা করিয়া তোমাগত-প্রাণ ব্রজবাসীরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইবেন? তথাপি কেন তুমি এমন কার্য্য করিলে ?)

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অন্যব্রজবাসীদের যেরূপ স্নেহ ছিল, বলদেবের যে তদ্রূপ স্নেহ ছিলনা, তাহাও নহে। শ্রীরুক্মিণী-হরণ-লীলাদিতে শ্রীবলদেবকে ভ্রাতৃস্নেহ- পরিপ্লুত বলা হইয়াছে। "বলেন মহতা সার্দ্ধং ভ্রাতৃস্নেহপরিপ্লুতঃ। ত্বরিতঃ কুণ্ডিনং প্রাগাদ্ গজাশ্বরথপত্তিভিঃ॥ শ্রীভা, ১০।৫৩।২১॥—বলদেব যখন শুনিলেন যে, রুক্মিণী-হরণার্থ শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভে গমন করিয়াছেন, তখন বিপক্ষ-রাজন্যবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ আশঙ্কা করিয়া শ্রীবলদেব ভ্রাতৃস্নেহ-পরিপ্লুত হইয়া হস্তি-অশ্ব-রথ-পদাতিকাদি সুমহদ্দল বল-সমভি-ব্যাহারে সত্বর বিদর্ভে গিয়া উপনীত হইলেন।" ইহাতেই জানা যায়—অনুজ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলদেবের প্রগাঢ় স্নেহ ছিল। এ-সমস্ত হইতে জানা যায়—ব্রজবাসীদিগকে কাতর দেখিয়া বলদেব যে হাসিয়াছিলেন, সেই হাসি হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের সেই অভীষ্ট-লীলার অনুরূপ, ইহার বৈরূপ্য কিছু নাই, সেই লীলায় বলদেবের হাস্য অযোগ্য নহে। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১৭৮॥

উল্লিখিত "তাংস্তথা কাতরান্"-ইত্যাদি শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় লিখিত হইয়াছে—"তদ্দুঃখেন দুঃখিতোঽপি তেষামেব কিঞ্চিদ্ধৈর্য্যার্থম্। প্রেতি, প্রকটং বহিরেব হসিত্বা তূষ্ণীমাসীৎ। অয়ং নিজানুজস্য তত্ত্বজ্ঞঃ স্নিগ্ধস্য হসতীতি নাত্র চিন্তেতি বোধয়িতুমিত্যর্থঃ॥—ব্রজবাসীদিগের দুঃখে নিজে দুঃখিত হইলেও তাঁহাদের কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য আনয়নের উদ্দেশ্যে (বলদেব কিছু না করিয়া এবং কিছু না বলিয়া কেবল একটু হাসিলেন)। 'প্রহস্য'-শব্দের অন্তর্গত 'প্র'-উপসর্গের তাৎপর্য্য এই যে, বলদেব প্রকট ভাবে অর্থাৎ বাহিরেই হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এই বহির্হাস্যের তাৎপর্য্য এই যে—তাঁহার হাসি দেখিয়া ব্রজবাসীরা মনে করিবেন—'বলদেব তো স্বীয় অনুজ শ্রীকৃষ্ণের মর্ম্মজ্ঞ, শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার স্নেহও যথেষ্ট; তথাপি তিনি যখন হাসিতেছেন, তখন বুঝা যাইতেছে, আমাদের চিন্তার কোনও কারণ নাই।"

এই টীকা হইতে জানা গেল—বলদেবের হাসি হইতেছে কেবল বাহিরের হাসি, লোক-দেখান হাসি; এই হাসি তাঁহার অন্তর হইতে আসে নাই, তাঁহার অন্তরকে স্পর্শ করে নাই; তাঁহার চিত্ত জুড়িয়া ছিল দুঃখ—করুণভাব। সুতরাং বাস্তবিক পক্ষে করুণের সহিত হাস্যের স্পর্শ হয় নাই বলিয়া এ-স্থলে রসাভাস হয় নাই।

২০৫। অযোগ্য সঞ্চারিভাবের মিলনজনিত রসাভাসত্বের সমাধান

ক। বিদেহরাজের উক্তি

শ্রীকৃষ্ণ যখন বিদেহরাজের গৃহে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া বিদেহরাজ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,

"স্ববচস্তদৃতং কর্ত্তুমস্মদ্দৃগ্‌গোচরো ভবান্‌।
যদাত্থৈকান্তভক্তান্মে নানন্তঃ শ্রীরজঃ প্রিয়ঃ॥ শ্রীভা, ১০।৮৬।৩২॥

—'অনন্ত, লক্ষ্মী এবং ব্রহ্মা—ইঁহারা আমার একান্ত ভক্ত হইতে অধিক প্রিয় নহেন'—আপনার এই বাক্যটীকে সত্য করিবার জন্যই আপনি আমাদের নয়নগোচর হইয়াছেন।"

এই শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়, বিদেহরাজ অনন্তাদি হইতেও যেন নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের অধিক প্রিয় মনে করিয়াছেন, তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দর্শন দিয়াছেন। এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে বুঝা যায়, বিদেহরাজের চিত্তে গর্ব্বনামক সঞ্চারিভাবের উদয় হইয়াছে। বিদেহরাজের স্থায়িভাব হইতেছে ভক্তি (দাস্য) ; ভক্তির বা দাস্যের পক্ষে গর্ব্ব অযোগ্য ; সুতরাং এ-স্থলে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—এ-স্থলেও রসাভাস হয় নাই। তিনি বলেন—এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণবাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—"অনন্তদেব, লক্ষ্মীদেবী এবং ব্রহ্মা আমার প্রিয় বটেন ; কিন্তু তাঁহারা একান্ত-ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়াই আমার প্রিয় ; তাঁহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ আছে বলিয়াই —অনন্তদেব আমার ধাম বা বাসস্থান বলিয়া, লক্ষ্মীদেবী আমার কান্তা বলিয়া, ব্রহ্মা আমার পুত্র বলিয়া, এইরূপে তাঁহাদের প্রত্যেকের সহিত আমার কোনও না কোনওরূপ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই—যে তাঁহারা আমার প্রিয়, তাহা নহে।" বিদেহরাজের উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই : "হে শ্রীকৃষ্ণ ! 'একান্তভক্তই আমার প্রিয়'-আপনার এই বাক্যের সত্যতা দেখাইবার নিমিত্তই আপনি আমাদিগকে দর্শন দিয়াছেন ; আমরা আপনার একান্তভক্তশ্রেষ্ঠগণের অনুগামী বলিয়াই, তাঁহাদের প্রতি আপনার যে কৃপা, সেই কৃপার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের অনুগত আমাদিগকে দর্শন দিয়াছেন।" এইরূপে দেখা গেল— বিদেহরাজের বাক্যে অনন্তাদি একান্ত-ভক্ত-শ্রেষ্ঠগণের প্রতি হেলন বা উপেক্ষা প্রকাশ পায় নাই,— সুতরাং গর্ব্বও প্রকাশ পায় নাই ; বরং অনন্তাদির ভক্ত্যুৎকর্ষই প্রকাশ পাইয়াছে। গর্ব্বনামক সঞ্চারিভাব প্রকাশ পায় নাই বলিয়া এ-স্থলে রসাভাস হয় নাই। এ-স্থলে অনন্তাদি ভক্তশ্রেষ্ঠদের অনুগামিত্বাংশেই বিদেহরাজের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপ্রকাশ।

খ। ব্রজদম্পতীর আচরণে উদ্ধবের কথা।

শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া উদ্ধব যখন ব্রজে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার দর্শনে নন্দ-যশোদার বাৎসল্য-সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল ; শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বচরিত-কথা স্মরণ করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব মহারাজ-পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছিলেন,

"তয়োরিত্থং ভগবতি কৃষ্ণে নন্দযশোদয়োঃ।
বীক্ষ্যানুরাগং পরমং নন্দমাহোদ্ধবো মুদা॥ শ্রীভা, ১০।৪৬।২৯॥

—ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণে সেই নন্দ-যশোদার এই প্রকার পরমানুরাগ দর্শন করিয়া আনন্দে উদ্ধব শ্রীনন্দকে বলিলেন।"

এ-স্থলে "মুদা—আনন্দের সহিত"-শব্দে উদ্ধবের হর্ষ-নামক সঞ্চারিভাব দৃষ্ট হইতেছে। ব্রজদম্পতীর শ্রীকৃষ্ণবিরহ-জনিত দুঃখও উদ্ধব অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার এই দুঃখানুভবময়ী ভক্তির (দাস্যের) সহিত হর্ষ-নামক অযোগ্য সঞ্চারিভাবের মিলনে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন, এ-স্থলেও রসাভাস হয় নাই। তিনি বলেন, এ-স্থলেও (পূর্ব্ববর্ত্তী ২০৪-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত) শ্রীবলদেবের হাস্যের ন্যায় সমাধান করিতে হইবে। ব্রজরাজ-দম্পতীর সান্ত্বনা বিধানের জন্যই উদ্ধব আসিয়াছেন; যদিও তাঁহাদের দুঃখ দেখিয়া তিনিও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের সাক্ষাতে তাঁহার নিজের দুঃখ প্রকাশ সঙ্গত হইত না; কেননা, তাহা হইলে তাঁহাদের দুঃখসমুদ্র আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। তাই তাঁহাদের অনুরাগ-মহিমা-দর্শনে বিস্ময়জনিত হর্ষ প্রকাশ করাই তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হইয়াছে। ব্রজরাজদম্পতীর শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ দর্শন করিয়াই তিনি আনন্দ লাভ করিয়াছেন। ইহার পরে তিনি সেই প্রকারেই সান্ত্বনা দান করিয়াছেন॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥১৮০॥

গ। কুব্জার চাপল্য

শ্রীবলদেবাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরার রাজপথে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন কুব্জা তাঁহার উত্তরীয়-প্রান্ত আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছিলেন,

"এহি বীর গৃহং যামো ন ত্বাং ত্যক্তুমিহোৎসহে।
ত্বয়োন্মথিতচিত্তায়াঃ প্রসীদ মধুসূদন॥ শ্রীভা, ১০।৪২।১০॥

—হে বীর! এস, আমার গৃহে যাই; তোমাকে পরিত্যাগ করিতে আমার উৎসাহ হইতেছে না। তোমার দর্শনে আমার চিত্ত উন্মথিত হইয়াছে। হে মধুসূদন! আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"

এ-স্থলে সর্ব্বজন-সমক্ষে কুব্জার আচরণ চাপল্য-নামক সঞ্চারিভাবের পরিচায়ক। কুব্জার উজ্জ্বলরসের সহিত এই চাপল্যের মিলনে এ-স্থলে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীজীবপাদ বলেন—কুব্জা সাধারণী নায়িকা বলিয়া তাঁহার চাপল্য দোষাবহ নহে। এ-স্থলেও রসাভাস হয় নাই। প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ১৮১॥

ঘ। ব্রজসুন্দরীদিগের চাপল্য

প্রশ্ন হইতে পারে, কুব্জা সাধারণী নায়িকা বলিয়া তাঁহার চাপল্য দোষাবহ না হইতে পারে; কিন্তু ব্রজসুন্দরীগণ তো সাধারণী নায়িকা নহেন; তাঁহারা হইতেছেন নায়িকাকুল-শিরোমণি। তাঁহাদেরও তো চাপল্য দৃষ্ট হয়। ক্রমশঃ তাঁহাদের চাপল্যের কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে।

ব্রজেশ্বরীর সভায় অবস্থিত ব্রজদেবীগণ বলিয়াছিলেন,

"তব সুতঃ সতি যদাধরবিম্বে দত্তবেণুরনয়ৎ স্বরজাতীঃ॥
সবনশস্তদুপধার্য্য সুরেশাঃ শক্রশর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ।
কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ॥ শ্রীভা, ১০।৩৫।১৪-১৫॥

—হে সতি! আপনার পুত্র যখন অধরবিম্বে বেণুসংযোগ করিয়া স্বরালাপ করেন, তখন ইন্দ্র, রুদ্র, ব্রহ্মাদি দেবেশ্বরগণ তাহা সম্যক্‌রূপে শ্রবণ করিয়া, তাঁহারা সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ হইয়াও, মোহপ্রাপ্ত হয়েন। তখন তাঁহাদের কন্ধর ও চিত্ত আনত হয়; যেহেতু, তাঁহারা সেই স্বরালাপের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারেন না।”

এ-স্থলে ব্রজসুন্দরীদিগের চাপল্য দৃষ্ট হয়; অথচ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে মধুরভাববতী। চাপল্য নামক সঞ্চারিভাবের উদয়ে তাঁহাদের মধুর-ভাব কি রসাভাসে পরিণত হয় নাই? শ্রীজীবপাদ বলেন, তাহা হয় নাই। তিনি বলেন, “তব সুতঃ সতি”-ইত্যাদি বাক্যে ব্রজদেবীগণ যে কুব্জার মত চাপল্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা মনে করা সঙ্গত হইবে না। শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০।৩৫-অধ্যায়েরই হইতেছে উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়। ১০।৩৫-অধ্যায়ের শ্লোকসমূহে তুইটী তুইটী পৃথক্ পৃথক্ সংবাদ সংগ্রহ করা হইয়াছে (শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে গমন করিলে বিরহার্ত্তা ব্রজদেবীগণ কৃষ্ণকথার আলাপনে কালাতিপাত করিতেন; শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০।৩৫-অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব-গোস্বামী তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। তাহাতে তুইটী করিয়া শ্লোকে লীলা ও তৎপোষ্যজনের পূর্ব্বাপর-ভাবে বর্ণনা আছে বলিয়া এই অধ্যায়টীকে যুগলগীত বলা হয়। এই অধ্যায়ে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ব্রজসুন্দরীদিগের এক স্থানের বা এক সভার কথা নহে। বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সভায়, যে সকল কথা হইয়াছিল, মহারাজ পরীক্ষিতকে জানাইবার জন্য শ্রীশুকদেব তৎসমস্ত একত্র সংগ্রহ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন)। উপরে উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে যাহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতেছে ব্রজেশ্বরীর সভার কথা। ইহাতে সাধারণভাবে শ্রীকৃষ্ণের বেণুমাধুর্য্যের কথাই বলা হইয়াছে—যে বেণুমাধুর্য্যে ইন্দ্রাদিরও মোহ উৎপন্ন হইয়াছিল। ব্রজেশ্বরীর সভায়, শ্রীকৃষ্ণের বেণুমাধুর্য্যে ইন্দ্রাদি দেবতাগণের মোহের কথা বলায় গুরুজন-সমক্ষে ব্রজদেবীদের চাপল্যদোষ প্রকাশ পায় নাই; যদি তাঁহারা নিজেদের মোহের কথা বলিতেন, তাহা হইলেই কুব্জার ন্যায় তাঁহাদের চাপল্য প্রকাশ পাইত। কুব্জা বলদেবাদির সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণরূপ-দর্শনে নিজের মোহের কথাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ-স্থলে ব্রজদেবীদের চাপল্য প্রকাশ পায় নাই বলিয়া রসাভাস হয় নাই।

শ্রীজীবপাদ শ্রীভা, ১০।৩৫-অধ্যায়ের আরও কয়েকটী শ্লোকের উল্লেখ করিয়া বিষয়টী আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন। তাঁহার উল্লিখিত শ্লোকগুলি এই ঃ--

“ব্যোমযানবনিতাঃ সহ সিদ্ধৈর্বিস্মিতাস্তদুপধার্য্য সলজ্জাঃ।
কামমার্গণ-সমর্পিতচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরপস্মৃতনীবাঃ॥১০।৩৫।৩

—অন্তরীক্ষস্থা দেবীগণ তাঁহাদের পতি সিদ্ধগণের সহিত থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হয়েন এবং কামপরবশ-চিত্তা হইয়া লজ্জিতা ও মোহিতা হইয়া পড়েন; নিজেদের নীবি-স্খলনের কথাও তাঁহারা বিস্মৃত হইয়া যায়েন।”

এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি ব্রজদেবীদের অন্তরঙ্গ-গোষ্ঠীতে, নিজেদের সভায়, বলা হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত-শ্রবণে ব্যোমযান-বনিতাদের কামপীড়াদির কথাই বলা হইয়াছে। ইহা ব্রজদেবীদের স্বজাতীয় ভাব। নিজেদের মধ্যে এই কথাগুলি বলা হইয়াছে বলিয়া ইহা দোষাবহ নহে। ব্রজেশ্বরীর সভায় এই কথাগুলি বলিলে অবশ্য চাপল্য প্রকাশ পাইত—সুতরাং দোষাবহ হইত।

"ব্রজতি তেন বয়ং সবিলাসবীক্ষণার্পিতমনোভববেগাঃ।
কুজগতিং গমিতা ন বিদামঃ কশ্মলেন কবরং বসনং বা ॥১০।৩৫।১৭॥

—বেণুবাদন পূর্ব্বক গমনকালে শ্রীকৃষ্ণ সবিলাসাবলোকনদ্বারা আমাদের চিত্তে মনোভবের অর্পণ করেন। তাহাতে আমাদের অবস্থা তরুগণের অবস্থার মত হইয়া যায়। আমাদের কেশবন্ধন এবং বসন যে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে, মোহবশতঃ তাহাও আমরা জানিতে পারিনা।"

এই শ্লোকোক্ত কথাগুলিও ব্রজদেবীদের নিজেদের মধ্যেই বলা হইয়াছে। ইহাতে ব্রজদেবীদের স্বীয় ভাব বর্ণিত হইয়াছে। নিজেদের সভায় বলা হইয়াছে বলিয়া ইহা দোষাবহ নহে। যদি ব্রজেশ্বরীর সাক্ষাতে এই কথাগুলি বলা হইত, তাহা হইলে চাপল্য প্রকাশ পাইত—সুতরাং দোষাবহ হইত।

"কুন্দদামকৃতকৌতুকবেষো গোপগোধনবৃতো যমুনায়াম্।
নন্দসূনোরনঘে তব বৎসো নর্ম্মদঃ প্রণয়িনাং বিজহার ॥১০।৩৫।২০॥

—হে অনঘে ব্রজেশ্বরি! তোমার বৎস নন্দনন্দন সুহৃদ্‌গণের সুখদাতা; তিনি কৌতুকবশতঃ কুন্দকুসুমে সজ্জিত হইয়া এবং গোপগণের এবং গোধনের দ্বারা পরিবৃত হইয়া যমুনাপুলিনে বিহার করেন।"

এই শ্লোকোক্ত কথাগুলি ব্রজেশ্বরীর সভায় কথিত হইয়াছে। ইহাতে সখাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহারের কথাই বলা হইয়াছে, ব্রজসুন্দরীদের নিজেদের সহিত বিহারের কথা বলা হয় নাই; সুতরাং ইহাতেও দোষের কিছু নাই।

৬। **ব্রজসুন্দরীদের দৈন্য**

শারদীয় রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া ব্রজসুন্দরীগণ বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপনীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাঁহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, যথাশ্রুত অর্থে তাহাতে তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা সূচিত হয়। তাঁহার বাহ্যিক উপেক্ষাময় বাক্য শুনিয়া ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,

"মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াং স্তবপাদমূলম্।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্
দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্॥ শ্রীভা, ১০।২৯।৩১॥

—হে বিভো ! এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করা আপনার পক্ষে সঙ্গত হয় না। আমরা সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া আপনার পাদমূলে উপনীত হইয়াছি। আদিপুরুষ যেমন মুমুক্ষুগণকে ভজন করেন, হে দুরবগ্রহ ! আপনিও ভক্ত-আমাদিগকে তদ্রূপ ভজন (অঙ্গীকার) করুন।”

এ-স্থলে ব্রজসুন্দরীগণ পরিষ্কার ভাবেই শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ প্রার্থনা করিয়াছেন ; তাহাতে তাঁহাদের দৈন্য-নামক সঞ্চারিভাব প্রকাশ পাইয়াছে। মধুর-ভাববতী নায়িকার পক্ষে এই দৈন্য অযোগ্য বলিয়া এ-স্থলে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—এ-স্থলে রসাভাসের সমাধান আছে ; শ্লেষে (ভিন্ন অর্থ প্রদর্শনপূর্ব্বক) নিষেধার্থাদিপররূপে ব্যাখ্যা করিলে দেখা যাইবে, ইহা পরম-রসাবহ, পরন্তু রসাভাস নহে। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১৮২॥

পরবর্ত্তী ৩৩৩-অনুচ্ছেদে এই শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এ-স্থলে প্রকাশ করা হইতেছে।

এই শ্লোকে “মৈবং=মা+এবং”-শব্দের অন্তর্গত “মা—না”-শব্দ শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনা-নিবারণের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে (পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যসমূহে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাওয়ার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন—অর্থাৎ তাঁহাদের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এইক্ষণে পরমার্ত্তিজনিত ব্যগ্রতাবশতঃ সর্ব্বপ্রথমেই “মা-না”-এই নিষেধার্থক শব্দ-প্রয়োগ করিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে জানাইলেন —না, তাঁহারা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না)। তাঁহাদের এই উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপাদনের জন্য তাঁহারা বলিলেন-“যে সকল রমণী পতিপুত্রাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তোমার পাদমূল ভজন করে, তুমি তাহাদিগকে নিঃসঙ্কোচে ভজন কর।” এ-স্থলে “পাদমূল”-শব্দ প্রয়োগ করিয়া ব্রজসুন্দরীগণ সে-সকল রমণীর মধ্যে নিজেদের উৎকর্ষ খ্যাপন করিয়াছেন। “পাদমূলমিতি তাসু নিজোৎকর্ষ-খ্যাপনম্।” তাৎপর্য্য এই যে, সে-সকল রমণীর ন্যায় আমরা তোমার পাদমূল ভজন করি না। তোমার পাদমূল ভজনকারিণীদিগকে তুমি ভজন কর ; কিন্তু যাহারা তাহাদের মত নয়, সেই আমাদিগের প্রতি তুমি সাগ্রহ দৃষ্টিও নিক্ষেপ করিওনা ; তুমি আমাদিগকে ত্যাগ কর। একটী দৃষ্টান্তের সহায়তাতেও তাঁহারা তাঁহাদের অভিপ্রায়কে পরিস্ফুট করিলেন। যাঁহারা বিষয়াদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আদিপুরুষের ভজন করে, আদিপুরুষও সেই মুমুক্ষুগণেরই ভজন করিয়া থাকেন (তাঁহাদের অভীষ্ট দান করিয়া থাকেন), কিন্তু অন্য কাহাকেও ভজন করেন না ; (তদ্রূপ, তুমিও তোমার পাদমূল-ভজনকারিণীদেরই ভজন কর ; আমরা যখন তোমার পাদমূল-ভজন করিনা, তখন আমাদিগের ভজন তুমি করিওনা)।

এইরূপ ব্যাখ্যায় প্রকটভাবে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ প্রার্থনামূলক দৈন্য থাকেনা বলিয়া এ-স্থলে রসাভাস হয় নাই। পরন্তু ব্রজসুন্দরীদিগের এতাদৃশী উক্তির ভঙ্গীতে যাহা ব্যঞ্জিত হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের বাক্যকে অত্যন্ত রসাবহ করিয়াছে।

২০৬। অযোগ্য অনুভাবের সহিত মিলনজনিত রসাভাসত্বের সমাধান

ক। বলিমহারাজের উক্তি

ভগবান্ বামনদেব ব্রাহ্মণবটুর ছদ্মবেশে বলিমহারাজের যজ্ঞস্থলে উপনীত হইলে বলি তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া, তাঁহাকে ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণবালক মনে করিয়া বলিলেন—"আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, যাচ্ঞা করুন; যাহা চাহেন, তাহাই দিব।" বটু চাহিলেন—তাঁহার পদের পরিমাণে ত্রিপাদ ভূমি। তখন বলিমহারাজ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"এই সামান্য জিনিস চাহিতেছেন কেন? যাহা পাইলে ভবিষ্যতে কখনও আপনার দারিদ্র্য থাকিবে না, তাহাই চাহেন।" কিন্তু ব্রাহ্মণবটু ত্রিপাদ ভূমি ব্যতীত অপর কিছুই চাহিলেন না। তখন বলিমহারাজ সেই ব্রাহ্মণবালককে ভূমি দান করার জন্য জলপাত্র গ্রহণ করিলেন।

বলিমহারাজ ব্রাহ্মণবালকের স্বরূপ জানিতে পারেন নাই; কিন্তু দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে চিনিয়াছেন এবং কি উদ্দেশ্যে তিনি ছদ্মবেশে এই যজ্ঞস্থলে উপনীত হইয়াছেন, তাহাও জানিতে পারিয়াছেন। বলিমহারাজকে ভূমিদানে উদ্যত দেখিয়া শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া বলিকে বলিলেন—"এ কি করিলে বলি! ইঁহাকে ভূমি দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলে? ইনি ব্রাহ্মণবটু নহেন, পরন্তু ভগবান্। তোমার শত্রু দেবতাদের পক্ষ হইয়া তোমার সর্ব্বনাশ করিতে এখানে আসিয়াছেন। ইনি বিশ্বমূর্ত্তি, তিন পাদেই ইনি সমদায় লোককে আক্রমণ করিবেন, তোমার আর কিছুই থাকিবে না। ইনি এক পাদে পৃথিবী আক্রমণ করিবেন, দ্বিতীয় পাদে স্বর্গ লইবেন, ইঁহার বিশাল শরীরে গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত হইবে; তৃতীয় পাদের স্থান হইবে কোথায়? তোমার প্রতিশ্রুতি অনুসারে তৃতীয় পাদের স্থানের জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন; তুমি তাহা দিতে পারিবেনা; তখন তোমাকে ইনি বন্ধন করিবেন, তোমাকে এবং তোমার সর্ব্বস্ব নিয়া তোমার শত্রু ইন্দ্রকে দিবেন। তুমি যদি নিজের মঙ্গল চাও, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিওনা।"

তখন বলিমহারাজ বলিলেন—"আমি আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে পারিবনা; প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করিলে আমার অখ্যাতি হইবে, আমার বংশের কলঙ্ক হইবে। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেই আমার যশঃ অক্ষুণ্ণ থাকিবে; দেহত্যাগ অপেক্ষাও ধনত্যাগে অধিক যশঃ। আমিই ব্রাহ্মণবালককে যাচ্ঞার জন্য প্রলুব্ধ করিয়াছি; আমি আমার বাক্য রক্ষা করিব, ব্রাহ্মণকে তাঁহার প্রার্থিত ত্রিপাদ ভূমি আমি দিব। আপনার কথা মত তিনি যদি বিষ্ণুই হয়েন, অথবা আমার শত্রু ইন্দ্রের পক্ষাবলম্বী বলিয়া আমার শত্রুও হয়েন, তথাপি আমি তাঁহাকে তাঁহার প্রার্থিত বস্তু দিব।

যদ্যপ্যসাবধর্ম্মেণ মাং বধ্নীয়াদনাগসম্।
তথাপ্যেনং ন হিংসিষ্যে ভীতং ব্রহ্মতনুং রিপুম্॥ শ্রীভা, ৮।২০।১২॥

—আমি নিরপরাধ। যদি ইনি (ব্রাহ্মণবটু, ছলনারূপ) অধর্ম্ম করিয়া (আমি তাঁহার প্রার্থিত সমস্ত

বস্তু দিতে অসমর্থ হইলে) আমাকে বন্ধন করেন, তথাপি আমি ব্রাহ্মণরূপী ভীত এই রিপুকে হিংসা করিবনা।”

এ-স্থলে শ্রীবামনদেববিষয়ে বলিমহারাজের ভক্তিময় দাস্য ভাব; ভক্তিময় দাস্যভাবের অনুভাব হইতেছে “হিংসার অভাব— ন হিংসিষ্যে।” কিন্তু বামনদেব অধর্ম্ম করিবেন, তিনি ভীত (ভয়বশতঃই ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছেন মনে করিয়া ভীত বলা হইয়াছে), রিপু”, এ-সমস্ত উক্তি হইতেছে ভক্তিময় দাস্যভাবের অযোগ্য। এ-সমস্ত অযোগ্য বাক্যে হিংসার অভাবরূপ অনুভাবও অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এ-স্থলে অযোগ্য অনুভাবের মিলনে ভক্তিময় দাস্য রসাভাসে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীজীবপাদ বলেন—ইহার সমাধান হইতেছে এইরূপঃ—এ-স্থলে শুক্রাচার্য্যের বঞ্চনার্থই অধর্ম্মাদি-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে (এ-সমস্ত বলিমহারাজের প্রাণের কথা নহে); তথাপি এ-সমস্ত শব্দের উল্লেখে বলিমহারাজের ভক্তিময় দাস্যরস রসাভাসে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক রসাভাস হয় নাই। কেননা, যে-সময়ে বলিমহারাজ ঐসকল কথা বলিয়াছিলেন, সেই সময়েও তাঁহার চিত্তে সাক্ষাৎ ভক্তির উদয় হয় নাই (কেননা, শুক্রচার্য্য যখন তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার উপদেশ দিয়াছিলেন, তখন তিনি শুক্রাচার্য্যকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায়, তখনও তিনি ব্যাকুল ছিলেন নিজের যশঃ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য; তাঁহার চিত্তের গতি ছিল কেবল নিজের দিকে, ভগবানের দিকে ছিলনা। ভগবানের দিকে চিত্তের গতিই হইতেছে ভক্তির পরিচায়ক। তাহা তখন তাঁহার ছিলনা বলিয়া সহজেই বুঝা যায়, তখনও তাঁহার মধ্যে সাক্ষাৎ ভক্তির উদয় হয় নাই)। ত্রিবিক্রমের পাদস্পর্শের পরেই তাঁহার চিত্তে ভক্তির উদয় হইয়াছিল (শ্রীভা, ৮।২০।২১-২২ অধ্যায়)। উল্লিখিত বাক্যগুলি ছিল তাঁহার তৎকালীন চিত্তভাবের অনুরূপ; চিত্তের তৎকালীন অবস্থায় এই বাক্য-গুলি তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত হয় নাই। ভক্তিই রসে পরিণত হয়; তাঁহার চিত্তে তখন ভক্তি ছিলনা বলিয়া রসরূপে পরিণত হওয়ারও কিছু ছিলনা; সুতরাং রসাভাসের প্রশ্নও উঠিতে পারে না।

খ। উদ্ধবের উক্তি

শ্রীকৃষ্ণকে জরাসন্ধবধের পরামর্শ দিয়া উদ্ধব বলিয়াছিলেন,

“জরাসন্ধবধঃ কৃষ্ণ ভূর্য্যর্থায়োপকল্প্যতে॥ শ্রীভা, ১০।৭১।১০॥

—হে কৃষ্ণ! জরাসন্ধবধ বহু প্রয়োজনসিদ্ধির হেতু হইবে।”

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে উদ্ধবের দাস্যভাব; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের নামোচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করা সঙ্গত হয় নাই: ইহাদ্বারা দাস্যময় রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এ-স্থলে কৃষ্ণের নামোচ্চারণ হইতেছে অনুভাব—অযোগ্য অনুভাব।

শ্রীজীবপাদ বলেন—এ-স্থলেও রসাভাস হয় নাই; কেননা, ভক্তের পক্ষে কৃষ্ণনামোচ্চারণ অযোগ্য নহে। একথা বলার হেতু এই। শ্রুতি বলেন-“যস্য নাম মহদ্‌যশঃ—যাঁহার নাম মহাযশঃ।”

শ্রীকৃষ্ণের নাম হইতেছে পরম-মহিমাময় ; এজন্য শ্রীকৃষ্ণের দাসাদিও যে শ্রীকৃষ্ণের নাম গ্রহণ করেন, তাহা দেখা যায়। কাহারও যশঃকীর্ত্তনে যেমন তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায় না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের নামোচ্চারণেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায় না ; কেননা, তাঁহার নামই তাঁহার পরম-যশঃস্বরূপ। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে উদ্ধবের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-নামোচ্চারণ দোষের হয় নাই—সুতরাং এ-স্থলে রসাভাসও হয় নাই। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১৮৩॥

গ। শ্রীশুকদেবের উক্তি

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞ-প্রসঙ্গে মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন,

"সতাং শুশ্রূষণে জিষ্ণুঃ কৃষ্ণঃ পাদাবনেজনে।
পরিবেষণে দ্রুপদজা কর্ণো দানে মহামনাঃ ॥ শ্রীভা, ১০।৭৫।৫॥

—(শ্রীযুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে) সাধুগণের শুশ্রূষায় অর্জ্জুন, পাদপ্রক্ষালনকার্য্যে শ্রীকৃষ্ণ, পরিবেষণে দ্রৌপদী, দানকার্য্যে মহামনা কর্ণ নিযুক্ত হইয়াছিলেন।"

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে যুধিষ্ঠিরের ভক্তিময় দাস্যভাব। কে কে কোন্ কোন্ কার্য্য করিতেছিলেন, তাহা বলিয়া শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"নিরূপিতা মহাযজ্ঞে নানাকর্ম্মসু তে তদা। প্রবর্ত্তন্তে স্ম রাজেন্দ্র রাজ্ঞ প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥১০।৭৫।৭॥ —ইঁহারা সকলে রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রিয়কামনা করিয়া সেই মহাযজ্ঞে নানাকর্ম্মে নিরূপিত হইয়া প্রবৃত্ত হইলেন।" এ-স্থলে শ্রীধরস্বামিপাদ "নিরূপিতাঃ"-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন-"নিরূপিতাঃ নিযুক্তাঃ সন্তঃ"—নিরূপিত-শব্দের অর্থ নিযুক্ত হইয়া। ইহাতে বুঝা যায়—পাদপ্রক্ষালন-কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণও অপরকর্তৃক (যুধিষ্ঠিরকর্তৃক) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এ-স্থলে যুধিষ্ঠিরকর্তৃক পাদপ্রক্ষালন-কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণের নিয়োগ অযুক্ত বলিয়া যুধিষ্ঠিরের ভক্তিময় দাস্যরস আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীজীবপাদ বলেন এ-স্থলেও রসাভাস হয় নাই। যুধিষ্ঠির যদি শ্রীকৃষ্ণকে পাদপ্রক্ষালন-কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, তাহা হইলে তাহা হইত যুধিষ্ঠিরের পক্ষে অসঙ্গত ; কিন্তু যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ নিজে ইচ্ছা করিয়াই এই কার্য্যের ভার নিজে গ্রহণ করিয়াছেন। বাস্তবিক কেবল শ্রীকৃষ্ণকে কেন, অন্য যাঁহারা যে-যে কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহাকেও মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই সেই কাজে নিযুক্ত করেন নাই; তাঁহার প্রেমবদ্ধ বান্ধবগণ নিজেরাই সেই-সেই কার্য্যের ভার লইয়াছেন। শ্রীশুকদেবের উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে শুকদেব বলিয়াছেন—

"পিতামহস্য তে যজ্ঞে রাজসূয়ে মহাত্মনঃ।
বান্ধবাঃ পরিচর্য্যায়াং তস্যাসন্ প্রেমবন্ধনাঃ ॥ শ্রীভা, ১০।৭৫।৩॥

—হে পরীক্ষিৎ! তোমার মহাত্মা পিতামহের রাজসূয়-যজ্ঞে তাঁহার প্রেমে আবদ্ধ বান্ধবগণই পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।"

[টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"প্রেমবন্ধনা ইত্যনেন স্বেচ্ছয়ৈব স্বরোচিতে কর্ম্মণি প্রবৃত্তাঃ, নতু রাজ্ঞা প্রবর্ত্তিতাঃ।—'প্রেমবন্ধনা'-শব্দ হইতে জানা যায় যে, তাঁহারা নিজেদের ইচ্ছাতেই স্ব-স্ব অভিরুচির অনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, রাজা যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া নহে।]

শ্রীশুকদেবের এই উক্তি হইতে বুঝা যায়—যাঁহারা রাজসূয়-যজ্ঞে নানাবিধ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহার এই যজ্ঞকে ত্রুটীহীন করার উদ্দেশ্যে, তাঁহারা নিজেরাই বিবিধ কার্য্যে নিজেদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও নিজেই পাদপ্রক্ষালন-কার্য্যের দায়িত্ব নিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে এইরূপ বিচার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়ঃ—"সকলেই নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে পরিচর্য্যার কার্য্য গ্রহণ করিবেন, কিন্তু অভিমান-বশতঃ কেহ হয়তো পাদপ্রক্ষালনের কার্য্য গ্রহণ করিবেন না; তাহাতে আমার বন্ধু পাণ্ডবগণের কর্ম্ম (রাজসূয় যজ্ঞ) অঙ্গহীন হইয়া পড়িবে; এজন্য আমিই এই পাদপ্রক্ষা-লনের কার্য্য গ্রহণ করিব।" এইরূপ বিবেচনা করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ নিজের ইচ্ছাতেই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পাদপ্রক্ষালনের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা তাঁহার আশ্রিত লোকদের পক্ষে দুর্ল্লঙ্ঘ্য বলিয়া কেহ তাঁহাকে এই কার্য্যে বাধা দিবে না, ইহাও তিনি জানিতেন। তাই এই কার্য্যে তিনি নিজের ইচ্ছাতেই নিজেকে নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ ব্যবহার শ্রীনারদাদির পাদপ্রক্ষালনেও দৃষ্ট হয়। শ্রীনারদ ব্রাহ্মণ ও ভক্ত বলিয়া স্বেচ্ছাতেই ভগবান্ এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহার ইচ্ছা নারদের পক্ষে দুর্ল্লঙ্ঘ্য বলিয়া নারদ বাধা দিতে পারেন না সত্য; কিন্তু তাঁহার প্রতি গৌরবজনক ব্যবহারে নারদের মনে সঙ্কোচ জন্মিতে পারে মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আবার কখনও কখনও নারদকে বলিয়াও থাকেন,

"ব্রহ্মন্ ধর্ম্মস্য বক্তাহং কর্ত্তা তদনুমোদিতা।
তচ্ছিক্ষয়ন্ লোকমিমমাস্থিতঃ পুত্র মা খিদ॥ শ্রীভা, ১০।৬৯।৪০॥

—হে ব্রহ্মন্। আমি ধর্ম্মের বক্তা, কর্ত্তা (অনুষ্ঠাতা) এবং অনুমোদিতা। লোককে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আমি এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। হে পুত্র! খেদ প্রাপ্ত হইওনা।" প্রীতি-সন্দর্ভঃ॥১৮৫॥

বস্তুতঃ ভক্তের সেবাতেই ভক্তবৎসল ভগবানের আনন্দ। ভক্তসেবার ব্যপদেশে তিনি জীবদিগকেও ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া থাকেন।

ঘ। ব্রজরাখালগণের উক্তি

ব্রজরাখালগণের সহিত কৃষ্ণবলরাম বনে বিহার করিতেছিলেন। তালবনের নিকটে আসিলে কৃষ্ণবলরামকে সুপক্কতাল-রস পান করাইবার জন্য রাখালদের ইচ্ছা হইল। কিন্তু সেই তালবনে প্রবল-পরাক্রম গর্দ্দভরূপী ধেনুকাসুর বিরাজিত; তাহার ভয়ে কেহ সেই তালবনে প্রবেশ করেনা। তথাপি—

"শ্রীদামা নাম গোপালো রামকেশবয়োঃ সখা। সুবল-স্তোককৃষ্ণাদ্যা গোপাঃ প্রেম্ণেদমব্রুবন্ ॥
রাম রাম মহাসত্ত্ব কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ। ইতোঽবিদূরে সুমহদ্বনং তালালিসঙ্কুলম্ ॥
ফলানি তত্র ভূরীণি পতন্তি পতিতানি চ। সন্তি কিন্ত্ববরুদ্ধানি ধেনুকেন দুরাত্মনা ॥ ইত্যাদি।
শ্রীভা, ১০।১৫।২০--২২॥

—রামকৃষ্ণের সখা শ্রীদামনামক গোপবালক এবং সুবল, স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি অন্যান্য গোপবালকগণ প্রেমের সহিত বলিলেন—'হে রাম! হে মহাবল! হে দুষ্টনিবর্হণ (দুষ্ট-দমনকারী) কৃষ্ণ! ইহার অনতিদূরে তালবৃক্ষসমাকীর্ণ একটী মহাবন আছে। সে স্থানে ভূরি ভূরি তাল-ফল পতিত হইতেছে এবং পতিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। কিন্তু দুরাত্মা ধেনুকাসুর সে-সমস্ত ফলকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইত্যাদি।"

প্রিয়তম কৃষ্ণবলরামকে ভয়সঙ্কুল-স্থানে গমনের জন্য সখাগণের অনুরোধ তাঁহাদের সখ্যভাবের অযোগ্য বলিয়া এ-স্থলে যথাশ্রুত অর্থে সখ্যময় রস আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শ্রীজীবপাদ বলেন—বিচার করিলে দেখা যাইবে, এ-স্থলেও রসাভাস হয় নাই। একথা বলার হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

ব্রজের রাখালগণ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সমান-চেষ্টাশীল; শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা সর্ব্বদা থাকিতেন, শ্রীকৃষ্ণ যখন যাহা করিয়াছেন, তখন তাহাও তাঁহারা দেখিয়াছেন, তাহাতে যথাযুক্ত অংশও গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অনেক অদ্ভুত কার্য্যও দেখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের কি একটা অদ্ভুত শক্তি আছে, যদ্দ্বারা যে-কোনও বিপদকেই তিনি দূরীভূত করিতে পারেন; অনেক অসুরের সংহারাদি-ব্যাপারে তাহা তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আর, শ্রীবলরামও যে অসাধারণ বলসম্পন্ন, তাহাও তাঁহারা জানিতেন। এ-সমস্ত কারণে, তাঁহাদের চিত্তে একটা দৃঢ়া প্রতীতি ছিল যে, ধেনুকাসুর যতই পরাক্রমশালী হউক না কেন, কৃষ্ণবলরামের নিকটে তাহার পরাক্রম নগণ্য; যদি সে কৃষ্ণবলরামকে বা তাঁহাদের কাহাকেও, আক্রমণ করে, তাহা হইলে কৃষ্ণবল-রামের হাতেই সে প্রাণ হারাইবে। এজন্য তাঁহাদের পক্ষে কৃষ্ণবলরামকে বিপদসঙ্কুল তালবনে যাইবার জন্য অনুরোধ করা অসঙ্গত হয় নাই। প্রত্যুত, শ্রীকৃষ্ণের মত বীরস্বভাব গোপবালকগণের পক্ষে তাহা সখ্যময় প্রীতিরসের পোষকই হইয়াছে। নিজেদের পক্ষে তালরস-পানের বলবতী ইচ্ছা বশতঃই যে তাঁহারা রামকৃষ্ণকে তালবনে পাঠাইয়াছেন, তাহাও নহে; রামকৃষ্ণকে তালরস আস্বাদন করাইয়া তাঁহাদের প্রীতিবিধানের ইচ্ছাতেই গোপবালকগণ ভ্রাতৃদ্বয়কে তালবনে যাওয়ার জন্য বলিয়াছেন—"প্রেম্ণেদমব্রুবন্—প্রেমের সহিত, রামকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের ইচ্ছার সহিত, ইহা বলিয়াছিলেন"-এই বাক্য হইতেই তাহা জানা যায়। তাঁহারা রামকৃষ্ণের প্রভাব অবগত ছিলেন বলিয়াই এইরূপ বলিয়াছেন। তাঁহারা যে বলদেবকে "মহাসত্ত্ব—মহাবল" এবং শ্রীকৃষ্ণকে "দুষ্টনিবর্হণ—দুষ্টবিনাশকারী" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, তাহাতেই বুঝা যায়--তাঁহারা রামকৃষ্ণের পরাক্রম জানিতেন।

এইরূপ দৃষ্টান্ত অন্যত্রও দৃষ্ট হয়।

"সাকং কৃষ্ণেন সন্নদ্ধো বিহর্ত্তুং বিপিনং মহৎ।
বহুব্যাল-মৃগাকীর্ণং প্রাবিশৎ পরবীরহা॥ শ্রীভা, ১০।৫৮।১৪॥

—অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত বহু সর্প ও পশুকুলসমাকীর্ণ মহাবনে বিহার করিবার জন্য প্রবেশ করিলেন।"

শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম অর্জ্জুন জানিতেন বলিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বিপদসঙ্কুল বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণবলরামের পরাক্রম অবগত ছিলেন বলিয়াই গোপবালকগণ তাঁহাদিগকে ভয়সঙ্কুল তালবনে যাইতে বলিয়াছিলেন।

গোপবালকগণ যে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব অবগত ছিলেন, অঘাসুর-প্রসঙ্গে তাঁহাদের উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। গোপশিশুগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ বৎসচারণে গিয়াছেন। তাঁহারা বনের মধ্যে প্রবেশ করিলে কংসচর অঘাসুর শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে পর্ব্বতাকার এক বিরাট অজগরের রূপ ধারণ করিয়া মুখব্যাদন করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। গোপশিশুগণ বৃন্দাবনের শোভা দর্শন করিয়া বিচরণ করিতে করিতে অঘাসুরকে দেখিলেন; কিন্তু তাঁহারা তাহার স্বরূপ অবগত হইতে পারেন নাই; তাঁহারা মনে করিলেন--অজগরের আকারে ইহাও বৃন্দাবনেরই এক শোভা। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়া কৌতুকবশতঃ তাঁহারা বলিয়াছিলেন,

"অস্মান্ কিমত্র গ্রসিতা নিবিষ্টান্ অয়ং তথা চেদ্বকবদ্ বিনঙ্ক্ষ্যতি॥ শ্রীভ, ১০।১২।২৪॥

—আমরা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে ইহা আমাদিগকে গ্রাস করিবে না তো? যদি করে. তাহা হইলে (শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক) বকাসুরের ন্যায় বিনষ্ট হইবে।"

ইহা হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক বকাসুরের নিধন দর্শন করিয়া গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব অবগত হইয়াছিলেন; এজন্য নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহারা অঘাসুরের মুখগহ্বরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

যাহাহউক, গোপবালকগণকর্ত্তৃক রামকৃষ্ণকে ভয়সঙ্কুল তালবনে প্রবেশ করিতে বলায় তাঁহাদের সখ্যরস যে আভাসতা প্রাপ্ত হয় নাই, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনটী কথা বলিয়াছেন --শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের "সমানশীলত্ব", তাঁহাদের পক্ষে "শ্রীকৃষ্ণের বীর্য্যজ্ঞান" এবং তাঁহাদের "শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বীরস্বভাবত্ব"। "বস্তুতস্তু সমানশালত্বেন শ্রীকৃষ্ণস্য বীর্য্যজ্ঞানাত্তৈস্তন্নিয়োগোঽপি নাযোগ্যঃ, প্রত্যুত তেষাং তদ্বদ্‌বীরস্বভাবানাং তন্ময়প্রীতিপোষায়ৈব ভবতি॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥১৮৫॥"

তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম জানেন; তাহাতে তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন--শ্রীকৃষ্ণ বীর-স্বভাব। তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের মতনই বীরস্বভাব। বীরস্বভাব লোকগণ কিছুতেই ভীত হয়েন না; বিপদের সম্মুখীন হইতে তাঁহারা বরং উৎসাহী হয়েন এবং বিপদ অতিক্রম করিয়া আনন্দ অনুভব করেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহারা—উভয়ই বীরস্বভাব বলিয়া এবং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সমানশীল (সমান-চরিত্রবিশিষ্ট) বলিয়া মনে করিয়াছেন—বিপদসঙ্কুল তালবনে প্রবেশ করিতে তাঁহাদের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণও

উৎসাহী হইবেন এবং তত্রত্য গর্দ্দভাসুরকে বধ করিয়া আনন্দ অনুভব করিবেন এবং পরে তালরস পান করিয়াও প্রীতি অনুভব করিবেন। এজন্য তাঁহারা রামকৃষ্ণকে তালবনে পাঠাইতে কোনওরূপ সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই। এজন্য তাঁহাদের এই আচরণ তাঁহাদের সখ্যভাবের বিরোধী হয় নাই, তাঁহাদের সখ্যরসও আভাসতা প্রাপ্ত হয় নাই। যদি তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বীর্য্য এবং বীরস্বভাবত্বের কথা না জানিতেন, তাহা হইলে রামকৃষ্ণকে তালবনে প্রেরণ তাঁহাদের পক্ষে অন্যায় হইত, তাঁহাদের সখ্যরসও আভাসতা প্রাপ্ত হইত; কেননা, তাহাতে বুঝা যাইত—রামকৃষ্ণের বিপদের আশঙ্কাসত্ত্বেও তাঁহারা তাঁহাদিগকে ভয়সঙ্কুল স্থানে পাঠাইয়াছেন। ইহা হইত তাঁহাদের সমানশীলত্বের এবং সখ্যভাবের বিরোধী।

কিন্তু যশোদামাতার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে বাৎসল্যভাববিশিষ্ট কেহ যদি শ্রীকৃষ্ণকে ভয়সঙ্কুল স্থানে পাঠাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার বাৎসল্য রস আভাসতা প্রাপ্ত হইত। কেননা, বাৎসল্যভাববিশিষ্ট ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের বীর্য্য অবগত নহেন; শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম সাক্ষাদ্‌ভাবে দর্শন করিলেও তাঁহারা তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম বলিয়া মনে করেন না। সখা-গোপবালকগণ যেমন শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের সমান মনে করেন, তাঁহারা তদ্রূপ মনে করেন না, বাৎসল্যবশতঃ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্ববিষয়ে নিজেদের অপেক্ষা হীন মনে করেন। বাৎসল্যবশতঃ তাঁহারা মনে করেন, কোনও বিপদ অতিক্রম করার সামর্থ্য শ্রীকৃষ্ণের নাই। সুতরাং তাঁহাদের মতে, ভয়সঙ্কুল স্থানে গেলে শ্রীকৃষ্ণের অমঙ্গল হইবে। এই অবস্থায় তাঁহারা যদি শ্রীকৃষ্ণকে ভয়সঙ্কুল স্থানে যাইতে বলেন, তবে তাহা হইবে তাঁহাদের বাৎসল্যের বিরোধী আচরণ; এ-স্থলে তাঁহাদের বাৎসল্য রস আভাসতাই প্রাপ্ত হইবে (৭।১৯৬-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

আলোচ্য স্থলে "প্রেম্‌ণা"-শব্দদ্বারা ব্যঞ্জিত রামকৃষ্ণকে তালরস পান করাইবার ইচ্ছা হইল সখ্যভাবের অনুভাব। ভয়সঙ্কুল স্থানে প্রেরণ সখ্যবিরোধী বলিয়া অনুমিত হওয়ায় সেই অনুভাব অযোগ্য হইয়াছে বলিয়া মনে করায় রসাভাসের অনুমান করা হইয়াছে।

৬। জলবিহারকালে মহিষীদের উক্তি

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ নিশাকালে মহিষীদিগের সহিত জল-বিহার করিতেছেন। হঠাৎ মহিষীদিগের প্রেমবৈচিত্ত্য (প্রেমজনিত বিচিত্ততা) উপস্থিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকটে বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহারা মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, হয় তো বা কোনও নিভৃত স্থানে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছেন। এই অবস্থায় স্থাবর-জঙ্গম যে কোনও বস্তুর প্রতিই তাঁহাদের দৃষ্টি পড়ে, তাহাকেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপত্নী বলিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন এবং তাহার প্রতি তদনুরূপ বাক্যাদি বলিতে লাগিলেন। হঠাৎ রৈবতক পর্ব্বতের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল; তাঁহারা রৈবতক পর্ব্বতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,

"ন চলসি ন বদস্যুদারবুদ্ধে ক্ষিতিধর চিন্তয়সে মহান্তমর্থম্।
অপি বত বসুদেবনন্দনাঙ্ঘ্রিং বয়মিব কাময়সে স্তনৈর্বিধর্ত্তুম্॥ শ্রীভা, ১০।৯০।২২॥

—হে উদারবুদ্ধি ক্ষিতিধর! তুমি চলিতেছও না, কোনও কথাও বলিতেছনা। তাহাতে মনে হইতেছে, তুমি কোনও মহৎ অর্থ চিন্তা করিতেছ। অহো! নাকি তুমি আমাদেরই ন্যায় বসুদেবনন্দনের চরণ-কমল তোমার (উচ্চশৃঙ্গরূপ) স্তনে ধারণ করার বাসনা পোষণ করিতেছ?”

বসুদেব হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের পিতা—সুতরাং মহিষীগণের শ্বশুর; কোনও রমণীর পক্ষে শ্বশুরের নাম গ্রহণ অসঙ্গত। শ্বশুরের নাম-গ্রহণরূপ অযোগ্য অনুভাবের মিলনে মহিষীদের মধুররস আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীজীবপাদ বলেন—এ-স্থলে সমাধান হইতেছে এইরূপ। এ-স্থলে বসুদেবনন্দন-অর্থ—বসুরূপ দেবনন্দন। দেব-শব্দের অর্থ—পরমারাধ্য, শ্বশুর; তাঁহার নন্দন (মুখ্য পুত্র) হইতেছেন--দেবনন্দন, মহিষীদিগের পতি। বসু-শব্দের অর্থ ধন। বসুদেবনন্দন-শব্দে মহিষীগণ বলিয়াছেন—আমাদের পরমধনস্বরূপ শ্বশুর-নন্দন (পতি)। বস্তুতঃ পতিই রমণীদিগের পরমধন; মহিষীগণ এ-স্থলে “পতি” না বলিয়া “পরমারাধ্য শ্বশুরের পুত্র” বলিয়াছেন, যেমন “আর্য্যপুত্র—আর্য্যের (পরমারাধ্য শ্বশুরের) পুত্র” বলা হয়, তদ্রূপ। প্রাচীনকালে রমণীগণ পতিকে “আর্য্যপুত্র” বলিয়া উল্লেখ করিতেন। এইরূপ অর্থই মহিষীগণের বাস্তবিক মনের ভাব। “বস্তুতস্তু দেবস্য পরমারাধ্যস্য শ্বশুরস্য যো নন্দনো মুখ্যঃ পুত্রঃ অস্মৎপতিরিত্যর্থঃ তস্যাঙ্ঘ্রিং বসু পরমধনস্বরূপমিত্যেব তন্মনসি স্থিতম্॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১৮৬॥” তথাপি দৈবাৎ শ্বশুরের নাম গ্রহণরূপ দোষের সমাধান হইতেছে এই যে—প্রেমবৈচিত্তজনিত উন্মত্তাবস্থায়ই মহিষীগণ তাহা বলিয়াছেন। উন্মত্তাবস্থার উক্তি দোষের নহে।

চ। মহিষীদিগের পক্ষে পুত্রদ্বারা কৃষ্ণালিঙ্গন

শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, মহিষীগণ

“তমাত্মজৈর্দৃষ্টিভিরন্তরাত্মনা দুরন্তভাবাঃ পরিরেভিরে পতিম্।
নিরুদ্ধমপ্যাস্রবদম্বু নেত্রয়োর্বিলজ্জতীনাং ভৃগুবর্য্য বৈক্লবাৎ॥ শ্রীভা, ১।১১।৩৩॥

—(শ্রীসূত গোস্বামী শৌনক-ঋষিকে বলিলেন) হে ভৃগুবর্য্য! দুরন্তভাবা মহিষীগণ সমাগত পতিকে, দর্শনের পূর্ব্বে মনের দ্বারা (মনে মনে), দৃষ্টিগোচর হইলে দৃষ্টিদ্বারা এবং নিকটবর্ত্তী হইলে পুত্রদ্বারা আলিঙ্গন করিলেন। সেই লজ্জাবতী রমণীগণ যদিও অশ্রু অবরোধ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের নয়নযুগল হইতে অল্প অল্প অশ্রু ক্ষরিত হইতেছিল।”

তাঁহাদের ভাব দুরন্ত—উদ্ভট। এজন্য তাঁহারা অশ্রুনিরোধ করিলেও অশ্রু ক্ষরিত হইতেছিল। এ-স্থলে পুত্রদ্বারা পতি কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করা হইয়াছে বলিয়া কান্তভাব আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; কেননা, পুত্রদ্বারা পতিসম্ভোগ অযোগ্য।

শ্রীজীবপাদ বলেন, ইহার সমাধান হইতেছে এই। প্রীতিসামান্য-পরিপোষণের জন্যই মহিষীগণ এইরূপ আচরণ করিয়াছেন, কান্তভাব পোষণের জন্য নহে। দৃষ্টি-আদি দ্বারাই প্রীতিসামান্য-পোষণ করা হইয়াছে। সুতরাং এ-স্থলে কোনও দোষ হয় নাই। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১৮৭॥

তাৎপর্য্য হইতেছে এই। পুত্রদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করাইয়া সেই আলিঙ্গনের স্মৃতি মনে পোষণ করিয়া যদি মহিষীগণ পরে পুত্রকে আলিঙ্গন করিতেন, তাহা হইত দোষের বিষয়। মহিষীগণ তাহা করেন নাই। পুত্রগণ তাঁহাদের পতি শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইলেন, ইহা দেখিয়া মহিষীগণের প্রীতি পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। কোনও প্রিয় ব্যক্তির আলিঙ্গনে যে সুখ পাওয়া যায়, তাঁহারা সেই সুখই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; কান্তকে আলিঙ্গন করিয়া কান্তার যে সুখ হয়, সেই সুখ নহে। ইহাই প্রীতিসামান্য।

২০৭। অযোগ্য উদ্দীপন-বিভাবের সহিত মিলনজনিত রসাভাসত্বের সমাধান

ক। শ্রীঅক্রূরের উক্তি

শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় নেওয়ার জন্য কংসকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অক্রূর যখন ব্রজে আসিতেছিলেন, তখন তিনি মনে মনে বলিয়াছিলেন,

"যদর্চ্চিতং ব্রহ্মভবাদিভিঃ সুরৈঃ শ্রিয়া চ দেব্যা মুনিভিঃ সসাত্বতৈঃ।
গোচারণায়ানুচরৈশ্চরদ্‌বনে যদ্‌গোপিকানাং কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতম্। শ্রীভা, ১০।৩৮।৮॥

—ব্রহ্মা-শিবাদি দেবগণ, লক্ষ্মীদেবী এবং ভক্তগণের সহিত মুনিগণও যাহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, অনুচরগণের সহিত গোচারণ-সময়ে যাহা বৃন্দাবনে বিচরণ করে, এবং যাহা গোপিকাগণের কুচকুঙ্কুম-দ্বারা চিহ্নিত (আমি শ্রীকৃষ্ণের সেই চরণকমল দর্শন করিব)।"

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে অক্রূরের হইতেছে দাস্যভাব। কান্তাদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রহোলীলার অনুসন্ধান দাস্যভাবের অযোগ্য। গোপিকাদিগের কুচকুঙ্কুমচিহ্নিত চরণ-এই উক্তিতে অক্রূর শ্রীকৃষ্ণের রহোলীলার চিহ্নযুক্ত চরণের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতেছে অক্রূরের দাস্যভাবের অযোগ্য। এজন্য এ-স্থলে অক্রূরের উক্তিতে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের চরণস্মৃতি হইতেছে উদ্দীপন-বিভাব। অযোগ্য উদ্দীপন-বিভাবের যোগে দাস্যরস আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এ-স্থলে শ্রীজীবপাদ এইরূপ সমাধান করিয়াছেন। (উল্লিখিত শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী ১০।৩৮।২-শ্লোক হইতে জানা যায়, অক্রূর ব্রজগমনের পথে অগ্রসর হইতে হইতে অত্যন্ত ভক্তির সহিতই শ্রীকৃষ্ণ-চরণদর্শন-সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন। "ভক্তিং পরাং উপগত এবমেতদচিন্তয়ৎ।" তারপর ভক্তি হইতে উদ্ভূত দৈন্যের প্রভাবে নিজের অযোগ্যতার কথাও চিন্তা করিয়াছেন। তথাপি "নদীর প্রবাহে যৈছে কাষ্ঠ লাগে তীরে"—এতাদৃশ বাক্যের স্মরণে শ্রীকৃষ্ণচরণদর্শনের সৌভাগ্য তাঁহার হইতেও পারে মনে করিয়া একটু আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। ইহাদ্বারা বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণচরণ একমাত্র ভক্তিদ্বারাই সুলভ হয়—এইরূপ চিন্তাতেই তখন অক্রূরের মন আবিষ্ট ছিল। এজন্য শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন) এ-স্থলে "শ্রীকৃষ্ণের চরণ কেবল ভক্তিমাত্র-সুলভ"—এইরূপ চিন্তাতেই ছিল অক্রূরের অভিনিবেশ ; ব্রজগোপীদের

সহিত শ্রীকৃষ্ণের রহোলীলার অনুসন্ধানে তাঁহার কোনওরূপ অভিনিবেশ ছিলনা। শ্রীধরস্বামিপাদও এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন-"যদ্‌গোপিকানামিতি প্রেমমাত্রসুলভত্বমিত্যেতৎ--'যদ্ গোপিকানাং কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতম্'-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণচরণের প্রেমমাত্রসুলভত্বের কথাই বলা হইয়াছে।" ইহাতে বুঝা যায়—'গোপিকানাং'-ইত্যাদি বাক্যে অক্রূর রহোলীলার অনুসন্ধান করেন নাই, কেবল তাঁহার ভক্তির উল্লাসকরূপেই তিনি শ্রীকৃষ্ণচরণের বিশেষণরূপে "গোপিকানাং কুচকুঙ্কুমাঙ্কিত"-শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন। রহোলীলার অসনুন্ধান ছিলনা বলিয়া এই উক্তিতে কোনও দোষ হয় নাই--সুতরাং রসাভাসও হয় নাই।

শ্রীঅক্রূরের অপর উক্তি

ব্রজগমনকালে শ্রীঅক্রূর মনে মনে বলিয়াছিলেন,

"সমর্হণং যত্র নিধায় কৌশিকস্তথা বলিশ্চাপ জগত্ত্রয়েন্দ্রতাম্।
যদ্বা বিহারে ব্রজযোষিতাং শ্রমং স্পর্শেন সৌগন্ধিকগন্ধ্যাপানুদৎ॥

—শ্রীভা, ১০।৩৮।১৭॥

—(আমি চরণে পতিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ আমার মস্তকে করকমল অর্পণ করিবেন) শ্রীকৃষ্ণের সেই করকমলে পূজোপকরণ অর্পণ করিয়া ইন্দ্র এবং কিঞ্চিৎ জল অর্পণ করিয়া বলি ত্রিজগতের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, স্বর্গীয় পদ্মবিশেষের গন্ধ সেই করকমলের গন্ধলেশ সদৃশ ; ব্রজরমণীদিগের সহিত বিহারকালে তিনি সেই করকমলের স্পর্শ দ্বারা তাঁহাদের শ্রমাপনোদন করিয়াছেন।"

এ-স্থলেও "বিহারে ব্রজযোষিতাং শ্রমং স্পর্শেন"—এই বাক্যের সমাধান পূর্ব্ববৎ করিতে হইবে।

২০৮। অযোগ্য আশ্রয়ালম্বনবিভাবের মিলনজনিত রসাভাসত্বের সমাধান

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভের ১৮৯-অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন—প্রীতির আশ্রয়ালম্বনের অযোগ্যতায় (যথাশ্রুত অর্থে) রসাভাসের দৃষ্টান্তস্বরূপে যজ্ঞপত্নী, পুলিন্দী, হরিণী প্রভৃতির জাতিরূপ অযোগ্যতা উদাহৃত হইতে পারে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এ-সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করেন নাই। প্রকরণ হইতে তাঁহার উল্লিখিত উক্তির ইঙ্গিত এইরূপ বলিয়া মনে হয় যে, যজ্ঞপত্নী প্রভৃতির স্থলেও রসাভাসত্বের সমাধান করা যায়।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০।২৩ অধ্যায়ে "শ্রুত্বাচ্যুতমুপায়াতং"-ইত্যাদি ১৮শ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া "তস্মাদ্ ভবৎপ্রপদয়োঃ"-ইত্যাদি ৩০-শ্লোক পর্য্যন্ত কয়েকটী শ্লোকে যজ্ঞপত্নীদের কথা বর্ণিত হইয়াছে। যজ্ঞপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য অন্নাদি লইয়া আসিয়াছিলেন এবং অন্নাদি দানের পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাওয়ার উপদেশ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন। পরে অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে গৃহে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। প্রশ্ন হইতে পারে,

এ-স্থলে যজ্ঞপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে কি ভাব পোষণ করিয়াছিলেন? যজ্ঞপত্নীসম্বন্ধে ললিতমাধব-নাটকের যে শ্লোকটী পূর্ব্বে [৭।১৯৭ ক (১)-অনুচ্ছেদে] উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে যজ্ঞপত্নীদিগের মধুরভাবের কথা আছে। শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত শ্লোকেও কি মধুর-ভাব? এই প্রসঙ্গে একটী বিবেচ্য বিষয় হইতেছে এই যে—শ্রীমদ্ভাগবতে যে কল্পের লীলা বর্ণিত হইয়াছে, ললিতমাধব-নাটকে যে সেই কল্পের লীলা বর্ণিত হয় নাই, তাহা সর্ব্বজন-স্বীকৃত। ললিতমাধব-নাটক-কথিত যজ্ঞপত্নীগণ এবং শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত যজ্ঞপত্নীগণ অভিন্ন না হইতেও পারেন, তাঁহাদের ভাবও একরকম না হইতে পারে। সুতরাং ললিতমাধব-কথিত যজ্ঞপত্নীদের মধুর ভাব ছিল বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত যজ্ঞ-পত্নীদেরও মধুরভাব ছিল বলিয়া মনে করা সঙ্গত না হইতেও পারে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উক্তি হইতে শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত যজ্ঞপত্নীদের ভাবের কথা জানা যায়। তিনি তাঁহার শ্রীশ্রীগোপালচম্পূ-গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত লীলারই অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—যে-সমস্ত পরিকর শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবা করেন, তাঁহাদের অবস্থা-প্রাপ্তিই যজ্ঞপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। "সত্যং কুরুষ্ব করবাম কিমেবমঙ্গীকারং নিজাঙ্ঘ্রিপরিবারদশাং দিশস্ব।" কি রকম সেবা তাঁহারা চাহেন, তাহাও তাঁহারা পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন।

"বিহায় সুহৃদঃ পরান্ ব্রজনরেশগেহেশ্বরী-
পদাম্বুজমুপাশ্রিতাঃ পরিচরেম তং ত্বাং সদা।
ইমাং পচনচাতুরীং বত তুরীয়পূর্ত্তিং গতা-
মুরীকুরু পুরুশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গল শ্রীপতে॥ গো, পূ, চ, ৭১॥

—হে বহুকীর্ত্তে! হে শ্রবণমঙ্গল! হে শ্রীপতে! আমরা আমাদের অন্য (পতি-পিতৃ-বান্ধবাদি) সমস্ত সুহৃদ্গণকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রজরাজগৃহিণীর চরণকমল-সান্নিধ্যে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বদা সেই (ব্রজেশ্বরীতনয়) তোমার পরিচর্য্যা করিব। (কটু, অম্ল, লবণ ও মধুর—এই চতুর্বিধ) ভোজ্যরসের মধ্যে চতুর্থ যে মধুর ভোজ্যরস, তাহা যাহাতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমাদের সেই পচনচাতুরী (পাকনৈপুণ্য) তুমি অঙ্গীকার কর (অর্থাৎ যাহাতে আমরা ব্রজেশ্বরীর আনুগত্যে তোমার মধুর-ভোজ্যরস-প্রস্তুত-করণরূপ পরিচর্য্যায় নিয়োজিত হইতে পারি, তাহা কর)।"

ইহাতে বুঝা যায়, ব্রজেশ্বরীর আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের ভোজ্যদ্রব্য-প্রস্তুত-করণরূপ পরিচর্য্যাই ছিল শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত যজ্ঞপত্নীগণের কাম্য। ইহা মধুর-ভাবের কথা নহে, ভক্তিময়-দাস্যভাবেরই কথা। "তস্মাদ্ভবৎপ্রদয়োঃ পতিতাত্মনাং নো"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।২৩।৩০-শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদও লিখিয়াছেন—"তস্মাৎ দাস্যমেব বিধেহীতি"—উল্লিখিত শ্লোকবাক্যে যজ্ঞপত্নীগণ শ্রাকৃষ্ণদাস্যই প্রার্থনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত যজ্ঞপত্নীদের বাক্যে যজ্ঞপত্নীদের মধুরভাব-ব্যঞ্জিকা কোনও উক্তিই নাই।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রার্থনা অঙ্গীকার করিলেন না, তাঁহাদিগকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের উপদেশ

দিলেন; তাঁহারাও গৃহে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু কেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রার্থনা অঙ্গীকার করিলেন না, শ্রীশ্রীগোপাল-পূর্ব্বচম্পূ-গ্রন্থে শ্রীজীবপাদ তাহা বলিয়াছেন। তাঁহাদের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিনীত-ভাবে তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—"তোমাদের বান্ধবগণ এবং আমার নিজ-জনগণও যাহাতে অসূয়া প্রকাশ (আমার প্রতি দোষদৃষ্টি) না করেন এবং শিব-ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি সুরেশগণও যাহার অনুমোদন করেন, তোমরা তাহাই কর, অন্যরূপ কিছু করিবেনা। তোমরা ব্রাহ্মণপত্নী; আমার পরিচর্য্যার জন্য তোমাদিগের আনয়ন (নিয়োগ) কেহই অনুমোদন করিবেনা ; সুতরাং সময়ের প্রতীক্ষা করাই সঙ্গত।

যথা বো বান্ধবা নাভ্যসুয়েরন্ন চ মজ্জনাঃ। সুরেশাশ্চানুমোদেরং স্তথা কুরুত নান্যথা ॥
যুষ্মাকং বিপ্রভার্য্যাণাং পরিচর্য্যার্থমাকৃতিঃ। কেনাপি নানুমোদ্যেত প্রতীক্ষ্যঃ সময়স্ততঃ ॥
—গো, পূ, চ, ৭৩-৭৪॥"

যজ্ঞপত্নীগণ ব্রাহ্মণের কন্যা এবং ব্রাহ্মণের পত্নী ; তাঁহাদের দ্বারা গোপজাতি শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যা লোকসমাজে কাহারও অনুমেদিত হইবেনা ; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ হইলেও নরলীল। এজন্য নরলীল শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞপত্নীদের প্রার্থনা অঙ্গীকার করেন নাই। তবে কৃপা করিয়া তিনি সময়ের অপেক্ষা করার জন্য তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন—"প্রতীক্ষ্যঃ সময়স্ততঃ।" তাঁহাদের দেহভঙ্গের পরে যখন তাঁহারা গোপদেহ লাভ করিবেন, তখন তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ হইবে-এইরূপ আশ্বাস তিনি দিলেন।

যজ্ঞপত্নীগণ ব্রাহ্মণভার্য্যা বলিয়া তাঁহাদের দাস্যরতি হইতেছে অযোগ্যা ; ইহা রসাভাসের একটী হেতু ; তথাপি কিন্তু এ-স্থলে রসাভাস হয় নাই; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের রতি অঙ্গীকার করেন নাই ; বিষয়ালম্বন-বিভাবের সহিত তাঁহাদের দাস্যরতির মিলন হয় নাই এবং তজ্জন্য রসের প্রতীতিও জন্মিতে পারে না ; রসের প্রতীতি না জন্মিলে রসাভাসের প্রশ্নও উঠিতে পারে না [পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।১৯১-খ (২)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

আর, "ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োঽপি হরিণ্য এতা"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।২১।১১-শ্লোকে হরিণীগণের এবং "পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।২১।১৭-শ্লোকে পুলিন্দীগণের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে। উভয়স্থলেই ব্রজসুন্দরীগণের বাক্য। যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়—হরিণীগণ এবং পুলিন্দীগণ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে মধুর-ভাববতী। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নরবপু, গোপ-অভিমান। হরিণীগণ পশু এবং পুলিন্দীগণ নীচজাতীয়া। এ-স্থলেও বিভাবের বৈরূপ্যবশতঃ রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহার সমাধান এই যে—হরিণীগণ বা পুলিন্দীগণ কোনও কথাই বলেন নাই। তাহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া ব্রজদেবী গণই নিজেদের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। "পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য" ইত্যাদি শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকাও বলিয়াছেন—"অথ নিজভাবপ্রকটনময়েন পদ্যেন নিজরসবর্ণনম্ ॥" এ-স্থলে গোপীগণ নিজেদের মধুর-রসের বর্ণনাই করিয়াছেন, পুলিন্দীদের বা হরিণীদের মধুররসের বর্ণনা নহে। সুতরাং এ-স্থলে বিভাবের অযোগ্যতা নাই—সুতরাং রসাভাসও হয় নাই।

২০৯। অযোগ্য বিষয়ালম্বনবিভাবের সহিত মিলনজনিত রসাভাসত্বের সমাধান

"অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তো বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং যৈর্বা নিপীতমনুরক্ত-কটাক্ষমোক্ষম্॥ শ্রীভা, ১০।২১।৭॥

—(কোনও ব্রজসুন্দরী তাঁহার সখীগণকে বলিয়াছেন) হে সখিগণ! প্রিয়দর্শনই হইতেছে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের চক্ষুর ফল, তদ্ব্যতীত অন্য ফল আছে বলিয়া মনে হয় না। বয়স্যগণের সহিত পশুগণসহ বনে প্রবেশকারী ব্রজপতি-তনয় রামকৃষ্ণের বেণুজুষ্ট বদন—যে বদনে নিরন্তর অনুরাগময় কটাক্ষ বিরাজমান, সেই বদন—যাঁহারা পান করেন, তাঁহারাই সেই ফল লাভ করেন।"

এ-স্থলে উল্লিখিত যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়, শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ, এই উভয়েই যেন ব্রজদেবীগণের মধুর-ভাবের বিষয়। কিন্তু শ্রীবলরামও শ্রীকৃষ্ণব্যূহ বলিয়া কৃষ্ণতুল্যই ; তথাপি কিন্তু তাঁহাতে কৃষ্ণত্বের অভাব বলিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের মধুর-ভাবের অযোগ্য। এ-স্থলে যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়, বলরামকেও তাঁহাদের মধুর-ভাবের বিষয়রূপে বর্ণন করা হইয়াছে ; তাহাতে উজ্জ্বলরস আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীজীবপাদ বলেন—বস্তুতঃ এই শ্লোকটী হইতেছে ব্রজদেবীগণের অবহিত্থাগর্ভ (শ্রীকৃষ্ণানুরাগ-গোপনময়) বাক্য। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই তাঁহাদের মধুরভাবময় অনুরাগ, বলদেবের প্রতি নহে ; তাঁহাদের এই ভাবটীকে গোপন করার জন্য তাঁহারা শ্রীবলরামের নামেরও উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহাদের উক্তির ভঙ্গী হইতেই তাহা বুঝা যায়। "ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং বক্ত্রং—ব্রজেশসুতদ্বয়ের মধ্যে, অনু—পশ্চাৎ, বেণুজুষ্টং বক্ত্রং—বেণুসেবিত মুখ"-অর্থাৎ ব্রজেশসুতদ্বয়ের মধ্যে যিনি পশ্চাতে অবস্থিত (অগ্রভাগে বলদেব এবং তাঁহার পশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণ চলিতেছিলেন), তাঁহার বেণুসেবিত বদন-কমলের মধু যাঁহারা পান করেন, তাঁহাদেরই চক্ষুর সার্থকতা। ইহাই হইতেছে ব্রজদেবীদের উক্তির গূঢ় তাৎপর্য্য। এইরূপে দেখা গেল—তাঁহাদের উক্তি কেবল শ্রীকৃষ্ণমুখ-মাধুর্য্যের বর্ণনে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সুতরাং এ-স্থলে রসাভাস হয় নাই।

শ্রীবলদেব-প্রসঙ্গে অন্যত্রও উজ্জ্বলরস আভাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। শ্রীবলরাম যখন দ্বারকা হইতে ব্রজে আসিয়া চৈত্র-বৈশাখ দুইমাস অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন

"রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্॥ শ্রীভা, ১০।৬৫।১৭॥

—ভগবান্ বলরাম রজনীসমূহে গোপীদিগের সহিত রমণ করিয়াছিলেন।"

এ-স্থলে কেহ মনে করিতে পারেন, যে গোপীদের সহিত বলরাম বিহার করিয়াছিলেন, তাঁহারা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী। সুতরাং এ-স্থলে উজ্জ্বলরস আভাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ছিলেন না। উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণক্রীড়া-সময়েঽনুৎপন্নানামতিবালানামন্যাসামিত্যভিযুক্ত-প্রসিদ্ধিঃ।—শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে ক্রীড়া করিয়াছিলেন,

তখন যাঁহারা উৎপন্ন হয়েন নাই এবং যাঁহারা তখন অত্যন্ত বালিকা ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ভিন্ন সে-সকল গোপীর সহিত বলদেব বিহার করিয়াছিলেন,—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।" সুতরাং এ-স্থলে রসাভাস-দোষ হয় নাই। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১৮৯॥

রসোল্লাস

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যোগ্য স্থায়ীর সহিত অযোগ্য ভাবও মিলিত হইয়া ভঙ্গিবিশেষদ্বারা যদি যোগ্য স্থায়ীর উৎকর্ষ সাধন করে, তাহা হইলে রসোল্লাস হইয়া থাকে, রসাভাস হয় না। এক্ষণে তাহার উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

২১০। অযোগ্য মুখ্যভাবের সম্মেলনে যোগ্য মুখ্য স্থায়ীর উল্লাস

ক। ব্রহ্মার উক্তি

শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মা বলিয়াছেন,

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ শ্রীভা, ১০।১৪।৩২॥

—অহো! নন্দগোপের ব্রজবাসীদিগের কি অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য! পরমানন্দ পূর্ণব্রহ্ম তাঁহাদের সনাতন মিত্র।"

এ-স্থলে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন; তাহাতে জ্ঞানভক্তিময় ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। আবার সেই শ্রীকৃষ্ণকেই ব্রজবাসীদের সনাতন-মিত্র বলিয়াছেন। ইহাতে জানা যায়—ব্রজবাসি-প্রসঙ্গে ব্রহ্মা জ্ঞানভক্তি ও বন্ধুভাবই ভাবনা করিয়াছেন; কিন্তু এ-স্থলে বন্ধুভাবই ভাবনা করার যোগ্য; (কেননা, ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণকে কেবল বন্ধু বলিয়াই জানেন, পরব্রহ্ম বলিয়া জানেন না)। ব্রজবাসীদের স্বাভাবিক বন্ধুভাব আস্বাদিত হইলে অন্যভাব (অর্থাৎ জ্ঞানভক্তিময় ভাব) বিরস বলিয়া প্রতিভাত হয়; সুতরাং এ-স্থলে পরম-ব্রহ্মপদ-ব্যঞ্জিতা জ্ঞানভক্তির ভাবনা হইতেছে অযোগ্য; তথাপি তাহা জ্ঞানভক্ত্যংশ-বাসিত সহৃদয়গণের চমৎকারার্থ, ব্রজবাসীদের ভাগ্যপ্রশংসা-বৈশিষ্ট্যের বর্ণনভঙ্গিতে বন্ধুভাবেরই উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। এইরূপে দেখা গেল, এ-স্থলে রসের উল্লাসই সাধিত হইয়াছে। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১৯২॥

তাৎপর্য্য এই। যাঁহাদের চিত্ত জ্ঞানভক্ত্যংশ-বাসিত, অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন, ব্রহ্মার উক্তিতে তাঁহারা যখন জানিবেন—ব্রজবাসিগণ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকেও, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্মত্বের কথা ভুলিয়া গিয়া, তাঁহাদের বন্ধুমাত্র মনে করেন, তখন তাঁহারা এক অপূর্ব্ব চমৎকারিত্ব অনুভব করিবেন, ব্রজবাসীদের বন্ধুভাবের পরমোৎকর্ষ অনুভব করিবেন। এইরূপে এ-স্থলে বন্ধুভাবময় রসের উল্লাসই সাধিত হইয়াছে। বন্ধুভাবের সহিত অযোগ্য জ্ঞানভক্তিময় শান্তভাবের মিলনে রসাভাস হয় নাই।

খ। ব্রজরাখালদের সম্বন্ধে শ্রীশুকদেবের উক্তি

শ্রীকৃষ্ণের সহচর ব্রজবালকদের সম্বন্ধে শ্রীশুকদেবগোস্বামী বলিয়াছেন,

"ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥ শ্রীভা, ১০।১২।১১॥

—যে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানিগণের নিকটে ব্রহ্মসুখানুভূতিরূপে, দাস্যভাববিশিষ্টদের নিকটে পরদেবতারূপে এবং মায়াশ্রিত-জনগণের নিকটে নরবালকরূপে প্রতীয়মান হয়েন, সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত কৃতপুণ্যপুঞ্জ ব্রজবালকগণ এইরূপে বিহার করিয়াছিলেন।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজরাখালগণের সখ্যভাবময়ী ক্রীড়া বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্ম ও পরমেশ্বররূপে বর্ণন করা হইয়াছে। তাহাতে সখ্যভাবের সহিত শান্ত ও দাস্যভাবের মিলন হইয়াছে বলিয়া রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী ক-উপ-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত যুক্তির অনুসরণে দেখা যায়, শ্রীশুকদেবের বর্ণনভঙ্গিতে—যিনি শান্তভক্তদের নিকটে ব্রহ্ম, দাস্যভক্তদের নিকটে যিনি পরমেশ্বর, তিনিই ব্রজবালকগণের ক্রীড়াসহচর-সখারূপে উদ্ভাসিত হইয়াছেন; সুতরাং এ-স্থলে সখ্যরসেরই অপূর্ব্ব-চমৎকারিত্ব খ্যাপিত হওয়ায় রসাভাস হয় নাই, বরং রসের উল্লাসই হইয়াছে।

গ। অক্রূরের নিকটে শ্রীকুন্তীদেবীর উক্তি

"ভ্রাত্রেয়ো ভগবান্ কৃষ্ণঃ শরণ্যো ভক্তবৎসলঃ।
পৈতৃষ্বসেয়ান্ স্মরতি রামশ্চাম্বুরুহেক্ষণঃ॥ শ্রীভা, ১০।৪৯।৯॥

—(শ্রীকুন্তীদেবী অক্রূরের নিকটে বলিয়াছেন) আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ভক্তবৎসল ভগবান্ এবং শরণ্য শ্রীকৃষ্ণ এবং কমলনয়ন রাম (বলরাম) তাঁহাদের পৈতৃষ্বসেয় (পিস্তুতভাই)-দিগকে কি স্মরণ করেন?"

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম হইতেছেন কুন্তীদেবীর ভ্রাতা বসুদেবের পুত্র; সুতরাং কুন্তীদেবী হইতেছেন তাঁহাদের পিসীমাতা; এজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার বাৎসল্যভাবই যোগ্য। নিজের পুত্রদিগকেও যে তিনি রামকৃষ্ণের পৈতৃষ্বসেয় (পিসতুত ভাই) বলিয়া মনে করেন, ইহাও তাঁহার বাৎসল্যের যোগ্যতা সূচনা করিতেছে। কিন্তু তিনি যে রামকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া মনে করেন, তাহাতে তাঁহার ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়ী ভক্তি প্রকাশ পাইতেছে; ইহা তাঁহার বাৎসল্যের অযোগ্য। এজন্য রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। শ্রীকুন্তীদেবী হইতেছেন দ্বারকা-পরিকর; যশোদামাতার ন্যায় তাঁহার বাৎসল্য শুদ্ধ নহে, পরন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রিত। তাঁহার বাৎসল্য ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রিত হইলেও "ভ্রাতুষ্পুত্র", "পৈতৃষ্বসেয়" এবং "কমলনয়ন"-শব্দসমূহে বচনভঙ্গিতে বুঝা যাইতেছে যে, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার বাৎসল্যই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সহৃদয় সামাজিক ইহা অনুভব করিয়া শ্রীকুন্তীদেবীর বাৎসল্যরসের চমৎকারিতা আস্বাদন করিবেন। এজন্য এ-স্থলে রসাভাস না হইয়া বরং রসের উল্লাসই হইয়াছে।

ঘ। **শ্রীহনুমানের শ্রীরামচন্দ্রস্তব**

শ্রীরামচন্দ্রের লীলা হইতেছে কেবল মাধুর্য্যময়ী লীলা ; শ্রীহনুমানেরও শ্রীরামচন্দ্রবিষয়ে কেবল মাধুর্য্যময় দাস্যভাব। কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে জানা যায়, শ্রীহনুমান শ্রীরামচন্দ্রের যে স্তব করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীরামচন্দ্রসম্বন্ধে তাঁহার স্বরূপ-ঐশ্বর্য্যাদি-জ্ঞানও প্রকাশ পাইয়াছে। স্বরূপের ও ঐশ্বর্য্যাদির জ্ঞান কেবল মাধুর্য্যময় দাস্যভাবের পক্ষে অযোগ্য বলিয়া এ-স্থলে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—হনুমানের কেবল মাধুর্য্যময় দাস্যভাব স্বরূপের এবং ঐশ্বর্য্যাদির জ্ঞানের সহিত মিলিত হইলেও পরিশেষে মাধুর্য্যময় ভাবেই পর্য্যবসান হইয়াছে বলিয়া ভঙ্গিতে মাধুর্য্যময় ভাবেরই উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে ; সুতরাং এ-স্থলে রসাভাস না হইয়া রসোল্লাসই হইয়াছে। এ-স্থলে বিষয়টীর একটু বিবৃতি দেওয়া হইতেছে।

শ্রীরামচন্দ্রের স্তবে হনুমান বলিয়াছেন—"ওঁ নমো ভগবতে উত্তমঃশ্লোকায়"-ইত্যাদি॥ শ্রীভা, ৫।১৯।৩॥—ওঁ ভগবান্ উত্তমঃশ্লোককে নমস্কার করি। ইত্যাদি।" শ্রীজীব বলেন, এ-স্থলে "ভগবান্"-শব্দে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান এবং "উত্তমঃশ্লোক"-শব্দে মাধুর্য্যজ্ঞান প্রদর্শিত হইয়াছে।

ইহার পরে হনুমান বলিয়াছেন,

"যত্তদ্বিশুদ্ধানুভবমাত্রমেকং স্বতেজসা ধ্বস্তগুণব্যবস্থম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং সুধিয়োপলম্ভনং হ্যনামরূপং নিরহং প্রপদ্যে॥ শ্রীভা, ৫।১৯।৪॥

—যাহা সেই, যিনি বিশুদ্ধানুভবমাত্র এবং এক, নিজ তেজে যিনি ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে দূরীভূতা করিয়াছেন, যিনি প্রত্যক্, প্রশান্ত, শুদ্ধচিত্তে প্রকাশমান, অনামরূপ ও নিরহঙ্কার, আমি তাঁহার শরণাপন্ন হই।"

শ্রীহনুমানের এই উক্তিতে শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ-জ্ঞান অভিব্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ—

"যত্তৎ—যাহা সেই।" ইহাদ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের প্রসিদ্ধ দূর্ব্বাদল-শ্যামরূপ খ্যাপিত হইয়াছে। এ-স্থলে প্রকাশৈক-লক্ষণবস্তু সূর্য্যাদি-জ্যোতির প্রকাশকত্ব, শুক্লতাদিসত্তা-প্রভৃতি ধর্ম্মের মত, গুণরূপাদি-লক্ষণ তাঁহার স্বরূপধর্ম্মেরও স্বরূপাত্মকতা লক্ষ্য করিয়া স্বরূপমাত্রত্বই কথিত হইয়াছে (অর্থাৎ প্রকাশকত্ব এবং শুক্লতাদি—সূর্য্যাদি জ্যোতির্ম্ময় বস্তুর ধর্ম্ম হইলেও যেমন সে-সমস্ত সূর্য্যাদির স্বরূপ বলিয়া প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ নবদূর্ব্বাদলশ্যামরূপ শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ-ধর্ম্ম হইলেও তাঁহার স্বরূপই) ; কেননা, এই স্বরূপধর্ম্মকেই (নবদূর্ব্বাদলশ্যামত্বাদিকেই) ভগবৎসন্দর্ভাদিতে স্বরূপশক্তি বলিয়া স্থাপন করা হইয়াছে। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদবশতঃ স্বরূপধর্ম্ম ও স্বরূপে কোনও ভেদ থাকিতে পারেনা। আরও বলা হইয়াছে—সেই রূপ হইতেছে বিশুদ্ধানুভবমাত্র ; ইহাতেও রূপের ও স্বরূপের অভেদ কীর্ত্তিত হইয়াছে। স্বরূপ-ধর্ম্ম ও স্বরূপ এক বলিয়াই স্তবে শ্রীরামচন্দ্রের রূপকে "এক"—ধর্ম্ম ও ধর্ম্মিরূপে প্রকাশ পাইলেও "এক"—বলা হইয়াছে। তাহার পরে সেই শক্তির—যাহা

রূপরূপে অভিব্যক্ত, সেই শক্তির—মায়াতিরিক্ততার কথা বলা হইয়াছে—"স্বতেজসা ধ্বস্তগুণব্যবস্থম্" বাক্যে। তিনি স্বীয় তেজ বা শক্তির দ্বারা মায়াকে দূরে রাখিয়াছেন। যাহা মায়াকে দূরে অপসারিত করে, তাহা নিশ্চয়ই মায়াতীত হইবে এবং তাহা স্বরূপশক্তিই হইবে; কেননা, স্বরূপশক্তিব্যতীত অপর কিছুই মায়াকে অপসারিত করিতে পারে না। মায়াকে অপসারিত করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া তিনি "প্রশান্ত"—সর্ব্বোপদ্রবরহিত। সেই রূপের অনুভবমাত্রত্বের হেতু হইতেছে—তাহা "প্রত্যক্—দৃশ্যবস্তু হইতে অন্য" অর্থাৎ ইহা দৃশ্যবস্তু নহে। শ্রুতিও বলিয়াছেন "ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য—চক্ষুদ্বারা তাঁহার রূপ দৃষ্ট হয় না", "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্—তিনি যাঁহাকে কৃপা করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন, তাঁহার নিকটে তিনি স্বকীয় তনু প্রকাশ করেন।" কিন্তু কেন তিনি চক্ষুর অগোচর? যেহেতু তিনি "অনামরূপ"-তাঁহার প্রসিদ্ধ প্রাকৃত নাম ও রূপ নাই। প্রাকৃত নামরূপ-সম্বন্ধে ছান্দোগ্য-শ্রুতি হইতে জানা যায়—তেজ, জল ও মৃত্তিকা, এই তিন দেবতাতে জীবাত্মারূপে প্রবেশ করিয়া পরব্রহ্ম নামরূপ প্রকাশ করিয়াছেন (শ্রুতিতে ভৌতিকদেহ সম্বন্ধে যে নামরূপের কথা বলা হইয়াছে, তাহা মায়িক উপাধি বলিয়া প্রাকৃত। শ্রীরামচন্দ্র সৃষ্টবস্তু নহেন বলিয়া প্রাকৃত-নামরূপরহিত)। তাহার হেতু এই যে—তিনি "নিরহং—নিরহঙ্কার।" "এতাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি"-এই ছান্দোগ্যবাক্যে আত্মশব্দে পরমাত্মার জীবাখ্য-শক্তিরূপ অংশের কথা বলা হইয়াছে; কেননা, "অনেন—এই"-শব্দদ্বারা তাহার পৃথক্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জীবাখ্যশক্তিরূপ অংশে প্রবেশ এবং দেবতা-শব্দবাচ্য তেজোবারি-মৃত্তিকারূপ উপাধিতে অভিনিবেশ। তাহাতে সেই জীবের অহন্তার অভিনিবেশ হইতে সেই অধ্যাস জন্মে। সুতরাং পরমাত্মা স্বয়ং অন্তর্য্যামিরূপে দেহে অবস্থান করিলেও অহন্তার অধ্যাস থাকেনা বলিয়া তাঁহার নামরূপ-রাহিত্য। কিন্তু সর্ব্বাবস্থায় অহঙ্কার-রাহিত্য নহে; তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে ছান্দোগ্যশ্রুতি যে বলিয়াছেন—"নামরূপে ব্যাকরবাণি—নামরূপ প্রকাশ করিব", তাহাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। এ-স্থলে তিনি অহঙ্কারশূন্য হইলে "প্রকাশ করিব" বলিতে পারেন না। এ-স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতেছে—শ্রীরামচন্দ্রের রূপ যে উল্লিখিতরূপ, তাহা তো সকলের প্রতীতিগোচর হয় না। তাহার উত্তরেই বলা হইয়াছে—"সুধিয়োপলম্ভনম্—শুদ্ধচিত্তেই সেই রূপ উপলব্ধ হয়, অন্যত্র নহে।"

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীরামচন্দ্র যদি এতাদৃশই হয়েন, তাহা হইলে মর্ত্ত্যলোকের মধ্যে তাঁহার অবতরণের কি প্রয়োজন থাকিতে পারে? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—অন্য গৌণ প্রয়োজন থাকিলেও তাঁহার অবতরণের মুখ্য প্রয়োজন হইতেছে ভক্তগণের মধ্যে লীলামাধুর্য্য অভিব্যক্ত করা। হনুমান তাহাই বলিয়াছেন।

"মর্ত্ত্যাবতারস্ত্বিহ মর্ত্ত্যশিক্ষণং রক্ষোবধায়ৈব ন কেবলং বিভোঃ।
কুতোঽন্যথা স্যাদ্রমতঃ স্ব আত্মনঃ সীতাকৃতানি ব্যসনানীশ্বরস্য॥ শ্রীভা, ৫।১৯।৫॥

—বিভুর মর্ত্ত্যাবতার কিন্তু কেবল রাক্ষস-বধের জন্য নহে, এই সংসারে মর্ত্ত্যশিক্ষাও ইহার উদ্দেশ্য। নচেৎ যিনি আত্মা ঈশ্বর, স্বরূপে রমমাণ, তাঁহার সীতাবিরহজনিত দুঃখ কিরূপে সম্ভব হয়।"

রাক্ষসগণ সাধুগণের উদ্বেগ জন্মায়; সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়া রাক্ষসদিগের বিনাশ সাধন করিয়াছেন; কিন্তু কেবল ইহাই তাঁহার অবতরণের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে; মর্ত্ত্যজীবদিগের শিক্ষাও তাঁহার অবতরণের উদ্দেশ্য। কিরূপে সেই শিক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে? তিনি তাঁহার লীলায় বহির্ম্মুখ জীবগণের বিষয়াসক্তির দুর্ব্বারতা দেখাইয়াছেন; কিন্তু ইহাও আনুষঙ্গিক। মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে—ভগবদ্‌ভক্তিবাসনাবিশিষ্ট জনগণের নিকটে চিত্তদ্রবকর বিরহ-সংযোগময় স্বীয় লীলাবিশেষের মাধুর্য্য প্রকাশ করা। কেবল রাক্ষসবধের জন্য তাঁহার অবতরণের প্রয়োজন হয় না; তিনি ঈশ্বর পরমাত্মা, সর্ব্বান্তর্য্যামী; ইচ্ছামাত্রেই তিনি রাক্ষসদিগকে বধ করিতে সমর্থ; তাঁহার নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে থাকিয়া রাক্ষসদিগের নিধন ইচ্ছা করিলেই রাক্ষসগণ নিধন প্রাপ্ত হইত। তথাপি যে তিনি অবতীর্ণ হইয়া রাক্ষস বধ করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার সাধুগণের প্রতি এবং জগতের জীবের প্রতি কৃপাই জনগণের নিকটে সাক্ষাদ্‌ভাবে উপলব্ধির বিষয় হইয়াছে। আবার তিনি পরিপূর্ণ স্বরূপ; বৈকুণ্ঠে তিনি সীতার সহিত নিত্য রমমাণ। তাঁহার আবার সীতাবিরহজনিত দুঃখের সম্ভাবনাই বা কোথায়? তথাপি তিনি মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া রাক্ষসবধের আনুষঙ্গিকভাবে সীতাবিরহজনিত দুঃখ ভোগ করিয়াছেন বলিয়া দেখাইয়াছেন। স্বীয় লীলামাধুর্য্য প্রকাশই তাঁহার এ-সমস্ত লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য। সীতাবিরহজনিত দুঃখও তাঁহার লীলামাধুর্য্যেরই অন্তর্ভুক্ত- বিরহদ্বারা মিলন-সুখের চমৎকারিত্ব অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। সীতার সহিত তাঁহার বিরহ-সংযোগাত্মিকা লীলার কথা শুনিলে ভক্তদের চিত্ত ভক্তিরসে বিগলিত হইয়া যায়। উল্লিখিত শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্রের কৃপার এবং লীলার মাধুর্য্যই বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছে বলিয়া ইহাতে দোষের কিছু নাই।

শ্রীরামচন্দ্রের সীতাবিষয়িণী লীলা প্রাকৃত লোকের ন্যায় কামাদির বশবর্ত্তিতায় প্রকটিত হয় নাই; পরন্তু স্বজন-বিশেষ-বিষয়ক কৃপাবিশেষেই এই লীলা প্রকটিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী শ্লোক হইতেই তাহা জানা যায়।

"ন বৈ স আত্মবতাং সুহৃত্তমঃ সক্তস্ত্রিলোক্যাং ভগবান্ বাসুদেবঃ।
ন স্ত্রীকৃতং কশ্মলমশ্নুবীত ন লক্ষ্মণঞ্চাপি বিহাতুমর্হতি॥ শ্রীভা, ৫।১৯।৬॥

—(শ্রীহনুমান বলিয়াছেন) তিনি আত্মবান্ ব্যক্তিদিগের পরমসুহৃৎ; সেই ভগবান্ বাসুদেব ত্রিজগতের কোনও বস্তুতেই আসক্ত হয়েন না। তাঁহার কখনও স্ত্রীকৃত দুঃখ উপস্থিত হইতে পারে না; লক্ষ্মণকে বিসর্জন করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে।"

শ্রীজীবপাদকৃত ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য। শ্রীরামচন্দ্র ত্রিজগতের কোনও বস্তুতেই আসক্ত নহেন; কেননা, তিনি হইতেছেন আত্মা (পরমাত্মা), ভগবান্; ঐশ্বর্য্যাদি পরিপূর্ণরূপে তাঁহাতে নিত্য বিরাজমান। আবার তিনি বাসুদেব—সর্ব্বাশ্রয়। কিন্তু তিনি আত্মবান্ ব্যক্তিগণের আত্মা—তিনি

নিজেই যাঁহাদের নাথরূপে বর্ত্তমান, যাঁহারা তাঁহার বিষয়ে মমতা পোষণ করেন, তিনি সেই বিশেষ ভক্তগণের সুহৃত্তম। সুতরাং অপর লোক যেমন স্ত্রীত্বহেতুক দুঃখ ভোগ করে, শ্রীসীতা সেইরূপ দুঃখ-ভোগ করেন নাই। শ্রীসীতাও আত্মবতী—শ্রীরামচন্দ্রবিষয়ে অত্যন্ত মমতাময়ী; তথাপি তাঁহার যে দুঃখের কথা শুনা যায়, শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতিবিষয়তাই তাহার হেতু (তাঁহার দুঃখ হইতেছে তাঁহার শ্রীরাম-প্রীতি হইতে উদ্ভূত; বিয়োগাত্মক প্রীতিরসের আস্বাদনের জন্য তাঁহার দুঃখের আবির্ভাব। তিনি প্রাকৃত রমণী নহেন, পরন্তু স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ। সুতরাং প্রাকৃত রমণীর মায়াজনিত দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তদ্রূপ, শ্রীলক্ষ্মণও আত্মবান্; তাঁহাকেও শ্রীরামচন্দ্র ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, তাহাও আত্যন্তিক ত্যাগ নহে; লক্ষ্মণের ত্যাগ তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। তাহা হইতেছে শ্রীরামচন্দ্রের লীলা অন্তর্ধান করিবার ভঙ্গিবিশেষ। কালপুরুষের সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তিনি লক্ষ্মণকে ত্যাগ করিয়াছিলেন; ইহাই তাঁহার লীলাভঙ্গি। পরিত্যাগের ভঙ্গিতে তিনি সীতা ও লক্ষ্মণাদিকে আগেই অপ্রকট করিলেন; তাঁহারা তাঁহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন; পরে তিনি তাঁহার অপ্রকটধামে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন। (হনুমান বলিতেছেন) অধুনাও আমরা কিম্পুরুষবর্ষে সীতাদির সহিত শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিতেছি। সুতরাং মর্য্যাদারক্ষার নিমিত্তই দুঃখাদির কিঞ্চিৎ অনুকরণমাত্র করা হইয়াছে।

উল্লিখিত অর্থ স্থাপন করিবার জন্য, ভক্তির একমাত্র কারণ যে কারুণ্যপ্রমুখ পরম মাধুর্য্য, তাহাই যে সর্ব্বোপরি বিরাজমান, শ্রীহনুমান তাহাও বলিয়াছেন। যথা,

"ন জন্ম নূনং মহতো ন সৌভগং ন বাঙ্ন বুদ্ধির্নাকৃতিস্তোষহেতুঃ।
তৈর্যদ্বিসৃষ্টানপি নো বনৌকসশ্চকার সখ্যে বত লক্ষ্মণাগ্রজঃ॥ শ্রীভা, ৫।১৯।৭॥

—(শ্রীহনুমান বলিয়াছেন) মহাপুরুষ হইতে জন্ম, সৌভগ (সৌন্দর্য্য), আকৃতি, বুদ্ধি, বাঙ্‌নৈপুণ্য—এই সমস্ত লক্ষ্মণাগ্রজের সন্তোষের হেতু নহে, যেহেতু, ঐসমস্ত গুণহীন বনচর বানর আমাদিগকেও তিনি (তাঁহার পরমভক্ত-শ্রীসীতার অন্বেষণাদিরূপ ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া) সখারূপে গ্রহণ করিয়াছেন (অর্থাৎ তাঁহার দাস হওয়ার অযোগ্য হইলেও সহবিহারাদিদ্বারা তিনি আমাদিগকে সখার মত করিয়া রাখিয়াছেন)।"

শ্রীহনুমান আরও বলিয়াছেন,

"সুরোঽসুরো বাপ্যথ বানরো নরঃ সর্ব্বাত্মনা যঃ সুকৃতজ্ঞমুত্তমম্।
ভজেত রামং মনুজাকৃতিং হরিং য উত্তরাননয়ৎ কোশলান্দিবম্॥ শ্রীভা, ৫।১৯।৮॥

—(অযোগ্য বনচর বানরকে পর্য্যন্ত যিনি সখ্যদ্বারা কৃতার্থ করিয়াছেন, সেই শ্রীরামচন্দ্রের মতন পরম কৃপালু আর কেহ নাই। সুতরাং) যিনি অযোধ্যাবাসী সকল জীবকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গিয়াছেন—দেবতাই হউক, কি অসুরই হউক, কিম্বা বানর বা নরই হউক না কেন, সকলেরই সর্ব্বতোভাবে সেই

সুকৃতজ্ঞ (অল্পমাত্র ভক্তিতেই যিনি সন্তুষ্ট হয়েন), উত্তম (অসমোর্দ্ধ গুণসম্পন্ন), মানবাকৃতি হরি শ্রীরামচন্দ্রের ভজন করা কর্ত্তব্য।”

পূর্ব্বে স্বরূপজ্ঞানময়-ভক্তিদ্বারা নবদূর্ব্বাদলশ্যাম নরাকৃতিতেই পরমস্বরূপত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে মাধুর্য্যজ্ঞানময়-ভক্তিদ্বারাও বিশেষরূপে সেই নরাকৃতি হরিরই আরাধনার কথা বলা হইয়াছে।

উল্লিখিত আলোচনায় শ্রীজীবপাদ দেখাইলেন—শ্রীহনুমানের স্তব পর্য্যবসিত হইয়াছে মাধুর্য্যময় ভাবে। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রের কেবল মাধুর্য্যময় দাস্যভাবের সহিত স্বরূপ-ঐশ্বর্য্যাদির জ্ঞানময় দাস্যভাবের মিলন অযোগ্য হইলেও সর্ব্বশেষে মাধুর্য্যময়ভাবেই পর্য্যবসানের ভঙ্গিতে মাধুর্য্যময় ভাবেরই উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। অতএব এ-স্থলে রসাভাস হয় নাই, বরং রসোল্লাসই হইয়াছে।

৬। **ব্রজদেবীদিগের উক্তি**

শারদীয় রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণমাত্রে ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে ছুটিয়া আসিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষাময় বাক্য মনে করিয়া তাঁহারা বলিয়াছিলেন—

“মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্ দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্॥
যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে প্রেষ্ঠো ভবাং স্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥
—শ্রীভা, ১০।২৯।৩১-৩২॥

—হে বিভো! এই প্রকার নিষ্ঠুর বাক্য বলা আপনার পক্ষে সঙ্গত হয় না। আমরা সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আপনার পাদমূল ভজন করিয়াছি, আমরা আপনার ভক্ত; স্বচ্ছন্দে আমাদিগকে ভজন করুন, আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন না; দেব আদিপুরুষ যেমন মুমুক্ষুদিগকে ভজন করেন, তদ্রূপ আপনিও আমাদিগকে গ্রহণ করুন।

হে প্রভো! আপনি ধর্ম্মবেত্তা; আপনি বলিয়াছেন - পতি, পুত্র, বন্ধু, বান্ধবদিগের অনুবৃত্তি করাই স্ত্রীলোকের স্বধর্ম্ম, সেই স্বধর্ম্ম আমরা আপনাতেই পালন করিব; কেননা, আপনি আমাদের উপদেষ্টারূপে সেবনীয়, আপনি ঈশ্বর, আপনি দেহধারী জীবদিগের বন্ধু, আত্মা এবং প্রেষ্ঠ।”

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে কান্তাভাবময়ী গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে “দেহধারিগণের প্রেষ্ঠ, বন্ধু ও আত্মা” বলিয়াছেন। এইরূপ উক্তি হইতেছে শান্তরসের পরিচায়ক—সুতরাং তাঁহাদের মধুরভাবের অযোগ্য বলিয়া রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীজীবপাদ বলেন—এই বাক্যেও পরিহাসময় দ্ব্যর্থবোধক বচনভঙ্গিতে গোপীদের ভাবোৎকর্ষই সাধিত হইয়াছে; সুতরাং এ-স্থলেও রসোল্লাসই হইয়াছে, রসাভাস হয় নাই।

পরিহাসময় তাৎপর্য্য। ব্রজদেবীগণ প্রথমে সম্ভ্রমাত্মক “ভবান্—আপনি”-শব্দ ব্যবহার

করিয়াছেন ; কিন্তু তৎক্ষণাৎই আবার "ত্বম্-তুমি" বলিয়াছেন (ভজস্ব, ত্যজ এই দুইটী ক্রিয়াপদের কর্ত্তা হইতেছে উহ্য "ত্বম্"-শব্দ ; "ভবান্"-শব্দ ইহাদের কর্ত্তা হইতে পারে না)। এ-স্থলে "ভবান্" হইতেছে পরিহাসগর্ভ শব্দ। তাৎপর্য্য—"ওহে মহাশয়! আপনার পক্ষে এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলা সঙ্গত হয় না। যাহা হউক, তোমার এ-সব ভারিভুরি ছাড়, আমাদের ভজন কর, আমাদিগকে ত্যাগ করিওনা।" "ভবান্"-শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই—"তুমি যখন উপদেষ্টা সাজিয়াছ, তখন সম্ভ্রমাত্মক শব্দেই তোমাকে অভিহিত করা সঙ্গত!" ইহাও পরিহাসময় উক্তি। "মৈবং বিভোঽর্হতি"-ইত্যাদি প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী ২০৫৬-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় শ্লোকের পরিহাসময় তাৎপর্য্য। প্রথমতঃ, "ধর্ম্মবিদা"-শব্দে ব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণকে 'ধর্ম্মবিৎ" বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই:—"ওহে! তুমি তো ধর্ম্মবিৎ হইয়াছ! নচেৎ আমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিলে কিরূপে? আচ্ছা, যে লোক ধর্ম্মবিৎ এবং ধর্ম্মোপদেষ্টা হয়, তাহার নিজেরও ধর্ম্মবিহিত আচরণ করা সঙ্গত। কিন্তু তুমি যে কুলবতী আমাদিগকে বংশীধ্বনিদ্বারা আকর্ষণ করাইয়াছ, ইহা তোমার কোন্ ধর্ম্মের অনুমোদিত আচরণ? আবার, গভীর নিশিথে নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে তুমি নিজেই আমাদিগকে আনিয়া এখন পরিত্যাগ করিতেছ! ইহাই বা তোমার কোন্ ধর্ম্মের অনুমোদিত আচরণ? আগে নিজে ধর্ম্মাচরণ কর, তাহার পরে আমাদিগকে উপদেশ দিও। যাহাহউক, তুমি যখন আমাদের উপদেষ্টা গুরু সাজিয়াছ, তখন আমরাও তোমার উপদেশ পালন করিব। গুরুর উপদেশ-পালনে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে গুরুসেবা অবশ্যই করিতে হয়। আমরাও আমাদের গুরু তোমার সেবাই করিব। তুমি বলিয়াছ –'পতি, পুত্র, সুহৃদাদির সেবাই রমণীর স্বধর্ম্ম।' এই উপদেশও আমরা পালন করিব—কিন্তু তোমাতে। পৌর্ণমাসী দেবী নাকি বলিয়াছেন—তুমি নাকি সকলের পতি এবং একমাত্র তোমার সেবাতেই নাকি সকলের সেবা হইয়া যায়। তাই, তোমার সেবা করিলেই তো পতি-পুত্র-সুহৃদাদির সেবা হইয়া যাইবে ; আমরা তোমারই সেবা করিব। আবার তুমি নাকি সমস্ত দেহধারীদের প্রেষ্ঠ (পরমতম প্রিয়), বন্ধু (সকলের হিতকারী) এবং আত্মা (পরম আত্মীয়)। আমরাও তো দেহধারী—সুতরাং তুমি আমাদেরও প্রেষ্ঠ, বন্ধু এবং আত্মা ; প্রেষ্ঠের, বন্ধুর, পরমাত্মীয়ের সেবা সকলেই করিয়া থাকে এবং করা কর্ত্তব্যও ; সুতরাং তোমার সেবা করাও আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা তোমার সেবাই করিব ; তাহাতেই তোমার উপদেশ সার্থক হইবে।"

"যৎ পত্যপত্য"-ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এইরূপ লিখিয়াছেন:— —এই শ্লোকে যে "স্বধর্ম্ম"-পদ আছে, তাহার অর্থ হইতেছে—সু + অধর্ম্ম – অত্যন্ত অধর্ম্ম। আর, শ্রীকৃষ্ণকে যে "ধর্ম্মবিৎ" বলা হইয়াছে, তাহা পরিহাসমাত্র। "ধর্ম্মবিৎ তুমি যাহা বলিয়াছ"-একথার অর্থ হইতেছে—"তুমি যাহা ছলে প্রতিপাদন করিয়াছ।" কেননা, পতিসেবাদি-বিষয়ে তুমি যে উপদেশ দিয়াছ, সেই উপদেশের (যথাশ্রুত অর্থব্যতীত) অন্যরূপ অর্থই যে তোমার অভিপ্রেত, তাহা বুঝা গিয়াছে। তুমি যে অধর্ম্ম নিরাকরণের উপদেশ দিয়াছ, তাহা "তৎপদে—উপদেষ্টা ঈশ বা

স্বতন্ত্রাচার তোমাতেই” থাকুক—তুমিই অধর্ম্ম হইতে নিরস্ত হও। যদি বল, তাহাতে তোমাদের কি লাভ হইবে ? উত্তরে বলিতেছি—তুমি “বন্ধুরাত্মা—সুন্দর-স্বভাব এবং প্রাণিমাত্রের প্রিয়তম” ; এজন্য তুমি অধর্ম্ম হইতে নিরস্ত হইলে আমরা সকলেই মঙ্গলযুক্ত হইব। প্রীতিসন্দর্ভ ॥৩৩২॥

এইরূপে দেখা গেল—শান্তভাবময় বাক্যের ভঙ্গিতে এ-স্থলে ব্রজদেবীদের মধুররসই উল্লাস প্রাপ্ত হইয়াছে, রসাভাস হয় নাই।

২১১। অযোগ্য গৌণরসের সম্মিলনে মুখ্যরসের উল্লাস

ক। শ্রীরুক্মিণীদেবীর বাক্য

শ্রীরুক্মিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন,

“ত্বক্‌শ্মশ্রুরোমনখকেশপিনদ্ধমন্তর্মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট্‌কফপিত্তবাতম্।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতিবিমূঢ়া যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী॥

—শ্রীভা, ১০।৬০।৪৫॥

—যে স্ত্রী তোমার পাদপদ্মের মকরন্দ আঘ্রাণ কারতে পারে নাই, সেই মূঢ়মতি স্ত্রী বাহিরে ত্বক্, শ্মশ্রু, রোম, নখ ও কেশদ্বারা আচ্ছাদিত এবং ভিতরে মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, বাত, পিত্ত ও কফ-পূরিত জীবিত শবদেহকে কান্তজ্ঞানে ভজন করে।”

এ-স্থলে জীবিত শবদেহের বর্ণনায় বীভৎস-রস প্রকটিত হইয়াছে ; তাহা শ্রীরুক্মিণীদেবীর মধুর-রসের সহিত মিলিত হইয়াছে বলিয়া রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয় ; কেননা, বীভৎস-রস হইতেছে মধুর-রসের বিরোধী। শ্রীজীবপাদ বলেন, এ-স্থলে গৌণ বীভৎস-রস রুক্মিণীর শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-মধুর-রসের উৎকর্ষই খ্যাপন করিয়াছে। প্রকটভাবে শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ খ্যাপন না করিয়া রুক্মিণীদেবী যে অন্য পুরুষের বীভৎসতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতেই ভঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাতেই মধুর-রসের উল্লাস সাধিত হইয়াছে।

খ। দ্বারকামহিষীগণের উদ্দেশ্যে হস্তিনাপুর-নারীগণের উক্তি

“এতাঃ পরং স্ত্রীত্বমপাস্তপেশলং নিরস্তশৌচং বত সাধু কুর্বতে।
যাসাং গৃহাৎ পুষ্করলোচনঃ পতির্ন জাত্বপৈত্যাহৃতিভির্হৃদি স্পৃশন্॥ শ্রীভা. ১।১০।৩০॥

—(দ্বারকামহিষীগণের উদ্দেশ্যে হস্তিনাপুরনারীগণ বলিয়াছেন) শৌচরহিত এবং স্বাতন্ত্র্যরহিত স্ত্রীত্বকে ইঁহারা (দ্বারকামহিষীগণ) পরমশোভিত করিয়াছেন; কেননা, ব্যবহার-সমূহদ্বারা চিত্তে আসক্ত হইয়া ইঁহাদের পতি কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ গৃহ হইতে বহির্গত হয়েন না।”

এ-স্থলে স্ত্রীত্ব-অর্থ স্ত্রীজাতি। শৌচরাহিত্যাদি দোষ অন্য স্ত্রীলোকের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণের সম্বন্ধে নহে। দোষযুক্ত অন্য স্ত্রীজাতির সহিত তুলনাদ্বারা তাঁহাদের নির্দোষত্ব বা সাধুত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে ; সুতরাং তাঁহারা নিজের কীর্ত্তি-প্রভৃতিদ্বারা, দোষযুক্ত অন্য স্ত্রীলোক-

গণকেও শুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা যে শৌচরাহিত্যাদি দোষশূন্যা, সর্ব্বগুণে সমলঙ্কৃতা এবং অন্য রমণীগণের সাধুত্ব-বিধানে সমর্থা, তাহাও বলা হইয়াছে—মহিষীগণও স্ত্রীলোক হইলেও তাঁহারা "আহৃতিভিঃ—প্রেয়সীজনোচিত গুণসমূহের সমাহার দ্বারা" তাঁহারা তাঁহাদের পতি শ্রীকৃষ্ণের এমন প্রীতির পাত্রী হইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি আসক্ত হইয়া তাঁহাদের গৃহ হইতে কখনও বাহির হয়েন না, সর্ব্বদা তাঁহাদের গৃহেই অবস্থান করেন। "শ্রীকৃষ্ণ কামুক পুরুষের ন্যায় মহিষীদিগের গৃহে সর্ব্বদা অবস্থান করেন"—এইরূপ উক্তিতে বীভৎসরস সূচিত হইয়াছে। সুতরাং মধুর-রসের সহিত বীভৎসের সম্মিলন হওয়ায় রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এ-স্থলে রসাভাস হয় নাই, পরন্তু মহিষীদিগের মধুর-রসের উৎকর্ষই সাধিত হইয়াছে। কেননা, উল্লিখিত শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ভঙ্গিক্রমে বুঝা যায়—মহিষীগণের শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী প্রীতি হইতে উদ্ভূত গুণসমূহ এতই উৎকর্ষময় যে, শ্রীকৃষ্ণ সে-সমস্ত গুণের বশীভূত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের নিকটেই অবস্থান করেন। এইরূপে এ-স্থলে মহিষীদিগের শ্রীকৃষ্ণবশীকরণী প্রীতির উৎকর্ষ খ্যাপিত হওয়ায় মধুর-রস উল্লাস প্রাপ্তই হইয়াছে, রসাভাস হয় নাই।

২১২। গৌণরসের সহিত অযোগ্য মুখ্যরসের সম্মিলনে রসোল্লাস

"গোপ্যোঽনুরক্তমনসো ভগবত্যনন্তে তৎসৌহৃদঃ স্মিতবিলোকগিরঃ স্মরন্ত্যঃ।
গ্রস্তেঽহিনা প্রিয়তমে ভৃশদুঃখতপ্তাঃ শূন্যং প্রিয়ব্যতিহৃতং দদৃশুস্ত্রিলোকম্॥

—শ্রীভা, ১০।১৬।২০॥

—(কালিয়হ্রদে প্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে সর্পবেষ্টিত দেখিয়া গোপীদিগের যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিতে করিতে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন) প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে সর্পগ্রস্ত দেখিয়া ভগবান্ অনন্তে অনুরক্তচিত্ত গোপীগণ, তাঁহার সৌহৃদ্য, সহাস-দৃষ্টি এবং সস্মিত-বচন স্মরণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং প্রিয়বিরহে ত্রিভুবন শূন্য দেখিতে লাগিলেন।"

এ-স্থলে গৌণ করুণ রসই সূচিত হইয়াছে এবং তাহাই এ-স্থলে যোগ্য। সম্ভোগাখ্য মুখ্য উজ্জ্বল-রস তাহার বিরুদ্ধ; সুতরাং যোগ্য করুণরসের সহিত অযোগ্য উজ্জ্বলরসের সম্মিলনে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এ-স্থলে সহাসদৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারা ব্যঞ্জিত উজ্জ্বল-রসের সম্মিলন স্মরণ-মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছে; তজ্জন্য মধুরভাবের অভিব্যক্তির ভঙ্গিতে করুণরসের স্থায়িভাব শোক উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। এজন্য এ-স্থলে করুণরস উল্লাস প্রাপ্তই হইয়াছে, রসাভাস হয় নাই। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥২০০॥

২১৩। মুখ্যরসের সহিত অযোগ্য সঞ্চারিভাবের সম্মিলনে রসোল্লাস

"তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥ শ্রীভা, ১০।২৯।৮॥

—(শারদীয় রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া ব্রজসুন্দরীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ছুটিয়া যাইতেছিলেন, তখন) পতি, পিতৃবর্গ, ভ্রাতৃবর্গ ও বন্ধুবর্গ বারম্বার তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেও গোবিন্দকর্ত্তৃক তাঁহাদের চিত্ত অপহৃত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা মোহিত হইয়া গমন করিলেন, কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না।"

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে ব্রজসুন্দরীদিগের মধুর-ভাব। পতিপ্রভৃতির বারণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন তাঁহাদের চাপল্যের পরিচায়ক; পতিপ্রভৃতির সম্মুখে চাপল্য প্রকাশ অযোগ্য। চাপল্য হইতেছে একটী সঞ্চারিভাব। এই অযোগ্য সঞ্চারীর সম্মিলনে এ-স্থলে মুখ্য মধুর-রস আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—এ-স্থলে রসাভাস হয় নাই। ব্রজসুন্দরীগণ মহাভাববতী; মহাভাব অন্য সমস্তবিষয়েই অনুসন্ধান-রাহিত্য জন্মায়। পতি-প্রভৃতি যে তাঁহাদিগকে বারণ করিতেছিলেন, মহাভাবের প্রভাবে তাঁহাদের সেই অনুসন্ধানই ছিলনা। বংশীধ্বনি শ্রবণে তাঁহাদের মোহ-প্রাচুর্য্য জন্মিয়াছিল; সেই মোহপ্রাচুর্য্যের বশেই তাঁহারা ছুটিয়া গিয়াছেন। মোহ-প্রাচুর্য্য-বর্ণনের ভঙ্গিতে এ-স্থলে তাঁহাদের অন্যানুসন্ধানরহিত মহাভাবাখ্য কান্তাভাবের উৎকর্ষই সাধিত হইয়াছে। সুতরাং এ-স্থলে রসাভাসের পরিবর্ত্তে রসোল্লাসই হইয়াছে।

এ-পর্য্যন্ত রসোল্লাসের কথা বলা হইল। এক্ষণে রসাভাসোল্লাস প্রদর্শিত হইতেছে।

২১৪। রসাভাসোল্লাস

পূর্ব্বে (৭।২০১-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে—কোনও কারণে যে-স্থলে অযোগ্য রসই উৎকর্ষ লাভ করে, সে-স্থলে রসাভাসোল্লাস হয়। যোগ্য স্থায়ী অপেক্ষা অযোগ্য রসের উৎকর্ষেই রসাভাসোল্লাস। ইহা কেবল রসাভাস নহে, পরন্তু উৎকর্ষ প্রাপ্ত রসাভাস। শ্রামদ্‌ভাগবতে এতাদৃশ কোনও বাক্য থাকিলে কিরূপে তাহার সমাধান করিতে হয়, একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে শ্রীজীবপাদ তাহা দেখাইয়াছেন। যথা, শ্রীবসুদেব শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে বলিয়াছিলেনঃ—

"যুবাং ন নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরৌ॥ শ্রীভা, ১০।৮৫।১৮॥

—তোমরা আমাদের পুত্র নহ, পরন্তু সাক্ষাৎ প্রধান-পুরুষেশ্বর।"

এ-স্থলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিষয়ে বসুদেবের বাৎসল্যই হইতেছে যোগ্য। কিন্তু "তোমরা সাক্ষাৎ প্রধান-পুরুষেশ্বর"-বাক্যে বসুদেবের ভক্তিময় দাস্যরস প্রকাশ পাইয়াছে। যোগ্য বাৎসল্যের পক্ষে ভক্তিময় দাস্যরস হইতেছে অযোগ্য। অথচ বসুদেবের বাক্যে অযোগ্য ভক্তিময়-দাস্যই প্রাধান্য লাভ

করিয়াছে, যোগ্য বাৎসল্য যেন পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে যোগ্যবাৎসল্যকে অতিক্রম করিয়া অযোগ্য ভক্তিময় দাস্যের সংযোগ রসনির্ব্বাহক হইতে পারে না। অযোগ্য রসই এ-স্থলে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বলিয়া এ-স্থলে রসাভাসেরই উল্লাস হইয়াছে। শ্রীজীবপাদ বলেন—পূর্ব্বে শ্রীবলদেবের বিরুদ্ধভাব-সংযোগের যে সমাধান করা হইয়াছে, এ-স্থলেও সেইরূপ সমাধান করিতে হইবে। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥২০২॥ (পূর্ব্ববর্ত্তী ২০২ ঝ ও ২০২ গ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

২১৫। উপসংহার

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—শ্রীমদ্ভাগবত রসস্বরূপ বলিয়া তাহাতে রসাভাস থাকিতে পারে না। তথাপি কতকগুলি বাক্যের যথাশ্রুত অর্থে রসাভাস হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সে-সকল বাক্যের বা বাক্যান্তর্গত শব্দগুলির এমন ভাবে অর্থ করিতে হইবে, যাহাতে রসাভাস না হয়; কেননা, শ্রীমদ্ভাগবতে রসাভাস থাকিতে পারে না।

শ্রীজীবপাদের আনুগত্যে এই অধ্যায়ে আপাতঃদৃষ্ট রসাভাসের সমাধান-কল্পে শ্রীমদ্ভাগবতের কতিপয় শ্লোকের যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, শ্রীজীবপাদ তাদৃশ রসাভাসকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা,

প্রথমতঃ, যে-স্থলে অযোগ্যরসাদির মিলনে যোগ্য রস আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, অথচ অযোগ্যরসাদির বর্ণনায় বাক্যভঙ্গিতে যোগ্যরসের উৎকর্ষ সাধিত হয় না, সে-স্থলে এক শ্রেণীর আপাতঃদৃষ্ট রসাভাস। অযোগ্যরসসূচক বাক্যের বা শব্দের অর্থান্তর নির্দ্ধারণ করিয়া এতাদৃশ রসাভাসের সমাধান করিতে হইবে। কিরূপে তাহা করিতে হইবে, পূর্ব্ববর্ত্তী ২০২-২০৯-অনুচ্ছেদসমূহে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, যে-স্থলে অযোগ্যরসের মিলনে যোগ্যরস আভাসতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, অথচ অযোগ্যরসের বর্ণনায় বাক্যভঙ্গিতে যোগ্য রসের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়, সে-স্থলে আর একশ্রেণীর আপাতঃদৃষ্ট রসাভাস। বাক্যভঙ্গিতে যোগ্যরসের উৎকর্ষ সাধিত হয় বলিয়া এইরূপ স্থলে যোগ্যরসের উল্লাসই সাধিত হয়, রসাভাস হয় না। পূর্ব্ববর্ত্তী ২১০—২১৩-অনুচ্ছেদ-সমূহে এই প্রকার কয়েকটী বাক্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, যে-স্থলে অযোগ্য রসই যোগ্যরস অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করে, সে-স্থলে অপর এক রকমের আপাতঃদৃষ্ট রসাভাস। ইহা বাস্তবিক রসাভাসই, অযোগ্য রস উৎকর্ষ লাভ করে বলিয়া ইহাকে বলে রসাভাসোল্লাস। এই রসাভাসোল্লাসের সমাধান কিরূপে করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ২১৪-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে।

যে-সকল শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকে আপাতঃদৃষ্টিতে রসাভাস আছে বলিয়া মনে হয়, তাহাদের

সমস্তগুলিই যে এই অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে, তাহা নহে। এতাদৃশ অন্য কোনও শ্লোক দৃষ্ট হইলে এ-স্থলে প্রদর্শিত প্রণালীতে তাহার সমাধান করিতে হইবে।

ক। রসাভাসের সমাধান-প্রসঙ্গে শ্রীজীবের শেষ উক্তি

শ্রীমদ্ভাগবতে আপাতঃদৃষ্ট রসাভাসের সমাধান কিরূপে করিতে হইবে, তাহা প্রদর্শন করিয়া শ্রীজীবপাদ উপসংহারে বলিয়াছেন—"রসাভাস-প্রসঙ্গে সমাধানানি চৈতানি তেষ্বেব নির্দ্দোষেষু ক্রিয়ন্তে। তদিতরেষু ন তদর্থমাগৃহ্যতে। তস্মাৎ সর্বথা পরিহার্য্যস্তৎপ্রসঙ্গঃ। প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥২০৩॥—রসাভাস-প্রসঙ্গে এ-সকল সমাধান ভগবল্লীলাধিকারী নির্দ্দোষ পরিকরবর্গেই করা যায়; তাঁহারা ভিন্ন অন্যজনে রসাভাসের তাদৃশ সমাধানের জন্য আগ্রহ করা উচিত নহে। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে (ভগবৎ-পরিকর ভিন্ন) অন্যত্র রসাভাস-প্রসঙ্গ পরিহার করা কর্ত্তব্য।—প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামি-সম্পাদিত সংস্করণের অনুবাদ।"

এই উক্তির তাৎপর্য্য বোধ হয় এইরূপঃ—যাঁহারা ভগবল্লীলাধিকারী পরিকর, মায়াতীত বলিয়া তাঁহারা হইতেছেন সমস্ত দোষের অতীত, ভ্রম-প্রমাদাদি তাঁহাদের থাকিতে পারেনা, সুতরাং তাঁহাদের কোনও উক্তিতে বাস্তবিক রসাভাস থাকিতে পারে না; যথাশ্রুত অর্থে রসাভাস আছে বলিয়া মনে হইলেও শব্দসমূহের অন্যরূপ অর্থ করিয়া সেই রসাভাসের সমাধান করা যায়। এই অন্যরূপ অর্থে রসাভাস দূরীভূত হয় বলিয়া সেই অর্থকেই তাঁহাদের অভিপ্রেত বলিয়াও মনে করা যায়; কেননা, দোষহীন বলিয়া তাঁহাদের বাক্যে রসাভাস থাকিতে পারে না এবং এইরূপ অর্থে রসাভাসও থাকে না। কিন্তু যাঁহারা তাঁহাদের মত নির্দ্দোষ নহেন, তাঁহাদের মধ্যে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ থাকিতে পারে, তাঁহাদের বাক্যে রসাভাস দৃষ্ট হইলে শ্রীজীবপাদ-কথিত প্রণালীতে সেই রসাভাসের সমাধানের চেষ্টা করা সঙ্গত নহে; কেননা, যে-অন্যরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া সমাধানের চেষ্টা করা হইবে, সেই অন্যরূপ অর্থ তাঁহাদের অভিপ্রেত না হইতেও পারে—সুতরাং আপাতঃ দৃষ্টিতে সমাধান হইলেও সেই সমাধানে তাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইবে না। এজন্যই শ্রীজীবপাদ তাদৃশ সমাধানের চেষ্টাকে পরিহার করার উপদেশ দিয়াছেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভক্তিরস—গৌণ ও মুখ্য

২১৬। মুখ্যা রতি ও মুখ্যরস এবং গৌণীরতি ও গৌণরস

ভগবদ্‌বিষয়িণী রতিই বিভাবানুভাবাদি সামগ্রীর সহিত মিলিত হইয়া রসে পরিণত হয়। ভগবদ্‌বিষয়িণী রতি দুই রকমের—মুখ্যা ও গৌণী।

ক। মুখ্যা রতি ও মুখ্যরস

শান্তরতি (বা জ্ঞান), দাস্যরতি (বা ভক্তিময়ী রতি), সখ্যরতি (বা মৈত্রীময়ী রতি) বৎসল-রতি এবং মধুরা রতি—এই পাঁচটী রতিকে মুখ্যা রতি বলে। এই পাঁচটী মুখ্যা রতি সামগ্রী-সম্মিলনে পাঁচটী মুখ্যরসে পরিণত হয়—শান্তরস, দাস্যরস (বা ভক্তিময় রস), সখ্যরস (বা মৈত্রীময় রস), বাৎসল্যরস এবং মধুর-রস (বা উজ্জ্বল রস)। যথাক্রমে শান্তরতি, দাস্যরতি প্রভৃতি হইতেছে যথাক্রমে শান্তরস, দাস্যরস প্রভৃতির স্থায়িভাব।

এই পঞ্চবিধ রসের স্থায়িভাবসমূহ হইতেছে অন্যভাবের আশ্রয় এবং এই পঞ্চবিধ স্থায়িভাব নিয়তই তত্তদ্‌ভাবের আধাররূপ ভক্তে বিরাজিত থাকে। এজন্য ইহাদিগকে **মুখ্যা রতি** বা **মুখ্য ভাব** বলা হয় এবং এ-সমস্ত স্থায়িভাব যথোচিত সামগ্রীসম্মিলনে যে-সকল রসে পরিণত হয়, তাহাদিগকেও **মুখ্যরস** বলা হয়।

খ। গৌণীরতি ও গৌণরস

হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস—এই সাতটী হইতেছে গৌণীরতি।

এই সমস্ত গৌণী রতি হইতে উদ্ভূত রসসমূহকে যথাক্রমে হাস্যরস, অদ্ভুতরস, বীররস, করুণরস, রৌদ্ররস, ভয়ানক রস ও বীভৎস-রস বলা হয়। গৌণীরতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া এই সাতটী রসকে গৌণরস বলা হয়। হাস্যরস, অদ্ভুতরস প্রভৃতির স্থায়িভাব হইতেছে যথাক্রমে হাস্যরতি, অদ্ভুত রতি-প্রভৃতি।

মুখ্যা রতি এবং মুখ্যরসের ন্যায় গৌণী রতি এবং গৌণরসও হইতেছে ভক্তিরস। মুখ্যারতির সহিত যেমন ভগবানের সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন, তদ্রূপ গৌণীরতির সহিতও ভগবানের সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। ভগবৎ-প্রীতিসম্বন্ধবশতঃই সমস্ত রতির —গেণীরতিরও—রতিত্ব এবং তৎসমস্ত হইতে উদ্ভূত রসের বাস্তবিক রসত্ব। ভগবৎ-প্রীতিসম্বন্ধহীন হাস্যাদি গৌণীরতিরূপে স্বীকৃত হয় না। (৭।২৬৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

হাস্যাদি সপ্তবিধা গৌণী রতির আধারও হইতেছে শান্তাদি পঞ্চবিধা মুখ্যা রতির আশ্রয়

ভক্তগণ। কিন্তু এই সপ্তবিধা রতি হইতেছে "অনিয়তাধারা"-অর্থাৎ শান্তাদি পঞ্চবিধ-ভক্তরূপ আধারে তাহারা নিয়ত—সর্ব্বদা—থাকেনা ; কোনও কারণ উপস্থিত হইলে কদাচিৎ তাহারা উদ্ভূত হয়। এজন্য তাহাদিগকে গৌণী রতি বলে এবং সে-সমস্ত গৌণীরতি হইতে উদ্ভূত রসসমূহকেও গৌণরস বলা হয়।

গ। মুখ্যা ও গৌণী রতির পার্থক্য

মুখ্যারতি এবং গৌণীরতির পার্থক্য হইতেছে এই যে—মুখ্যারতি অন্যভাবেরও আশ্রয় হয় ; গৌণী রতি অন্য ভাবের আশ্রয় হয় না। মুখ্যা রতি "নিয়তাধারা"-অর্থাৎ মুখ্যা রতি নিয়তই তাহার আধার বা আশ্রয় ভক্তে অবস্থিত থাকে ; কিন্তু গৌণীরতি হইতেছে "অনিয়তাধারা"-সর্ব্বদা স্বীয় আধারে অবস্থিত থাকেনা, সাময়িক ভাবে উদিত হয়।

আবার মুখ্যা ও গৌণী-উভয় প্রকার রতিরই ভগবৎ-প্রীতির সহিত সম্বন্ধ আছে এবং উভয়ের আশ্রয়ই হইতেছে শান্তাদি পঞ্চবিধ ভক্ত। শান্তাদি পঞ্চবিধ ভক্তব্যতীত অপর ব্যক্তিতে যে হাস্যাদির উদয় হয়, তৎসমস্তকে ভক্তিরসবিষয়ে গৌণীরতি বা রতি বলা হয় না ; কেননা, ভগবৎ-প্রীতির সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই।

গৌণীরতির স্থায়িভাবত্ব-সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী ৭।১৩৩ গ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ঘ। গৌণরসও ভগবৎ-প্রীতিময়

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গৌণীরতিও হইতেছে ভগবৎ-প্রীতির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টা এবং ভগবৎ-প্রীতি হইতেই তাহার উদ্ভব। ভগবৎ-প্রীতিকে আত্মসাৎ করিয়াই গৌণী রতি স্থায়িভাবত্ব লাভ করে এবং সামগ্রীসম্মিলনে গৌণরসে পরিণত হয়। সুতরাং গৌণরসও হইবে ভগবৎ-প্রীতিময় রস, ভক্তিরস।

ঙ। আলোচনার ক্রম

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, গৌণী রতি হইতে মুখ্যারতিরই উৎকর্ষ এবং গৌণরস হইতে মুখ্যরসেরই উৎকর্ষ। শান্তাদি মুখ্যরসসমূহের মধ্যে আবার স্বাদাধিক্যে মধুররসের উৎকর্ষই সর্ব্বাতিশায়ী। সুতরাং রসসম্বন্ধিনী আলোচনা যদি মধুর-রসের আলোচনাতেই সমাপ্তি লাভ করে, তাহা হইলেই "মধুরেণ সমাপয়েৎ"-নীতির মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে। তাহা করিতে হইলে আগে গৌণরসের আলোচনা করিয়া তাহার পরে শান্তাদি মুখ্য রসের আলোচনা করিতে হয়, কেননা, তাহা হইলেই শান্তাদি মুখ্যরসের আলোচনার ক্রম অনুসারে মধুর-রসের বিবৃতিতে আলোচনার সমাপ্তি হইতে পারে। এজন্য এ-স্থলে গৌণরসের আলোচনাই প্রথমে করা হইবে ; তাহার পরে মুখ্যরসের আলোচনা করা হইবে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও এই ভাবেই রসসমূহের বর্ণনা দিয়াছেন। "তত্র মুখ্যাঃ 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'-ইতি ন্যায়েন গৌণরসানাং রসাভাসানপ্যুপরি বিবরণীয়াঃ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥১৫৮॥" রসাভাসাদি পূর্ব্ববর্ত্তী দুই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে গৌণরসের বিবরণ দেওয়া হইতেছে। বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন রস বিবৃত হইবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

হাস্যভক্তিরস—গৌণ (১)

২১৭। হাস্যভক্তিরস—প্রীতিসন্দর্ভে

ক। হাস্যরসের বিভাব-অনুভাবাদি

ভগবৎ-প্রীতিময় হাস্যরসের যোগ্য বিভাবাদির কথা বলা হইতেছে (প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥১৫৮)।

বিষয়ালম্বন-বিভাব—চেষ্টা-বাক্য-বেশ-বিকৃতিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ। চেষ্টার, বা বাক্যের, বা বেশাদির যেরূপ বিকৃতিতে হাস্যের উদয় হইতে পারে, চেষ্টাদির সেইরূপ বিকৃতিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন হাস্যরসের বিষয়ালম্বন।

চেষ্টাদির বিকৃতিবিশেষের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বা অপ্রিয় কেহ যদি হাস্যের বিষয় হয়েন, তাহা হইলেও হাস্যের কারণ যে প্রীতি, সেই প্রীতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণই হইবেন মূল আলম্বন। তাৎপর্য্য এই—ভক্তের প্রীতির বিষয় হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ; তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কোনও ব্যক্তির চেষ্টাদির বিকৃতি দেখিলে ভক্ত মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় এই ব্যক্তি এইরূপ হাস্যোদ্দীপক চেষ্টাদি করিতেছেন, কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রিয় এই ব্যক্তি এইরূপ চেষ্টাদি করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বা অপ্রিয়—উভয়ের সহিতই শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ আছে—প্রিয়ত্বের বা অপ্রিয়ত্বের সম্বন্ধ। যাহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোনওরূপ সম্বন্ধ নাই, এতাদৃশ অপর ব্যক্তির হাস্যজনক চেষ্টাদিতে ভক্তের হাস্যোদ্রেক হয়না। কেবল শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাঁহাদের কোনওরূপ সম্বন্ধ আছে, তাঁহাদের চেষ্টাদির বিকৃতিতেই ভক্তের চিত্তে হাস্যের উদ্রেক হইয়া থাকে। এজন্য এতাদৃশ স্থলে শ্রীকৃষ্ণকেই মূল আলম্বন বলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়াই ভক্তের হাস্য উদ্ভূত হয়। সুতরাং কেবল হাস্যাংশের বিষয়রূপেই বিকৃত প্রিয় বা অপ্রিয় হয়েন বহিরঙ্গ আলম্বন (দান-যুদ্ধ-বীরাদিতেও এইরূপ বুঝিতে হইবে)।

আশ্রয়ালম্বন-বিভাব—হাস্যরতির আধার শ্রীকৃষ্ণভক্ত।

উদ্দীপন—শ্রীকৃষ্ণের, বা তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় জনের চেষ্টা-বাক্য-বেশাদির বিকৃতি প্রভৃতি।

অনুভাব—নাসা, ওষ্ঠ ও গণ্ডের বিশেষরূপে স্পন্দন।

ব্যভিচারী ভাব—হর্ষ, আলস্য, অবহিত্থাদি।

স্থায়ীভাব—শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিময় হাস। এই হাস বা হাস্যরতি হইতেছে স্ববিষয়ানুমোদনাত্মক, কিম্বা উৎপ্রাসাত্মক চিত্তবিকাশ (মনের প্রফুল্লতা)। (উৎপ্রাস—উপহাস)।

প্রীতিসন্দর্ভের ১৫৮।১৫৯-অনুচ্ছেদে অনুমোদনাত্মক ও উৎপ্রাসাত্মক চিত্তবিকাশের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

খ। অনুমোদনাত্মক হাস্য

শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বাল্য-চাপল্য দর্শন করিয়া গোপীগণ অত্যন্ত হর্ষান্বিত হইয়া সকলে মিলিয়া যশোদামাতার নিকটে আসিয়া বলিলেন—

"বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ক্রোশসঞ্জাতহাসঃ
স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ।
মর্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিভজতি স চেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি
দ্রব্যালাভে সগৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্॥ শ্রীভা, ১০।৮।২৯॥

—যশোদে! তোমার কৃষ্ণ অসময়ে (অদোহন-কালে) বৎসগুলিকে খুলিয়া দেয়, এজন্য রুষ্ট হইয়া কেহ কিছু বলিলে হাসিতে থাকে। চৌর্য্যের নানাবিধ উপায় কল্পনা করিয়া সুস্বাধু দধিদুগ্ধ চুরি করিয়া ভক্ষণ করে; নিজে খাইতে খাইতে আবার বানরদিগকেও দধিদুগ্ধাদি ভাগ করিয়া দেয়; কদাচিৎ কোনও বানর ভোজনে তৃপ্তি লাভ করিয়া যদি আর ভোজন না করে, তাহা হইলে কৃষ্ণ নিজেও আর খায় না, ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলে। কখনও বা নিজের অভীষ্ট দ্রব্য না পাইলে গৃহবাসীদের প্রতি কুপিত হইয়া পালঙ্কে শয়ান শিশুদিগকে কাঁদাইয়া প্রস্থান করে।"

আবার, "হস্তাগ্রাহ্যে রচয়তি বিধিং পীঠকোলূখলাদ্যৈ-
শ্ছিদ্রং হ্যন্তর্নিহিতবয়ুনঃ শিক্যভাণ্ডেষু তদ্বিৎ।
ধ্বান্তাগারে ধৃতমণিগণং সাঙ্গমর্থপ্রদীপং
কালে গোপ্যো যর্হি গৃহকৃত্যেষু সুব্যগ্রচিত্তাঃ॥ শ্রীভা, ৩০।৮।৩০॥

—আবার, উচ্চ শিক্যস্থ ভাণ্ডে যে সকল দ্রব্য থাকে, হাত দিয়া তো সেই সমস্ত বস্তু নামাইয়া লইতে পারে না; তখন শিক্যের নিকটে পীঠ-উলূখলাদি লইয়া গিয়া সে-সমস্ত নামাইবার উপায় রচনা করে। শিক্যস্থ কোন্ ভাণ্ডে কোন্ বস্তু লুক্কায়িত আছে, যশোদে! তোমার কৃষ্ণ তাহাও জানিতে পারে এবং সেই বস্তু খাইবার নিমিত্ত তাহাতে ছিদ্র করে। রাজ্ঞি! ছিদ্র রচনায় তোমার বালকটী বড় দক্ষ। আবার, যে-সময় গোপীগণ স্ব-স্ব গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন, সেই সময়ে অন্ধকারময় গৃহে প্রবেশ করিয়া তোমার বালক স্বীয় অভীষ্ট কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। (অন্ধকারময় গৃহে কিরূপে জিনিস দেখিতে পায়? এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন) তোমার বালকটীর অঙ্গই প্রদীপের কাজ করে; আবার, তাহার অঙ্গে যে উজ্জ্বল মণিসমূহ আছে, তাহারাও প্রদীপের কাজ করে।"

যশোদার সখীস্থানীয়া সেই গোপীগণ আরও বলিলেন,

"এবং ধার্ষ্ট্যান্যুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ
স্তেয়োপায়ৈর্বিরচিতকৃতিঃ সুপ্রতীকো যথাস্তে।
ইত্থং স্ত্রীভিঃ সভয়নয়নশ্রীমুখালোকিনীভি-
র্ব্যাখ্যাতার্থা প্রহসিতমুখী নহ্যুপালব্ধুমৈচ্ছৎ॥ শ্রীভা, ১০।৮।৩১'

—যদি কেহ চোর বলিয়া আক্রোশ করে, তোমার বালকটী তাহাকে বলে—'তুই চোর, আমিই গৃহস্বামী।' হে যশোদে! তোমার বালকটী এইরূপে নানারকম ধৃষ্টতা করিয়া বেড়ায় এবং লোকের সুমার্জ্জিত গৃহে মলমূত্র ত্যাগ করিয়াও আসে! হে সতি! চৌর্য্যদ্বারাই তোমার পুত্রের সকল কর্ম্ম হয়; কিন্তু তোমার নিকটে সাধুর মত থাকে, যেন দুষ্টামির লেশমাত্রও জানে না! (এ-সমস্ত বর্ণনা করিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিলেন, হে রাজন্!) শ্রীকৃষ্ণের ভয়াকুল নয়ন এবং পরমশোভাসম্পন্ন বদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে গোপীগণ এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের মন্দকর্ম্ম সকল বারম্বার ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেও যশোদা কেবল হাস্যমুখী হইয়াই রহিলেন, পুত্রকে ভর্ৎসনা করিবার ইচ্ছা তাঁহার হইল না।"

এ-স্থলে ব্রজেশ্বরী যশোদার হাসিদ্বারা এবং পুত্রকে ভর্ৎসনার অনিচ্ছা দ্বারা বুঝা যাইতেছে, তাঁহার হাস্য হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের আচরণের অনুমোদনাত্মক। যশোদার বাৎসল্যপ্রেমের বিষয় হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার হাস্য হইতেছে—স্বীয় বিষয়ের (স্বীয় বাৎসল্যপ্রেমের বিষয় শ্রীকৃষ্ণের আচরণের) অনুমোদনাত্মক।

গ। উৎপ্রাসাত্মক হাস্য

"তাসাং বাসাংস্যুপাদায় নীপমারুহ্য সত্বরঃ।
হসদ্ভিঃ প্রহসন্ বালৈঃ পরিহাসমুবাচ হ ॥ শ্রীভা, ১০।২২।৯ ॥

—(কাত্যায়নীব্রতপরায়ণা গোপকন্যাগণ তাঁহাদের পরিধেয় বসন তীরে রাখিয়া যমুনায় প্রবেশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ) তাঁহাদের বসনসকল গ্রহণ করিয়া সত্বর কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন। তাহা দেখিয়া যে-সকল গোপবালক হাস্য করিতেছিলেন, তাঁহাদের সহিত উচ্চ হাস্য করিয়া পরিহাস-সহকারে শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন।"

এ-স্থলে হাস্য হইতেছে উৎপ্রাসাত্মক (পরিহাসাত্মক)।

অন্য দৃষ্টান্ত; যথা—

"কত্থনং তদুপাকর্ণ্য পৌণ্ড্রকস্যাল্পমেধসঃ।
উগ্রসেনাদয়ঃ সভ্যা উচ্চকৈর্জহসুস্তদা ॥ শ্রীভা, ১০।৬৬।৭॥

—(করূষদেশের অধিপতি পৌণ্ড্রককে তাঁহার অনুগত লোকগণ স্তব করিয়া বলিত—"তুমিই জগৎপতি; পৌণ্ড্রকরূপে ভগবান্ বাসুদেবই অবতীর্ণ হইয়াছেন।" মন্দবুদ্ধি পৌণ্ড্রক সেজন্য নিজেকে বাসুদেব বলিয়া অভিমান করিতেন। এক সময়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে দূত পাঠাইয়া বলাইয়াছিলেন—'জগদ্বাসী জীবদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের উদ্দেশ্যে আমি একাই বাসুদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি, অপর কেহ নহে। তুমি নিজেকে মিথ্যা বাসুদেবরূপে প্রচার করিতেছ; মূঢ়তাবশতঃ তুমি আমার চিহ্নসকল ধারণ করিয়াছ; তুমি সে-সকল চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও; নতুবা আসিয়া

আমার সহিত যুদ্ধ কর।' পৌণ্ড্রকের দূত দ্বারকার রাজসভায় আসিয়া পৌণ্ড্রকের কথা জানাইলে) অল্পবুদ্ধি পৌণ্ড্রকের সেই কথা শুনিয়া উগ্রসেনাদি সভ্যগণ উচ্চস্বরে হাস্য করিয়াছিলেন।"

এই হাস্যও উৎপ্রাসাত্মক (উপহাসাত্মক)।

২১৮। হাস্যভক্তিরস—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে

ক। বিভাব-অনুভাবাদি

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ৪।১।৩-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—হাস হইতেছে চিত্তের বিকাশমাত্র, কমলাদির বিকাশের ন্যায় বিকাশ। কমলাদির বিকাশের যেমন কখনও বিষয় থাকেনা, তদ্রূপ চিত্তবিকাশরূপ হাস্যেরও কোনওরূপ বিষয় নাই; যাহার উদ্দেশ্যে হাস্য প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকেই **হাস্যের বিষয়** বলা হয়।

বিভাবানুভাবাদি সম্বন্ধে প্রীতিসন্দর্ভ এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উক্তির মধ্যে পার্থক্য কিছু নাই। তবে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—কৃষ্ণ এবং তদন্বয়ী অন্য কেহও আলম্বন হইতে পারেন।

তদন্বয়ী বলিতে, যাঁহার চেষ্টা কৃষ্ণবিষয়া, তাঁহাকে বুঝায়। "যচ্চেষ্টা কৃষ্ণবিষয়া প্রোক্তঃ সোঽত্র তদন্বয়ী ॥ ভ, র, সি, ৪।১।৩॥" টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"তদন্বয়ী তস্য কৃষ্ণস্যানুগতচেষ্টশ্চ তদ্রতেরাশ্রয়ত্বেন তাদৃশহাসহেতুত্বেন চালম্বনঃ॥—যাঁহার চেষ্টা কৃষ্ণের অনুগত, তিনি হইতেছেন তদন্বয়ী; তাদৃশরতির **আশ্রয়** বলিয়া এবং তাদৃশ হাস্যের হেতু বলিয়া তিনিও **আলম্বন** হয়েন।"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"বৃদ্ধাঃ শিশুমুখ্যাঃ প্রায়ঃ প্রোক্তা ধীরৈস্তদাশ্রয়াঃ।
বিভাবনাদিবৈশিষ্ট্যাৎ প্রবরাশ্চ ক্বচিন্মতাঃ॥ ৪।১।৩॥

—পণ্ডিতগণ বলেন, বৃদ্ধ এবং শিশুগণই প্রায়শঃ হাস্যরতির **আশ্রয়** হয়; কখনও কখনও বিভাবনাদির বৈশিষ্ট্যবশতঃ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরাও এই রতির **আশ্রয়** হইয়া থাকেন।"

খ। কৃষ্ণালম্বনের দৃষ্টান্ত

"যাস্যাম্যস্য ন ভীষণস্য সবিধং জীর্ণস্য শীর্ণাকৃতে-
র্মাতর্নেষ্যতি মাং পিধায় কপটাদাধারিকায়ামসৌ।
ইত্যুক্ত্বা চকিতাক্ষমদ্ভুতশিশাবুদ্বীক্ষ্যমাণে হরৌ
হাস্যং তস্য নিরুন্ধতোঽপ্যতিতরাং ব্যক্তং তদাসীন্মুনেঃ॥ ভ, র, সি, ৪।১।৩॥

—(নারদমুনিকে দেখিয়া শিশু কৃষ্ণ ভীত হইয়া যশোদামাতাকে বলিলেন) 'মা! আমি এই জীর্ণ-শীর্ণাকৃতি ভীষণ লোকের নিকটে যাইব না; (তাঁহার নিকটে গেলে তিনি) আমাকে তাঁহার বস্ত্রনির্ম্মিত ভিক্ষাঝোলার মধ্যে পুরিয়া রাখিবেন।' এইকথা বলিয়া অদ্ভুত শিশুরূপী হরি ভয়চকিতনেত্রে

নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। (শিশুর বাক্য শুনিয়া এবং আচরণ দেখিয়া) যদিও সেই মুনি হাস্য সম্বরণ করিতেছিলেন, তথাপি তাহা অত্যধিকরূপে ব্যক্ত হইয়া পড়িল।”

এ-স্থলে হাস্যজনক বাক্য উচ্চারণকারী এবং হাস্যজনক আচরণকারী কৃষ্ণ হইতেছেন মুনির হাস্যের বিষয়ালম্বন।

এ-স্থলে কৃষ্ণ -বিষয়ালম্বন, মুনি—আশ্রয়ালম্বন, কৃষ্ণের বাক্য ও আচরণাদি—উদ্দীপন, অনুক্ত ওষ্ঠ-গণ্ডাদির স্পন্দন—অনুভাব এবং হর্ষ ও হাস্যসম্বরণচেষ্টা (অবহিত্থা)—সঞ্চারী।

গ। তদন্বয়ী আলম্বনের দৃষ্টান্ত

“দদামি দধিফাণিতং বিবৃণু বক্ত্রমিত্যগ্রতো নিশম্য জরতীগিরং বিবৃতকোমলৌষ্ঠে স্থিতে।
তয়া কুসুমমর্পিতং নবমবেত্য ভুগ্নাননে হরৌ জহসুরুদ্ধরং কিমপি সুষ্ঠু গোষ্ঠার্ভকাঃ॥
—ভ, র, সি, ৪।১।৪॥”

—কোনও জরতী (বৃদ্ধা নারী) কৃষ্ণকে বলিলেন—‘তোমাকে আমি দধিমিশ্রিত ফাণিত (বাতাসা) দিব, মুখ্য ব্যাদন কর’—সম্মুখভাগে জরতীর এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কোমল ওষ্ঠ বিস্তারিত করিলে জরতী তাহাতে একটী নব-কুসুম অর্পণ করিলেন। তাহাতে কৃষ্ণ মুখ কুটীল করিলে নিকটবর্ত্তী ব্রজবালকগণ সুষ্ঠুরূপে কি এক অদ্ভুত উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন।”

এ-স্থলে, জরতী—বিষয়ালম্বন, ব্রজবালকগণ—আশ্রয়ালম্বন, কৃষ্ণবদনের কুটিলতা—উদ্দীপন, অনুক্ত হাস্যজনিত-ওষ্ঠ-গণ্ডাদির স্পন্দন—অনুভাব, হর্ষ—সঞ্চারী। জরতীর চেষ্টা কৃষ্ণবিষয়া বলিয়া জরতী হইতেছেন তদন্বয়ী আলম্বন।

২১৯। হাসরতি—সুতরাং হাস্যরসও—ছয় প্রকার

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

“ষোঢ়া হাসরতিঃ স্যাৎ স্মিত-হসিতে বিহসিতাবহসিতে চ।
অপহসিতাতিহসিতকে জ্যেষ্ঠাদীনাং ক্রমাদ্ দ্বে দ্বে ॥৪।১।৫॥

—হাসরতি ছয় রকমের। যথা—স্মিত ও হসিত, বিহসিত ও অবহসিত, অপহসিত ও অতিতহসিত। জ্যেষ্ঠ, মধ্য ও কনিষ্ঠভেদে দুইটী দুইটী করিয়া প্রকাশ পায় (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠব্যক্তিতে স্মিত ও হসিত, মধ্যমব্যক্তিতে বিহসিত ও অবহসিত এবং কনিষ্ঠ ব্যক্তিতে অপহসিত ও অতিহসিত প্রকাশ পায়)।”

ভাবজ্ঞগণ বলেন, বিভাবনাদির বৈচিত্র্যবশতঃ কোনও কোনও স্থলে উত্তম ব্যক্তিতেও বিহসিতাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বিভাবনাদি-বৈচিত্র্যাদুত্তমস্যাপি কুত্রচিৎ।
ভবেদ্‌বিহসিতাদ্যঞ্চ ভাবজ্ঞৈরিতি ভণ্যতে॥ ভ, র, সি, ৪।১।৫॥

হাসরতি ছয় প্রকার হওয়ায় হাস্যরসও ছয় প্রকারই হইবে।

এক্ষণে বিভিন্ন হাসরতির এবং তদুত্থ বিভিন্ন হাস্যরসের আলোচনা করা হইতেছে।

২২০। স্মিত

"স্মিতং ত্বলক্ষ্যদশনং নেত্রগণ্ডবিকাশকৃৎ ॥ ভ, র, সি, ৪।১।৫॥
—যে হাস্যে দন্ত লক্ষিত হয় না, কিন্তু নেত্র ও গণ্ডের বিকাশ (প্রফুল্লতা) দৃষ্ট হয়, তাহাকে স্মিত বলে।"

"ক্ব যামি জরতী খলা দধিহরং দিধীর্ষন্ত্যসৌ প্রধাবতি জবেন মাং সুবল মঙ্ক্ষু রক্ষাং কুরু।
ইতি স্খলদুদীরিতে দ্রবতি কান্দিশীকে হরৌ বিকস্বরমুখাম্বুজং কুলমভূন্মুনীনাং দিবি ॥
—ভ, র, সি, ৪।১।৬॥

[সুবল হে সুষ্ঠুবল ইতি কিঞ্চিদ্‌বলিষ্ঠং জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরং প্রতি সম্বোধনং ন তু সুবলসংজ্ঞং তৎসমবয়স্কং প্রতি ॥ টীকায় শ্রীজীবপাদ ॥—সুবল-শব্দের অর্থ হইতেছে সুষ্ঠুবল, সুষ্ঠুবলবিশিষ্ট-কিঞ্চিদধিকবলবিশিষ্ট-জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলদেব। তাঁহার প্রতিই সম্বোধন করা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সমবয়স্ক সুবল-নামক সখার প্রতি নহে]

—'হে জ্যেষ্ঠভ্রাতঃ! দধি চুরি করিয়াছি বলিয়া খলস্বভাবা জরতী আমাকে ধরিবার জন্য অতি বেগে ধাবিত হইয়া আসিতেছে ; আমি এখন কোথায় যাইব ? তুমি শীঘ্র আমাকে রক্ষা কর'—এইরূপ বলিয়া ভয়ে পলায়মান কৃষ্ণকে দেখিয়া স্বর্গে মুনিগণের বদন ঈষৎ হাস্যে বিকশিত হইল।"

এ-স্থলে উল্লিখিতরূপ চেষ্টাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ—বিষয়ালম্বন, জ্যেষ্ঠ মুনিগণ—আশ্রয়ালম্বন, শ্রীকৃষ্ণের বাক্য ও আচরণ—উদ্দীপন, মুনিদের ঈষদ্ধাস্য-জনিত নেত্র-গণ্ডের স্পন্দন (অনুক্ত)—অনুভাব, দন্তগোপন (অনুক্ত)--ব্যভিচারী। ঈষৎ-হাস্যেই দন্ত গোপন সূচিত হইতেছে। তাহাতেই এই হাস্য হইতেছে "স্মিত"। জ্যেষ্ঠ মুনিগণে এই "স্মিত" প্রকাশ পাইয়াছে।

নিম্নলিখিত স্থলসমূহেও উল্লিখিতরূপে বিভাবাদি নির্ণয় করিতে হইবে।

২২১। হসিত

"তদেব দর-সংলক্ষ্য-দন্তাগ্রং হসিতং ভবেৎ ॥ ভ, র, সি, ৪।১।৬॥
—যে হাস্যে দন্তাগ্র ঈষৎ (কিঞ্চিন্মাত্র) দৃষ্ট হয়, তাহাকে হসিত বলে।"

"মদ্বেশেন পুরঃস্থিতো হরিরসৌ পুত্রোঽহমেবাস্মি তে
পশ্যেত্যাচ্যুতজল্পবিশ্বসিতয়া সংরম্ভরজ্যদ্দৃশা।
মামেতি স্খলদক্ষরে জটিলয়া ব্যাক্রুশ্য নিষ্কাসিতে
পুত্রে প্রাঙ্গণতঃ সখীকুলমভূদ্দন্তাংশুধৌতাধরম্ ॥ ভ, র, সি, ৪।১।৭॥

—শ্রীরাধিকার পতিম্মন্য জটিলাপুত্র অভিমন্যু নিজগৃহে আগমন করিতেছিলেন ; কিন্তু তাঁহার বেশ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে পূর্ব্বেই তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা তিনি দেখিতে পায়েন নাই। অভিমন্যুবেশী শ্রীকৃষ্ণ আগমনশীল অভিমন্যুকে দূর হইতে দর্শন করিয়া জটিলার নিকটে গিয়া

বলিলেন—'মা! আমি তোমার পুত্র অভিমন্যু; ঐ দেখ, আমার বেশ ধারণ করিয়া কৃষ্ণ অগ্রে অবস্থিত রহিয়াছে।'—কৃষ্ণ এই কথা বলিলে জটিলা তাহাতে বিশ্বাস করিয়া সক্রোধনেত্রে—'মা, মা'-এইরূপ স্খলিত-অক্ষরের উচ্চারণকারী স্বীয় পুত্র অভিমন্যুকে প্রাঙ্গণ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া শ্রীরাধার সখী সকলের অধর দন্তকিরণে বিধৌত হইল।"

ঈষদ্দৃষ্ট দন্তের কিরণেই সখীদের অধর বিধৌত হইয়াছিল; সুতরাং এ-স্থলে "হসিত" উদাহৃত হইয়াছে। টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"জটিলার বাতুলতা আশঙ্কা করিয়া স্বীয় বন্ধুদিগকে আনয়নের জন্য অভিমন্যু চলিয়া গিয়াছেন।"

২২২। বিহসিত

"সস্বনং দৃষ্টদশনং ভবেদ্ বিহসিতং তু তৎ॥ ভ, র, সি, ৪।১।৭॥

—যে হাস্যে হাসির শব্দও শুনা যায় এবং দন্তও দৃষ্ট হয়, তাহাকে বিহসিত বলে।"

"মুষাণ দধি মেদুরং বিফলমন্তরা শঙ্কসে সনিশ্বসিতডম্বরং জটিলয়াত্র নিদ্রায়তে।
ইতি ব্রুবতি কেশবে প্রকটশীর্ণদন্তস্থলং কৃতং হসিতমুৎস্বনং কপটসুপ্তয়া বৃদ্ধয়া॥

—ভ, র, সি, ৪।১।৮॥

—(শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিলেন) 'সখে! মেদুর (স্নিগ্ধ) দধি চুরি কর, গৃহমধ্যে অনর্থক ভয় করিওনা, জটিলা উৎকট নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে নিদ্রা যাইতেছে।'—শ্রীকৃষ্ণ একথা বলিলে কপট-নিদ্রায় নিদ্রিত-বৃদ্ধা জটিলা শীর্ণদন্ত প্রকটিত করিয়া সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন।"

২২৩। অবহসিত

"তচ্চাবহসিতং ফুল্লনাসং কুঞ্চিতলোচনম্॥ ভ, র, সি, ৪।১।৮॥

—যে হাস্যে নাসিকা প্রফুল্ল এবং নয়ন কুঞ্চিত হয়, তাহাকে অবহসিত বলে।"

"লগ্নস্তে নিতরাং দৃশোরপি যুগে কিং ধাতুরাগো ঘনঃ
প্রাতঃ পুত্র বলস্য বা কিমসিতং বাসস্ত্বয়াঙ্গে ধৃতম্।
ইত্যাকর্ণ্য পুরো ব্রজেশগৃহিণীবাচং স্ফুরন্নাসিকা
দূতী সঙ্কুচদীক্ষণাবহসিতং জাতা ন রোদ্ধুং ক্ষমা॥ ভ, র, সি, ৪।১।৯॥

—(শ্রীকৃষ্ণ প্রাতঃকালে কেলিনিকুঞ্জ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া যশোদা-মাতা বলিলেন) 'হে পুত্র! তোমার লোচনযুগলে কি ঘন ধাতুরাগ সংলগ্ন হইয়াছে? তুমি কি বলদেবের নীলাম্বর ধারণ করিয়াছ?'—ব্রজেশ্বর-গৃহিণীর এই কথা শ্রবণ করিয়া সম্মুখে অবস্থিতা দূতীর নাসিকা প্রফুল্ল হইল, নেত্র সঙ্কুচিত হইল; দূতী তাঁহার অবহসিত সংগোপন করিতে অক্ষম হইলেন।"

রাত্রিকালে বিহারসময়ে শ্রীরাধার তাম্বূলরাগ শ্রীকৃষ্ণের নয়নে সংলগ্ন হইয়াছিল এবং প্রাতঃকালে তাড়াতাড়ি কুঞ্জ হইতে বহির্গত হওয়ার সময়ে ভ্রমবশতঃ শ্রীরাধার নীলাম্বরকে তিনি স্বীয় উত্তরীয় মনে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। এ-সমস্ত দেখিয়াই যশোদামাতা উল্লিখিতরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন।

২২৪। অপহসিত

"তচ্চাপহসিতং সাশ্রুলোচনং কম্পিতাংসকম্॥ ভ, র, সি, ৪।১।৯॥

—যে হাস্যে লোচন অশ্রুযুক্ত হয় এবং স্কন্ধ কম্পিত হয়, তাহাকে অপহসিত বলে।"

"উদস্রং দেবর্ষির্দিবি দরতরঙ্গদ্ভুজশিরা
যদভ্রাণ্যুদ্দণ্ডো দশনরুচিভিঃ পাণ্ডরয়তি।
স্ফুটং ব্রহ্মাদীনাং নটয়িতরি দিব্যে ব্রজশিশৌ
জরত্যাঃ প্রস্তোভন্নটতি তদনৈষীদ্ দৃশমসৌ॥ ভ, র, সি ৪।১।৯॥

—যিনি স্পষ্টরূপে ব্রহ্মাদি-দেবগণকেও নৃত্য করাইতেছেন, সেই দিব্য (অপ্রাকৃত, সচ্চিদানন্দ) ব্রজশিশু জরতীর (কৃষ্ণ! নাচ তো, তোমাকে খণ্ড-লড্ডুকাদি দিব, ইত্যাদি) প্রলোভন-বাক্যে মুগ্ধ হইয়া নৃত্য করিতেছেন দেখিয়া হাস্যভরে স্বর্গস্থিত দেবর্ষি নারদের ভুজদ্বয় ও মস্তক ঈষৎ চালিত হইল, স্কন্ধ কম্পিত হইল, তাঁহার নয়নে অশ্রু উদ্গত হইল, হাস্যনিবন্ধন বিকশিত দন্তসমূহের শ্বেত জ্যোতিতে মেঘসমূহও শুভ্র বর্ণ ধারণ করিল। তিনি তাঁহার তাদৃশ সজল নেত্রের দৃষ্টি নৃত্যপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।"

২২৫। অতিহসিত

"সহস্ততালং ক্ষিপ্তাঙ্গং তচ্চাতিহসিতং বিদুঃ॥ ভ, র, সি, ৪।১।৯॥

—হস্ততাল ও অঙ্গক্ষেপের সহিত হাস্যকে অতিহসিত বলে।"

"বৃদ্ধে ত্বং বলিতাননাসি বলিভিঃ প্রেক্ষ্য স্বযোগ্যামত-
স্ত্বামুদ্বোঢুমসৌ বলীমুখবরো মাং সাধয়ত্যুৎসুকঃ।
অভির্বিপ্লুতধীর্বৃণে নহি পরং ত্বত্তো বলিধ্বংসনা-
দিত্যুচ্চৈর্মুখরাগিরা বিজহসুঃ সোত্তালিকা বালিকাঃ॥ ভ, র, সি, ৪।১।১০॥

—(শ্রীকৃষ্ণ জরতী মুখরাকে বলিলেন) 'বৃদ্ধে! তুমি বলিতাননা হইয়াছ (মুখের চর্ম্মসমূহ বলিত বা কুঞ্চিত হওয়ায় বলিতাননা—বানরমুখী-হইয়াছ); এই বলীমুখবর (বানররাজ) তোমাকে তাহার যোগ্যপাত্রী দেখিয়া বিবাহ করার জন্য উৎসুক হইয়াছে এবং (তোমাকে সম্মত করাইবার জন্য) আমাকে সাধ্য-সাধনা করিতেছে।' (শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ কথা শুনিয়া বৃদ্ধা বলিলেন) 'আমি এই সকল বলিদ্বারা (বানরদ্বারা) অধীরবুদ্ধি হইয়াছি, বলিধ্বংসী (পূতনা-তৃণাবর্ত্তাদির ধ্বংসকারী) তোমাকে ভিন্ন অপর কাহাকেও বরণ করিবনা'—বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়া তত্রত্য বালিকাগণ করতালি সহকারে উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিল।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

অদ্ভুত ভক্তিরস—গৌণ (২)

২২৬। অদ্ভুত ভক্তিরস

"আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্বাদ্যত্বং ভক্তচেতসি।
সা বিস্ময়রতি র্নীতাদ্ভুতভক্তিরসো ভবেৎ॥ ভ, র, সি, ৪।২।১॥

—আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা বিস্ময়রতি যদি ভক্তচিত্তে আস্বাদ্যত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে অদ্ভূত-ভক্তিরস বলে।"

ক। বিভাব-অনুভাবাদি

অদ্ভুত ভক্তিরসের আশ্রয়ালম্বন হইতেছে সর্ব্বপ্রকারের ভক্ত। লোকাতীত-ক্রিয়াহেতু শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন ইহার বিষয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টাবিশেষাদি হইতেছে ইহাতে উদ্দীপন। নেত্রবিস্তার, স্তম্ভ, অশ্রু এবং পুলকাদি হইতেছে অনুভাব বা ক্রিয়া। আবেগ, হর্ষ, জাড্যাদি হইতেছে ব্যভিচারী ভাব। আর, লোকোত্তর-কর্ম্মবশতঃ বিস্ময়রতি হইতেছে অদ্ভুতভক্তিরসের স্থায়ী ভাব। "স্থায়ী স্যাদ্ বিস্ময়রতিঃ সা লোকোত্তরকর্ম্মতঃ ॥ ভ, র, সি, ৪।২।৩॥" টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—লোকোত্তর-কর্ম্মত ইত্যুপলক্ষণং তাদৃশ রূপগুণাভ্যাঞ্চ।—এ-স্থলে লোকোত্তরকর্ম্ম হইতেছে উপলক্ষণ। লোকোত্তর রূপ-গুণসমূহ হইতেও বিস্ময় রতির উদয় হয়।" অসম্ভাবনাময়ী বুদ্ধি হইতেই বিস্ময়ের উদয় হয়। যে ক্রিয়া লৌকিক জগতে দৃষ্ট হয় না, যে রূপ-গুণও লৌকিক জগতে দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ ক্রিয়া বা রূপ-গুণাদির দর্শনাদিতে মনে প্রশ্ন জাগে—ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? এইরূপ প্রশ্নের কোনও সমাধান যখন পাওয়া যায় না, তখনই বিস্ময়ের উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ লোকাতীত ক্রিয়া-রূপ-গুণাদি হইতে যে বিস্ময়ের উদয় হয়, তাহাই হইতেছে অদ্ভুতরসের স্থায়ী ভাব বিস্ময়রতি।

২২৭। বিস্ময়রতি-সুতরাং অদ্ভুতরসও-দ্বিবিধ

বিস্ময়রতি সাক্ষাৎ ও অনুমান ভেদে দুই রকমের। "সাক্ষাদনুমিতশ্চেতি তচ্চ দ্বিবিধমুচ্যতে॥ ভ, র, সি, ৪।২।৩॥"

বিস্ময়রতি দুই প্রকার বলিয়া তাহা হইতে উদ্ভূত অদ্ভূতরসও হইবে দুই প্রকার। এক্ষণে উল্লিখিত দ্বিবিধ বিস্ময়রতির কথা বলা হইতেছে।

২২৮। সাক্ষাৎ বিস্ময়রতি

"সাক্ষাদৈন্দ্রিয়কং দৃষ্টশ্রুত সংকীর্ত্তিতাদিকম্॥ ভ, র, সি, ৪।২।৩॥

—ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানকে সাক্ষাৎ বলে; তাহা তিন রকমের—চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা দৃষ্ট, কর্ণেন্দ্রিয়দ্বারা শ্রুত এবং

বাগিন্দ্রিয়াদিদ্বারা সংকীর্ত্তিতাদি। এতাদৃশ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান হইতে যে বিস্ময়রতি জন্মে, তাহাকে বলে সাক্ষাৎ বিস্ময়রতি।"

এই তিন রকমের সাক্ষাৎ বিস্ময় রতির উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

ক। দৃষ্ট

"একমেব বিবিধোত্তমভাজং মন্দিরেষু যুগপন্নিখিলেষু।
দ্বারকামভিসমীক্ষ্য মুকুন্দং স্পন্দনোজ্ঝিততনুর্মুনিরাসীৎ॥ র, ভ, সি, ৪।২।৪॥

—দ্বারকায় প্রতিমহিষীর মন্দিরে, একবপুতেই বিবিধ উদ্যমে ব্যাপৃত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া নারদমুনির তনু স্পন্দনরহিত (জাড়িমাপ্রাপ্ত) হইয়াছিল।"

নরকাসুরের গৃহ হইতে ষোল হাজার রাজকন্যাকে দ্বারকায় আনিয়া শ্রীকৃষ্ণ একই দেহে একই সময়ে তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিবাহ করিয়াছিলেন। দেবর্ষি নারদ তাহা শুনিয়া মনে করিলেন—ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার।

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ॥ শ্রীভা, ১০।৬৯।২॥

তখন নারদ অত্যন্ত উৎসুক হইয়া দ্বারকানগরীর দর্শনের জন্য দ্বারকায় গিয়া উপনীত হইলেন। তিনি প্রথমে রুক্মিণীদেবীর অঙ্গনে গেলেন। রুক্মিণীদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—দাসীগণপরিবৃতা রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে চামর ব্যজন করিতেছেন। ব্রহ্মণ্যদেব এবং ধর্ম্মাদর্শ-স্থাপক শ্রীকৃষ্ণ নারদের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ইহার পরে নারদ ক্রমে ক্রমে অন্যান্য মহিষীদের মন্দিরে এবং অন্যত্রও গমন করিলেন। দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কোনও স্থলে অক্ষক্রীড়া করিতেছেন, কোনও স্থলে শিশু-সন্তানদের লালন-পালন করিতেছেন, কোনও স্থানে হোম করিতেছেন, কোনও স্থানে ব্রাহ্মণভোজন করাইতেছেন, কোনও স্থানে অসিচর্ম্ম লইয়া ভ্রমণ করিতেছেন, কোনও স্থানে মন্ত্রীদের সহিত মন্ত্রণা করিতেছেন, ইত্যাদি। প্রত্যেক স্থানেই নারদকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্বর্দ্ধনাদিরূপ যে আচরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়, শ্রীকৃষ্ণ যেন নারদকে সেই সময়ে দ্বারকাপুরীতে তখনই প্রথম দেখিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এক বপুতেই যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কার্য্যে একই সময়ে ব্যাপৃত ছিলেন—উল্লিখিত বিবরণ হইতে তাহা স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়। এই লোকাতীত ব্যাপার দেখিয়া নারদ এমনই বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন যে, তিনি স্পন্দনরহিত হইয়া পড়িলেন। একই শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিভিন্ন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ইহা যে ঋষি সৌভরী প্রভৃতির ন্যায় রচিত কায়ব্যূহ নহে, তাহার প্রমাণ এই যে, কায়ব্যূহে ক্রিয়াসাম্য থাকে ; কিন্তু এ-স্থলে ক্রিয়াসাম্য নাই, বিভিন্ন স্থানে শ্রীকৃষ্ণ-প্রকাশসমূহের বিভিন্ন ক্রিয়া। বিশেষতঃ, কায়ব্যূহের রহস্য নারদও জানিতেন এবং তিনি নিজেও কায়ব্যূহ-রচনা করিতে সমর্থ ছিলেন। তথাপি তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকাশ যদি কায়ব্যূহ হইত, তাহা হইলে নারদের

বিস্ময়ের হেতু কিছু থাকিত না; কেননা, অসম্ভাবনাবুদ্ধি হইতেই বিস্ময় জন্মে। কায়ব্যূহ-রচনা অসম্ভব নহে।

এই দৃষ্টান্তে প্রত্যক্ষদৃষ্ট লোকোত্তরকর্ম্ম হইতেই নারদের বিস্ময় জন্মিয়াছে এবং তিনি সেই বিস্ময়রতি হইতে জাত অদ্ভুতরসেরও আস্বাদন করিয়াছেন।

অন্য একটী উদাহরণ,

"ক স্তন্যগন্ধিবদনেন্দুরসৌ শিশুস্তে গোবর্দ্ধনঃ শিখররুদ্ধঘনঃ ক্বচায়ম্।
ভোঃ পশ্য সব্যকর-কন্দুকিতাচলেন্দ্রঃ খেলন্নিব স্ফুরতি হন্ত কিমিন্দ্রজালম্॥

—ভ, র, সি, ৪।২।৫॥

—যশোদে! দেখ! কোথায় তোমার এই স্তন্যগন্ধিবদন শিশু, আর কোথায় বা এই গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত, যাহার শৃঙ্গদ্বারা মেঘসকল রুদ্ধ হইয়াছে! ইন্দ্রজালের ন্যায় কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই শিশুর বামহস্তে গিরিরাজ ক্রীড়াকন্দুকের ন্যায় শোভা পাইতেছে!"

খ। শ্রুত

"যান্যক্ষিপন্ প্রহরণানি ভটাঃ স দেবঃ প্রত্যেকমচ্ছিনদমূনি শরত্রয়েণ।
ইত্যাকলয্য যুধি কংসরিপোঃ প্রভাবং স্ফারেক্ষণঃ ক্ষিতিপতিঃ পুলকী তদাসীৎ॥

—ভ, র, সি, ৪।২।৬॥

—নরকাসুরের একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য (ভটাঃ) যত অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ তিনটী মাত্র শরের দ্বারা তৎসমস্তকে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। যুদ্ধে কংসরিপুর এতাদৃশ প্রভাবের কথা শ্রবণ করামাত্র মহারাজ পরীক্ষিতের নয়নদ্বয় বিস্ফারিত হইল, তিনি পুলকান্বিত হইলেন।"

এ-স্থলে লোকোত্তর-কার্য্যের শ্রবণজনিত বিস্ময়।

গ। সংকীর্ত্তিত

"ডিম্ভাঃ স্বর্ণনিভাম্বরা ঘনরুচো জাতাশ্চতুর্বাহবো
বৎসাশ্চেতি বদন্ কৃতোঽস্মি বিবশঃ স্তম্ভশ্রিয়া পশ্যত।
আশ্চর্য্যং কথয়ামি বঃ শৃণুত ভোঃ প্রত্যেকমেকৈকশঃ
স্তূয়ন্তে জগদণ্ডবদ্ভিরভিত স্তে হন্ত পদ্মাসনৈঃ॥ ভ, র, সি, ৪।২।৭॥

—(সত্যলোকে ব্রহ্মা বলিলেন) 'বালকসকল পীতবসনধারী, ঘনশ্যাম এবং চতুর্ব্বাহু হইল এবং বৎসসকলও তদ্রূপ হইল'-এই কথা বলিতে বলিতে আমি স্তম্ভসম্পত্তিদ্বারা বিবশতা প্রাপ্ত হইলাম, দেখ। অহো! আরও আশ্চর্য্য কথা বলিতেছি, ওহে শুন। ঐ সকল পীতবসন ঘনশ্যাম ও চতুর্ভুজ-রূপধারী বৎস-বালকগণের প্রত্যেককে পদ্মাসন জগদণ্ডনাথগণ প্রত্যেকে সর্ব্বদিকে স্তব করিতেছেন।"

ব্রহ্মমোহন-লীলায় ব্রহ্মা যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার বিস্ময়-রতির উদয় হইল এবং সেই বিস্ময়রতি অদ্ভুতরসে পরিণত হইল।

২২৯। **অনুমিত বিস্ময়রতি**

"উন্মীল্য ব্রজশিশবো দৃশং পুরস্তাদ্‌ভাণ্ডীরং পুনরতুলং বিলোকয়ন্তঃ।

সাত্মানং পশুপটলীঞ্চ তত্র দাবাদুন্মুক্তাং মনসি চমৎক্রিয়ামবাপুঃ ॥ ভ, র, সি, ৪।২।৭ ॥

—(গোপবালকদের সঙ্গে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গোচারণে গিয়াছেন। বালকগণ ভাণ্ডীরবনে ক্রীড়ারত। গাভীগণ তৃণাহার করিতে করিতে গহ্বরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। হঠাৎ চারিদিকে দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। ভীতচকিত গাভীগণ চীৎকার করিতে করিতে ভাণ্ডীরবন হইতে দূরবর্ত্তী ঈষিকাটবীমধ্যে প্রবেশ করিল। রামকৃষ্ণ ও গোপবালকগণ গাভীদিগকে দেখিতে না পাইয়া তাহাদের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ; অনেকক্ষণ পরে শরবনের মধ্যে তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। ধবলী-শ্যামলী প্রভৃতি নাম ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে আহ্বান করিলে তাহারাও সহর্ষে প্রতিধ্বনি করিল। এদিকে দাবানল অত্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল। ভয়ে গোপবালকগণ তাহাদের রক্ষার জন্য রামকৃষ্ণকে আহ্বান করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'তোমরা চক্ষু নিমীলিত কর।' তাঁহারা তাহাই করিলেন ; তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই দাবালন পান করিয়া অগ্নি নির্বাপিত করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বালকগণকে বলিলেন — 'তোমরা চক্ষু উন্মীলিত কর।' তখন) গোপবালকগণ চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন—তাঁহাদের সম্মুখভাগেই ভাণ্ডীরবন, তাঁহারা পুনরায় ভাণ্ডীরবনেই আসিয়াছেন ; আরও দেখিলেন —নিজেরা এবং গবাদিপশুগণ সকলেই দাবানল হইতে মুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা মনোমধ্যে অতিশয় চমৎকৃতি (বিস্ময়) অনুভব করিলেন।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের কোনও লোকোত্তর সামর্থ্যের অনুমানবশতঃ গোপবালকগণের বিস্ময়রতির উদয় হইয়াছিল। এই বিস্ময়রতি হইতে উদ্ভূত অদ্ভুতরসও তাঁহারা আস্বাদন করিয়াছিলেন।

২৩০। **উপসংহার**

উপসংহারে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"অপ্রিয়াদেঃ ক্রিয়া কুর্য্যান্নালৌকিক্যপি বিস্ময়ম্। অসাধারণ্যপি মনাক্ করোত্যেব প্রিয়স্য সা ॥

প্রিয়াৎ প্রিয়স্য কিমুত সর্ব্বলোকোত্তরোত্তরা। ইত্যত্র বিস্ময়ে প্রোক্তা রত্যনুগ্রহমাধুরী ॥৪।২।৮॥

—(যাহাতে প্রীতি নাই, বরং দ্বেষই বর্ত্তমান, তাদৃশ) অপ্রিয়ব্যক্তি প্রভৃতির অলৌকিকী ক্রিয়াও বিস্ময় জন্মায় না। (যাঁহাতে প্রীতি আছে, সেই) প্রিয় ব্যক্তির অতিসামান্য অসাধারণ কার্য্যও বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে (ইহাই সর্ব্বত্র রীতি। সুতরাং) সকল প্রিয় অপেক্ষা প্রিয় যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার সর্ব্বলোকোত্তরোত্তরা ক্রিয়া যে বিস্ময় উৎপাদন করিবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি থাকিতে পারে ? এজন্য এ-স্থলে বিস্ময়রসে রত্যনুগ্রহমাধুরীর কথা (শান্তাদিরতির অনুগ্রহপ্রাপ্ত বিস্ময়রসের মাধুরীর কথা) বলা হইল।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"অজাতপ্রীতিনাস্তু তৎসম্বন্ধেন যে

বিস্ময়াদয়ো ভাবাস্তদীয়রসাশ্চ দৃশ্যন্তে, তেঽত্র তদনুকারিণ এব জ্ঞেয়াঃ ॥১৭৪॥—অজাতপ্রীতি ব্যক্তিগণের শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে যে বিস্ময়াদি-ভাব ও ভগবৎ-প্রীতিময় রস দেখা যায়, তাঁহারা ইহাতে (ভাবপ্রকটনে ও রসাস্বাদনে) অনুকারীমাত্র। অর্থাৎ তাঁহারা অন্যের ভাবোদ্‌গম বা রসাস্বাদন দেখিয়া তাহার অনুকরণ করেন মাত্র ; বাস্তবিক পক্ষে তাঁহাদের ভাব বা রসের উদয় হয় না ; যেহেতু, প্রীতিই ভাবোদ্‌গমের বা রসাস্বাদনের প্রধান কারণ। প্রীতির আবির্ভাবব্যতীত ভাবোদ্‌গম বা প্রীতিময় রসাস্বাদন অসম্ভব। প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামিমহোদয়-সংস্করণের অনুবাদ।”

শ্রীজীবপাদের এই উক্তি সর্ব্বত্রই প্রযোজ্য।

ষোড়শ অধ্যায়

বীরভক্তিরস—গৌণ (৩)

২৩১। বীরভক্তিরস

"সৈবোৎসাহরতিঃ স্থায়ী বিভাবাদ্যৈর্নিজোচিতৈঃ।

আনীয়মানা স্বাদ্যত্বং বীরভক্তিরসোভবেৎ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১॥

—স্থায়িভাব উৎসাহরতি যখন আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা আস্বাদনীয়ত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে বীরভক্তিরস বলে।"

২৩২। বীর চতুর্ব্বিধ

"যুদ্ধ-দান-দয়া-ধর্ম্মৈশ্চতুর্দ্ধা বীর উচ্যতে।

আলম্বন ইহ প্রোক্ত এষ এব চতুর্ব্বিধঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১॥

—বীর চারি প্রকার—যুদ্ধবীর, দানবীর, দয়াবীর এবং ধর্ম্মবীর। এই বীরভক্তিরসে এই চারিপ্রকারের বীরই হইতেছে আলম্বন।"

"উৎসাহস্ত্বেষ ভক্তানাং সর্ব্বেষামেব সম্ভবেৎ॥ ভ, র, সি, ৪ ৩।২॥

—এই উৎসাহ সকল ভক্তেই সম্ভব হয় "

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—কোনও ভক্তের যুদ্ধোৎসাহ, কোনও ভক্তের দানোৎসাহ, ইত্যাদি রীতিতে সকলভক্তেই উৎসাহ সম্ভব হয়। সেই শ্রীকৃষ্ণ যদি দ্রষ্টা হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছায় অন্য সখাই প্রতিযোদ্ধা হইয়া থাকেন।

এক্ষণে বিভিন্ন প্রকার বীরভক্তিরসের কথা বলা হইতেছে।

যুদ্ধবীর-রস (২২৩-৩৫-অনু)

২৩৩। যুদ্ধবীর

"পরিতোষায় কৃষ্ণস্য দধদুৎসাহমাহবে। সখা বন্ধুবিশেষো বা যুদ্ধবীর ইহোচ্যতে॥

প্রতিযোদ্ধা মুকুন্দো বা তস্মিন্ বা প্রেক্ষকে স্থিতে। তদীয়েচ্ছাবশেনাত্র ভবেদন্যঃ সুহৃদ্‌বরঃ॥

—ভ, র, সি, ৪।৩।২॥

—শ্রীকৃষ্ণের পরিতোষের নিমিত্ত যুদ্ধে উৎসাহধারী সখাকে, বা বন্ধুবিশেষকে এ-স্থলে যুদ্ধবীর বলা হয়। প্রতিযোদ্ধা হইতেছেন মুকুন্দ ; অথবা তিনি যদি দর্শকরূপে অবস্থিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছানুসারে অন্য একজন সুহৃদ্বর প্রতিযোদ্ধা হইয়া থাকেন।"

ক। কৃষ্ণ প্রতিযোদ্ধা

"অপরাজিতমানিনং হঠাচ্চটুলং ত্বামভিভূয় মাধব।
ধিনুয়ামধুনা সুহৃদ্গণং যদি ন ত্বং সমরাৎ পরাঞ্চসি॥ ভ, র, সি, ৪।৩।৩॥

—হে মাধব! তুমি অতি চঞ্চল; নিজেকে অপরাজিত বলিয়া মনে কর। তুমি যদি ছলপূর্ব্বক সমর হইতে পরাঙ্মুখ না হও, তাহা হইলে তোমাকে পরাভূত করিয়া আমি সুহৃদ্গণকে পরিতুষ্ট করিব।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের কোনও সখা প্রতিযোদ্ধা হওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়াছেন।

খ। সুহৃদ্বর প্রতিযোদ্ধা

"সখিপ্রকরমার্গণানগণিতান্ ক্ষিপন্ সর্ব্বত-
স্তথাদ্য লগুড়ং ক্রমাদ্ভ্রময়তি স্ম দামাকৃতী।
অমংস্ত রচিতস্তুতির্ব্রজপতেস্তনুজোঽপ্যমুং
সমৃদ্ধপুলকো যথা লগুড়পঞ্জরান্তঃস্থিতম্॥ ভ, র, সি, ৪।৩।৫॥

—সখাসকল চতুর্দ্দিক্ হইতে তূলপুরিত-চর্ম্মফলকবিশিষ্ট বাণসকল (মার্গণা) নিক্ষেপ করিতে থাকিলে কৃতী শ্রীদাম আজ এমন ভাবে ক্রমশঃ লগুড় ভ্রমণ করাইয়া সে-সমস্ত বাণকে অপসারিত করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে ব্রজপতি-নন্দন শ্রীকৃষ্ণও পুলকাকুল-কলেবরে 'ধন্য ধন্য শ্রীদাম'-ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে করিতে শ্রীদামকে লগুড়-পঞ্জরের অন্তঃস্থিত বলিয়া মনে করিলেন।"

টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"মার্গণা অত্র তূলপূর্ণচর্ম্মফলকবাণাঃ—এ-স্থলে 'মার্গণা' হইতেছে তুলাদ্বারা পরিপূরিত এবং চর্ম্মফলকবিশিষ্ট বাণ।" সুতরাং এইরূপ বাণে কাহারও ভয়ের কোনও কারণ নাই। সখাদের এই যুদ্ধ হইতেছে খেলামাত্র, প্রকৃত যুদ্ধ নহে।

২৩৪। স্বভাবসিদ্ধ বীরদিগের স্বপক্ষের সহিত যুদ্ধক্রীড়া

"প্রায়ঃ প্রকৃতিশূরাণাং স্বপক্ষৈরপি কর্হিচিৎ।
যুদ্ধকেলিসমুৎসাহো জায়তে পরমাদ্ভুতঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।৫॥

—স্বভাবসিদ্ধ বীরব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রায় কোনও কোনও স্থলে স্বপক্ষের সহিতও যুদ্ধক্রীড়াবিষয়ক উৎসাহ জন্মিয়া থাকে।"

শ্রীহরিবংশে দেখা যায়,

"তথা গাণ্ডীবধন্বানং বিক্রীড়ন্মধুসূদনঃ।
জিগায় ভরতশ্রেষ্ঠং কুন্ত্যাঃ প্রমুখতো বিভুঃ॥ ভ,র, সি, ৪।৩।৫॥

—ক্রীড়া করিতে করিতে মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীদেবীর সমক্ষে ভরতশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনকে পরাজিত করিয়াছিলেন।"

২৩৫। যুদ্ধবীর-রসের বিভাবাদি।

উদ্দীপনবিভাব

'কত্থিতাস্ফোটবিস্পর্দ্ধাবিক্রমাস্ত্রগ্রহাদয়ঃ।
প্রতিযোধস্থিতাঃ সন্তো ভবন্ত্যুদ্দীপনা ইহ॥ ভ, র, সি,॥ ৪।৩।৫॥

—কত্থিত (আত্মশ্লাঘা), আস্ফোট (আস্ফালন), স্পর্দ্ধা, বিক্রম, অস্ত্রগ্রহণাদি, প্রতিযোদ্ধাস্থিত (প্রতিযোদ্ধার বাক্যাদিদ্বারা বোধের বিষয়) হইলে যুদ্ধবীর-রসে উদ্দীপন-বিভাব হইয়া থাকে।"

প্রীতিসন্দর্ভ বলেন, প্রতিযোদ্ধার স্মিতাদিও এই রসে উদ্দীপন হইয়া থাকে।

কত্থিতের (আত্মশ্লাঘার) উদাহরণ

"পিণ্ডীশূরস্ত্বমিহ সুবলং কৈতবেনাবলাঙ্গং জিত্বা দামোদর যুধি বৃথা মা কৃথাঃ কত্থিতানি।
মাদ্যন্নেষ ত্বদলঘুভুজাসর্পদর্পাপহারী মন্দ্রধ্বানো নটতি নিকটে স্তোককৃষ্ণঃ কলাপী॥
—ভ, র, সি, ৪।৩।৬॥

—(সখা স্তোককৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন) ওহে দামোদর! কেবল ভোজনমাত্রেই তুমি পটু ছলপূর্ব্বক দুর্ব্বল সুবলকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছ বলিয়া আর বৃথা আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিওনা। তোমার বৃহৎ ভুজরূপ সর্পের দর্পহাবী গম্ভীর-নিনাদী তূণধারী স্তোককৃষ্ণ (যুদ্ধের জন্য) মত্ত হইয়া নিকটে নৃত্য করিতেছে।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের আস্ফালন স্তোককৃষ্ণের পক্ষে উদ্দীপন হইয়াছে।

খ। অনুভাব

"কত্থিতাদ্যাঃ স্বসংস্থাশ্চেদনুভাবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথৈবাহোপুরুষিকা ক্ষ্বেড়িতাক্রোশবল্গনম্।
অসহায়েঽপি যুদ্ধেচ্ছা সমরাদপলায়নম্।
ভীতাভয়প্রদানাদ্যা বিজ্ঞেয়াশ্চাপরা বুধৈঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।৭॥

—পূর্ব্বোল্লিখিত আস্ফালনাদি যদি স্বনিষ্ঠ (প্রতিযোদ্ধার বাক্যাদিব্যতীতই যদি নিজের জ্ঞানের বিষয়) হয়, তাহা হইলে সে-সমস্তকে অনুভাব বলা হয়। আবার, আহোপুরুষিকা (দর্পহেতুক আপনাতে সম্ভাবনা, অহঙ্কারবশতঃ নিজের শক্তির আধিক্যপ্রকাশ, বাহাদুরী), সিংহনাদ, আক্রোশ, বল্গন (যুদ্ধার্থ গতিবিশেষ), সহায়ব্যতীতও যুদ্ধোদ্যম, যুদ্ধ হইতে অপলায়ন (পলায়ন না করা) এবং ভীতব্যক্তিকে অভয়-প্রদানাদিও যুদ্ধবীর-রসের অনুভাব।"

অনুভাবরূপে কত্থিতের উদাহরণ

"প্রোৎসাহয়স্ত্বতিতরাং কিমিবাগ্রহেণ মাং কেশিসূদন বিদন্নপি ভদ্রসেনম্।
যোদ্ধুং বলেন সমমত্র সুহুর্ব্বলেন দিব্যার্গলা প্রতিভটস্ত্রপতে ভুজো মে॥
—ভ, র, সি, ৪।৩।৭॥

—হে কেশিসূদন কৃষ্ণ! এই ভদ্রসেন আমাকে (আমার বলবীর্য্যকে) জানিয়াও তুমি কেন সুদুর্ব্বল বলদেবের সহিত যুদ্ধ করার জন্য অত্যধিকরূপে আমাকে উৎসাহিত করিতেছ? ইহাতে প্রতিযোদ্ধারূপ আমার দিব্য অর্গলসদৃশ ভুজ যে লজ্জিত হইতেছে।"

বলদেবের সহিত যুদ্ধক্রীড়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ভদ্রসেনকে আহ্বান করিলে ভদ্রসেন এই কথাগুলি বলিয়াছেন। প্রতিযোদ্ধা বলদেবের কোনও বাক্যাদি ব্যতীতই ভদ্রসেন এই আস্ফালনাত্মক বাক্য বলিয়াছেন বলিয়া এই আস্ফালন হইতেছে ভদ্রসেনের স্বনিষ্ঠ। ভদ্রসেনের যুদ্ধেচ্ছা হইতে উদ্ভূত বলিয়া এই স্বনিষ্ঠ আস্ফালন হইতেছে এ-স্থলে অনুভাব।

অনুভাবরূপে আহোপুরুষিকার উদাহরণ

"ধৃতাটোপে গোপেশ্বরজলধিচন্দ্রে পরিকরং নিবধ্নত্যুল্লাসাদ্ভুজসমরচর্য্যাসমুচিতম্।
সরোমাঞ্চং ক্ষ্বেড়া-নিবিড়-মুখবিম্বস্য নটতঃ সুদাম্নঃ সোৎকণ্ঠং জয়তি মুহুরাহোপুরুষিকা॥
—ভ, র, সি, ৪।৩।৭॥

—'আমিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট যোদ্ধা, ক্ষুদ্র তোমরা কে'-এতাদৃশ আটোপ (দম্ভোক্তি) সহকারে গোপেশ্বরী-গোপশ্বররূপ জলধি হইতে উৎপন্ন চন্দ্র (কৃষ্ণ) যখন উল্লাসভরে বাহুযুদ্ধের উপযোগী ভাবে স্বীয় পরিধেয়-বস্ত্রাদির বন্ধন করিলেন, সিংহনাদের দ্বারা পরিব্যাপ্ত মুখমণ্ডল এবং সরোমাঞ্চ-নর্ত্তন-পরায়ণ সুদামার 'আমিই সর্ব্বোত্তম যোদ্ধা, আমার সমান কেহ নাই'-মুহুর্মুহু উচ্চারিত ইত্যাদিরূপ আহোপুরুষিকা জয়যুক্ত হউক।"

গ। সাত্ত্বিক ভাব

"চতুষ্টয়েঽপি বীরাণাং নিখিলা এব সাত্ত্বিকাঃ। ভ, র, সি, ৪।৩।৭॥

—যুদ্ধবীর, দানবীর, দয়াবীর ও ধর্ম্মবীর এই চতুর্ব্বিধ বীররসে অশ্রু-কম্পাদি সমস্ত সাত্ত্বিক ভাবই প্রকটিত হয়।"

ঘ। ব্যভিচারী ভাব

"গর্ব্বাবেগ-ধৃতি-ব্রীড়া-মতি-হর্ষাবহিত্থকাঃ।
অমর্ষোৎসুকতাসূয়া-স্মৃত্যাদ্যা ব্যভিচারিণঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।৭॥

—গর্ব্ব, আবেগ, ধৃতি, লজ্জা, মতি, হর্ষ, অবহিত্থা, অমর্ষ, উৎসুকতা, অসূয়া এবং স্মৃতি প্রভৃতি হইতেছে যুদ্ধবীর-রসের ব্যভিচারী ভাব।"

ঙ। স্থায়ী ভাব

"যুদ্ধোৎসাহরতিস্তস্মিন্ স্থায়িভাবতয়োদিতা।
যা স্বশক্তিসহায়াদ্যৈরাহার্য্যা সহজাপি বা।
জিগীষা স্থেয়সী যুদ্ধে সা যুদ্ধোৎসাহ ঈর্য্যতে॥ ভ, র, সি, ৪।৩।৭-৮॥

—স্বশক্তিদ্বারা আহার্য্যা, স্বশক্তিদ্বারা সহজা, সহায়ের দ্বারা আহার্য্যা এবং সহায়ের দ্বারা সহজা যে

যুদ্ধবিষয়ে অতিস্থিরা জয়েচ্ছা, তাহাকে যুদ্ধোৎসাহ বলে। এই যুদ্ধোৎসাহ রতিই হইতেছে যুদ্ধবীর-রসের স্থায়িভাব।”

প্রীতিসন্দর্ভ বলেন—কৃষ্ণপ্রীতিময় যুদ্ধোৎসাহ হইতেছে যুদ্ধবীর-রসের স্থায়িভাব।

(১) স্বশক্তিদ্বারা আহার্য্যা উৎসাহরতির দৃষ্টান্ত

“স্বতাতশিষ্ট্যা স্ফুটমপ্যনিচ্ছন্নাহূয়মানঃ পুরুষোত্তমেন।
স স্তোককৃষ্ণো ধৃতযুদ্ধতৃষ্ণঃ প্রোত্থম্য দণ্ডং ভ্রময়াঞ্চকার॥ ভ, র, সি, ৪।৩।৯॥

—‘সারা জীবনই কেবল যুদ্ধ করিতেছিস্, ধিক্ তোকে’--এই রূপে পিতা শাসন করিলে স্তোককৃষ্ণ স্পষ্টরূপেই যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন ; কিন্তু পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন, তখন স্তোককৃষ্ণ যুদ্ধের জন্য ইচ্ছুক হইয়া দণ্ড উত্তোলন পূর্ব্বক ঘুরাইতে লাগিলেন।”

এ-স্থলে স্তোককৃষ্ণ নিজের শক্তিতেই পিতৃশাসন-স্তিমিত যুদ্ধোৎসাহকে আহরণ করিয়াছেন।

(২) স্বশক্তিদ্বারা সহজা উৎসাহরতির দৃষ্টান্ত

“শুণ্ডাকারং প্রেক্ষ্য মে বাহুদণ্ডং মা ত্বং ভৈষীঃ ক্ষুদ্র রে ভদ্রসেন।
হেলারম্ভেণাদ্য নির্জিত্য রামং শ্রীদামাহং কৃষ্ণমেবাহ্বয়েয়॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১০॥

—অহে ক্ষুদ্র ভদ্রসেন ! আমি শ্রীদাম। আমার ভুজদণ্ড দেখিয়া তুমি ভীত হইওনা। আমি আজ হেলায় বলরামকে পরাজিত করিয়া পরে শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিব।”

এ-স্থলে শ্রীদামের উৎসাহ সহজাত।

(৩) সহায়ের দ্বারা আহার্য্যা উৎসাহরতির দৃষ্টান্ত

“ময়ি বল্‌গতি ভীমবিক্রমে ভজ ভঙ্গং ন হি সঙ্গরাদিতঃ।
ইতি মিত্রগিরা বরূথপঃ সবিরূপং বিরুবন্ হরিং যযৌ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১১॥

—‘অহে বরূথপ ! আমি ভয়ানক বিক্রমের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে লম্ফ প্রদান করিতেছি ; তুমি ভীত হইয়া যুদ্ধে ভঙ্গ দিওনা।’—এইরূপ মিত্রবাক্য শ্রবণ করিয়া বরূথপ বিকট শব্দ করিতে করিতে যুদ্ধার্থ হরির নিকটে গেলেন।”

এ-স্থলে বরূথপ তাঁহার মিত্রের বা সহায়ের বাক্যেই উৎসাহরতির আহরণ করিয়াছেন।

(৪) সহায়ের দ্বারা সহজোৎসাহরতির দৃষ্টান্ত

“সংগ্রামকামুকভুজঃ স্বয়মেব কামং দামোদরস্য বিজয়ায় কৃতী সুদামা।
সাহায্যমত্র সুবলঃ কুরুতে বলী চেজ্জাতো মণিঃ সুজটিতো বরহাটকেন॥
—ভ, র, সি, ৪।৩।১২॥

—দামোদর শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে পরাজিত করার পক্ষে সংগ্রামকামুকভুজ কৃতী সুদামা নিজেই যথেষ্ট। তাহাতে আবার বলী সুবল যদি সাহায্য করে, তাহা হইলে তো কথাই নাই। মণি নিজেই উৎকৃষ্ট ; তাহাতে যদি তাহা আবার শ্রেষ্ঠ সুবর্ণের দ্বারা জড়িত হয়, তাহা হইলে আর কি বক্তব্য আছে ?”

এ-স্থলে শ্রীদামের উৎসাহ স্বাভাবিক। সুবলের সহায়তায় তাহা আরও উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে।

চ। আলম্বন বিভাব

"সুহৃদেব প্রতিভটো বীরে কৃষ্ণস্য ন ত্বরিঃ।
স ভক্তক্ষোভকারিত্বাদ্ রৌদ্রেত্বালম্বনো রসে॥
রাগাভাবো দৃগাদীনাং রৌদ্রাদস্য বিভেদকঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১২।

—যুদ্ধবীররসে শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদ্ই প্রতিযোদ্ধা হইয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণের শত্রু কখনও যুদ্ধবীরে প্রতিযোদ্ধা হইতে পারে না। ভক্তক্ষোভকারিত্ববশতঃ রৌদ্ররসেই শত্রুর আলম্বনত্ব হইয়া থাকে। রৌদ্ররসে এবং যুদ্ধবীররসে পার্থক্য এই যে, রৌদ্ররসে ক্রোধাবেশ বশতঃ নেত্রাদিতে রক্তিমা জন্মে; কিন্তু যুদ্ধবীরে ক্রোধের অভাব বলিয়া নেত্রাদিতে রক্তিমারও অভাব।"

আলম্বন বিভাব-সম্বন্ধে প্রীতিসন্দর্ভ (১৬৪-অনু) বলেন—ভগবৎ-প্রীতিময়-যুদ্ধবীর-রসে যোদ্ধা হইতেছেন শ্রীভগবানের প্রিয়তম। শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়তমের যুদ্ধোৎসাহ হইতে ভগবৎ-প্রীতিময় যুদ্ধের প্রবৃত্তি হয় বলিয়া সেই ক্রীড়ামূলক যুদ্ধে প্রতিযোদ্ধা বা বিপক্ষ হয়েন—শ্রীকৃষ্ণ, কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণেরই মিত্রবিশেষ। বাস্তবযুদ্ধে কিন্তু প্রতিযোদ্ধা হয় শ্রীকৃষ্ণের বৈরী। ক্রীড়া-যুদ্ধে প্রতিপক্ষের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রতিযোদ্ধা হয়েন, তখন ভক্তের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিময় প্রবল-যুদ্ধেচ্ছা-রূপ উৎসাহের বিষয়রূপে শ্রীকৃষ্ণেরই আলম্বনত্ব সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়ব্যক্তিব্যতীত অন্য কেহ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিযোদ্ধা হইলে, হাস্যরসের মত, যুদ্ধবীর-রস শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিময় বলিয়া তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণই মূল আলম্বন হইয়া থাকেন। তাঁহার প্রতিপক্ষ যুযুৎসাংশে কেবল বহিরঙ্গ আলম্বন মাত্র হইয়া থাকে। অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের কোনও অপ্রিয় ব্যক্তি যদি কখনও হাস্যরসের বিষয় হয়, তাহাহইলে তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রিয়তা-সম্বন্ধ-মননপূর্ব্বক যেমন ভক্ত সেই হাস্যরসের আস্বাদন করেন, তদ্রূপ যুদ্ধবীররসেও শ্রীকৃষ্ণের প্রতিযোদ্ধা যদি শ্রীকৃষ্ণের বৈরী হয়, তাহা হইলে তাহা (অর্থাৎ এই প্রতিপক্ষ শ্রীকৃষ্ণের বৈরী-ইহা) মনে করিয়াই ভক্ত যুদ্ধবীর-রস আস্বাদন করিয়া থাকেন। 'এই প্রতিযোদ্ধা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের বৈরী'—এইরূপ প্রতীতিতেই সেই বৈরী প্রতিপক্ষ যুদ্ধবীররসের আলম্বন হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন মূল আলম্বন; আর বৈরী প্রতিপক্ষ কেবল যুযুৎসাংশে (যুদ্ধের ইচ্ছাংশে) বহিরঙ্গ আলম্বন-মাত্র হইয়া থাকে। কৃষ্ণপ্রীতিময় যুদ্ধবীররসে (অর্থাৎ ক্রীড়ারূপ যুদ্ধে) যোদ্ধা ও প্রতিযোদ্ধা—বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন—উভয়েই পরস্পরের মিত্র। (কৃষ্ণপ্রীতিময় যুদ্ধ বাস্তবিক যুদ্ধ নহে, ইহা ক্রীড়ামাত্র,—সখার সহিত সখার, মিত্রের সহিত মিত্রের ক্রীড়া। সুতরাং বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন উভয়েই পরস্পরের মিত্র)।

দানবীর রস (২৩৬-৪১-অনু)

২৩৬। দানবীর দ্বিবিধ

"দ্বিবিধো দানবীরঃ স্যাদেকস্তত্র বহুপ্রদঃ।
উপস্থিতদূরাপার্থত্যাগী চাপর উচ্যতে॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১২॥

—দানবীর দুই প্রকার ; তন্মধ্যে এক বহুপ্রদ এবং অপর উপস্থিত-দুর্ল্লভ-অর্থ-পরিত্যাগী।"

২৩৭। বহুপ্রদ দানবীর (২৩৭-৩৮-অনু)

"সহসা দীয়তে যেন স্বয়ং সর্ব্বস্বমপ্যুত ।
দামোদরস্য সৌখ্যায় প্রোচ্যতে স বহুপ্রদঃ ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১২॥

—যিনি শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষার্থ সহসা সর্ব্বস্ব পর্য্যন্তও দান করেন, তাঁহাকে বহুপ্রদ দানবীর বলে।"

২৩৮। বহুপ্রদ-দানবীরে বিভাবাদি

"সম্প্রদানস্য বীক্ষাদ্যা অস্মিন্নুদ্দীপনা মতাঃ। বাঞ্ছিতাধিকদাতৃত্বং স্মিতপূর্ব্বাভিভাষণম্ ॥
স্থৈর্য্য-দাক্ষিণ্য-ধৈর্য্যাদ্যা অনুভাবা ইহোদিতাঃ। বিতর্কৌৎসুক্যহর্ষাদ্যা বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ ॥
দানোৎসাহরতিস্তত্র স্থায়িভাবতয়োদিতাঃ। প্রাগাঢ়া স্থেয়সী দিৎসা দানোৎসাহ ইতীর্য্যতে ॥
—ভ, র, সি ৭।৩।১২ ॥

[সম্প্রদানস্য সৎপাত্রস্য ॥ শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী]

—ইহাতে (বহুপ্রদ-দানবীররসে) সম্প্রদানের (সৎপাত্রের) দর্শনাদি হইতেছে উদ্দীপন। বাঞ্ছিত হইতেও অধিক-দাতৃত্ব, হাস্যপূর্ব্বক সম্ভাষণ, স্থৈর্য্য, দাক্ষিণ্য এবং ধৈর্য্যাদি হইতেছে অনুভাব। বিতর্ক, ঔৎসুক্য এবং হর্ষাদি হইতেছে ব্যভিচারী ভাব। আর দানোৎসাহ-রতি হইতেছে স্থায়িভাব। স্থিরতরা এবং প্রগাঢ়া দানেচ্ছাকে দানোৎসাহ বলে।"

যিনি দান করেন, তাঁহার মধ্যেই দানোৎসাহ-রতি অবস্থিত বলিয়া তিনি হইতেছেন আশ্রয়ালম্বন-বিভাব। আর যাঁহাকে, বা যাঁহার প্রীতির বা কল্যাণের উদ্দেশ্যে দান করা হয়, তিনি (সেই শ্রীকৃষ্ণ) হইতেছেন বিষয়ালম্বন বিভাব।

২৩৯। বহুপ্রদ দানবীর দ্বিবিধ

"দ্বিধা বহুপ্রদোপ্যেষ বিদ্বদ্ভিরিহ কথ্যতে।
স্যাদাভ্যুদয়িকস্ত্বেকঃ পরস্তৎসম্প্রদানকঃ ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১২॥

—বহুপ্রদ-দানবীর দুই রকমের— আভ্যুদয়িক এবং তৎ-সম্প্রদানক।"

ক। আভ্যুদয়িক

"কৃষ্ণস্যাভ্যুদয়ার্থং তু যেন সর্ব্বস্বমর্প্যতে।
অর্থিভ্যো ব্রাহ্মণাদিভ্য স আভ্যুদয়িকো ভবেৎ ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১২॥

—শ্রীকৃষ্ণের অভ্যুদয়ের (কল্যাণের) নিমিত্ত যিনি প্রার্থী ব্রাহ্মণাদিকে সর্ব্বস্ব পর্য্যন্ত দান করেন, তাঁহাকে আভ্যুদয়িক (বহুপ্রদ-দানবীর) বলে।"

"ব্রজপতিরিহ সূনোর্জাতকার্থং তথাসৌ ব্যতরদমলচেতাঃ সঞ্চয়ং নৈচিকীনাম্।
পৃথুরপি নৃগকীর্ত্তিঃ সাম্প্রতং সংবৃতাসীদিতি নিজগদুরুচ্চৈর্ভূসুরা যেন তৃপ্তাঃ॥
—ভ, র, সি, ৪।৩।১৩॥

—স্বীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলে ব্রজরাজ নন্দ অমল চিত্তে (চিত্তে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণ-কামনাকে পোষণ করিয়া ইহকালের বা পরকালের কোনও কাম্য বস্তুর জন্য কামনা পোষণ না করিয়া) জাতকার্থ (সন্তানের কল্যাণের উদ্দেশ্যে) সমস্ত উত্তম ধেনুগুলিকে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন—যে দানের দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণ উচ্চস্বরে বলিয়াছিলেন—'সম্প্রতি নন্দরাজের এই দানদ্বারা নৃগরাজের বিস্তৃত কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইল।"

খ। তৎসম্প্রদানক

"জ্ঞাতায় হরয়ে স্বীয়মহন্তামমতাস্পদম্।
সর্ব্বস্বং দীয়তে যেন স স্যাত্তৎসম্প্রদানকঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১৩॥

—হরির মহিমা অবগত হইয়া যিনি অহন্তা-মমতাস্পদ (অর্থাৎ আমি আমার ইত্যাদি অভিমানের আধারস্বরূপ) সর্ব্বস্ব শ্রীহরিকে দান করেন, তাঁহাকে তৎসম্প্রদানক বলা হয়।"

তৎসম্প্রদানক দান দ্বিবিধ

তৎসম্প্রদানক দান আবার দুই রকম—প্রীতিদান ও পূজাদান।

(১) প্রীতিদান

"প্রীতিদানং তু তস্মৈ যদ্দদ্যাদ্বন্ধাদিরূপিণে॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১৩॥

—বন্ধুরূপী শ্রীকৃষ্ণকে যে দান করা হয়, তাহার নাম প্রীতিদান।"

[বন্ধুরূপিণে তস্মৈ শ্রীকৃষ্ণায়-শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী]

'চার্চ্চিক্যং বৈজয়ন্তীং পটমুরুপুরটোদ্ভাসুরং ভূষণানাং
শ্রেণিং মাণিক্যভাজং গজরথতুরগান্ কর্ব্বুরান্ কর্ব্বুরেণ।
দত্বা রাজ্যং কুটুম্বং স্বমপি ভগবতে দিৎসুরপ্যন্তদুচ্চৈ-
র্দেয়ং কুত্রাপ্যদৃষ্ট্বা মখসদসি তদা ব্যাকুলঃ পাণ্ডবোঽভুৎ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১৪॥

—রাজসূয়-যজ্ঞসভায় অগ্র্য-পূজাবসরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে চন্দন-বিলেপন, বৈজয়ন্তীমালা (অর্থাৎ জানুপর্য্যন্ত-বিলম্বিত পঞ্চবর্ণ-পুষ্পমালা), স্বর্ণখচিত উজ্জ্বল-উৎকৃষ্ট বস্ত্র, মাণিক্যবিশিষ্ট ভূষণসমূহ, কনকালঙ্কৃত গজ, রথ, এবং তুরগ সমূহ প্রদান করিয়া রাজ্য, কুটুম্ব ও আত্মপর্য্যন্ত দান করিতে ইচ্ছুক হইয়াও যখন তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য কোনও দেয় বস্তু কোথাও দেখিতে পাইলেন না, তখন পাণ্ডব-যুধিষ্ঠির অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।"

(২) পূজাদান

"পূজাদানন্তু তস্মৈ যদ্বিপ্ররূপায় দীয়তে॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১৪॥

—বিপ্ররূপী ভগবান্‌কে যে দান করা হয়, তাহাকে পূজা দান বলে।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—“বিপ্ররূপায়েত্যুপলক্ষণং বিপ্রদেব-ভগবদ্রূপায়েত্যস্য বিবক্ষিতত্বাৎ।—এ-স্থলে বিপ্ররূপ উপলক্ষণমাত্র ; বিপ্ররূপী, দেবরূপী ভগবান্‌ই এ-স্থলে বিবক্ষিত]

“যজন্তি যজ্ঞং ক্রতুভির্যমাদৃতা ভবন্ত আম্নায়বিধানকোবিদাঃ।
স এব বিষ্ণুর্বরদোহস্তু বা পরো দাস্যাম্যমুষ্মৈ ক্ষিতিমীপ্সিতাং মুনে॥
—শ্রীভা, ৮।২০।১১॥

—(বলি-মহারাজ শুক্রাচার্য্যকে বলিয়াছিলেন) হে মুনে! আপনারা বেদবিধান-বিষয়ে দক্ষ ; আদর পূর্ব্বক যাগযজ্ঞদ্বারা আপনারা যাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, এই বটু (বটুবেশী বামনদেব) সেই বরদ বিষ্ণুই হউন, অথবা আমার শত্রুই হউন, তাঁহার প্রার্থিত ভূমি আমি তাঁহাকে দান করিব।”

বলিমহারাজ প্রথমে বটুরূপী বামনদেবকে বটু বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন : কিন্তু পরে শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে বটুরূপী বামনদেবের স্বরূপ জানাইয়াছিলেন ; এজন্যই বলি বলিয়াছেন—“এই বটু বরদ বিষ্ণুই হউন”, ইত্যাদি। বলি যদি বটুরূপী বামনদেবের তত্ত্ব না জানিতেন, তাহা হইলে তাঁহার দান “তৎসম্প্রদানক” হইত না। বলির দানকে “তৎসম্প্রদানক-দানের” অন্তর্গতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

দশরূপকের একটী দৃষ্টান্ত :—

“লক্ষ্মীপয়োধরোৎসঙ্গ-কুঙ্কুমারুণিতো হরেঃ।
বলিনৈব স যেনাস্য ভিক্ষাপাত্রীকৃতঃ করঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১৫॥

—ভগবান্ হরির যে হস্ত লক্ষ্মীদেবীর কুচকুঙ্কুমের দ্বারা অরুণবর্ণ ধারণ করিয়াছে, যেই বলিমহারাজ সেই হস্তকে ভিক্ষাপাত্র করিয়াছিলেন।”

২৪০। উপস্থিত দুরাপার্থত্যাগী দানবীর (২৪০-৪১-অনু)

“উপস্থিতদুরাপার্থত্যাগ্যসৌ যেন নেষ্যতে।
হরিণা দীয়মানোহপি সার্ষ্ট্যাদিস্তুষ্যতা বরঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১৬।

—ভগবান্ হরি পরিতুষ্ট হইয়া সার্ষ্টি-প্রভৃতি পঞ্চবিধামুক্তিরূপ বর দিতে ইচ্ছা করিলেও যিনি তাহা গ্রহণ করেন না, তাঁহাকে উপস্থিত-দুরাপার্থত্যাগী বলে।”

সালোক্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তি দুর্ল্লভা (দুরাপা) ; কাহারও সাধনে তুষ্টি লাভ করিয়া ভগবান যদি কৃপা করিয়া তাঁহাকে এই পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও এক মুক্তি দান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সেই মুক্তি হয় সেই সাধকের নিকটে উপস্থিত বস্তুর তুল্য। তাহাও যিনি পরিত্যাগ করেন, তাঁহাকে বলা হয় উপস্থিত-দুরাপার্থত্যাগী। শ্রীকৃষ্ণচরণ-সেবা-প্রাপ্তিই যাঁহার কাম্য, কেবলমাত্র তিনিই এতাদৃশ উপস্থিত-দুরাপার্থত্যাগী হইতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—“পূর্ব্বতোহত্র বিপর্য্যস্তকারকত্বং দ্বয়োর্ভবেৎ॥—

এ-স্থলে পূর্ব্বাপেক্ষা কারকের বিপর্য্যয় হয়।” তাৎপর্য্য এই :—পূর্ব্বোল্লিখিত দানবীরের উদাহরণসমূহে ভক্ত হইয়াছেন দাতা, ভক্ত হইতেই দান যাইত ; সুতরাং ভক্ত হইয়াছেন অপাদান-কারক। আর ভগবান্ দান গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং ভগবান্ হইয়াছেন সম্প্রদান-কারক। কিন্তু এ-স্থলে (উপস্থিত-দুরাপার্থত্যাগীর ব্যাপারে) তাহার বিপরীত। এ-স্থলে ভগবান্ (দুরাপার্থের) দাতা বলিয়া অপাদান-কারক এবং ভগবান্ ভক্তকে সেই দুরাপার্থ দিতে চাহেন বলিয়া ভক্ত হইতেছেন সম্প্রদান কারক।

২৮১। উপস্থিত দুরাপার্থত্যাগী দানবীররসে বিভাবাদি

"অস্মিন্নুদ্দীপনাঃ কৃষ্ণকৃপালাপ-স্মিতাদয়ঃ। অনুভাবাস্তদুৎকর্ষবর্ণন-দ্রঢ়িমাদয়ঃ॥
অত্র সঞ্চারিতা ভূম্না ধৃতেরেব সমীক্ষ্যতে। ত্যাগোৎসাহরতির্ধীরৈঃ স্থায়ী ভাব ইহোদিতঃ।
ত্যাগেচ্ছা তাদৃশী প্রৌঢ়া ত্যাগোৎসাহ ইতীর্য্যতে॥ ভ, র, সি, ৪।৩।১৭-১৮॥

—এ-স্থলে (এতাদৃশ দানবীর-রসে) কৃষ্ণের কৃপা, আলাপ ও হাস্যাদি হইতেছে উদ্দীপন। ভগবানের উৎকর্ষ-বর্ণনে দৃঢ়তাদি হইতেছে অনুভাব। অত্যধিক ধৃতি হইতেছে সঞ্চারী ভাব। ত্যাগোৎসাহ-রতি (ত্যাগবিষয়ে উৎসাহ-রতিই) স্থায়ী ভাব। তাদৃশী (অর্থাৎ সার্ষ্ট্যাদিতেও অনিচ্ছাময়ী) ত্যাগের ইচ্ছা প্রৌঢ়া (বলবতী) হইলে তাহাকে ত্যাগোৎসাহ বলে।”

ধ্রুবের উদাহরণ

"স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

—ভ, র, সি, ৪।৩।১৯-ধৃত হরিভক্তিসুধোদয়-বাক্য॥

—(পিতৃসিংহাসন-প্রাপ্তির এবং পূর্ব্বপুরুষগণও মৃত্যুর পরে যে লোক প্রাপ্ত হয়েন নাই, এমন একটী অপূর্ব্ব-লোক-প্রাপ্তির বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া ধ্রুব তপস্যায় রত হইয়া পদ্মপলাশলোচন ভগবান্‌কে ডাকিয়াছিলেন। তাঁহার উৎকণ্ঠাময় আহ্বানে প্রীত হইয়া পদ্মপলাশলোচন তাঁহার সাক্ষাতে উপনীত হইয়াছিলেন ; কিন্তু ধ্রুবের চিত্তে তখনও বিষয়-বাসনা ছিল বলিয়া তিনি ভগবান্‌কে দেখিতে পায়েন নাই। পরে ভগবানের ইচ্ছায় নারদ যখন তাঁহাকে কৃপা করিলেন, তখন তাঁহার বিষয়-বাসনা তিরোহিত হইল এবং তখন তিনি ভগবানের দর্শন পাইলেন। ভগবান্ তাঁহাকে তাঁহার অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলে ধ্রুব বলিয়াছিলেন) হে স্বামিন্! আমি স্থানাভিলাষী হইয়া তপস্যায় রত হইয়াছিলাম ; কিন্তু (তোমার কৃপায়) দেবমুনীন্দ্রদেরও অলভ্য তোমাকে পাইয়াছি। কাচের অন্বেষণ করিতে করিতে আমি যেন দিব্য রত্ন পাইয়াছি। আমি কৃতার্থ হইয়াছি ; প্রভো! আমি আর বর চাইনা।”

ধ্রুবের পূর্ব্বাভীষ্ট লোক এবং পিতৃসিংহাসন দেওয়ার ইচ্ছা করিয়াই ভগবান্ তাঁহাকে বর চাহিতে বলিয়াছিলেন : সে-সমস্ত যেন ধ্রুবের সাক্ষাতেই উপস্থিত। কিন্তু ধ্রুব সে-সমস্ত পরিত্যাগ করিলেন। এ-স্থলে ধ্রুবের ত্যাগোৎসাহ-রতি সূচিত হইয়াছে।

সনকাদির উদাহরণ

"নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং কিম্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ॥

—শ্রীভা, ৩।১৫।৪৮॥

—(সনকাদি মুনিগণ ভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন) হে ভগবন্! তোমার যশঃ পরম-রমণীয় ও অতিশয় পবিত্র বলিয়া কীর্ত্তনার্হ এবং তীর্থস্বরূপ। হে অঙ্গ! তোমার চরণাশ্রিত যে-সকল কুশল ব্যক্তি তোমার কথার রসজ্ঞ, তোমার আত্যন্তিক প্রসাদরূপ মোক্ষপদকেও তাঁহারা গণনীয় বস্তুর মধ্যে বলিয়া মনে করেন না, ইন্দ্রাদিপদের কথা আর কি বলিব? ইন্দ্রাদি-পদেও তোমার ভ্রূভঙ্গমাত্রে ভয় অর্পিত হয়।"

সনকাদি মুনিগণ ভক্তিকামী হইয়াই মোক্ষাদিকেও তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছেন। প্রার্থনামাত্রেই তাঁহারা মোক্ষাদি লাভ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহারা মোক্ষাদিকেও পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাদ্বারা তাঁহাদের ত্যাগোৎসাহ-রতি সূচিত হইয়াছে। উল্লিখিত উদাহরণদ্বয়ে ধ্রুব এবং সনকাদিই হইতেছেন দুরাপার্থত্যাগী দানবীর।

দয়াবীর-রস (২৪২-৪৩-অনু)

২৪২। দয়াবীর

"অয়মেব ভবন্নুচ্চৈঃ প্রৌঢ়ভাববিশেষভাক্।
ধুর্য্যাদীনাং তৃতীয়স্য বীরস্য পদবীং ব্রজেৎ॥
কৃপার্দ্রহৃদয়ত্বেন খণ্ডশো দেহমর্পয়ন্।
কৃষ্ণায়াচ্ছন্নরূপায় দয়াবীর ইহোচ্যতে॥ ভ, র, সি, ৪।৩।২১॥

—এই উপস্থিত-দুরাপার্থ-পরিত্যাগীই অতিশয়রূপে ধুর্য্যাদির প্রৌঢ়ভাব-বিশেষ (প্রৌঢ়দাস্যভাব-বিশেষ) লাভ করিলে তৃতীয় বীরের (অর্থাৎ দয়াবীরের) স্থান প্রাপ্ত হয়েন। কৃপার্দ্রচিত্ততাবশতঃ যিনি প্রচ্ছন্নরূপ শ্রীকৃষ্ণকে খণ্ড খণ্ড দেহও অর্পণ করেন, তাঁহাকে দয়াবীর বলে।"

শ্লোকস্থ "ধুর্য্যাদীনাং"-শব্দের অন্তর্গত "আদি"-শব্দে "ধীর" এবং "বীর" বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণের দাস্যভাবময় পারিষদ্‌গণ তিন রকমের—ধুর্য্য, ধীর এবং বীর। ইঁহাদের লক্ষণ কথিত হইতেছে।

"কৃষ্ণেঽস্য প্রেয়সীবর্গে দাসাদৌ চ যথাযথম্।
যঃ প্রীতিং তনুতে ভক্তঃ স ধুর্য্য ইহ কীর্ত্যতে॥ ভ, র, সি, ৩।২।১৫॥

—যে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণে, কৃষ্ণপ্রেয়সীবর্গে এবং দাসাদিতে যথাযোগ্য প্রীতি বিস্তার করেন, তাঁহাকে ধুর্য্য বলা হয়।"

"আশ্রিত্য প্রেয়সীমস্য নাতিসেবাপরোঽপি যঃ।
তস্য প্রসাদপাত্রং স্যান্মুখ্যং ধীরঃ স উচ্যতে॥ ভ, র, সি, ৩।২।১৫॥

--যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, অথচ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয়-সেবাপরায়ণও নহেন, শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ মুখ্য প্রসাদপাত্রকে ধীর পারিষদ্ বলে।''

''কৃপাং তস্য সমাশ্রিত্য প্রৌঢ়াং নান্যমপেক্ষতে।
অতুলাং যো বহন্ কৃষ্ণে প্রীতিং বীরঃ স উচ্যতে ॥ ভ, র, সি, ৩।২।১৬॥

—যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রৌঢ়া কৃপাকে (কৃপাতিশয়কে) আশ্রয় করিয়া অপরের কোনও অপেক্ষা রাখেন না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে যিনি অতুলনীয় প্রীতি পোষণ করেন, তাঁহাকে বীর পারিষদ বলে।"

এই তিন রকম কৃষ্ণ-পারিষদদিগের যেরূপ প্রৌঢ় দাস্যভাব, তদ্রূপ প্রৌঢ়দাস্য-ভাব যদি কোনও উপস্থিত-দুরাপার্থত্যাগী ভক্তে থাকে এবং তাহার ফলে যদি তিনি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণকেও (সুতরাং এই ছদ্মবেশী লোকটী যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহা না জানিয়াও দয়ালুতাবশতঃ তাঁহাকেও) স্বীয় খণ্ডীকৃত দেহপর্য্যন্ত দান করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দয়াবীর বলা হয়।

২৪৩। দয়াবীররসে উদ্দীপনাদি

"উদ্দীপনা ইহ প্রোক্তা স্তদার্ত্তিব্যঞ্জনাদয়ঃ। নিজপ্রাণব্যয়েনাপি বিপন্নত্রাণশীলতা ॥
আশ্বাসনোক্তয়ঃ স্থৈর্য্যমিত্যাদ্যাস্তত্র বিক্রিয়াঃ। ঔৎসুক্যমতিহর্ষাদ্যাঃ জ্ঞেয়াঃ সঞ্চারিণো বুধৈঃ ॥
দয়োৎসাহরতিস্তত্র স্থায়িভাব উদীর্য্যতে। দয়োদ্রেকভৃদুৎসাহো দয়োৎসাহ ইহোদিতঃ ॥
—ভ, র, সি, ৪।৩।২১॥

—এই দয়াবীররসে—যাহার প্রতি দয়া করিতে হইবে,—তাহার দুঃখ-ব্যঞ্জকাদি বস্তু হইতেছে উদ্দীপন। নিজের প্রাণ দিয়াও বিপন্নব্যক্তির ত্রাণশীলতা, আশ্বাস-বাক্য, স্থৈর্য্য প্রভৃতি হইতেছে বিক্রিয়া বা অনুভাব। ঔৎসুক্য, মতি ও হর্ষাদি হইতেছে সঞ্চারী ভাব। দয়োৎসাহরতি হইতেছে স্থায়ী ভাব। দয়ার উদ্রেককারী উৎসাহকে এ-স্থলে দয়োৎসাহ বলা হয়।"

''বন্দে কুট্মালিতাঞ্জলি র্মুহুরহং বীরং ময়ূরধ্বজং যেনার্দ্ধং কপটদ্বিজায় বপুষঃ কংসদ্বিষে দিৎসতা।
কষ্টং গদ্গদিকাকুলোঽস্মি কথনারম্ভাদহো ধীমতা সোল্লাসং ক্রকচেন দারিতমভূৎ পত্নীসুতাভ্যাং শিরঃ॥
—ভ, র, সি, ৪।৪।২২॥

—কপট-ব্রাহ্মণরূপী শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় দেহের অর্দ্ধেক দান করার ইচ্ছাতে যে ধীমান্ ময়ূরধ্বজ উল্লাসের সহিত স্বীয় স্ত্রী-পুত্রগণের দ্বারা করাতের সহায়তায় নিজের মস্তক বিদারিত করিয়াছিলেন, কৃতাঞ্জলি-পুটে আমি পুনঃপুনঃ সেই ময়ূরধ্বজকে বন্দনা করি। অহো! কি কষ্ট! তাঁহার চেষ্টার কথনারম্ভেই আমি গদ্গদাকুল হইতেছি।"

ক। **দানবীর ও দয়াবীরের পার্থক্য**

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"হরেশ্চেত্তত্ত্ববিজ্ঞানং নৈবাস্য ঘটতে দয়া। তদভাবে ত্বসৌ দানবীরেহন্তর্ভবতি স্ফুটম্॥
বৈষ্ণবত্বাদ্রতিঃ কৃষ্ণে ক্রিয়তেহনেন সর্ব্বদা। কৃতাত্র দ্বিজরূপে চ ভক্তিস্তেনাস্য ভক্ততা॥

—৪।৩।২৩-২৪

—ইঁহার (ময়ূরধ্বজের) যদি হরিসম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান থাকিত (অর্থাৎ ইনি ব্রাহ্মণ নহেন, কিন্তু হরিই —এইরূপ জ্ঞান যদি থাকিত), তাহা হইলে দয়ার উদয় হইত না ; সেই দয়ার অভাবে ইনি দানবীরের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইতেন (দয়াবীর হইতেন না)। ইনি বৈষ্ণব বলিয়া সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণে রতি পোষণ করেন। এ-স্থলে তিনি দ্বিজরূপ কৃষ্ণের প্রতিও ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার ভক্ততা জানা যায়।"

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ে দানবীর ও দয়াবীরের পার্থক্য দেখাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জানিয়া (শ্রীকৃষ্ণ ছদ্মবেশে উপস্থিত হইলেও তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জানিতে পারিয়া) যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির বা কল্যাণাদির কামনায় দান করেন, এমন কি উপস্থিত-তুরাপার্থ পর্য্যন্ত ত্যাগ করেন, তিনি হইতেছেন দানবীর। পূর্ব্বোল্লিখিত [৭।২৩৯খ (২)-অনুচ্ছেদে] বলি-মহারাজের উদাহরণে বটুবেশী ভগবান্ বামনদেবকে প্রথমে বলিমহারাজ ভগবান্ বলিয়া চিনিতে না পারিলেও পরে শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে তাহা জানাইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং বলিও ছদ্মবেশী ভগবানের তত্ত্ব জানিয়াই তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। এজন্য ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে তাঁহার দানকেও "তৎসম্প্রদানক" দান বলা হইয়াছে। "জ্ঞাতায় হরয়ে"-ইত্যাদি শ্লোকে "তৎসম্প্রদানক" দানবীরের লক্ষণ কথিত হইয়াছে (৭।২৩৯খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এইরূপে জানা গেল—ভগবানের তত্ত্ব জানিয়া যিনি দান করেন, তাঁহাকে বলে দানবীর।

কিন্তু শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলিতেছেন—ভগবান্ ছদ্মবেশে উপনীত হইলে তাঁহার তত্ত্ব—তিনি যে ভগবান্ তাহা—না জানিয়াও কৃপার্দ্রচিত্ত হইয়া যিনি দান করেন, তিনি হইতেছেন দয়াবীর। এই দয়াবীর হইতেছেন উপস্থিত-তুরাপার্থত্যাগী, শ্রীকৃষ্ণে প্রৌঢ়দাস্যভাববিশেষময় ভক্ত ; তিনি "বীর"—শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার অতুলনীয়া প্রীতি (৭।২৪২ অনুচ্ছেদে বীর-পারিষদের লক্ষণ দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার এমনই অতুলনীয়া প্রীতি যে, শ্রীকৃষ্ণ অন্য আচ্ছাদনে নিজেকে আচ্ছাদিত করিয়া—সুতরাং আত্ম-পরিচয় গোপন করিয়া—থাকিলেও সেই ভক্তের প্রীতি তাঁহার দিকেই ধাবিত হয়—মৃদাচ্ছাদিত চুম্বকের প্রতিও যেমন লৌহখণ্ড ধাবিত হয়, তদ্রূপ। তাঁহার এই প্রীতি প্রকটিত হয় দয়ারূপে ; ছদ্মবেশী কৃষ্ণ যদি নিজের আর্ত্তি প্রকাশ করেন, তাহাহইলে সেই আর্ত্তি দূর করার জন্য ভক্তের চিত্তে দয়ার উদ্রেক হয় ; শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই এ-স্থলে দয়ারূপে অভিব্যক্ত হয়। দয়াবীর-রসও শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিময় ; সুতরাং এই দয়াও হইবে শ্রীকৃষ্ণবিষয়া। অন্যবিষয়া হইলে ইহা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিময় দয়াবীর-রস হইত না। শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব

জানিলে ভক্তের চিত্তে দয়ার উদ্রেক হইতনা ; কেননা, দাস্যভাবময় ভক্তের ভগবানের প্রতি দয়ার উদ্রেক হইতে পারে না ; তাঁহার নিকটে ভগবান্ অনুগ্রাহক, নিজে ভগবানের অনুগ্রাহ্য, দয়ার্হ। ইহাই হইতেছে দানবীর হইতে দয়াবীরের পার্থক্য।

এই পার্থক্যের কথা যাঁহারা অনুসন্ধান করেন না, দয়াবীরের বিশেষ লক্ষণের প্রতি যাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না, দানের সাধারণ লক্ষণই যাঁহাদের চিত্তকে অধিকার করিয়া রাখে, তাঁহারা দয়াবীরকেও দানবীরের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন। যুদ্ধবীর, দানবীর, দয়াবীর ও ধর্ম্মবীর—এই চতুর্ব্বিধ বীরের মধ্যে দয়াবীরের পৃথক্ অস্তিত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন না বলিয়া তাঁহাদের নিকটে বীর হইয়া পড়েন তিন রকমের—যুদ্ধবীর, দানবীর ও ধর্ম্মবীর। একথাই দয়াবীর-রসবর্ণনের উপসংহারে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়া গিয়াছেন।

"অন্তর্ভাবং বদন্তোঽস্য দানবীরে দয়াত্মনঃ।
বোপদেবাদয়ো ধীরা বীরমাচক্ষতে ত্রিধা ॥৪।৩।২৪॥

—বোপদেবাদি পণ্ডিতগণ এই দয়াবীরকে দানবীরের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া থাকেন ; সুতরাং তাঁহাদের মতে বীর হইতেছে তিন রকমের (চারি রকমের নহে)।"

ধর্ম্মবীর (২৪৪-৪৫-অনু)

২৪৪। ধর্ম্মবীর

কৃষ্ণৈকতোষণে ধর্ম্মে যঃ সদা পরিনিষ্ঠিতঃ।
প্রায়েণ ধীরশান্তস্তু ধর্ম্মবীরঃ স উচ্যতে ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।২৪॥

—যিনি শ্রীকৃষ্ণের পরিতোষণরূপ ধর্ম্মে সর্ব্বদা তৎপর থাকেন, তাঁহাকে ধর্ম্মবীর বলা হয়। কিন্তু প্রায়শঃ ধীরশান্ত ভক্তই ধর্ম্মবীর হইয়া থাকেন।"

২৪৫। ধর্ম্মবীর-রসে উদ্দীপনাদি

"উদ্দীপনা ইহ প্রোক্তাঃ সচ্ছাস্ত্র-শ্রবণাদয়ঃ। অনুভাবা নয়াস্তিক্য-সহিষ্ণুত্ব-যমাদয়ঃ॥
মতিস্মৃতিপ্রভৃতয়ো বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ। ধর্ম্মোৎসাহরতি র্ধীরৈঃ স্থায়ী ভাব ইহোচ্যতে॥
ধর্ম্মৈকাভিনিবেশস্তু ধর্ম্মোৎসাহো মতঃ সতাম্ ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।২৪॥

—এই ধর্ম্মবীর-রসে সৎ-শাস্ত্র-শ্রবণাদি হইতেছে উদ্দীপন। নীতি, অস্তিক্য, সহিষ্ণুতা এবং যমাদি (ইন্দ্রিয়-নিগ্রহাদি) হইতেছে অনুভাব। মতি, স্মৃতি-প্রভৃতি হইতেছে ব্যভিচারী ভাব। ধর্ম্মোৎসাহ-রতি হইতেছে স্থায়ী ভাব ; কেবল ধর্ম্ম বিষয়ে অভিনিবেশকেই ধর্ম্মোৎসাহ বলে।"

উদাহরণ

"ভবদভিরতিহেতূন্ কুর্ব্বতা সপ্ততন্তূন্ পুরমভিপুরুহূতে নিত্যমেবোপহূতে।
দনুজদমন তস্যাঃ পাণ্ডুপুত্রেণ গণ্ডঃ সুচিরমরচি শচ্যাঃ সব্যহস্তাঙ্কশায়ী ॥ ভ, র, সি, ৪।৩।২৫॥

—হে দনুজদমন কৃষ্ণ ! তোমাতে রতি উৎপাদিত হইবে—ইহা মনে করিয়া পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া নিত্যই ইন্দ্রকে স্বীয় পুরে আহ্বান করিতেন ; তাহাতে তিনি সুদীর্ঘকালের জন্য ইন্দ্রপত্নী শচীর গণ্ডদেশকে বামহস্তরূপ শয্যায় শয়ন করাইয়াছিলেন (অর্থাৎ যজ্ঞভাগ গ্রহণার্থ ইন্দ্রকে নিত্যই যুধিষ্ঠিরের গৃহে আসিতে হইত বলিয়া ইন্দ্রবিরহ-কাতরা শচীদেবী বামহস্ততলে গণ্ড স্থাপন করিয়া শোক করিতেন)।”

প্রশ্ন হইতে পারে—যুধিষ্ঠির হইতেছেন মহাভাগবতোত্তম, শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত প্রীতিমান্। তিনি ইন্দ্রের প্রীতির জন্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলেন কেন ? আবার, ইন্দ্রের পূজা কৃষ্ণৈকতোষণ ধর্ম্মই বা কিরূপে হইতে পারে ? তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মবীরের উদাহরণে যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টান্তই বা কেন দেওয়া হইল ?

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

“যজ্ঞঃ পূজাবিশেষোঽস্য ভুজাদ্যঙ্গানি বৈষ্ণবঃ। ধ্যাত্বেন্দ্রাদ্যাশ্রয়ত্বেন যদেষ্বাহুতিরর্প্যতে ॥
অয়ন্তু সাক্ষাত্তস্যৈব নিদেশাৎ কুরুতে মখান্। যুধিষ্ঠিরোঽম্বুধিঃ প্রেম্ণাং মহাভাগবতোত্তমঃ ॥—॥৪।৩।২৫॥

—যজ্ঞ হইতেছে পূজাবিশেষ। ইন্দ্রাদির আশ্রয়ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের ভুজাদি অঙ্গের ধ্যান করিয়া বৈষ্ণবগণ সেই যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণের ভুজাদি অঙ্গে আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু এই পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির হইতেছেন প্রেমের সমুদ্র এবং মহাভাগবতোত্তম ; শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ নিদেশেই তিনি যজ্ঞ করিয়া থাকেন।”

তাৎপর্য্য হইতেছে এই। ভগবানের ভুজাদি অঙ্গ হইতেছে ইন্দ্রাদি-লোকপালগণের আশ্রয় ; তাঁহারা হইতেছেন ভগবানের ভুজাদি অঙ্গের বিভূতি, তাঁহারা স্বতন্ত্র দেবতা নহেন। যে-সমস্ত বৈষ্ণব ইন্দ্রাদি-দেবতার পূজারূপ যজ্ঞ করেন, তাঁহারা স্বতন্ত্র দেবতাবুদ্ধিতে ইন্দ্রাদির পূজা করেন না, ভগবানের বিভূতিজ্ঞানেই পূজা করেন। ধ্যানকালে তাঁহারা ইন্দ্রাদির ধ্যান করেন না, ইন্দ্রাদি দেবতা শ্রীকৃষ্ণের যে-সকল অঙ্গের বিভূতি, সেই সকল অঙ্গের ধ্যান করিয়াই সেই সকল অঙ্গে আহুতি দিয়া থাকেন। প্রেমিক মহাভাগবতগণ কিন্তু ঐ ভাবেও ইন্দ্রাদির পূজা করেন না ; তাঁহারা কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই পূজা করিয়া থাকেন। কেননা, বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে যেমন শাখা-প্রশাখা-পত্র-পুষ্পাদি সমস্তই তৃপ্ত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের পূজাতেই সমস্তের পূজা হইয়া যায়। মহারাজ যুধিষ্ঠির হইতেছেন প্রেমের সমুদ্র, মহাভাগবতোত্তম ; তাঁহার পক্ষে ইন্দ্রাদি-দেবতাগণের পূজা সম্ভব নহে ; তথাপি যে তিনি ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিয়াছেন, তাহা কেবল সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের আদেশে; লোক-সংগ্রহার্থেই শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ আদেশ বলিয়া মনে হয়। যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের এই আদেশ পালন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ-বিধান করিয়াছেন।

যাহা হউক, উপসংহারে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—ধ্বনিকাদি কতিপয় পণ্ডিত ধর্ম্মবীর স্বীকার করেন না ; তাঁহারা কেবল দানবীর, যুদ্ধবীর এবং দয়াবীর-এই তিন রকম বীরের কথাই স্পষ্ট-রূপে বর্ণন করিয়াছেন।

দানাদিত্রিবিধং বীরং বর্ণয়ন্তঃ পরিস্ফুটম্। ধর্ম্মবীরং ন মন্যন্তে কতিচিদ্ধ্বনিকাদয়ঃ ॥৪।৩।২৫॥

সপ্তদশ অধ্যায়

করুণ ভক্তিরস — গৌণ (৪)

২৪৬। করুণভক্তিরস

"আত্মোচিতবিভাবাদ্যৈর্নীতা পুষ্টিং সতাং হৃদি।
ভবেচ্ছোকরতির্ভক্তিরসো হি করুণাভিধঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৪।১॥

—সৎসুকল্লের (সমনস্ক) হৃদয়ে শোকরতি যদি আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা পুষ্টি লাভ করে, তাহা হইলে তাহাকে করুণ ভক্তিরস বলা হয়।"

২৪৭। করুণ-ভক্তিরসের আলম্বনাদি

"অব্যুচ্ছিন্নমহানন্দোঽপ্যেষ প্রেমবিশেষতঃ। অনিষ্টাপ্তেঃ পদতয়া বেদ্যঃ কৃষ্ণোঽস্য চ প্রিয়ঃ॥
তথানবাপ্তস্তদ্‌ভক্তিসৌখ্যশ্চ স্বপ্রিয়ো জনঃ। ইত্যস্য বিষয়ত্বেন জ্ঞেয়া আলম্বনাস্ত্রিধা॥
তত্তদ্‌বেদী চ তদ্‌ভক্ত আশ্রয়ত্বেন চ ত্রিধা। সোঽপ্যৌচিত্যেন বিজ্ঞেয়ঃ প্রায়ঃ শান্তাদিবর্জিতঃ॥
তৎকর্ম্মগুণরূপাদ্যা ভবন্ত্যুদ্দীপনা ইহ। অনুভাবা মুখে শোষো বিলাপঃ স্রস্তগাত্রতা॥
শ্বাসক্রোশনভূপাত-ঘাতোরস্তাড়নাদয়ঃ। অত্রাষ্টৌ সাত্ত্বিকা জাড্যনির্ব্বেদগ্লানিদীনতাঃ॥
চিন্তাবিষাদ-ঔৎসুক্য-চাপলোন্মাদমৃত্যবঃ। আলস্যাপস্মৃতিব্যাধিমোহাদ্যা ব্যভিচারিণঃ॥
হৃদি শোকতয়াংশেন গতা পরিণতিং রতিঃ। উক্তা শোকরতিঃ সৈব স্থায়ী ভাব ইহোচ্যতে॥
—ভ, র, সি, ৪।৪।১-৪॥

—করুণভক্তিরসের **বিষয়ালম্বন** তিন রকম—যথা, (১) শ্রীকৃষ্ণ; শ্রীকৃষ্ণ অবিচ্ছিন্ন-মহানন্দ-স্বরূপ হইলেও, সুতরাং তাঁহাতে অনিষ্ট-সম্ভাবনা না থাকিলেও, প্রেমবিশেষবশতঃ অনিষ্ট-প্রাপ্তির আস্পদতা-রূপে বেদ্য হইয়া করুণরসের বিষয় হইয়া থাকেন; (২) তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জনও করুণরসের বিষয় হয়েন; এবং (৩) ভগবদ্‌ভক্তের পিতৃপুত্রাদিবন্ধুবর্গ বৈষ্ণবতাদির অভাবে ভগবদ্‌ভক্তিসুখ-রহিত হইলেও করুণরসের বিষয় হইয়া থাকেন। আর, উল্লিখিত কৃষ্ণাদি ত্রিবিধ বিষয়ালম্বনের অনুভবকর্ত্তা ত্রিবিধ ভক্তজন হইতেছেন **আশ্রয়ালম্বন**। এই ত্রিবিধ আয়শ্রালম্বন ভক্ত ঔচিত্যবশতঃ প্রায়শঃ শান্তাদি-বর্জ্জিত হয়েন (অর্থাৎ শান্তভক্তে বা অধিকৃত শরণ্যভক্তে প্রায়শঃ করুণরসের উদয় হয় না)। করুণ-রসের **উদ্দীপন** হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্ম, গুণ ও রূপাদি। আর মুখশোষ, বিলাপ, স্রস্তগাত্রতা (অঙ্গস্খলন), শ্বাস, ক্রোশন (চীৎকার), ভূমিতে পতন, হস্তদ্বারা ভূমিতে আঘাত এবং হস্তদ্বারা বক্ষঃ তাড়নাদি হইতেছে **অনুভাব**। এই রসে অশ্রুকম্পাদি অষ্ট সাত্ত্বিকভাবও প্রকটিত হয়। আর, জাড্য

নির্ব্বেদ, গ্লানি, দৈন্য, চিন্তা, বিষাদ, ঔৎসুক্য, চাপল, উন্মাদ, মৃত্যু, আলস্য, অপস্মৃতি, ব্যাধি, ও মোহ-প্রভৃতি হইতেছে এই রসের **ব্যভিচারী** ভাব। আর, হৃদয়মধ্যে রতি যখন শোকতা-অংশ প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ অনিষ্ট-প্রাপ্তির প্রতীতিরূপে পরিণত হয়), তখন তাহাকে শোকরতি বলে ; এই শোকরতিই হইতেছে করুণরসের **স্থায়ী ভাব**।"

২৪৮। উদাহরণ

এক্ষণে পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রিবিধ আলম্বনাত্মক করুণরসের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

ক। **কৃষ্ণালম্বনাত্মক**

"তং নাগভোগপরিবীতমদৃষ্টচেষ্টমালোক্য তৎপ্রিয়সখাঃ পশুপা ভৃশার্ত্তাঃ।

কৃষ্ণেঽর্পিতাত্মসুহৃদর্থকলত্রকামা দুঃখাভিশোকভয়মূঢ়ধিয়ো নিপেতুঃ॥ শ্রীভা, ১০।১৬।১০॥

—(কালিয়নাগকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া গোপদিগের যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছেন) শ্রীকৃষ্ণ সর্পশরীরের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিলেন ; তাঁহার কোনও চেষ্টাও দৃষ্ট হইতেছিলনা। তাঁহাকে এতদবস্থ দেখিয়া তাঁহার প্রিয়সখাগণ এবং অন্য গোপগণ অত্যন্তরূপে আর্ত্ত হইয়া এবং দুঃখ, অতি শোক এবং ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। (শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া গোপদিগের এইরূপ অবস্থা হওয়া বিচিত্র নহে ; কেননা) তাঁহারা আপনাদের আত্মা, সুহৃৎ, অর্থ, কলত্র এবং কাম— সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছেন।"

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন এবং তাঁহাতে প্রীতিমান্ কৃষ্ণসখা এবং গোপগণ আশ্রয়ালম্বন।

খ। **কৃষ্ণপ্রিয়-জনালম্বনাত্মক**

"কৃষ্ণপ্রিয়াণামাকর্ষে শঙ্খচূড়েন নির্ম্মিতে।

নীলাম্বরস্য বক্ত্রেন্দুর্নীলিমানং মুহুর্দধে॥ ভ, র, সি, ৪।৪।৬॥

—শঙ্খচূড় শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গকে আকর্ষণ করিতে থাকিলে নীলাম্বর বলদেবের বদনচন্দ্র মুহুর্মুহুঃ নীলিমা ধারণ করিয়াছিল।"

এ-স্থলে কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ বিষয়ালম্বন এবং বলদেব আশ্রয়ালম্বন।

গ। **স্বপ্রিয়জনালম্বনাত্মক**

"বিরাজন্তে যস্য ব্রজশিশুকুলস্তেয়বিকল-স্বয়ম্ভূচূড়াগ্রৈর্লুলিতশিখরাঃ পাদনখরাঃ।

ক্ষণং যানালোক্য প্রকটপরমানন্দবিবশঃ স দেবর্ষির্মুক্তানপি মুনিগণান্ শোচতি ভৃশম্॥

—ভ, র, সি, ৪।৪।৭-ধৃত হংসদূত-বাক্যম্॥

—(ব্রজগোপীগণ দূতরূপী হংসকে বলিয়াছেন, হে হংস !) ব্রজশিশুদিগের অপহরণ-জনিত অপরাধের ভয়ে ব্যাকুলচিত্ত ব্রহ্মার চূড়াগ্রদ্বারা যাঁহার পদনখরের অগ্রভাগ মর্দ্দিত হইয়াছিল এবং ক্ষণকালের

জন্য যে পদনখরসমূহের দর্শন লাভ করিয়া দেবর্ষি নারদ পরমানন্দের প্রাকট্যে বিবশতা প্রাপ্ত হইয়া সংসার-নির্মুক্ত মুনিগণের জন্য অত্যধিকরূপে শোক করিয়াছিলেন।"

শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী টীকায় লিখিয়াছেন—এ-স্থলে "মুক্ত মুনিগণ" হইতেছেন সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত মুনিগণ। তাঁহারা ভক্তিসুখ-বিবর্জিত; তথাপি মুনি বলিয়া নারদের স্বজাতীয়-প্রিয়জন। ভক্তিসুখ-বর্জিত—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের চরণদর্শনজনিত পরমানন্দ হইতে বঞ্চিত—বলিয়া, নারদের চিত্তে তাঁহাদের জন্য শোকরতির উদয় হইয়াছে। এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণভক্ত নারদ হইতেছেন করুণরসের আশ্রয় এবং মুক্তমুনিগণ তাহার বিষয়।

প্রীতিসন্দর্ভে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও লিখিয়াছেন—"প্রীতিমতো জনস্য চ যদ্যন্যোঽপি তৎকৃপাহীনো জনঃ শোচনীয়ো ভবতি, তদা তত্রাপি তন্ময় এব করুণঃ স্যাৎ॥১৭৩॥"—যদি ভগবৎকৃপাহীন অন্য কোনও ব্যক্তি ভগবানে প্রীতিমান্ ভক্তের শোচনীয় হয়, তাহা হইলে সে-স্থলেও সেই প্রীতিমান্ ভক্তে ভগবৎপ্রীতিময় করুণরসের উদয় হয়।"

উদাহরণরূপে শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে।

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যা মুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥ শ্রীভা, ৭।৫।৩১॥

—(শ্রীপ্রহ্লাদ গুরুপুত্রকে বলিয়াছিলেন) যাঁহারা বিষয়সুখকেই পুরুষার্থ মনে করে, সেই দুরাশয় ব্যক্তিগণ—যে ভগবান্ তাঁহাতে পুরুষার্থবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের একমাত্র গতি, সেই—ভগবান্‌কে জানিতে পারে না। তাহারা অন্ধকর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের মত ব্রাহ্মণাদি অভিমানগ্রস্ত হইয়া কর্ম্মপাশে বদ্ধ হয়। প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপালগোস্বামিমহোদয়-সম্পাদিত গ্রন্থের অনুবাদ॥"

এ-স্থলে ভগবদ্ভক্তিহীন লোকগণ হইতেছেন প্রহ্লাদের শোচনীয়। প্রহ্লাদ হইতেছেন করুণরসের আশ্রয়ালম্বন এবং ভগবদ্ভক্তিহীন লোকগণ তাহার বিষয়ালম্বন।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে নিম্নলিখিত উদাহরণটীও উদ্ধৃত হইয়াছে।

"মাতর্মাদ্রি গতা কুতস্ত্বমধুনা হা ক্বাসি পাণ্ডো পিতঃ
সান্দ্রানন্দসুধাব্ধিরেষ যুবয়োর্নাভূদ্‌দৃশাং গোচরঃ।
ইত্যুচ্চৈর্নকুলানুজো বিলপতি প্রেক্ষ্য প্রমোদাকুলো
গোবিন্দস্য পদারবিন্দযুগলপ্রোদ্দামকান্তিচ্ছটাম্॥ ভ, র, সি, ৪।৪।৭॥

—নকুলানুজ সহদেব গোবিন্দের চরণারবিন্দের অত্যুজ্জ্বল কান্তিচ্ছটা দর্শন করিয়া পরমানন্দে আকুল-চিত্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—'হে মাতঃ মাদ্রি! তুমি এখন কোথায় গেলে? হে পিতঃ পাণ্ডো! তুমি এখন কোথায় আছ? এই নিবিড় আনন্দ-সুধাসমুদ্র তোমাদের নয়নগোচর হইলনা'—এইরূপ বলিয়া সহদেব উচ্চস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।"

পিতা-মাতা শ্রীকৃষ্ণের চরণদর্শনজনিত পরমানন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন বলিয়া সহদেবের

জন্য যে পদনখরসমূহের দর্শন লাভ করিয়া দেবর্ষি নারদ পরমানন্দের প্রাকট্যে বিবশতা প্রাপ্ত হইয়া সংসার-নির্মুক্ত মুনিগণের জন্য অত্যধিকরূপে শোক করিয়াছিলেন।"

শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী টীকায় লিখিয়াছেন—এ-স্থলে "মুক্ত মুনিগণ" হইতেছেন সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত মুনিগণ। তাঁহারা ভক্তিসুখ-বিবর্জিত; তথাপি মুনি বলিয়া নারদের স্বজাতীয়-প্রিয়জন। ভক্তিসুখ-বর্জিত—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের চরণদর্শনজনিত পরমানন্দ হইতে বঞ্চিত—বলিয়া, নারদের চিত্তে তাঁহাদের জন্য শোকরতির উদয় হইয়াছে। এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণভক্ত নারদ হইতেছেন করুণরসের আশ্রয় এবং মুক্তমুনিগণ তাহার বিষয়।

প্রীতিসন্দর্ভে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও লিখিয়াছেন—"প্রীতিমতো জনস্য চ যদ্যন্যোঽপি তৎকৃপাহীনো জনঃ শোচনীয়ো ভবতি, তদা তত্রাপি তন্ময় এব করুণঃ স্যাৎ॥১৭৩।"—যদি ভগবৎকৃপাহীন অন্য কোনও ব্যক্তি ভগবানে প্রীতিমান্ ভক্তের শোচনীয় হয়, তাহা হইলে সে-স্থলেও সেই প্রীতিমান্ ভক্তে ভগবৎপ্রীতিময় করুণরসের উদয় হয়।"

উদাহরণরূপে শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে।

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যা মুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥ শ্রীভা, ৭।৫।৩১॥

—(শ্রীপ্রহ্লাদ গুরুপুত্রকে বলিয়াছিলেন) যাঁহারা বিষয়সুখকেই পুরুষার্থ মনে করে, সেই দুরাশয় ব্যক্তিগণ—যে ভগবান্ তাঁহাতে পুরুষার্থবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের একমাত্র গতি, সেই—ভগবান্‌কে জানিতে পারে না। তাহারা অন্ধকর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের মত ব্রাহ্মণাদি অভিমানগ্রস্ত হইয়া কর্ম্মপাশে বদ্ধ হয়। প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপালগোস্বামিমহোদয়-সম্পাদিত গ্রন্থের অনুবাদ॥"

এ-স্থলে ভগবদ্ভক্তিহীন লোকগণ হইতেছেন প্রহ্লাদের শোচনীয়। প্রহ্লাদ হইতেছেন করুণরসের আশ্রয়ালম্বন এবং ভগবদ্ভক্তিহীন লোকগণ তাহার বিষয়ালম্বন।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে নিম্নলিখিত উদাহরণটীও উদ্ধৃত হইয়াছে।

"মাতর্মাদ্রি গতা কুতস্ত্বমধুনা হা ক্বাসি পাণ্ডো পিতঃ
সান্দ্রানন্দসুধাব্ধিরেষ যুবয়োর্নাভূদ্দৃশাং গোচরঃ।
ইত্যুচ্চৈর্নকুলানুজো বিলপতি প্রেক্ষ্য প্রমোদাকুলো

তাহার প্রমাণ। শোকরাতর আশ্রয় ভক্ত াক আবদ্যার প্রভাবেহ শ্রাকৃষ্ণের তত্ত্ব জানতে পারেন না ? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়াই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"কৃষ্ণৈশ্বর্য্যাদ্যবিজ্ঞানং কৃতং নৈষামবিদ্যয়া।
কিন্তু প্রেমোত্তর-রসবিশেষেণৈব তৎকৃতম্॥ ৪।৪।৮॥

—ইঁহাদের (শোকরতির আশ্রয় কৃষ্ণভক্তদিগের) কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যাদিবিষয়ে যে অজ্ঞান, তাহা অবিদ্যা-কৃত নহে (কেননা, তাদৃশ সিদ্ধ ভক্তগণ হইতেছেন মায়াতীত, তাঁহাদের উপরে অবিদ্যার অধিকার

নাই); কিন্তু প্রেমোত্তর-রসবিশেষের (শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের অনুভবের) দ্বারাই এই অজ্ঞান সংঘটিত হয়।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"ভগবানের ভগবত্তা ষড়বিধা (জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজঃ—এই ছয় রকম) হইলেও সামান্যতঃ ইহা দ্বিবিধা—পরম-ঐশ্বর্য্যরূপা এবং পরম-মাধুর্য্যরূপা। পরম-ঐশ্বর্য্যরূপা ভগবত্তা হইতেছে প্রভাবের দ্বারা বশীকর্তৃত্ব, যাহার অনুভবে ভয়-সম্ভ্রমাদি জন্মে। আর পরম-মাধুর্য্যরূপা ভগবত্তা হইতেছে রূপ-গুণ-লীলার রোচকত্ব, যাহার অনুভবে ভগবানে প্রেম জন্মে। কিন্তু কেবল স্বরূপ হইতেছে স্বানন্দমাত্র-সম্পর্ক। মাধুর্য্যের অনুভব কিন্তু সেই দুইয়ের (ঐশ্বর্য্যের এবং স্বরূপের) অনুভবকেও আবৃত করিয়া রাখে। শ্রীদেবকীদেবীতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কংস-কারাগারে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে করিতে দেবকীদেবী বলিয়াছিলেন—'জন্ম তে ময্যসৌ পাপো মা বিদ্যান্মধুসূদন। সমুদ্বিজে ভবদ্ধেতোঃ কংসাদহমধীরধীঃ॥ শ্রীভা, ১০।৩।২৯॥—হে মধুসূদন! আমাতে যে তোমার জন্ম হইয়াছে, এই পাপ কংস যেন তাহা জানিতে না পারে। তোমার জন্য কংস হইতে আমার উদ্বেগ জন্মিতেছে, আমি অধীরবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি।' দেবকীদেবীর এই বাক্য হইতে বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুত্রবুদ্ধিতে দেবকীদেবী কংস হইতে কৃষ্ণের বিপদ আশঙ্কা করিয়া উদ্বেগে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। তখন যদি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের এবং ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান তাঁহার থাকিত, তাহা হইলে কংস হইতে কৃষ্ণের বিপদাশঙ্কায় তিনি উদ্বিগ্না হইতেন না। সুতরাং পুত্রবুদ্ধিতে বাৎসল্যের উদয়ে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের অনুভব হইয়াছিল এবং এই মাধুর্য্যানুভবই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের এবং ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এই মাধুর্য্যানুভব হইতেছে মাধুর্য্যভাবনাত্মক-সাধনোৎপন্ন-প্রেমবিশেষলব্ধ-রসপর্য্যায় আস্বাদবিশেষ। তজ্জন্য সেই মাধুর্য্যানুভবের দ্বারা যে ঐশ্বর্য্যাদির অনুভবের আবরণ, তাহা হইতেছে সর্ব্বোত্তম-বিদ্যাময়ই, অবিদ্যাময় নহে। ব্রহ্মজ্ঞান হইতেও অর্ব্বাচীনা অবিদ্যার অবকাশ সে-স্থলে কোথায়? শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের এবং ঐশ্বর্য্যের অনুভব করিয়াই দেবকীদেবী তাঁহার স্তব আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু বাৎসল্যের উদয়ে মাধুর্য্যের অনুভবে তাঁহার সেই অনুভব আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল। বলদেবও শ্রীকৃষ্ণের প্রভাববিৎ ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন শুনিলেন—রুক্মিণীহরণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ একাকী কুণ্ডিন-নগরে গিয়াছেন, তখন বিরুদ্ধ পক্ষের শক্তিসামর্থ্যের কথা মনে পড়াতে তিনি ভ্রাতৃস্নেহ-পরিপ্লুত হইয়া রথ-গজাদি লইয়া সে-স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন (শ্রীভা, ১০।৫৩।১০)। তাঁহার ভ্রাতৃস্নেহ শ্রীকৃষ্ণ-প্রভাব-জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দিয়াছিল। যুধিষ্ঠিরও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপৈশ্বর্য্যাদি জানিতেন। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ যখন হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকায় আসিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্নেহাতিশয়বশতঃ মধুদ্বেষী শ্রীকৃষ্ণেরও শত্রু হইতে ভয় আশঙ্কা করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের রক্ষার জন্য তাঁহার সঙ্গে চতুরঙ্গিনী সেনা দিয়াছিলেন (শ্রীভা, ১।১০।৩২)॥ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে যুধিষ্ঠিরের স্নেহ তাঁহার কৃষ্ণস্বরূপৈশ্বর্য্যজ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল।"

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম হইতে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের আস্বাদন রূপ যে রসবিশেষের (প্রেমোত্তর-রসবিশেষের) উদয় হয়, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যাদি-বিষয়ে অজ্ঞান জন্মাইয়া থাকে ; এই অজ্ঞান অবিদ্যাকৃত নহে।

২৫১। করুণরসও সুখময়

প্রশ্ন হইতে পারে—রস হইতেছে সুখপ্রাচুর্য্যময় বস্তুবিশেষ। করুণরসও যখন রস, তখন তাহাও হইবে সুখপ্রাচুর্য্যময়। কিন্তু দুঃখাত্মিকা শোকরতি হইতে উদ্ভূত করুণরস কিরূপে সুখপ্রাচুর্য্যময় হইতে পারে ? এই প্রশ্নের উত্তরে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"অতঃ প্রাদুর্ভবন্ শোকো লব্ধোঽপ্যুদ্ভটতাং মুহুঃ।
দুরূহামেব তনুতে গতিং সৌখ্যস্য কামপি ॥ ৪।৪।৮॥

—অতএব (পূর্ব্ব-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কারণবশতঃ) শোকরতি প্রাদুর্ভূত হইয়া মুহুর্মুহুঃ উদ্ভটতা প্রাপ্ত হইয়াও সুখের কোনও এক অনির্ব্বচনীয়া দুরূহা (আগন্তুক দুঃখানুভবের দ্বারা আবৃতা) গতিকে বিস্তার করিয়া থাকে।"

পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে উল্লিখিত "কৃষ্ণৈশ্বর্য্যাদ্যবিজ্ঞানং"-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় দেবকীদেবী, বলদেব এবং যুধিষ্ঠিরের উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া তাহার পরে আলোচ্য "অতঃ প্রাদুর্ভবন্"-ইত্যাদি শ্লোক-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন--

"যস্মাদেবমতস্তদানীমপি প্রেমানন্দময়-কৃষ্ণানন্দস্ফুরণাৎ, তদুপলক্ষিতাৎ তাদৃশ-প্রেমস্বভাবেন কথঞ্চিৎ সম্ভাবনেন বা প্রত্যাশানুগমাৎ পর্য্যবসানেঽপি তৎসুখস্যৈবাভ্যুদয়াদসৌ সৌখ্যস্য গতিমেব তনুতে। কিন্তু দুরূহাম্ আগন্তুক-দুঃখানুভবেনাবৃতাম্, অতএব কামপি অনির্ব্বচনীয়ামিত্যর্থঃ। তস্মাদস্ত্যেব করুণেঽপি সুখময়ত্বমিতিভাবঃ।"

টীকার তাৎপর্য্য। বলদেব-যুধিষ্ঠিরাদির উদাহরণে দেখা গিয়াছে - প্রেমোত্তর-রসবিশেষের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যাদি-সম্বন্ধে অজ্ঞান জন্মে এবং তাহারই ফলে শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাদির আশঙ্কাও জন্মে ; এইরূপ আশঙ্কা জন্মিলেই বলদেব-যুধিষ্ঠিরাদির কৃষ্ণরতি শোকরতিতে পরিণত হয়। এই অবস্থায় তাঁহাদের কৃষ্ণরতি দুঃখানুভবের দ্বারা আবৃত হয় ; এই দুঃখের আশঙ্কা এবং দুঃখানুভব কিন্তু আগন্তুক, কৃষ্ণরতির আচ্ছাদক বাহিরের আবরণ। কিন্তু তদবস্থাতেও, রতি দুঃখানুভবদ্বারা আবৃত হইলেও, কৃষ্ণরতি বিলুপ্ত হয় না ; বিলুপ্ত হয় না বলিয়া তখনও বলদেবাদি ভক্তের চিত্তে প্রেমানন্দময় কৃষ্ণানন্দের (হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি বলিয়া রতিরূপ প্রেমও আনন্দস্বরূপ এবং সেই রতির প্রভাবে অনুভূত শ্রীকৃষ্ণও আনন্দস্বরূপ। এই উভয় আনন্দের) স্ফুরণ হয়। যে ভাণ্ডে অগ্নি থাকে, তাহা অপর কোনও বস্তুদ্বারা আবৃত হইলেও যেমন অগ্নির উত্তাপ ভাণ্ডে সঞ্চারিত হয়, তদ্রূপ। আবার, তাদৃশ প্রেমের স্বভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টের আশঙ্কাও পুনঃপুনঃ জাগিতে থাকে এবং

ক্রমশঃ সেই আশঙ্কা উৎকট হইয়াও উঠে ; আবার, নিজেদের চেষ্টাদিদ্বারা আশঙ্কিত অনিষ্ট দূরীভূত হইতে পারে--এইরূপ প্রত্যাশাও জাগে। ইহার ফলে উদ্ভটতাপ্রাপ্ত শোকও কি এক অনির্ব্বচনীয় সুখের গতিই বিস্তারিত করিয়া থাকে। একদিকে প্রেমানন্দময় কৃষ্ণানন্দের অনুভব, অপর দিকে অনিষ্টের আশঙ্কাজনিত দুঃখের অনুভব। আগন্তুক দুঃখানুভব যেন প্রেমানন্দময় কৃষ্ণানন্দের অনুভবকে উৎকর্ষময় করিয়া তোলে। অম্লের সংযোগে শর্করার মাধুর্য্য যেমন চমৎকারিত্বময় হইয়া উঠে, তদ্রূপ। এইরূপে দেখা গেল—শোকরতি হইতে যে করুণরসের উদয় হয়, তাহাও সুখময়ই—সুতরাং তাহাও সুখপ্রাচুর্য্যময় রসই।

অষ্টাদশ অধ্যায়

রৌদ্রভক্তিরস—গৌণ (৫)

২৫২। রৌদ্রভক্তিরস

'নীতা ক্রোধরতিঃ পুষ্টিং বিভাবাদ্যৈর্নিজোচিতৈঃ।
হৃদি ভক্তজনস্যাসৌ রৌদ্রভক্তিরসো ভবেৎ॥ ভ, র, সি, ৪।৫।১॥

–ক্রোধরতি নিজোচিত বিভাবাদিদ্বারা ভক্তচিত্তে পুষ্টি প্রাপ্ত হইলে রৌদ্ররসে পরিণত হয়।"

২৫৩। রৌদ্ররসে বিভাবাদি

"কৃষ্ণো হিতোঽহিতশ্চেতি ক্রোধস্য বিষয়স্ত্রিধা।
কৃষ্ণে সখী-জরত্যাদ্যাঃ ক্রোধস্যাশ্রয়তাং গতাঃ।
ভক্তাঃ সর্ব্ববিধা এব হিতে চৈবাহিতে তথা॥ ভ, র, সি, ৩।৫।২॥

—ক্রোধের বিষয়ালম্বন তিন প্রকার—কৃষ্ণ, হিত এবং অহিত। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন হইলে সখী ও জরতীপ্রভৃতি ক্রোধের আশ্রয় হইয়া থাকেন। আবার, হিত এবং অহিত যদি ক্রোধের বিষয় হয়, তাহা হইলে সর্ব্ববিধ ভক্তই ক্রোধের আশ্রয়ালম্বন হইয়া থাকেন।"

প্রীতিসন্দর্ভ বলেন (১৬৭-অনু) ;—ভগবৎ-প্রীতিময় রৌদ্ররসে বিষয়ালম্বন হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ; আশ্রয়ালম্বন হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়জন (শ্রীকৃষ্ণভক্ত)। ক্রোধের বিষয় যদি শ্রীকৃষ্ণের হিত, বা শ্রীকৃষ্ণের অহিত, অথবা ভক্তের নিজের অহিতও হয়, তাহা হইলেও হাস্যরস ও যুদ্ধবীর-রসের ন্যায় সেই প্রীতির বিষয়রূপে শ্রীকৃষ্ণই হয়েন মূল বিষয়ালম্বন। অন্যেরা কেবল ক্রোধাংশে বহিরঙ্গ-আলম্বনমাত্র।

রৌদ্ররসে বিষয়ালম্বন পাঁচ রকম—(১) প্রমাদাদিবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে সখীর অত্যন্ত অহিত হইলে সখীর ক্রোধের বিষয় হয়েন শ্রীকৃষ্ণ। (২) প্রমাদাদিবশতঃ বধূপ্রভৃতির সহিত কৃষ্ণসঙ্গম অবগত হইলে বৃদ্ধাদির যে ক্রোধ জন্মে, সেই ক্রোধের বিষয়ও শ্রীকৃষ্ণই। (৩) কৃষ্ণের হিত অর্থাৎ হিতকারী জন যদি প্রমাদবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের রক্ষণাবেক্ষণে অসতর্ক হয়েন, তাহা হইলে যে ক্রোধের উদয় হয়, তাহার বিষয় হয়েন সেই হিতকারী জন। (৪) শ্রীকৃষ্ণের অহিতের—অহিতকারী দৈত্যাদির—আচরণে যে ক্রোধ জন্মে, তাহার বিষয় হয় সেই অহিত—অহিতকারী এবং (৫) যিনি ভক্তের নিজের অহিত—অহিতকারী, অর্থাৎ ভক্তের নিজের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধের বিঘ্নকারী—তাঁহার আচরণে যে ক্রোধের উদয় হয়, সেই ক্রোধের বিষয় হয়েন সেই অহিতকারী (স্বাহিত)।

(রৌদ্ররসের বিষয়সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু যাহা বলিয়াছেন, প্রীতিসন্দর্ভে তাহারই বিবৃতি মাত্র দেওয়া হইয়াছে)।

উদ্দীপনাদি সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (৪।৫।৭-৮ অনু) বলেন ঃ—

রৌদ্ররসে সোল্লুণ্ঠ হাস, বক্রোক্তি, কটাক্ষ, অনাদর, কৃষ্ণের হিত ও অহিত ব্যক্তিগণ হইতেছে **উদ্দীপন**। হস্তমর্দ্দন, দন্তঘট্টন (দন্তের ঘর্ষণজনিত শব্দ), রক্তনেত্রতা, ওষ্ঠ-দংশন, ভ্রূকুটী, ভুজাস্ফালন, তাড়ন, তূষ্ণীকতা, নতবদন, নিশ্বাস, বক্রদৃষ্টি, ভর্ৎসন, শিরশ্চালন, নেত্রান্তে পাটলবর্ণ, ভ্রূভেদ এবং অধর-কম্পনাদি হইতেছে **অনুভাব**। রৌদ্ররসে স্তম্ভাদি সমস্ত **সাত্ত্বিকভাবই** প্রকটিত হয়। আর, আবেগ,জড়তা, গর্ব্ব, নির্ব্বেদ, মোহ, চাপল, অসূয়া, উগ্রতা, অমর্ষ এবং শ্রমাদি হইতেছে রৌদ্ররসে **ব্যভিচারী** ভাব।

রৌদ্ররসে ক্রোধরতি হইতেছে **স্থায়ী ভাব**। ক্রোধ তিন রকমের—কোপ, মন্যু ও রোষ। তন্মধ্যে **কোপ** হইতেছে শত্রুগ (শত্রুর প্রতি যে ক্রোধ, তাহাকে কোপ বলে), বন্ধুবর্গে **মন্যু** ; এই মন্যু আবার পূজ্য, সম ও ন্যূন বন্ধুভেদে তিন প্রকার। আর, প্রিয় ব্যক্তির প্রতি স্ত্রীলোকদিগের যে ক্রোধ, তাহাকে বলে **রোষ**; কিন্তু এই রোষ কখনও কখনও ব্যভিচারীও হইয়া থাকে। টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"আদ্যরসে রোষ ব্যভিচারিতা প্রাপ্ত হয়। জরতীদের কোপ এবং সখীদের মন্যুর ন্যায় কান্তাদের রোষ স্থায়িতা প্রাপ্ত হয় না। তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত আবেগাদি ব্যভিচারীর মধ্যে ঔগ্রপ্রধান ব্যভিচারিভাবসমূহ হইতেছে শত্রুবিষয়ক, অমর্ষপ্রধান ভাবসমূহ বন্ধুবিষয়ক এবং অসূয়াপ্রধান ভাবসমূহ হইতেছে দয়িতাবিষয়ক ব্যভিচারী ভাব। কোপে হস্তপেষণাদি, মন্যুতে তূষ্ণীকতাদি এবং রোষে দৃগন্তপাটলত্বাদি হইতেছে অনুভাব।

জরতীদের ক্রোধও কৃষ্ণপ্রীতিময়

প্রীতিসন্দর্ভ বলেন—রৌদ্ররসে স্থায়িভাব হইতেছে কৃষ্ণপ্রীতিময় ক্রোধ। যে বৃদ্ধা স্বীয় বধূ-প্রভৃতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গম অবগত হইয়া ক্রুদ্ধা হয়েন, তাঁহার ক্রোধও শ্রীকৃষ্ণ-প্রাতিময়; কেননা, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজজনদের স্বাভাবিকী প্রীতি; বৃদ্ধাও ব্রজজন বলিয়া তিনিও শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিময়ী। যখনা বৃদ্ধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রুদ্ধা হয়েন, তখনও তাঁহার ক্রোধের অন্তরালে থাকে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী স্বাভাবিকী প্রাতি। শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল-কামনার জন্যই বৃদ্ধার ক্রোধপ্রকাশ (পরবধূর সহিত মিলনে শ্রীকৃষ্ণের অধর্ম্ম হইবে, অপযশঃ হইবে ; তাহাতে তাঁহার অমঙ্গল হইবে ; এজন্য ব্রজের বৃদ্ধাদি নিজ-বধূপ্রভৃতির সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনাদির কথা অবগত হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন। উদ্দেশ্য—এই ক্রোধের ফলে শ্রীকৃষ্ণ অধর্ম্মজনক এবং অযশস্কর কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবেন)। অপর সকলের ক্রোধ স্বাভাবিকী প্রীতির বিকার বলিয়া প্রীতিময়। প্রীতিসন্দর্ভ ॥১৬৭॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—"গোবর্দ্ধনং মহামল্লং বিনান্যেষাং ব্রজৌকসাম্। সর্ব্বেষামেব গোবিন্দে রতিঃ প্রৌঢ়া বিরাজতে ৪।৫।৪॥—মহামল্ল গোবর্দ্ধনব্যতীত অন্য সমস্ত ব্রজবাসীরই শ্রীকৃষ্ণে প্রৌঢ়া রতি বিরাজিত।" চন্দ্রাবলীর পতিম্মন্য গোবর্দ্ধনমল্ল হইতেছেন কংসপক্ষীয় গোপবিশেষ ; অন্যস্থান হইতে আসিয়া তিনি ব্রজে বাস করিয়াছিলেন।

২৫৪। উদাহরণ

এক্ষণে রৌদ্ররসের পূর্ব্বকথিত পাঁচরকম বিষয়ালম্বনের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

ক। শ্রীকৃষ্ণের সখীক্রোধের বিষয়ালম্বনত্ব

"অন্তঃক্লেশ-কলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং যামোঽদ্য যাম্যাং পুরং
নায়ং বঞ্চন-সঞ্চয়-প্রণয়িনং হাসং তথাপ্যুজ্ঝতি।
অস্মিন্ সংপুটিতে গভীরকপটৈরাভীরপল্লীবিটে
হা মেধাবিনি রাধিকে তব কথং প্রেমা গরীয়ানভূৎ॥

—ভ, র, সি, ৪।৫।৩-ধৃত বিদগ্ধমাধব-বচনম্॥

—(শ্রীরাধার প্রেম-পরীক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীরাধার অত্যন্ত অহিত হইয়াছে মনে করিয়া ললিতা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া শ্রীরাধার নিকটে বলিয়াছিলেন) রাধিকে! আমরা আন্তরিক ক্লেশে কলঙ্কিত হইয়াছি; আজ আমরা যমপুরে যাইতেছি। তথাপি ইনি (শ্রীকৃষ্ণ) বঞ্চনা-সমূহ-করণশীল হাস্য পরিত্যাগ করিতেছেন না! হে মেধাবিনি রাধিকে! গভীর-কপটতাদ্বারা আচ্ছাদিত এবং গোপরমণীদিগের প্রতি কামুক এই শ্রীকৃষ্ণে কি প্রকারে তোমার প্রেম গরীয়ান্ হইল?"

এ-স্থলে বিষয় হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ; আশ্রয়—ললিতাদি সখীগণ; উদ্দীপন—শ্রীকৃষ্ণের ঔদাসীন্য; অনুভাব—মৃত্যুবরণেচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণের কপটতা-খ্যাপনাদি; ব্যভিচারী—আবেগ।

পরবর্ত্তী উদাহরণ-সমূহেও এই রীতিতে বিভাবাদি নির্ণয় করিতে হইবে।

খ। শ্রীকৃষ্ণের জরতীক্রোধের বিষয়ালম্বনত্ব

"অরে যুবতিতস্কর প্রকটমেব বধ্বাঃ পটস্তবোরসি নিরীক্ষ্যতে বত নেতি কিং জল্পসি।
অহো ব্রজনিবাসিনঃ শৃণুত কিং ন বিক্রোশনং ব্রজেশ্বরসুতেন মে সুতগৃহেঽগ্নিরুত্থাপিতঃ॥

—ভ, র, সি, ৪।৫।৪॥

—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক জরতী (বৃদ্ধা) বলিলেন—অরে যুবতিতস্কর! তোর বক্ষঃস্থলে স্পষ্টরূপেই আমার বধূর বস্ত্র দৃষ্ট হইতেছে। হা কষ্ট! তুই 'না না' বলিতেছিস্ কেন? অহে ব্রজবাসিগণ! তোমারা কি চীৎকার শুনিতেছ না? ব্রজেশ্বর-নন্দন আমার পুত্রের গৃহে অগ্নি উত্থাপিত করিয়াছে।"

এ-স্থলে উদ্দীপন—কৃষ্ণবক্ষঃস্থিত শ্রীরাধার বস্ত্র।

গ। কৃষ্ণের হিতকারী জনের বিষয়ালম্বনত্ব

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন, হিত (হিতকারী) তিন প্রকার—অনবহিত, সাহসী ও ঈর্ষ্যু। "হিতস্ত্রিধানবহিতঃ সাহসী চের্ষ্যুরিত্যপি॥ ৪।৩।৪॥"

ক্রমশঃ এই তিন রকম হিতকারীর বিষয়ালম্বনত্বের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

(১) **অনবহিত**

"কৃষ্ণপালনকর্ত্তাপি তৎকর্ম্মাভিনিবেশতঃ।

ক্বচিত্তত্র প্রমত্তো যঃ প্রোক্তোঽনবহিতোঽত্র সঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৫।৫॥

—শ্রীকৃষ্ণের পালনকর্ত্তা হইয়াও কৃষ্ণসম্বন্ধি অন্য কর্ম্মে (ভোজনাদি-সামগ্রী-সম্পাদককর্ম্মে) অভিনিবেশ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের রক্ষণ-বিষয়ে যিনি প্রমাদগ্রস্ত (অসাবধান), তাঁহাকে অনবহিত বলে।'

"উত্তিষ্ঠ মূঢ়ে কুরু মা বিলম্বং বৃথৈব ধিক্ পণ্ডিতমানিনী ত্বম্।

ক্রুট্যৎপলাশিদ্বয়মন্তরা তে বদ্ধঃ সুতোঽসৌ সখি বংভ্রমীতি॥ ভ, র, সি, ৪।৫।৬॥

—(দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়াছিলেন বলিয়া যশোদামাতা শ্রীকৃষ্ণকে উলূখলে বন্ধন করিয়া গৃহমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ভোজনার্থ দধি-দুগ্ধ-নবনীতাদি প্রস্তুতির কার্য্যে অভিনিবিষ্ট ছিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণের উলূখলের আকর্ষণে যমলার্জ্জুনবৃক্ষদ্বয় উৎপাটিত হইয়া পড়িয়াছিল। সেদিন উপানন্দের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া রোহিণীমাতা স্বপুত্র বলদেবকে সঙ্গে করিয়া সেই স্থানে গিয়াছিলেন। যমলার্জ্জুনের উৎপাটনে উত্থিত ভীষণ শব্দ শুনয়া তিনি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং বৃক্ষ-পতন-শব্দে আকৃষ্ট হইয়া ব্রজরাজাদিও সে-স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বৃক্ষপতন-শব্দ শুনিয়া যশোদা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই মূর্চ্ছা হইতে উত্থিতা ব্রজেশ্বরীকে ক্রোধভরে রোহিণীদেবী বলিয়াছিলেন) মূঢ়ে! উঠ উঠ, বিলম্ব করিও না। ধিক্ তোমাকে। বৃথাই তুমি নিজেকে পুত্রের শিক্ষাদান-বিষয়ে অভিজ্ঞা বলিয়া মনে কর। সখি! উলূখলে বদ্ধ তোমার পুত্র উৎপাটিত বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে।"

(২) **সাহসী**

"যঃ প্রেরকো ভয়স্থানে সাহসী স নিগদ্যতে॥ ভ, র, সি, ৪।৫।৬॥

—যিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভয়সঙ্কুল স্থানে প্রেরণ করেন, তাঁহাকে সাহসী বলে।"

"গোবিন্দঃ প্রিয়সুহৃদাং গিরৈব যাতস্তালানাং বিপিনমিতি স্ফুটং নিশম্য।

ভ্রূভেদস্থপুটিতদৃষ্টিরাস্যমেষাং ডিম্ভানাং ব্রজপতিগেহিনী দদর্শ॥ ভ, র, সি, ৪।৫।৭॥

—প্রিয়সুহৃদ্গণের বাক্যেই শ্রীকৃষ্ণ (ধেনুকাসুরের দ্বারা অধ্যুষিত) তালবনে গমন করিয়াছেন, এই কথা স্পষ্টরূপে শ্রবণ করিয়া ব্রজপতিগৃহিণী যশোদা ভ্রূভঙ্গিসহকারে নতোন্নত দৃষ্টিতে সেই বালকগণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সুহৃদ্ ব্রজবালকগণ হইতেছেন—সাহসী হিতকারী; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভয়সঙ্কুল স্থানে পাঠাইয়াছেন।

(৩) **ঈর্ষ্যু**

"ঈর্ষ্যুর্মানধনা প্রোক্তা প্রৌঢ়ের্ষ্যাক্রান্তমানসা॥ ভ, র, সি, ৪।৫।৭॥

—যে রমণীর কেবল মানমাত্রই ধন এবং প্রবল ঈর্ষ্যায় যাঁহার মন আক্রান্ত, তাঁহাকে ঈর্ষ্যু বলে।"

"দুর্মানমন্থমথিতে কথয়ামি কিং তে দূরং প্রযাহি সবিধে তব জাজ্বলীমি।
হা ধিক্ প্রিয়েণ চিকুরাঞ্চিতপিঞ্ছকোট্যা নির্ম্মঞ্ছিতাগ্রচরণাপ্যরুণাননাসি ॥ ভ, র, সি, ৪।৫।৭॥

—(শ্রীরাধা মানিনী হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার চরণে পতিত হইয়া মানপরিত্যাগের জন্য বহুতর অনুনয়-বিনয় করিয়াছেন ; সখীগণও শ্রীরাধার নিকটে তজ্জন্য অনেক প্রার্থনা করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার মান ভঙ্গ হইল না দেখিয়া বিষণ্নমনে শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলে শ্রীরাধার মনে অনুতাপের উদয় হইল, তাঁহার মান দূরীভূত হইল। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আনয়নের জন্য ললিতার নিকটে প্রার্থনা জানাইলে ক্রোধভরে ললিতা শ্রীরাধাকে বলিয়াছিলেন) হে দুর্মানরূপ মন্থনদণ্ডদ্বারা মথিতে সখি ! তোমাকে আর কি বলিব ! তোমার সান্নিধ্য আমাকে জ্বালা দিতেছে ; তুমি আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাও। হা কষ্ট ! ধিক্ তোমাকে ! তোমার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় চূড়াস্থ ময়ূরপুচ্ছের অগ্রভাগদ্বারা তোমার চরণাগ্র মার্জ্জন করিয়াছেন, তথাপি তুমি রক্তমুখী হইয়া রহিলে !"

এ-স্থলে শ্রীরাধা হইতেছেন ঈর্ষ্যু, ললিতার ক্রোধের বিষয়।

(ঘ) অহিতকারীর বিষয়ালম্বনত্ব

"অহিতঃ স্যাদ্দ্বিধা স্বস্য হরেশ্চেতি প্রভেদতঃ ॥ ভ, র, সি, ৪।৫।৭॥

—অহিত (অহিতকারী) দুই রকমের—নিজের অহিতকারী এবং হরির অহিতকারী।"

(১) নিজের অহিত

"অহিতঃ স্বস্য স স্যাদ্ যঃ কৃষ্ণসম্বন্ধবাধকঃ ॥ ভ, র, সি, ৪।৫।৭॥

—যিনি নিজের সহিত কৃষ্ণসম্বন্ধের বাধাকারী, তাঁহাকে আত্ম-অহিত (অহিতকারী) বলা হয়।"

"কৃষ্ণং মুষ্ণন্নকরুণ বনাদ্গোষ্ঠতো নিষ্ঠুরস্ত্বং মা মর্য্যাদাং যদুকুলভুবাং ভিন্ধি রে গান্দিনেয়।
পশ্যাভ্যর্ণে ত্বয়ি রথমধিষ্ঠায় যাত্রাং বিধিৎসৌ স্ত্রীণাং প্রাণৈরপি নিযুতশো হন্ত যাত্রা ব্যধায়ি ॥
—ভ, র, সি, ৪।৫।৭-ধৃত উদ্ধবসন্দেশ-বচনম্ ॥

—অরে অকরুণ গান্দিনীতনয় ! তুই অতি নিষ্ঠুর ; তুই বলপূর্ব্বক এই গোষ্ঠ হইতে কৃষ্ণকে লইয়া যাইতেছিস্। দেখ্, কৃষ্ণকে লইয়া রথে আরোহণ করিয়া তুই যাত্রা আরম্ভ করিলে নিযুত নিযুত স্ত্রীগণের (আমাদের) প্রাণের দ্বারাই তোর যাত্রা করিতে হইবে। (আমাদের প্রাণ বহির্গত হইয়া যাইবে, তাহাতে স্ত্রীবধের পাপে যদুকুলের অখ্যাতি হইবে) অরে অক্রূর ? যদুকুলের মর্য্যাদা নষ্ট করিস্ না।"

অক্রূর যখন শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া মথুরাযাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন কৃষ্ণকান্তা গোপীগণ এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে গোপীগণের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাইতেছিলেন ; সুতরাং অক্রূর হইলেন গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধের বাধাকারী—সুতরাং গোপীদের নিজেদের অহিতকারী। এ-স্থলে অহিতকারী অক্রূর হইতেছেন গোপীদের কৃষ্ণপ্রীতিময় ক্রোধের বিষয়।

(২) **হরির অহিত**

"অহিতস্তু হরেস্তস্য বৈরিপক্ষো নিগদ্যতে ॥ ভ, র, াস, ৩।৫।৭॥"

—হরির বৈরিপক্ষকে হরির অহিত (অহিতকারী) বলে।"

"হরৌ শ্রুতিশিরঃশিক্ষামণিমরীচিনীরাজিত-স্ফুরচ্চরণপঙ্কজেঽপ্যবমতিং ব্যনক্ত্যত্র যঃ।
অয়ং ক্ষিপতি পাণ্ডবঃ শমনদণ্ডঘোরং হঠাৎ ত্রিরস্য মুকুটোপরি স্ফুটমুদীর্য্য সব্যং পদম্॥
—ভ, র, সি, ৪।৫।৭॥

—শ্রুতির শিরোভাগতুল্য উপনিষৎসমূহের মুকুটমণির মরীচিকায় যাঁহার সুব্যক্ত চরণকমল নির্মঞ্ছিত হইতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি (শিশুপাল-নামক) যে ব্যক্তি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছে, (ভীমনামা) এই পাণ্ডব, স্পষ্ট কথায় বলিয়া, তাহার মুকুটোপরি যমদণ্ড অপেক্ষাও ঘোরতর এই বামপদ তিনবার নিক্ষেপ করিতেছে।"

এ-স্থলে শিশুপাল হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের বৈরী—অহিতকারী। এই শিশুপালই হইতেছে ভীমের কৃষ্ণপ্রীতিময় ক্রোধের বিষয়।

২৫৫। কোপ, মন্যু ও রোষ—এই ত্রিবিধ ক্রোধের দৃষ্টান্ত

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কৃষ্ণপ্রীতিময় ক্রোধ তিন রকমের—কোপ, মন্যু ও রোষ। এক্ষণে তাহাদের দৃষ্টান্ত কথিত হইতেছে।

ক। কোপ—**শত্রুর প্রতি**

"নিরুধ্য পুরমুন্মদে হরিমগাধসত্ত্বাশ্রয়ং মৃধে মগধভূপতৌ কিমপি বক্রমাক্রোশতি।
দৃশং কবলিত-দ্বিষদ্বিসর-জাঙ্গলে লাঙ্গলে নুনোদ দহদিঙ্গল-প্রবলপিঙ্গলাং লাঙ্গলী॥
—ভ, র, সি, ৪।৫।৯॥

—মগধাধিপতি উন্মত্ত জরাসন্ধ মথুরাপুরী অবরোধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগাধ-সত্ত্বাশ্রয় (অগাধসম্পত্তিশালী) শ্রীহরির প্রতি বক্রভাবে আক্রোশ প্রকাশ করিতে থাকিলে লাঙ্গলী (হলধর) বলদেব শত্রুগণের সমস্ত মাংসের গ্রাসকারী লাঙ্গলের প্রতি জ্বলদঙ্গারতুল্য প্রবল পিঙ্গলনেত্র নিক্ষেপ করিলেন।"

শ্রীকৃষ্ণ-শত্রু জরাসন্ধের প্রতি বলরামের কোপ-নামক ক্রোধ।

খ। **মন্যু—বন্ধুর প্রতি**

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মন্যু তিন রকমের—পূজ্যবন্ধুর প্রতি, সম-বন্ধুর প্রতি এবং ন্যূন বন্ধুর প্রতি। ক্রমশঃ ইহাদের উদাহরণ কথিত হইতেছে।

(১) **পূজ্যের প্রতি মন্যু**

"ক্রোশন্ত্যাং করপল্লবেন বলবান্ সদ্যঃ পিধত্তে মুখং
ধাবন্ত্যাং ভয়ভাজি বিস্তৃতভুজো রুন্ধে পুরঃ পদ্ধতিম্।

পাদান্তে বিলুঠত্যসৌ ময়ি মুহুর্দষ্টাধরায়াং রুষা
মাতশ্চণ্ডি ময়া শিখণ্ডমুকুটাদাত্মাভিরক্ষ্যঃ কথম্ ॥
—ভ, র, সি, ৪।৫।১০॥

—(শ্রীরাধার প্রেম-পরীক্ষার্থ দেবী পৌর্ণমাসী শ্রীরাধাকে পাতিব্রত্য-ধর্ম্মের উপদেশ করিলে শ্রীরাধা মন্যুর সহিত পৌর্ণমাসীদেবীকে বলিয়াছিলেন) মাতঃ! আমি কি করিব? আমি যদি উচ্চ রব করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে বলবান্ শিখণ্ডচূড় তৎক্ষণাৎ তাঁহার করপল্লবের দ্বারা আমার মুখ আচ্ছাদন করেন; আমি যদি ভীত হইয়া পলায়নের জন্য ধাবিত হইতে থাকি, তাহা হইলে তখনই তিনি তাঁহার বাহু প্রসারিত করিয়া আমার অগ্রভাগে আসিয়া পথ রুদ্ধ করেন; (আমার পথ ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য কাতর ভাবে) আমি যদি তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হই, তাহা হইলে তিনি রোষভরে পুনঃ পুনঃ আমার অধর দংশন করিতে থাকেন। হে কোপনে (চণ্ডি)! (আপনিই বলুন) আমি কি প্রকারে সেই শিখণ্ডচূড় হইতে আমার দেহকে রক্ষা করিব?"

দেবী পৌর্ণমাসী হইতেছেন শ্রীরাধার হিতৈষিণী—বান্ধবী; কিন্তু পূজনীয়া বান্ধবী। দেবী পৌর্ণমাসীর প্রতি ব্রজবাসী সকলেই পূজ্যত্ববুদ্ধি পোষণ করেন। পৌর্ণমাসীর প্রতি শ্রীরাধার এই ক্রোধ হইতেছে পূজ্য বন্ধুর প্রতি ক্রোধ—মন্যু। শ্রীরাধার ক্রোধের হেতু হইতেছে এই ঃ—চেষ্টা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীরাধা নিজেকে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না; তথাপি পৌর্ণমাসী তাঁহার প্রতি পাতিব্রত্যধর্ম্মের উপদেশ দিতেছেন; পৌর্ণমাসী যেন মনে করিয়াছেন, শ্রীরাধা ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছেন। এজন্য ক্রোধ।

(২) **সমানের প্রতি মন্যু**

"জ্বলতি দুর্ম্মুখি মর্ম্মণি মুর্ম্মুরস্তব গিরা জটিলে নিটিলে চ মে।
গিরিধরঃ স্পৃশতি স্ম কদা মদাদ্দুহিতরং দুহিতুর্মম পামরি ॥ ভ, র, সি, ৪।৫।১১॥

—(শ্রীরাধার মাতামহী মুখরা এবং শ্রীরাধার শ্বাশুড়ী জটিলা—এই দুইজনের নিভৃত কলহের কথা বলা হইতেছে। মুখরা বলিলেন) হে দুর্ম্মুখি! জটিলে! তোমার কটুবচনে আমার হৃদয়ে এবং মস্তকেও তুষানল জ্বলিতেছে। হে পামরি! বল দেখি, গিরিধর মদান্ধ হইয়া কবে আমার কন্যার কন্যা শ্রীরাধাকে স্পর্শ করিয়াছে?"

জটিলা মুখরাকে বলিয়াছিলেন—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পুত্রবধূ শ্রীরাধার কুলধর্ম্ম নষ্ট করিতেছে। তখন ক্রুদ্ধা হইয়া মুখরা জটিলাকে উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়াছিলেন। শ্রীরাধার সম্পর্কে মুখরা ও জটিলা পরস্পরের বন্ধু এবং তাঁহারা পরস্পর সমান। সমান বান্ধবী জটিলার প্রতি মুখরার এই ক্রোধ হইতেছে—সমানের প্রতি মন্যু।

(৩) **ন্যূনের প্রতি মন্যু**

"হন্ত স্বকীয়-কুচমূর্দ্ধ্নি মনোহরোঽয়ং হারশ্চকাস্তি হরিকণ্ঠতটীচরিষ্ণুঃ।
ভোঃ পশ্যত স্বকুল-কজ্জলমঞ্জরীয়ং কূটেন মাং তদপি বঞ্চয়তে বধূটী ॥ ভ, র, সি, ৪।৫।১২॥

—(কোনও একদিন নিকুঞ্জ হইতে গৃহে ফিরিবার সময়ে ত্বরা এবং ভ্রম বশতঃ শ্রীরাধা স্বীয় কণ্ঠস্থিত শ্রীকৃষ্ণের হার শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া আসেন নাই। গৃহে আসিয়া যখন দেখিলেন, তাঁহার কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের হার রহিয়া গিয়াছে, তখন শ্রীরাধা তাড়াতাড়ি তাহা খুলিয়া ফেলিতেছিলেন, এমন সময় জটিলা তাহা দেখিয়া ফেলিয়াছেন। তখন বৃদ্ধা জটিলা শ্রীরাধার সখীদিগকে বলিতে লাগিলেন) ওহে আমার বধূর সখীগণ! তোমরা দেখ! যে মনোহর হার হরির কণ্ঠে আন্দোলিত হইতেছিল, সেই হার আমার এই বধূটীর কুচ-মস্তকে শোভা পাইতেছে! হা কষ্ট! তথাপি এই স্বকুল-কজ্জলমঞ্জরী (কুলাঙ্গার) এই ক্ষুদ্রবধূটী ছলনাপূর্ব্বক আমাকে বঞ্চিত করিতেছে।”

জটিলার ক্রোধ শ্রীরাধার প্রতি। শ্রীরাধা তাঁহার পুত্রবধূ বলিয়া আত্মীয়া—বন্ধুস্থানীয়া; অথচ সম্পর্কে এবং বয়সে ন্যূনা—কনিষ্ঠা। তাঁহার প্রতি ক্রোধ হওয়াতে ইহা হইতেছে ন্যূনের প্রতি ক্রোধ—মন্যু।

এই উদাহরণটী সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—

“অস্মিন্ন তাদৃশো মন্যৌ বর্ত্ততে রত্যনুগ্রহঃ।
উদাহরণমাত্রায় তথাপ্যেষ নিদর্শিতঃ॥ ৪।৪।১৩॥

—এই মন্যুতে তাদৃশ (অর্থাৎ রসযোগ্য) রত্যনুগ্রহ নাই (অর্থাৎ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, গোবর্দ্ধন-মল্ল ব্যতীত অন্য সকল ব্রজজনেরই শ্রীকৃষ্ণে প্রৌঢ়া রতি আছে; সুতরাং জটিলাতেও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে প্রৌঢ়া রতি বর্ত্তমান। কিন্তু এই উদাহরণে জটিলার কৃষ্ণবিষয়া প্রৌঢ়া রতি রসোপযোগিনীরূপে স্পষ্ট নহে)। তথাপি কেবল (ন্যূনের প্রতি মন্যুর) উদাহরণরূপেই ইহার উল্লেখ করা হইল।”

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে রোষের কোনও উদাহরণ দেওয়া হয় নাই। মধুর-রস-প্রসঙ্গে তাহা জানা যাইবে।

২৫৬। শত্রুর ক্রোধ

রৌদ্ররস-সম্বন্ধে এ-পর্য্যন্ত যে-সকল উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, সে-সমস্তের সর্ব্বত্রই স্থায়িভাব হইতেছে শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিময় ক্রোধ। শ্রীকৃষ্ণও যে এইরূপ ক্রোধের বিষয় হইতে পারেন, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, যাহারা শ্রীকৃষ্ণের শত্রু, তাহাদেরও তো শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ হয়। এই ক্রোধ রৌদ্রভক্তিরসে পরিণত হইতে পারে কি না? এ-সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেনঃ—

“ক্রোধাশ্রয়াণাং শত্রূণাং চৈদ্যাদীনাং স্বভাবতঃ।
ক্রোধো রতিবিনাভাবান্ন ভক্তিরসতাং ব্রজেৎ॥৪।৫।১৩॥

—ক্রোধের আশ্রয়স্বরূপ চৈদ্যপতি-শিশুপালাদি কৃষ্ণশত্রুগণের স্বভাবসিদ্ধ ক্রোধ কৃষ্ণরতি হইতে উদ্ভূত নহে বলিয়া ভক্তিরসতা প্রাপ্ত হইতে পারে না।”

কৃষ্ণবিষয়া রতি বা প্রীতি যখন ক্রোধের দ্বারা আবৃত হয়, তখন তাহা ক্রোধরতি বলিয়া অভিহিত হয়; বস্তুতঃ আস্বাদ্য হয় রতি, ক্রোধ আস্বাদ্য নহে; রতি যে-স্থলে নাই, সে-স্থলে আস্বাদ্যও কিছু থাকিতে পারে না—সুতরাং রসের উদয়ও হইতে পারে না। কৃষ্ণশত্রু শিশুপালাদির শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ক্রোধ রতিশূন্য বলিয়া তাহা রৌদ্রভক্তিরসে পরিণত হইতে পারে না। শিশুপালাদির শ্রীকৃষ্ণে রতি বা প্রীতি নাই; আছে কেবল শত্রুভাব হইতে উদ্ভূত ক্রোধ। তাঁহাদের এই ক্রোধ স্বাভাবিক।

ঊনবিংশ অধ্যায়

ভয়ানক-ভক্তিরস—গৌণ (৬)

২৫৭। ভয়ানক ভক্তিরস

"বক্ষ্যমাণৈ বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং ভয়রতির্গতা।
ভয়ানকাভিধো ভক্তিরসো ধীরৈরুদীর্য্যতে॥ ভ, র, সি, ৪।৬।১॥

—ভয়রতি বক্ষ্যমাণ বিভাবাদিদ্বারা পুষ্টি লাভ করিলে পণ্ডিতগণ তাহাকে ভয়ানক-ভক্তিরস বলেন।"

২৫৮। ভয়ানক ভক্তিরসের বিভাবাদি

বিভাব

"কৃষ্ণশ্চ দারুণাশ্চেতি তস্মিন্নালম্বনা দ্বিধা। দারুণাঃ স্নেহতঃ শশ্বত্তদনিষ্টাপ্তিদর্শিষু।
দর্শনাচ্ছ্রবণাচ্চেতি স্মরণাচ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৮।২॥

—ভয়ানক-ভক্তিরসে আলম্বন (বিষয়ালম্বন) দুই রকম—শ্রীকৃষ্ণ এবং দারুণ (অর্থাৎ অসুরাদি)। তন্মধ্যে অপরাধকারী অনুকম্প্য ভক্ত যদি আশ্রয়ালম্বন হয়েন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ হয়েন বিষয়ালম্বন; আর, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বন্ধু, যাঁহারা স্নেহবশতঃ সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট-প্রাপ্তি দর্শন করেন, তাঁহারা যদি আশ্রয়ালম্বন হয়েন, তাহা হইলে অসুরাদি-দারুণগণের দর্শন, শ্রবণ এবং স্মরণাদি হইতেও যে ভয়ের উদয় হয়, দারুণগণ হয় তাহার বিষয়।"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—"অথ তৎপ্রীতিময়ো ভয়ানকরসঃ। তত্রালম্বনশ্চিকীর্ষিত-তৎপীড়নাদ্দারুণাৎ যত্তদীয়প্রীতিময়ং ভয়ং তস্য বিষয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। তদাধারস্তৎ-প্রিয়জনশ্চ। কিঞ্চ, স্বস্য তদ্বিচ্ছেদং কুর্ব্বণাদ্ যত্তাদৃশং ভয়ং যচ্চ স্বাপরাধকদর্থিতাৎ শ্রীকৃষ্ণাদেব বা স্যাত্তস্য তস্য স্ববিষয়ত্বেঽপি পূর্ব্ববৎ প্রীতের্বিষয়ত্বাৎ শ্রীকৃষ্ণ এব মূলালম্বনঃ। ভয়হেতুস্তূদ্দীপন এব ভবেৎ। বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্রেতি সপ্তম্যর্থত্বস্য পূর্ব্বত্রৈব ব্যাপ্তেঃ। যেনেতি তৃতীয়ার্থস্য তূত্তরত্রৈব ব্যাপ্তেশ্চ স্ববিষয়ত্বে তু য এব বিষয়ঃ স এব আধার ইতি ভয়াংশমাত্রবিষয়ত্বেন পূর্ব্ববদ্‌বহিরঙ্গ এবালম্ব-নোঽসৌ। তদাধারত্বেন ত্বন্তরঙ্গোঽপি॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ১৬৯॥"

তাৎপর্য্য। এক্ষণে ভগবৎ-প্রীতিময় ভয়ানকরস কথিত হইতেছে। তাহার আলম্বন—যে দারুণব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উৎপীড়ন করিতে ইচ্ছুক, তাহা হইতে কৃষ্ণপ্রিয়-জনের চিত্তে যে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিময় ভয় জন্মে, তাহার বিষয়ালম্বন হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ (কেননা, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উৎপীড়নের আশঙ্কাতেই এই ভয়); আর তাহার আধার বা আশ্রয়ালম্বন হইতেছেন সেই কৃষ্ণপ্রিয়-জন (কেননা,

তাঁহার চিত্তেই ভয়ের উদয়)। আর, যে ব্যক্তি কোনও ভক্তের নিজের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ জন্মায়, সেই ব্যক্তি হইতে সেই ভক্তের যে কৃষ্ণপ্রীতিময় ভয় জন্মে, এবং কোনও ভক্ত ব্যক্তি স্বীয় অপরাধজনক আচরণাদিদ্বারা যদি শ্রীকৃষ্ণের কদর্থনাদি করেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাঁহার যে ভয় জন্মে—এই উভয় রকম ভয়ের বিষয় সেই উভয় রকম ভক্ত হইলেও (কৃষ্ণবিচ্ছেদের ভয়ও ভক্তের নিজের এবং শ্রীকৃষ্ণের বিরাগের ভয়ও অপরাধকারী ভক্তের নিজের—ইঁহারা নিজেরাই ভয়ের বিষয়। তথাপি) শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের প্রীতির বিষয় বলিয়া পূর্ব্ববৎ (অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত হাস্যাদি-রসস্থলে যেমন, তেমনরূপে) শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন মূল আলম্বন (কেননা. শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের প্রীতি না থাকিলে তাদৃশ ভয় জন্মিত না)। তত্তৎ-স্থলে ভয়ের যাহা হেতু, তাহা উদ্দীপন-বিভাবই হইয়া থাকে। একথা বলার হেতু এই। অগ্নিপুরাণে বিভাবের লক্ষণরূপে বলা হইয়াছে—"বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে। বিভাবো নাম স দ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ॥ ভ, র, সি, ২।১।৫॥—যাহাতে (যত্র—সপ্তমী বিভক্তি) এবং যদ্দারা (যেন—তৃতীয়া বিভক্তি) রত্যাদি বিভাবিত (আস্বাদ্যত্ব-প্রাপ্ত) হয়, তাহাকে বলে বিভাব। এই বিভাব দ্বিবিধ—আলম্বন-বিভাব এবং উদ্দীপন-বিভাব।" এ-স্থলে দুইরকম বিভাবের কথা বলা হইয়াছে—আলম্বন-বিভাব এবং উদ্দীপন-বিভাব। আগে আলম্বনের কথা এবং পরে উদ্দীপনের কথা বলা হইয়াছে (দ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ) ; এই ক্রমেই লক্ষণের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে—যথাক্রমে। লক্ষণ-কথনে আগে বলা হইয়াছে "বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্র—যে-স্থলে রত্যাদি আস্বাদ্যত্ব-প্রাপ্ত হয়।" যত্র-শব্দে সপ্তমী বিভক্তি। এই সপ্তমী বিভক্তিবিশিষ্ট "যত্র"-শব্দদ্বারা এক রকম বিভাবের কথা প্রথমে বলা হইয়াছে। ইহার ব্যাপ্তি হইবে—বিভাবদ্বয়ের নাম-কথনে প্রথমে যাহার নাম কথিত হইয়াছে, সেই আলম্বন-বিভাবে। আর তৃতীয়াবিভক্তিবিশিষ্ট "যেন"-শব্দে পরে যে বিভাবের কথা বলা হইয়াছে, তাহার ব্যাপ্তি হইবে—বিভাবদ্বয়ের নাম-কথনে পরে যাহার নাম কথিত হইয়াছে, সেই উদ্দীপন-বিভাবে। আলোচ্যস্থলে ভগবৎ-প্রীতিময় ভয় কাহাতে বর্ত্তমান ? নিশ্চয়ই কৃষ্ণবিচ্ছেদ-শঙ্কিত ভক্তে এবং কৃতাপরাধ ভক্তে ; তাঁহারাই সপ্তমী বিভক্তির স্থান ; সুতরাং তাঁহারাই আলম্বন ; তথাপি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রীতির বিষয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই যে মূল আলম্বন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর ভয়ের হেতু কি ? কৃষ্ণবিচ্ছেদ-কারক এবং সাপরাধভক্তের পক্ষে তাঁহার অপরাধ। এই উভয়ই তৃতীয়া বিভক্তির স্থান ; কেননা, এই উভয়দ্বারাই ভয় জন্মে। কৃষ্ণ-বিচ্ছেদকারককে দেখিলে এবং অপরাধের কথা মনেহইলে ভয় উদ্দীপিত হয়। এজন্য এই দুই ভয়ের হেতু হইতেছে উদ্দীপন-বিভাব। যাহাহউক, ভয় নিজবিষয়ে হইলেও, যিনি বিষয়, তিনিই (সেই ভক্তই) আশ্রয়। এজন্য ভয়াংশমাত্রের (প্রীত্যংশের নহে) বিষয় বলিয়া ভয়ের কারণ (বিচ্ছেদকারক এবং অপরাধ) হইতেছে পূর্ব্ববৎ (বীররসাদির স্থলের ন্যায়) বহিরঙ্গ আলম্বন। আবার ভয়ের আশ্রয় অন্তরঙ্গ আলম্বনও বটে।

উদ্দীপনাদি

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন (৪।৬।৬-অনু) ঃ—

ভয়ানকরসে বিভাবের (বিষয়ালম্বন-বিভাবের) ভ্রূকুটী-প্রভৃতি হইতেছে **উদ্দীপন**। মুখশোষ, উচ্ছ্বাস, পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি, আত্মগোপন, উদ্‌ঘূর্ণা, আশ্রয়ের অন্বেষণ এবং চীৎকারাদি হইতেছে **অনুভাব**। অশ্রুব্যতীত অন্যান্য **সাত্ত্বিকভাব**। সংত্রাস, মরণ, চাপল, আবেগ, দৈন্য, বিষাদ, মোহ, অপস্মার এবং শঙ্কাদি হইতেছে **ব্যভিচারী** ভাব।

ভয়ানক-রসে **স্থায়ী ভাব** হইতেছে ভয়রতি। অপরাধ হইতে এবং ভয়ানক অসুরাদি হইতে এই ভয় জন্মে। অপরাধ বহু প্রকারের। অপরাধজনিত ভয় কিন্তু অনুগ্রাহ্য ভক্ত ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব হয় না।

যাহারা আকৃতিতে, কিম্বা প্রকৃতিতে, অথবা প্রভাবে ভয়ানক, তাহারা যে ভয়ের বিষয়ালম্বন, সেই ভয়—কেবল-প্রেমবান্ ভক্তে এবং প্রায়শঃ নারীও বালকাদিতে জন্মে।

পূতনাদি আকৃতিতে ভয়ানক, শিশুপালাদি দুষ্ট-নৃপতিগণ প্রকৃতিতে ভয়ানক, এবং ইন্দ্র ও গিরিশাদি প্রভাবে ভয়ানক। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে রতিশূন্য বলিয়া কংসাদি অসুরগণ এ-স্থলে আলম্বন হইতে পারে না।

২৫৯। ভয়ানক রসের উদাহরণ

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ভয়ানক-ভক্তিরসে বিষয়ালম্বন দুই রকমের—শ্রীকৃষ্ণ এবং দারুণ। ক্রমশঃ তাহাদের উদাহরণ দেওয়া হইতেছে।

ক। **শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ালম্বনত্ব**

এ-স্থলে আশ্রয়ালম্বন হইতেছেন অনুকম্প্য সাপরাধভক্ত।

"কিং শুষ্যদ্‌বদনোঽসি মুঞ্চ খচিতং চিত্তে পৃথুং বেপথুং
বিশ্বস্য প্রকৃতিং ভজস্ব ন মনাগপ্যস্তি মন্তুস্তব।
উম্মগ্রক্ষিতমৃক্ষরাজরভসাদ্‌বিস্তীর্য্য বীর্য্যং ত্বয়া
পৃথ্বী প্রত্যুত যুদ্ধকৌতুকময়ী সেবৈব মে নির্ম্মিতা॥ ভ, র, সি, ৪।৬।৩॥

—(জাম্ববানের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন) হে ঋক্ষরাজ! তুমি কেন শুষ্কবদন হইয়াছ? তোমার চিত্তে যে বিপুল কম্প ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে, তাহাকে পরিত্যাগ কর। তোমার কিঞ্চিৎন্মাত্রও অপরাধ নাই। বিশ্বের প্রকৃতির ভজন কর (স্বীয় স্বভাবের অনুগামী হও)। ক্রোধসন্তাপযুক্ত বীর্য্য বিস্তার করিয়া তুমি বরং যুদ্ধকৌতুকময়ী মহতী সেবাই আমার করিয়াছ।"

শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া জাম্ববান্ নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া ভীত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের অনুকম্প্য।

"মুরমথন পুরস্তে কো ভুজঙ্গস্তপস্বী লঘুরহমিতি কার্ষীর্মা স্ম দীনায় মন্যুম্।
গুরুরয়মপরাধস্তথ্যমজ্ঞানতোঽভূদশরণমতিমূঢ়ং রক্ষ রক্ষ প্রসীদ॥ ভ, র সি, ৪।৬।৪॥

—(শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জানিবার পরে শ্রীকৃষ্ণে শরণাপন্ন হইয়া কালিয়নাগ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিল) হে মুরনাশন! তোমার অগ্রে এই ক্ষুদ্র ভুজঙ্গ কোথাকার কে? আমি অতি লঘু—ইহা মনে করিয়া এই দীনের প্রতি রুষ্ট হইওনা। তোমার তত্ত্ব জানিতাম না বলিয়া আমি এই গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। এই আশ্রয়হীন অতি মূঢ়কে রক্ষা কর, রক্ষা কর! আমার প্রতি প্রসন্ন হও।"

খ। দারুণের বিষয়ালম্বনত্ব

এ-স্থলে বন্ধুগণ হইতেছেন আশ্রয়ালম্বন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, স্নেহবশতঃ যাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট-প্রাপ্তি দর্শন করেন, (অসুরাদি) দারুণদিগের দর্শন, শ্রবণ এবং স্মরণ হইতেও তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিময় ভয়ের উদয় হয়। এ-সমস্তের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে।

(১) দর্শনহেতু ভয়

"হা কিং করোমি তরলং ভবনান্তরালে গোপেন্দ্র গোপয় বলাদুপরুধ্য বালম্।
ক্ষ্মামণ্ডলেন সহ চঞ্চলয়ন্মনো মে শৃঙ্গাণি লঙ্ঘয়তি পশ্য তুরঙ্গদৈত্যঃ॥ ভ, র, সি, ৪।৬।৫॥

—(নন্দমহারাজের প্রতি যশোদামাতা বলিতেছেন) হায়! আমি কি করিব? হে গোপেন্দ্র! এই চঞ্চল বালকটীকে (শ্রীকৃষ্ণকে) বলপূর্ব্বক গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখ। ঐ দেখ, অশ্বাকৃতি দৈত্যটী (কেশী দৈত্য) বৃক্ষাগ্রসকল উল্লঙ্ঘন করিতেছে; ভূমণ্ডলের সহিত আমার মন চঞ্চল হইতেছে।"

এ-স্থলে দারুণ কেশীদৈত্যের দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের জন্য যশোদামাতার ভয় জন্মিয়াছে। ভয়ের আশ্রয় যশোদামাতা। আর বিষয়—দারুণ কেশীদৈত্য। প্রীতিসন্দর্ভের মতে মূল বিষয় হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ; ভয়ের হেতু কেশীদৈত্য হইতেছে উদ্দীপন।

(২) শ্রবণহেতু ভয়

"শৃণ্বতী তুরগদানবং রুষা গোকুলং কিল বিশন্তমুদ্ধরম্।
দ্রাগভূত্তনয়রক্ষণাকুলা শুষ্যদাস্যজলজা ব্রজেশ্বরী॥ ভ, র, সি, ৪।৬।৫॥

—অশ্বাকৃতি ভয়ানক দানব ক্রোধভরে গোকুলে প্রবেশ করিতেছে—এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রজেশ্বরী যশোদা সহসা তনয়-রক্ষণে ব্যাকুলচিত্তা হইলেন, তাঁহার বদনকমল শুষ্ক হইয়া গেল।"

(৩) স্মরণহেতু ভয়

"বিরম বিরম মাতঃ পূতনায়াঃ প্রসঙ্গাত্তনুমিয়মধুনাপি স্মর্য্যমাণা ধুনোতি।
কবলয়িতুমিবাঙ্কীকৃত্য বালং ঘুরন্তী বপুরতিপরুষং যা ঘোরমাবিশ্চকার॥ ভ, র, সি, ৪।৬।৬॥

—(পূতনার বিবরণ সম্যক্ অবগত নহে, এইরূপ কোনও দূরদেশাগত রমণী যশোদামাতার নিকটে সেই বিবরণ জানিবার নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলে যশোদামাতা বলিয়াছিলেন) ও মা! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও; পূতনার প্রসঙ্গ আর উত্থাপন করিওনা। সেই কথা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া এখনও আমার এই দেহকে কম্পিত করিতেছে। আমার বালকটীকে কবলিত করার ইচ্ছায় পূতনা বালকটীকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক ভীষণ শব্দ করিয়া অতি কঠিন ভয়ানক দেহ প্রকাশ করিয়াছিল।"

বিংশ অধ্যায়

বীভৎস-ভক্তিরস—গৌণ (৭)

২৬০। বীভৎস-ভক্তিরস

"পুষ্টিং নিজবিভাবাদ্যৈর্ জুগুপ্সারতিরাগতা।

অসৌ ভক্তিরসো ধীরৈ র্বীভৎসাখ্য ইতীর্য্যতে॥ ভ, র, সি, ৪।৭।১॥

—পণ্ডিতগণ বলেন, জুগুপ্সা রতি যদি আত্মোচিত বিভাবাদিদ্বারা পুষ্টি লাভ করে, তাহা হইলে তাহা বীভৎস-নামক ভক্তিরসে পরিণত হয়।"

এই জুগুপ্সা রতিও ভগবৎ-প্রীতিময়ী।

২৬১। বীভৎস ভক্তিরসের বিভাবাদি

"অস্মিন্নাশ্রিতশান্তাদ্যা ধীরৈরালম্বনা মতাঃ॥ ভ, র , সি, ৪।৭।২॥

—এই বীভৎস-রসে আশ্রিত-শান্তাদি ব্যক্তিগণ হইতেছেন আলম্বন বিভাব।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—এ-স্থলে আশ্রিত-শান্তাদির আলম্বনত্ব হইতেছে কেবল রত্যংশে। এ-স্থলে শান্ত হইতেছে তপস্বিরূপই। শান্তাদি-শব্দের অন্তর্গত 'আদি'-শব্দে অপ্রাপ্ত-ভগবৎ-সান্নিধ্য সমস্ত লোককেই বুঝায়।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে (১৭২-অনু) লিখিয়াছেন—ইহাতে অন্যের প্রতি যে জুগুপ্সা (ঘৃণা), তাহাও ভগবৎ-প্রীতিময়ী; শ্রীকৃষ্ণই প্রীতির বিষয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন জুগুপ্সা রতিরও মূল আলম্বন; কৃষ্ণপ্রিয় ব্যক্তি তাহার আশ্রয়। জুগুপ্সাংশমাত্রের বিষয় যে অন্যজন, সেই অন্যজন হইতেছে বহিরঙ্গ আলম্বন।

এইরূপে জানা গেল, বীভৎস-ভক্তিরসে—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন মূল **বিষয়ালম্বন-বিভাব**; যে অন্য-জনের প্রতি জুগুপ্সা জন্মে, সেই অন্যজন হইতেছে **বহিরঙ্গ-বিষয়ালম্বন-বিভাব**। **আশ্রয়ালম্বন-বিভাব** হইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণভক্ত।

উদ্দীপন হইতেছে অন্যগত অমেধ্যাদি (প্রীতিসন্দর্ভঃ)। **অনুভাব**—নিষ্ঠীবন (থুথু ফেলা), মুখের বক্রিমা, নাসিকার আচ্ছাদন, ধাবন, কম্প, পুলক, ঘর্ম্ম-প্রভৃতি। **ব্যভিচারী** হইতেছে গ্লানি, শ্রম, উন্মাদ, মোহ, নির্বেদ, দৈন্য, বিষাদ, চাপল, আবেগ এবং জাড্য প্রভৃতি। **স্থায়ী ভাব**—ভগবৎ-প্রীতিময়ী জুগুপ্সা রতি। এই জুগুপ্সা রতি দুই রকমের—বিবেকজা এবং প্রায়িকী (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)।

ক। বিবেকজনিতা জুগুপ্সা রতি

"জাতকৃষ্ণরতে র্ভক্তবিশেষস্য তু কস্যচিৎ।

বিবেকোত্থা তু দেহাদৌ জুগুপ্সা স্যাদ্বিবেকজা॥ ভ, র, সি, ৪।৭।৩॥

—কোনও জাতকৃষ্ণরতি ভক্তবিশেষের দেহাদিতে যে বিবেকোত্থা জুগুপ্‌সা জন্মে, তাহাকে বিবেকজনিতা জুগুপ্‌সা রতি বলে।”

“ঘনরুধিরময়ে ত্বচা পিনদ্ধে পিশিতবিমিশ্রিতবিস্রগন্ধভাজি।
কথমিহ রমতাং বুধঃ শরীরে ভগবতি হন্ত রতের্লবেঽপ্যুদীর্ণে॥ ভ, র, সি, ৪।৭।৪॥

—হায়! ভগবানে কিঞ্চিন্মাত্রও রতি উৎপন্ন হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি কেন মাংসবিমিশ্রিত আমগন্ধবিশিষ্ট ঘনরুধিরময় এই চর্ম্মাবৃত দেহে আনন্দ অনুভব করিবেন?”

এ-স্থলে প্রাকৃত দেহে জাতরতি ভক্তের জুগুপ্‌সা; এই জুগুপ্‌সা হইতেছে বিবেক হইতে উত্থিতা।

খ। প্রায়িকী জুগুপ্‌সা রতি

“অমেধ্য-পূত্যনুভবাৎ সর্ব্বেষামেব সর্ব্বতঃ।
যা প্রায়ো জায়তে সেয়ং জুগুপ্‌সা প্রায়িকী মতা॥ ভ, র, সি, ৪।৭।৪॥

—অমেধ্যের ও পূতির (দুর্গন্ধের) অনুভব হইতে প্রায় সকলেরই সর্ব্বতোভাবে যে জুগুপ্‌সা জন্মে, তাহাকে প্রায়িকী বলে।”

টীকায় শ্রীল মুকুন্দদাস গোস্বামি-মহোদয় লিখিয়াছেন—“সর্ব্বেষাং পঞ্চবিধভক্তানাম্—এ-স্থলে ‘সকলের’ অর্থ হইতেছে ‘পঞ্চবিধ ভক্তের’।”

“অসৃঙ্‌মূত্রাকীর্ণে ঘনশমলপঙ্কব্যতিকরে
বসন্নেষ ক্লিন্নো জড়তনুরহং মাতুরুদরে।
লভে চেতঃক্ষোভং তব ভজনকর্ম্মাক্ষমতয়া
তদস্মিন্ কংসারে কুরু ময়ি কৃপাসাগর কৃপাম্॥ ভ, র, সি, ৪।৭।৫॥

—(মাতৃগর্ভস্থ কোনও ভক্ত-জীব ভগবানের স্তব করিয়া বলিতেছেন) হে কংসারে! যে-স্থলে নিবিড় পাপরূপ পঙ্কের পৌনঃপুন্য বিরাজিত, রক্তমূত্রে আকীর্ণ সেই মাতৃগর্ভে বাস করিয়া আমি ক্লিন্ন হইয়াছি এবং তোমার ভজনে অসামর্থ্যবশতঃ মনোমধ্যেও বিশেষ ক্ষোভ প্রাপ্ত হইতেছি। হে করুণা-সাগর! এতাদৃশ আমার প্রতি কৃপা কর।”

এ-স্থলে মাতৃগর্ভস্থ অমেধ্য ও পূতির প্রতি জাতরতি ভক্তের জুগুপ্‌সা।

২৬২। বীভৎস ভক্তিরসের উদাহরণ

“পাণ্ডিত্যং রতহিণ্ডকাধ্বনি গতো যঃ কামদীক্ষাব্রতী
কুর্ব্বন্ পূর্ব্বমশেষষিড়্‌গনগরী-সাম্রাজ্যচর্য্যামভূৎ।
চিত্রং সোঽয়মুদীরয়ন্ হরিগুণানুদ্বাষ্পদৃষ্টির্জনো
দৃষ্টে স্ত্রীবদনে বিকূণিতমুখো বিষ্টভ্য নিষ্ঠীবতি॥ ভ, র, সি, ৪।৭।৩॥

—রতিচৌর-পথে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া অশেষ-স্ত্রীলম্পটদিগের নগরীতে যথেচ্ছ আচরণ পূর্ব্বক পূর্ব্বে যিনি কামদীক্ষাব্রতী হইয়াছিলেন, কি আশ্চর্য্য ! তিনি এখন হরিগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে নয়নে অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছেন এবং স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন ঘটিলে বদন বক্র করিতেছেন এবং বিশেষ স্তব্ধভাব প্রাপ্ত হইয়া নিষ্ঠীবন ত্যাগ (থুৎকার) করিতেছেন।”

২৬৩। গৌণ ভক্তিরস-বর্ণনার উপসংহার-বাক্য

হাস্যাদি গৌণভক্তিরস-বর্ণনার উপসংহারে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন,

“লব্ধকৃষ্ণরতেরেব সুষ্ঠু পূতং মনঃ সদা। ক্ষুভ্যত্যহৃদ্যলেশেঽপি ততোঽস্যাং রত্যনুগ্রহঃ ॥
হাস্যাদীনাং রসত্বং যদ্গৌণত্বেনাপি কীর্ত্তিতম্। প্রাচাং মতানুসারেণ তদ্বিজ্ঞেয়ং মনীষিভিঃ ॥
অমী পঞ্চৈব শান্তাদ্যা হরের্ভক্তিরসা মতাঃ। এষু হাস্যাদয়ঃ প্রায়োবিভ্রতি ব্যভিচারিতাম্ ॥

—৪।৭।৬॥

—যিনি শ্রীকৃষ্ণে রতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারই মন সর্ব্বদা সুষ্ঠুরূপে নির্ম্মল থাকে। ঘৃণিত বস্তুর লেশমাত্রেও তাঁহার মন ক্ষুভিত হয়। সেজন্য এই জুগুপ্সা-রতিতে মুখ্যা রতির অনুগ্রহ বুঝিতে হইবে (অর্থাৎ জুগুপ্সা রতি ভক্তের চিত্তস্থিত মুখ্যা রতির দ্বারা পুষ্ট হইয়াই আস্বাদ্য হইয়া থাকে)। হাস্যাদির রসত্ব গৌণরূপেও যে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা কেবল প্রাচীনদিগের (প্রাকৃত-রসবিদ্ গণের) মতের অনুসরণেই করা হইয়াছে বলিয়া মনীষিগণ মনে করিবেন। শান্তাদি পাঁচটীই হইতেছে হরির ভক্তিরস ; এই শান্তাদিরসে হাস্যাদি প্রায়শঃ ব্যভিচারিতা ধারণ করে (ব্যভিচারিভাবরূপে পরিগণিত হয়)।”